দ্ধ হইয়াছে এবং তাহাতে ব্রাজিলের রাজার সকল সৈন্য তদ্দেশীয় লোক কর্ত্তৃক মারা গিয়াছে। এবং ব্রাজিলের সেনাপতি ও সেই যুদ্ধে মরিয়াছে তথাপি [illegible] হইতে আরো [illegible] নূতন সৈন্য দক্ষিণ আমেরিকাতে পুনর্ব্বার যুদ্ধের কারণ যাইতেছে।

মিসর দেশীয়।

১০ জানুয়ারি তারিখের মান্দ্রাজের সমাচার পত্রে শুনা গেল যে মিসর দেশের সকল বিষয় পূর্ব্বের স্থির হইয়াছে। এবং যে ব্যক্তিরা ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল তাহারা এক্ষণে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছে এবং মান্দ্রাজ হইতে যে কতক নূতন সৈন্য সিংহল দেশে গিয়াছিল তাহারা এক্ষণে জাহাজ হইতে না নামিয়া পুনর্ব্বার [illegible] আসিয়াছে যেহেতুক সে স্থানে আর সৈন্যের আবশ্যক নাই।

পারিগামির ভাণ্ডার।

যাহারা পারিগামির ভাণ্ডারে বসতি করাইবার উদ্যোগ করিতেছে তাহারা কলিকাতার [illegible] [illegible] বিষয়ের [illegible] গত বুধবারে একত্র হইল এবং দশ জন সাহেব ও দুই এতদ্দেশীয় লোককে সেই কর্ম্ম সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত করিল সেই সাহেব লোকেরদের নাম এই।

শ্রীযুত কর্ণেল হেত্রম সাহেব।

ও শ্রীযুত চার্লস ত্রোএর সাহেব।

ও শ্রীযুত জন ফুলার্ত্তন সাহেব।

ও শ্রীযুত জেমস কিদ সাহেব।

ও শ্রীযুত ওলিএম রিচার্দসন সাহেব।

ও শ্রীযুত এন এ কেরিব্রন সাহেব।

ও শ্রীযুত জন তয়ের সাহেব।

ও শ্রীযুত জোসেফ বারেত্তো সাহেব।

ও শ্রীযুত রবর্ট মাক্লিনতস সাহেব।

ও শ্রীযুত হরিমোহন ঠাকুর।

ও শ্রীযুত রামদুলালদে।

নূতন খাল

কুলপির নীচে এক খাল সমুদ্রপর্য্যন্ত যায় সেই খালের গোড়া অবধি কলিকাতাপর্য্যন্ত একটা নূতন খাল কাটিবার নিমিত্ত পরামর্শ হইতেছে যদি এই মত খাল কাটা যায় তবে তাহাতে এই উপকার হইবে যে সমুদ্রহইতে যে সকল দ্রব্য কলিকাতাতে আমদানি রপ্তানি হয় তাহা নির্ভয় অনায়াসে ঐ খাল দিয়া কলিকাতায় আসিতে ও যাইতে পারে।

অন্য এক খালও কাটিবার কারণ কথা হইতেছে অর্থাৎ নদীয়া প্রভৃতি ও পশ্চিমহইতে যত দ্রব্য কলিকাতায় আইসে তাহা ইচ্ছামতী নদী দিয়া শিবনিবাস পর্য্যন্ত আইসে ও সেখানহইতে [illegible] দিয়া পারায় আইসে কিন্তু [illegible] করিবার সময় নিত্য দারাগে [illegible] এবং [illegible] সেখানে ভাটা পায় ইহাতে অনেক গাহনি হয় ও অনেক নৌকার ক্ষতি হয় যদি হরদামের খাল অবধি কলিকাতার পূর্ব্বপর্য্যন্ত একটা খাল কাটা যায় তবে এতদ্দেশীয় বাণিজ্য অবিলম্বে নির্ব্বিঘ্নে রাজধানীতে পঁহুছে। হরদাম অবধি কলিকাতার পূর্ব্বপর্য্যন্ত পঁচিশ ক্রোশ হইবে এবং যদি যমুনা নদীর সহিত সম্মিলিত করা যায় তবে কেবল কুড়ি ক্রোশ কাটিতে হয় যদি ইচ্ছামতীহইতে কাটা যায় তবে পোনর ক্রোশ কাটিতে হয়।

এই খাল কাটিলে কলিকাতার [illegible] অনায়াসে ভাল জল পাইবে [illegible] হাতের লোকেরা যে জল লইবার [illegible] নৌকা পাঠাইত তাহারাও ঐ খালহইতে ভাল জল পাইবে।

অনুমান হয় যে এই খাল কাটিতে এই ব্যয় হইবে যদি খাল কুড়ি ক্রোশ লম্বা হয় এবং যদি খালের গোড়া ষাটি হাত চৌড়া ও খালের মুখ কুড়ি হাত চৌড়া হয় ও পোনে পোনের হাত গহিরা হয় তবে খাল কাটিবার খরচ পাঁচ লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা লাগিবে। [illegible] মূল্য এই যদি চৌড়াতে এক শত [illegible] হাত জমী লওয়া যায় তবে তাহার [illegible] জমীর মূল্য পঞ্চাশ হাজার টাকা হয় এই হিসাবে [illegible] বিঘা জমীর মূল্য দশ টাকা করিয়া ধরা গিয়াছে এবং কলিকাতার নিকটে যে জমী তাহার কারণ কুড়ি হাজার টাকা ধরা গিয়াছে। তৈয়ারির এই খাল যদি তিন বৎসর লাগে ও পাঁচ শত টাকা করিয়া মাসে ধরা যায় তবে আটার হাজার টাকা হয় সর্ব্ব শুদ্ধা ছয় লক্ষ আটার হাজার টাকা। যদি ইহার উপর বাজেখরচের নিমিত্ত আর কিছু ধরিয়া দেও তবে সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা হয় যদি খালের উপর [illegible] হাসিল লওয়া যায় তবে অনুমান প্রতিবৎসর পঁয়ষট্টি হাজার টাকা উৎপন্ন হইতে পারে ইহাতে আসল যায় টাকার সকল সুদ পোষাইতে পারে কলিকাতার পূর্ব্বে টালির খাল দিয়া যে টাকা যায় তাহার হাসিলে প্রতিবৎসর [illegible] হাজার টাকা উৎপন্ন হয় অতএব এই খাল হইলে অবশ্য ইহার অধিক হাসিল হইতে পারিবেক এবং টালির খালে যে উপকার হইতেছে তাহাহইতে [illegible] উপকার এই খালে হইবেক।—

সমাচার দর্পণ।

দেশ অধিকার করিয়াছে। চিত্রৌলীর রাজা শ্রীযুত যোধ সিংহ এখন না ...রে আছে লোকে কহে যে সে অতি ...হসী ও জ্ঞানবান। ঐ রাজা যোধ সিংহ কয়েক মাস হইল শ্রীযুত রণজিৎ সিংহ বাহাদুরের আজ্ঞাতে মুলতান দেশ অধিকার করিয়াছে। এবং রণজিৎ সিংহ বাহাদুর এখন অনেক সৈন্য প্রস্তুত করিতেছেন যে ঐ সৈন্য যোধ সিংহের সঙ্গে দিয়া কাশ্মীর দেশ অধিকার করেন।

বিকানিপুরের রাজা সুরত সিংহ মরিয়াছে কিন্তু সে দেশ আমারদের আশ্রয়ে আছে অতএব সেখানে কোন উৎপাত হইবে না আমরা সেখানে না থাকিলে তাহারদের ওপরে কত উপদ্রব হইত। সুরত সিংহের উত্তরাধিকারী এখন সিংহাসনে বসিবে। ...নগরের অধ্যক্ষেরা আপন রাজার সহিত অনেক২ বিবাদ পূর্ব্বে করিত এখন মহা... অক্তরলোনী সাহেব তাহার ... নির্ব্বিবাদ করিয়াছেন তাহাতে ... দেশ সুস্থির হইয়াছে। এবং যোধ...পুরের রাজা আপন দেশ সুস্থির রাখিবার জন্যে আক্তরলোনি সাহেবের নিকটে ...র্থনা করিতেছে ও তিনি সেখানে গিয়া তাহার দেশ সুস্থির করিবেন। অনুমান হয় যে শ্রীশ্রীযুত বাজীরাও পেশোয়া তীর্থ দর্শনার্থ মথুরাতে ১৫ নবেম্বরে ...বেন। এবং তিনি তথাহইতে অন্য ... গেলে সিন্ধিয়া মথুরাতে যাইবেন যে হেতুক দুই জনে একত্র মিলিতে চাহেন ...। সিন্ধিয়ার উজীর গোকুল পারক ...বন বাস করিতেছে অতএব তাহার ...শের নানাপ্রকার অসাধ্যপ্রায় উপস্থিত হইয়াছে অনুমান হয় যে শেষে সে সকল ... হস্তগত হইবে।

মান্দরাজ।—

১৮ অক্তুবরের সমাচার পাওয়া গেল যে মান্দরাজে বড় ঝড় হইয়াছিল তাহাতে ছয় জাহাজ ডুবিয়াছে তাহার মধ্যে দুই তিনটা লোক সমেত ডুবিয়াছে এই ছয় জাহাজ ছাড়া আর এক জাহাজের হালি ভাঙ্গিয়াছিল সে জাহাজ কোন প্রকারে রসারসি দ্বারা মান্দরাজে পঁহুছিয়াছে।

সিংহল উপদ্বীপ।

যে সৈন্য এ দেশহইতে লঙ্কা উপদ্বীপে যাইবে এমত কল্প ছিল তাহার তিন ভাগের এক ভাগ গঙ্গাসাগর পার হইয়াছে এবং তাহার দ্বিতীয় ভাগ গত সোমবার যোং চানকহইতে রাহী হইয়াছে।

শ্রীযুত রঘুমণি বিদ্যাভূষণ।

অনন্যসাধারণ পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহামহোপাধ্যায় মহারাজ গুরু শ্রীযুত রঘুমণি বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য্য এতাবৎ কাল বিপুলসুখানুভব করিয়া সম্প্রতি স্বানুকূল পুত্রে স্বকীয় বৃত্তি সম্পত্তি শিষ্যাদি সমর্পণ করিয়া কাশী বাসাভিলাষী হইয়া প্রস্থান করিয়াছেন।

পেশোয়ার উৎপত্তি।

দিল্লীর বাদশাহ আওরঙ্গজেব অতি যোদ্ধা ছিলেন অতএব তাহার কালে মহারাষ্ট্রেরদের তাদৃশ পরাক্রম ছিল না। সেই সময়ে পুনারাজ্য তারা বাইয়ের অধীন ছিল কিন্তু প্রকৃত রাজা শাহুজী নামে এক মহারাজ ছিলেন তিনি আওরঙ্গজেবের পায়ের অধীন বন্দে ছিলেন পরে আওরঙ্গজেব মরিলে পর তিনি অনেক দিন দিয়া কারাগারহইতে মুক্ত হইলেন। পরে অনেক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া গোদাবরী নদী পার হইয়া তারা বাইয়ের সৈন্যকে মারিলেন এবং ... সেতারা অধিকার করিলেন তাহাতে সকল মহারাষ্ট্র দেশে তাহার রাজ... স্থির হইল। তৎকালে বালাজী বিশ্বনাথ রাও শাহুজীর সৈন্যের অধ্যক্ষ ছিল। ভৈরব পন্থ নামে এক জন গড়ের অধ্যক্ষ ছিল ও পরশুরাম পন্থ রাজার প্রতিনিধি ছিল।—

ঐ শাহুজী মহারাজ প্রায় সকল রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন কিন্তু সমুদ্রের তীরে তারা বাইয়ের অধীন অনেক গড় ছিল ও তাহার সেনাপতি কানোজী আংগ্রিয়া নামে ছিল। ঐ সেনাপতি শাহুজী রাজার লোহর নামে এক গড় লইল ও ভৈরব পন্থকে ধরিয়া লইল। ইহাতে শাহুজী মহারাজ অতিশয় ভীত হইয়া আপন চাকরের মধ্যে আট জন প্রধানকে ডাকিয়া এই বৃত্তান্ত জানাইলেন ও তাহারদিগকে কহিলেন যে আংগ্রিয়ার সহিত যুদ্ধ করিতে তোমারদের এক জনকে যাইতে হইবেক। ... আপন প্রতিনিধিকে কহিলেন যে তুমি যাইতে পারিবা কি না। সে কহিল যে সৈন্যের ওপরে আমার পরাক্রম নাই আমি কি রূপে যাই। পরে বালাজী বিশ্বনাথকে কহিলেন। সে কহিল যে যদি মহারাজ আমাকে সৈন্য দেন তবে আমি যাইব। ইহাতে শাহুজী মহারাজ সন্তুষ্ট হইয়া তাহার মস্তকোপরি হস্তার্পণ করিলেন ও মুখ্য প্রধানপদ অর্থাৎ পেশোয়াপদ তাহাকে দিলেন ঐ বালাজী বিশ্বনাথ ও আংগরিয়া এ উভয়ের পরস্পর বড় সম্প্রীতি ছিল তৎপ্রযুক্ত অল্প সৈন্য সঙ্গে করিয়া বালাজী বিশ্বনাথ আংগরিয়ার নিকটে গেল ও নানা ... তারা বাইয়ের পক্ষহইতে

...শহরের পক্ষে আনিয়া উপযুক্ত পদাতি ... করিল এই কর্ম হওয়াতে ... হইয়া ঐ ... সমাচারেরদিগ ... তোপেতে মহল ... হইয়া আসি ...

...

অতি সকল সময়ে ... কারণ ইজারা ...

গড় কোট।

... শ্রীযুত জেনেরাল সাহেব গড়কোটার গড় অধিকার করে সে গড়কোটা সাগরের দক্ষিণ পূর্ব্ব নর্ম্মদা নদীর উত্তরে দুই তিন ক্রোশ। ইহার পূর্ব্বে ছয় দিন তোপ খুলিয়া ছয় দিন পর্য্যন্ত তাহার উপরে গুলি মারিল। পরে তত্রস্থ লোকেরা অতি ভীত হইয়া এইরূপ সন্ধিপত্র করিল যে তাহারা আপনারদের সম্ভ্রমের কারণ আপনং অস্ত্র লইয়া প্রস্থান দিবেক। ইহাতে গড় পাওয়া গেল।

এই গড় অর্জ্জুন সিংহের ছিল পূর্ব্বে ... সাগরের নিকটে তাহার স্বতন্ত্র এক অধিকার ছিল কিন্তু নাগপুরের রাজা তাহার উপরে নিত্য আক্রমণ করিত। ইহাতে অর্জ্জুন সিংহ সিন্ধিয়ার নিকটে উপকার চাহিল। সিন্ধিয়া তাহার উপকারার্থ আপন সেনাপতি জন বাপ্তিষ্টকে আজ্ঞা করিল। সে সেখানে গিয়া নাগপুরের রাজার সৈন্যকে মারিয়া দূর করিল। এই কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইলে অর্জ্জুনসিংহ আপন রাজ্যের অর্দ্ধ ও নগদ অনেক টাকা সিন্ধিয়াকে দিল। সিন্ধিয়ার অর্দ্ধেক ভাগের অন্তঃপাতী এ গড় ছিল। গত বৎসরে যখন ইংলণ্ডীয় সৈন্য পশ্চিমে গেল সেই উপদ্রবের সময়ে অর্জ্জুন সিংহ সে গড় পুনর্ব্বার আপন অধীন করিয়া ছিল। গড় অধিকার করিবার সময়ে অর্জ্জুন সিংহ গড়ে ছিল না।

কাবোল।

কাবোলের বাদশাহ মহমুদ শাহ মরিয়াছে তাহার ভ্রাতা শাহশুজা লুধিয়ানাহইতে গুপ্তরূপে কাবোল পঁহুছিয়াছে তাহার সঙ্গে অতি অল্প সৈন্য গিয়াছে সে অতি শিষ্ট লোক কিন্তু তাহার ভ্রাতৃপুত্রেরদের অধীন সকল রাজা তাহারা অতি অশিষ্ট তাহার মধ্যে কামরান বাহাদুর আপন পিতার উজীরকে ধরিল ও লাল ... দিয়া দুই চক্ষু দগ্ধ করিয়া তাহাকে মারিল।

দেশাচার।

আসাম দেশের রাজারদের এক রাজনীতি আছে সে অন্য দেশহইতে অতি ভিন্ন তাহা এই। রাজ সিংহাসনে রাজা পর্য্যন্ত রাজাহইতে রাণীর গর্ব্ভে যে রাজকুমার জাত হয় তাহারা সকল রাজযোগ্য অতএব রাজা ইহাতে এ ... করেন। যে রাজকুমারের দের মধ্যে জ্যেষ্ঠকে রাজাভিষিক্ত করিবার জন্যে রাখিয়া তাহার কনিষ্ঠ যাহারা তাহারদিগকে রাজনগরহইতে ... এক নগরেতে লইয়া তাহারদের এক কর্ণ কিম্বা এক চক্ষু কিম্বা নাসিকাগ্র এক অঙ্গহীন করিয়া রক্ষক দিয়া সে নগরেতে রাখেন কিন্তু তাহারা অন্ন বস্ত্রাদি যথেষ্ট রূপে ব্যবহার করিতে পারে এ রূপ রাজবংশ অনেক আছে তাহারা কোন কালে রাজা হইতে পারে না কেননা সেই দেশের রাজনীতি পুস্তুকের মত এই যে ... কিম্বা অঙ্গহীন যে রাজকুমার ... রাজ্যের যোগ্য হবে না অতএব ... বিবাদ করিয়াও তাহারা রাজ্য ... পারিবে না। লুনাধি করিবার ...

আশ্চর্য্য মৃত্যু।

ফরাসডাঙ্গার পশ্চিম ... যের রাম বসু নামে এক ব্যক্তি ... হয় গত রবিবার প্রাতঃকালে আপন ... পুত্রাদি পরিজনকে ডাকিয়া কহিল যে আজি তৃতীয় প্রহরের সময়ে আমার মৃত্যু হইবে। ইহা শুনিয়া তাহার পরিজন লোক ও প্রতিবাসী লোক কহিল যে কি আশ্চর্য্য ইহার শরীরে কোন রোগ অসুখ নাই তবে অকস্মাৎ কেন ইনি এ কথা কহেন বুঝি ইনি ... হইয়া থাকিবেন। অন্য ... লোকেরা কহিল যে ইহাতে ... করিও না হইতেও পারে এমত দুই এক স্থানে দৃষ্ট আছে অতএব ইনি ... কহেন তাহার মত কর। ... পরিজনেরা সে কথাতে কতক ... করিল। পরে ঐ ব্যক্তি স্নান ... আপনার অভিমত যথেষ্ট ... ভোজন করিয়া আপন আত্মীয় ... সহিত ... করিল। ... দুই প্রহরের পর আপন স্ত্রী পুত্র ... গণের সহিত গঙ্গাতীরে ... গঙ্গা তীরে গিয়া কিঞ্চিৎ ... গঙ্গাকে দিয়া গঙ্গাজলে বসিয়া ... করিতেং স্বচ্ছন্দে প্রাণত্যাগ করিল।

পারস দেশ।

পারসী দেশহইতে যে শেষ ... আসিয়াছে সে অতি আবশ্যক নহে কিন্তু জানা গেল যে পারসী মহারাজের

সমাচার দর্পণ

২৯ সংখ্যা । শনিবার । ৫ দিসেম্বর সন ১৮১৮ । ২১ অগ্রহায়ণ সন ১২২৫ ।

দর্পণে মুখং সৌন্দর্য্যাদির কার্য্যাদিবিচক্ষণাঃ । বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে ॥

সমাচার দর্পণ ।

কোম্পানির কাগজ ।—

২ দিসেম্বর বুধবার সন ১৮১৮ সাল কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা ছয় টাকা দশ আনা ডিসকৌণ্ট । বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা সাত টাকা দুই আনা ডিসকৌণ্ট ।

সপ্তাহের পঞ্জিকা ।

৫ দিসেম্বর		শনিবার	২১	অগ্রহায়ণ
৬	ঐ	রবিবার	২২	ঐ
৭	ঐ	সোমবার	২৩	ঐ
৮	ঐ	মঙ্গলবার	২৪	ঐ
৯	ঐ	বুধবার	২৫	ঐ
১০	ঐ	বৃহস্পতিবার	২৬	ঐ
১১	ঐ	শুক্রবার	২৭	ঐ

ফ্রান্স দেশের সমাচার ।

টাইটস নামে যে ফ্রান্সীয় জাহাজ ঐ দেশহইতে পঁহুছিয়াছে তাহাতে সমাচার বিস্তর নাই ওথাপি যে আছে তাহা লিখা যাইতেছে । এক জন স্ত্রী লোক বোর্ডো নামে শহরে বলুনে উড়িয়াছিল কিন্তু বলুন উপরে উঠিলে পরে আপনি ফাটিয়া গেল তাহাতে এক নদীতে ঐ স্ত্রী লোক পড়িল পরে এক জন জেনেরাল তাহাকে উঠাইয়া রক্ষা করিল ।

অন্য এক জন অবিবাহিতা স্ত্রী ও সেই মত আর এক দিন বলুনে আকাশে উঠিল ও সেখানহইতে এক পত্র লিখিয়া ফেলিয়া দিল তাহাতে লিখিয়াছিল যে আমি যেখানে উঠিয়াছি সেখানে অতি শয় শীত । ঐ পত্র মোকাম মেব স্থানে লিখিত ।—

পারিশ শহরের নিকটে এক বারুদখানাতে অগ্নি লাগিল তাহাতে দেড় শত মোণ বারুদ আপনি ফাটিয়া গেল তাহাতে অনেক প্রাণী মারা পড়িল ।

পুলোপিনাঙ্গ ।

কএক মাস হইল পুলোপিনাঙ্গ শহরে এক [illegible] সদাগরের পুত্র সৈয়দ হুসেন নামে সে [illegible] প্রাচীন মোকামে গিয়া আপনি [illegible] শলে [illegible] বাহুবলদ্বারা সে দেশের রাজা হইল পরে প্রাচীন রাজার লোকেরা তাহাকে দূর করিল তথাপি সেখানে তাহার অনেক বশতাপন্ন লোক [illegible] সে দুই রাজার পক্ষে [illegible] বিবাদ হইতেছে এবং অনেক প্রাণিহত্যা হইতেছে ।

সৈয়দ হুসেন আপন উজীর হাজী অবদুল রহীমকে বিশ হাজার টাকা পারিতোষিক দিতে স্বীকার করিয়া প্রাচীন রাজার চাকর টেঙ্গু পাকীরকে খুন করিবার জন্যে তাহাকে পাঠাইয়া দিল । সে সেখানে গিয়া আপন কিরীচ বাহির করিয়া তাহাকে নষ্ট করিল কিন্তু টেঙ্গু পাকীরের লোকেরা ইহা দেখিয়া হাজী অবদুল রহীমকে ও তাহার সকল লোককে ধরিয়া খুন করিল ও তাহারদের [illegible] করিয়া [illegible] দিগকে [illegible] ।

জাহাজ আমদানী ।

ইংলণ্ডের [illegible] লণ্ডন শহরে [illegible] জাহাজ বাঙ্গালায় আসিবার কারণ প্রস্তুত আছে ।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ ।

শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর শ্রীযুত [illegible] জেকব টেলর সাহেবকে কোম্পানির [illegible] পদাভিষিক্ত করিতে স্বীকার করিয়াছেন যখন শ্রীযুত [illegible] সাহেব সেই পদ ছাড়িবেন তখন সেই কর্ম্মে তিনি নিযুক্ত হইবেন ।

নূতন বন্য লোকেরদের বিবরণ ।

৬ সেপ্তম্বর তারিখে [illegible] ও [illegible] এই দুই জাহাজ [illegible] সাগরের [illegible] উপদ্বীপের নিকটে নোঙ্গর করিল [illegible] সেই উপদ্বীপের অনেক লোক [illegible] উপরে বসিয়াছিল এবং কত ক্ষণ পরে তিন জন লোক একটা ডোঙ্গাতে নারিকেল কতগুলি [illegible] ও আপনারা তাহাতে চড়িল কিন্তু জাহাজের নিকটে [illegible] ভয় করিল পরে ঐ জাহাজের [illegible] লোক এক নৌকাতে তাহারদের নিকটে গেল ও ক্রয়বিক্রয় কিছু করিল সে কালে তাহারা ঐ ডোঙ্গাতে এক [illegible] । ইহা শুনিয়া পর দিবসে দুই [illegible] অস্ত্র শস্ত্র ও [illegible] লোক লইয়া ঐ লোক আনিতে নৌকারোহণ করিয়া গেল

কালে পাঁচ দণ্ডের সময়ে সেই বাঙ্গালি ককে আপন জাহাজে আনিল সে জের নাম পোং সুয়াল। সে তখন হেবেরদিগের নিকটে এই সকল ত্তান্ত কহিল।

চারি বৎসর ঐ ব্যক্তি মরলিংস্তার মে এক জাহাজের নিক্সন সাহেবের কর ছিল সে জাহাজ পোর্টজাক্সন না শহর ছাড়িয়া আপন পথে চলিয়া ল অনুমান হয় যে জাহাজে চল্লিশ ন লোক ছিল। এক রাত্রে সে জাহাজ ক পাহাড়ের ওপরে ঠেকিল তৎক্ষণাৎ পতান সাহেব আপন দুই নৌকা ও ক ডোঙ্গা নামাইয়া তাহার মধ্যে দুই পা জল ও চালু তুলিয়া সকল লোক সই নৌকায় উঠিল। জাহাজে এক গোরা ও এক লাস্কর এই দুইমাত্র থাকিল।

কাপতান সাহেব নৌকা ও ডোঙ্গা সমেত ঐ উপদ্বীপের নিকটে তিন দিন ভ্রমণ করিল তৃতীয় দিবস রাত্রে এক উপদ্বীপের নিকটে নৌকা নোঙ্গর করিল এবং নৌকাহইতে পোনর জন উঠিয়া তীরে শয়ন করিল তাহার মধ্যে এই এক জন। পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখিল যে নৌকা ভাসাইয়াছে ইহারা অনেক ডাকিল কদাচ নৌকা লাগান করিল না তাহারা প্রায় বারো রোজ পর্যন্ত ঐ স্থানে থাকিয়া মৎস্য ধরিয়া অগ্নি না পাওয়াতে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ভক্ষণ করিল। তাহার মধ্যে দশ জন কাষ্ঠ সঙ্গতি করিয়া মাড় বান্ধিয়া কোন দিকে চলিয়া গেল পাঁচ জন ঐ স্থানে থাকিল। পরে এক দিন পাঁচটা ডোঙ্গা ঐ উপদ্বীপের নিকটে আইল সে প্রত্যেক ডোঙ্গাতে স্ত্রীলোক ও যুবা ও বালক অনুমান বিশ জন বন্য লোক ছিল তাহা দেখিয়া ঐ পাঁচ জন পলাইয়া গাছেতে চড়িল ও সেইখানে রাত্রে নিদ্রা গেল। ডোঙ্গার বন্য লোকেরা কাষ্ঠে কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি জ্বালাইয়া মৎস্য ও নানা ফল দগ্ধ করিয়া ভোজন করিয়া ঐ ডোঙ্গাতে শয়ন করিল প্রাতঃকালে উঠিয়া ঐ পাঁচ জনকে অন্বেষণ করিতে বনের মধ্যে গেল তখন ঐ পাঁচ জন গাছহইতে নামিয়া পলায়ন করিতে তাহারা তীর মারিল তাহাতে এক জন পড়িল তাহাকে ধরিয়া তাহার মাথা কাটিল পরে আর এক জনের পায়ে ব্যাঘাত হইল তাহাকে ও ধরিয়া তাহার মাথা কাটিল পরে আর এক জনকে ধরিয়া তাহার মাথা কাটিল অবশিষ্ট দুই লোক পরামর্শ করিয়া পরিধান বস্ত্র খসাইয়া গলে দিয়া ঐ বন্য লোকেরদিগের পায়ে পড়িল কিন্তু কেহ কাহার ভাষা বুঝিতে পারিল না। পরে বন্য লোকেরা চিহ্নদ্বারা তাহারদের কাতরতা অনুমান করিয়া দয়াবিষ্ট হইয়া সঙ্গে লইয়া দগ্ধ মৎস্য ভোজন করিতে দিল পরে ডোঙ্গাতে আরোহণ করিয়া সকলে আর এক উপদ্বীপে যাইয়া কিছু দিন বাস করিল তাহারদের ঘর নাই এক প্রকার টোল মাত্র আছে এক২ উপদ্বীপে টোল ফেলিয়া দুই চারি দিন থাকিয়া মৎস্য ধরিয়া খাইয়া পুনর্ব্বার অন্য উপদ্বীপে যায়। এক দিবস এক ডোঙ্গাতে অন্য কতকগুলি বন্য লোক অস্ত্রসমেত তাহারদিগের নিকটে আইল পরে ইহারদের সহিত সলা করিয়া ফল ও মৎস্যাদি খাদ্য দ্রব্য বদল করিল। ঐ পোং সুয়াল শুনিতে পাইল যে ইহারদের স্থানে লৌহ আছে তাহা লইতে অস্ত্রাদিসমেত ইহারা আসিয়াছিল পরে লৌহ নাই জানিয়া সলা করিল। পরে নূতন বন্য লোকেরা ঐ ব্যক্তিকে চাহিয়া লইয়া মুর্রে নামে এক জনের সঙ্গে মাইতি উপদ্বীপে গেলে সেখানে পঁহুছিয়া সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া সকলে বসিয়া ভোজন করিল। পরে তাহার নিকটে মহাউপদ্বীপ একটা আছে সেখানকার লোকেরা শুনিল যে বাঙ্গালি লোক আসিয়াছে তাহাকে দেখিতে সকল লোক সেই উপদ্বীপে আইল। পরে মুর্রে তাহাকে লইয়া বড় উপদ্বীপে লইয়া গেল তিন বৎসরপর্যন্ত সেই বন্যেরদের সহিত সে রহিল পরে ব্রেক দুই জাহাজ ঐ বন্য লোকেরদের হাতহইতে উদ্ধার করিয়া ঐ বাঙ্গালি লোককে কলিকাতায় আনিয়াছে।

ঐ বন্য লোকেরদের বিবাহের ধারা এই বর যে কন্যাকে বিবাহ করিবে সে বর হঠাৎ সে কন্যাকে ঘরহইতে বাহির করিয়া আপন ঘরে লইয়া যায় পর দিন প্রাতঃকালে সে কন্যার পক্ষীয় সকল লোক সসজ্জ হইয়া অস্ত্রসমেত যুদ্ধ করিতে আইসে এবং বর পক্ষীয় লোকেরাও সসজ্জ থাকে। পরে উভয় পক্ষের যুদ্ধ হয় যদি বর পক্ষীয় লোক জয়ী হয় তবে ঐ বিবাহ সিদ্ধ এবং পর দিবস সকলে একত্র হইয়া ভোজনাদি করে। যদি কন্যা পক্ষের লোকেরা জয়ী হয় তবে কন্যাকে কাড়িয়া লইয়া যায় বিবাহ সিদ্ধ হয় না। সেই বর পক্ষীয় লোকেরা আপন২ শরীর শোভার নিমিত্ত রাঙ্গা মাটী ও শ্বেত মাটী শরীরে লেপন করে এবং তাহাতে নানা প্রকার ঝাড় ফুল নির্মাণ করে।

সে বন্য লোকেরদের স্ত্রীর কারণ সর্ব্বদা বিরোধ হয় যেহেতুক তাহারদের ঘর দ্বার নাই এক জনের স্ত্রী অন্য জন হরণ করে এবং অন্যে হরণ করিলে তাহাতে যে সন্তানোৎপত্তি হয় সে জন্মি

...মাত্র তাহার মস্তক ছেদন করে এবং ...হরণ করিলে পরস্পর কাটাকাটী করে। যখন কোন লোক মরে তখন তাহাকে ...হইতে বাহির করিয়া মাঠেতে ফেলিয়া ...দিকে সকলে ছয় সাত ঘণ্টাপর্য্যন্ত ...দেন তাহার পরে ওখানের কোন বনে ...ইয়া কাষ্ঠের মাচা করিয়া তাহার ওপর ...দিয়া যাইতে তাহারদের ভাষার মধ্যে ...ছল মাও গাং এই মাত্র বাঙ্গালি ভাষা ...হে।

পশ্চিম দেশের সমাচার।

শ্রীযুত বাজিরাও মহারাজের মাথুরা ...হইতে কোন সমাচার আইসে নাই ...নবেম্বরে ভরতপুরের নিকটে মোকাম ...ছাওনিতে তিনি ছিলেন শ্রীযুত সর জন মা...লকম সাহেবের ছাওনিহইতে মাথুরা পর্য্যন্ত আসিতে তাঁহার তিন মাস লাগিল। পথে এত বিলম্ব হওয়ার কারণ এই দুই প্রথম কারণ বন্যা যেহেতুক বন্যাপ্রযুক্ত দুই নদীতে এমত জলবৃদ্ধি হইয়াছিল যে তাঁহারা সকলে পার হইতে না পারিয়া অনেক দিনপর্য্যন্ত ঐ নদীর তীরে থাকিয়া কালক্ষেপ করিলেন। দ্বিতীয় মহারাষ্ট্রদের অনেক২ প্রকার পূজা ও মহোৎসব সেই সময়ে হইল তাহার প্রত্যেক উপলক্ষে অনেক কাল বিলম্ব হইল। অতি অল্পপথে শ্রীযুত বাজিরায়ের যে এত বিলম্ব হইল ইহাতে বুঝা যায় যে তাঁহার প্রতি শ্রীশ্রীযুতের অনেক অনুগ্রহ আছে যেহেতুক শ্রীযুত বাজিরাও আপনার ইচ্ছামত আসিতেছেন শ্রীশ্রীযুত তাঁহার প্রতি কোন শাসন করেন নাই। অনুমান শ্রীযুত বাজীরাও তেতাল্লিশ চৌয়াল্লিশ বৎসরবয়স্ক হইবেন।

যে ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতিরা তাহার সঙ্গে তৈনৎ আসিতেছে তাহারা সাং চৈতুরী গড় ভিন্ন অন্যত্র কোথাও কোন আশ্চর্য্য দেখে নাই ঐ চৈতুরী গড় পূর্ব্বকালীন বৃত্তান্তের মধ্যে অতি প্রশংসনীয় এবং হিন্দুরা কহে যে হিন্দুস্থানের মধ্যে অযোধী না চারি গড় তাহার মধ্যে ঐ চৈতুরী গড় এক। ঐ গড় এক পর্ব্বতের ওপরে ঐ পর্ব্বত চারি দিকে চারি ক্রোশ এবং সে গড় স্বাভাবিক শক্ত ও গাঁথনদ্বারা আরো অতিশয় শক্ত করা গিয়াছে। কিন্তু কএক বৎসরের মধ্যে তাহার ওপরের যত ইমারত প্রায় নষ্ট হইয়া যাইতেছে।

লোকেরা কহে যে ভরতপুরের চতুর্দ্দিকের ভূমি অতি উর্ব্বরা এবং ভরতপুরের রাজার দেশ উদ্যানের মত শস্যাদি শোভাযুক্ত ও স্নিগ্ধ এবং পিণ্ডারিরদের দ্বারা নষ্টপ্রায় রজপুতেরদের দেশ দিয়া আসিতে ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতিরা যে২ দুঃখানুভব করিয়াছিল ভরতপুরের অধিকারে আসিবামাত্র তাহারদের সে দুঃখ মোচন হইল। পিণ্ডারিরদের নাশহেতুক রজপুথানাতে লোকেরা এখন ক্রমে২ সুখানুভব করিতেছে এবং এক বৎসরের পূর্ব্বে যে দেশ নিঃশব্দ ছিল সে দেশে স্থানে২ সম্প্রতি মনুষ্য ও গৃহ ও লাঙ্গল ও গরু ও স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি সকল দেখা যাইতেছে এবং যে২ স্থানে গৃহমাত্র ছিল সেখানে ক্রমে২ লোক সঞ্চার হইতেছে। পিণ্ডারিরদের কেবল এক বৎসরের ঔদ্ধত্যেতে সে দেশের এমত দুরবস্থা হইয়াছিল সে নয় কিন্তু তাহারা ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিবৎসর আসিয়া সে দেশে এইমত দৌরাত্ম্য করিত।

যে সাহেবেরা জয়পুর শহর দেখিয়াছে তাহারা কহে যে হিন্দুস্থানের মধ্যে জয়পুরের মত ঐশ্বর্য্যবান শহর আর নাই সেখানে প্রায় সকল ... প্রস্তরনির্ম্মিতা এবং সেই শহরে এক ... রাজবাটী আছে সে এক ক্রোশ ... তাহার উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ অতি...২ প্রস্তরময়ী পুরী। এবং উত্তরোত্তর সে শহরের লোকবৃদ্ধি হইতেছে ... স্থানে গৃহকাষ্ঠ অতি মহার্ঘ তৎপ্রযুক্ত কেবল প্রস্তরেতে পুরীনির্ম্মাণ করে ... যাহারা শহর ব্যতিরেক গৃহ কাষ্ঠ ... তার নিকট স্থান নাই এইহেতুক তদ্দেশীয়েরা পর্ব্বতহইতে প্রস্তর কাটিয়া আনে ও তাহাতে ঘরের ছাতও নির্ম্মাণ করে।

রজপুতেরদের সকল দেশ স্থির হইয়াছে সেই দেশের ঠাকুরেরা অর্থাৎ মধ্যাধ্যক্ষেরা ক্রমে২ আমারদের বশীভূত হইতেছে তাহারদের মধ্যে কএক জন ইহার মধ্যে আমারদের সহিত যুদ্ধ করিল কিন্তু আমারদের বড়২ তোপের সম্মুখে তাহারা স্থির হইতে পারিল না।

রজপুতেরদের দেশে যেমত লোকেরা দুঃখভোগ করিয়াছে তাহা লোকেরা শুনিলে বিশ্বাস করে না। তাহারদের মধ্যে যাহারা অতিশয় দুঃখী তাহারা অনেক বার গোময় প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করিল এই কথা এক জন ইংগ্লণ্ডীয় লোক আপন চক্ষুতে দেখিয়াছে নতুবা জনরব মাত্রে আমরা বিশ্বাস করিতাম না। যখন ইংগ্লণ্ডীয়েরদের ছাওনি এক স্থান ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গেল তখন শতএক ... দুঃখী লোক সেখানে আসিয়া যে ...ময় পাইল তাহাই প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করিল। দেখ ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সৈন্য সেই প্রদেশে থাকিতেও পিণ্ডারিরদের দৌরাত্ম্যপ্রযুক্ত প্রজালোক এমত২ দুঃখ ভোগ করিয়াছে যখন সে দেশে ইংগ্লণ্ডীয় সেনা...

সমাচার দর্পণ

৩০ সংখ্যা। শনিবার। ১২ দিসেম্বর সন ১৮১৮। ২৮ অগ্রহায়ণ সন ১২২৫।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে॥

সমাচার দর্পণ।

কোম্পানির কাগজ।—

৯ দিসেম্বর বুধবার সন ১৮১৮ সালে কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা আট টাকা ডিসকৌণ্ট। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা আট টাকা আট আনা ডিসকৌণ্ট।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

১২	দিসেম্বর	শনিবার	২৮	অগ্রহায়ণ
১৩	ঐ	রবিবার	২৯	ঐ
১৪	ঐ	সোমবার	১	পৌষ
১৫	ঐ	মঙ্গলবার	২	ঐ
১৬	ঐ	বুধবার	৩	ঐ
১৭	ঐ	বৃহস্পতিবার	৪	ঐ
১৮	ঐ	শুক্রবার	৫	ঐ

ওলাউঠা।—

মান্দরাজের ১৭ নবেম্বরের পত্রে সমাচার জানা গেল যে দক্ষিণে ওলাউঠা রোগের অতিশয় বৃদ্ধি হইতেছে এবং ফুলচেরি শহরে অনেক লোক ঐ রোগে মরিয়াছে ও মরিতেছে।

যুদ্ধ।

সাগর শহরের পত্রদ্বারা সমাচার জানা গেল যে ঐ শহরের নিকটে ডাকাতিয়া অনেক কালপর্য্যন্ত প্রজা লোকেরদিগকে দুঃখ দিতেছিল সে কেবল মহারাজ শ্রীযুত দৌলৎরাও সিন্ধিয়ার দেশে কিন্তু ২ নবেম্বরে তাহারা আমারদের দেশে আসিয়া ডাকাতি করিয়াছিল এবং কতক গ্রামহইতে গোমেষাদি হরণ করিয়াছিল। ইহা শুনিয়া শ্রীযুত লেপ্তেনন্ত কিংস্তন সাহেব আশী জন যোদ্ধা লইয়া তাহারদের পশ্চাতে এমত বেগে দৌড়িল যে তাহারা তাহার কিছু অনুসন্ধান পাইল না ও ঐ লেপ্তেনন্ত সাহেব তাহারদের ছাওনিতে পঁহুছিল। তাহারা আমারদের সৈন্য দেখিয়া এক ক্ষণও দাঁড়াইল না ও তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল। তাহারা এমত শীঘ্র পলাইল যে তাহারদের মধ্যে অল্প লোকমাত্র মারা গেল তাহারদের মধ্যে পদাতিক সৈন্য পাঁচ শত ও ঘোড়সোয়ার আট শত ছিল তাহারদের অধ্যক্ষ রাজুগড়ের শ্রীযুত অজিৎ সিংহ।

হস্তকলমে।

কয়েক দিন হইল বাঙ্গাল বাঙ্কে হস্তকলম কৃত এক নোট এই নগরে পাওয়া গেল। কলিকাতার মধ্যে এক বাণিজ্যের কুঠীওয়ালারদের হিন্দুস্থান বাঙ্কে টাকা দাখিল করিবার প্রয়োজন ছিল এবং তাহার মধ্যে কতক নগদ টাকা ও কিছু নোট দাখিল করিল তাহার মধ্যে এই জাল নোট ছিল। কিছু দিন পরে ঐ নোট টাকার কারণ হিন্দুস্থান বাঙ্কহইতে বাঙ্গাল বাঙ্কে গেল। পরে তাঁহার এক জন কেরাণী ঐ নোট দেখিয়া কহিল যে এই নম্বরের একখান নোট আমারদের স্থানে আছে এই কথাতে ঐ জাল নোট ধরা পড়িলে পুলিসহইতে লোক আনিয়া হিন্দুস্থান বাঙ্কে এই বিষয় তজবীজ [illegible] যে এই নোট কোথাহইতে আইল। [illegible] ব্যক্তি ঐ নোট দাখিল করিয়াছিল [illegible] হিন্দুস্থান বাঙ্কের সরকার তাহার নাম [illegible] লয় নাই। কিন্তু ঐ সরকার [illegible] ভাবিয়া অনুমানের দ্বারা যে ব্যক্তি [illegible] মনে করিয়া কহিল পরে সে ব্যক্তিকে পুলিসে লইয়া গিয়া তাহার তজবীজ হইল কিন্তু যে ব্যক্তি এই কর্ম্ম করিয়াছে তাঁহার নিশ্চয় অদ্যাপি হয় নাই। যখন কোন জন অন্য জনহইতে নোট লয় তখন তাঁহার নাম ঐ নোটের পৃষ্ঠে লিখিয়া [illegible] হয় যেহেতুক যদি কোন [illegible] হয় তবে হস্তকলম লোক ধরা [illegible]।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়।—

গুপ্তপাড়ানিবাসী বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য যোগ [illegible] কৃষ্ণনগরে রাজবাটীতে নিমন্ত্রণে গিয়া [illegible] এই [illegible] ছিল যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা নিমন্ত্রণে আসিতেন তাহারা গমনকালে নিমন্ত্রণের বিদায়ি টাকা ও গাড়ু ও শাল [illegible] ও যাইবার কারণ নৌকাও [illegible]তেন তাহাতে এক সময় বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার বিদায়ি পাইতে বিলম্ব [illegible] মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়ের নিকট [illegible] দ্বারা এই কহিয়া পাঠাইলেন [illegible] মহারাজ আমি বিদায়ি পাইলেও [illegible] না পাইলেও যাই। মহারাজও [illegible] প্রত্যুত্তর করিলেন যে ভট্টাচার্য্যকে কহ যে বিদায়ি না দেওয়া যাইতেছে। [illegible] ঐ বিদ্যালঙ্কার [illegible] উত্তর [illegible]

শুনিয়া ও আপনার ইষ্টসিদ্ধি হওয়াতে পরম হৃষ্ট হইলেন ও অনেক পরে তাঁহার বিদায়ি টাকা ও ঘড়া ও শাল প্রভৃতি ও আরোহণার্থ নৌকা পাইয়া আপন বাটীতে আইলেন।

উলানিবাসী মুক্তারাম মুখোপাধ্যায় নামে এক মহাকুলীন সদ্বক্তা ছিলেন তাঁহার সহিত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায় সর্ব্বদা বাক্যালাপ করিতেন ও তাঁহাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতেন। এক দিন ঐ মুখোপাধ্যায় মহারাজকে ভোজন করিতে আপন বাটীতে নিমন্ত্রণ করিলেন ও চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় চতুর্ব্বিধ ভোজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত করিলেন। মহারাজ ভোজনার্থে বসিয়াছেন মুখোপাধ্যায় সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া আছেন মহারাজ অনেক ব্যঞ্জন দেখিয়া কৌতুক করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে হে মুখোপাধ্যায় কোন ব্যঞ্জন অগ্রে খাইলে ভাল হয়। মুখোপাধ্যায় উত্তর করিলেন যে মহারাজ বেগুন পোড়া অগ্রে খাইলে পোড়া মুখে যাহা খাইবেন তাহাই ভাল লাগিবেক। এই কটু ভাষ সদুত্তর শুনিয়া মহারাজ সন্তুষ্ট হইলেন। এই রূপ অনেক২ কথা আছে।

যে দৈওজিনিসের কথা পূর্ব্বে লিখা গিয়াছে তাহার শেষ কথা।

এক দিন তাহার চাকর পলাইয়া গেল তাহাতে তাহার কোন বন্ধু লোক ঐ চাকরকে ধরিয়া আনিতে তাহাকে কহিল। দৈওজিনিস কহিল যদি আমার চাকর আমাব্যতিরেকে বাঁচিতে পারে তবে আমি কি তাহা বিনা বাঁচিতে পারিব না।

ঐ দৈওজিনিস এক দিন এক ব্যক্তি অপব্যয়ির নিকটে এক আনা চাহিল ঐ অপব্যয়ি ব্যক্তি কহিল যে তুমি অন্যের কাছে একটা পয়সা চাহিয়া লইতেছ আমার কাছে কেন এক আনা চাহিতেছ। দৈওজিনিস উত্তর করিল যে অন্যের কাছে পুনর্ব্বার পাইবার ভরোসা আছে তোমার কাছে আর পাইবার ভরোসা নাই।

এক দিন ঐ দৈওজিনিসকে হাটে ভোজন করিতে দেখিয়া এক জন জিজ্ঞাসা করিল যে তুমি কেন হাটে খাইতেছ। সে উত্তর করিল যে হাটে কেন আমার ক্ষুধা লাগিল।

এক দিন এক ব্যক্তি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে হে দৈওজিনিস মরিলে পর তোমাকে কোথা ফেলিবে সে উত্তর করিল মাঠে। পুনর্ব্বার সে জিজ্ঞাসা করিল যে সেখানে তোমাকে ফেলিলে পক্ষী ও শৃগাল প্রভৃতিরা তোমাকে খাইবে। দৈওজিনিস কহিল তবে আমার লাঠি আমার কাছে রাখ। অন্য কহিল সে সময়ে তোমার জ্ঞান থাকিবে না। সে কহিল যদি জ্ঞান না থাকে বল তবে পক্ষী ও শৃগালাদির কি ভয়।

এক দিন তাহাকে এক জন কহিল যে তোমার পুত্র পৌত্র কিছুমাত্র নাই অত এব তুমি মরিলে তোমাকে কে ফেলিবে। তখন সে উত্তর করিল যে ব্যক্তি আমার স্থান লইবে সেই আমাকে ফেলিবে।

ঐ দৈওজিনিস এক দিন এক ক্ষুদ্র শহরের ছোট প্রাচীর ও অতি বড় তাহার দ্বার দেখিয়া শহরের কর্ত্তারদিগকে কহিল যে তোমরা দ্বার বন্ধ কর নতুবা শহর পলাইয়া যাইবে।

দৈওজিনিস নব্বই বৎসর বয়স্ক হইয়া যে দিন মরিল সেই দিন সেকন্দরশাহ মদ্যপানে মত্ত হইয়া বাবেল নগরে মরিল।

ছবির বিষয়।

ইংগ্লণ্ড দেশে ছবি প্রস্তুত করিতে ও তাহার সৌন্দর্য্য করিতে শিখিবার কারণ ইংগ্লণ্ডের বাদশাহ এক মহাপাঠশালা স্থির করিয়াছেন সেই পাঠশালাতে বৎসর২ যে ছবি প্রস্তুত হয় সে সকল ছবি লণ্ডন শহরের লোকেরদের দেখিবার কারণ এক বড় ঘরে রাখা যায়। প্রথম দিন কেবল বাদশাহ দেখিতে পান তাহার পর দিন তাহার নীচে যে২ লোক তাহারা দেখে তাহার পর দিন সকল লোক তাহা দেখিতে যায় ও দেখে। সে সময়ে যে ভাগ্যবান লোকেরা ছবির অন্বেষণ করে তাহারা সেই স্থানে ছবি ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। গত বৎসরে এক হাজার তেতাল্লিশ ছবি করিয়া সেই বড় ঘরেতে রাখিয়াছিল তাহা সকল লোকেরা ঐ প্রকার দেখিয়াছে।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

শ্রীযুত মেং জে টি সেক্সপীর সাহেব কলিকাতা কোর্ট ও ঢাকা কোর্ট ও মুরশেদাবাদ কোর্ট ও পাটনা কোর্ট এই চারি কোর্টের প্রতিজেলার পুলিসের কর্ম্মের মোক্তিয়ার হইয়াছেন।

শ্রীযুত মেং ডবলিউ ইওবর সাহেব বানারস ও বরেলি এই দুই কোর্টের প্রতিজেলার পুলিসের মোক্তিয়ার।

শ্রীযুত মেং সি বারবেল সাহেব কলিকাতা ও চব্বিশ পরগনা ভিন্ন কলিকাতার চতুর্দ্দিকস্থ প্রদেশের জজ ও আলিপুরের জেলখানার মোক্তিয়ার।

শ্রীযুত সি এচ হলনের সাহেব চব্বিশ পরগনার জজ।

সমাচার দর্পণ।

শ্রীযুত এ জে কলবিন সাহেব জঙ্গল মহলের জজ।

শ্রীশ্রীযুতের ভার্য্যা।

আমরা শুনিয়াছি যে শ্রীশ্রীযুতের ভার্য্যা লিবরপুল নামে যুদ্ধ জাহাজে ইংগ্লণ্ড হইতে আসিয়া মোং গঙ্গাসাগরে পঁহুছিয়াছেন।

অহমদ গড়।

ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকৃত গড়েতে যেমন ইংগ্লণ্ডীয়েরদের ব্যবহার আছে অহমদগড়েও সেইমত ব্যবহার করিতে শ্রীশ্রীযুত আজ্ঞা করিয়াছেন। সেই গড় গত বৎসরে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকারে আসিয়াছে। এবং পূর্ব্ব বৎসরে পুনা শহরের নিকট মোং কড়িগ্রামে পেশোয়ার সহিত ইংগ্লণ্ডীয়েরদের যে মহাযুদ্ধ হইয়াছিল সেই যুদ্ধে যে সাহেব পেশোয়াকে দূর করিয়াছিলেন সেই সম্ভ্রমের কারণ সেই শ্রীযুত স্মুন্তন সাহেব এই অহমদগড়ের অধ্যক্ষ হইয়াছেন।

সিংহলদ্বীপ।

সিংহলদ্বীপহইতে যে শেষ সমাচার আইল তাহাতে জানা গেল যে সে স্থানে যে দুই জন প্রধান হইয়া ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল তাহারা ধরা পড়িয়াছে। শ্রীযুত সর রবর্ট ব্রৌনরিগ সাহেব নামে ঐ সিংহলদ্বীপের বড় সাহেব যেখানে যুদ্ধ হইয়াছে সেখানে গিয়া সকল বিষয় স্থির করিতেছেন।

হুসিংহাবাদ।

হুসিংহাবাদহইতে সমাচার আসিয়াছে যে নাগপুরের রাজা শ্রীযুত আপাসাহেব পর্ব্বতের ওপরে দুই হাজার সৈন্য লইয়া আছেন কিন্তু তাহার সকল সৈন্য দণ্ডধী সেই পর্ব্বতের নিকটে যে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সৈন্য আছে সে সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে তিনি আইসেন না যখন ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য যুদ্ধোদ্যোগ করে তখন তিনি পলায়ন করেন কিন্তু গোন্দ লোকেরদিগকে যুদ্ধার্থে পাঠান এখন যুদ্ধের সময় উপস্থিত হইয়াছে অতএব সেখানে শ্রীযুত আদমস সাহেবের অধীন যে সৈন্য আছে তাহারা তাহাকে ধরিয়া অবশ্য আনিবে।

বিতূল মোকামে কয়েক দিন অবধি কোন আবশ্যক কর্ম্ম হয় নাই কিন্তু গোন্দ পর্ব্বতীয় লোকেরা কোন২ দিন ইংগ্লণ্ডীয়েরদের ডাকওয়ালারদিগকে পথমধ্যে মারিয়া ফেলিতেছে।

কতক দিন হইল সেখানে এক আশ্চর্য্য কর্ম্ম হইল এক জন ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতি আর দুই জন সিপাহী মোং বিতূল হইতে হুসিংহাবাদ যাইতেছিল পথে দুই পর্ব্বতের মধ্যে রাস্তা দিয়া যাইতে সায়ংকালে তাহারা সম্মুখে এক জন গোন্দীয় লোককে দেখিল এবং তাহারা ভীত হইল যে পাছে ঐ ব্যক্তি আমারদিগকে গুলি মারে। সিপাহীরা জিজ্ঞাসা করিল যে তুই কে। পরে উত্তর না পাইয়া ঐ সিপাহীরা গুলি মারিল কিন্তু সে ব্যক্তি নড়িল না পরে তাহার নিকটে গিয়া সিপাহীরা দেখিল যে সে ফাঁসি দেওয়া এক জন গোন্দ। পরে তাহারা চতুর্দিকে অনুসন্ধান করিয়া জানিল যে ঐ জন ইংগ্লণ্ডীয় এক জন হরকারাকে বধ করিয়াছিল তৎপ্রযুক্ত ইংগ্লণ্ডীয়েরা তাহাকে ফাঁসি দিয়াছে।

দিনামারের জাহাজ।

যখন দিনামারেরদের শহর শ্রীরামপুর ইংগ্লণ্ডীয়েরা লইয়াছিল তখন দিনামারেরদের যে টাকা ইংগ্লণ্ডীয়েরা কাইয়া রাখিয়াছিল সে টাকা পুনঃ [illegible] নামারেরদিগকে দেওয়া গিয়াছি[illegible] ঐ টাকাতে জিনিস ক্রয় করিয়া বড় [illegible] জ ভাড়া করিয়া দেন্মার্ক শহরে প[illegible] ছিল সেই জাহাজ সে শহরে এই স[illegible] জুন মাসে পঁহুছিয়াছে। এই সম[illegible]র কল্য পাওয়া গিয়াছে। এক পোর্তু[illegible] জাহাজের দ্বারা এই শুনা গেল [illegible] আসিবার সময়ে দিনামারেরদের এক বড় জাহাজ ও দুই ছোট জাহাজ ঐ পোর্তুগীসেরদের সহিত সাক্ষাৎ [illegible] ছিল ইহাতে অনুমান হয় যে ঐ বড় জাহাজের ওপরে তেলেগিবারের বড় সাহেব আসিতেছেন এমত হইলে ঐ তিন জাহাজ [illegible] তেলেগিবার যাইবে।

দিনাজপুর।

আমরা শুনিয়াছি যে দিনাজপুর [illegible] মের জমীদারেরা ও ইজারদারেরা [illegible] প্রজা লোকেরদের ওপরে নানাবিধ দুঃখ দিতেছে এইপ্রযুক্ত মধ্যে২ গ্রাম গ্রাম উজাড় হইয়া গিয়াছে যে গ্রামে পূর্ব্বে অনেক লোক বসতি ছিল [illegible] সম্প্রতি জমীদারেরদের দৌরাত্ম্যপ্রযুক্ত মহিষ প্রভৃতি অনেক পশু জাতির বসতি হইয়াছে। যে গ্রামেতে পূর্ব্বে আটশত টাকা উৎপন্ন হইত সে গ্রামে এখন ছয় শত টাকা উৎপন্ন হইতেছে।

পাথরের ওপরে ছোপা।

কয়েক বৎসরের মধ্যে ইওরো[illegible] দেশে লোকেরা পাথরের ওপরে অক্ষর ছাপিয়া জানিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং জৈরমনি ও ফ্রান্স দেশে এমত অনেক ছাপাখানা স্থাপিত হইয়াছে যে সেখানে কেবল পাথরের অক্ষরেই ছাপা হয় এবং সেইরূপ

সমাচার দর্পণ।

পাথরের অক্ষরে ছাপা হয় সে নয় কিন্তু পাথরেতে নানা প্রকার উৎকৃষ্ট ছবিও খুদিতেছে সে পিত্তলের উপরে খোদা ছবিহইতেও উৎকৃষ্ট হইতেছে। এবং অতিসুন্দর সূক্ষ্ম দাগও পাথরের উপরে উঠে, এবং চল্লিশ হাজারবার তাহার উপরে ছাপিলেও তাহার এক দাগও লুপ্ত হয় না কিন্তু পিত্তলের ও সীসার উপরে চল্লিশ হাজার বার ছাপিতে হইলে তাহার অক্ষরের দাগমাত্র থাকে না এই প্রকার ছাপা ফ্রান্স ও জরমনি দেশে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছে কিন্তু ইংলণ্ডে অদ্যাপি আইসে নাই এক জন জ্ঞানবান ইংলণ্ডীয় চেষ্টা করিতেছে যে ঐ প্রকার ছাপা ইংলণ্ডে হয়।

নবহলাণ্ড।

পূর্ব্ব সাগরের মধ্যে নবহলাণ্ড নামে এক উপদ্বীপ আছে সেই উপদ্বীপ সকল হিন্দুস্থানহইতে তিনগুণ বড় তাহার পূর্ব্ব ভাগে ইংলণ্ডীয়েরা গিয়া বসতি করিয়াছে কিন্তু তাহারা সাগরের তীরহইতে পঞ্চাশ ক্রোশের অধিক ভিতরে যায় নাই সে উপদ্বীপের মধ্যে কিং আছে তাহা জানিবার কারণ আমারদের অনেক চেষ্টা ছিল এখন সেখানহইতে সমাচার আইল যে সেখানকার বড় সাহেব অনেক জ্ঞানবান লোকেরদিগকে সে অদৃষ্ট দেশে পাঠাইলেন যেহেতুক এক নূতন নদী দেখা গেল তিনি সেই নদী কত দূর বহে তাহা জানিতে চাহিলেন পরে ঐ জ্ঞানবান লোকেরা গিয়া দেখিল যে সে নদী অনু শত ক্রোশপর্য্যন্ত বহে তাহার পর জলময় দেখা যায়। তাহারা সেই স্থানহইতে প্রস্থান করিয়া ঐ দেশের পাঁচ শত ক্রোশপর্য্যন্ত গিয়া অনেক অনুসন্ধান করিয়া আসিয়াছে পরে বড় সাহেব আরং লোকেরদিগকে ঐ দেশ অনুসন্ধান করিতে পাঠাইবেন।

শ্রীযুত মৃত্যুঞ্জয়বিদ্যালঙ্কার।

সুপ্রীমকোর্টের পণ্ডিত শ্রীযুত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত বিচারক সাহেবেরদের নিকটে চারি মাসের বিদায় লইয়া কাশী তীর্থ দর্শনার্থ যাত্রা করিয়াছেন।

কাশ্মীর দেশ।

পঞ্জাব দেশের পত্রদ্বারা শুনা যাইতেছে যে পঞ্জাব দেশাধিপতি শ্রীযুত রনজিৎ সিংহ বাহাদুর কাশ্মীর দেশ অধিকার করিয়াছেন এবং যে কাশ্মীরস্থ ব্রাহ্মণেরা স্বদেশাধিপতি মুসলমানেরদের ভয়ে নানা দেশ আশ্রয় করিয়াছিলেন তাহারা এই সমাচার পাইয়া পুনর্ব্বার স্বস্থানে গমনোন্মুখ হইয়াছেন। এই সমাচার সত্য হইতে পারে যেহেতুক পূর্ব্বে শ্রীযুত রনজিৎ সিংহ শ্রীযুত ফৌজ সিংহকে কাশ্মীর দেশ জয়ের কারণ পাঠাইয়াছিলেন। অদ্যাপি হিন্দুস্থানের আখবার না দেখিলে দৃঢ় প্রত্যয় হয় না।

আচীন।

পূর্ব্বে আমরা লিখিয়াছিলাম যে মোং আচীনে রাজারদের পরস্পর যুদ্ধ হইয়া অসম্ভব মারামারি হইয়াছিল এখন শুনিতে পাইতেছি যে ইংলণ্ডীয়েরা ঐ আচীন আপনারদের অধিকার করিতে উদ্যত হইয়াছে এবং দুই তিন মাসের পর ঐ মোকামে তদর্থে সৈন্য যাইবে।

জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার।

অনেক লোকের অধীন সামিল জেলাহায় রোজ ও তারিখ সকল নীচের তপসীল মাফিক সরকারের বাকী আদায় কারণ জেলাহায় মজকুরে কালেক্টরি কাছারিতে প্রকাশ স্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমা ও জমীনের কৈফীয়ত জেলাহায় মজকুরের কালেক্টরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

মেদিনীপুর সোমবার ২৮ দিসেম্বর সন ১৮১৮ ইং ১৫ পৌষ সন ১২২৫ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

ঢাকা সোমবার ২৮ দিসেম্বর সন ১৮ ১৮ ইং ১৫ পৌষ কালেক্টরি কাছারিতে।

হিজলি সোমবার ২৮ দিসেম্বর সন ১৮১৮ ইং ১৫ পৌষ সন ১২২৫ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

ইতি তারিখ ২৪ নবেম্বর সন ১৮১৮ ইং বোর্ডরিবনুর হুকুমে।

অনেক লোকের অধীন সকল সামিল জেলাহায় রোজ ও তারিখ নীচের তপসীল মত সরকারের বাকী আদায় কারণ প্রকাশ স্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমা ও জমীনের কৈফীয়ত বোর্ডরিবনুর সেক্রেটারি দপ্তরখানায় অথবা জেলাহার কালেক্টরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

সরকারের বাকী আদায় কারণ।

রাজসাহি সোমবার ২১ দিসেম্বর সন ১৮১৮ ইং ৮ পৌষ সন ১২২৫ বাং বোর্ডরিবনুর সেক্রেটারি দপ্তরখানায় কালেক্টরি কাছারিতে।

রাজসাহি ও নদীয়া ও চাটিগ্রাম সোমবার ২৮ দিসেম্বর সন ১৮১৮ ইং ১৫ পৌষ সন ১২২৫ বাং কালেক্টরি কাছারিতে সরকারের ওয়ারেহের বাকী আদায় কারণ।

নদীয়া সোমবার ২৮ দিসেম্বর সন ১৮১৮ ইং ১৫ পৌষ সন ১২২৫ বাং বোর্ডরিবনুর সেক্রেটার দপ্তরখানায়।

হিজলি সোমবার ৪ জানের সন ১৮১৮ ইং ২২ পৌষ সন ১২২৫ বাং বোর্ডরিবনুর সেক্রেটারি দপ্তরখানায় কালেক্টরি কাছারিতে।

চট্টগ্রাম বুধবার ২৩ দিসেম্বর সন ১৮১৮ ইং ১০ পৌষ সন ১২২৫ বাং বোর্ডরিবনুর সেক্রেটারি দপ্তরখানায় কালেক্টরি কাছারিতে।

ঢাকা সোমবার ৪ জানের সন ১৮১৯ ইং ২২ পৌষ সন ১২২৫ বাং, বোর্ডরিবনুর সেক্রেটারি দপ্তরখানায় কালেক্টরি কাছারিতে।

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক থাকে তিনি শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহং কাগজ তাঁহার নিকট পাঠান যাবেক তাহার মূল্য মাসে এক টাকা। যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাঁহার নিকট না পৌঁছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাঁহার নিকট পাঠান যাবেক

ও মারতেই যাইত। পরে মহম্মদ শাহ বাদশাহের অধিকার কালে আবদালী নামে কাবোলের বাদশাহ দিল্লীতে আইলেন তাহাতে মহম্মদ শাহ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আপন কন্যা দর্দানা শাহজাদীকে আবদালীকে বিবাহার্থে দিলেন ও আপন কন্যার প্রার্থনা মতে কাশ্মীর শহর যৌতুক দিলেন। তদবধি ঐ দেশ কাবোলের অধিকৃত হইল পরে কাশ্মীর দেশে মুসলমান প্রবল হইয়া হিন্দুরদিগকে কষ্ট দিতে লাগিল। মুসলমানেরা ব্রাহ্মণেরদের স্থানে যজ্ঞোপবীতের মাসুল লইতে লাগিল ও সেখানে পূর্ব্বে হিন্দুরদের প্রাবল্যপ্রযুক্ত গোহত্যা কখন হয় নাই কিন্তু দুষ্ট মুসলমানের অধিকার হওয়াতে সর্ব্বত্র গোবধাদি হইতে লাগিল এবং হিন্দুদের যেং দেবতাস্থান ও ঠাকুরবাড়ি ছিল তাহা কাড়িয়া লইল এবং হিন্দুরদের সকল ব্যবসায়ের উপরে অধিক মাসুল লইতে লাগিল। এই২ কারণানুসারে ঐ রাজ্য হইতে অনেকং ব্রাহ্মণেরা ও অন্যং হিন্দুরা সপরিবারে সে দেশ ত্যাগ করিয়া লক্ষ্ণৌ ও কাশী ও দিল্লী ও মুরশেদাবাদ ও কলিকাতা আশ্রয় করিয়া কালক্ষেপন করিতেছে এবং ঐ কাশ্মীর দেশ ইংলণ্ডীয় বাহাদুরেরদের অধিকৃত হয় এই প্রার্থনা করিতেছে এইপ্রযুক্ত ঐ দেশ এখন অরণ্য হইয়াছে পূর্ব্বে ঐ কাশ্মীর শহরহইতে প্রতিদিন বার শত পালকী বাহির হইত এখন একও দেখা পাওয়া ভার হইয়াছে।

সুপ্রীম কোর্ট।

শ্রীযুত তেমপ্লর সাহেব কলিকাতার সাধিম ইস্তাহার দিয়াছেন যে ১৮১৯ সালের ৭ জানুআরিতে আগামি বৎসরের ফৌজদারি আদালতের প্রথম মিসিল খোলা যাইবে।

পশ্চিম দেশের সমাচার।

২২ নবেম্বর শ্রীযুত করনল আদম্‌স সাহেব হুসিঙ্গাবাদ ছাড়িয়া মোং দেবগড় প্রস্থান করিয়াছেন। ২৩ তারিখে শ্রীযুত লেপ্তেনন্ত ব্রাউন সাহেব বহুত সৈন্য লইয়া চৌগান মোকামে পঁহুছিয়াছেন এবং সেখানে দেখিলেন যে ইংলণ্ডীয়েরদের বিপক্ষ দুই তিন হাজার লোক প্রস্তুত আছে। তিনি [illegible] সৈন্য সমেত তাহারদের উপর আক্রমণ করিলেন। তাহারা অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিয়া পলায়ন করিল। তিনি তাহারদের পশ্চাতে পাহাড়ে২ ভ্রমণ করিয়া তাহারদিগকে এমত মারিলেন যে তাহারদের মধ্যে দুই শত লোক মারা পড়িল ও অনেক লোক মৃতপ্রায় হইল ও অবশিষ্ট লোকেরা প্রাণ লইয়া পলাইল। পূর্ব্বে যে এক লোক ইংলণ্ডীয়েরদের সৈন্যহইতে গিয়া আপাসাহেবের সহিত মিলিয়াছিল সেও ঐ সঙ্গে মারা পড়িল দেখা গেল। ইংলণ্ডীয়েরদের সৈন্যের এক জন মরিল ও চারি জন আঘাতমাত্র প্রাপ্ত হইল। যে দিন যুদ্ধ হইল তাহার পর দিন শ্রীযুত লেপ্তেনন্ত ব্রাউন সাহেব মোং চৌরাগড় গেলেন। হাতির পৃষ্ঠে যে ছোট২ তোপ ছোড়া যায় তাহা বহিয়া পাহাড়ে উঠাইবার কারণ শ্রীযুত আদম্‌স সাহেব হাওদার মত কাষ্ঠের এক প্রকার পাত্র করিয়াছেন।

কাবোল।

পূর্ব্বে আমরা লিখিয়াছিলাম যে কাবোলের বাদশাহের মৃত্যু বার্ত্তা পাইয়া তাহার ভ্রাতা শাহ শুজা কাবোলে যাইতেছিলেন এখন শুনিলাম যে তিনি লুধিয়ানাহইতে [illegible] তাহার অধিকার দিতে না দিয়া [illegible] পথে মোং বহবালপুরে তিনি [illegible] দিতেছেন। [illegible] কাবোলী তাহার [illegible] করিল যেহেতুক ঐ শাহ শুজা [illegible] পূর্ব্বে কাবোলের সিংহাসনে [illegible] তখন ঐ বহবালপুরে তাহার [illegible]

বাঙ্ক আফ বাঙ্গাল।

সকল লোক অবগত হইবেন বাঙ্ক আফ বাঙ্গালের ডাইরেক্তর সাহেবেরা খবর দিতেছেন ১০ দিসেম্বর ১৮১৮ [illegible] তারিখের বিজ্ঞাপনে অনুমতি করিয়াছেন তাহা নোট লিখা যাইতেছে [illegible] সকল ঝুটা নোট আসল [illegible] জালিয়ে তৈয়ার হইয়াছে তাহা [illegible] আর বাঙ্কের নোটের মত বোধ হয় এবং ঐ প্রকার নোট লোক সকল আসল হইতে যথার্থরূপে তফাৎ করিয়া থাকে যদ্যপি তাহারদিগের [illegible] হয় এমত জানা যায় সে সকল নোটের টাকা বাঙ্ক আফ বাঙ্গালহইতে দেওয়া যাইবে।

বাঙ্ক আফ বাঙ্গালের ডাইরেক্তর সাহেবেরা তাবৎ ঝুটা নোটের টাকা দিবেক কিন্তু ঝুটা নোট করনওয়ালা প্রকাশ হইলে তাহার উপর ডাইরেক্তর সাহেবান ফৈয়াদি হইয়া তজবীজ করিলে পরে টাকা দেওয়া যাইবেক।

ডাইরেক্তর সাহেবান স্থির করিলেন যে এই সকল হুকুম তাবৎ লোকেরদের জানিবার নিমিত্ত প্রকাশ করা যাইতেছে।

ডাইরেক্তর সাহেবানের হুকুম প্রমাণ প্রকাশ হইল। তাং ১১ দিসেম্বর [illegible]

সমাচার দর্পণ।

চা।

গত শনিবারেতে আসিয়াটিক সম্প্রদায়ান্তর্গত লোকেরা চৌরঙ্গিতে ঐ সম্প্রদায়ের ঘরে কর্ম্ম করিতে একত্র হইল সে সময়ে শ্রীযুত ডাক্তর বালিক সাহেবের এক পত্র পড়া গেল তাহাতে তিনি লিখেন যে নেপালের রাজধানী নগর কাটমণ্ডুতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের উকীল শ্রীযুত গার্ডনর সাহেব আছেন তিনি এই সম্বাদ প্রেরণ করিয়াছেন যে কাটমণ্ডুতে এক অতিসুন্দর এক বৃক্ষ আছে সে বৃক্ষ সাত হাত উচ্চ এবং সেপ্তম্বর মাস অবধি নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত তাহাতে অতিসুগন্ধ ফুল জন্মে সে বৃক্ষ যখন ছোট ছিল তখন চীন দেশহইতে আনিয়াছিল এখন এক বৃক্ষ কোম্পানির বাগিচাতে আছে এবং শ্রীযুত গার্ডনর সাহেব তাহার ডাল বাটিয়া রোপণ করিয়াছিল কিন্তু তাজা হইয়া মরিয়া গেল অনুমান হয় যে ঐ বৃক্ষ হিন্দুস্থানের উত্তর ভাগে পর্ব্বতীয় স্থানে জন্মিতে পারে। যদি এমত হয় তবে এ দেশের অত্যন্ত উপকার হইবেক যেহেতুক চীন দেশহইতে ইউরোপের নানা লোক বৎসর২ লক্ষ২ টাকার চা ক্রয় করে এবং এই কারণে চীনের বাদশাহ মনে করে যে পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে চা জন্মে না ইহাতে তাহার অহঙ্কারের শেষ নাই ও ইউরোপের নানা জাতীয় লোক চায়ের বাণিজ্যকারণ চীন দেশে গিয়া থাকে তাহারদের সহিত ঐ বাদশাহ এমত অহঙ্কার ব্যবহার করে যে তাহা সহ্য করা যায় না। দুই শত বৎসর হইল ইঙ্গলণ্ড দেশে কোন ব্যক্তি চা খাইত না এখন ক্রমে২ এমত ব্যবহার হইয়াছে যে অতিদুঃখী লোক ও চা ব্যতিরেকে আহার করিতে পারে না।

শ্রীযুত সীয়মান বর্দ সাহেব।

ঢাকার শ্রীযুত বর্দ সাহেব ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছেন তিনি এ দেশে বায়ান্ন বৎসর পর্য্যন্ত কোম্পানির চাকরি করিতেছেন ও একাদিক্রমে চব্বিশ বৎসর পর্য্যন্ত কেবল ঢাকার কোর্ট আপীলের মুখ্য জজ ছিলেন যখন তিনি ঢাকাহইতে কলিকাতা আসিবার জন্য নৌকারোহণ করিলেন তখন ঢাকার তাবৎ বৃদ্ধ বণিতা সকল লোক সেলাম ও সাক্ষাৎ করিবার কারণ নৌকা পর্য্যন্ত আসিয়াছিল এবং ঢাকার লোকেরা ঐ সাহেবের এক প্রশংসাপত্র লিখিয়া সকলে সহী দিয়া কলিকাতায় ঐ সাহেবের নিকট পাঠাইয়াছে।

জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার।

অনেক লোকের জমীন সকল মাফিল জেলাতে রোজ ও তারিখ নীচের উপনীত মত সরকারের বাকী আদায় কারণ প্রকাশ স্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমা ও জমীনের তৈদাত ও বোর্ডরিবেনুর সেক্রটারির দপ্তরখানায় অথবা জেলাহায় কালেক্টরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

সরকারের বাকী আদায় কারণ।

রাজসাহি সোমবার ২১ ডিসেম্বর সন ১৮১৮ ই০ ৮ পৌষ সন ১২২৫ বা০ বোর্ডরিবেনুর সেক্রটারি দপ্তরখানায়।

রাজসাহি ও নদী ও চাটিগ্রাম সোমবার ২৮ ডিসেম্বর সন ১৮১৮ ই০ ১৫ পৌষ সন ১২২৫ বা০ কালেক্টরি কাছারিতে।

সরকারের আবওয়াবের বাকী আদায় কারণ।

নদীয়া সোমবার ২৮ ডিসেম্বর সন ১৮১৮ ই০ ১৫ পৌষ সন ১২২৫ বা০ কালেক্টরি কাছারিতে।

হিজলি সোমবার ৪ জানের সন ১৮১৯ ই০ ২২ পৌষ সন ১২২৫ বা০ কালেক্টরি কাছারিতে।

চাটিগ্রাম বুধবার ২৩ ডিসেম্বর সন ১৮১৮ ই০ ১০ পৌষ সন ১২২৫ বা০ কালেক্টরি কাছারিতে।

ঢাকা সোমবার ৪ জানের সন ১৮১৯ ই০ ২২ পৌষ সন ১২২৫ বা০ কালেক্টরি কাছারিতে।

ত্রিপুরা শুক্রবার ১১ ডিসেম্বর সন ১৮১৮ ই০ ২৭ অগ্রহায়ণ সন ১২২৫ বা০ কালেক্টরি কাছারিতে।

ইতি তারিখ ১ ডিসেম্বর ১৮১৮ ই০ বোর্ডরিবেনুর হুকুমে।

অনেক লোকের জমীন মাফিল জেলাতে রোজ ও তারিখ সকল নীচের উপনীত মাফিক সরকারের বাকী আদায় কারণ প্রকাশ্যস্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমা ও জমীনের তৈদাত বোর্ডরিবেনুর সেক্রটারির দপ্তরখানায় অথবা জেলাহায় কালেক্টরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

সরকারের বাকী ও জরিমানার টাকা আদায় কারণ।

ঢাকা ও জালালপুর সোমবার ২৮ জানের সন ১৮১৯ ই০ ১৬ মাঘ সন ১২২৫ বা০ বোর্ডরিবেনুর সেক্রটারির দপ্তরখানায়।

মেদিনীপুর সোমবার ২৮ ডিসেম্বর সন ১৮১৮ ই০ ১৫ পৌষ সন ১২২৫ বা০ বোর্ডরিবেনুর সেক্রটারির দপ্তরখানায়।

বাকি আবওয়াব কারণ।

ঢাকা সোমবার ১৮ জানের সন ১৮১৯ ই০ ৬ মাঘ সন ১২২৫ বা০ কালেক্টরি কাছারিতে।

যশোহর সোমবার ৪ জানের সন ১৮১৯ ই০ ২২ পৌষ সন ১২২৫ বা০ কালেক্টরি কাছারিতে।

যশোহর শুক্রবার ৮ জানের সন ১৮১৯ ই০ ২৬ পৌষ সন ১২২৫ বা০ কালেক্টরি কালেক্টরি কাছারিতে।

যশোহর সোমবার ১১ জানের সন ১৮১৯ ই০ ২৯ পৌষ সন ১২২৫ বা০ কালেক্টরি কাছারিতে।

মুরশেদাবাদ সোমবার ১৮ জানের সন ১৮১৯ ই০ ৬ মাঘ সন ১২২৫ বা০ কালেক্টরি কাছারিতে।

চাটিগ্রাম বুধবার ৩০ ডিসেম্বর সন ১৮১৮ ই০ ১৭ পৌষ সন ১২২৫ বা০ কালেক্টরি কাছারিতে।

ত্রিপুরা সোমবার ২৮ জানের সন ১৮১৯ ই০ সন ১২২৫ বা০ কালেক্টরি কাছারিতে।

সিলেট বুধবার ৩০ ডিসেম্বর সন ১৮১৮ ই০ ১৭ পৌষ সন ১২২৫ বা০ কালেক্টরি কাছারিতে।

সিলেট বৃহস্পতিবার ৩১ ডিসেম্বর সন ১৮১৮ ই০ ১৮ পৌষ সন ১২২৫ বা০ কালেক্টরি কাছারিতে।

বর্দ্ধমান শুক্রবার ৮ জানের ১৮১৯ ই০ ২৬ পৌষ সন ১২২৫ বা০ কালেক্টরি কাছারিতে।

ইতি তারিখ ৮ ডিসেম্বর সন ১৮১৮ ই০ বোর্ডরিবেনুর হুকুমে।

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতি সপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক থাকে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ তাঁহার নিকট পাঠান যাবেক তাহার মূল্য মাসে২ এক টাকা। যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকট না পৌঁছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাঁহার নিকট পাঠান যাবেক।

সমাচার দর্পণ

২ সংখ্যা। শনিবার। ২৬ দিসেম্বর সন ১৮১৮। ১৩ পৌষ সন ১২২৫।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে॥

সমাচার দর্পণ।

কোম্পানির কাগজ।—

২৩ দিসেম্বর বুধবার সন ১৮১৮ সালে কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা সাত টাকা বার আনা ডিসকৌণ্ট। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা আট টাকা আট আনা ডিসকৌণ্ট।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

২৬	দিসেম্বর	শনিবার	১৩	পৌষ
২৭	ঐ	রবিবার	১৪	ঐ
২৮	ঐ	সোমবার	১৫	ঐ
২৯	ঐ	মঙ্গলবার	১৬	ঐ
৩০	ঐ	বুধবার	১৭	ঐ
৩১	ঐ	বৃহস্পতিবার	১৮	ঐ
১	জানুয়ারি	শুক্রবার	১৯	ঐ

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে।

এই সমাচার দর্পণ সর্ব্বত্র পাঠাইবার কারণ ডাকের মাসুলের বিষয়ে শ্রীশ্রীযুত সাহেব আজ্ঞা করিয়াছেন যে সর্ব্বত্রকার ডাকের মাসুল যোগ শ্রীরামপুরের ডাক ঘরে দাখিল হইবেক তৎপ্রযুক্ত সর্ব্বত্রকার মাসুল ঐ শ্রীরামপুরে দাখিল করা যাইতেছে কিন্তু মধ্যেং শুনা যায় যে মফস্বলের ডাকমুনসীরা কাহারোং স্থানে কিছুং চাহে সে অতিরেজায় যদি ডাকমুনসীরা কাহারো স্থানে কিছু লয় ও চাহে কিম্বা সমাচার দর্পণ দিতে গাফিলী করে তবে শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিলে তাহার প্রতীকার হইবেক।

জাহাজ আমদানী।

এই সপ্তাহে কোন আবশ্যক সমাচার প্রায় নাই এক জাহাজ ১২ জুলাই ইংলণ্ড ছাড়িয়া এই সপ্তাহে এখানে পঁহুছিয়াছে বটে কিন্তু সে তারিখের পরের সমাচার ইহার পূর্ব্বে এখানে আসিয়াছিল অতএব এই জাহাজে কোন নূতন সমাচার নাই।

সিংহলদ্বীপ।

৭ জুলাই তারিখের এক পত্র সিংহলদ্বীপহইতে এখানে পঁহুছিয়াছে তাহাতে জানা গেল যে সিংহলদ্বীপের সকল বিরোধাদি নিবৃত্ত হইয়াছে বিরোধকারিরা ইংলণ্ডীয়েরদের হস্তগত হইয়াছে তাহারদের মধ্যে এক জন দণ্ডযোগ্য প্রধান লোক ইংলণ্ডীয়েরদেরহইতে দণ্ড না পায় এই নিমিত্তে আপনি আগে আত্মঘাতী হইয়া মরিয়াছে। অন্য এক প্রধান সিংহলীয়কে গুলি মারিতে ইংলণ্ডীয়েরা আজ্ঞা করিয়াছে ও আর দুই জনের যুদ্ধের আদালতে বিচার করিতে আজ্ঞা করিয়াছে ইহাতে অনুমান হয় যে সেই দুই জনের প্রাণদণ্ড হইবেক সিংহলদ্বীপের বিরোধ মিটিয়াছে কিন্তু তাহার মূল সকলে জ্ঞাত নহে অতএব তাহার মূল বিস্তার করিয়া লিখা যাইতেছে।

তিন শত বৎসর হইল পোর্ত্তুগীশেরা আসিয়া ঐ সিংহলদ্বীপ আপনারদের অধিকার করিল কিন্তু সকল দিক্ আক্রমণ করে নাই কেবল সমুদ্র তীরস্থ দেশ আপন অধিকারে আনিল। পরে হলণ্ডীয়েরা অর্থাৎ ওলেন্দেজেরা পোর্ত্তুগীশেরদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাহারদের সকল দেশাধিকারী হইল। গত যুদ্ধে হলণ্ডীয়েরদের স্বদেশ ভিন্ন যেং অধিকার ছিল ইংলণ্ডীয়েরা সে সকল আপনারদের অধিকারে আনিল তাহাতে এই দ্বীপও ইংলণ্ডীয়েরদের অধিকৃত হইল কিন্তু ইংলণ্ডীয়েরা কেবল সমুদ্র তীরস্থ দেশ নিজাধিকার করিল সিংহলদ্বীপের চারি ভাগের তিন ভাগে যেমত হলণ্ডীয় লোকেরদের সে দ্বীপে আইসনের পূর্ব্বে স্বরাজাধিকার ছিল সেমত ইংলণ্ডীয়েরদের অধিকারকালে রহিল। পরে ঐ রাজা আপন প্রজারদের অত্যাচার দিতে লাগিল অন্যায়ে কাহারে হত ও কাহারো নাসিকা ও কাহারো হস্ত পদাদি ছেদন করিতে ও ইংলণ্ডীয়েরদের অধিকারেও নানাং উপদ্রব করিতে লাগিল। এই সকল দৌরাত্ম্য ইংলণ্ডীয়েরা অনেক দিন সহিয়াছিল কিন্তু দুই তিন বৎসর হইল ইংলণ্ডীয়েরা অনেক সৈন্য লইয়া তাহার উপরে আক্রমণ করিয়া তাহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া মান্দরাজের নিকট এক কিল্লাতে কয়েদ করিল এবং তাবৎ সিংহলদ্বীপ আপনারদের অধিকারে আনিল ও আপনারদের সুব্যবহার ও যথার্থ বিচার দ্বারা প্রজালোকেরদিগকে সুস্থির করিল কিন্তু সেখানকার প্রধান লোকেরা প্রজারদের উপরে পূর্ব্বমত দৌরাত্ম্য করিতে না

পারিয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের বিচারে অসম্মত হইয়া পুনর্ব্বার ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সহিত যুদ্ধ করিল এবং তাহারদের মধ্যে এক জন আলাকে বাদশাহ করিয়া সকল বিদ্রোহিকারিরদের অধ্যক্ষ হইল। এখন সে সকল বিদ্রোহিগণ দূর হইয়া সুব্যবহার হইয়াছে। সেখানকার লোকেরা নিতান্ত দুর্জ্জন যেহেতুক কুব্যবহারে সম্মত ছিল সুব্যবহারে অসম্মত হইয়া নানা প্রকার কুচেষ্টা করিল রাক্ষস স্বভাব না হইলে এমত হয় না।

খুন।

গত শনিবার মতিউল্লা চৌকীদার এই প্রকারে মারা পড়িল। সে এক দণ্ড রাত্রি থাকিতে কলিকাতার চুনা গলিতে চৌকী দিতেছিল। সে সময়ে দুই জন আরব আসিয়া তাহাকে তফাৎ যাইতে কহিল। চৌকীদার তাহা শুনিল না। পরে এক জন আরব আসিয়া তাহাকে ধরিয়া মৃত্তিকাতে ফেলিল। পরে চৌকীদার উঠিয়া সে দুই জনকে কহিল যে তোমরা থানায় চলহ। ইহাতে কা[illegible] নামে এক জন আরব আপন ছুরী বাহির করিয়া তাহার পেটে মারিল। তাহাতে সে মরিল। সে দুই জন তৎক্ষণাৎ কয়েদ হইল আগামি সিসিনে তাহারদের আদালত হইবেক।

মরণ।

কয়েক দিন হইল এক আরমানি আপন পরিজন সঙ্গে করিয়া নৌকাযোগে কলিকাতায় আসিতেছিল কলিকাতার নিকটে নৌকা উলটিয়া তাহার পরিজন ও আর অনেক লোক সমেত মারা পড়িল তাহারদের মধ্যে কেবল তিন জন লোক রক্ষা পাইয়াছে।

পশ্চিম দেশের সমাচার।

শ্রীযুত করনাল আদম্স সাহেব হসিঙ্গাবাদ ছাড়িয়া দেবগাহাতে আপন সৈন্য লইয়া গিয়াছেন তাহার অভিপ্রায় এই যে আপাসাহেবকে চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া তাহার আহারাদি বন্ধ করেন তাহাতে অগত্যা তিনি আপনি ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হস্তগত হইবেন। নবেম্বর মাসের শেষ দিনে আপা সাহেবের সৈন্যেরা চৌড়ীগড় অধিকার করিতে বিস্তর পরিশ্রম করিল কিন্তু সেখানে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের দেড় শত সেনা ছিল তাহারা তাহাকে দূর করিয়া দিল।

কয়েক দিন হইল শ্রীযুত কাপ্তান রবর্টস সাহেব শ্রীযুত আপা সাহেবের কতক সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহারদিগকে মারিল কিন্তু পদাতিক সিপাহী তাহার নিকটে না থাকাতে তিনি তাহারদিগকে সংহার করিতে পারিলেন না।

যে ব্যক্তি এখন নাগপুরের রাজসিংহাসনে বসিয়াছেন সে ব্যক্তি এই আজ্ঞা করিয়াছেন যে কয়েক মাস হইল যে সেনাপতি ও যোদ্ধারা চান্দাগড় অধিকার করিল তাহারদের ছয় মাসের মাহিয়ানা তাহারদিগকে পারিতোষিক দেওয়া যাইবেক নাগপুরের রাজার এই কর্ম্ম অতিশয় উত্তম ও যথার্থ। চান্দাগড়ে যে চারি লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছিল সে টাকা ইঙ্গলণ্ডীয়েরা আপনারা না লইয়া নাগপুরের রাজার খাজাঞ্চির হাতে দিল অন্যে যদি এ টাকা পাইত তবে কখন নাগপুরের রাজার হাতে দিত না আপন হাতে রাখিত।

প্রাচীন কথা।

চাকদহের উত্তর পূর্ব্ব অনুমান চারি ক্রোশ অন্তরে দেবগ্রাম নামে এক গ্রাম আছে সেখানে একটা লুপ্তপ্রায় বাটী আছে তাহার আয়তন অতিবড় প্রায় এক ক্রোশ তাহার চারি কোনে মালিয়াদহ ইত্যাদি নামে চারিটা পর্ব্বতাকার মৃত্তিকার বুরুজ ও বাটীর মধ্যে চারি পাঁচ প্রকোষ্ঠ তাহার প্রতিপ্রকোষ্ঠে দুই২ সজল বৃহৎপুষ্করিণী আছে এবং স্থানে২ মৃত্তিকার মধ্যে ইষ্টক ও প্রস্তর আছে। এই বাটীর বিষয়ে লোকে কহে যে এখানে পূর্ব্বে দেবপালনামে এক রাজা ছিল। তাহার রাজা হওয়ার বৃত্তান্ত এই।

ঐ দেবগ্রামে দেবপাল নামে এক কুম্ভকার ছিল একদিন এক সন্ন্যাসী তাহার বাটীতে অতিথি হইল পরে ঐ সন্ন্যাসী আপন ঝুলী চালের বাতায় টাঙ্গাইয়া স্নানার্থে গেল এই সময়ে বৃষ্টি হওয়াতে সেই ঝুলীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বৃষ্টির জল নীচে পড়িতে লাগিল ঝুলীর মধ্যে স্পর্শমনি ছিল তাহার জল নীচে কোদালিতে পড়িলে কোদালি স্বর্ণ হইল। ইহা দেখিয়া কুম্ভকারের স্ত্রী আপন স্বামীকে কহিল। কুম্ভকার সেই মনি হরণ করিল। সন্ন্যাসী ঐ মনি না পাইয়া কুম্ভকারকে অভিসম্পাত করিল যে তুই যেমন আমার মনিহরন করিলি এ ধন তোর কিম্বা তোর বংশের ভোগার্থ না হউক ও তুই ও তোর বংশ শীঘ্র উচ্ছিন্ন হবি। ইহা কহিয়া সন্ন্যাসী গেল। কুম্ভকার ঐ স্পর্শমনি প্রসাদে ভাগ্যবান রাজা হইয়া অসংখ্য ধন সঞ্চয় করিল পরে বাটীর চারি কোনে চারিটা হ্রদ করিয়া ধনেতে পূর্ণ করিয়া চারি স্থানে চারি জাতির চারি বালক বধ করিয়া ঐ ধনরক্ষার্থে হ্রদমধ্যে রাখিয়া তাহার উপরে মৃত্তিকাদ্বারা চারি বুরুজ

সমাচার দর্পণ।

নির্মাণ করিল তাহাতে যে স্থানে মালির বালক রাখিয়াছিল তাহার নাম মালিয়াদহ রাখিল এই রূপ চারি জাতিতে চারি কুণ্ডের নাম রাখিল। কিছুদিন পরে এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া দিল্লীর বাদশাহ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে কয়েদ করিয়া লইয়া যাইতে সৈন্য পাঠাইলেন সে যখন কয়েদ হইয়া দিল্লী যায় তখন আত্ম পরিজনেরদিগকে কহিল যে যদি দরবারে আমার মঙ্গল হয় তবে এই দুই কপোত অগ্রে এখানে আসিবে ইহারা আসিবামাত্র তোমরা সকলে প্রাণত্যাগ করিবা যদি মঙ্গল হয় তবে এ দুই কপোত আমার সঙ্গেই আসিবে। এই কহিয়া আপনি কয়েদ হইয়া দিল্লীতে গেল। সেখানে গিয়া অনেক দিন বাগ্দ্বারা বাদশাহকে তুষ্ট করিয়া মঙ্গলপূর্ব্বক বাটী আসিতেছে দৈবাৎ ঐ দুই কপোত উড়িয়া বাটী আসিবামাত্র তাহার সকল গোষ্ঠী বাটীর পুষ্করিণীতে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করিল। দেবপালও কপোত উড়িয়া যাইবামাত্র এক উত্তম ঘোড়াতে আরোহণ করিয়া বাটী আসিয়া দেখে যে সকল পরিজন ডুবিয়া মরিয়াছে। পরে বিবেচনা করিল যে তবে একেলা আমার জীবন নিষ্ফল আমি প্রাণত্যাগ করি। ইহা ভাবিয়া আপনিও ঐ পুষ্করিণীতে ডুবিয়া মরিল। এই রূপ কথা অনেকে কহেন কিন্তু এ অমূলক কথায় প্রামাণ্য হয় না কিন্তু সে স্থানে যেমত বাটীর সংস্থান আছে তাহাতে জানা যায় যে এ বাটী যাহার ছিল সে অতিবড় লোক ও অনুমান হয় যে অতিবিস্তর দিনেরও নয় এবং লোকেরা প্রায় কথায় ঐ দেবপাল রাজার দৃষ্টান্ত দেয় অতএব ইহার মূল জানার অত্যাবশ্যক যদি ইহার মূল কেহ জানেন তবে অনুগ্রহ করিয়া শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে পাঠাইলে তাহার মূল জানা যায়।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

শ্রীযুত গ্রিফিন মাকনাতেন সাহেব রঙ্গপুর জিলা দেওয়ানি আদালতের মোক্তিয়ারের দ্বিতীয় আসিস্টেন্ট।

হেষ্টিংস জাহাজ।

যে হেষ্টিংস জাহাজ এই বৎসরের প্রথম মাসে ভাসান গিয়াছিল তাহার সমাচার পাওয়া গেল যে সে জাহাজ ১৮ আগস্ত পোর্ট সেলেন পঁহুছিয়াছে।

যুদ্ধ সমাচার।

চৌড়ীগড় আক্রমণ করিতে গোন্দেরা যে উদ্যম করিয়াছিল তাহার বৃত্তান্ত এখন লিখিতেছি। গোন্দেরদের অধ্যক্ষ সেনাপতি চৈনশাহ নামে এক জন ছিল। ঐ কিল্লা বর্ষাকালে অতিশয় দুঃখদায়ক হয় এইহেতুক ঐ কিল্লার সেনাপতি ইংগ্লণ্ডীয় এক সাহেব কয়েক দিন ঐ কিল্লা ছাড়িয়া আপনারদের ছাওনিতে রহিত। এই অনুসন্ধান পাইয়া গোন্দেরা তিন হাজার লোক সমেত অকস্মাৎ সে কিল্লা পঁহুছিল সে কালে কিল্লার নিকটস্থ এক গ্রামে এক হাওলদার ও ষোল জন সিপাহী ছিল কিল্লার মধ্যে কেবল দেড় শত সিপাহী ছিল। গোন্দেরা শীঘ্র আসিয়া ঐ গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল। পরে হাওলদার ষোল জন সিপাহী সমেত কিল্লার মধ্যে যাইতে চেষ্টা করিল তাহা না পারিয়া একটা পাকা ঘরে প্রবিষ্ট হইয়া সেই স্থানে থাকিয়া যুদ্ধ করিবে এই নিশ্চয় করিয়া সমস্ত হইয়া যাবৎ বারুদ ছিল তাবৎ গোন্দেরদের সহিত যুদ্ধ করিল সে যুদ্ধে এক জন সিপাহী মরিল ও হাওলদার ও সিপাহী চারি জন আঘাতী হইল ইহারদের বারুদের শেষ হইলে গোন্দেরা ইহারদিগকে অত্যন্ত [illegible] করিতে লাগিল এই সময়ে কিল্লা হইতে কয়েক জন ঘোড়সোয়ার বাহির হইয়া তলোয়ারদ্বারা গোন্দের সৈন্য [illegible] পথ করিয়া আসিয়া ঐ পাকা ঘরে প্রবেশ করিয়া কয়েক সিপাহীর হাত [illegible] দিয়া তাহারদিগকে সাত লইয়া [illegible] কিল্লাতে প্রবেশ করিল। এই সময়ে গোন্দেরা তাহারদের উপরে নানা অস্ত্র ক্ষেপ করিল তাহাতে তাহারদের কিছু [illegible] হইল না কিন্তু তাহারা কিল্লাতে যাইতে চল্লিশ জন গোন্দকে কাটিয়া কিল্লা প্রবেশ করিল। সে দিন ও রাত্রি ঐ কিল্লা লইবার কারণ গোন্দেরা নানা উদ্যোগ করিল কিন্তু সেই দেড় শত সিপাহীর গুলির দ্বারা তাহারা নিকটে আসিতেও পারিল না। পরদিন প্রাতঃকালে লেপ্তেনেন্ট [illegible] জন সাহেব দুই শত সেনা সমেত [illegible] যা যুদ্ধ করিয়া গোন্দেরদিগকে দূর করিয়া দিলেন সে যুদ্ধে গোন্দেরদের দুই শত চৌদ্দ জন লোক মরিল ও চারি শত লোক আঘাতী হইল।

পরে ২৮ নবেম্বরে শ্রীযুত কাপ্তান রবর্টস সাহেব ফতেপুর মোকামে গোন্দেরদের সহিত যুদ্ধ করিলেন সে স্থান অতি বন্দর্গ জঙ্গলময় ও যে স্থান জঙ্গলহীন সেখানেও নালা ও [illegible] ব্যাপ্ত তথাপি তিনি আপন সৈন্য [illegible] ইয়া সে শহরে গিয়া সকল গোন্দেরদিগকে তাড়াইয়া দিলেন কিন্তু সে শহরের রাজা যুদ্ধ কালে এক গুলিতে মারিল [illegible] এইপ্রযুক্ত জানা গেল না যে ঐ রাজা ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সপক্ষ কি বিপক্ষ। তিনি আপা সাহেবের সহিত মিলিতে না পারেন এই কারণ শ্রীযুত কাপ্তান রবর্টস

সমাচার দর্পণ।

সাহেব অনেক সৈন্য সেখানে পাঠাইয়াছেন। যে সৈন্য এ দুই সময়ে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত যুদ্ধ করিল তাহারা চারি হাজার লোক পাঠান ও আরব ও গোন্দ তাহারদের সরদার এইং চৈৎশাহ ও মতি খোয়া ও মহারাষ্ট্র সেনাপতি এক জন এই সকল লোক আপাসাহেবের পক্ষীয়।

৪ দিসেম্বর তারিখে শ্রীযুত কাপ্তান রবর্টস্ সাহেব পুনর্ব্বার আপাসাহেবের পক্ষীয় লোকেরদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহারদের প্রস্তুত আহারাদি সামগ্রী কাড়িয়া লইলেন ও তাহারদিগের অনেক লোককে মারিলেন তাহাতে ইংগ্লণ্ডীয় সেনার মধ্যে কেবল তের জন লোক আঘাতী হইয়াছে।

কলিকাতার সেরিফ।

পামর সাহেবের কুঠীর অন্তর্গত শ্রীযুত মেতলাণ্ড সাহেব আগামীবৎসরের সেরিফের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং শ্রীযুত বুএর সাহেব তাহার পেস্কার কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন।

সহমরণ।

কলিকাতার শ্রীযুত রামমোহনরায় সহমরণের বিষয়ে এক কেতাব করিয়া সর্ব্বত্র প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে অনেক লিখিয়াছেন কিন্তু মূল এই লিখিয়াছেন যে সহমরণের বিষয় যথার্থ বিচার করিলে শাস্ত্রে কিছু পাওয়া যায় না।

যাত্রা।

শ্রীযুত হাজিন্টিন সাহেব সদর দেওয়ানী আদালতের প্রবীন বিচারকর্ত্তা অনেক দিন অবধি ঐ আদালতের যথার্থ বিচার করিয়াছেন এখন তিনি সে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিবেন শুনা যাইতেছে ১৫ জানুআরি তারিখে কলিকাতাহইতে জাহাজে আরোহণ করিবেন সে জাহাজে প্রবীন কৌন্সলের অন্তর্গত শ্রীযুত চার্লস রিকেটস সাহেব ইংগ্লণ্ড যাইবেন শ্রীযুত জন আদাম সাহেব সেই পদাভিষিক্ত হইবেন।

ইতিহাস।

যখন রোমান লোকেরা বর্ব্বরিয়া হইতে নামিল তখন পির্হস নামে গ্রীক দেশের এক রাজা অতিশয় জানবান ও সাহসী ও দিগ্বিজয় করণোদ্যত ছিল। তাহার এক জন অতিশয় বিচক্ষণ মন্ত্রী ছিল। এক দিন ঐ রাজা মন্ত্রীকে আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মের সকল পাণ্ডুলেখ্য বিস্তার করিয়া দেখাইয়া কহিল যে প্রথমে গ্রীক দেশের সকল লোককে একত্র করিয়া রোমান দেশের সকল লোককে মারিব তাহার পরে রোমানের ওত্তর দেশীয় সকল লোককে মারিব পরে অন্যং দেশ জয় করিয়া আপন দেশে ফিরিয়া আসিব। মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করিল যে তুমি ঘরে ফিরিয়া আসিয়া কি করিবা। রাজা উত্তর করিলেন যে সুখভোগ করিব। মন্ত্রী উত্তর করিল যে তোমার নানা দেশ ভ্রমণ অনাপরিশ্রম স্বীকার করিয়া সুখভোগ করার কি ফল এখন কেন ঘরে বসিয়া সুখভোগ কর না।

জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার।

অনেক লোকের জমীন সামিল জেলাহায় রোক ও তারিখ সকল বাকির নীচের তপসীল প্রকাশস্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমা ও জমীনের কৈফীয়ত বোর্ডরিবন্যুর সেক্রটারি দপ্তরখানায় অথবা জেলাহায় কালেক্তরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

সরকারের বাকী আদায় কারণ।

যশোহর সোমবার ২৫ জানের সন ১৮১৯ ইং ১৩ মাঘ সন ১২২৫ বাং বোর্ডরিবন্যুর সাকটারি দপ্তরখানায়।

সরকারের বাকী ও জরিমানার টাকা আদায় কারণ।

যশোহর সোমবার ১৮ জানের সন ১৮১৯ ইং ৬ মাঘ সন ১২২৫ বাং কালেক্তরি কাছারিতে।

চব্বিশপরগনা সোমবার ১৪ জানের সন ১৮১৯ ইং ১৩ মাঘ সন ১২২৫ বাং কালেক্তরি কাছারিতে।

ময়মনসিংহ সোমবার ২৮ দিসেম্বর সন ১৮১৮ ইং ১৬ পৌষ সন ১২২৫ বাং কালেক্তরি কাছারিতে।

ত্রিপুরা সোমবার ৪ জানের সন ১৮১৯ ইং ২২ পৌষ সন ১২২৫ বাং কালেক্তরি কাছারিতে।

সুন্দরবন সোমবার ২৫ জানের সন ১৮১৯ ইং ১৩ মাঘ সন ১২২৫ বাং কালেক্তরি কাছারিতে।

অনেক লোকের জমীন সামিল জেলাহায় রোক ও তারিখ সকল নীচের তপসীল মত প্রকাশ স্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমী ও জমার কৈফীয়ত বোর্ডরিবন্যুর সেক্রটারি দপ্তরখানায় অথবা জেলাহার কালেক্তরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

সরকারের বাকী আদায় কারণ।

যশোহর রবিবার ২০ জানের সন ১৮১৯ ইং ৮ মাঘ সন ১২২৫ বাং বোর্ডরিবন্যুর সাকটারি দপ্তরখানায়।

ত্রিপুরা সোমবার ৪ জানের সন ১৮১৯ ইং ২২ পৌষ সন ১২২৫ বাং বোর্ডরিবন্যুর সাকটারি দপ্তরখানায়।

সরকারের ওগয়রহের বাকী আদায় কারণ।

ত্রিপুরা সোমবার ২৫ জানের সন ১৮১৯ ইং ২২ পৌষ সন ১২২৫ বাং কালেক্তরি কাছারিতে।

মুরশেদাবাদ সোমবার ২৫ জানের সন ১৮১৯ ইং ১৩ মাঘ সন ১২২৫ বাং কালেক্তরি কাছারিতে।

ইতি তারিখ ২২ দিসেম্বর ১৮১৮ ইং বোর্ডরিবন্যুর হকুমে।

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক থাকে তিনি শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহেং কাগজ তাঁহার নিকট পাঠান যাবেক তাহার মূল্য মাসেং এক টাকা। যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকট না পৌঁছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাঁহার নিকট পাঠান যাবেক।

সমাচার দর্পণ

৩৩ সংখ্যা। শনিবার। ২ জানুআরি সন ১৮১৯। ২০ পৌষ সন ১২২৫।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে॥

সমাচার দর্পণ।

কোম্পানির কাগজ।—

৩০ দিসেম্বর বুধবার সন ১৮১৮ সালে কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা সাত টাকা বার আনা ডিসকৌণ্ট। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা আট টাকা আট আনা ডিসকৌণ্ট।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

২	জানুআরি	শনিবার	২০	পৌষ
৩	ঐ	রবিবার	২১	ঐ
৪	ঐ	সোমবার	২২	ঐ
৫	ঐ	মঙ্গলবার	২৩	ঐ
৬	ঐ	বুধবার	২৪	ঐ
৭	ঐ	বৃহস্পতিবার	২৫	ঐ
৮	ঐ	শুক্রবার	২৬	ঐ

বোনাপার্ত।

সেণ্ট হেলিনাহইতে ৪ আগস্তের সমাচার আসিয়াছে তাহাতে জানা গেল যে সেখানকার অধ্যক্ষেরা বোনাপার্তকে আরও দৃঢ়রূপে রাখিবার চেষ্টা করিতেছে. যে সেনাপতিরদের জিম্বাতে তিনি ছিলেন তাহারদিগকে অকস্মাৎ বিলাতে পাঠাইয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার যে নূতন সেনাপতিরদের জিম্বা করিয়াছিল তাহারদের পরিবর্ত্ত করিয়া পুনর্ব্বার নূতন সেনাপতিরদের জিম্বাতে তাহাকে রাখিয়াছে ইহার হেতু আমরা এত দূরে থাকিয়া জানিতে পারি না কেবল কর্ম্ম দেখিতে পাই।

ইওরোপ দেশের বাদশাহেরদের একত্র সমাগম।—

শুনা গেল যে এই সনের ২৩ সেপ্তম্বর ইওরোপের চারি প্রধান দেশের বাদশাহেরা একত্র হইবেন অন্যং ক্ষুদ্র দেশের বাদশাহেরা তাহার মধ্যে যাইতে পারিবেন না ইহা তাহারা নিশ্চয় করিয়াছেন। ইংগ্লণ্ড দেশের বাদশাহ যাইবেন না কিন্তু তিনি আপন উজীরকে পাঠাইবেন অনুমান হয় যে ঐ বোনাপার্তকে তাড়াইলে পরে ফ্রান্স দেশ জয় করিয়া চৌকীদারের মত যে দেড় লক্ষ সৈন্য রাখিয়াছেন সেই সৈন্য সেখানে থাকিবে কি না এই পরামর্শ ঐ বাদশাহেরা করিবেন।

জরমনি দেশীয় রাজধানী নগরহইতে সমাচার আসিয়াছে যে তুরকী দেশের বাদশাহ আপন দেশের চতুর্দ্দিকে গড় প্রস্তুত করিতেছেন এবং তিনি সেখানকার সৈন্য ও অনেক বাড়াইতেছেন তাহার কারণ কিছুই বুঝা যায় না অনুমান হয় যে রুসিয়ার ও জরমনির বাদশাহের সহিত যুদ্ধ করিবেন যেহেতুক তাহার দেশের উত্তর রুসিয়া দেশ ও পশ্চিমে জরমনি দেশ। এবং সেই সমাচারে আরো শুনা গেল যে বাল্তিক সমুদ্র ও জরমনি সমুদ্র খালদ্বারা সংলগ্ন করিতে লোকেরদের চেষ্টা আছে।

জাহাজ আমদানী।

এই সপ্তাহে বেলিংতন নামে জাহাজ এখানে পঁহুছিয়াছে সে জাহাজ [illegible] দেশের মধ্যে জিব্রালুর শহর [illegible] গস্ত তারিখে ছাড়িয়া ১৯ [illegible] উত্তমাশা অন্তরীপ আসিং [illegible] যখন ঐ জাহাজ কেপে ছিল তখন [illegible] এক জাহাজ ১১ আগস্ত ইংগ্লণ্ড [illegible] সেখানে পঁহুছিল সেই জাহাজারিতে শুনা গেল যে ইংগ্লণ্ডের রাণী অতিশয় পীড়িতা ছিলেন এবং ইংগ্লণ্ড দেশের [illegible] কর পূর্ব্বের মত আদায় হইতেছে।

জিব্রালুর।

ঐ বেলিংতন জাহাজের দ্বারা [illegible] দেশহইতে দুই লক্ষ বিশ হাজার ডালর কলিকাতায় পঁহুছিয়াছে সেই ডালর স্পানিয়ারদের বাণিজ্যের কুঠীর লোকের এদেশে পাঠাইয়াছে যদি তাহারা [illegible] জাহাজে পাঠাইত তবে দক্ষিণাম্যেরিকার লোকেরা কাড়িয়া লইত এইপ্রযুক্ত ইংগ্লণ্ডীয় জাহাজে পাঠাইল।

টাকার আমদানী।

বাক্কস জাহাজ পূর্ব্ব দেশহইতে পঁহুছিয়াছে তাহাতে কোম্পানির কারণ [illegible] লক্ষ ডালর আসিয়াছে এবং [illegible] জাহাজে কলিকাতার নানা [illegible] কারণ অনেক ডালর আসিয়াছে।

শ্রীশ্রীযুত বাজিরাও পেশোয়া।

১২ নবেম্বরের পত্র মথুরাহই [illegible] ছিয়াছে তাহাতে জানা গেল যে [illegible]

ওকীল শ্রীযুত মেতকাফ সাহেব ১৯ নবেম্বরে দিল্লী ছাড়িয়া কলিকাতা আসিবেন এবং শ্রীযুত সর দেবিদ অক্তরলোনি সাহেব তৎপদাভিষিক্ত হইবেন শ্রীযুত বাজিরাও ১৯ অক্তবর তারিখে মোং মথুরাতে পঁহুছিয়াছেন সেখানহইতে কানপুরের নিকট মোং বিতুরে যাইবেন যে সৈন্য তাঁহার সহিত মথুরায় আসিয়াছিল তাহারা ফিরিয়া রতনপুরেতে গিয়াছে কিন্তু চৌদ্দ শত ঘোড়সোয়ার তাহার হাজরাও বিতুরে যাইবে।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

১৬ দিসেম্বর শ্রীযুত হনরবল এ রামজি সাহেব ত্রসপোর্টর নিমকমহলের কর্ত্ত হইয়াছেন। শ্রীযুত হেনরি হ্যান ওলুফিল্ড সাহেব সান্দ্রুপ্ত ও তমলুক জিলার অধ্যক্ষেরদের অভিষিক্ত হইয়াছেন

মারী বিষয়।

তুরষ্কস্থ সমুদ্রহইতে সমাচার আসিয়াছে যে আলেক্জন্দ্রিয়া নগর ও তাল বীর্জি নগরে এমত মারিভয় হইয়াছে যে প্রতিদিন অনেক লোক মরিতেছে এবং সেখানহইতে পশ্চিমে তুরষ্কীয় সমুদ্রের তীরপর্য্যন্ত যত২ দেশ আছে সেখানেও মারিভয় অতিশয় বাড়িয়াছে ঐ দেশে ইউরোপ দেশীয় ও অন্য২ দেশীয় লোকেরদের যে যাতায়াত ছিল তাহা ইহাতে রহিত হইয়াছে সে দেশের নিকট দিয়াও লোক যায় না যে ব্যক্তি সে দেশে যায় সে তখনি মরে এই প্রযুক্ত সকল দেশের সহিত ঐ দেশের যে বাণিজ্য হইতেছিল তাহাও রহিত হইয়াছে।

সিংহলদ্বীপ।

সিংহলদ্বীপে যে দুই সেনাপতি আমারদের বিপরীতে যুদ্ধ করিয়াছিল তাহারদের বিচার হইয়া তাহারা সাব্যস্ত হইয়াছে কিন্তু তাহারদের দণ্ড কি হইবে তাহা প্রকাশ হয় নাই অন্য দুই জন সেনাপতিরও বিচার হইতেছে সমাচার আইসন কালে বিচার সাঙ্গ হইয়াছিল না এই প্রযুক্ত তাহার শেষ জানা যায় নাই। যে২ সৈন্য মান্দরাজহইতে ও বাঙ্গালাহইতে যুদ্ধে গিয়াছিল সে সকল সৈন্য ফিরিয়া আসিতেছে যেহেতুক সে রাজ্য অধিকার হইয়া সকল স্থির হইয়াছে।

ওলাউঠা।

মান্দরাজে ওলাউঠা নিবারণার্থে শ্রীশ্রীযুতের আজ্ঞানুসারে বিনা মূল্যে দুঃখি লোকেরদের রোগ চিকিৎসার কারণ যে চিকিৎসালয় প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা উঠিয়া গিয়াছে যেহেতুক তত্তৎপ্রদেশে এখন ওলাউঠা রোগ নিবৃত্তি হইয়াছে।

শ্রীযুত বাজিরাও পেশোয়া।

পূর্ব্বে লিখা গিয়াছিল যে শ্রীযুত বাজিরাও পেশোয়া বাঙ্গালা দেশে আসিয়া বাস করিবেন কিন্তু এখন তাহার স্থৈর্য্য নাই শ্রীশ্রীযুত আজ্ঞা করিয়াছেন যে ঐ পেশোয়া কানপুরের নিকটে বাস করিবেন।

শ্রীযুত রণজিৎ সিংহ বাহাদুর।

জনরব হইয়াছে যে কাবোল দেশের রাজধানী পেশোর শহর শ্রীযুত রণজিৎ সিংহ অধিকার করিয়াছেন এবং সে শহর দগ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু কি কারণ সে চেষ্টা করিতেছেন তাহা বুঝিতে পারি না। এবং কাবোলের মৃত বাদশাহের ভ্রাতা শ্রীযুত শাহ সুজা মোং বহবালপুর ছাড়িয়া সিন্ধু নদী পার হইয়া পেশোরের ওদিকে যাইতেছেন তিনি পূর্ব্বে কাবোলের বাদশাহ ছিলেন কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা তাঁহাকে দূর করিয়া আপনি বাদশাহ হইয়াছিলেন এখন তিনি মরিয়াছেন তৎপ্রযুক্ত তাঁহার ভ্রাতা শাহ সুজা কাবোল অধিকার করিতে চেষ্টা পাইতেছেন।

ব্যাঘ্র।

কয়েক দিন হইল কলিকাতার দমদমার নিকটস্থ গৌরীপুর নামে গ্রাম এই প্রকারে এক ব্যাঘ্র মারা গিয়াছে সে ব্যাঘ্র সুন্দর বন ছাড়িয়া শুড়িটোলা ও বাগমারি ও বেলগাছী এই তিন গ্রাম বেড়িয়া গৌরীপুর গ্রামে এক জন স্ত্রীলোককে ধরিয়া খাইল। পরে এক জন দুঃখি লোকের ঘরে প্রবেশ করিল। সে ব্যক্তি ভয় পাইয়া ঘরের বাহির হইয়া ঘরের দ্বার রোধ করিয়া দমদমাতে সমাচার দিল সেখানকার সাহেব লোকেরা আপন চাকর ও অস্ত্র শস্ত্র লইয়া গৌরীপুরে গিয়া গুলি মারিয়া তাহাকে হত করিল। অনুমান হয় যে সে ব্যাঘ্র গঙ্গাসাগরহইতে আসিয়াছিল। যদি গঙ্গাসাগরের বন কাটাইয়া ব্যাঘ্র দূর করিয়া সেখানে মানুষেরদের বসতি হয় এবং সেই ব্যাঘ্র এ দেশে আসিয়া মনুষ্যেরদিগকে দূর করিয়া বসতি করে তবে কেবল ব্যাঘ্র ও মনুষ্যেরদের স্থান পরিবর্ত্ত মাত্র।

ডোগরা দেশ।

হিমালয় পর্ব্বতের ওপারে হরিদ্বারের উত্তরে ডোগরা নামে এক দেশ আছে সেখানকার লোকেরা আহারাদি প্রস্তুত করিবার কারণ কাষ্ঠ কয়লা ও পোড়ায়

না যেহেতুক সে পর্ব্বতের কোন এক প্রদেশ এমত আগ্নেয় বস্তুতে পরিপূর্ণ যে সে স্থানে একটুকু স্থান খুঁড়িলে উত্তাপ নির্গত হয় তাহার উপরে জল ও তণ্ডুলাদি দিলে পাক হয় যেস্থানে এমত হয় সেস্থান অতি বড় নহে কিন্তু অল্প। হিমালয় পর্ব্বত পৃথিবীর মধ্যে সকল পর্ব্বতহইতে উচ্চ। পূর্ব্বে লোকেরা জানিত যে দক্ষিণামেরিকার এণ্ডিজ নামে পর্ব্বত সকলহইতে উচ্চ কিন্তু হিসাবদ্বারা জানা গিয়াছে যে হিমালয় পর্ব্বত এণ্ডিজ পর্ব্বতহইতে পাঁচ হাজার চারি শত হাত উচ্চ। সেই হিমালয়ের উপরে এমত স্থান আছে যে শীতল স্থানহইতে ছয় ঘণ্টা হাঁটিলে গ্রীষ্ম স্থান পাওয়া যায় এবং গ্রীষ্ম স্থানহইতে ছয় ঘণ্টা হাঁটিলে পুনর্ব্বার শীত স্থান পাওয়া যায়। ইংগ্লণ্ড দেশে যেং বৃক্ষ ও যেং ফল জন্মে সে সকল ঐ পর্ব্বতেও জন্মে এবং পীড়িত লোক সে স্থানে গেলে তাহার পীড়াশান্তি হয় যেহেতুক এখানহইতে পীড়িত হইয়া শীতপ্রধানক দেশ ইংগ্লণ্ড জানিয়া সেখানে যাইয়া পীড়ামুক্ত হয় ইংগ্লণ্ডহইতেও হিমালয় শীতপ্রধানক স্থান ও শীতদ্বারা যে রোগ নিবারণ হয় সে রোগ সেখানে গেলে নিবৃত্ত হয়।

টাকশাল।

টাকশালে টাকা প্রস্তুত কারণ ১৪ ডিসেম্বর তারিখে শ্রীশ্রীযুত এক ব্যবস্থা আজ্ঞা করিয়াছেন সে ব্যবস্থা জানুআরির প্রথম তারিখঅবধি কার্য্যে আসিবেক। কলিকাতাতে যে সিক্কা টাকা প্রস্তুত হইবেক পুরানা টাকাতে যে ওজনে রূপা থাকিত সেই ওজনে ঐ টাকাতেও রূপা থাকিবেক কিন্তু যে ওজনে সোনাতে মোহর হইত তাহার কিঞ্চিৎ ন্যূন ওজনে মোহর হইবেক এবং উনিশ সন টাকার ও মোহরের যে মূল্য চলন ছিল এই নূতন টাকার ও নূতন মোহরের সেই মূল্য চলন হইবেক। এবং যদি কোম্পানির এতদ্দেশীয় কোন চাকর এই নূতন টাকা ও নূতন মোহর লইতে কোন ওজর করে তবে তাহারদের প্রাচীন আয়িনঅনুসারে দণ্ড হইবে। যদি কোন ব্যক্তি টাকা করিবার কারণ রূপা টাকশালে পাঠায় তবে শতকরা মিহনৎআনা দুই টাকা দিতে হইবে এবং যদি সেই রূপা সিক্কা কিম্বা আদলি করিতে চাহে তবে শতকরা তিন টাকা দিতে হইবেক। এবং লাগাদ সন ১৮১৮ পর্য্যন্ত যে টাকা উৎপন্ন হইয়াছে সে টাকা যদি সন ১৮১৯ সালের নূতন টাকা করিতে চাহে তবে শতকরা এক টাকা দিতে হইবেক শ্রীশ্রীযুতের এই সকল আজ্ঞা শ্রীযুত ডবলিউ বি বেলি সাহেবদ্বারা প্রকাশ হইল।

বর্ম্মার দেশ।

বর্ম্মার দেশে রাজার যেপ্রকার অন্যায় ব্যবহার সে প্রকার অন্যত্র দেখা যায় না ও শুনা যায় না সে দেশে জাত স্ত্রীকে কখনও অন্য দেশে যাইতে দেয় না যদি অন্য দেশীয় পুরুষ সেখানে গিয়া তদ্দেশ জাত স্ত্রীকে বিবাহ করে ও তাহাতে সন্তান জন্মে তথাপি সে স্ত্রীকে কিম্বা সে সন্তানেরদিগকে কখনও দেশের বাহির করিতে দেয় না এবং সেখানকার ইতর লোকহইতে প্রবীন লোকেরদের এই বিশেষ যে প্রবীন লোক যখন যেখানে যায় কিম্বা থাকে তখন তাহার পশ্চাৎ২ পিকদানি হাতে করিয়া এক চাকর সঙ্গে থাকে। এবং এক প্রকার কাট আছে সে তাহারদের অতি [illegible] ভক্ষণীয় দ্রব্য।

এবং সেখানে রাজা মনুষ্যেরদের প্রতি অত্যন্ত দুঃখদায়ক অন্যায় দণ্ড করে [illegible] কোন লোক কোন অপরাধি হ[illegible] তাহার এইং রূপ দণ্ড করে গলা কাটে কিম্বা শূলে হত করে কিম্বা [illegible] করে কিম্বা পেট চিরে কিম্বা [illegible] দ্বারা শরীর খণ্ড২ করে কিম্বা শরীর [illegible] ছিন্ন খণ্ড করে কিম্বা প্রাণত্যাগপর্য্যন্ত বক্ষস্থলে গুড় মারে কিম্বা মরণপর্য্যন্ত প্রতিদিন আহার না দিয়া রৌদ্রে [illegible] কিম্বা ব্যাঘ্রদের দ্বারা দংশ করে কিম্বা সীসা গলাইয়া মুখে ঢালে কিম্বা তপ্ত তৈলের মধ্যে ফেলিয়া দেয় কিম্বা দুই অঙ্গুল দুই সুপারি রাখিয়া তাবৎ পর্য্যন্ত মারে যাবৎ ঐ সুপারি ভিতরে প্রবিষ্ট না হয় কিম্বা অল্প আগুনে তাহাকে [illegible] করে।

যখন ইহাহইতে অল্প দণ্ড করে তখন [illegible] হস্ত কিম্বা পাদ কিম্বা জিহ্বা ইত্যাদি কোন অঙ্গ কাটে কিম্বা দুই চক্ষু বাহির করে কিম্বা পৃষ্ঠের দিকে দুই বাহু একত্র [illegible] যে দুই বাহুমূল একত্র সংলগ্ন হয় কিম্বা উর্দ্ধপাদ করিয়া বান্ধিয়া রাখে কিম্বা [illegible] লিতে মাত্র রসী দিয়া উর্দ্ধে টাঙ্গায়। [illegible] সেখানে রাজা অপরাধানুসারে লোকেরদের দণ্ড করে না কিন্তু আপন ইচ্ছানুসারে কখনও অল্পাপরাধেও গুরু দণ্ড [illegible] অপরাধেতে ও অল্প দণ্ড করে।

যখন কোন স্ত্রী কোন পুরুষের সহিত ব্যভিচার ক্রিয়া করিতে ধরা পড়ে [illegible] ঐ স্ত্রীকে ও ঐ পুরুষকে উলঙ্গ করিয়া একত্র বন্ধ করিয়া শহরের চতুর্দিকে লইয়া যায় এবং এক জন তাহারদের দোষ [illegible] স্বরে কহিতেং যায় ও শহরের [illegible]

চৌরাস্তাতে ঐ দুই জনকে এক২বার মারে। এই২ প্রকার ঐ দেশের ব্যবহার ইহাতে সকল লিখা যায় না অবসর ক্রমে লিখা যাইবে।

প্রাচীন কথা।

এক গ্রামে দুই মিত্র ছিল তাহারদের এক জনের নাম হরি ও আর এক জনের নাম নিধি এ দুই জনের পরস্পর সংপ্রীতি ছিল। কিছু দিন পরে নিধি নির্দ্ধন হইল হরি ধনবান রহিল। এক দিন হরি নিধিকে কহিল যে হে মিত্র তুমি কেন কষ্ট পাও তোমার ধন নাই আইস কি আমার স্থানে পাঁচ শত টাকা লও তাহাতে বাণিজ্য কর যে লাভ হইবে তাহাতে তোমার সংসারের ব্যয় হইবেক এবং ক্রমে২ আমার টাকাও পরিশোধ করিও। নিধি তৎকালে বিস্তর সাধুবাদ করিয়া হরির স্থানে পাঁচ শত টাকা লইল এবং কোন বাণিজ্যাদি না করিয়া ঐ আসল টাকা ব্যয় করিয়াই সংসার চালাইতে লাগিল কিন্তু কিছু টাকাতে পাঁচ শত পয়সা করিয়া এক কুটীতে অতিসাবধানেতে রাখিল। হরি সন্ধান পাইল যে নিধি বাণিজ্যাদি কিছুই করে না আসল টাকাই খরচ করে। ইহাতে উদ্বিগ্ন হইয়া এক দিন নিধিকে কহিল যে হে মিত্র তুমি বাণিজ্যাদি কর না আমি দেখি খরচাত্র করে তবে তুমি আমার আসল টাকা খরচ করিতেছ। নিধি কহিল যে না মিত্র তোমার টাকা যেমন তেমনি আছে। নিধি ইহা কহিয়া হরিকে সঙ্গে করিয়া আপন বাটীতে গিয়া ঐ পাঁচ শত পয়সার সিন্দুক খুলিবামাত্র খেদ করিতে লাগিল হা বিধাতা আমার কেমন কপাল পাঁচ শত টাকা রাখিলাম পাঁচ শত পয়সা হইল দেখ মিত্র প্রত্যক্ষ সিন্দুক দেখ। হরি নিধির শঠতাতে মনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া কোন কথা না কহিয়া আপন ঘরে গেল। কিছু দিন পরে হরি নিধিকে কহিল যে হে মিত্র তোমার পুত্রকে আমার স্ত্রী দেখিতে চাহেন আজি লইয়া যাই। ইহা কহিয়া নিধির পুত্রকে হরি লইয়া আপন ঘরে রাখিল এবং এক বানরছেও পালে দড় দিয়া এক ঘরে বান্ধিয়া রাখিল। দুই তিন দিনের পরে নিধি আপন পুত্রকে লইতে আইল। তখন হরি তাহাকে তৎক্ষণাৎ বাটীর ভিতরে লইয়া তাহার পুত্র কহিয়া ঐ বন্ধ বানরকে দেখাইয়া কহিল যে হে বন্ধু তোমার পুত্র বানর হইয়াছে। নিধি কহিল যে হে মিত্র মনুষ্য কখন বানর হয়। হরি উত্তর করিল যে হে মিত্র তবে টাকাও কখন পয়সা হয় না। এই রূপে উত্তরের শঠতা উত্তরে বুঝিয়া ক্ষান্ত হইল।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে।

অনেক লোকের জমিন মাফিন জেলাহায় রোজ ও তারিখ সকল মাফিক নীচের তপসীল প্রকাশ স্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমা ও জমিনের কৈফিয়ত বোর্ডরিবনুর সেক্রেটারি দপ্তরখানায় অথবা জেলাহার কালেক্টরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

মেদিনিপুর সোমবার ২৫ জানের সন ১৮১৯ ইং ১৩ মাঘ সন ১২২৫ বাং বোর্ডরিবনুর সেক্রেটারি দপ্তরখানাতে।

সরকারের বাকি এহ্তরফ আদায় কারণ।

মেদিনিপুর সোমবার ২৫ জানের সন ১৮১৯ ইং ১৩ মাঘ সন ১২২৫ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

চাটিগ্রাম বৃহস্পতিবার ২৮ জানের সন ১৮১৯ ইং ১৬ মাঘ সন ১২২৫ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

শ্রীহট্ট বুধবার ২০ জানের সন ১৮১৯ ইং ৮ মাঘ সন ১২২৫ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

ইতি তাং ২৯ দিসেম্বর সন ১৮১৮ ইং বোর্ডরিবনুর হুকুমে।

অনেক লোকের জমীন মাফিল জেলাহায় রোজ ও তারিখ সকল মাফিক নীচের তপসীল প্রকাশস্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমা ও জমীনের কৈফীয়ত বোর্ডরিবনুরি সেক্রেটারি দপ্তরখানায় অথবা জেলাহায় কালেক্টরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

সরকারের বাকী আদায় কারণ।

যশোহর সোমবার ২৫ জানের সন ১৮১৯ ইং ১৩ মাঘ সন ১২২৫ বাং বোর্ডরিবনুর সেক্রেটারি দপ্তরখানায়।

সরকারের বাকী ও জরিমানার টাকা আদায় কারণ।

হুগলী বৃহস্পতিবার ১৮ জানের সন ১৮১৯ ইং ৬ মাঘ সন ১২২৫ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

চব্বিশ পরগনা সোমবার ২৫ জানের সন ১৮১৯ ইং ১৩ মাঘ সন ১২২৫ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

ত্রিপুরা সোমবার ৪ জানের সন ১৮১৯ ইং ২২ পৌষ সন ১২২৫ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

সুন্দরবন সোমবার ২৫ জানের সন ১৮১৯ ইং ১৩ মাঘ সন ১২২৫ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

অনেক লোকের জমীন মাফিল জেলাহায় রোজ ও তারিখ সকল নীচের তপসীল মত প্রকাশ স্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমী ও জমার কৈফায়ত বোর্ডরিবনুর সেক্রেটারি দপ্তরখানায় অথবা জেলাহার কালেক্টরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

সরকারের বাকী আদায় কারণ।

যশোহর রবিবার ২০ জানের সন ১৮১৯ ইং ৮ মাঘ সন ১২২৫ বাং বোর্ডরিবনুর সেক্রেটারি দপ্তরখানায়।

ত্রিপুরা সোমবার ৪ জানের সন ১৮১৯ ইং ২২ পৌষ সন ১২২৫ বাং বোর্ডরিবনুর সেক্রেটারি দপ্তরখানায়।

সরকারের ওগয়রহের বাকী আদায় কারণ।

ত্রিপুরা সোমবার ৪ জানের সন ১৮১৯ ইং ২২ পৌষ সন ১২২৫ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

মুরশেদাবাদ সোমবার ২৫ জানের সন ১৮১৯ ইং ১৩ মাঘ সন ১২২৫ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

ইতি তারিখ ২২ দিসেম্বর ১৮১৮ ইং বোর্ডরিবনুর হুকুমে।

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক থাকে তিনি শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ তাঁহার নিকট পাঠান যাবেক তাহার মূল্য মাসে২ এক টাকা। যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকট না পোঁছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাঁহার নিকট পাঠান যাবেক।

সমাচার দর্পণ

৩৪ সংখ্যা] শনিবার। ৯ জানুআরি সন ১৮১৯। ২৭ পৌষ সন ১২২৫।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে॥

সমাচার দর্পণ।

কোম্পানির কাগজ।—

৬ জানুআরি বুধবার সন ১৮১৯ সাল কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা সাত টাকা চারি আনা ডিষকৌণ্ট। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা আট টাকা ডিষকৌণ্ট।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

৯	জানুআরি	শনিবার	২৭	পৌষ
১০	ঐ	রবিবার	২৮	ঐ
১১	ঐ	সোমবার	২৯	ঐ
১২	ঐ	মঙ্গলবার	৩০	সংক্রান্তি
১৩	ঐ	বুধবার	১	মাঘ
১৪	ঐ	বৃহস্পতিবার	২	ঐ
১৫	ঐ	শুক্রবার	৩	ঐ

সিংহলদ্বীপ।

২৮ নবেম্বরের পত্র সিংহলদ্বীপহইতে আসিয়াছে তাহাতে সমাচার জানা গেল যে যে দুই সিংহলদ্বীপের সেনাপতি আমারদের আত্যন্তিক প্রাতিকূল্যাচরণ করিয়াছিল তাহারা বিচারে সদোষী নিশ্চয় হইলে তাহারদের মস্তকচ্ছেদ করা গিয়াছে তাহার বিবরণ এই।

ঐ দুই জনের মধ্যে এক জনের নাম কাপিত্তিপোলা ও অন্যের নাম মাদুগালি তাহারা আপন২ ইচ্ছানুসারে প্রথম ব্যক্তি শহরের মহামন্দিরে গিয়া আপনারদের পুরোহিত ডাকাইয়া তাহার সম্মুখে আপনারদের পারলৌকিক কর্ম্ম করিয়া কাপিত্তিপোলা বাহিরে আসিয়া এক কুঠরীর মধ্যে গিয়া মএর্ম সাহেবের সহিত নির্ভয়েতে এই কথা কহিতে লাগিল যে কোন ব্যক্তি আপন অদৃষ্ট অন্যথা করিতে পারে না যেহেতুক বুদ্ধের নানা গ্রন্থেতে ইহার প্রমাণ আছে। এই প্রকার বুদ্ধ মত সিদ্ধ অনেক কথা কহিল এই সব কথা কহিতে২ মন্দিরের মধ্যে এক মহাশব্দ শুনা গেল পরে দেখা গেল যে মাদুগালি ভীত হইয়া সে মহামন্দিরের দেবমূর্ত্তির নিকটে আশ্রয়ের কারণ গেল কিন্তু সেখানহইতে তাহাকে ধরিল পরে সে দুই জনকে লইয়া সৈন্য সমেত দণ্ডস্থানে লইয়া গেল।

তাহারা দণ্ডস্থানে পঁহুছিয়া কিঞ্চিৎ জল চাহিয়া আপন হাত ও পা ধুইল পরে কাপিত্তিপোলা এক বৃক্ষের নীচে বসিয়া নির্ভয় রূপে কেশ বান্ধিয়া তাহারদের গুরুর শ্লোক পড়িতেছিল। ঘাতক ব্যক্তি দুইবার অস্ত্রাঘাত করিয়া তাহার মস্তক ছেদন করিল। কিন্তু মাদুগালি এমত ভীত ছিল যে আপন কেশও বান্ধিল না সে অর্হৎ নামে আপন বুদ্ধকে স্মরণ করিতে২ পড়িল ঘাতক তাহার শিরচ্ছেদন করিল।

শ্রীযুত রণজিৎসিংহ।

শ্রীযুত রণজিৎসিংহ বাহাদুর কাবোলের রাজধানী শহির আপন অধীন করিয়াছেন। লাহোরের আকবার আমরা পাইয়াছি তাহাতে এই প্রকার বিবরণ এই মত লিখিয়াছে যে [illegible]ম্বর তারিখে তদ্দেশীয় লোকেরা [illegible] আপগানেরা অনেক সৈন্য লই[illegible]জিৎ সিংহের অভিমুখে আসিতে লাগিল। ইহাতে রণজিৎ সিংহ তা[illegible] কি কারণ আসিতেছে ইহা জ্ঞাত হইবার নিমিত্তে কতক সৈন্যসমেত এক সেনাপতিকে তাহারদের নিকটে পাঠাইলেন। তাহারা রণজিৎ সিংহের প্রেরিত সৈন্য ও সেনাপতির উপরে আক্রমণ করিয়া তাহারদিগকে তাড়াইয়া দিল। তাহার পর দিবস রণজিৎ সিংহের প্রধান সেনাপতি সরদার বাহাদুর আপন সেনার এক ভাগ লইয়া সিন্ধু নদী পার হইল এবং আপগানেরা তাহার সহিত অনেক যুদ্ধ করিল। ২৬ নবেম্বর তারিখে শিখেরদের সকল সৈন্য লইয়া ঐ সরদার বাহাদুর পুনর্ব্বার সিন্ধু নদী পার হইয়া আপগানেরদের সহিত দুই প্রহর রাত্রিপর্য্যন্ত ঘোরতর যুদ্ধ করিল। দুই প্রহর রাত্রির পরে আপগানেরা সরদার বাহাদুরের সৈন্যের উপরে অতিশয় পরাক্রমে আক্রমণ করিল তাহাতে জয় পরাজয় কিছুই হইল না কিন্তু অনেক শিখ মরিল। ২৭ তারিখে ঐ সরদার বাহাদুর দুই প্রহর দিনের সময়ে পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিয়া আপগানেরদের প্রধান সেনাপতিকে পরলোকে পাঠাইল। তাহাতে অবশিষ্ট আপগানেরা কাতর হইয়া জাহাঙ্গীর গড় পর্য্যন্ত পলায়ন করিল। সরদার বাহাদুর তা

হাদের পশ্চাৎ যাইয়া ঐ জাহাগীর গড় ও মোকাম গড়ি অধিকার করিল। এই যুদ্ধের পর শ্রীযুত রনজিৎ সিংহ অগ্রে যাইয়া পেশোর শহর অধিকার করিলেন এবং অধিকার করিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া তোপ করিতে আজ্ঞা করিলেন। ইত্যবসরে আপগানেরা শিখেরদের সৈন্যের পশ্চাৎ দিকে গেল। ইহা শুনিয়া রনজিৎ সিংহ ভাবিলেন যে তাহারা যদি এমত করে তবে আমারদের আপন দেশে যাওনের পথ রোধ করিবে। এই নিমিত্ত আফ্‌গান বংশীয় এক জনকে পেশোর শহরের কর্ত্তা করিয়া রাখিয়া আপনি সৈন্য সমেত আটক নদী ফিরিয়া সেই নদীর তীরে থাকিলেন।

দিল্লী।

ইংগ্লণ্ডীয়েরদের উকীল শ্রীযুত মেৎকাফ সাহেব দিল্লী ছাড়িয়া মোং কলিকাতা আসিতেছেন এবং শ্রীযুত সর দেবিদ আক্তরলোনী সাহেব তৎকর্ম্মাভিষিক্ত হইয়াছেন পূর্ব্বকালে জয়পুরের সকল কর্ম্ম অন্যদ্বারা হইত কিন্তু শ্রীশ্রীযুত আজ্ঞা করিয়াছেন যে সর দেবিদ আক্তরলোনী দিল্লীতে ওকালতি কর্ম্ম করিবেন ও জয়পুরের বন্দোবস্ত প্রভৃতি তদারক করিবেন এবং এক ভাগ সৈন্যের সেনাপতি থাকিবেন এই তিন কর্ম্ম তাঁহার অধীন হইল।

জরমনি দেশ।

জরমনির এক প্রদেশে এক জন নাস্তিক মতসিদ্ধ এক গ্রন্থ করিয়া জানাইয়াছে তাহাতে নাস্তিকের মতের অতিপ্রশংসা করিয়াছে ইহাতে তদ্দেশীয় অধ্যক্ষেরা তাহাকে এক বৎসর কএদ রাখিতে স্থির করিয়াছে।

আফীম।

২০ দিসেম্বর তারিখে মোং কলিকাতায় শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের চৌদ্দ শত চৌহত্তর সিন্দুক আফীম সাতাইশ লক্ষ আটষট্টি হাজার এক শত পঞ্চাশ টাকাতে বিক্রয় হইয়াছে।

সোনার নৌকা।

ইংগ্লণ্ড দেশে এক ব্যক্তি এক প্রকার নূতন নৌকা সৃষ্টি করিয়াছে সে কেবল ইওরোপীয় সোলার দ্বারা নির্ম্মিত উত্তর কেন্দ্র দর্শন করিবার নিমিত্তে যে২ জাহাজ ইহার পর যাইবেক তাহারদের সঙ্গে ঐ নৌকা পাঠাইতে স্থির করিয়াছে যে হেতুক সে নৌকা পর্ব্বতে ঠেকিলেও ভাঙ্গে না ও জলেও ডুবে না।

শাহজাঁহা বাদশাহ।

দিল্লীর বাদশাহ অকবরশাহের পৌত্র শাহজাঁহা বাদশাহ আপন বাদশাহীর মধ্যে সাড়ে তিন কোটি টাকা ইমারতী কর্ম্মে ব্যয় করিয়াছিলেন আগরাতে এক কোটির অধিক মূর্ত্তি মসজাদে ছয় লক্ষ টাকা ও তাজমহলে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ও দৌলৎখানাতে ও বাগানে চল্লিশ লক্ষ টাকা ও দিল্লীর রাজগৃহে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ও জুমামসজাদে দশ লক্ষ টাকা ও লাহোরের রাজগৃহে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা কাবোলের রাজগৃহে বার লক্ষ টাকা ও কাশ্মীরের রাজগৃহে আট লক্ষ টাকা রাওোহের রাজগৃহে আট লক্ষ টাকা ও আজিমীর ও আহমদাবাদে দশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন।

বাঙ্গাল বাঙ্ক।

শ্রীযুত বাঙ্গাল বাঙ্কের অধ্যক্ষেরা ৭ জানুআরিতে ইস্তাহার দিয়াছেন যে গত ছয় মাস শত করা সাড়ে বার টাকার হিসাবে সুদ দেওয়া যাইবে অর্থাৎ ছয় মাসের প্রত্যেক ভাগের সুদ ছয় শত পচিশ টাকা শ্রীযুত অধ্যক্ষেরাও ইস্তাহার দিয়াছেন যে ২৪ জানুআরি বৃহস্পতিবার ঐ বাঙ্কের অন্তর্গত লোকেরা বাঙ্কঘরে একত্র হয় ও সেই সময়ে ঐ বাঙ্কের বিষয় নানা কথা তাহারদিগকে কহা যাইবে।

যুদ্ধোদ্যোগের জনরব।

ওয়্যাশপ অক্তরীন অর্থাৎ কোনহইতে যে জাহাজ মোং কলিকাতায় পঁহুছিয়াছে তাহার দ্বারা জনরব হইয়াছে যে ইংগ্লণ্ডীয় লোকেরদের সহিত আমেরিকীয় লোকেরদের যুদ্ধোদ্যোগ হইতেছে এবং ইংগ্লণ্ডীয় ওজীর সকল যুদ্ধ জাহাজ প্রস্তুত করিতেছেন কিন্তু ইহা স্থির নহে জনরবমাত্র।

যুদ্ধের সমাচার।

নর্ম্মদা নদীর তীরহইতে সমাচার আসিয়াছে যে শ্রীযুত কাপ্তান পেদলের সাহেব তন্নিকটস্থ পর্ব্বতীয় লোকেরদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন তিনি চৌদ্দ ক্রোশ চলিয়া গিয়া বিরুদ্ধাচারিরদের সহিত মিলিলেন তাহারা অতিদুর্গম স্থানে ছিল তথাপি তিনি তাহারদের উপরে আক্রমণ করিয়া তাহারদের এক শত লোককে নষ্ট করিলেন অবশিষ্ট লোকেরা পলায়ন করিল।

পুলোপিনাঙ্গ।

যেমত কলিকাতাস্থ লোকেরা গত যুদ্ধের পর শ্রীশ্রীযুতের এক প্রশংসাপত্র লিখিল সেমত পুলোপিনাঙ্গস্থ লোকেরা শ্রীশ্রীযুতের এক প্রশংসাপত্র লিখিয়া

কলিকাতায় পাঠাইয়াছেন শ্রীশ্রীযুত ও তাহার পুত্র পৌত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।

শৃগাল।

কএক দিবস হইল কলিকাতার মধ্যে গঙ্গাতালাওতে এক স্ত্রী লোক আপন দুই শিশু বালক কোলে করিয়া শুইয়াছিল। রাত্রিকালে এক শৃগাল আসিয়া তাহার দশমাসের এক বালককে লইয়া গেল। ঐ স্ত্রী লোক উঠিয়া দেখিল যে আপন বালক নাই। প্রাতঃকালে এক নরদামাতে সে বালককে মৃত পাইল।

রঘুমণি বিদ্যাভূষণ।

রঘুমণি বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য্য কাশী প্রস্থান করিয়া পথে গঙ্গাতীরে পাঞ্চভৌতিক শরীর পরিত্যাগ করিয়াছেন ইহাতে সকলের মনে অতিশয় খেদ হইয়াছে যেহেতুক তাদৃশ পাণ্ডিত্যশালী মনুষ্য এতদ্দেশে দুর্লভ। তিনি পূর্ব্বে যখন কাশী গিয়াছিলেন তখন কাশীবাসি সর্ব্বদেশীয় পণ্ডিতেরা তাহার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া সাক্ষাৎ করিতে আইলেন তাহাতে যিনি যে শাস্ত্রের প্রসঙ্গ তাঁহার নিকটে করিলেন তিনি তাহার সদুত্তর করিয়া সকলকে নিরস্ত করিয়া আপ্যায়িত করিলেন ইত্যাদি তাঁহার পাণ্ডিত্যের অনেক কথা আছে।

তাঁহার বিষয়ে খেদোক্তি।

কোন পণ্ডিত তাঁহার মরণের সমাচারে অতিশয় খেদান্বিত হইয়া এই শ্লোক লিখিয়া এই দর্পণের নিমিত্তে পাঠাইলেন।

বিদ্যা কল্প বৃক্ষ ছিল মন্দাকিনীতীরে।
কূলভগ্ন হেতু মগ্ন হইল সেই নীরে॥
ব্যাপিল অজ্ঞানরূপ অন্ধকার ঘোর।
রঘুমণি হরণ করিল কাল চোর॥
অলঙ্কার নিরাশ্রয় করে হাহাকার।
হইল বেদান্ত অন্ত নিতান্ত এবার॥
স্মৃত্য আর শব্দশাস্ত্র সাংখ্যের হেতু।
যন্ত্রণা করেন তন্ত্র মন্ত্রণাবর্জ্জিত॥
ধর্ম্মশাস্ত্র মর্ম্ম চিন্তা যুক্ত এত দিন।
অগণিত চিত চিন্তা গণিতের মান॥
মীমাংসা করিতে নারে মীমাংসক ভাবিয়া।
অসংখ্য সাংখ্যের দুঃখ স্থান না পাইয়া॥
কর্কশ স্বভাব তর্ক তর্কিয়াছে ভাল।
অন্যের আশ্রয়ে বরং কাটাইব কাল।
মনে খেদ করে বেদ হইল অজ্ঞান।
গৌড়ভূমি পরিহরি করে কাশী গমন॥

প্রাচীন কথা।

পূর্ব্বে কাশ্মীর দেশহইতে ঘোটকব্যাপারিরা দিল্লীতে অকবরশাহ বাদশাহের নিকটে বিক্রয়ার্থ ঘোড়া আনিল। বাদশাহ সে ঘোড়া উপযুক্ত মূল্য দিয়া লইলেন ও ব্যাপারিরদিগকে কহিলেন যে আর দুই লক্ষ টাকা লও কাশ্মীরহইতে ভাল ঘোড়া আমাকে আনিয়া দিও। ইহা কহিয়া ঐ ব্যাপারিরদিগকে দুই লক্ষ টাকা দিলেন তাহারা টাকা লইয়া গেল। কিছু কাল পরে বাদশাহ বীরবরকে আজ্ঞা করিলেন যে হে বীরবর আমার এ নগরে যত পাগল আছে তাহারদের প্রত্যেকের নাম লিখিয়া আমার কাছে আনহ। বীরবর সেলাম করিয়া দপ্তরখানায় গিয়া প্রথম ঐ বাদশাহের নাম লিখিয়া অপর অনেক পাগলের নাম লিখিলেন ও ঐ ফর্দ বাদশাহের নিকটে দিলেন। বাদশাহ ফর্দ দেখিয়া কহিলেন যে হে বীরবর আমার নাম কেন পাগলের ফর্দে লিখিয়াছ। বীরবর উত্তর করিলেন হে বাদশাহ আপনি তাহারদের মধ্যে প্রধান যেহেতুক বিনা জামিনে অজ্ঞাত কুলশীল ব্যাপারিকে দুই লক্ষ টাকা দিয়াছ। বাদশাহ উত্তর করিলেন যে যদি ঐ ব্যাপারি ঐ টাকার ঘোড়া আনিয়া দেয়। বীরবর কহিলেন তবে বাদশাহের নাম কাটিয়া সেই স্থানে তাহারদের নাম লিখিব।

পলাশী।

পলাশীতে নবাব সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের মহাযুদ্ধ হইয়াছিল। যুদ্ধে নবাব সিরাজদ্দৌলাকে পরাজয় করিয়া নবাব মীরজাফর আলিখাঁকে নবাব করিলেন কিন্তু সে যুদ্ধের [illegible] এই বাঙ্গালা দেশ ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধীন হইল অতএব ঐ পলাশির যুদ্ধ [illegible] তাঁহারা বড় জানেন এই কারণ ঐ স্থান দেখিবার জন্যে লোকেরদের চেষ্টা [illegible] যেহেতুক যে কোন স্থানে এমত বড় কর্ম্ম হইয়াছে যে তাহার স্থল নিত্য [illegible] লোকেরা চেষ্টা করে কিন্তু কএক বৎসর হইল গঙ্গার ভাঙ্গনেতে সে স্থান গিয়াছে।

কাটোয়া।

যখন বাঙ্গালা দেশ মুরশেদাবাদের নবাবের অধীন ছিল তখন কাটোয়াতে নবাবের তোষাখানা ছিল এবং বাঙ্গালার খাজানার টাকা সেইখানে জমা হইত এই হেতুক নবাব ঐ মোকামে একটা মৃত্তিকার গড় করিয়াছিলেন এখন সে গড় অনেক লুপ্ত হইয়াছে কিন্তু তাহার দক্ষিণ দিকে গড়ের কিঞ্চিৎ অবশেষ হয় এবং একটা তোপ অদ্যাপি সেখানে আছে।

গঙ্গাসাগর।

গঙ্গাসাগর উপদ্বীপের বন কাটিতে

সমাচার দর্পণ।

লোকেরা আরম্ভ করিয়াছে সেখানে অনেক কন্দার কাটিয়া সাফ করিয়াছে এবং পাঁচ শত মজুর সেখানে কর্ম্ম করিতেছে তাহার মধ্যে কেবল দুই জনকে বাঘে খাইয়াছে।

কৃষ্ণসর্প।

কএক মাস হইল আমেরিকা দেশে এক কাফরি স্ত্রী লোক আপন ঘরে বালককে রাখিয়া কোন কর্ম্মান্তরে গিয়াছিল পরে কিঞ্চিৎ বিলম্বে ফিরিয়া আসিয়া দেখে যে একটা কৃষ্ণসর্প ঐ বালকের গলা জড়াইয়া তাহার মুখের মধ্যে মুখ দিয়া রহিয়াছে। পরে অনেককে ডাকিল কিন্তু কাহারো কোন উদ্যোগ করিতে হইল না ঐ সর্প আপনি বালককে ছাড়িয়া গেল। পরে সকলে আসিয়া দেখিল যে সে বালক মরিয়াছে। সেখানকার কৃষ্ণসর্পের এই ধারা তাহারা দুগ্ধ পান অতিশয় করে যদি সঙ্গতি হয় তবে গরু ছান্দিয়া বাঁটহইতে দুগ্ধ পান করে কিন্তু গরু তখনি মরে ঐ বালকের মুখে দুগ্ধ গন্ধ পাইয়া বালকের গলা ছান্দিয়া দুগ্ধ পানেচ্ছাতে জিহ্বাতে দংশন করিয়াছিল তাহাতে দুগ্ধ না পাইয়া কেবল বালকের প্রাণ লইল।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে।

১০০০ একহাজার রিম পাটনাই কাগজ সরবরাহ কারণ কন্ত্রাক্টর দরখাস্ত যে কেহ করিবেক দরখাস্তের খামে মোহর করিয়া ও শীরনামার কাগজের দরখাস্ত এমত লিখিয়া লাগাইদ ২০ জানুয়ারি আগত পর্য্যন্ত ফেঙ্গ আফিসে মোক্তিয়ারকার সুপরেনটেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট দরখাস্ত দাখিল করিতে হইবেক মাফিক তপশীল।

১ দফা কাগজের রকম নমুনা মাফিক দিতে হইবেক ঐ নমুনা মোকাম আলীপুরে ফেঙ্গ আফিসে দরখাস্ত করিলে দেখিতে পাইবেক।

২ দফা একবারি লিখন সহী করনের পর অর্দ্ধেক ৫০০ পাঁচ শত রিমের আমদানি আরম্ভ পাঁচ দিবসের মধ্যে করিতে হইবেক বাঁকি অর্দ্ধেক ৫০০ পাঁচ শত রিম দাঁড়ামত তিনমাস অন্তে দাখিল করিতে হইবেক।

৩ দফা দরখাস্তের সহিত ১ এক এক বারি লিখন এক মাতবর লোকের দস্তখতে দাখিল করিতে হইবেক কারণ ঐ মাতবর লোক কবুল রাখেন যদ্যপি কন্ত্রাক্টর অনামত করে কিম্বা কর্ম্মে মত্তরা করে ঐ মাতবর লোক দায়িক হইবেক।

৪ দফা কন্ত্রাক্টর তৃতীয় অংশের এক অংশ টাকা একরারনামা দস্তখত হইলে কন্ত্রাক্টরকে দেওয়া যাইবেক আর বাঁকি তৃতীয় অংশের দুই অংশ টাকা কন্ত্রাক্ট বেবাক সরবরাহ হইলে দেওয়া যাইবেক।

৫ দফা সুপরেনটেণ্ডের সাহেব যে সকল কাগজ নমুনায় ও মানে নীরস মালুম করিবেন তাহা ফিরাইয়া দিবেন হুকুম বোর্ডরিবিনিও।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে।

অনেক লোকের জমীন সামিল জেলাহায় রোজ ও তারিখ সকল মাফিক নীচের তপসীল সরকারের বাকী আদায় কারণ জেলাহায়ের কালেক্টরি কাছারিতে প্রকাশ স্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমা ও জমীনের কৈফীয়ত বোর্ডরিবনুর সেক্রটারি দপ্তরখানায় অথবা জেলাহার কালেক্টরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

ময়মনসিংহ সোমবার ২৫ জানের সন ১৮১৯ ইং ১৩ মাঘ সন ১২২৫ বাং

চাটিগ্রাম বুধবার ৩ ফিবরেল সন ১৮১৯ ইং ২২ মাঘ সন ১২২৫ বাং

ইতি তাং ১৪ দিসেম্বর সন ১৮১৮ ইং বোর্ডরিবনুর হুকুম।

অনেক লোকের জমীন সামিল জেলাহায় রোজ ও তারিখ সকল মাফিক নীচের তপসীল প্রকাশস্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমা ও জমীনের কৈফীয়ত বোর্ডরিবনুর সেক্রটারি দপ্তরখানায় অথবা জেলাহায় কালেক্টরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

সরকারের বাকী আদায় কারণ।

মেদিনিপুর সোমবার ২৫ জানের সন ১৮১৯ ইং ১৩ মাঘ সন ১২২৫ বাং বোর্ডরিবনুর সাক্রটারি দপ্তরখানায়।

সরকারের বাকী এগয়রহ আদায় কারণ।

মেদনিপুর সোমবার ২১ জানের সন ১৮১৯ ইং ১৩ মাঘ সন ১২২৫ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

চাটিগ্রাম বৃহস্পতিবার ২৮ জানের সন ১৮১৯ ইং ১৬ মাঘ সন ১২২৫ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

শ্রিহট্ট বুধবার ২০ জানের সন ১৮১৯ ইং ৮ মাঘ সন ১২২৫ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

অনেক লোকের জমীন সামিল জেলাহায় রোজ ও তারিখ সকল নীচের তপসীল মত প্রকাশ স্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমা ও জমার কৈফীয়ত বোর্ডরিবনুর সেক্রটারি দপ্তরখানায় অথবা জেলাহার কালেক্টরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

সরকারের বাকী আদায় কারণ।

যশোহর রবিবার ২০ জানের সন ১৮১৯ ইং ৮ মাঘ সন ১২২৫ বাং বোর্ডরিবনুর সাক্রটারি দপ্তরখানায়।

ত্রিপুরা সোমবার ৪ জানের সন ১৮১৯ ইং ২২ পৌষ সন ১২২৫ বাং বোর্ডরিবনুর সাক্রটারি দপ্তরখানায়।

সরকারের বাকী এগয়রহের আদায় কারণ।

ত্রিপুরা সোমবার ৪ জানের সন ১৮১৯ ইং ২২ পৌষ সন ১২২৫ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

মুরশেদাবাদ সোমবার ২৫ জানের সন ১৮১৯ ইং ১৩ মাঘ সন ১২২৫ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

ইতি তারিখ ২২ দিসেম্বর ১৮১৮ ইং বোর্ডরিবনুর হুকুমে।

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক থাকে তিনি শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ তাঁহার নিকট পাঠান যাবেক তাহার মূল্য মাসে২ এক টাকা। যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকট না পৌঁছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাঁহার নিকট পাঠান যাবেক।

সমাচার দর্পণ

৩৫ সংখ্যা।   শনিবার। ১৬ জানুআরি সন ১৮১৯। ৪ মাঘ সন ১২২৫।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে॥

সমাচার দর্পণ।

কোম্পানির কাগজ।—

১৩ জানুআরি বুধবার সন ১৮১৯ সাল কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা ছয় টাকা বার আনা ডিসকৌণ্ট। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা সাত টাকা চারি ডিসকৌণ্ট।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

১৬	জানুআরি	শনিবার	৪	মাঘ
১৭	ঐ	রবিবার	৫	ঐ
১৮	ঐ	সোমবার	৬	ঐ
১৯	ঐ	মঙ্গলবার	৭	ঐ
২০	ঐ	বুধবার	৮	ঐ
২১	ঐ	বৃহস্পতিবার	৯	ঐ
২২	ঐ	শুক্রবার	১০	ঐ

তুলা।

আটার শত চৌদ্দ সনে যখন শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের বিশংসালা বন্দোবস্ত হইল তখন এ দেশের যে বানিজ্য পূর্ব্বে কেবল কোম্পানির অধীন ছিল সে বানিজ্য অন্য২ লোকেরা ও করিতে পারিবেক এই আজ্ঞা ইংগ্লণ্ডের মহাসভা দিয়াছেন সেই অবধি এ দেশের বানিজ্য অতিবেগে চলিতেছে এবং অন্য২ ব্যবসায়হইতে কেবল তুলার বানিজ্য অধিক বর্দ্ধিষ্ণু হইয়াছে। আটার শত সতের সালে এই দেশহইতে ষোল লক্ষ মোন তুলা ইংগ্লণ্ড দেশে গিয়াছে সে তুলা সেখানে আট কোটি টাকাতে বিক্রয় হইয়াছে এই প্রকারে বানিজ্যের দ্বারা এ দেশের সম্পত্তি বৃদ্ধি হইতেছে যেহেতুক যে দেশহইতে অনেক মূল্যের দ্রব্য রপ্তানি হয় এবং অল্প মূল্যের দ্রব্য আমদানি হয় সেই দেশ অতিশয় সম্পন্ন হয়। যেমত কোন ক্ষুদ্র শহরে যদি দশ হাজার টাকার দ্রব্য আমদানী হয় তবে সে শহরহইতে দশ হাজার টাকা নির্গত হয় এবং অন্য দেশহইতে লোকেরা আসিয়া যদি সে শহরহইতে এক লক্ষ টাকার দ্রব্য ক্রয় করিয়া লইয়া যায় তবে সে শহরে লক্ষ টাকা প্রবেশ করে সুতরাং অবশিষ্ট নব্বই হাজার টাকা ঐ শহরেই থাকে। এই মত যদি প্রতি বৎসর হয় তবে সে শহর অতিশয় সম্পত্তিমান্ হইতে পারে সেই গণনাতে বড় দেশের সম্পত্তির হ্রাস কিম্বা বৃদ্ধি হয়। এই বাঙ্গালা দেশের দ্রব্যের রপ্তানি অনেক ও তাহার আমদানী অল্প এই প্রযুক্ত এ দেশের ধীন বানিজ্যদ্বারা অতিশয় বাড়িতেছে এবং পূর্ব্ব নবাবের অধিকার কালহইতে এখন স্থানে২ দেশের সম্পত্তবৃদ্ধি হইতেছে এখন যত ভাগ্যবান লোক বাঙ্গালাতে আছে পূর্ব্বে নবাবের অধিকার কালে এত ভাগ্যবান্ ছিল না ইহাতে নিশ্চয় বুঝা যায় যে কেবল এখন বানিজ্যদ্বারা লোকেরা ভাগ্যবান্ হইতেছে।

শন।

ফ্রান্স দেশের মধ্যে এক ব্যক্তি বিদ্যাবান এক প্রকার কলসৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে শন পচাইবার সময়ে তাহার স্বাভাবিক বর্ণ নষ্ট হয় না পূর্ব্বে [illegible] পাকাটী স্বতন্ত্র করিবার কালে [illegible] বর্ণের হানি হইত কিন্তু এই কলে [illegible] স্বাভাবিক গৌর বর্ণের ক্ষতি হয় [illegible]।

আসীরগড়।—

গত যুদ্ধে সিন্ধিয়ার সহিত [illegible]দের সন্ধিপত্র হওন কালে [illegible] অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে আসীরগড় আমারদের হাতে কএক বৎসর [illegible] সমর্পিত করা যাইবে। সে গড় [illegible] আমারদের হাতে আইসে নাই [illegible]দার আমারদের হাতে গড় দিতে অনেক ওজোর করিতেছে ও কহে যে সে গড় কখন আমারদের অধীন করিবে না এবং সে কিল্লাদার সিন্ধিয়ার চাকর হইয়াও তাহার আজ্ঞালঙ্ঘন করে [illegible] নিমিত্ত সে গড় আক্রম্য করিতে ইংগ্লণ্ডীয়েরা অনেক সৈন্য সেখানে পাঠাইয়াছেন।

ইণ্ডোর।

ইণ্ডোরহইতে পত্র আসিয়াছে [illegible]তে শুনা গেল যে যুবা হোলকর [illegible]রাজ আপন রাজধানী ইণ্ডোর শহরে পঁহুছিয়াছেন ও ইংগ্লণ্ডীয়েরদের [illegible] শ্রীযুত বেল্লস্লি সাহেব তাহার [illegible]আছেন।

জরমনি।

জরমনির দেশের মধ্যে এক [illegible]

সমাচার দর্পণ।

লোক ঐ প্রদেশের লোক সংখ্যা প্রত্যেকং করিয়া এক পুস্তক ছাপাইয়াছেন তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে যে লোকেরা জরমনি দেশের মধ্যে গণিত আছে তাহারা তিন কোটি কিন্তু এই সকল লোক চল্লিশ রাজ্যের মধ্যে বিভক্ত তাহার মধ্যে সকলহইতে বড় রাজ্যে চৌরনব্বই লক্ষ প্রজা ও সকলহইতে ক্ষুদ্র রাজ্যে পাঁচ হাজার পাঁচ শত প্রজা আছে কিন্তু সেখানকার বড় রাজ্যের রাজার যেমত আপন দেশে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ সেই মত ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজাও আপন দেশের মধ্যে আপন বিভবানুসারে করেন :

জরমনি দেশের এক ব্যবহার।

জরমনি দেশের এক প্রাচীন নগরে এই ব্যবহার আছে যদি কোন বালক পথের মধ্যে ভিক্ষা মাগে তখনি ঐ শহরের লোকেরা তাহাকে বিনা মূল্য বিদ্যার স্থানে লইয়া তাহার ভক্ষ্য সামগ্রির ও বিদ্যা শিক্ষা করার সঙ্গতি করিয়া দেয় এবং মলিন ছিন্ন বস্ত্র সমেত তাহার এক ছবি করে। তাহার বিদ্যা শিক্ষা সমাপ্ত হইলে সেই ছবি তাহার হাতে দিয়া তাহাকে বিদায় করে তাহার কারন এই যে সে যাবজ্জীবন মনে রাখে যে সে কি প্রকার দুঃখহইতে উদ্ধার পাইয়াছে এবং কোন স্থানে সকল প্রকার সম্পত্তি পাইয়াছে।

রুষিয়া।

যে জন এখন রুষিয়া মহারাজ্যে রাজসিংহাসনে আছেন তিনি অতিশিষ্ট তাঁহার নাম আলেক্সান্দ্র তিনি যেমন শিষ্টতাতে সুখ্যাত তাঁহার পিতা তেমন দুষ্টতাতে অখ্যাতিযুক্ত ছিলেন তিনি আপন রাজ্যের সভ্যতা অতিশয় চেষ্টা করিতেছেন। এক শত বৎসর পূর্ব্বে ইওরোপীয় লোকেরা রুষিয়ারদিগকে আপনারদেরমধ্যে গণিত করিত না কেবল বন্য জাতি জ্ঞান করিত।

গত বৎসরে রুষিয়া দেশে এক জন কাব্যবেত্তা অতিসুন্দর এক কাব্য করিয়াছেন তৎপ্রযুক্ত ঐ দেশের বাদশাহ ঐব্যক্তিকে যাবজ্জীবন মাসং পাঁচ শত টাকা পারিতোষিক দিতে স্বীকার করিয়াছেন। রুষিয়া দেশে এমত নির্ব্বন্ধ আছে যে তাহার দ্বারা লোকেরা বিনা মূল্যে বিদ্যা ও অন্যং বিষয়ের পুস্তক পায়। গত বৎসরে সে নির্ব্বন্ধের লোকেরা আলেক্সান্দ্র বাদশাহের নিকটে যাত্রা করিয়া কহিল যে রুষিয়া দেশে কাগজ অতি দুর্মূল্য অতএব বাদশাহের হুকুম হইলে হলণ্ড দেশহইতে কাগজ ক্রয় করিয়া আনা যায় তাহাতে আমারদের পোনের হাজার টাকা লাভ হইতে পারে। তাহাতে বাদশাহ কহিলেন যে বিদেশহইতে কাগজ কিনিয়া আনিলে স্বদেশীয় কাগজবিক্রয়কর্ত্তারদের অনেক ক্ষতি হয় অতএব সরকারহইতে পোনের হাজার টাকা লও। ইহা কহিয়া আলেক্সান্দ্র আপন ভাণ্ডার হইতে পোনের হাজার টাকা তাহারদিগকে দিয়া অন্য দেশে কাগজ ক্রয় বারণ করিলেন।

পূর্ব্বকালে এমত ব্যবহার ছিল যে যাহারা কোন দোষ করিত তাহারদিগকে শিবিরদেশে পাঠান যাইত সে দেশে এমত অনিবার্য্য শীত যে সেখানে যাওয়াহইতে বরং মরণ শ্লাঘ্য। যাহারদিগকে সে দেশে পাঠান যাইত তাহারদের নাসিকার উভয় পার্শ্ব ছেদন করিত কিন্তু আলেক্সান্দ্র বাদশাহ আজ্ঞা করিয়াছেন যে ঐ কর্ণ দণ্ড আর কর্ত্তব্য নহে।

বোনাপার্ট।

তাতার দেশের এক মহাজন গত বৎসরে রুষিয়াতে আসিয়া কহিলেন যে আমি তাতারের দেশে আরবি ভাষায় ছাপান বোনাপার্টের সকল বিবরনের এক পুস্তক দেখিলাম সেই পুস্তক ফ্রান্স দেশের রাজধানী শহরে আটার শত দশ সালে ছাপা হইল তাহার কারন এই যে আসিয়ার সকল লোক বোনাপার্টের কীর্ত্তি জানিতে পায়।

রাজকর্ম্মের নিয়োগ।

২৩ দিসেম্বর শ্রীযুত জন আমুটী সাহেব ঢাকার কোর্ট আপীলের প্রধান বিচারকর্ত্তা।

শ্রীযুত ওলাম বুণ্ট সাহেব ঐ কোর্ট আপীলের দ্বিতীয় বিচারকর্ত্তা।

শ্রীযুত ওল্যম পাটন সাহেব ঐ কোর্ট আপীলের তৃতীয় বিচারকর্ত্তা।

শ্রীযুত পিতেল সাহেব ঐ কোর্টআপীলের চতুর্থ বিচারকর্ত্তা।

শ্রীযুত জার এচ্ রাম্বে সাহেব বানারসের কোর্ট আপীলের চতুর্থ বিচারকর্ত্তা।

শ্রীযুত মন্তেগ্যু হেনিরি টর্নবুল সাহেব মীরজাপুরের বিচারকর্ত্তা।

শ্রীযুত লিবার্ণর সাহেব চাটিগ্রামের বিচারকর্ত্তা।

শ্রীযুত দোরিন সাহেব কলিকাতার সদরদেওয়ানি ও নিজামত আদালতের রেজেষ্টর।

শ্রীযুত ওল্যম স্মিৎ সাহেব জিলা রামগড়ের আদালতের রেজেষ্টর।

শ্রীযুত ওল্যম মংক্‌ন সাহেব জিলা সাহারণপুরের রেজেষ্টর।

১ জানুআরি শ্রীযুত জর্জ মেন্‌বেরিঙ্গ সাহেব চব্বিশপরগণার আদালতের রেজেষ্টর।

সমাচার দর্পণ।

শ্রীযুত ওলাম ওলেন সাহেব কলিকাতার কোর্ট আপিলের রেজেষ্টর।

৮ জানুআরি শ্রীযুত জন ব্রুত্তর সাহেব কলিকাতার লাটরির অধ্যক্ষ।

ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকৃত নানাদেশের বিচারস্থান।

এই হিন্দুস্থান ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধীন হওয়াতে বিচারস্থান এই কএকটা নিরূপিত হইয়াছে ইহার কারণ এই যে সকল লোক নিকটে বিচারস্থান পায় যেহেতুক প্রজা লোকেরদের পরস্পর দৌরাত্ম্য হইলে তন্নিবারণার্থ বিস্তর দূর যাইতে না হয়। বাঙ্গালার মধ্যে তিন স্থানে কোর্ট আপীল আছে কলিকাতা ও ঢাকা ও মুরশেদাবাদ। আর পশ্চিমেও তিন স্থান আছে। পাটনা ও বানারস ও বরেলি। এই ছয় কোর্টের অধীন তাবৎ হিন্দুস্থানের বিচারস্থান এইং প্রকারে বিভক্ত আছে।

কলিকাতার অন্তঃপাতী নয় বিচারস্থান। বর্দ্ধমান ও কটক ও নবদ্বীপ ও হুগলি ও যশোহর ও জঙ্গলমহল ও মেদিনীপুর ও কলিকাতার নিকটবর্ত্তি প্রদেশ ও চব্বিশ পরগনা।

ঢাকার অন্তর্গত সাত বিচারস্থান। বাখরগঞ্জ ও চট্টগ্রাম ও নিজ ঢাকা শহর ও ঢাকা জলালপুর অর্থাৎ ঢাকার জিলা ও ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা।

মুরশেদাবাদের অন্তঃপাতী একাদশ বিচারস্থান। বীরভূমি ও ভাগলপুর ও ভাগলপুরের অন্তঃপাতী মুঙ্গের ও দিনাজপুর ও দিনাজপুরের অন্তঃপাতী মালদহ ও নিজ মুরশেদাবাদ ও মুরশেদাবাদের নিকটবর্ত্তি প্রদেশ ও পুরনিয়া ও রাজসাহী ও রঙ্গপুর দুই।

পাটনার অন্তঃপাতি ছয় বিচারস্থান। বাহার ও নিজ পাটনা শহর ও রামগড় ও সাহরন ও শাহাবাদ ও তীরহুত।

বানারসের অন্তঃপাতী দশ বিচারস্থান। ইলাহাবাদ ও ইলাহাবাদের অন্তঃপাতী ফতেহপুর ও বন্দেলখণ্ড ও বন্দেলখণ্ডের অন্তঃপাতী কুলপি ও নিজ বানারস শহর ও গোরক্ষপুর ও গোরক্ষপুরের অন্তর্গত আজমগড় ও জৈনপুর ও জৈনপুরের অন্তঃপাতি গাজীপুর ও মীরজাপুর।

বরেলির অন্তঃপাতি নয় বিচারস্থান। আগরা ও আলীগড় ও নিজ বরেলি ও কানপুর ও ইটাওয়া ও ফরক্কাবাদ ও মুরাদাবাদ ও দক্ষিণ সাহারণপুর ও উত্তর সাহারণপুর।

হামীল দপ্তরখানা।

কলিকাতার পুরানা কিল্লার যে অবশিষ্ট ছিল তাহা এখন ভাঙ্গা গিয়াছে এবং সেই স্থানে একটা নূতন হামীলদপ্তরখানা প্রস্তুত হইবেক তাহার প্রথম পাথর পত্তন করিবার সম্ভ্রম কাহার হইবে তাহার নিশ্চয় হয় নাই যেহেতুক ইওরোপীয়েরদের এমত ব্যবহার আছে যে যখন বড় গৃহাদি নির্ম্মাণ হয় তখন যে ব্যক্তি সম্ভ্রান্ত তিনি প্রথম এক ইষ্টক কিম্বা এক প্রস্তর গাঁথেন। ঐ প্রস্তর এই মাসের মধ্যে গাঁথা যাইবে এই ঘর হইলে শহরের অত্যন্ত ওপকার হইবে। যে শহরে যাবৎ ভারতবর্ষের বাণিজ্যের বস্তু একত্র হয় এমত মহা শহরে যে ইহার পূর্ব্বে ইহার ওপযুক্ত ঘর না ছিল ইহাতে শহরের অতি অসম্ভ্রম যেহেতুক কলিকাতার ঐশ্বর্য্যের মূল বাণিজ্য।

গৃহদাহ।

গত শনিবার রাত্রিযোগে বিবিরোদের ঘাটে শ্রীযুত ব্রাইটমান সাহেবের তুলা কলিবার কলে অগ্নি লাগিয়া সমুদায় দগ্ধ হইল কিন্তু শ্রীযুত হগ সাহেবের ওদ্যোগে সে অগ্নি চতুর্দ্দিক্স্থ ঘরে লাগিতে পারিল না। কলিকাতার মধ্যে যে ঘরের ওপরে বিমা নাই এ আশ্চর্য্য ইংগ্লণ্ড দেশে সর্ব্বত্র ঘরের ওপরে বিমা আছে বিমা হইলে যদি কোন ঘর দাহ হয় তবে সে ঘরের টাকা বিমাওয়ালা অবশ্য দেয় ইহাতে বাণিজ্যের অতিশয় ওপকার হয় যেহেতুক এমত না হইলে লক্ষং টাকার দ্রব্য অস্থির রূপে থাকিত কলিকাতার বাণিজ্য দিনেং বৃদ্ধি হইতেছে এবং আমদানি জিনিসের গুদাম সেইমত বাড়িতেছে অতএব ঘরের ওপরে যদি বিমার এক নিবন্ধ স্থির হয় তবে শহরের বড় ওপকার হয়।

বিবাহ।

আমরা শুনিয়াছি যে এই মাসের মধ্যে শ্রীযুত বাবু গোপাল মল্লিকের পুত্রের বিবাহ হইবেক তাহাতে যেমতং আড়ম্বর শুনা যাইতেছে ইহাতে অনুভব হয় যে এমত বিবাহ কলিকাতায় কখন হয় নাই কিন্তু সম্পন্ন হইলে বুঝা যাবেক। এবং তাহার বিশেষং বিবরণ জানান যাইবেক।

শ্রীশ্রীমতী ইংগ্লণ্ডের রাণী।

আগামি সোমবারে শ্রীশ্রীমতী ইংগ্লণ্ডের রাণীর জন্মদিন তৎপ্রযুক্ত সেই দিনে বাদশাহের চাকর ও কোম্পানির চাকর লোকেরা ও ভাগ্যবান ইংগ্লণ্ডীয়েরা যোগ কলিকাতায় শ্রীশ্রীযুতের বাটীতে

সমাচার দর্পণ।

ভোজন ও নাচ প্রভৃতি আনন্দ কর্ম্ম করিবেন।

সুপ্রিমকোর্ট।

গত সপ্তাহে সুপ্রিমকোর্টে এই বৎসরের প্রথম সিজিন খোলা গিয়াছে ও পুনর্ব্বার কর্ম্ম চলিতে লাগিল এই সিজিনে কোন আবশ্যক মোকদ্দমা নাই কেবল দুই জন আরব লোকেরদের খুনের বিষয় মোকদ্দমা হইবেক।

আশ্চর্য্য উদ্ধার।

ইংলণ্ড দেশে এক ভাগ্যবান লোক চল্লিশ বৎসরপর্য্যন্ত ঋণের দায়ে কএদ ছিলেন কিন্তু গত বৎসরে তিনি এই প্রকারে তাহাহইতে মুক্ত হইলেন ঐ দেশে তাহার এমত জমিদারী ও আয় ছিল যে তাহাতে বৎসরং তিন লক্ষ টাকা উৎপন্ন হইত কিন্তু চল্লিশ বৎসর হইল জ্ঞাতি বিরোধি হইয়া জ্ঞাতিরা যে বিষয় লইল দেনা যে ছিল তাহা তাঁহার রহিল তাহাতে তিনি কএদ হইলেন ও তাঁহার ঐ জমিদারি দরবারে গেল পরে চল্লিশ বৎসরের পর তিনি আপন ঐ ভূমি অংশ বুঝিয়া পাইলেন ও ঋণমুক্ত হইয়া কএদহইতে মুক্তি পাইলেন।

প্রাচীন কথা।

শাহ অকবর বাদশাহের পৌত্র শাহাবুদ্দীন মহম্মদ শাহজাহা আপনি বাদশাহ হইয়া আবদুল্লা খাঁ নামে এক ব্যক্তিকে আপনার মন্ত্রী করিলেন ঐ আবদুল্লা খাঁ ওমরাহের সন্তান ছিলেন না কিন্তু বিদ্যা পাণ্ডিত্য সদসদ্বিবেচনাতে সম্পূর্ণ ছিলেন তৎপ্রযুক্ত বাদশাহ তাঁহাকে তৎপদাভিষিক্ত করিলেন তিনি অন্যং সকল মন্ত্রিরদের মধ্যে ও ওমরাহেরদের মধ্যে প্রবীন ছিলেন এবং রাজকীয় যাবৎ ব্যাপার ইহাঁরি পরামর্শাধীন ছিল। মন্ত্রী হইলে অতিজীর্ণ ও মলিন পূর্ব্বাবস্থার পরিধেয় বস্ত্র যত্নপূর্ব্বক এক সিন্দুকের মধ্যে রাখিতেন যখন বাদশাহের নিকটে যাইতেন তখন ঐ বস্ত্র দর্শন করিয়া যাইতেন। ইহা অনুসন্ধান পাইয়া অন্যং মন্ত্রিরা শ্রীযুক্ত বাদশাহের নিকটে নিবেদন করিলেন যে আবদুল্লা খাঁ যখন বাদশাহের সাক্ষাৎ যাইতেন তখন এক সিন্দুকে কি আছে তাহাই দেখিয়া যাইতেন ইহাতে অন্য মন্দ বিতর্ক হয় যেহেতুক সরকারের যাবদ্বিষয় তাঁহার অধীন। ইহা শুনিয়া বাদশাহ সন্দিগ্ধ হইয়া লোক দ্বারা ঐ সিন্দুক আপন সম্মুখে আনাইয়া দেখিলেন যে কেবল কএকখান জীর্ণ বস্ত্রমাত্র। পরে আবদুল্লা খাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে এ কি। আবদুল্লা খাঁ নিবেদন করিলেন যে এ আমার পূর্ব্বাবস্থার স্মারক বস্ত্র। বাদশাহ আজ্ঞা করিলেন ইহার ফল কি। আবদুল্লা খাঁ কহিলেন যে বাদশাহের অনুগ্রহজন্য মত্ততার অঙ্কুশস্বরূপ এই বস্ত্র যেহেতুক পুরুষ বিষয়মদে মত্ত হইলে অকৃতিম্ব হয় অকৃতিম্ব হইলে সদসদ্বিবেচনা থাকে না সদসদ্বিবেচনা না থাকিলে সর্ব্বনাশ হয় অতএব উত্তম পুরুষের এই কর্ত্তব্য যে ঈশ্বরপ্রযুক্ত ভাল হউক কিম্বা মন্দই হউক তাহাতে মত্ত ও বিষণ্ণ না হইয়া সর্ব্বদা আপনার স্মরণ মনে রাখিবেন। ইহা শুনিয়া বাদশাহ আবদুল্লা খাঁর প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া ততোধিক উত্তম পদপ্রাপ্ত করিলেন।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে।

অনেক লোকের অধীন শামিল জেলাহায় রোজ ও তারিখ সকল মাফিক নীচের তফসীল সরকারের বাকী আদায় কারণ জেলাহায়ের কালেক্টরি কচারিতে প্রকাশ স্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমা ও জমীদের কৈফীয়ত বোর্ডরিবনুর সেক্রটরি দপ্তরখানায় অথবা জেলাহায় কালেক্টরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

ময়মনসিংহ সোমবার ২৫ জানের সন ১৮১৯ ইং ১৩ মাঘ সন ১২২৫ বাং।

চাটিগ্রাম বুধবার ৩ ফিবরেল সন ১৮১৯ ইং ২২ মাঘ সন ১২২৫ বাং।

ইতি তাং ১৪ জানের সন ১৮১৯ ইং বোর্ডরিবনুর হুকুমে।

অনেক লোকের অধীন শামিল জেলাহায় রোজ ও তারিখ সকল মাফিক নীচের তফসীল প্রকাশস্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমা ও জমীদের কৈফীয়ত বোর্ডরিবনুর সেক্রটরি দপ্তরখানায় অথবা জেলাহায় কালেক্টরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

সরকারের বাকী আদায় কারণ।

মেদিনিপুর সোমবার ২৫ জানের সন ১৮১৯ ইং ১৩ মাঘ সন ১২২৫ বাং বোর্ডরিবনুর সাক্রটারি দপ্তরখানায়।

সরকারের বাকী ওগয়রহ আদায় কারণ।

মেদিনিপুর সোমবার ২৫ জানের সন ১৮১৯ ইং ১৩ মাঘ সন ১২২৫ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

ইতি তারিখ ২৯ দিসেম্বর ১৮১৮ ইং বোর্ডরিবনুর হুকুমে।

অনেক লোকের অধীন শামিল জেলাহায় রোজ ও তারিখ সকল নীচের তফসীল মাফিক সরকারের বাকী আদায় কারণ প্রকাশ স্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমী ও জমার কৈফীয়ত বোর্ডরিবনুর সাক্রটারি দপ্তরখানায় অথবা জেলাহায় কালেক্টরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

ত্রিপুরা সোমবার ১ ফিবরেল সন ১৮১৯ ইং ২১ মাঘ সন ১২২৫ বাং বোর্ডরিবনুর সাক্রটারি দপ্তরখানায়।

ত্রিপুরা সোমবার ১ ফিবরেল সন ১৮১৯ ইং ২১ মাঘ সন ১২২৫ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

মুরশেদাবাদ সোমবার ১৫ ফিবরেল সন ১৮১৯ ইং ৫ ফাল্গুন সন ১২২৫ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

ইতি তারিখ ২১ জানের সন ১৮১৯ ইং বোর্ডরিবনুর হুকুমে।

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক থাকে তিনি শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহেং কাগজ তাঁহার নিকট পাঠান যাবেক তাহার মূল্য মাসেং এক টাকা। যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাঁহার নিকট না পৌঁছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাঁহার নিকট পাঠান যাবেক।

চিরকাল ছিলেন তাহারদের কর্ত্তৃক তাঁহার প্রশংসা লিখাতে সুতরাং উপকার হইল।

হেষ্টিংস্‌সাহেব অতিশয় সুজন ছিলেন তাঁহার বিপরীত কথা অবোধেরা কহিলেও তিনি সহিষ্ণুতা করিয়া তাহার উপযুক্ত উত্তর করিলেন না।

জাহাজ আমদানী।

এই সপ্তাহে গালেয়া নামে এক জাহাজ ইংগ্লণ্ডহইতে পঁহুছিয়াছে তাহার দ্বারা দুই মাসের সমাচার একবারে পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে নূতন সমাচার এই শ্রীশ্রীযুত রাজার এমত পীড়া হইয়াছে যে তাঁহার জীবন প্রত্যাশা আর নাই।

১৩ সেপ্তেম্বর ইংগ্লণ্ডের শ্রীযুত যুবরাজ আজ্ঞা করিয়াছেন যে নূতন মহাসভা ১২ নবেম্বর একত্র হইয়া কর্ম্মে বসিবে।

বোনাপার্টের চিকিৎসক যোং সেন্তহেলিনাহইতে ইংগ্লণ্ডে পঁহুছিয়াছেন ও সমাচার দিয়াছেন যে বোনাপার্ট অতিশয় পীড়িত হইয়াছেন তিনি ইংগ্লণ্ডীয় চিকিৎসকের ঔষধগ্রহণ করিবেন না।

লৌহের নৌকা।

ইংগ্লণ্ডে এক নৌকা কেবল লৌহেতে নির্ম্মিত হইয়াছে সে চল্লিশ হাত লম্বা ও পাশে ছয় হাত চৌড়া তাহার মধ্যে কাষ্ঠের সম্পর্কও নাই।

বাষ্পের জাহাজ।

ইংগ্লণ্ডে এক ব্যক্তি ভাগ্যবান এক মহা জাহাজ প্রস্তুত করিয়াছেন সে জাহাজ কেবল বাষ্পের দ্বারা চলে তাহাতে পালের প্রয়োজন নাই ঐ ভাগ্যবান ব্যক্তি ঐ নৌকা লইয়া ইংগ্লণ্ডহইতে দক্ষিণআমেরিকাতে গিয়াছেন ইহার পূর্ব্বে কেহ কখন বাষ্পের দ্বারা জাহাজ চালায় নাই কেবল নৌকা চালাইয়াছে আমেরিকা দেশে কোন২ বাষ্পের নৌকা ছয় দণ্ডের মধ্যে ষাটি ক্রোশ চলে সেই মত নৌকাদ্বারা দিল্লীহইতে কলিকাতায় তিন দিনে আইসা যায়। শেষ সমাচারদ্বারা শুনা গিয়াছে যে এমত বাষ্পের নৌকা হইয়াছে যে তাহার দ্বারা ইংগ্লণ্ডহইতে ফ্রান্স দেশে ছয় শত লোক স্বচ্ছন্দে যাইতে পারে।

উত্তর কেন্দ্র দর্শনের উদ্যোগ।

আমরা ইহার বিষয়ে পূর্ব্বে অনেক বিবরণ লিখিয়াছি। পৃথিবীর আকার কমলালেবুর মত গোল ও কমলা লেবুর বোঁটা ও তাহার সমান নীচস্থানের মত পৃথিবীর যে দুই স্থান তাহার নাম কেন্দ্র সে দুই প্রকার উত্তর কেন্দ্র ও দক্ষিণ কেন্দ্র। ঐ দুই স্থানে শীতপ্রযুক্ত কেহ কখন যাইতে পারে নাই এখন সেখানকার বৃত্তান্ত জানিবার কারণ ইংগ্লণ্ডহইতে কতক জাহাজ সেখানে গিয়াছে সে জাহাজহইতে সমাচার আসিয়াছে যে তাহারা যত দূর গিয়াছে তত দূর সুন্দর পথ পাইয়াছে ও পথের মধ্যে কোন উপদ্রব ঘটে নাই। হিন্দু লোকেরা কহে যে উত্তর কেন্দ্রে সুমেরু ও দক্ষিণ কেন্দ্রে বড়বানল।

দীর্ঘায়ু।

ইতালি দেশে ত্রিয়েস্ত নামে এক ব্যক্তি এক শত পচিশ বৎসরবয়স্ক হইয়া মরিয়াছেন।

কনস্তান্তিনোপল।

কনস্তান্তিনোপল শহরহইতে পত্র আসিয়াছে যে সেখানকার সৈন্যেরা আপন বাদশাহের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে ও তাহারা ঐ শহরে অগ্নি দিয়া প্রায় সিকি শহর পোড়াইয়াছে ও এমত চেষ্টা করিতেছে যে সমুদায় শহর পোড়ায় ইহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে ওখানকার বাদশাহ তাহারদের মধ্যে এক জনকে গলায় কাপড় জড়াইয়া মারিয়াছেন এবং তাহারা শহরের কোন দেওয়ালে ও প্রাচীরে লিখিয়া রাখে যে বাদশাহকে ও তাহার দুই তিন উজীরকে মারিয়া ফেলিলে ভাল হয়।

তুলার বাণিজ্য।

আটার শত চৌদ্দ সালে কোম্পানির বিশসালা বন্দোবস্ত হওয়া অবধি তুলার বাণিজ্য ত্রিগুণ বাড়িয়াছে সে এই হিসাবের দ্বারা দেখা যাইবে। আটার শত চৌদ্দ সালে এক লক্ষ এগার হাজার গাঁটি তুলা এই দেশহইতে অন্য দেশে গিয়াছে। আটার শত পোনের সালে আশী হাজার গাঁটি। এবং আটার শত ষোল সালে এক লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার গাঁটি। আটার শত সতের সালে দুই লক্ষ আটান্ন হাজার গাঁটি। আটার শত আটার সালে তিন লক্ষ আটাইশ হাজার গাঁটি অন্য দেশে গিয়াছে।

আমেরিকা দেশ।

আমেরিকা দেশের মধ্যে টৈনমেন নামে এক ব্যক্তি কুক্কুরকে এমত শিখাইয়াছে যে সে কুক্কুরদ্বারা নানাপ্রকার কল চালায় কুক্কুরকে কলে ঘুড়িয়া জল উঠায় ও রঙ্গ ঘোঁটে ও সূতা কাটে ও দধি মন্থন করে ও ঘাস ও তামাকু কাটে ও অন্য২ নানা প্রকার কর্ম্ম করে সেই কল

অতিশয় সহজ ও কুকুরদ্বারা সে কল চালাইলে কর্ম্ম শীঘ্র হয় ও খরচ কম পড়ে। ইংগ্লণ্ডে ও আমেরিকাতে সকল লোক দিবারাত্রি উদ্যোগ করিতেছে যে কোন প্রকারে নূতন কলসৃষ্টি করিতে পারে ও নূতন কলসৃষ্টি করিলে তাহার দেরযথেষ্ট লাভ হয়।

যে কল আমারদের পূর্ব্ব পুরুষেরা মনেও ভাবেন নাই তাহা আমরা এখন চক্ষুর্দ্বারা দেখিতেছি এবং বিশ বৎসরের পর এমত আশ্চর্য্য কলসৃষ্টি হইবে যে আমারদের মনে এখন আইসে না।

ইংগ্লণ্ডহইতে আমেরিকাগমনশীল পরিবার।

আমেরিকাহইতে সমাচার আসি আছে তাহাতে শুনা গেল যে ইংগ্লণ্ড হইতে এক জন সাহেব একান্ন জন পরিজন লইয়া আমেরিকাতে গিয়াছেন সে খানে গিয়া বনের মধ্যে উর্ব্বরা ভূমি কিনিয়া বাস করিবেন তিনি আপনার সহিত কৃষি কর্ম্মের যাবৎ বস্তু ও আট লক্ষ নগদ টাকা লইয়া গিয়াছেন। আমেরিকাতে যেমত লোক বাড়ে এমত স্থান পৃথিবীর মধ্যে প্রায় আর নাই। আমেরিকার এক প্রদেশে পূর্ব্ব কালে বন ছিল কিন্তু এক সাহেব সেখানে গিয়া বসতি করিল ও ভাবিল যে এখানে নিরুপদ্রবে বাস করিব কিন্তু সেই প্রদেশ এখন জিলা বর্দ্ধমানের মত প্রায় লোকেতে পূর্ণ হইয়াছে ইহা দেখিয়া তিনি অন্য স্থান নিরাবিল ভাবিয়া সেখানে গেলেন ও সেখানেও এখন ষাটি হাজার লোক হইয়াছে।

জিলা বর্দ্ধমান।

আটার শত তের ও চৌদ্দ সালে শ্রীযুত বেলিসাহেব জিলা বর্দ্ধমানের সকল বিবরণ অনেক উদ্যোগে একত্র করিয়াছেন সে এই। জিলা বর্দ্ধমানের মধ্যে জঙ্গল নাই সকল স্থানেই বসতি আছে। সেখানে দুই লক্ষ বাষট্টি হাজার ছয় শত চৌত্রিশ ঘর আছে তাহার মধ্যে দুই লক্ষ আটার হাজার আট শত তিপ্পান্ন ঘর হিন্দু। এবং তেতাল্লিশ হাজার সাত শত একাশী ঘর মুসলমান। যদি প্রতিবাটীতে অনুমানে সাড়ে পাঁচ জন মানুষ ধরা যায় তবে বর্দ্ধমান জিলার মধ্যে চৌদ্দ লক্ষ চৌয়াল্লিশ হাজার চারি শত সাতাশী জন লোক আছে এবং সে জিলাতে চতুরস্র বার শত ক্রোশ আছে সেখানে মুসলমান অপেক্ষায় হিন্দু পাঁচ গুণ অধিক। সেখানে অনুমান জাতানুসারে এই গণনাতে এত লোক আছে।

ব্রাহ্মণ	২৬০০০০
ক্ষত্রিয়	৯৭২
রজপুত	১৩৩৯২
বৈদ্য	৪৪৬৪
কায়স্থ	৮০৯২৪
গন্ধবনিক	৫৫১৫২
কংসবনিক	৬৩৩৬
শংখবনিক	১৮০০
অগ্রাহারী	১০৭৬৭৬
মালাকার	৩৭৪৪
নাপিত	২৫৫৬০
কুম্ভকার	১৬৭০৪
মদক	১৭৬০৪
তন্তুবায়	২৭১৮০
কর্ম্মকার	৩০২০৩
বারুই	৫৭৬
তাম্বুলী	১৮৩৯১
সদ্গোপ	১৩১৭৮৪
গোপ	৩৬৮৫১
বৈষ্ণব	১৮২৫৮
মহন্ত	৫৪
ভাট	৭৬৩২
পাঁচেব	৫০৪
দৈবজ্ঞ	৮০৬৩
কৈবর্ত্ত	৯২০৩
স্বর্ণবনিক	১২৮৫২
স্বর্ণকার	১৬০২০
তিলি	৪২৭৬২
কলু	৩১৫৭২
জালিয়া	২০৩৬৮
সুতার	১২০০৩
রজক	৮২০৮
যোগী	৬৫৬৩
বাইতি	৬২০৪
সারথী	২৭০০
লোহার	[illegible]
বাগুরী	৫৫৬৭০
কোতাল	১১২৮৩
হাড়ী	২১০৩৮
বাগদী	১৭৭১২৮
দুলে	১০২০২
মাল	৭৯২
চণ্ডাল	৪৩২০
ডোম	৩১২২৪
শুড়ী	২৬৫৭০
মুচী	১৮৮৬৩

অন্যং দেশে পুরুষ অপেক্ষায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক যেখানে বার পুরুষ সেখানে তের স্ত্রী কিন্তু বর্দ্ধমানের মধ্যে স্ত্রী অপেক্ষায় পুরুষ অধিক যেখানে বিরাশী হাজার দুই শত চাশী পুরুষ সেখানে একাশী হাজার এক শত ঊনপঞ্চাশ স্ত্রী। ভাগ্যবান লোকেরদের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষায় স্ত্রী অধিক কিন্তু সামান্য লোকের

সমাচার দর্পণ।

দের মধ্যে স্ত্রী অপেক্ষায় পুরুষ অধিক।

কলিকাতাতে তণ্ডুলের মূল্য বৎসরের মধ্যে বিস্তর বিশেষ হয় না কিন্তু বাঙ্গালার পশ্চিম ভাগে পৌষ মাসে তণ্ডুল অল্প মূল্য ও আষাঢ় মাসে অতিশয় দুর্মূল্য হয় ইহাতে সেখানকার মহাজনেরা অতিশয় ভাগ্যবান হয়। আষাঢ় মাসে যখন কৃষকেরা আপন পরিজন পোষণের নিমিত্ত ও ক্ষেত্রে বুনিবার বীজের নিমিত্ত তাহারদের অতিশয় প্রয়োজন হয় তখন মহাজনেরা অধিক মূল্যে ধান্য বিক্রয় করে ও তাহার মূল্যে ধান্য লইবার করার পৌষ মাসে করিয়া লয় যখন পৌষ মাসে ধান্য জন্মে তখন মহাজনের দেনা শোধ না করিয়া অন্যকে বিক্রয় করিতে পারে না পৌষ মাসে তাহারদের আপন কার্য্য সারিবার নিমিত্ত ধান্য বিক্রয় করার আবশ্যক অতএব তাহারা অল্প মূল্যে ধান্য বিক্রয় করে এবং মহাজন লোক সেই সময়ে অল্প মূল্যে ধান্য ক্রয় করিয়া রাখে।

শ্রীযুত রিকেৎস্ সাহেব।

সুপ্রীম কৌন্সলের অন্তর্গত শ্রীযুত রিকেৎস সাহেবের ইংগ্লণ্ডে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে গত শনিবার রাত্রিতে কলিকাতার বাণিজ্যকারি সাহেবেরা টৌনহলে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া ভোজন করাইলেন ও সেখানে দেড় শত সাহেব লোক একত্র ভোজন করিলেন ও নানা প্রকার আমোদ করিলেন গত মঙ্গলবার শ্রীযুত রিকেৎস সাহেব কলিকাতা হইতে প্রস্থান করিলেন ও তাহার পদানুসারে তোপ কলিকাতার গড়ে তোপ হইল।

কলিকাতার জাহাজ।

১ জানুআরিতে কলিকাতায় নানা জাতীয় লোকেরদের একশত একচল্লিশ জাহাজ ছিল তাহারদের মধ্যে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের তিন জাহাজ ও ইংগ্লণ্ডীয় অন্য লোকের পঁচিশ ও এতদ্দেশে গঠিত হইয়া ভাড়া যাইতে প্রস্তুত ঊনপঞ্চাশ ও এতদ্দেশে গঠিত যাহার ভাড়া না হইয়াছে এমত একত্রিশ ও আমেরিকীয়রদের আট ও ফ্রান্সীয়েরদের ছয় ও স্পানিয়ারদের এক ও পোর্তুগীশেরদের চারি ও দিনামারেরদের এক ও আরবেরদের তেইশ।

পশ্চিম দেশের সমাচার।

গত বৎসরে যখন মহারাষ্ট্রীয়েরদের সহিত ইংগ্লণ্ডীয়েরা যুদ্ধ করিলেন তখন যে সময়ে বড় যুদ্ধ হওয়াতে তাহারদিগকে ইংগ্লণ্ডীয়েরা মারিলেন সে এখন এক বৎসর হইল এবং যে২ দিনে সেখানে বড় যুদ্ধ হইয়াছিল এক বৎসর অন্তরে সেই দিনে মান্দ্রাজ ও নাগপুরে বড় ঘটাপূর্ব্বক খানা হইল। নাগপুর আটার শত সতের সালে ৫ নবেম্বরে শ্রীযুত আপা সাহেবের সহিত যুদ্ধ হইয়া তিনি তাহাদেরহইতে পরাজিত হইলেন। ঐ তারিখে তাহার পর বৎসরে নাগপুরেতে বড় খানা হইল এবং যে ক্ষুদ্র পর্ব্বতে যে তারিখে পূর্ব্ব বৎসরে যুদ্ধ হইয়াছিল ঐ তারিখে ঐ পর্ব্বতে নানা প্রকার রোশনাই করিল যেহেতুক এইং কর্ম্মেতে ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতিরদের সাহস বৃদ্ধি হয়।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে।

অনেক লোকের জমীন সামিল জেলাহায় রোজ ও তারিখ সকল মাফিক নীচের তপসীল নঃ কারের বাকী আদায় কারণ জেলাহায়ের কালেক্টরি কাছারিতে প্রকাশ স্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমা ও জমীনের কৈফীয়ত বোর্ডরিবনুর সেক্রটারি দপ্তরখানায় অথবা জেলাহায় কালেক্টরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

ময়মনসিংহ সোমবার ২৫ জানের সন ১৮১৯ ইং ১৩ মাঘ সন ১২২৫ বাং।

চাটিগ্রাম বুধবার ৩ ফিবরেল সন ১৮১৯ ইং ২২ মাঘ সন ১২২৫ বাং।

ইতি তাং ১৫ জানের সন ১৮১৯ ইং বোর্ডরিবনুর হকুমে।

অনেক লোকের জমীন সামিল জেলাহায় রোজ ও তারিখ সকল মাফিক নীচের তপসীল প্রকাশস্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমা ও জমীনের কৈফীয়ত বোর্ডরিবনুর সেক্রটারি দপ্তরখানায় অথবা জেলাহায় কালেক্টরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

নদিয়া বৃহস্পতিবার ২৫ ফিবরেল সন ১৮১৯ ইং ১৫ ফাল্গুন সন ১২২৫ বাং বোর্ডরিবনুর সাক্রটারি দপ্তরখানায়।

যশোহর ও নদিয়া ও ত্রিপুরা বৃহস্পতিবার ১১ ফিবরেল সন ১৮১৯ ইং ১৫ ফাল্গুন সন ১২২৫ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

ইতি তারিখ ২৯ জানের সন ১৮১৯ ইং বোর্ডরিবনুর হকুমে।

অনেক লোকের জমীন সামিল জেলাহায় রোজ ও তারিখ সকল নীচের তপসীল মাফিক সরকারের বাকী আদায় কারণ প্রকাশ স্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমী ও জমার কৈফীয়ত বোর্ডরিবনুর সাক্রটারি দপ্তরখানায় অথবা জেলাহায় কালেক্টরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

ত্রিপুরা সোমবার ২ ফিবরেল সন ১৮১৯ ইং ২১ মাঘ সন ১২২৫ বাং বোর্ডরিবনুর সাক্রটারি দপ্তরখানায়।

মুর্শিদাবাদ সোমবার ১৫ ফিবরেল সন ১৮১৯ ইং ৫ ফাল্গুন ... বোর্ডরিবনুর সাক্রটারি দপ্তরখানায়

ত্রিপুরা সোমবার ২ ফিবরেল সন ১৮১৯ ইং ২১ মাঘ সন ১২২৫ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

ইতি তারিখ ২১ জানের সন ১৮১৯ ইং বোর্ডরিবনুর হকুমে।

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক থাকে তিনি শ্রীরামপুর ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ তাঁহার নিকট পাঠান যাবেক তাহার মূল্য মাসে২ এক টাকা। যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি

সমাচার দর্পণ

৫৭ সংখ্যা। শনিবার। ৩০ জানুআরি সন ১৮১৯। ১৮ মাঘ সন ১২২৫।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে॥

সমাচার দর্পণ।

কোম্পানির কাগজ।—

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা চারি টাকা আট আনা ডিসকৌণ্ট। বিক্রয় হইলে শতকরা পাঁচ টাকা চারি আনা ডিসকৌণ্ট।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

৩০	জানুআরি	শনিবার	১৮	মাঘ শ্রীপঞ্চমী
৩১	ঐ	রবিবার	১৯	ঐ
১	ফিব্রুআরি	সোমবার	২০	ঐ
২	ঐ	মঙ্গলবার	২১	ঐ
৩	ঐ	বুধবার	২২	ঐ
৪	ঐ	বৃহস্পতিবার	২৩	ঐ
৫	ঐ	শুক্রবার	২৪	ঐ

দক্ষিণ আমেরিকা।

দক্ষিণ আমেরিকার এক প্রদেশের নাম পিরু তাহার মধ্যে স্বর্ণ ও রূপ্যের অতিসুন্দর আকর আছে সে আকরহইতে প্রতি বৎসরে দুই কোটি টাকা উৎপন্ন হয় কিন্তু তাহার দ্বারা সে দেশের তাদৃক উপকার হয় না যেহেতুক যেখানে বিনা উদ্যোগে ধনলাভ হয় সেখানে লোকেরা বিনা বিবেচনাতে ব্যয় করে কিন্তু যেখানে লোকেরা অনেক আয়াসে ধনোপার্জন করে সেখানে লোকেরদের মন স্থির থাকে ও বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যয় করে। প্রায় চারি বৎসর হইল ইওরোপের মধ্যে যুদ্ধ নিবৃত্ত হইয়াছে এখন কেবল দক্ষিণামেরিকাতে যুদ্ধ আছে ইহাতে ইওরোপীয় তাবৎ লোকেরদের দৃষ্টি সেই যুদ্ধের উপরে আছে সেইখানকার লোকেরা স্বাধীন হইতে বাসনা করে এবং স্পানিয়ারা অভিলাষ করে যে যেমত তিন শত বৎসর পূর্ব্বে সে লোকেরা তাহারদের অধীন ছিল এখনও তাহারা সেই মত অধীন হইয়া থাকে এইপ্রযুক্ত উভয়ের যুদ্ধ হইতেছে। দক্ষিণামেরিকাতে অনুমান দুই কোটি লোক আছে এবং তাহারদের সহিত বাণিজ্য করিলে অন্য দেশীয় লোকেরদের বাণিজ্য বৃদ্ধি হইতে পারে যেহেতুক সেই দেশে টাকা অনেক আছে কিন্তু দ্রব্যের অভাব অতএব সে দেশে যুদ্ধাদি নিবৃত্ত হইলে অন্য দেশ হইতে দ্রব্য লইয়া সেখানে গেলে অনেক লাভ হইতে পারে ইহাতে উভয় দেশেরি উপকার হইবেক।

বিবাহ।

কএক দিবস হইল কলিকাতার মধ্যে এক বড় বিবাহ হইয়াছে তাহার বিষয় আমরা শুনিয়াছি যে সে অতিসমারোহ ও অনেক প্রকার রোশনাই হইয়াছিল এবং কলিকাতাস্থ ও তাহার চতুর্দ্দিকস্থ তামসিক লোকেরা দেখিয়া আপনং মনোরথ পূর্ণ করিয়াছে। ও তাহাতে মজলিস নাচপ্রভৃতি অতিসুন্দর হইয়াছিল। ঐ বিবাহের পূর্ব্বে শুনা গিয়াছিল যে বর কর্ত্তার কোনহ অন্তরঙ্গ লোক পরামর্শ দিয়াছিলেন যে রোশনাইপ্রভৃতিতে ব্যয় অল্প করা যায় এবং যে দুঃখি ব্রাহ্মণেরা অধিক ধনব্যতিরেকে বিবাহ করিতে পারে না ধনব্যয় করিয়া তাহারদের বিবাহ দিলে অতিভালো হয়। বরকর্ত্তা তাহা করিলেন না। যদি এই মত করিয়া আপন পুত্রের বিবাহ দিতেন তবে অতি সুন্দর হইত যেহেতুক অনেক লোকের উপকার হইত যাহারা বহু ধন ব্যতিরেকে বিবাহ করিতে পারে না তাহারদের এত ধনোপার্জন কোথা হয় এইপ্রযুক্ত অনেকের বিবাহ হয় না যদ্যপি কাহারো হয় তথাপি তাহারো অতিকষ্টে ভূম্যাদি বন্ধক দিয়া ঋণ দ্বারা বিবাহ নিষ্পন্ন হয় পরে ঐ ঋণদ্বারা অশেষ ক্লেশ হয়। যদ্যপি এমন দুই তিন শত লোককে ডাকিয়া তাহারদের বিবাহ দেওয়া যাইত তবে এ দেশের অনেক উপকার হইত। যদি বর কর্ত্তা সুখ্যাতি চাহিতেন তবে এমত কর্ম্ম করিলে তাঁহার নাম ও ঐ বিবাহের নাম অক্ষয় হইত যেহেতুক রোশনাইর গন্ধ যেমন আকাশে বিস্তরক্ষণ থাকে না তেমন লোকেরদের মনেও বিস্তরক্ষণ থাকে না যদি ঐমত দুঃখি ব্রাহ্মণেরদের বিবাহ দেওয়া যাইত তবে তাহারদের বংশ যাবৎ থাকিত তাবৎ ঐ কর্ম্মের সুগন্ধ থাকিত।

এই কথা লিখিবার পরে সমাচার পাওয়া গেল যে ঐ বিবাহে কলিকাতার ছোট আদালত জেলের কএদি অনেক দুঃখি লোকেরদিগকে আপন ধন দানদ্বারা মুক্ত করিয়াছেন এ অতি উত্তম কর্ম্ম এই কর্ম্মের

মত হুকুম ও বহু কালপর্য্যন্ত থাকিবে।

শ্রীশ্রীযুত দিনামার্কী বাদশাহের জন্ম দিন

পরশ্বঃ ২৮ জানুআরি তারিখে শ্রীশ্রীযুত দিনামার্কী বাদশাহের জন্ম দিন সেই দিনে প্রাতঃকালে ও অপরাহ্ণে প্রত্যেক বার ২৭ তোপ হইয়াছে ও আলোকভূত হইয়াছে। দিনামারেরদের এই ব্যবহার আছে যে তাহারদের বাদশাহের জন্ম দিনে ও বাদশাহী কোন কর্ম্মে ২৭ তোপ হয় কিন্তু ইংগ্লণ্ডীয় বাদশাহের জন্ম দিনে ও বাদশাহী কোন কর্ম্মে ২১ তোপ হয় এই মত ব্যবহার আছে। এবং শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেবের বিষয়ে তোপ করিতে হইলে ১৯ তোপ হয় শ্রীযুত সুপ্রীম কোর্টের চীফ জজের বিষয়ে ও প্রধান সেনাপতির বিষয়ে ও বাদশাহী জাহাজের প্রধান অধ্যক্ষের বিষয়ে ১৭ তোপ হইয়া থাকে। সুপ্রীমকোর্টের দ্বিতীয় ও তৃতীয় জজের বিষয়ে ও সুপ্রীমকৌন্সলের অন্তর্গত লোকের বিষয়ে ও জেনেরালেরদের বিষয়ে ১৫ তোপ হয় এই সকল তোপ করা কেবল সম্ভ্রমার্থে এবং ইহার দ্বারা জানা যায় যে প্রত্যেক জনের পদেতে পরস্পর কি বৈলক্ষণ্য শ্রীশ্রীযুত যুবরাজ বিশেষং করিয়া প্রত্যেক জনের পদ নিরূপণ করিয়াছেন।

গঙ্গাসাগর উদ্ধার।

গঙ্গাসাগর উদ্ধারে যে কর্ম্ম হইতেছে তাহা অতিশীঘ্র চলিতেছে জ্ঞান হয় যে অতিশীঘ্র সমাপ্তও হইবে. ও যে সকল ব্যাঘ্রাদের ভয় পূর্ব্বে করা গিয়াছিল তাহা ক্রমে২ লুপ্ত হইতেছে। যে কোন স্থান প্রায় পরিষ্কৃত হইবে সেখানে পীড়িত লোকেরদের কারণ এক ঘর প্রায় প্রস্তুত করিতে সাহেবেরদের ইচ্ছা আছে এবং সাহেবেরদের আরো বাসনা আছে যে সেখানে এক তেলেগ্রাফ বসান যায় যে সেখানহইতে সমাচার শীঘ্র কলিকাতায় পঁহুছে। সে টিলিগ্রাফ হয় তাহার দ্বারা আট মিনিটের মধ্যে গঙ্গাসাগরের সমাচার কলিকাতায় পঁহুছে ও কোন জাহাজ সেখানে পঁহুছিবামাত্র তখনি তাহার সমাচার কলিকাতায় পঁহুছিবে ইহাতে বাণিজ্যের অতিশয় উপকার হইবে।

বোনাপার্ট।

শেষ সমাচারদ্বারা জানা গেল যে বোনাপার্টের স্ত্রীর দশ লক্ষ টাকার অলঙ্কার কোন ব্যক্তি চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে ও বোনাপার্টের পুত্রকে বধ করিবার নিমিত্ত পেটে ছুরি মারিয়াছিল কিন্তু পেটের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া এক পার্শ্বে নির্গত হইল তাহাতেই বাঁচিলেন সেই বালক প্রায় আট বৎসরবয়স্ক তাহার বিষয় অতি সুন্দর সমাচার শুনা যাইতেছে। ঐ বালক ও তাহার মাতা ইওরোপের মধ্যে জরমনি দেশে আছে কিন্তু বোনাপার্ট সেখানহইতে এক হাজার ক্রোশ অন্তরে এক উপদ্বীপে কয়েদ আছেন। তাঁহার এমত ভরোসা নাই যে তিনি সেখানহইতে কখন পলাইতে পাইবেন। ইহার বিষয় এই খেদ হয় যে তিনি আপন স্ত্রীপুত্রকে দেখিতে পাইবেন না।

নর্ম্মদা নদীতীরের সমাচার।

৭ জানুআরি তারিখের সমাচার নর্ম্মদা তীরহইতে আসিয়াছে যে হসিংহাবাদ ও গরদোয়ারা এই দুই শহরের মধ্যে যে পথ আছে সেখানে গোন্দ লোকেরা বড় উপদ্রব করিতেছে ও ডাকওয়ালার দিগকে নিত্য মারিতেছে কিন্তু শ্রীযুত করনল আদম্‌স্‌ সাহেব অনেক সৈন্য লইয়া তাহারদের দমনার্থে গিয়াছেন।

যখন চৌরাগড়হইতে শ্রীযুত লেপ্তেনন্ত ব্রাউন সাহেব তিন হাজার গোন্দ লোকেরদিগকে তাড়াইয়া দিলেন তখন তাহারা শ্রীযুত কাপ্তেন রাবর্ত্তন সাহেবের উপরে আক্রমণ করিলে কাপ্তেন রাবর্ত্তন সাহেব বুন্দেলখণ্ডের ঘোড়সোয়ারেরদের দ্বারা তাহারদিগকে দূর করিয়া দিলেন কিন্তু এই যুদ্ধে তিনি আপনি আঘাত পাইলেন শ্রীযুত করনল আদম্‌স্‌ সাহেব সেখানে অনেক সৈন্য পাঠাইতেছেন তাহাতেই তাহারদের সংহার হইবেক।

শ্রীযুত শাহশুজা।

সমাচার শুনা গিয়াছে যে শ্রীযুত শাহশুজা অদ্যাপি কাবোলে পঁহুছেন নাই কিন্তু যাইতেছেন। বহবালপুরের রাজা শ্রীযুত বহবালখাঁ পূর্ব্বকালে শাহ শুজার চাকর ছিল কিন্তু এখন পরাক্রান্ত হইয়াছে তথাপি আপন প্রাচীন মুনিবকে বিস্মৃত হয় নাই। ঐ শাহ শুজার সাহায্যার্থে আপন অনেক সৈন্য তাহার সঙ্গে দিয়াছে সে সৈন্য গত মাসে চনাব ও অটক নদী পার হইয়া কাবোলের প্রায় নিকটে যাইতেছে। [illegible] নিকটে শ্রীযুত কামরান শাহশুজার সহিত যুদ্ধ করিল কিন্তু শাহশুজা তাহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিলেন এবং ঐ কামরান আপনি সৈন্য সমেত পলায়ন করিল।

শ্রীযুত রণজিৎ সিংহবাহাদুর।

আমরা পূর্ব্বে লিখিলাম যে শ্রীযুত রণজিৎসিংহ পেশোরপর্য্যন্ত আপন

সৈন্য লইয়া গেলেন তিনি এমত শীঘ্র সে দেশ আক্রমন করিলেন যে আপনারা তাহাতে মূর্চ্ছাপন্ন হইল কিন্তু যখন তাহারা সেই মূর্চ্ছাহইতে উঠিল তখনি শিখেরদিগকে এমত মারিল যে শিখেরা যেমন শীঘ্র আসিয়াছিল তেমনি শীঘ্র আপন দেশে পলাইয়া গেল।

রাজ কর্ম্মে নিয়োগ।

শ্রীযুত এম মালতর সাহেব পুর্ণিয়ার কলেক্তর।

শ্রীযুত আরচিবাল্ড কেম্বেল সাহেব বন্দেলখণ্ডের বান্দার কলেক্তর।

শ্রীযুত ই আর বারবেল সাহেব মেদিনীপুরের কলেক্তর।

শ্রীযুত তামস ব্রোন সাহেব বরেলির মালদপ্তরের কর্ত্তা।

শ্রীযুত দেবিদ স্কত সাহেব মইমন সিংহের কলেক্তর হইয়াছেন।

ষ্টাম্প কাগজ।—

আমরা শুনিয়াছি যে শ্রীশ্রীযুত সুপ্রীম কৌশলের সাহেবেরা বাসনা করিয়াছেন যে কলিকাতার মধ্যে সকল আপীলে সকল কর্ম্মে ষ্টাম্প কাগজে লিখা পড়া হয় ও সুপ্রীম কোর্টের দরখাস্ত প্রভৃতি ষ্টাম্প কাগজে হয়।—

তুলা।

আমরা ইহার পূর্ব্বে সমাচার দর্পণে লিখিয়াছিলাম যে এই অঞ্চলহইতে অনেক তুলা বৎসরং অন্য দেশে যায় কিন্তু কেবল এই বাঙ্গলাহইতেই তুলা যায় এমত নহে বোম্বইহইতেও তুলা অন্য দেশে যায় সম্প্রতি শুনা গেল যে গত বৎসরে বোম্বই হইতে এত তুলা অন্য দেশে গিয়াছে। ইংগ্লণ্ডে পঁচানব্বই হাজার আট শত গাঁটি। ও ফ্রান্স দেশে ষোল হাজার গাঁটি। ও পোর্ত্তুগালে চৌদ্দ হাজার নয় শত গাঁটি। ও আমেরিকা দেশে বত্রিশ হাজার নয় শত গাঁটি। ও চীন দেশে পঁচাশী হাজার এক শত গাঁটি। সকল শুদ্ধ দুই লক্ষ চৌয়াল্লিশ হাজার সাত শত গাঁটি।

রাজা বল্লাল সেন বিদেশে থাকিয়া এক চণ্ডালিনী পদ্মিনী স্ত্রীকে সংযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহা শুনিয়া তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ সেন আপন পিতাকে মনন নিষেধ করিতে না পারিয়া লজ্জিত ক্রমে অলোপলক্ষ এক শ্লোক লিখিয়াছিলেন সে এই।

শৈত্যংনাম গুণস্তবৈব সহজঃ স্বাভাবিকী স্বচ্ছতা কিংব্রূমঃ শুচিতাং ভবন্তি শুচয়ঃ স্পর্শেন যস্যাপরে। কিঞ্চান্যৎ কথয়ামি তে স্তুতিপদং ত্বং জীবিনাং জীবনং ত্বংচেন্নীচপথেন গচ্ছসি পয়ঃ কস্ত্বাং নিষেদ্ধুং ক্ষমঃ।

পয়ার।

তোমার স্বভাবসিদ্ধ শীতলতা গুণ।
নির্ম্মলতা তোমার যে স্বভাবে অন্যূন ॥
পবিত্রতা তব সে বাক্যের অগোচর।
তোমা স্পর্শ করিলে পবিত্র হয় নর ॥
কি স্তুতি করিব জল জীবের জীবন।
তুমি নীচগামী হইলে কে করে বারণ ॥

বল্লালসেন তাহার উত্তর করিলেন।

তাপো নাপগতস্তৃষা নচ কৃশা ধৌতা নধূলী তনোর্ন স্বচ্ছন্দমকারি কন্দকবলঃ কা নাম কেলীকথা। দূরোৎক্ষিপ্ত করেণ হন্ত করিণা স্পৃষ্টা নবা পদ্মিনী প্রারব্ধো মধুপৈর কারণমহো ঝংকারকোলাহলঃ।

পয়ার।

না গেল তনুর তাপ তৃষ্ণা না ঘুচিল।
শরীরে যেমন ধূলী তেমনি রহিল ॥
স্বচ্ছন্দ হইবে কিসে মৃণাল ভক্ষণ।
ক্রীড়াকথা কোথায়ে হইবে সংঘটন ॥
হায়ং বিস্তার করিয়া দূরে কর।
পদ্মিনীকে স্পর্শ না করিল করিবর ॥
মধুকর মধুপানে হইয়া বিভ্রল।
অকারণ করিল ঝংকারকোলাহল ॥

লক্ষ্মণ সেন তাহার উত্তর করিলেন।

পরীবাদস্তথ্যো ভবতি বিতথো বাপি মহতাং তথাপ্যুচ্চৈর্ধাম্নাং হরতি মহিমানং জনরবঃ। তুলোত্তীর্ণস্যাপি প্রকটনিহতাশেষতমসো রবেস্তাদৃক্ তেজো নহি ভবতি কন্যাংগতবতঃ।

পয়ার।

সত্য কিম্বা মিথ্যা যদি পরীবাদ হয়।
জনরবে মহতের হয় তেজঃক্ষয়।
কন্যারাশি গমন করিলে দিনকর।
লোকে বলে কন্যাগত হৈলেন ভাস্কর।
এই মিথ্যা জনরবে হয় তেজোহানি।
পরীক্ষা করিতে তুলা যান মনে মানি।
তুলাতে উত্তীর্ণ রবি হৈলে পরে আর।
তথাপি তেমন তেজ না হয় তাহার।

বল্লালসেনের প্রত্যুত্তর।

সুধাংশোর্জাতেয়ং কথমপি কলঙ্কস্য কণিকা বিধাতুর্দোষোঽয়ং নচ গুণনিধেস্তস্য কিমপি। স কিং নাত্রেঃ পুত্রো ন কিমু হরচূড়ার্চ্চনমণির্নবা হন্তি ধ্বান্তং জগদুপরি কিম্বা ন বসতি।

পয়ার।

সুধাকর কলঙ্ককলার যে আধার।
এ দোষ তাঁহার নহে দোষ বিধাতার।
তিনি কি নহেন অত্রি মুনির সন্তান।
জগতের উপরে কি নহে তাঁর স্থান ॥

সমাচার দর্পণ।

অন্ধকার-সংহার কি না করেন তিনি।
তিনি কি নহেন চন্দ্রচূড় চূড়ামণি॥

সহমরণ।

সমাচার শুনা গেল যে মোং কাশীতে সহমরণোদ্যতা এক স্ত্রী চিতারোহণ করিয়া আপন পুত্রাদির স্নেহযুক্ত কিম্বা অগ্নিজ্বালা অসহিষ্ণুতাযুক্ত চিতাহইতে গঙ্গাতে পড়িল তাহাতে তাহার জাতি ও কুটুম্ব লোকেরা তাহাকে ধরিয়া পুনর্ব্বার চিতার নিকটে আনিল কিন্তু সে স্ত্রী তখন সহমরণে নিতান্ত অসম্মতা হইল। ইহা দেখিয়া চৌকীদারেরা তাহাকে ঘরে পঁহুছাইল।

শীত।

হিন্দুস্থানে অন্যং বৎসরহইতে এই বৎসর অধিক শীতানুভব হইতেছে। ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের এক যন্ত্র আছে তাহাতে শীত ও গ্রীষ্মের পরিমাণ করা যায় সে যন্ত্র পারাঘটিত ঐ পারা গ্রীষ্ম হইলে ঊর্দ্ধে উঠে ও শীত হইলে নীচে নামে ও সেই যন্ত্রের গায় বরোবর ০ অবধি ২১২ পর্য্যন্ত অঙ্ক দেওয়া আছে সেই অঙ্কের দ্বারা শীত ও গ্রীষ্মের নিশ্চয় পরিমাণ জানা যায়।

এই বৎসর এমন শীত হইয়াছে যে এক দিন অতিপ্রত্যূষে ঐ যন্ত্রের পারা নীচে ৪৪ অঙ্ক পর্য্যন্ত নামিয়াছিল এবং জৌনপুর হইতে পত্র আসিয়াছে যে সেখানে ঐ যন্ত্রের পারা ৩১ অঙ্ক পর্য্যন্ত নামিয়াছিল এবারে এমত শীতের প্রাদুর্ভাব যে কলিকাতার নিকটে কোম্পানির বাগানে শীত প্রযুক্ত এক পুষ্করিণীর খানিক জল জমিয়া পাথর হইয়াছিল।

লণ্ডন নগরের বিবরণ।

ইঙ্গলণ্ড দেশের রাজধানী নগর লণ্ডন। ইঙ্গলণ্ডের সকল নদীহইতে প্রধান টেমস তাহার তীরে ঐ লণ্ডন নগর স্থাপিত আছে। রোমানেরা যখন ইঙ্গলণ্ড জয় করিয়া আপনারদের অধীন করিল তখন ও ঐ নগরের নাম লণ্ডন ছিল কিন্তু এক সহস্র বৎসর হইল ইঙ্গলণ্ডের অতি বড় মহারাজ আলফ্রেডের অধিকার অবধি সে নগর ইঙ্গলণ্ডের রাজধানী হইল। গত দুইশত বৎসরের মধ্যে লণ্ডন নগর দুই তিনগুণ বৃদ্ধিষ্ণু হইয়াছে। সে সমুদ্রহইতে ত্রিশ ক্রোশ অন্তরে ও তিন ভাগে বিভক্ত তাহার দুই ভাগ টেমস নদীর দক্ষিণ ভাগে এক ভাগ উত্তর ভাগে। লণ্ডনের দীর্ঘিমা সাড়ে তিন ক্রোশ তাহার আয়তত্তা সর্ব্বত্র সমান নহে কোন স্থানে এক ক্রোশ কোন স্থানে দুই ক্রোশ তাহার পথ অতিপ্রশস্ত ও আয়ত পৃথিবীর অন্য নগরের পথহইতে সেখানকার পথ সর্ব্বোৎকারক সেখানকার প্রতিপথের তিনং ভাগ আছে মধ্যখানে বড়ং প্রস্তরে গ্রথিত সে কেবল ঘোড়া ও গাড়ীচলনের নিমিত্ত ও উভয় পার্শ্বে অতিসুন্দর প্রস্তরে গ্রথিত পথ সে কেবল মনুষ্যেরদের চলিবার কারণ। সেই উভয় পার্শ্বের পথের নীচে বড় নরদামা আছে তাহার দ্বারা নগরের মল টেমস নদীতে পড়ে। লণ্ডন নগরে আট হাজার রাস্তা ও গলি প্রভৃতি আছে।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে।

অনেক লোকের জমীন সামিল জেলাহায় রোজ ও তারিখ সকল মাফিক নীচের তপসীল সরকারের বাকী আদায় কারণ প্রকাশ স্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক। জমা ও জমীনের বৈদী হত বোর্ডরিবনুর সেক্রটারি দপ্তরখানায় অথবা জেলাহার কালেক্টরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

মেদনিপুর বৃহস্পতিবার ২৮ মার্চ সন ১৮১৯ ইং ৯ চৈত্র সন ১২২৫ বাং বোর্ডরিবনুর সাক্রটারি দপ্তরখানায়।

ঢাকা ও চাটিগ্রাম বৃহস্পতিবার ১৫ ফিবরেল সন ১৮১৯ ইং ১৫ মাঘ সন ১২২৫ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

মেদনিপুর বৃহস্পতিবার ১৮ মার্চ ২৫ ফিবরেল সন ১৮১৯ ইং ৯ চৈত্র সন ১২২৫ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

ইতি তাং ১৪ জানের সন ১৮১৯ ইং বোর্ডরিবনুর হুকুমে।

অনেক লোকের জমীন সামিল জেলাহায় রোজ ও তারিখ সকল মাফিক নীচের তপসীল প্রকাশস্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমা ও জমীনের বৈদীহত বোর্ডরিবনুর সেক্রটারি দপ্তরখানায় অথবা জেলাহায় কালেক্টরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

নদিয়া বৃহস্পতিবার ২৫ ফিবরেল সন ১৮১৯ ইং ১৪ ফাল্গুন সন ১২২৫ বাং বোর্ডরিবনুর সাক্রটারি দপ্তরখানায়।

যশোহর ও নদিয়া ও ত্রিপুরা বৃহস্পতিবার ১৪ ফিবরেল সন ১৮১৯ ইং ১৫ মাঘ সন ১২২৫ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

ইতি তারিখ ২৯ জানের সন ১৮১৯ ইং বোর্ডরিবনুর হুকুমে।

অনেক লোকের জমীন সামিল জেলাহায় রোজ ও তারিখ সকল নীচের তপসিল মাফিক সরকারের বাকী আদায় কারণ প্রকাশ স্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমী ও জমার কৈফীয়ত বোর্ডরিবনুর সাক্রটারি দপ্তরখানায় অথবা জেলাহার কালেক্টরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

ত্রিপুরা সোমবার ২ ফিবরেল সন ১৮১৯ ইং ২১ মাঘ সন ১২২৫ বাং বোর্ডরিবনুর সাক্রটারি দপ্তরখানায়।

মুর্শিদাবাদ সোমবার ১৫ ফিবরেল সন ১৮১৯ ইং ৫ ফাল্গুন বোর্ডরিবনুর সাক্রটারি দপ্তরখানায়।

ত্রিপুরা সোমবার ২ ফিবরেল সন ১৮১৯ ইং ২১ মাঘ সন ১২২৫ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

ইতি তারিখ ২১ জানের সন ১৮১৯ ইং বোর্ডরিবনুর হুকুমে।

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক থাকে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহেং কাগজ তাঁহার নিকট পাঠান যাবেক তাহার মূল্য মাসেং এক টাকা। যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাঁহার নিকট না পৌঁছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে [illegible]

সমাচার দর্পণ

৫৮ সংখ্যা। শনিবার। ৬ ফেব্রুআরি সন ১৮১৯। ২৫ মাঘ সন ১২২৫।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যাদির কার্য্যাবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে॥

সমাচার দর্পণ।

কোম্পানির কাগজ।—

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা তিন কৌড়ি। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা আট আনা তিন কৌড়ি।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

৬	ফিব্রুআরি	শনিবার	২৫	মাঘ
৭	ঐ	রবিবার	২৬	ঐ
৮	ঐ	সোমবার	২৭	ঐ
৯	ঐ	মঙ্গলবার	২৮	ঐ
১০	ঐ	বুধবার	২৯	সংক্রান্তি
১১	ঐ	বৃহস্পতিবার	১	ফাল্গুন
১২	ঐ	শুক্রবার	২	ঐ

আশ্চর্য্য নূতন কল।

আমরা শুনিয়াছি যে ইংগ্লণ্ড দেশের এক নগরে এক ব্যক্তি এই মত এক যন্ত্র সৃষ্টি করিয়াছে যে তাহার মধ্যে এক কল ঘুরাইলে আগামী কোনহ বৎসরের মাসের তারিখ ও তিথি ও সূর্য্যের উদয়াস্তের কাল ও জোয়ার ভাটার নিয়ম ও সূর্য্য কোন রাশি প্রবেশ করেন ও অন্যং অনেহ কর্ম্ম অকস্মাৎ দেখা যায়।

যুদ্ধ।

নর্ম্মদা নদীর নিকট বরই গ্রামহইতে সমাচার আসিয়াছে যে ইহার পূর্ব্বে যে গোন্দ ও পিণ্ডারিরা অনেক কালাবধি গ্রামাদি লুট করিতেছে তাহারদের উপরে শ্রীযুত মেজর ডনকেন সাহেব অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া অনেককে মারিয়া অবশিষ্ট অনেককে তাড়াইয়া দিয়াছেন ও তাহারদের বর্ষি ও ঢাল ও তরোয়াল প্রভৃতি অনেক অস্ত্র শস্ত্র কাড়িয়া লইয়াছেন।

সুপ্রীম অর্থাৎ প্রধান কৌন্সিল।

সুপ্রীম কৌন্সিলের অন্তর্গত শ্রীযুত রিকেট্স সাহেব ইংগ্লণ্ডে গিয়াছেন তাঁহার পদে ২৯ জানুআরি শুক্রবার শ্রীযুত জন আদাম সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন এবং সেই সময়ে সেই কর্ম্মের সম্ভ্রমার্থে কিল্লাতে তোপ হইয়াছে ও সেই দিনে শ্রীযুত আদাম সাহেবের যে দুই কর্ম্ম পূর্ব্বে ছিল সেই কর্ম্মে এই দুই সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন শ্রীযুত বেলি সাহেব ও শ্রীযুত মেৎকাফ সাহেব।

গঙ্গাসাগর উপদ্রব।

গঙ্গাসাগরে যেং কর্ম্ম হইয়াছে তাহা দেখিবার কারণ গত বৃহস্পতিবার কতক সাহেব লোকেরা সেখানে গেলেন। তাহারা জঙ্গলের নিকট পঁহুছিবামাত্র এক ভয়ানক ব্যাঘ্র জঙ্গলহইতে বাহিরে আইল সে সময়ে চারি জন সাহেব একত্র ছিলেন তাহারদের মধ্যে এক সাহেব গুলী মারিয়া ব্যাঘ্রের স্কন্ধ দেশে আঘাত করিলে ঐ ব্যাঘ্র গড়াইয়া এক নালার মধ্যে পড়িল সেখানেও সাহেবেরা এক দুই গুলি মারিলেন কিন্তু সেখানহইতে ঐ ব্যাঘ্র উঠিয়া বনপ্রবেশ করিল তখন সন্ধ্যা হইল তৎপ্রযুক্ত সাহেবেরা তাহার পশ্চাৎ যাইতে পারিলেন না।

শ্রীযুত রামগোপাল মল্লিকের পুত্রের বিবাহ।

ঐ বিবাহেতে অনেক কাঙ্গালি লোক জমায়ত হইয়াছিল তাহারদের বিদায়ের সময়ে এক বাটীতে তাহারদিগকে পুরিতে দুই জন কাঙ্গালি মরিয়াছে আর এক জন আঘাতী হইয়াছে।

ডাকাতি।

মোং বিষ্ণুপুরের এক ব্রাহ্মণ কিঞ্চিৎ ধনবান ছিল কএক দিন হইল তাহার বাটীতে রাত্রিতে অনেক ডাকাতি পড়িল ও বাটীর রক্ষক যে চৌকীদার ছিল সে প্রথম অনেক প্রকার তাহারদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল পরে আপনি অসমর্থ হইয়া পলায়ন করিলে সমুদায় ডাকাতি বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঐ ব্রাহ্মণের যথাসর্ব্বস্ব দ্রব্য লইল পরে ঐ ব্রাহ্মণকে ধরিয়া জ্বালে ওঠাইয়া নীচে জ্বাল দিতে লাগিল। ঐ ব্রাহ্মণ দাহজ্বালা সহিতে না পারিয়া আপনার ন্যস্ত পাঁচ হাজার টাকা যে ছিল তাহাই ওঠাইয়া ডাকাতিরদিগকে দিল। ডাকাতিরা লইয়া পলাইল। ঐ ব্রাহ্মণ ধনশোকে এখন উন্মত্ত হইয়াছে।

মরণ।

মোকাম কলিকাতার বাগবাজারের

দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিষয় কর্ম্মদ্বারা অনেকের উপকার করিয়াছেন ও আশ্রিত অনেক লোকেরদিগের প্রতিপালন করিয়াছেন এবং আপনিও ঐহিক সুখভোগ যথেষ্ট করিয়াছেন সম্প্রতি ১ ফেব্রুআরি ২০ মাঘ সোমবার প্রাতঃকালে তিনি চত্রিশ বৎসরবয়স্ক হইয়া পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহার কারণ অনেকে খেদ করিতেছে।

সহমরণ।

কতক দিন হইল মোং চন্দন নগরে এক বর কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া পত্রাদি হইয়াছিল বিবাহ মাসেক দুই মাস পরে হইবে এমত কল্প হইয়া আয়োজন হইতেছিল দৈবাৎ ঐ বরের পীড়া হইয়া মৃত্যু হইল পরে ঐ কন্যা ঐ বরের সহিত সহগমন করিল তাহারদের বিবাহার্থে যে২ সামগ্রী প্রস্তুত হইয়াছিল সে সামগ্রী কতক তাহারদের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াতে ও কতক শ্রাদ্ধেতে ব্যয় হইল।

নর্ম্মদাতীরে যুদ্ধ।

১৪ জানুআরি তারিখের পত্র দ্বারা জানা গেল যে শ্রীযুত কাপ্তান ওআটসন সাহেব ছয় শত গোন্দ লোকেরদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছেন। পূর্ব্বে ১ জানুআরিতে তিনি শুনিয়াছিলেন যে গোন্দ লোকেরা হিন্দিয়াগড়ের নিকটস্থ গ্রাম লুট করিতেছে ইহাতে তিনি আপন সকল সৈন্য লইয়া বার ক্রোশপর্য্যন্ত তাহারদের পশ্চাতে গমন করিয়া সেই গ্রামে পঁহুছিয়া দেখিলেন যে তাহারা সমুদায় গ্রাম লুটদ্বারা ছিন্নভিন্ন করিয়া পলাইয়াছে পরে ঐ কাপ্তান সাহেব আর দুই ক্রোশ পর্য্যন্ত গিয়া দেখিলেন যে তাহারা একটা নালার ওপারে রহিয়াছে। সেখানকার ঘাট অতিদুর্গম এই নিমিত্ত পার হইতে বিলম্ব হইল। তাহারা ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সৈন্য দেখিবামাত্র পলায়ন করিল। ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য পার হইয়া তাহারদের পশ্চাৎ দৌড়িয়া২ সন্ধ্যা কাল পর্য্যন্ত তাহারদিগকে মারিল তাহাতে এক শত ত্রিশ লোক মারা পড়িল। ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যের মধ্যে কেবল দুই তিন জন মারা পড়িল ও আর দুই তিন জন আঘাতী হইল।

শ্রীশ্রীযুত গত বৎসর যখন পশ্চিম দেশে গিয়াছিলেন তখন তদ্দেশীয় স্থূল২ যুদ্ধাদি মিটাইয়া আসিয়াছেন কিন্তু এক শত বৎসর অবধি সে দেশে লুট ব্যবসায় প্রবীন কর্ম্ম এই নিমিত্ত এখনও স্থানে২ সেই২ দুষ্ট লোক কতক আছে এবং সে দেশ পর্ব্বতময় তৎপ্রযুক্ত অতিদুর্গম এক বারে সকল শাসিত হয় না। অতএব ঐ পশ্চিম দেশে স্থানে২ ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সৈন্য ও সেনাপতিরা আছেন যখন যেখানে কোন দুষ্ট লোকেরা লুট ও ডাকাতি প্রভৃতি করে তাহা শুনিবামাত্র ঐ সৈন্য ও সেনাপতিরা তৎক্ষণাৎ সেখানে গিয়া তাহা নিবারণ করেন।

সে দেশে এই বড় আশ্চর্য্য যে স্বদেশীয় লোকেরা লুট করে কিন্তু বিদেশীয় লোকেরা তাহা বারণ করে।

দিল্লীর ওকীল।

শ্রীযুত মেৎকাফ সাহেব দিল্লীর ওকালতী কর্ম্ম ছাড়িয়া শ্রীশ্রীযুতের নিজের সেক্রটারি কর্ম্মে নিযুক্ত হইলে দিল্লীর তাবৎ ভাগ্যবান লোকেরা শ্রীযুত মেৎকাফ সাহেবের এক প্রশংসাপত্র লিখিয়া ও তাহাতে সকলে স্বাক্ষর করিয়া মোং কলিকাতায় তাঁহার নিকটে পাঠাইয়াছেন এবং তিনি তাঁহার উপযুক্ত উত্তরও পাঠাইয়াছেন।

পুর্ণিয়াতে বন্ধ্যাস্ত্রীর সন্তান হওয়ার উপায়।

বর্দ্ধমান হইতে জিলা পুর্ণিয়ার মোং গোয়ালপাড়াতে এক দুসাদ নীচ জাতিরা রাইগোসাইয়ের পূজা করিল। প্রাতঃকালে সকল লোক একত্র হইয়া মহাসমারোহ করিয়া মৃত্তিকার উপরে অর্দ্ধ হাত গভীর ও এক হাত চৌড়া ও দশবার হাত লম্বা এক গর্ত্ত করিল ও তাহার উভয় পার্শ্বে কাষ্ঠ জ্বালাইয়া সেই গর্ত্তে ফেলিয়া দিল এবং যে ব্যক্তি তাহারদের মহন্ত সে আপনি আপন হাত ও পা কামাইতে২ ঐ গর্ত্ত প্রদক্ষিণ করিল ও প্রদক্ষিণ করিবার সময়ে ঐ মহন্ত দুই তিনবার আগুন লাফিল। তাহাকে দেখিয়া সকল অজ্ঞান লোকেরা কহিল যে ঐ মহন্তের মধ্যে দেবতার আবির্ভাব হইয়াছে পরে তাহার মস্তকে লোকেরা দুই তিন লোটা দুগ্ধ ঢালিল এবং দুই তিন লোটা জল ঢালিল ও দুই তিন জন তাহার অঙ্গমার্জ্জন করিল পরে হরিদ্রা বর্ণ বস্ত্র পরিয়া দুই তিন লোকের উপরে ভর দিয়া সেই অগ্নির উপরে ঐ মহন্ত গমনাগমন করিল। এবং সেই অগ্নির পূর্ব্ব দিকে দুই তিন হাত উচ্চ কাষ্ঠের মঞ্চ করিয়া তাহার উপরে ঐ মহন্ত দাঁড়াইল। এবং বন্ধ্যা স্ত্রীলোকেরা অগ্নি ও মহন্তের সম্মুখে ধান্য সমেত শীষা হাতে করিয়া সারি২ হইয়া দাঁড়াইল। ঐ মহন্ত যাহাকে২ ডাকিল সেই২ বন্ধ্যা অগ্নির উপর দিয়া গিয়া প্রণাম করিয়া সম্মুখে খাড়া রহিল। ঐ মহন্ত তাহারদের মস্তকে দুগ্ধ ঢালিল ও ধান্য দিল এবং আপন ইচ্ছা মত এক কিম্বা দুই

কেন্না তিন রত্নাবল তাহারদের প্রত্যেককে দিল। তাহার নিয়ম এই যে যাহাকে যে কয়েকটা রত্নাবল দেয় তাহার সেই কয় সন্তান হয়। যে স্ত্রী সেখানে যাইতে না পারে তাহার প্রতিনিধি অন্য কেহ যাইয়া ঐ প্রকারে রত্নাবল আনিয়া তাহাকে দেয়।

— —

শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুর।

এ দেশে সকল রাজকীয় কর্ম্ম কোম্পানী বাহাদুরের আজ্ঞায়তে চলিতেছে অতএব ঐ কোম্পানীর মূল বিবরণ জানা সকলের আবশ্যক তৎপ্রযুক্ত তাহার মূল সকলকে জ্ঞাত করিবার নিমিত্ত লিখা যাইতেছে।

ঐ কোম্পানী পূর্ব্বে কেবল বাণিজ্যের নিমিত্ত স্থির হইয়াছিলেন এবং এই দেশের বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত ইংগ্লণ্ড দেশে অনেক লোক আপনার২ টাকা এক স্থানে মৌজুত করিয়া ইংগ্লণ্ডের পার্লিমেন্ত অর্থাৎ মহাসভাহইতে এই দেশের বাণিজ্যের এক পরওয়ানা লইলেন এবং তাহারা ভারতবর্ষের কোম্পানী নামে খ্যাত হইলেন পরে ঐ সকল টাকাওয়ালা লোকেরা এক পরামর্শ হইয়া এই বাণিজ্য চালাইবার কারণ চব্বিশ লোকেরদিগকে পসন্দ করিলেন এবং অনেক কালপর্য্যন্ত ঐ কোম্পানী কেবল বাণিজ্য কর্ম্মে রহিলেন। পরে কালক্রমে এতদ্দেশীয় অধ্যক্ষেরদের বুদ্ধি বিপর্য্যয়ে এই সকল দেশ ঐ কোম্পানীর অধীন হইল তথাপি কোম্পানীর পূর্ব্বমত ধারা স্থির থাকিল এবং ঐ কোম্পানী রাজ্যশাসন ও বাণিজ্য এই দুই কর্ম্ম চালাইতে লাগিলেন। ঐ যে চব্বিশ জন লোক কর্ম্মকারী ছিলেন তাহারদের মধ্যে বৎসর২ এক ছয় জন বদলী হইয়া অন্য ছয় জন তাহারদের মধ্যে ভর্ত্তী হয় তাহাতে চারি বৎসর অন্তরে ঐ চব্বিশ জন পরিবর্ত্ত হয়। যে জন কোম্পানীর বাণিজ্যার্থে টাকা দিয়া এক কেতা কাগজ পায় সে কোম্পানীর মধ্যে গণিত হয় ও সেই লোক কর্ম্ম চালানের কারণ ঐ চব্বিশ জনকে নিযুক্ত করে কিন্তু সেই কাগজ বিক্রয় করিলে তাহার কর্ত্তৃত্ব থাকে না যে ব্যক্তি সে কাগজ ক্রয় করে সে ঐ সম্প্রদায়ের অন্তঃপাতী হয়।

ঐ চব্বিশ জন সকল কর্ম্ম করে এবং এই সকল দেশের সকল বিষয় তাহারদের অধীন। এতদ্দেশে জজ ও কালেক্টরি প্রভৃতি রাজকর্ম্মে ও চিকিৎসা কর্ম্মে ও যুদ্ধে যে সকল ইংগ্লণ্ডীয় নিযুক্ত হয়েন তাঁহারা ঐ চব্বিশ জন কর্ম্মকারকেরদের সম্মতিতে প্রেরিত হয়েন পরে এ দেশে আইলে শ্রীশ্রীযুত তাঁহারদিগকে স্থান বিশেষে ও কর্ম্মবিশেষে নিযুক্ত করেন এবং ঐ চব্বিশ জন যে হুকুম এখানে পাঠান এখানকার কর্ম্মকর্ত্তারা তাহাই স্থির করেন এবং এখানকার কর্ম্মকর্ত্তারাও যে২ কর্ম্ম করিয়া সেই চব্বিশ জনের নিকট জ্ঞাত করেন তাঁহারাও তাহা স্থির রাখেন।

অনুমান পঁয়ত্রিশ বৎসর হইল ইংগ্লণ্ডের মহাসভা আজ্ঞা করিলেন যে এমন এক সম্প্রদায় স্থির হইয়া কোম্পানীর সকল কর্ম্মের তদারক করে এবং বাদশাহের প্রধান ওজীরেরা এই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হইয়া থাকেন যেহেতুক কোম্পানীর সকল কর্ম্ম সেই ওজীরেরদের চক্ষুর্গোচর হয় এই সম্প্রদায়ের নাম তদারকদপ্তর ও কোম্পানীর তাবৎ কর্ম্ম তাহারদের জ্ঞাতসার করা যায়।

এই দেশ কোম্পানীর অধীন হইয়াও ইংগ্লণ্ডের বাদশাহের অধিকৃত আছে ও ইংগ্লণ্ডের মহাসভা বিশ বৎসর কিম্বা একইশ বৎসরের নিমিত্ত এই দেশ কোম্পানীর হস্তে সমর্পণ করেন সেই বন্দোবস্ত সময়ে এই দেশের মূল আইন স্থির করিয়া আইন সমেত বিশসালা কিম্বা একইশসালা বন্দোবস্ত করিয়া দেন কোম্পানী সেই মেয়াদ পর্য্যন্ত সেই আইন অনুসারে কর্ম্ম চালান।

———

১ জানুয়ারি অবধি ৩১ পর্য্যন্ত যোগ কলিকাতাহইতে অন্য২ দেশে এই সকল বাণিজ্যের জিনিস গিয়াছে।

তুলা	৫৮৯৪	গাঁটি
চিনি	৫০৫৭৬	মোন
নীল	১৩২৪৭	ঐ
সোরা	৮৯২৫	ঐ
আদা	৯৪১২	ঐ

———

জাহাজ।

ফেব্রুআরি মাসের ১ তারিখে এক শত চারি জাহাজ গঙ্গাতে ছিল।

———

আমেরিকা।

আমরা পূর্ব্বে লিখিলাম যে আমেরিকা দেশ দিনে২ সর্ব্বপ্রকারে বর্দ্ধিষ্ণু হইতেছে এখন আরো শুনা গেল যে সেখানকার প্রধান বাণিজ্যের নগরে দুই হাজার পাকা ঘরের অধিক এখন প্রস্তুত হইতেছে তাহাতে বিশ হাজার লোক কর্ম্ম করিতেছে অনুমান হয় যে ৪৫ টাকা করিয়া তাহারদের প্রত্যেকের মাহিয়ানা দিতে হয় এই হিসাবে সেখানে প্রতি দিন ইমারতী কর্ম্মে ষাটি হাজার টাকা ব্যয় হইতেছে।

———

রাজকর্ম্মের নিয়োগ।—

শ্রীযুত দবলিও বি বেলি সাহেব প্রধান সেক্রটারি।

সমাচার দর্পণ

৯ সংখ্যা।　　শনিবার। ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮১৯। ৩ ফাল্গুন সন ১২২৫।

বাচং সুখং সোদযামিব কার্যাদিতকলাঃ বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে॥

সমাচার দর্পণ।

কোম্পানির কাগজ।—

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা দুই টাকা বার আনা ডিসকোণ্ট।　　বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা চারি আনা ডিসকোণ্ট।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

১৩	ফিব্রুয়ারি	শনিবার	৩	ফাল্গুন
১৪	ঐ	রবিবার	৪	ঐ
১৫	ঐ	সোমবার	৫	ঐ
১৬	ঐ	মঙ্গলবার	৬	ঐ
১৭	ঐ	বুধবার	৭	ঐ
১৮	ঐ	বৃহস্পতিবার	৮	ঐ
১৯	ঐ	শুক্রবার	৯	ঐ

বুহ্মা দেশের ব্যবহার।

যেমত হিন্দুস্থানের মধ্যে মৃত মনুষ্যকে দাহ করে সেই মত বুহ্মা দেশেও মৃত মনুষ্যকে দাহ করে　কিন্তু দাহ করাতে অনেক ব্যয় হয় তৎপ্রযুক্ত দুঃখি লোকেরা মুসলমানেরদের মত মৃতকে মৃত্তিকাতে পোতে। যে লোকেরা দাহ করে তাহারা এ দেশের মত দাহ করে না কিন্তু একটা সিন্দুক প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে শব রাখিয়া ওপর বন্ধ না করিয়া নীচে ওপরে কাষ্ঠ দিয়া অগ্নি দেয় তাহাতে মৃত শরীর দেখা যায় না।　এবং তাহারা কোন কর্ম্মের নিমিত্ত কেহ২ দুই তিন মাস মৃত শরীর রাখে ঐ মৃত শরীরের রস দূর করিয়া নানাপ্রকার সুগন্ধি দ্রব্যেতে পূর্ণ করিয়া রাখে　তাহাতে মৃত শরীরের মুখ জীবৎ শরীরের মুখের মত অবিকৃত থাকে যখন ইচ্ছা হয় তখন তাহাকে দাহ করে এবং তাহারদের পুরোহিত মরিলে তাহার শরীর স্বর্ণ পত্রে মড়াইয়া নানা প্রকার সুগন্ধি দ্রব্যেতে পূর্ণ করিয়া দুই তিন মাস রাখিয়া সামিগ্রী সমবধান করিয়া অতি শয় সমারোহপূর্ব্বক দাহ করে।

কাশ্মীরের ওকীল।

গত বৎসরে কাবুলে রনজিৎ সিংহ বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার কারণ কাশ্মীর দেশের ওকীল অনেক পারিতোষিক সামিগ্রী লইয়া গেল পরে শ্রীযুত রনজিৎসিংহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তোমার দেশের বাদশাহের সন্ততি কত।　তাহাতে সে উত্তর করিল যে আমার দেশের বাদশাহের এক হাজার আট স্ত্রী ও দুই শত পুত্র।

তুরকী দেশ।

তুরকী দেশে এক জন গ্রীক লোক আপন পরিবারের সহিত বিরোধ করিয়া রাগান্ধ হইয়া মুসলমানের মতে প্রবিষ্ট হইল পরে রাগ দূর হইলে মনস্তাপেতে খেদ করিয়া পুনর্ব্বার গ্রীকমতে যাইতে চেষ্টা করিল　কিন্তু সেখানে মুসলমানেরদের এমত শাসন আছে যে যে কেহ মুসলমানের মতে প্রবিষ্ট হইয়া তাহা ত্যাগ করিয়া অন্য মতে প্রবিষ্ট হয় তৎক্ষণাৎ তাহার শিরশ্ছেদন করে। ইহা তাহাকে অনেক কহিল ও শিরশ্ছেদনের স্থান ও অস্ত্রশস্ত্রাদিও দেখাইল　তথাপি সেই ব্যক্তি তুরকের বাদশাহের নিকট যাইয়া কহিল যে আমি পুনর্ব্বার গ্রীক মতে যাইব।　বাদশাহ দুই তিনবার বারণ করিলেন তথাপি মানিল না।　ইহাতে ঐ বাদশাহ এই অপরাধ ক্ষমা না করিয়া তাহার শিরশ্ছেদন করিতে আজ্ঞা দিলেন। যাহারা এখন এই দেশের অধ্যক্ষ ইহারদের যদি এমত ব্যবহার হইত তবে বাঙ্গালি লোকেরদের কি হইত।

নবাব ওজীরালী।

এ দেশের প্রায় সকল লোক নবাব ওজীরালীর নাম ও বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়াছেন কিন্তু তাহার বিশেষ বিবরণ স্পষ্ট লিখিতেছি: তিনি লক্ষ্ণৌর নবাব আসফদ্দৌলার পোষ্য পুত্র ছিলেন তাহার মাতা এক ফরাসের স্ত্রী ছিলেন ঐ নবাব ওজীরালীর পালক পিতা নবাব আসফদ্দৌলা অতিশয় ব্যয়শীল ছিলেন　শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের অনুগ্রহেতে লক্ষ্ণৌর সিংহাসনে বসিলেন এ কারণ সর্ব্বদা কোম্পানী বাহাদুরের অনুগত ছিলেন এবং সকল লোকের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতেন তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র অহঙ্কার ছিল না　কিন্তু অতি জ্ঞানবানও ছিলেন না　কেবল সর্ব্বদা বৈনব্যয়ের ওপরেই থাকিতেন।　তিনি ইংগ্লণ্ডীয় শিল্পকর্ম্মে প্রতিবৎসর ষোল লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেন তাঁহার এক শত ওদ্যান ছিল ও কুঠী

টাকার জওয়াহের ছিল এবং বার শত হস্তী ও তিন হাজার নিজ সোআরির ঘোড়া ও পোনের শত দোহারা বন্দুক ও সাত শত গ্লাসের ঝাড় ও তিন শত বড় আয়না ও ঘড়ী ছিল তিনি ইংগ্লণ্ডীয় এমত অনেক কল আনাইয়াছিলেন যে একবার কল না ছিড়িয়া দিলে দুই তিন ঘণ্টাপর্য্যন্ত বাদ্য হইত এমত কল এত ছিল যে দিবা রাত্রি বাদ্য হইত এক ঘণ্টাও বিরাম ছিল না তাঁহার যে নিজ ঘড়ী ছিল সে মণিমুক্তাতে জড়িত তিনি আড়াই লক্ষ টাকায় দুই ঘড়ী খরিদ করিয়াছিলেন তিনি গান ও বাদ্য ও নাচ প্রভৃতিতে অনেক২ প্রকার নূতন ধারা করিয়াছিলেন সে ধারা গান বাদ্যাদিতে এখন সর্ব্বত্র প্রচুররূপে চলিতেছে তিনি হিন্দু পণ্ডিত ও স্বজাতীয় মৌলবিদের তুল্য মর্য্যাদা করিতেন ইত্যাদি তাঁহার অনেক সুকীর্ত্তি প্রকাশ আছে। তাঁহার ঔরস পুত্র ও কন্যা ছিল না তৎপ্রযুক্ত ঐ নবাব ওজীরালিকে পোষ্য পুত্র রাখিয়াছিলেন নবাব ওজীরালী তাঁহার নিকটে সর্ব্বদা থাকিতেন এবং হাস্য পরিহাসেতে নবাব তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইয়া আপন সিংহাসনে বসাইতে স্থির করিয়াছিলেন। পরে নবাব আসফদ্দৌলা মরিলে কোম্পানী বাহাদুরের সাহায্যেতে ওজীরালী লক্ষ্ণৌর নবাব হইলেন কিন্তু অল্প দিন পরে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের প্রতিকূলে উদ্যোগ করিতে লাগিলেন সেই হেতুক সেই সময়ের বড় সাহেব তাঁহাকে কলিকাতায় আনিতে নিশ্চয় করিয়া আসফদ্দৌলার ভ্রাতা নবাব সাজাতালীকে ঐ সিংহাসনে বসাইয়া ওজীরালীকে আনিয়া সোং কাশীতে রাখিলেন এবং তাঁহার খরচের কারণ প্রতিবৎসর দুই লক্ষ টাকা মশাহরা স্থির করিয়া দিলেন।

নবাব ওজীরালী কিছু দিন কাশীতে থাকেন কিন্তু কলিকাতাতে আসিতে নিতান্ত অসম্মত ছিলেন কিছু দিন পরে কলিকাতার বড় সাহেবের আজ্ঞাতে কাশীর বড় সাহেব সোং চেরী সাহেব ঐ নবাবসাহেবকে কলিকতা পাঠাইতে ত্বরা করিলে নবাব ওজীরালি এক মাস মেয়াদ করিলেন এবং ঐ মেয়াদমধ্যে গুপ্তরূপে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত যুদ্ধ করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন ও অনেক২ ছোট বড় লোকেরদের সহিত এক পরামর্শ হইলেন।

পরে মেয়াদ পূর্ণ হইবার দিন প্রাতঃকালে কলিকাতার যাত্রার ছলে যুদ্ধ সজ্জাতে গিয়া প্রথমে বড় সাহেব সোং চেরী সাহেবকে কাটিয়া তথাকার জজ শ্রীযুত ডেবিস সাহেবকে খুন করিবার কারণ অনুমান দুই শত ঘোড়সোয়ারের দ্বারা তাঁহার বাটীর ঘিরাইলেন কিন্তু কাপ্তান ডেবিস সাহেব আপন বুদ্ধির কৌশলে আপনি বাঁচিলেন। পরে কাশীতে আপন অধিকার হওয়ার ঢেঁড়রা দেওয়াইলেন কিন্তু ঐ সকল কেবল তাঁহার বালকতামাত্র প্রকাশ করিলেন। তখন কাশীর দক্ষিণ বেটাবর নামে গ্রামে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য ছিল তার সকল সৈন্য তৎকালে যুদ্ধার্থে পশ্চিমে গিয়াছিল। পরে ঐ সমাচার পাইবামাত্র সোং বেটাবরহইতে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য কাশীতে আইলে যুদ্ধ আরম্ভ হইবামাত্র নবাব ওজীরালী যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলাইলেন। পরে ঐ অঞ্চলে ওজীরালীর সহিত এক পরামর্শ যত লোক ছিল তাহারদিগের অপরাধ সপ্রমাণ করিয়া কোম্পানীবাহাদুর অনেককে ফাঁসী দিলেন ও কাহাকেও বেঙ্কুলনে পাঠাইলেন। নবাব ওজীরালী ঐ পলায়নে অনেক২ পর্ব্বত বন গহন ভ্রমণ করিলেন কিন্তু কোথাও অভয় পাইলেন না শেষে সোং জয়নগরে ধরা পড়িয়া সোং কলিকাতার কিল্লাতে কএদ হইয়া অনেক কাল ছিলেন কিছু দিন হইল ঐহিক সকল দায়মুক্ত হইয়া তিনি লোকান্তরগত হইয়াছেন।

—

ইংগ্লণ্ডে আশ্চর্য্য মোকদ্দমা।

গত মে মাসে ইংগ্লণ্ডীয় এক যুবতি অবিবাহিতা স্ত্রী আপন নগরের সমাচারপত্রে জানাইলেন যে সেই নগরের জজ সাহেব আপন কর্জ্জের নিমিত্ত হিন্দু দেশে পলাইয়াছিলেন পুনর্ব্বার আসিয়া আপন কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন অতএব সেই স্ত্রী নগরের লোকেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে এই ব্যক্তি কি রূপে যথার্থ বিচার করণের যোগ্য হইতে পারেন। ইহাতে সেই জজ সাহেব বড় আদালতে তাহার নামে গালাগালি করার নালিশ করিলেন। যে দিন সে মোকদ্দমার আদালত হইল সেই দিন ঐ স্ত্রী লোক আপনি আদালতে আসিয়া উকীল না রাখিয়া আপনি সওয়াল জবাব করিলেন এবং দুই ঘণ্টাপর্য্যন্ত আপন নির্দ্দোষী হইবার নিমিত্তে জুরিরদের নিকট বক্তৃতা করিলেন। তথাপি জজ সাহেব ঐ স্ত্রী লোকের বিরুদ্ধ হইলেও জুরীরা তাহাকে নির্দ্দোষী করিলেন সে আদালতে হাজার২ লোক একত্র হইয়াছিল তথাপি সেই স্ত্রী লোক নির্ভয়েতে আপন মোকদ্দমার সওয়াল জবাব করিয়া নির্দ্দোষী হইলেন।

—

বালকের বিপদুদ্ধার।

সন আটার শত দুই সালের মার্চ মাসে এক ছয় মাসের বালকের হাতে খেলার নিমিত্ত একখান ছুরি দেওয়া গিয়াছিল। ঐ বালক সে ছুরী গিলিয়া ফেলিল সে মাসে সেই ছুরীর লৌহ ঐ বালকের

মুখহইতে নির্গত হইল কিন্তু সেই লৌহের ধার করাতের মত হইল ষোলই জুন তারিখে সেই বালক অতিশয় চটফট করিতে লাগিল পরে সেই ছুরীর বাঁটের অর্দ্ধেক খান মুখহইতে নির্গত হইল ১১ আগস্ত তারিখে সেই বালকের অতিশয় যন্ত্রণাবৃদ্ধি হওয়াতে মুখ কাল হইল তাহাতে তাহার পিতা মাতা ভয় করিল যে বালক রক্ষা পাইল না কিন্তু কিছু কাল পরে সেই ছুরীর অবশিষ্ট যে ছিল সে সমুদায় নির্গত হইয়া বালক রক্ষা পাইয়া অদ্যাপি জীবদ্দশাতে আছে।

মাথা ভাঙ্গা খাল।

এ বৎসর মাথা ভাঙ্গা খালের মোহনা প্রায় শুষ্ক হইয়াছে তৎপ্রযুক্ত ভারী বোঝাই নৌকা তাহার উপরে কোন মতে গমনাগমন করিতে পারে না সেখানকার চড়াতে অনেক বোঝাই নৌকা আটক হইয়া রহিয়াছে এবং ছোট নৌকাতে জিনিস বাহির করিতেছে তাহাতে জিনিসের অপচয় যথেষ্ট এবং ও অধিক ও কাল বিলম্বও হইতেছে। ইংগ্লণ্ডীয় গোরা সৈন্য গাজীপুরহইতে কলিকাতা আসিতেছিল তাহারা এক মাসপর্যন্ত সেখানে বদ্ধ আছে।

নূতন হাসীল দপ্তরখানা।

কল্য চারি ঘণ্টার সময়ে কলিকাতার তাবৎ ইংগ্লণ্ডীয়েরা এক শোঞ্জ ঘরে একত্র হইয়া সারিং হইয়া চলিয়া পুরানা কুটী পর্য্যন্ত গেলেন এবং সেইখানে নূতন হাসীলদপ্তরের ঘরের প্রথম ইষ্টক তাঁহারা গাঁথিলেন এই নূতন হাসীলদপ্তরখানা কলিকাতার ঐশ্বর্য্য সদৃশ হইবেক।

যুদ্ধ।

এই সপ্তাহে নর্ম্মদা নদীর তীরহইতে কোন আবশ্যক সমাচার আইসে নাই। কিন্তু ২৩ জানুআরির পূর্ব্বে কএক দিন হইল গোন্দেরদের দেড় শত ঘোড়সোআর ও দুই শত সিপাহীরা কোন এক গ্রাম লুট করিয়া শ্রীযুত আপা সাহেবের নিকটে যাইতেছিল পথিমধ্যে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের আশী জন ঘোড়সোআর এবং কএক সিপাহীরা তাহারদের প্রতি আক্রমণ করিয়া তাহারদিগকে দূর করিয়া দিল।

শ্রীযুত আপা সাহেব যোং পচমারী তে আছেন শ্রীযুত কাপ্তান স্পার্ক সাহেবের মাহুতকে তাহার লোকে ধরিয়া আপা সাহেবের নিকট কয়েদ করিয়াছিল কিন্তু সে পলাইয়া আইল। ঐ মাহুত আপন মুনিবকে সমাচার কহিল যে আপা সাহেবের সহিত পাঁচ হজার লোক আছে তাহার মধ্যে অস্ত্রধারি দুই হাজারমাত্র। ইংগ্লণ্ডীয়েরদের যে পাঁচশ জন সিপাহী তাঁহার সহিত মিলিয়াছেন তাহার একশ জন তাহার সহিত আছে তিন জন মরিয়াছে। এবং আপা সাহেব আমাকে নষ্ট করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার এক চাকর মোহন সিংহ নামে বারণ করিয়া আমাকে রক্ষা করিল।

আপাসাহেবের প্রকৃত সমাচার শ্রীযুত করনাল আদাম সাহেবের দ্বারা পাওয়া যাইবেক যে হেতুক শ্রীযুত করনাল আদাম সাহেব আপা সাহেবের সন্ধান করিবার কারণ আপনার এক চর পাঠাইয়াছেন ঐ চর সকল চরের মধ্যে অতিশয় জ্ঞানবান ও সন্ধানী। কএক দিবস হইল ঐ চর চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতেং এক স্থানে কএক গোন্দেরদিগকে দেখিল যে তাহারা এক গ্রাম লুট করিয়া আসিয়া এক জঙ্গলে বসিয়া আপনারা নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদ করিতেছে। ইহা দেখিয়া সে চর মনে বিবেচনা করিল যে এই পথ দিয়া আমার দেশ সৈন্য যাইবে অতএব আগে আমি যাইয়া সমাচার দি। ইহা ভাবিয়া ঐ চর ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতির নিকট গিয়া জ্ঞাত করিল যে আমার সঙ্গে পঞ্চাশ জন সিপাহী দেও আমি এক তামাসা দেখাই। ইহা কহিয়া পঞ্চাশ জন সিপাহী আপন সঙ্গে লইয়া ঐ জঙ্গলে গিয়া রাত্রিতে গুপ্ত ভাবে থাকিল। পরে ঐ পঞ্চাশ জন সিপাহীরা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া এক কালে পঞ্চাশ গুলি মারিল ঐ পঞ্চাশ গুলিতে অনেক গোন্দ লোক মারা পড়িল অবশিষ্ট লোক পলাইয়া গেল।

শীত।—

এই বৎসর সর্ব্বত্র অতিশয় শীত হইয়াছে ইহার প্রমাণ সর্ব্বত্র পাওয়া যাইতেছে যোং রজপুতানাতে ও ফতেহগড়েতে ও লক্ষ্ণৌতে এইমত শীত হইয়াছে যে সেখানকার সকলহইতে প্রাচীন লোকেরা কহে আমরা এমন শীত আর কখনও দেখি নাই এবং এই শীত প্রযুক্ত সেইং দেশের ধান্যাদি শস্য নষ্ট হইয়াছে তাহাতে সকল দ্রব্য দুর্ম্মূল্য হইয়াছে। এক জন সাহেব যোং ফৈজাবাদহইতে পত্র লিখিয়াছেন যে আমি এক দিন প্রাতঃকালে যাইয়া দেখিলাম যে সকল স্থানে জল জমাট হইয়া পাথর হইয়াছে এবং সেখানে শীতপ্রযুক্ত নীহার ভূমিতে পাথর হইয়া এমত থাকে যে বৃদ্ধ মানুষের পাকা চুলের মত দেখা যায়। ৫৩ জানুআরিতে আমি

পূর্ব্বে যদি কোন ব্যক্তি ঐ নীলের বিষয়ে দরখাস্ত না করে তবে ঐ নীল নিলামে বিক্রয় হইয়া কোম্পানি বাহাদুরের ঘরে জমা হইবেক।

—

ইংগ্লণ্ডের যুবরাজের কন্যা।

পূর্ব্বে লিখা গিয়াছে যে গেল সনের মাস হইল ইংগ্লণ্ড দেশের যুবরাজের কন্যা মরিয়াছেন। তন্নিমিত্তে পৃথিবীতে যে স্থানে যত ইংগ্লণ্ডীয় লোক আছে সে সকলেই শোক করিয়াছেন এবং তাঁহারা সেই রাজকন্যার বিষয়ে সম্ভ্রম করিতেন তাহা দেখাইবার কারণ ইংগ্লণ্ড দেশে একটা মসজিদ গাঁথিতে স্থির করিয়াছেন এবং সেই কর্ম্মের ব্যয়ের কারণ ইংগ্লণ্ড দেশে যাঁহারা সেই কর্ম্মে আপন নাম স্বাক্ষর করিবেন তাঁহারা আট টাকার অধিক স্বাক্ষর করিতে পারিবেন না এবং দিতেও পারিবেন না যেহেতুক এমত না করিলে দুই তিন জনেই এ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন সে কর্ম্মে বাঙ্গালার মধ্যে পঁয়ষট্টি জন স্বাক্ষর করিয়াছেন।

—

ইস্তাহার।

শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুর ইস্তাহার দিয়াছেন যে ২৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে কোম্পানীর ঘরে ইংরাজী কাগজ ও এতদ্দেশীয় কাগজের অনেক আবশ্যক হইবেক অতএব যে কোন ব্যক্তি এই কাগজ দেওনের কারণ ফুরান করিতে চাহে সেই ব্যক্তি ঐ তারিখে শ্রীযুত লম সদেন সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিবেক শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুর আরও ইস্তাহার দিয়াছেন যে কোম্পানীর রস্ত গুদামে আগত মার্চ মাসের ২ দোসরা তারিখে মালদহের চারি শত পাঁইত্রিশ থান ও ঢাকার নয় শত সত্তরি থান ও চট্টগ্রামের চারি শত সত্তরি থান ও রঙ্গপুরের তিন শত নয় থান ও হরিয়ালের এক শত ষোল থান শোলন বিক্রয় হইবেক।

—

পাঁচ স্বামির ইতিহাস।

কএক বৎসর হইল ইংগ্লণ্ড দেশে এক জন পুরুষ আপনার যে সম্পত্তি ছিল তাহা দিয়া কিছু জমী ক্রয় করিয়া কিছু দিন অন্তরে সে মরিল। পরে তাহার স্ত্রী আর এক ব্যক্তিকে বিবাহ করিল সেই দ্বিতীয় স্বামী সেই জমীতে বীজ বুনিয়া মরিল পরে ঐ স্ত্রী পুনর্ব্বার আর এক ব্যক্তিকে বিবাহ করিল সেই তৃতীয় স্বামী সেই জমীর ফসল কাটিয়া মরিল পরে সেই স্ত্রী আর এক ব্যক্তিকে পুনর্ব্বার বিবাহ করিল সেই চতুর্থ স্বামী সেই ফসল প্রস্তুত করিয়া মরিল সেই স্ত্রী আর এক ব্যক্তিকে বিবাহ করিয়া সেই পঞ্চম স্বামী লইয়া সে শস্য ভোগ করিল। তাহার মাসের মধ্যে তাহার পঞ্চ স্বামী হইল।

—

আশ্চর্য্য বালক।

উত্তর আমেরিকাতে সন ১৮১৭ সালের ১০ জুন তারিখে এক আশ্চর্য্য বালক জন্মিল সে বালক জন্মকালে সাড়ে তিন সেরের ওজন ছিল গত বৎসরের ১৫ অক্টোবরের সমাচার কাগজহইতে জানিয়াছে তাহাতে জানা গেল যে সে সময় সে বালক পোনের মাস বয়স্ক হইয়া তাহার ওজন এক মোন এবং উচ্চ দুই হাত এবং তাহার উদরের বেড় দুই হাতের অধিক তাহার ঊরুতের বেড় পৌনে এক হাত তাহার বাহুর বেড় দুই পোয়া। এ আশ্চর্য্য বালক অদ্যাপিও দুগ্ধ পান করে তাহার শরীরের যেমত স্থূলতা তদনুসারে তাহার সর্ব্বাঙ্গ স্থূল এবং তদনুসারে বলবান। তাহার মাতা পিতা অতিদুঃখী তাঁহারা সর্ব্বত্র ঐ বালক লইয়া গিয়া সকলকে দেখাইতেছে যত লোক দেখিতেছে সকলেই আট২ আনা দিতেছে। ইহাতে তাহারদের প্রতিপালন হইতেছে।

এই বালকের পর২ যে২ সমাচার পাওয়া যাইবে তাহা লোকেরদের জানিবার কারণ জানান যাইবেক।

—

ব্রহ্মা দেশ।

ব্রহ্মা দেশে শ্বেত হস্তী অতিশয় মান্য সে হস্তী সমুদায় শ্বেত নহে কিন্তু এতদ্দেশীয় হস্তীহইতে কিছু বিশেষ সেই শ্বেত হস্তী ব্রহ্মা দেশের অতিঘোর অরণ্যের মধ্যে পাওয়া যায়। চীন ও শ্যাম দেশের অরণ্যেতেও পাওয়া যায়।

যখন কোন শ্বেত হস্তী পাওয়া যায় তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মার বাদশাহের নিকট সমাচার প্রেরণ করা যায় এবং যে স্থানে পাওয়া যায় সেখানকার অধ্যক্ষেরা ও চাকর লোকেরা যাবৎ বাদশাহের নিকটে সমাচার না পঁহুছে তাবৎ অতিশয় সাবধানে ঐ হস্তীকে রাখে যদি সে হস্তী প্রকৃত শ্বেত হস্তী জানা যায় তবে বাদশাহের খরচে সে হস্তীকে অমরপুর পাঠান যায় সেখানে পঁহুছিবামাত্র রাজ্যে স্থাপিত হয় এবং রাজগৃহের মত এক গৃহ ও তাহার চাকর নিরূপিত হয়।

এই সময়ে অমরপুরে যে শ্বেত হস্তী আছে সে অন্য২ শ্বেত হস্তীহইতে কিছু অধিক শ্বেত তাহার ঘর রাজগৃহের তুল্য এবং বাদশাহের ও বাদশাহের পুত্রের মত তাহার চারি জন উজীর এবং অন্য২ ক্ষুদ্র চাকরও আছে সে দেশের প্রাচীন মনুষ্যের চিহ্ন পানের বাটা এইহেতুক ঐ শ্বেতহস্তীর পানের বাটা স্বর্ণেতে নির্ম্মিত ও মণিমুক্তাতে জড়িত এবং তা

সমাচার দর্পণ।

হার পিকদানী স্বর্ণময় যে পাত্রেতে আহার করে ও মল মূত্র ত্যাগ করে সে পাত্র স্বর্ণময়। সে দেশের প্রাচীন লোক ছত্র বিশেষে জানা যায় যে যেমত মান্য তাহার সেই মত ছত্র সে ছত্র বাদশাহের আজ্ঞা বিনা কেহ ধরাইতে পারে না সেখানকার বাদশাহের যেমত ছত্র সেই মত সেই শ্বেত হস্তীর ছত্র ও তাহার গলায় নানা প্রকার স্বর্ণ মুক্তা প্রবালের মালা দেয় ও নানা প্রকার উত্তমং খাদ্য সামগ্রী আহার করিতে দেয় তাহার উপরে কখন কেহ সোয়ার হয় না রাজগৃহহইতে প্রায় কখন বহির্গমন করে না সময়ক্রমে বাদশাহ তাহার নিকটে আসিয়া প্রণাম করে ও অন্যং লোকেরাও আসিয়া অতিভক্তিরূপে প্রণাম করে এবং অতিসুন্দর বস্ত্র তাহার শয়নের বিছানার কারণ নিরূপিত আছে। যে কোন বাদশাহ শ্বেত হস্তী পায় সে বাদশাহ সম্ভ্রমের শেষপর্য্যন্ত পায় এবং যে বাদশাহ আপন বাদশাহী কালের মধ্যে একটা শ্বেত হস্তী না পায় তবে তাহার সম্ভ্রম তাদৃক হয় না এবং ব্রহ্মার বাদশাহের বিশেষ এই খ্যাতি যে ব্রহ্মা দেশে সকল শ্বেত হস্তীর অধ্যক্ষ।

ব্রহ্মা দেশে যত হস্তী ধরা যায় সে সকল রাজার ও রাজাজ্ঞা বিনা কোন কেহ সোয়ারির হস্তী রাখিতে পারে না এই হেতুক বাদশাহ আপনাকে এই খেতাব দিয়াছে যে জম্বুদ্বীপের সকল হস্তীর অধ্যক্ষ।

ছয় বৎসর হইল এক শ্বেত হস্তী ধরিয়া বাদশাহের নিকটে সমাচার গেল বাদশাহ তখনি হস্তীর কারণ আপন নৌকা পাঠাইলেন সেই নৌকাতে হস্তীকে উঠাইয়া যুদ্ধের নৌকার সহিত বদ্ধ করিয়া আপন স্থানে আনাইলেন আইসন সময়ে যে স্থানে রাত্রে নৌকা রহিল সেইং স্থানে তার উপর রাজগৃহ নির্ম্মাণ হইয়া সেই গৃহে হস্তী শয়ন করিল এবং যে ঐরাবতী নদী দিয়া হস্তীর নৌকা গেল তাহাতে যেং দেশ দিয়া গেল সেই দেশের অধ্যক্ষ আমলা সমেত নিকট আসিয়া হস্তীকে প্রণাম করিল সেই হস্তীর অল্প বয়স্ক প্রযুক্ত ষাটি সত্তরি জন দুগ্ধবতী স্ত্রীর স্তন্য দুগ্ধ দোহন করিয়া নিত্য হস্তীর আহার দিতে লাগিল।

হিন্দু লোকেরা কহে যে পূর্ব্বকালে ইন্দ্র ছিল সে অমর এবং তাঁহার বাহন শ্বেত হস্তী। ব্রহ্মার রাজধানী স্থানের নাম অমরপুর এবং শ্বেত হস্তীও সেখানে পাওয়া যায় ইহাতে অনুমান হয় যে ইন্দ্রের রাজ্য ব্রহ্মা দেশে ছিল।

পুস্তক ছাপান।

গত বৎসরে ফ্রান্সদেশে তিন হাজার দুই শত আটান্ন পুস্তক ছাপা হইয়াছে। যে দেশে ছাপার কর্ম্ম চলিত না হইয়াছে সে দেশকে প্রকৃতরূপে সভ্য বলা যায় না এই দেশে পূর্ব্বকালে কতকং লোকের ঘরে পুস্তক ছিল এবং অল্প লোক বিদ্যাভ্যাস করিত অন্যং সকল লোক অন্ধকারে থাকিত এখন এই দেশে ক্রমেং ছাপার পুস্তক প্রায় ছোটবড় ঘর সকল ব্যাপ্ত হইতেছে।

গত দশ বৎসরের মধ্যে আন্দাজ দশ হাজার পুস্তক ছাপা হইয়াছে কিন্তু সকল পুস্তক এক স্থানে নাই নানা লোকের ঘরে বিলি হইয়াছে এবং যে ব্যক্তি এক পুস্তক লইয়াছে তাহার অন্য পুস্তক লওনের চেষ্টা জন্মে এই রূপে এ দেশে বিদ্যা প্রচলিতা হইতেছে।

নূতন সম্প্রদায়।

গত দুই তিন বৎসরের মধ্যে অনেক ইংগ্লণ্ডীয় লোক এ দেশে আসিয়াছে ও তাঁহারদিগের এখানে আসিয়া কর্ম্ম পাওয়া বড় কঠিন হইয়াছে এই কারণ অনেক লোক দুঃখ পাইতেছে তন্নিমিত্তে কলিকাতাস্থ ভাগ্যবান ইংগ্লণ্ডীয়েরা একটা নিবন্ধ করিতে স্থির করিয়াছে তাহার দ্বারা যাহারা এ দেশে আসিয়া কর্ম্ম পাইতে পারে না তাহারা স্বদেশে যাইয়া কর্ম্ম পাইতে পারিবেক স্বদেশে যাওনের যে খরচ তাহা এখানহইতে পায় এমত কল্প করিয়াছে।

ইতিহাস।

কৃষ্ণনগর মোকামে এক ময়রা দশহরা যোগের সময়ে যথেষ্ট সন্দেশ বিক্রয় করিয়া অনেক টাকা জমা করিয়া আপন দোকানে আপন নিকটে রাখিয়াছিল। পরে এক দুষ্ট লোক ঐ টাকার সন্ধান পাইয়া সন্দেশ ক্রয় করিবার ছলেতে আসিয়া দুই চারি আনার সন্দেশ ক্রয় করিয়া ঐ টাকা লইয়া যাইতে ময়রা তাহাকে ধরিল। পরে উভয়ে কহিল যে আমার টাকা ইহা কহিয়া বড় বিরোধ হইতে লাগিল কিন্তু উভয়ের সাক্ষী নাই। পরে তথাকার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের মধ্যম পুত্র রাজা সম্ভুচন্দ্র রায়ের নিকট ঐ টাকার মোকদ্দমা উপস্থিত হইল কিন্তু উভয়ের মধ্যে সাক্ষী কেহই দিতে পারে না মোকদ্দমার শেষও হয় না পরে রাজপুত্র আপন চাকরের দ্বারা এক বাটী জল আনাইয়া সেই জলে ঐ টাকা ফেলিলেন ফেলিবামাত্রে সন্দেশের ঘৃত ভাসিয়া উঠিল ইহাতে ময়রার টাকা সাবুদ হইয়া বিরোধ নিষ্পত্তি হইল।

য় হলণ্ডীয়েরদের বিলায়ত হইতে যাইতেছে সুমাত্র ওপদ্বীপের রাজধানী বেঙ্কুলেনহইতে ঐ সাহেব ঐ ওপদ্বীপের পূর্ব্ব ভাগে ইংলণ্ডীয়েরদের রাজত্ব বজায় রাখিবার কারণ কতক সাহেবেরদিগকে পাঠাইয়াছিল তাহাতে হলণ্ডীয়েরা তাহারদিগের যুদ্ধলব্ধ সৈন্যের মত কএদ করিয়া জাবা ওপদ্বীপে পাঠাইয়াছে পরে তথা দ্বীপের হলণ্ডীয় অধ্যক্ষ অনেক পুনর্বিবেচনা পরে এক জাহাজ করিয়া তাহারদিগকে পুনর্ব্বার বেঙ্কুলেনে পাঠাইয়াছেন।

শীত।

জৌনপুরহইতে শীতবিষয়ে যে সমাচার আসিয়াছিল পূর্ব্বে তাহা জানান গিয়াছে এখন জৌনপুরহইতে ১৯ জানুআরি তারিখের পত্র আসিয়াছে তাহাতে জানা গেল যে সেই তারিখে ইঙ্গ্লণ্ডীয় যন্ত্রের অর্থাৎ শীতোষ্ণমানক যন্ত্রের ৩০ নম্বরপর্য্যন্ত পারা নামিয়াছিল সে যন্ত্রের প্রকার এই। একটা লম্বা গ্লাসের নল তাহার মধ্যে পারা থাকে তাহার গাত্রে সংখ্যার চিহ্ন থাকে যত শীত অধিক হয় সেই পারা তত নীচে আইসে এবং যত গ্রীষ্ম অধিক হয় তত ওঠে যায়। তাহার দ্বারা জানা গিয়াছে যে পূর্ব্বে ৩৩ নম্বর পর্য্যন্ত ঐ পারা ছিল পরে অধিক শীতপ্রযুক্ত ৩০ নম্বরপর্য্যন্ত নামিয়াছিল এবং যত নীহার পড়িয়াছিল সে সকল জমিয়া মাঠে কেবল ময়দার গুঁড়ার মত দেখা গেল পরে সূর্য্যোদয় হইলে আট মিনিটের মধ্যে সকল গলিয়া গেল সেই নীহার জমাতে যব গোম ইত্যাদি শস্য সকল নষ্ট হইয়াছে এখন জৌনপুর মোকামে গোম চারি টাকা মোন বিক্রয় হইতেছে।

দুর্গা।

প্রতিবৎসর মাঘমাসে দুর্গা তীর্থে মনে কত দেশীয় লোক আসিয়া স্নান দানাদি করে ও তীর্থোপবাস করে এই বৎসর তিন জন লোক বিস্তিবেষ্টিত হইয়া গঙ্গা প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

ওড় বেহারা।

হিসাব করিয়া নিশ্চয় জানা গিয়াছে যে ওড় বেহারারা প্রতিবৎসর কলিকাতাহইতে তিন লক্ষ টাকা আপন দেশে লইয়া যায় ও তাহার কিঞ্চিৎ ফিরিয়া আনে না।

জাহাজ আমদানী।

এই সপ্তাহে ইঙ্গ্লণ্ডহইতে এক জাহাজ পঁহুছিয়াছে তাহাতে ২১ সেপ্তম্বরপর্য্যন্তের সমাচার পাওয়া গেল ইহার এক মাস পূর্ব্বে ২৫ সেপ্তম্বরপর্য্যন্তের সমাচার আসিয়াছিল অতএব ইহাতে নূতন সমাচার কিছু নাই।

সঞ্চয়ার্থ বাঙ্ক।

গত ছয় সাত বৎসরের মধ্যে ইঙ্গ্লণ্ডে কতক ভাল মানুষ লোকেরদিগের উপকার নিমিত্ত এক প্রকার নূতন বাঙ্ক স্থির করিয়াছে তাহার কারণ ও প্রকার এই।

যে কোন২ দুঃখি লোক আপন পরিশ্রম দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ টাকা পাইয়া নিত্য ব্যয় করিয়া অবশিষ্ট যে কিছু থাকে তাহা রাখিবার স্থানাভাবপ্রযুক্ত অনর্থক ব্যয় করে ইহাতে তাহারদিগের কোন প্রকারে কিছু সঞ্চয় হইয়া দুঃখ দূর হইতে পারে না এবং অকস্মাৎ কোন দায় পড়িলেও অনায়াসে উদ্ধার হইতে পারে না এ কারণ এই বাঙ্ক স্থির করিয়াছে যেহেতুক তাহাতে দুঃখিলোকেরা নিত্য ব্যয়ের মধ্যেহইতে কিঞ্চিৎ২ রাখিয়া সঞ্চয় করিতে পারিবেক এ বাঙ্কের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে টাকা রাখে এবং সে টাকা বাঙ্কে জমা হইয়া শুদ চলিতে থাকে সে ব্যক্তি স্বেচ্ছা মতে শুদ সমেত টাকা বাহির করিয়া লইতে পারে এবং এই সকল লোকের টাকার হিসাব ও শুদের হিসাব করিতে আকিঞ্চন না হয় এই নিমিত্ত কেবল গোটা টাকা ঐ বাঙ্কে লয় এবং গোটা টাকাভিন্ন আনা ও পাইর শুদ দের না ইহাতে টাকাওয়ালারদিগের ক্ষতি হয় না হিসাবেও কোন আকিঞ্চন হয় না। এ প্রকার বাঙ্ক ইংগ্লণ্ড দেশে প্রায় প্রতিনগরে স্থাপিত হইয়াছে সে সকল বাঙ্কে এক টাকা অবধি যত টাকা ইচ্ছা তাহাই রাখা যায়।

যথার্থ বিচার।

ফারসীর এক বাদশাহ এক আয়িন আপন নগরে স্থির করিয়াছিলেন যে কোন বড় গর্হিত পাপ যদি কেহ করে তবে তাহার দুই চক্ষু উৎপাটন করা যাইবেক। পরে সেই বাদশাহের পুত্র দৈবাৎ সেই গর্হিত কর্ম্ম করিল তাহা সকল লোকে জানিল ও বাদশাহ তাহা জানিয়া তাহাকে নিকটে আনিয়া মনে বিবেচনা করিলেন যে আপনি আয়িন করিয়া আপনি ভাঙ্গিলে মন্দ হইবেক ইহাতে সেই পুত্রের এক চক্ষু ও আপনার এক চক্ষু উৎপাটন করিলেন। ইহা দেখিয়া সকল লোক তাঁহাকে যাথার্থিক জানিয়া তাঁহার আয়িন উত্তম রূপে গ্রহণ করিল।

পঞ্জিকা।

এতদ্দেশে নবদ্বীপ ও মৌলা ও বারুইখালি ও বাবলা ও খানাকুল ও বক্তারপুর

ও বালি ও গঙ্গাপুর এই সকল গ্রামে পঞ্জিকা প্রস্তুত হয় ইহার মধ্যে কতক আমারদের নিকটে পৌঁছিয়াছে সকল পঞ্জিকা আইলে আগামী বৎসরের গ্রহণাদি জানান যাইবেক।

মেঘে জলোৎপত্তির বিষয়।

মেঘহইতে বৃষ্টি হয় ইহার মূল সমুদ্র কিন্তু সে জল কি প্রকারে মেঘে প্রবিষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার মেঘহইতে নিঃসৃত হয় ইহার কারণ কেহ কহে ইন্দ্রের হস্তী শুণ্ডদ্বারা সমুদ্রের জল শোষণ করে কেহ কহে সূর্য্যরশ্মিতে জল আকাশে উঠে কিন্তু যাহারা জাহাজ দ্বারা সমুদ্রে গমনাগমন করে তাহারা ইহার মূল বৃত্তান্ত দেখিয়া লোকেরদিগকে জানাইয়াছে। তাহার বৃত্তান্ত এই।

সমুদ্রের মধ্যে স্থানে২ দশ পঁচিশ হাত ঘুরনা হইয়া জল আকর্ষণ হয় ও দূরহইতে কাল স্তম্ভের ন্যায় দেখা যায় এবং অতিশয় শব্দ হয় এবং সমুদ্রের যে স্থানহইতে সে উঠে সে স্থানের জল উৎপ্লুত হয় ও ফেণা জন্মে সে জল ঐ স্তম্ভে যত ঊর্দ্ধে উঠে তত ক্রমে পাতলা২ বিন্দু হইয়া মেঘ স্থানে পঁহুছিলে মেঘ হইয়া বায়ুদ্বারা চলিয়া বেড়ায় যখন কোন জাহাজ তাহার নিকটবর্ত্তী হয় তখন জাহাজস্থ লোকেরা অতিশয় ব্যাকুল হইয়া তাহার প্রতি তোপ মারে তাহাতে সে ভাঙ্গিয়া জল সমুদ্রের মধ্যে পড়ে ইহাতে জাহাজের বিঘ্ন হয় না যদি তোপ দ্বারা না ভাঙ্গা যায় তবে তাহার মধ্যে জাহাজ পড়িলে তাহার নীচে ভগ্ন হইয়া উপরিস্থ জল জাহাজে পড়িলে জাহাজ তখন নষ্ট হয়।

ইস্তাহার ।—

সন ১৮১৯ সাল ইং ১ মার্চ মোতাবেক বাং সন ১২২৫ সাল ২১ ফাল্গুন রোজ মঙ্গলবার ১২০১০০০ মোন লবণ শ্রীযুত কোম্পানি ইংরেজ বাহাদুরের সরকারে হিজলি ও তমোলোক ও চব্বিশ পরগণা ও ভুলুয়া ও চাটিগ্রাম ও [illegible] ও কটক ও মান্দ্রাজ ও [illegible] ও [illegible] ও [illegible] নারায়ণগঞ্জ এবং মোকামে ৮২ কিস্তির ওয়ারে প্রতি কিস্তি ১০০০ মোন হইয়া বিক্রয় হইবেক কিস্তি ৪ টাকা বায়না দিয়া [illegible] দরখাস্ত সন্দা পাকা করিবেক।

আশীর গড়।

যে অদ্বিতীয় আশীর গড়েতে এখন আছে সে আপন মুনীব শ্রীযুত দৌলৎ রাও সিন্ধিয়া মহারাজের আজ্ঞা পাইয়াও ঐ গড় ইংলণ্ডীয়েরদিগকে দেয় না এই নিমিত্ত শত্রুভূত আর কোন উপায় না দেখিয়া শ্রীযুত জেনরাল দক্তন সাহেবকে অনেক সৈন্য সমেত সেখানে পাঠাইয়াছেন। গত শান্তির সময়ে সিন্ধিয়া মহারাজ স্বীকার করিয়াছিলেন যে আশীর গড় ও হিণ্ডিয়া এই দুই গড় কতক দিন ইংলণ্ডীয়েরদের অধীন থাকিবে কতক বৎসরের পর পুনর্ব্বার লওয়া যাইবেক।

ইংলণ্ডের বাদশাহের কর্জ।

ইংলণ্ডের বাদশাহ গত এক শত২ বৎসরের মধ্যে রাজকর্ম্ম চালাইবার কারণ ইংলণ্ডের নানা লোকের স্থানে টাকা কর্জ করিয়াছেন এই টাকা ক্রমে২ সুদদ্বারা বাড়িয়াছে এবং গত বৎসরের জানুআরি মাসে ৬০০০০০০০০০ বাদশাহের কর্জ হইয়াছিল ঐ টাকার সুদ বৎসর২ দেওয়া যাইতেছে ও বৎসর২ আসল টাকাও কিছু২ শোধ হইতেছে। এই টাকার প্রতিবৎসরকার সুদ ও আসল শোধ নিমিত্ত টাকা ইংলণ্ড দেশোৎপন্ন টাকা হইতেই হইতেছে এ দেশহইতে কিছুই যায় না।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে।

অনেক লোকের জমীন সাবিক জেলায় রোজ ও তারিখ মাফিক নীচের তপশিল সরকারের বাকী আদায় কারণ প্রকাশ স্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমী ও জমার তপশীল বোর্ডরিবনু কাচারির দপ্তরখানায় অথবা জেলার কালেক্টরি কাচারিতে মালুম হইবেক।

মুরশেদাবাদ বৃহস্পতিবার ২৫ মার্চ সন ১৮১৯ ইং ১৩ চৈত্র সন ১২২৫ বাং বোর্ডরিবনু কাচারির দপ্তরখানায়।

[illegible]

ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্ট বৃহস্পতিবার ১৮ মার্চ সন ১৮১৯ ইং ১০ চৈত্র সন ১২২৫ বাং কালেক্টরি কাচারিতে।

[illegible] বৃহস্পতিবার ১৮ মার্চ সন ১৮১৯ ইং ৬ চৈত্র সন ১২২৫ বাং কালেক্টরি কাচারিতে।

মুরশেদাবাদ বৃহস্পতিবার ২৫ মার্চ সন ১৮১৯ ইং ১৩ চৈত্র সন ১২২৫ বাং কালেক্টরি কাচারিতে।

ইতি তাং ৯ ফিবরেল সন ১৮১৯ ইং বোর্ডরিবনুর হুকুমে।

অনেক লোকের জমীন সাবিক জেলায় রোজ ও তারিখ মাফিক নীচের তপশীল প্রকাশ স্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমী ও জমীর তৈফীল বোর্ডরিবনু কাচারির দপ্তরখানায় অথবা জেলার কালেক্টরি কাচারিতে মালুম হইবেক।

হিজলি বৃহস্পতিবার ২৫ মার্চ সন ১৮১৯ ইং ১৩ চৈত্র সন ১২২৫ বাং বোর্ডরিবনুর সাহেবেরদের দপ্তরখানায়।

মেদনীপুর বৃহস্পতিবার ৮ আপরেল সন ১৮১৯ ইং ২৭ চৈত্র সন ১২২৫ বাং বোর্ডরিবনুর কাচারির দপ্তরখানায়।

হিজলি ও ময়মনসিংহ বৃহস্পতিবার ২৫ মার্চ সন ১৮১৯ ইং ১৩ চৈত্র ১২২৫ বাং কালেক্টরি কাচারিতে।

মেদনীপুর বৃহস্পতিবার ৮ আপরেল সন ১৮১৯ ইং ২৭ চৈত্র সন ১২২৫ বাং কালেক্টরি কাচারিতে।

যশোহর বৃহস্পতিবার ১ আপরেল সন ১৮১৯ ইং ২০ চৈত্র সন ১২২৫ বাং কালেক্টরি কাচারিতে।

ইতি তারিখ ১৩ ফেবরেল সন ১৮১৯ ইং বোর্ডরিবনুর হুকুমে।

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক থাকে তিনি শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ তাঁহার নিকট পাঠান যাবেক তাহার মূল্য মাসে২ এক টাকা। যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাঁহার নিকটে না পৌঁছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাঁহার নিকট পাঠান যাবেক

সমাচার দর্পণ

৪৯ সংখ্যা। শনিবার। ৬ মার্চ সন ১৮১৯। ২৪ ফাল্গুন সন ১২২৫।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যাদির কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে॥

সমাচার দর্পণ।

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির কাগজের জন্য টাকার সুদের [illegible] করিতে হইলে শতকরা দুই টাকা [illegible]। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা দুই টাকা বাটা লাগে, [illegible]।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

৬	মার্চ	শনিবার	২৪	ফাল্গুন	
৭	ঐ	রবিবার	২৫	ঐ	
৮	ঐ	সোমবার	২৬	ঐ	
৯	ঐ	মঙ্গলবার	২৭	ঐ	
১০	ঐ	বুধবার	২৮	ঐ	
১১	ঐ	বৃহস্পতিবার	২৯	ঐ	
১২	ঐ	শুক্রবার	৩০	ঐ	সংক্রান্তি

পশ্চিমের যুদ্ধ।

সমাচার জানা গিয়াছে যে পিণ্ডারিরদের যে চতু নামে এক জন অধ্যক্ষ ছিল সে অতি সৈন্য লইয়া শ্রীযুত জান সাহেব ও গোন্দওয়ানা পর্ব্বতহইতে লইয়া গিয়াছে অনুমান হয় যে জান সাহেব তাহার পশ্চাত গিয়া যে দেশেই যাইবেন সেখানে নানা স্থানে ইংগ্লণ্ডীয়েরা এমত সৈন্য রাখিয়াছেন যে তিনি পলাইয়া বাঁচিতে পারিবেন না অবশ্য ধরা যাইবেন। কিন্তু সে স্থান এমত বড় যে যদি তিনি একাকীমাত্র পলাইয়া যান তবে তাঁহাকে ধরা [illegible]।

মোং টোংহারাহইতে আগত ৮ ফেব্রুআরি তারিখের পত্রে জানা গেল যে শ্রীযুত কাপ্তান জোন্স সাহেব আর সাহেবের সহায় কত শত আরবেরদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহারদিগকে মারিলেন তাহার মধ্যে [illegible] ছিল তাহার [illegible] খুন হইল ও [illegible] জখম হইল এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরদের মধ্যে এক জন [illegible] খুন হইল ও [illegible] জন [illegible] সিপাহী খুন হইল ও [illegible] জখমী হইল ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য হইতে পিণ্ডারি পূর্ব্বে যাহারা আরবেরদের সহিত মিলিয়াছিল তাহারদের মধ্যে এক জন এই যুদ্ধে খুন হইয়াছে।

রজপুতানা।

আগরাহইতে আগত ৬ ফেব্রুআরি তারিখের পত্রে এই জানা গেল যে মথুরা ও আগরাহইতে আজমের পর্য্যন্ত রজপুতানা দেশের লোকেরা নির্ভয়রূপে গমনাগমন করিতেছে যেমন কলিকাতাহইতে মুরশেদাবাদে লোকেরা গমনাগমন করে। পূর্ব্বকালে পথ এমত নির্ভয় ছিল না যেহেতুক তখন পিণ্ডারিপ্রভৃতিরদের দৌরাত্ম্যপ্রযুক্ত পথ বড় সভয় ছিল। রজপুতানা দেশ এখন ক্রমে২ বিশ্রাম পাইতেছে কিন্তু পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রেরা ও পিণ্ডারিরা ও পাঠানেরা রজপুতানা দেশ এমত বিধ্বস্ত করিয়াছে যে ঐ সকল দেশ সুকৃতরূপে বিশ্রাম পাইতে অনেক বৎসর লাগিবেক।

গোহত্যা নিবারণ।

কাশ্মীর ও অমৃতেশ্বরের আকবারের দ্বারা শুনা গেল যে গত বৎসরে যখন শ্রীযুত রণজিৎ সিংহ বাহাদুর কাবোলের রাজধানী পেশোর আক্রমণ করিলেন তখন তিনি গ্রামে আজ্ঞা দিলেন যে কোন ব্যক্তি পেশোর নগরে গোহত্যা না করে। কিন্তু নগরের তাবৎ লোক মুসলমান তাহারা সে আজ্ঞা না মানিয়া তাবৎ গোহত্যা করিতে লাগিল। তাহাতে শ্রীযুত রণজিৎ সিংহ মুসলমানেরদিগকে কাটিতে আজ্ঞা দিয়া দুই হাজার মুসলমানেরদিগকে কাটাইলেন। ইহাতে আপনার নায়ে মুসলমানেরা কাবোলের পর্ব্বতেতে লাগিয়া রণজিৎ সিংহের [illegible] দিল। তাহাতে অনেক সিংলোক মারা পড়িল ও রণজিৎ সিংহ পলাইয়া অটক নদী পার হইয়া আপন রাজধানী লাহোরে আসিয়া আপন প্রাণ বাঁচাইলেন। এই যুদ্ধে পরাস্ত হওয়াতে রণজিৎ সিংহের যুদ্ধবিষয়ে যে কীর্ত্তি ছিল তাহার অনেক ন্যূনতা হইয়াছে। এবং এমত জনরব হইয়াছে যে কাবোলের এক অধ্যক্ষ আজীমখাঁহইতে রণজিৎ সিংহ দশ লক্ষ টাকা লইয়াছেন।

নয়াগড়।

পূর্ব্বে জানান গিয়াছে যে নয়াগড় অধিকার করিতে সৈন্য গিয়াছে সে নয়াগড় ইংগ্লণ্ডীয়েরদের নয় কিন্তু হয়দরাবাদের নবাব নিজমালী খাঁর অধিকারের মধ্যে তাহার যে সৈন্য আছে তাহার দরমাহা নবাব নিজমালী খাঁ দেন কিন্তু সে সৈন্য ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতির অধীন। ঐ নিজা

সমাচার দর্পণ।

ঢাকা।

শ্রীযুত সিয়মন বর্দ সাহেব চব্বিশ বৎসরপর্য্যন্ত ঢকা জিলার কোর্টআপীলের পুরান জজের কর্ম্ম করিয়া গত বৎসরে ইংগ্লণ্ডে গিয়াছেন তাহার ঢাকা ছাড়িবার সময়ে ঢাকার নবাব ও অন্যং প্রধান লোকেরা ঐ সাহেবের এক প্রশংসাপত্র লিখিয়া তাঁহার নিকটে পাঠাইয়াছিল এবং আপনারা সকলে চান্দা করিয়া অনেক টাকা সংগ্রহ করিয়া শ্রীযুত সর চার্লস ডাইলি সাহেবের নিকটে কলিকাতা পাঠাইয়াছেন তাহার ফল এই যে ঐ সাহেব এক সোনার পত্র করিয়া সিয়মনবর্দ সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন এই শ্রীযুত বর্দ সাহেবের বিষয়ে ঢাকার লোকের সম্ভ্রমের চিহ্ন।

ইংগ্লণ্ডদেশের শেষ সমাচার।

গত মঙ্গলবারে বাদশাহের এক জাহাজ ইংগ্লণ্ডহইতে পঁহুছিল সে জাহাজ ২১ অক্টুবরে ইংগ্লণ্ড ছাড়িয়াছে তাহাতে জানা গেল যে ১৫ অক্টুবরপর্য্যন্ত সেখানকার রাণীর পীড়া শান্তি হয় নাই।

শ্রীযুত মৌণ্ট ষ্টুআর্ট এলফিনস্টন সাহেব পুনাশহরে ইংগ্লীয়েরদের পক্ষীয় উকীল আছেন বোম্বয়ের বড় সাহেব ইংগ্লণ্ডে গেলে পর তিনি বড় সাহেব হইবেন। ঐ জাহাজে অনেক শত বাক্স পত্র ও চব্বিশ লক্ষ টাকা মোং কলিকাতায় পঁহুছিয়াছে।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

১৯ জানুআরি শ্রীযুত জর্জ ইবান্স সাহেব গুপ্ত ও রাজকর্ম্মালয় দপ্তরের সেক্রেটারির পেস্কার।

১৯ ফেব্রুআরি শ্রীযুত এইচ টি ওএন সাহেব দিনাজপুর জিলার রেজিষ্টর।

২০ ফেব্রুআরি শ্রীযুত এদবার্ড সার্দর্লেণ্ড সাহেব বন্দেলখণ্ডপ্রভৃতি দেশের রাজার নিকটে ইংগ্লণ্ডীয়ের পক্ষীয় উকীল এবং নর্ম্মদা নদীর উভয় পার্শ্বে নূতন লব্ধ দেশের অধ্যক্ষ হইয়াছেন।

মাহমাসীয় তণ্ডুলাদি দ্রব্যের নিরূপিত মূল্য জিলা রঙ্গপুর সন ১২২৫ সাল বাঙ্গালা।

আমদানী	জিনিস	দর
৮০	ওজোন	হিসোন
মোকাম দেবীদুয়া ১৩২॥৵ নিক্কা		
চাউল হাত ছাটা	১/	৫।৵৭৷৷
বালাম চাউল	১/	১৷৷ .৬
মোং গোয়ালপাড়া ৮৩॥৵ নিক্কা		
লবণ সাফ	১/	৫৲
লবণ ময়লা	১	৪৷৷৵
গৌর	১/	৫।৵
শরষা পুরানা	১/	১॥৵
শরষা নূতন	১/	১।৵
মোং মহিল বাড়ী ৭২ নিক্কা		
তৈল	১/	৬১

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে।

অনেক লোকের জমীন সামিল জেলাতায় রোজ ও তারিখ মাফিক নীচের তপসিল সরকারের বাকী আদায় কারণ প্রকাশ স্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমী ও জমার বিবরিত বোর্ডরিবনুর সাক্রটারি দপ্তরখানায় অথবা জেলাতার কালেক্টরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

মুরশেদাবাদ বৃহস্পতিবার ২৫ মার্চ সন ১৮১৯ ইং ১৩ চৈত্র সন ১২২৫ বাং বোর্ডরিবনুর সাক্রটারি দপ্তরখানায়।

সরকারের বাকী ওয়াগয়হ আদায় কারণ।

ময়মনসিংহ ও চাটিগ্রাম বৃহস্পতিবার ১৮ মার্চ সন ১৮১৯ ইং ৬ চৈত্র সন ১২২৫ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

শ্রীহট্ট ও বর্দ্ধমান বৃহস্পতিবার ১৮ মার্চ সন ১৮১৯ ইং ৬ চৈত্র সন ১২২৫ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

মুরশেদাবাদ বৃহস্পতিবার ২৫ মার্চ সন ১৮১৯ ইং ১৩ চৈত্র সন ১২২৫ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

ইতি তাং ১৯ ফিবরুআরি সন ১৮১৯ ইং বোর্ডরিবনুর হুকুমে।

অনেক লোকের জমীন সামিল জেলাতায় রোজ ও তারিখ মবলগ মাফিক নীচের তপসিল প্রকাশ স্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমা ও জমীনের বৈফীয়ত বোর্ডরিবনুর সেক্রটারি দপ্তরখানায় অথবা জেলাতায় কালেক্টরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

হিজলি বৃহস্পতিবার ২৫ মার্চ সন ১৮১৯ ইং ১৩ চৈত্র সন ১২২৫ বাং বোর্ডরিবনুর সাক্রটারি দপ্তরখানায়।

মেদনীপুর বৃহস্পতিবার ৮ আপরেল সন ১৮১৯ ইং ২৭ চৈত্র সন ১২২৫ বাং বোর্ডরিবনুর সেক্রটারি দপ্তরখানায়।

হিজলি ও ময়মনসিংহ বৃহস্পতিবার ২৫ মার্চ সন ১৮১৯ ইং ১৩ চৈত্র ১২২৫ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

মেদনীপুর বৃহস্পতিবার ৮ আপরেল সন ১৮১৯ ইং ২৭ চৈত্র সন ১২২৫ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

যশোহর বৃহস্পতিবার ১ আপরেল সন ১৮১৯ ইং ২০ চৈত্র সন ১২২৫ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

ইতি তারিখ ১৩ ফেবরুআরি সন ১৮১৯ ইং বোর্ডরিবনুর হুকুমে।

অনেক লোকের জমিন সামিল জেলাহায় রোজ ও তারিখ মবলগ নীচের তপসিল মতাবক সরকারের বাকী ওয়াগয়হ আদায় কারণ প্রকাশ স্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমা ও জমীনের কৈফিয়ত বোর্ড রিবনুর সাক্রটারি দপ্তরখানায় অথবা জেলাহার কালেক্টরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

সরকারের বাকি আদায় কারণ।

বর্দ্ধমান বৃহস্পতিবার ১ আপরেল সন ১৮১৯ ইং ২০ চৈত্র সন ১২২৫ বাং বোর্ডরিবনুর সাক্রটারি দপ্তরখানায়।

সরকারের বাকী ও তহসিলদার টাকা আদায় কারণ।

বাখরগঞ্জ বৃহস্পতিবার ২৫ মার্চ সন ১৮১৯ ইং ১৩ চৈত্র সন ১২২৫ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

মুরশীদাবাদ বৃহস্পতিবার ৮ আপরেল ১৮১৯ ইং ২৭ চৈত্র সন ১২২৫ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

ত্রিপুরা বৃহস্পতিবার ২৫ মার্চ সন ১৮১৯ ইং ১৩ চৈত্র সন ১২২৫ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

চব্বিশপরগণা বৃহস্পতিবার ১৫ আপরেল সন ১৮১৯ ইং ৪ বৈশাখ ১২২৬ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

ইতি তারিখ ২ মাহ মার্চ সন ১৮১৯ ইং বোর্ডরিবনুর হুকুমে।

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক থাকে তিনি শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহেং কাগজ তাঁহার নিকট পাঠান যাবেক তাহার মূল্য মাসেং এক টাকা। যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকট না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাঁহার নিকট পাঠান যাবেক।

সমাচার দর্পণ

৪১ সংখ্যা | শনিবার। ১৩ মার্চ সন ১৮১৯। ১ চৈত্র সন ১২২৫।

দর্পনে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে॥

সমাচার দর্পণ।

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা এক টাকা চারি আনা ডিষকৌণ্ট। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা এক টাকা বার আনা ডিষকৌণ্ট।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

১৩	মার্চ	শনিবার	১	চৈত্র
১৪	ঐ	রবিবার	২	ঐ
১৫	ঐ	সোমবার	৩	ঐ
১৬	ঐ	মঙ্গলবার	৪	ঐ
১৭	ঐ	বুধবার	৫	ঐ
১৮	ঐ	বৃহস্পতিবার	৬	ঐ
১৯	ঐ	শুক্রবার	৭	ঐ

কলিকাতাস্কুলসোসাইটি।

আমরা শুনিয়াছি যে কলিকাতাস্কুল সোসাইটি সকল বাঙ্গলা পাঠশালার উপকারার্থে চেষ্টা করিতেছেন এবং কলিকাতা শহরের মধ্যে যেখানে যত২ পাঠশালা আছে তাহার তদারকাদি সকল শ্রীযুক্ত গৌরমোহন পণ্ডিত করিবেন ও গুরু মহাশয়েরা আপনারদিগের নাম ও জাতি ও শিষ্যসংখ্যা ও শিষ্যেরদিগের পাঠ ঐ পণ্ডিতের নিকট লিখাইবে। বোধ হয় যাদৃশ তাহারদের সাধ্য তদনুরূপ অভিধান ও গণিত এবং আর২ প্রকার পুস্তক সকল দ্বারা ঐ পণ্ডিত গুরু মহাশয়েরদিগের সাহায্য করিবেন।

মরন।

গত ২৭ ফেব্রুআরি ইং ১৭ ফাল্গুন বাং যশোহরের রাজা বানীকণ্ঠ রায় মরিয়াছেন তাঁহার বয়ঃক্রম অনুমান ত্রিশবৎসর হইয়াছিল। ইহার পিতা শ্রীকণ্ঠ রায় এতদ্দেশে অতিখ্যাত এবং সংস্কৃত ও পারশী ও হিন্দী ও ইংরাজীতে বিদ্যাবান্ ছিলেন এবং তাহার গানশক্তি ও কবিতাশক্তি অতিশয় ছিল তাহার রচিত অনেক উত্তম২ গান গায়কেরা অদ্যাপি গান করেন।

শ্রীশ্রীযুত।

শ্রীশ্রীযুত এই হিন্দুস্থানের বড় সাহেব হইয়া আসিয়া এই রাজ্যের যথার্থ বন্দোবস্ত করাতে এবং পিণ্ডারিরদের দৌরাত্ম্য প্রযুক্ত সর্ব্বদা বিপত্তিগ্রস্ত পশ্চিম হিন্দুস্থানের সেই বিপদুদ্ধার করণপ্রভৃতি সৎকর্ম্ম করাতে শ্রীশ্রীযুত ইংগ্লণ্ডের যুবরাজ গত অক্টুবর মাসে নূতন সম্ভ্রমের চিহ্ন তাঁহাকে দিয়াছেন এই সম্ভ্রম পূর্ব্বে কেবল শ্রীশ্রীযুত লার্ড মারিণ্টনের ভ্রাতার ছিল সংপ্রতি এই বড় সাহেবের হইয়াছে।

শ্রীশ্রীযুত যুবরাজ প্রকৃত রাজার মত এই সম্ভ্রম দিলেন ইংগ্লণ্ড দেশে শ্রীশ্রীযুতের বার বৎসরবয়স্ক এক বালক আছেন তিনি পাঠশালাতে পাঠ করেন তাঁহাকে এক দিন শ্রীশ্রীযুত ইংগ্লণ্ডের যুবরাজ ডাকিয়া আপন গলাহইতে সেই সম্ভ্রমের চিহ্ন খুলিয়া ঐ বালকের গলেতে দিলেন ও কহিলেন এই সম্ভ্রমের চিহ্ন তুমি আপন পিতার নিকটে পাঠাও।

বাদপুর।

পাটনা জিলার বাদপুর গ্রামহইতে সমাচার আসিয়াছে যে মোং বুড়া সম্বরের জমীদার ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত বিরোধ করিয়া নানা কুচেষ্টা করিতে লাগিল। ইহাতে দানাপুরের ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতি তাহার প্রতিকূলে সৈন্য পাঠাইল এবং তাহারা ঐ জমীদারের উপরে এইমত আক্রমণ করিল যে ঐ জমীদার আপনি পর্ব্বতের উপরে পলাইবারমাত্র অবকাশ পাইল তাহার খুড়া আঘাতী হইল সে জমীদারের নাম অচল সিংহ কিন্তু এই কর্ম্মেতে ঐ অচল সিংহ আপন দুই নামের বিপরীত করিল যেহেতুক সে শৃগালের মত পলায়ন করিল। সেই দেশ ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকারের দক্ষিণ পশ্চিম সীমাতে সেখানকার প্রজারা পাটনার নবাবের রৈয়ৎ তথাপি নবাবের অনুরোধ না করিয়া ঐ অচল সিংহের অনুগামী হইয়াছে।

ইহারদের দমন করাতে রামগড়ের সিফাহীরদের অতি সাহসিক কর্ম্ম দেখা গিয়াছে। পাঁচ জন সিফাহী ও এক জন বানিয়া ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য খরচের কারণ গাড়ীর দ্বারা দানা লইয়া যাইতেছিল ইতোমধ্যে এক গ্রাম দিয়া যাইতে ঐ গ্রামের সকল লোক আসিয়া ঐ পাঁচ জনের উপরে পড়িলও দানা আটকাইল। পরে ঐ পাঁচ জন সিফাহী আপনারদিগের চতুর্দ্দিকে ঐ দানার চারি পাঁচখানা গাড়ি রাখিয়া আপনারা যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বন্দুক ছাড়িতে লাগিল ঐ গ্রামীয় দুই শত লোক ঐ পাঁচ জনের প্রতি দূরহইতে তীর মারিতে লাগিল এই প্রকারে ঐ পাঁচ জন সিফাহী বত্রিশদণ্ডপর্য্যন্ত এত লোকের সহিত যুদ্ধ করিল পরে বারুদ ফুরাইল তাহাতে তাহারা নিরুপায় হইলে গ্রামের লোকেরা

ঐ পাঁচ জনকে খুন করিল। পূর্ব্বে যখন ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য ঐ গ্রাম দিয়া বাদনূরে যাইতেছিল তখন ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতিরা ঐ গ্রামের লোকেরদিগকে নানাপ্রকার আশ্বাস বাক্যের দ্বারা আপ্যায়িত করিয়া এবং দুঃখি লোকেরদিগকে কিঞ্চিৎ২ দিয়া গিয়াছিল কিন্তু ঐ গ্রামের কৃতঘ্ন লোকেরা ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যের প্রতি তাহার বিপরীত ব্যবহার করিল।

বোনাপার্ত।

গত অক্তুবর মাসে জরমনি দেশের এক নগরে ইওরোপের সকল মহাবাদশাহেরা একত্র হইলেন তৎকালে রুষিয়ার বাদশাহ সকলের সাক্ষাৎকারে জানাইলেন যে বোনাপার্ত যে উপদ্বীপে আছেন সে স্থান মন্দ তৎপ্রযুক্ত অন্য উত্তম স্থানে তাঁহাকে রাখিলে ভাল হয়।

বোনাপার্তকে ফ্রান্স দেশহইতে তাড়িয়া দিলে পর সে দেশ স্থির করিয়া রাখিবার নিমিত্ত যে দেড় লক্ষ সৈন্য সেখানে স্থাপিত করা গিয়াছিল সেইং সৈন্য আপনং দেশে পুনর্ব্বার যাইবেক এই পরামর্শ ঐ বাদশাহেরদের সভাতে স্থির হইয়াছিল। তাহাতে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের যে সৈন্য ফ্রান্স দেশে ছিল তাহার মধ্যে ছয় হাজার এই দেশে আসিবে অবশিষ্ট ইংগ্লণ্ডে যাইবে।

উত্তর কেন্দ্র।

আমরা পূর্ব্বে জানিয়াছিলাম যে উত্তর কেন্দ্র দর্শনার্থে বাদশাহের খরচে জাহাজ গিয়াছিল এখন শুনা গেল যে সে জাহাজ উত্তর কেন্দ্রপর্য্যন্ত যাইতে না পারিয়া পথহইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। সে জাহাজ অনেক দূর গিয়াছিল কিন্তু সম্মুখে অবশিষ্ট সাড়ে তিন শত ক্রোশ থাকিতে জলজমাৎপ্রযুক্ত আর যাইতে পারিল না সেখানে অনেক জলজমাৎ অর্থাৎ বরফ খুলিয়া আসিয়াছে তথাপি এখনও এত জলজমাৎ সেখানে আছে যে অগম্য পর্ব্বতের ন্যায় দেখা যায়। তাহার মধ্যে এক জাহাজের উভয় পার্শ্বে দুই বরফের পর্ব্বত প্রবল বায়ুপ্রযুক্ত লাগিল তাহাতে ঐ জাহাজ জল ছাড়া হইয়া উঠিল এবং জাহাজের দুই পাশ এমত চাপা গেল যে প্রায় জাহাজ মারা পড়িয়াছিল।

শ্রীযুত আপাসাহেব।

আমরা শুনিয়াছি যে আপাসাহেব আপনি আসীর গড়ের মধ্যেই গিয়াছেন তৎপ্রযুক্ত ইংগ্লণ্ডীয়েরা আসীর গড়ের চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়াছে পূর্ব্বে যে সৈন্য আসীর গড়ে গিয়াছিল তাহাহইতেও অধিক দুই হাজার সৈন্য সংপ্রতি সেখানে গিয়াছে এবং হুসিঙ্গাবাদে তোপ প্রস্তুত করা গিয়াছে প্রয়োজন উপস্থিত হইবামাত্র ঐ তোপ আসীর গড়ে পঁহুছিবেক।

আসীর গড় পর্ব্বতের উপরে গ্রথিত সে গড় নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণে ত্রিশ ক্রোশ এবং নাগপুরের পশ্চিমে এক শত ক্রোশ তাহার নিকটে বুহানপুর নামে এক মহা কিল্লা আছে এবং তাহার দক্ষিণে তপ্তী নদী বহে। তাহার বিষয়ে লোকে বলে যে এই গড় কেহ লইতে পারিবেক না তথাপি ১৮০৩ সালে করনাল স্টীবেনসন সাহেব সেই গড় অধিকার করিল কিন্তু তখন লোকেরা ভাবিল যে কিল্লাদারের শঠতাপ্রযুক্ত এমত হইয়াছে।

হিন্দুস্থানীয় কোন বাদশাহ সে গড় লইতে পারে নাই। সে গড়ের লোকেরা কহে যে অতি উচ্চত্বপ্রযুক্ত ও দেবতারদের অনুগ্রহপ্রযুক্ত এই গড়ের মধ্যে কখনও শত্রুরদের গুলি পঁহুছিতে পারে নাই। কিন্তু ইংগ্লণ্ডীয়েরা প্রথম গিয়া গুলি ক্ষেপ করিলে গুলি ঐ গড়ের কিল্লাদারের স্ত্রীর হস্তে পড়িবামাত্র তাহার হস্ত নষ্ট হইল ইহাতে সেই লোকেরা অতি আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতেছে।

শ্রীযুত করনাল আদমস সাহেবের আসীর গড়ে যাওন কালে সকল লোক তাহার অনুকূল হইল কেহই তাহার মন্দকারী হইল না এবং আপা সাহেবের দুই জন সরদার আপনারাই আসিয়া তাহার শরণাপন্ন হইল এবং আপা সাহেবের যাবৎ কুমন্ত্রণার মূলীভূত যে মোহন সিংহ নামে এক সরদার সে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের হাতে পড়ে নাই সে অগম্য পর্ব্বত ও অরণ্যে পলাইয়া আছে। আপা সাহেব পূর্ব্বে মহাদেব পর্ব্বতের যে স্থানে ছিলেন সে স্থান অতিসুন্দর তাহার নাম পঞ্চমুনি এবং সেখানে এক স্থানহইতে জল নির্গত হয় ও মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডের মত সে স্থান সে দেশে তীর্থ রূপে অতিপ্রসিদ্ধ।

১৮ ফেব্রুআরি তারিখে শ্রীযুত মেজর ওব্রেয়েন সাহেব ঐ আপা সাহেবের পক্ষীয় চৈন শাহের উপরে অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া তাহার দেড় শত লোককে মারিল চৈন শাহ ও তাহার দুই ভাই পলায়ন করিল। এখন আপা সাহেবের পক্ষীয় লোকের মধ্যে চৈনশাহ ও গঙ্গা রাও ও মোহন সিংহ এই তিন জন ব্যতিরেকে সকলি ইংগ্লণ্ডীয়েরদের হস্তগত হইয়াছে।

আপা সাহেব আসীর গড়ে পঁহুছিয়া তথাকার কিল্লাদার যশোবন্তরাও সারের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছে।

হয়দরালী।

গত সপ্তাহের সমাচার দর্পণে হয়দরালীর বিবরণ ও তাহার প্রাচীন মিত্র মহেত্তরাওর বধপর্য্যন্ত লিখা গিয়াছে এই সপ্তাহে তাহার শেষ বিবরণ লিখা যাইতেছে।

হয়দরালী মহীসুর রাজ্যে আপন পরাক্রম স্থির করিয়া পশ্চিম দেশ লুট করিবার কারণ প্রস্থান করিল ও বিদকর শহরের রাজাকে পরিবর্ত্ত করিয়া নূতন রাজাকে তৎপদাভিষিক্ত করিল বিদকর হইতে ইঙ্গোরের কিল্লাদার তাহার প্রতি গোলা মারিল ইহাতে সে কিল্লার এক শত সৈন্য ধরিয়া নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করিয়া ছাড়িয়া দিল। পরে অনন্তপুরের মহারাণী আপন সর্ব্বস্বরক্ষার কারণ তাহাকে ছাপ্পান্ন লক্ষ টাকা নগদ দিতে চাহিল কিন্তু হয়দরালী তাহা লইল না। পরে ঐ মহারাণী আপন বাটীতে অগ্নি দিয়া পলায়ন করিল। হয়দরালী তৎক্ষণাৎ তথাতে পঁহুছিয়া অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া বাটী লুট করিল তাহাতে আট কোটি টাকা পাইল যখন সে বিদকর রাজ্যে ছিল তখন তাহার কম্প রোগ হইয়াছিল সে সময় তাহার নিজ চাকর জন কএক মহীসুরের রাজার চাকরেরদিগের সহিত মিলিয়া তাহার নাশ চেষ্টা করিয়াছিল। তাহা জানিয়া সে সকল লোককে আপন কাছে ডাকিয়া যাবৎ আপনার কম্প রোগ ছিল তাবৎ তাহারদিগকে বাকছলে নিকটে রাখিয়া কম্প দূর হইলে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া আপন দরবারে বসিয়া সকল চাকরেরদের দোষ গুণ বিচার করিয়া তিন শত চাকরকে দোষী করিয়া শহরের রাস্তায় ২ ফাঁসী দিল। পরে অন্য২ রাত্রের নিদ্রার মত নির্ভাবনায় নিদ্রা করিল। পরে কালিকতের রাজার সর্ব্বস্ব লুট করিবার উদ্যোগ করিলে কালিকতের রাজা বার লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার করিল তাহাতে হয়দরালী প্রথমতঃ সম্মত হইল কিন্তু গোপনে কালিকতে সৈন্য পাঠাইয়া এককালে অধিকার করিল এবং টাকা লইবার কারণ তাহার মন্ত্রী লোককে নানাপ্রকার যন্ত্রণা দিতে লাগিল। ঐ রাজা আপন ঘরে অগ্নি দিয়া আপন প্রাণত্যাগ করিল। হয়দরালী লুট করিয়া সে বার লক্ষ টাকা না পাইয়া তাহার ন্যূন পাইল পরে মলয়বারের লোকেরা তাহার প্রতিকূল চেষ্টা করিল তাহা শুনিয়া সেখানে পঁহুছিয়া তাবৎ লোকের মস্তক ছেদন করিতে ও ফাঁসী দিতে আজ্ঞা করিল। পরে তাহাতে ক্ষান্ত হইয়া পোনের হাজার লোক ধরিয়া মজুরের কর্ম্ম করিতে মহীসুর রাজ্যে পাঠাইল তাহার মধ্যে দুই শত লোক সেখানে পঁহুছিল অবশিষ্ট লোক পথেই মরিল।

পরে হয়দরাবাদের নবাব নিজামালী খাঁ ও মহম্মদালী ও মহারাষ্ট্রেরা একত্র হইয়া মহীসুর অধিকার করিতে আইল তখন হয়দরালী তাহারদের আসিবার পথে যে২ গ্রাম আছে তাহার ঘর ও বৃক্ষ ও খাদ্য সামগ্রী সকল এককালে দগ্ধ করিতে আপন লোককে আজ্ঞা করিল যে বিপক্ষেরা আসিয়া আহারাদি ও থাকিবার স্থান না পায়। তথাপি ঐ মহারাষ্ট্রীয়েরা পতঙ্গের ন্যায় রাজ্যের মধ্যে পড়িয়া লুট ও দগ্ধ করিতে লাগিল। তখন হয়দরালী তাহারদিগকে পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা দিয়া সম্মত করিয়া বিদায় করিল।

পরে মহীসুরের রাজার প্রাচীন উজীর নঞ্জরাও মহারাষ্ট্র মাধবরাও ও নিজামালীখাঁর সহিত এক পরামর্শ হইয়া হয়দরালীর বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতে লাগিল তাহাতে হয়দরালী নঞ্জরাওকে শ্রীরঙ্গপত্তনে আনয়নের চেষ্টা অনেক করিল কিন্তু নঞ্জরাও তাহার শঠতা জানিয়া শ্রীরঙ্গপত্তনে আপন সৈন্য সমেত যে যাইবে ও আপন বশে থাকিবে ও হয়দরালীর সহিত কথোপকথন করিবে এবং যে হয়দরালী কোন দুষ্টতা না করিবে এমত কোরাণের উপরে হাত রাখিয়া হয়দরালীর দিব্য লইল। নঞ্জরাও তাহার নিকট পঁহুছিবামাত্র তাহাকে কএদ করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব আক্রমণ করিল ও কহিল যে আমি কোরাণ বলিয়া যে দিব্য করিয়াছিলাম সে কোরাণ নহে সে মিথ্যা কাগজ ইহা বলিয়া কাগজ দেখাইল।

কিন্তু হয়দরালীর তাবৎ দুষ্টতা লিখা অপার অতএব আর দুই তিন প্রসঙ্গ লিখিয়া সাঙ্গ করি। ১৭৭৩ সালে হয়দরালী কুরুদেশ আক্রমণ করিলে সেখানকার লোকেরা পলাইয়া পর্ব্বত আশ্রয় করিয়া রহিল। পরে হয়দরালী আজ্ঞা করিল যে ঐ সকল লোকের মাথা যে২ আনিতে পারিবে তাহারদিগকে এক২ মস্তক প্রতি পাঁচ২ টাকা দিব। ও ছাওনিতে বসিয়া আপনি মাথা গনিতে ও টাকা বাঁটিতে লাগিল। এই আজ্ঞাতে সৈন্যেরা ক্রমে সাত শত মস্তক কাটিয়া আনিল। পরে অতিসুন্দর দুইটী ছিন্ন মস্তক দেখিয়া তাহার দয়া জন্মিয়া মস্তক কাটিতে বারণ করিল কিন্তু হয়দরালীর জন্মের মধ্যে ঐ একবারমাত্র তাহার দয়া জন্মিয়াছিল। গোলামালী নামে এক জন হয়দরালীর আত্মীয় ছিল। কোন২ সময়ে হয়দরালী নিদ্রাদশাতে চমকে২ উঠে ইহা সে দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে আপনার কি কারণ নিদ্রাবস্থাতে এমত ভাব হয়। পরে হয়দরালী কহিল যে আমি যে এই তক্তে বসিয়াছি ইহাতে সহস্র২ কণ্টক আছে কিন্তু আমার পদ হইতে যোগীর পদ ভাল তাহারা শয়ন করিলে সুখে নিদ্রা যায় উঠিলে বিপক্ষ দেখে না আমার সর্ব্বদা বিপক্ষদর্শন হয়।

১৭৮২ সনে হয়দরালীর মৃত্যু হইল

সমাচার দর্পণ।

তাহার প্রকাণ্ড শরীর ছিল ও বলও তাদৃক ছিল এবং এক শত হাত দীর্ঘ রেশমী পাগ মস্তকে বাঁধিত যখন বাহিরে যাইত তখন এক হাজার লোক স্বর্ণমণ্ডিত বর্শা হাতে করিয়া অগ্রে২ যাইত তলোয়ার ক্রীড়াতে তাহার তুল্য ছিল না ঘোড়সোয়ার ও তাহার তুল্য ছিল না তাহার হস্তের গুলি কখন লক্ষ ভিন্ন যায় নাই কিন্তু কোন ভাষার লিখা পড়া জানিত না যখন সহী দিত তখন কেবল নিশান সহী মাত্র করিত ছয় প্রকার ভাষা ও তিনুন্দর কহিতে পারিত তাহার এমত জ্ঞান ছিল যে এক সময়ে গান শুনিত ও মুন্সীকে পত্র লিখাইত দেওয়ানের হিসাব ও গাম্ভীন্দার কথা শুনিয়া উপযুক্ত উত্তর দিত এবং কোন স্থানের পত্র আইলে এক জন পড়িয়া শুনাইত এবং আর এক জনকে তাহার উত্তর লিখিতে কহিত সে প্রত্যুত্তর পত্র অন্যদ্বারা শুনিত যদি কিছু অন্য মত হইত তখনি লেখকের মুণ্ডচ্ছেদ করিত এবং তাহার ইন্দ্রিয় এমত বশ ছিল যে অসময়ে কখনও ক্রোধ করিত না প্রত্যুষে উঠিয়া দুই প্রহরপর্য্যন্ত রাজকার্য্য করিত পরে আহার করিয়া এক দণ্ড নিদ্রা যাইত পরে উঠিয়া অশ্বারোহণ করিয়া সৈন্য দেখিত পরে সন্ধ্যাসময়ে বসিয়া দুই প্রহর রাত্রিপর্য্যন্ত রাজকর্ম্ম করিয়া পরে নিদ্রাতে রাত্রি প্রভাত করিত।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

৫ মার্চ শ্রীযুত জে দবলিও সেজ সাহেব গাজীপুরের হাসীল দপ্তরের ছোট কালেক্তর।

শ্রীযুত তামস মেলওএরিং সাহেব জৌনপুরের কালেক্তর।

শ্রীযুত দবলিও জে হার্ডিন সাহেব এলাহাবাদের হাসীলের কালেক্তর।

শ্রীযুত হেনরি মণ্ডি সাহেব ত্রিপুরার কালেক্তর।

শ্রীযুত রাবর্ট বার্ল সাহেব গাজীপুরের কালেক্তর।

শ্রীযুত ওলাম এচ বেল্লে সাহেব বীরভূমির কালেক্তর।

শ্রীযুত ওগাম ফ্রেন সাহেব মুজফ্ফরপুরের কালেক্তর।

শ্রীযুত রাল্ফ সাল্দের্ণ সাহেব হুগলির হাসীলের কালেক্তর।

শ্রীযুত জে ই ওলিন্সন্ সাহেব বানারসের হাসীল দপ্তরের ছোট কালেক্তর।

শ্রীযুত আর পি নিসবেট সাহেব রামগড়ের কালেক্তর।

শ্রীযুত বেঞ্জামিন তেলর সাহেব মুজফ্ফরপুরের কালেক্তরের পেস্কার।

শ্রীযুত এচ এম পার্কর সাহেব নিমক ও আফীম দপ্তরের সেক্রটারির প্রথম পেস্কার।

শ্রীযুত আর ওদবার্দ সাহেব বাহার ও বানারসের বন্দোবস্তকারি সাহেবেরদের পেস্কার।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে।

অনেক লোকের জমীদ দাখিল জেলাহায় রোজ ও তারিখ দাখিল নীচের তপসিল সরকারের বাকী আদায় কারণ প্রকাশ স্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমী ও জমার কৈফীয়ত বোর্ডরিবনুর সাকৃটারি দপ্তরখানায় অথবা জেলাহার কালেক্তরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

সরকারের বাকি আদায় কারণ।

জসহর বৃহস্পতিবার ১৫ আপরেল সন ১৮ ১৯ ইং ৪ বৈসাখ সন ১২ ২৬ বাং বোর্ডরিবনুর সাকৃটারি দপ্তর খানায়।

জসহর বৃহস্পতিবার ৮ আপরেল সন ১৮ ১৯ ইং ২৭ চৈত্র সন ১২ ২৫ বাং কালেক্তরি কাছারিতে।

সরকারের বাকী ওয়েরহ আদায় কারণ।

জসহর বৃহস্পতিবার ১৫ আপরেল সন ১৮ ১৯ ইং ৪ বৈশাখ সন ১২ ২৬ বাং কালেক্তরি কাছারিতে।

চিলহট বৃহস্পতিবার ৮ আপরেল সন ১৮ ১৯ ইং ২৭ চৈত্র সন ১২ ২৫ বাং কালেক্তরি কাছারিতে।

চব্বিশপরগণা বৃহস্পতিবার ১৫ আপরেল সন ১৮ ১৯ ইং ৪ বৈশাখ সন ১২ ২৬ বাং কালেক্তরি কাছারিতে।

দিনাজপুর বৃহস্পতিবার ৮ আপরেল সন ১৮ ১৯ ইং ২৭চৈত্র সন ১২ ২৫ বাং কালেক্তরি কাছারিতে।

ইতি তারিখ ১ মার্চ সন ১৮ ১৯ ইং বোর্ডরিবনুর হকুমে।

অনেক লোকের জমীন দাখিল জেলাহায় রোজ ও তারিখ দাখিল নীচের তপসীল প্রকাশ স্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমা ও জমীদের কৈফীয়ত বোর্ডরিবনুর সেক্রটারি দপ্তরখানায় অথবা জেলাহায় কালেক্তরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

হিজলি বৃহস্পতিবার ২৫ মার্চ সন ১৮১৯ ইং ১৩ চৈত্র সন ১২ ২৫ বাং বোর্ডরিবনুর সাকৃটারি দপ্তরখানায়।

মেদনীপুর বৃহস্পতিবার ৮ আপরেল সন ১৮১৯ ইং ২৭ চৈত্র সন ১২২৫ বাং বোর্ডরিবনুর সেকৃটারি দপ্তরখানায়।

যশোহর বৃহস্পতিবার ১ আপরেল সন ১৮১৯ ইং ২০ চৈত্র সন ১২২৫ বাং কালেক্তরি কাছারিতে।

ইতি তারিখ ১৩ ফেবরেল সন ১৮১৯ ইং বোর্ডরিবনুর হকুমে।

অনেক লোকের জমিন দাখিল জেলাহায় রোজ ও তারিখ সকল নীচের তপসীল মতাবক সরকারের বাকী ওয়েরহ আদায় কারণ প্রকাশ স্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমা ও জমীদের কৈফিয়ত বোর্ড রিবনুর সাকৃটারি দপ্তরখানায় অথবা জেলাহার কালেক্তরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

সরকারের বাকি আদায় কারণ।

বর্দ্ধমান বৃহস্পতিবার ১ আপরেল সন ১৮১৯ ইং ২০ চৈত্র সন ১২ ২৫ বাং বোর্ডরিবনুর সাকৃটারি দপ্তরখানায়।

সরকারের বাকী ও জরিমানার টাকা আদায় কারণ।

বাখরগঞ্জ বৃহস্পতিবার ২৫ মার্চ সন ১৮ ১৯ ইং ১৩ চৈত্র সন ১২ ২৫ বাং কালেক্তরি কাছারিতে।

মুরশিদাবাদ বৃহস্পতিবার ৮ আপরেল ১৮ ১৯ ইং ২৭ চৈত্র সন ১২ ২৫ বাং কালেক্তরি কাছারিতে।

ত্রিপুরা বৃহস্পতিবার ২৫ মার্চ সন ১৮ ১৯ ইং ১৩ চৈত্র সন ১২ ২৫ বাং কালেক্তরি কাছারিতে।

চব্বিশপরগণা বৃহস্পতিবার ১৫ আপরেল সন ১৮ ১৯ ইং ৪ বৈশাখ ১২ ২৬ বাং কালেক্তরি কাছারিতে।

ইতি তারিখ ২ মাহ মার্চ সন ১৮ ১৯ ইং বোর্ডরিবনুর হকুমে।

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক থাকে তিনি শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ তাঁহার নিকট পাঠান যাবেক তাহার মূল্য মাসে২ এক টাকা। যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকট না পৌঁছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাঁহার নিকট পাঠান যাবেক।

সমাচার দর্পণ

৪৪ সংখ্যা শনিবার। ২০ মার্চ সন ১৮১৯। ৮ চৈত্র সন ১২২৫।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্যামিব কার্যাবিচক্ষনাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে॥

সমাচার দর্পণ।

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা এক টাকা চারি আনা ডিষকৌণ্ট। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা এক টাকা বার আনা ডিষকৌণ্ট।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

২০	মার্চ	শনিবার	৮	চৈত্র
২১	ঐ	রবিবার	৯	ঐ
২২	ঐ	সোমবার	১০	ঐ
২৩	ঐ	মঙ্গলবার	১১	ঐ
২৪	ঐ	বুধবার	১২	ঐ
২৫	ঐ	বৃহস্পতিবার	১৩	ঐ
২৬	ঐ	শুক্রবার	১৪	ঐ

ইস্তাহার।

জিলা বর্দ্ধমানের তামস মারিয়ৎ সাহেব মরিয়াছেন তাঁহার এই২ নীলের কুঠী ও তাঁহার লহনা বাকী বিক্রয় হইবে।

জিলা বর্দ্ধমানে পরগণে গোপীভূমিতে গোবিন্দপুরের কুঠী তাহার লহনা বাকী দুই হাজার আট শত পঞ্চাশ টাকা।

জিলা বর্দ্ধমানেতে ঐ গোপীভূমি পরগণাতে দোকরলগঞ্জ কুঠী তাহার লহনা বাকী এক হাজার ছয় শত অষ্টাশী টাকা।

ঐ বর্দ্ধমান জিলাতে চানক কুঠী তাহার লহনা বাকী দুই হাজার চারি শত তিন টাকা।

এই তিন কুঠিতে অল্প দিন কর্ম্ম বন্ধ হইয়াছে তাহাতে মেরামতী খরচ অল্পেতেই হইবেক।

আরো শহর বর্দ্ধমানহইতে এক ক্রোশ অন্তরে কানাই নাথসাল কুঠী।

জিলা বর্দ্ধমান চুযক পরগণাতে বেলগাজিয়া কুঠী।

ঐ বর্দ্ধমানেতে নলই পরগণাতে চাঁচাই কুঠী।

ঐ বর্দ্ধমানের বালগুর পরগণাতে গোপীনাথপুর কুঠী।

এই চারি কুঠীতে কতক বৎসর হইল কর্ম্ম বন্দ আছে। কিন্তু সেং কুঠির হৌজ ও পানীর হৌজ ও মোহনীর হৌজ মেরামতীর প্রায় আবশ্যক নাই এবং ঐ চারি কুঠীর লহনা বাকী আন্দাজ ছয় হাজার সাত শত টাকা।

এই সাত কুঠী যাহার লওনের বাসনা থাকে তিনি আলেক্সান্দ্র কোম্পানির ঘরে দরখাস্ত করিবেন।

কলিকাতা ১৭ মার্চ।

বাজী।

।/ইংগ্লণ্ডের এক প্রদেশে এক বলবতী ঘোড়সোয়ার স্ত্রী ঘোড়দৌড়েতে এই বাজী রাখিয়াছে যে আমার সহিত যে স্ত্রী ঘোড়াতে সমান দৌড়িতে পারিবে সে আমার স্থানে আট শত টাকা পাইবে যদি সে না পারে তবে সে আমাকে আট শত টাকা দিবে। নানা দেশে নানা ব্যবহার কোনং দেশে স্ত্রীলোক সর্ব্বদা আবরণে থাকে কোনং দেশে প্রকাশরূপে থাকে। ইহাতে যেখানে আবরণেথাকে সেখানে অনেক মন্দ প্রচার হয় যেখানে প্রকাশরূপে থাকে সেখানে মন্দ প্রচার তত হয় না যেহেতুক মনুষ্যের স্বভাব এই যে যে বস্তু আবৃত হয় তাহা দেখিতে অনেকে চেষ্টা করে কিন্তু প্রকাশিত বস্তুর প্রকাশ করিতে বড় চেষ্টা হয় না। \।

বোনাপার্ত্ত।

বোনাপার্ত্তের বৃদ্ধা মাতা ইওরোপ দেশে অদ্যাপি আছেন। তিনি শুনিলেন যে আপন পুত্র বোনাপার্ত্ত পীড়িত হইয়াছেন এইপ্রযুক্ত তিনি আপন পুত্রকে দেখিতে সেখানে যাইবার কারণ ইওরোপ দেশের সকল বাদশাহেরদের নিকটে প্রার্থনা করিলেন কিন্তু বাদশাহেরা তাহাতে সম্মত হইলেন না। বোনাপার্ত্ত যেখানে আছেন সেখানকার অধ্যক্ষ আপন বাদশাহের আজ্ঞানুসারে বোনাপার্ত্তকে জলক্রীড়া করিতে দেন কিন্তু সে জল সমুদ্রসংলগ্ন এইপ্রযুক্ত সমুদ্র সংলগ্ন স্থানে একটা লৌহের আবরণ দিয়াছেন তাহার কারণ এই যে বোনাপার্ত্ত পাছে সমুদ্র দিয়া পলায়ন করেন।

বোনাপার্ত্তের এক ভ্রাতা রোম দেশে আছেন তিনি রোম দেশে এমত এক স্থান করিয়াছেন যে সেখানে গ্রহ নক্ষত্রাদির সংস্থান স্পষ্ট রূপে জানা যায় এবং তিনি ইংগ্লণ্ড দেশহইতে ষোল হাজার টাকা দিয়া এক দূরবিন ক্রয় করিয়া লইয়াছেন।

আলজীর্জ।

আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম যে আলজীর্জ শহরে মহামারী হওয়াতে সে শহর প্রায় ওয়রাণ হইয়াছে এখন শুনা

সমাচার দর্পণ।

গেল যে সেখানকার অধ্যক্ষ আজ্ঞা করিয়াছেন যে সেখানে যত অবিবাহিত লোক আছে তাহারা শীঘ্র বিবাহ করুক যে কেহ বিবাহ না করিবে সে সাজা পাইবে। ইহার ফল এই যে সে রাজ্যে শীঘ্র মনুষ্য বৃদ্ধি হয়।

ছয় জন সিফাহীর সাজা।

ইঙ্গলণ্ডীয়েরা আমীর গড় লইবার নিমিত্ত তাহার চতুর্দ্দিক ঘেরিয়াছে শ্রীযুত আগাসাহেব সেই গড়ে প্রবেশ করিয়াছেন যখন আগাসাহেব ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হাতহইতে পলাইয়াছিলেন তখন ইঙ্গলণ্ডীয় পক্ষের এতদ্দেশীয় ছয় জন সিফাহী তাঁহার সঙ্গে মিলিয়া পলাইয়াছিল। তাহারা আমীর গড়ে যাইতে পথের মধ্যে ধরা পড়িয়াছে। ইঙ্গলণ্ডীয় যুদ্ধ ব্যবস্থা এই আছে যে ব্যক্তি আত্মপক্ষ সৈন্য পরিত্যাগ করিয়া বিপক্ষ সৈন্য সহিত মিলিত হয় তাহার প্রাণদণ্ড কর্ত্তব্য। অতএব যখন এই ছয় জন ধরা গেল তখন যুদ্ধ আদালতে তাহারদের বিচার হইয়া তাহারা দোষী নিশ্চয় হইল। তাহারা কহিল যে আমরা যত দিন ইঙ্গলণ্ডসৈন্যে ছাউনিয়াছিলাম তত দিন আমরা কোন সুখ পাই নাই। পরে সেই ছয় জনকে বাহিরে আনিয়া এক কামানে গোলা পুরিয়া তাহারদিগকে কামানের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া গোলা ছাড়িল তাহাতে ঐ ছয় জন সংহার হইল। ইহাতে সৈন্যের আর২ সিফাহীরা কহিল যে এই ছয় জন অত্যন্ত সাহসী এবং যোদ্ধা ছিল তথাপি ইহারদের যেমন কর্ম্ম তদনুসারে দণ্ড হইয়াছে এ অতি উপযুক্ত।

ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্য এখন আমীর গড় আক্রমণ করিতে গিয়াছে সেই সৈন্যের লোক সেই দেশের কিঞ্চিৎ বিবরণ লিখিয়াছে সে এই আমীর গড়ের চতুর্দ্দিকে যে পর্ব্বত আছে সে অতিভয়ানক ও সে পর্ব্বতে উঠিবার যে পথ সে নেপালের পর্ব্বতের পথহইতে অতিদুর্গম। এবং সেখানে পঞ্চমুনি নামে যে এক গ্রাম আছে সে চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতেতে বেষ্টিত সে গ্রামে গেলে পর্ব্বত ব্যতিরেকে আর কিছু দৃষ্টিতে আইসে না। এই সকল পর্ব্বত বড় তীর্থ স্থান সেই২ স্থানে চতুর্দ্দিক্‌হইতে হিন্দু লোকেরা তীর্থ করিতে আইসে। এবং সেই২ পর্ব্বতের মধ্যে এক পর্ব্বত অতি বৃহৎ উচ্চ আছে যোগিরা ৪২ ফাল্গুন তারিখে শিবের নামে আপন ইচ্ছাপূর্ব্বক সেই পর্ব্বত হইতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করে।

পুরনিয়ার ডাকাতি।

কএক দিবস হইল পুরনিয়া জিলার নাথপুরের নিকট মোকাম সাহেবগঞ্জে অনেক ডাকাতি একত্র হইয়া শ্রীযুত শ্যামগিরি নামে মহাজনের ঘরে ডাকাতি করিল। সে দিন ঐ শ্যামগিরি এক জনের সহিত কাপড় বিক্রয়ের কথা কহিতেছিল তাহাতে অনুমান হয় যে ডাকাতিরা সেই কথা শুনিয়া অনুমান করিল যে শ্যামগিরি কাপড় বিক্রয় করিয়া রোক টাকা ঘরে জমা করিয়া রাখিয়াছে। ইহা ভাবিয়া তাহার ঘরে পড়িল কিন্তু তাহাতে ডাকাতিরদের কিছু লাভ হইল না যেহেতুক শ্যামগিরি কাপড় বিক্রয়ের টাকা অন্যত্র পাঠাইয়া দিয়াছিল। আর২ যত বস্তু তাহার ঘরে ছিল সে সকল লইল ও এক জনকে খুন করিল ও তিন জনকে আঘাতী করিয়া পলাইল। যেখানে ডাকাতি হইল তাহার নিকটে পুলিসের তরফ থানা আছে এবং দুই তিন সাহেব লোকের বাটীও নিকটে আছে ও গ্রাম ও বর্দ্ধিষ্ণু তথাপি নির্বিঘ্নে ডাকাতি করিয়া পলাইল ইহাতে বুঝা যায় যে ডাকাতিরদের মধ্যে কোন সাহসী ও জ্ঞানবান্‌ কর্ত্তা আছে।

ইংগ্লণ্ড দেশের রাণী।

ইংগ্লণ্ড দেশের মহারাণীর বাঁচনের কোন ভরোসা নাই তিনি অতিশয় বৃদ্ধা হইয়াছেন। ছাপ্পান্ন বৎসর হইল তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল সেই সময়ে ইংগ্লণ্ডীয়ের মহাসভা ঐ রাণীর মশাহরা বৎসর২ আট লক্ষ টাকা নিরূপণ করিয়াছিলেন অনুমান হয় যে ঐ টাকার অর্দ্ধেক তিনি ব্যয় করিয়া থাকিবেন হিসাবের দ্বারা বুঝা যায় যে তাঁহার আড়াই কোটি টাকা এখন ন্যস্ত আছে এতদ্ভিন্ন তাঁহার অলঙ্কারাদি আছে সে অলঙ্কারের মূল্য অনুমান দেড় কোটি টাকা হইতে পারে। বিশ বৎসর হইল তিনি যখন হীরা প্রভৃতি কিনিতে উদ্যোগ করিলেন তখন সকল দেশের অধ্যক্ষেরা ঐ রাণীর নিকটে নানাপ্রকার হীরা পাঠাইতে লাগিল। মহীসুর রাজ্যের রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তনহইতে মুক্তার দ্বারা নির্ম্মিত এক পক্ষী আইল এবং হেষ্টিংস্‌ সাহেব চারি লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া মুক্তার দ্বারা তোড়া করিয়া ঐ রাণীর নিকটে পাঠাইলেন এই২ প্রকারে তাঁহার দেড় কোটি টাকার অলঙ্কার থাকাতে বাধা নাই।

স্বয়ং মৃত্যু।

গত বুধ বারে মোং কলিকাতার শিমলেতে গোলকদত্তের বাটীর নিকটে রামরত্ন শীল নামে এক তাঁতী বিশ বৎসর বয়স্ক আপন ঘরের বাঁশে দড়ী বান্ধিয়া আপনি আপনাকে ফাঁসী দিল। তাহার বিষয়ে এই শুনা গেল যে পূর্ব্বে তাহার কোন প্রকার দোষ দেখা যায় নাই ও

আপন জাতি ও কুটুম্বেরদের সহিত কথা ও বিরোধ করিত না। অতএব তাহার মরণের কারণ কিছুই জানা যায় নাই। সে আপনি একা এক ঘরে রাত্রে শুইয়া ছিল পর দিন প্রাতঃকালে ঐ রূপে মরা দেখা গেল।

শ্রীরামপুরের টোল।

শ্রীরামপুরস্থ সাহেবেরা মোং শ্রীরামপুরে এক কালেজ অর্থাৎ বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছেন তাহাতে ক্রমে২ বিদ্যার্থিগণ নিযুক্ত হইতেছে এই কালেজে নানাপ্রকার বিদ্যা ও বহু প্রকার পুস্তক ও বিবিধ প্রকার শিল্পাদি যন্ত্র থাকিবে ও প্রতিশাস্ত্রের এক২ জন পণ্ডিত ক্রমে২ নিযুক্ত হইবেন যেহেতুক এই মহাবিদ্যালয় এককালে প্রস্তুত হওয়া ভার তৎপ্রযুক্ত ন্যায় ও ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতির পণ্ডিত ক্রমে২ নিযুক্ত হইবেন এখন কেবল জ্যোতিষশাস্ত্রের পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছেন।

এই বাঙ্গালা দেশে অন্য২ শাস্ত্রের টোল চৌপাড়ী সর্ব্বত্র বাহুল্যরূপে আছে এবং অনেক লোক ব্যবসায় করিয়া বিদ্যাবান হইতেছেন কিন্তু প্রকৃত জ্যোতিষশাস্ত্র লীলাবতী ও বীজ ও সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্তশিরোমণি প্রভৃতি ভাস্করাচার্য্যাদি প্রণীত গ্রন্থের পাঠ ও ব্যবসায় এই বাঙ্গালা দেশে নাই কিন্তু পশ্চিমে কাশীপ্রভৃতি দেশে আছে তন্নিমিত্ত শ্রীরামপুরের সাহেব লোকেরা প্রকৃত জ্যোতিষশাস্ত্র পারদর্শি শ্রীযুত কালিদাস সভাপতি ভট্টাচার্য্যকে এই কালেজে প্রথম স্থাপিত করিয়াছেন।

অতএব যদি কাহার জ্যোতিষ শাস্ত্র পাঠ করিতে ইচ্ছা হয় তবে মোং শ্রীরামপুরে আইলে জ্যোতিষশাস্ত্র পাঠ করিতে পাইবেন।

আশ্চর্য্য চাবী।

ইংগ্লণ্ডহইতে এক আশ্চর্য্য চাবীনির্ম্মাণ হইয়া আসিয়াছে সে লৌহ ও পিত্তলে নির্ম্মিত তাহার জোড়ান কাটা নাই তাহার বন্ধ করা ও খোলা কেবল আপন মনো দ্বারা হয় সে চাবী ছোট বড় নানাকার আছে। একটা লৌহ ধ্রুশলাকার গায় স্থানে২ সমানে ছোট২ পেরেক আছে এবং পিত্তলের পাঁচটা চুঙ্গী আছে তাহার মধ্যেও সমানে২ ঐ পেরেকের উপযুক্ত এক২ ঘাট আছে সে চুঙ্গীর উপরে ইংগ্রেজী ইস্তক কঅক্ষর লাগাদ ক্ষপর্য্যন্ত সকল অক্ষর ও একাদি নয়পর্য্যন্ত অঙ্ক আছে ঐ পাঁচ চুঙ্গীর অক্ষর ও অঙ্ক ক্রমে২ মিলাইলে দেড় শত কোটী ভেদ হয় যে কেহ যখন বন্ধ করে আপন মনে পাঁচ চুঙ্গীর অক্ষর মিলাইয়া একটা নাম কিম্বা কোন অঙ্ক মিলাইয়া স্থির করিয়া আপন মনে দৃঢ় করিয়া রাখিয়া ঐ ধ্রুশলাকাতে ক্রমে২ ঐ চুঙ্গী পরাইয়া বন্ধ করিয়া চুঙ্গী ঘুরাইয়া দেয় তখন খুলিতে কাহারো সাধ্য হয় না যে ব্যক্তি আপন মনে যে স্থির করিয়া রাখিয়া থাকে সেই অক্ষর কিম্বা সেই অঙ্ক মিলাইলে তখনি খোলা যায় কিন্তু যদি সে ব্যক্তি সে অক্ষর কিম্বা সে অঙ্ক বিস্মৃত হয় তবে সে চাবী কখন খোলা যায় না সে কেবল মিথ্যা হয় যে হেতুক দেড় শত কোটি অক্ষর ভেদ ও অঙ্ক ভেদ ইহার ঠিক না জানিয়া মিলাইতে কেহ পারে না।

জাহাজ আমদানী।

গত সপ্তাহে বাদশাহের এক জাহাজ মোং কলিকাতায় পঁহুছিয়াছে কিন্তু তাহার পরে যে জাহাজ ইংগ্লণ্ড ছাড়িয়াছিল সে জাহাজ এই জাহাজের পূর্ব্বে আসিয়াছে অতএব এই জাহাজে কোন নূতন সমাচার নাই।

মান্দরাজের অন্তঃপাতী নূতন দৃষ্ট দেশ।

মান্দরাজের অন্তঃপাতী কৈম্বিতুর ও মলয়াবার এই উভয় দেশের মধ্যে পোনের ক্রোশ দীর্ঘ আট ক্রোশ প্রস্থ এক স্থান আছে সেই স্থান পূর্ব্বে কেহই জানিত না সেইখানকার চতুর্দ্দিক্স্থ লোকেরা সে স্থানকে নীলগমীশ কহে কিন্তু সেখানকার লোকেরা সেই স্থানের এক উচ্চ পর্ব্বতের শৃঙ্গকে নীলগমীশ কহে। গত বৎসরের জানুয়ারি মাসে দুই সাহেব দৈবাৎ পথ যোগে ঐ দেশে গেল ও সেখানকার সকল বিবরণ জানিয়া ঐ দুই সাহেব মান্দরাজের আর২ সাহেবেদের নিকটে কহিলে তার২ সাহেবেরা সে স্থানে গেল ও এই২ বিষয় জ্ঞাত হইল সে স্থান এই মত শীতল যে রাত্রিতে নিত্য জলজমাৎ হয় এবং সেখানে শীত প্রায় ইংগ্লণ্ডের মত সে স্থান অতিশয় উচ্চ অনুমান হয় যে সমুদ্রের জলহইতে সাত হাজার পাঁচ শত হাত উচ্চ ইংগ্লণ্ড দেশে যে২ উৎকৃষ্ট ফল জন্মে সে সকল ফল ঐ স্থানে জন্মে সেখানে দারুচিনী ও মরিচও জন্মে সেখানকার লোকেরা তিন প্রকার জাতি প্রথম তুদবী দ্বিতীয় কুটী তৃতীয় বরগী তাহারদের তুদবী উত্তম জাতি। ঐ তুদবীরা কেবল রাখালের কর্ম্ম করে। অত্যল্প স্থানে থাকিয়াও এই তিন জাতির ভাষা ও ব্যবহার ভিন্ন২ ও তাতার দেশের লোকেরদের মত তাহারদের বাসস্থানের স্থৈর্য্য নাই। তাহারা অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি ঘর করে ও সেই ঘরের দ্বার মৃত্তিকার নীচে করে তাহাতে আপনারা যাতায়াত করে ও ধূম নির্গত হয়। তাহারদের গোষ্ঠীর মধ্যে এক জনেরমাত্র বিবাহ হয় তাহাতে সকলেই সস্ত্রীক হয় ঐ স্ত্রী সংসারের কোন কর্ম্ম করে না পুরুষেরা রন্ধনাদি যাবৎ গৃহকার্য্য করে সে স্ত্রী যদি কোথাও যাইতে ইচ্ছা করে তবে ঐ পুরুষেরা বেহারার মত পালকী করিয়া তাহাকে বহে।

ইত্যাদি প্রকার সম্ভ্রমে ঐ স্ত্রীকে রাখে। ঐ স্ত্রী যে দিন যাহার প্রতি ইচ্ছা হয় সেই দিন তাহাকে স্বামি ভাব করে ইহাতে তাহারদের পরস্পর বিবাদ কখন হয় না কিন্তু ঐ স্ত্রীর বিবাহ হইবার পূর্ব্বে সেই ঘরের সকল পুরুষের সম্মতি হইলেই বিবাহ হইতে পারে নতুবা এক জনের অসম্মতি হইলে সে স্ত্রীকে ঘরে আনিতে পারে না।

বট বৃক্ষ।

বৃক্ষের মধ্যে ভারত বর্ষের প্রধান ভূষণ বট বৃক্ষ। নর্ম্মদা নদীর মধ্যে এক উপদ্বীপে এমত বট বৃক্ষ আছে যে জম্বুদ্বীপের মধ্যে তেমন বৃক্ষ নাই তাহার নাম কুবেরবট যেহেতুক সেখানকার লোকেরা বলে যে কুবের নামে এক জন মহাখ্যাত বৈষ্ণব সেখানে ছিলেন তিনি ঐখানে আপন ইচ্ছাপূর্ব্বক মরিলে পর ঐ বট বৃক্ষের নীচে তাহাকে মাটি দিয়াছিল তৎপ্রযুক্ত তাহার নাম কুবেরবট হইয়াছে ঐ নদীর ভাঙ্গনেতে ঐ উপদ্বীপ অনেক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং ঐ বৃক্ষের শিকড় অনেক গিয়াছে ও তাহার ডালও এখন অনেক অল্প হইয়াছে তাহার গোড়ার বেড়িখানা বেড়ে তের শত হাত। ঐ বৃক্ষের বড় বোয়া তিন শত পঞ্চাশ এবং ছোট২ বোয়া তিন হাজারের অধিক। এবং ঐ তিন হাজার বোয়া মৃত্তিকাতে সংলগ্ন হইয়াছে ও তাহাহইতেও আর২ বোয়া নির্গত হইয়াছে ঐ কুবেরবট ভারত বর্ষের মধ্যে প্রসিদ্ধ তাহার নীচে দশ পোনর হাজার সৈন্য ছাওনি করিয়া থাকিতে পারে ও তাহার নানা প্রকার ডালের মধ্যে লক্ষ২ পক্ষী নিত্য বাস করে সেখানকার চতুর্দ্দিকের লোকেরা সেই বৃক্ষকে এক তীর্থস্থান জ্ঞান করে ও দর্শন করিতে অনেক লোক যায় এবং সেখানকার ইংগ্লণ্ডীয়েরা পাখী মারিবার কারণ সেখানে গিয়া তাহার নীচে দুই তিন সপ্তাহ বাস করে।

খুন।

গত সপ্তাহে মোং পেনেটিতে এক বুদ্ধনের বালককে লইয়া ঐ গ্রামের এক জাল্যে খুন করিয়া তাবৎ অলঙ্কার লইয়াছে এবং ঐ দিন সায়ংকালে সে আর এক জাল্যের স্ত্রীকে কহিল যে তোমার মাতা তোমাকে দেখিতে ঘাটে আসিয়াছে তুমি আমার সঙ্গে আইস। তাহাতে সে তাহার সহিত সেখানে গিয়া দেখিল সকল মিথ্যা। জাল্য কহিল তবে তোমার মাতা ওপারে গিয়াছে আমার নৌকায় আইস। ইহা কহিয়া নৌকায় লইয়া মধ্য গঙ্গায় তাহার অলঙ্কার লইয়া তাহাকে জলে ফেলিয়া দিল। তাহার আয়ু ছিল এ কারণ অন্য নৌকাওয়ালারা তাহাকে তুলিয়া লইল। সেই স্ত্রীর প্রমুখাৎ তাবৎ বৃত্তান্ত প্রকাশ হইয়া ঐ লোকের ফাঁসি হইয়াছে।

জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার।

অনেক লোকের অধীন সামিল জেলাহায় রোজ ও তারিখ মাফিক নীচের তপসিল সরকারের বাকী আদায় কারণ প্রকাশ স্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমী ও জমার কয়ফীয়ত বোর্ডরিবনুর সাক্রটারি দফ্তরখানায় অথবা জেলাহার কালেক্টরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

যশোহর বৃহস্পতিবার ১৫ আপরেল সন ১৮১৯ ৪ বৈশাখ সন ১২ ২৬ বাং বোর্ডরিবনুর সাক্রটারি দফ্তর খানায়।

যশোহর বৃহস্পতিবার ৮ আপরেল সন ১৮১৯ ইং ২৭ চৈত্র সন ১২ ২৫ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

যশোহর বৃহস্পতিবার ১৫ আপরেল সন ১৮ ১৯ ইং ৪ বৈশাখ সন ১২ ২৬ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

জিলহট বৃহস্পতিবার ৮ আপরেল সন ১৮ ১৯ ইং ২৭ চৈত্র সন ১২ ২৫ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

চব্বিশপরগনা বৃহস্পতিবার ১৫ আপরেল সন ১৮ ১৯ ইং ৪ বৈশাখ সন ১২ ২৬ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

দিনাজপুর বৃহস্পতিবার ৮ আপরেল সন ১৮ ১৯ ইং ২৭চৈত্র সন ১২ ২৫ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

ইতি তারিখ ৯ মার্চ সন ১৮ ১৯ ইং বোর্ডরিবনুর হুকুমে।

অনেক লোকের অধীন সামিল জেলাহায় রোজ ও তারিখ মফস্সল মাফিক নীচের তপসীল প্রকাশ স্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমা ও জমীনের কৈফীয়ত বোর্ডরিবনুর সেক্রটারি দফ্তরখানায় অথবা জেলাহায় কালেক্টরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

চাটীগ্রাম বৃহস্পতিবার ৮ আপরেল সন ১৮১৯ ইং ২৭ চৈত্র সন ১২২৫ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

মুরশীদাবাদ বৃহস্পতিবার ২২ আপরেল সন ১৮১৯ ইং ১১ বৈশাখ সন ১২২৬ বোর্ডরিবনুর সাক্রটারি দফ্তরখানায়।

চাটীগ্রাম বৃহস্পতিবার ২২ আপরেল সন ১৮১৯ ইং ২৭ চৈত্র সন ১২২৫ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

বর্দ্ধমান বৃহস্পতিবার ১৫ আপরেল সন ১৮১৯ ইং ৪ বৈশাখ সন ১২২৬ বাং বোর্ডরিবনুর সাক্রটারি দফ্তরখানায়।

কলিকাতা বৃহস্পতিবার ২২ আপরেল সন ১৮১৯ইং ১১ বৈশাখ সন ১২২৬ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

ত্রিপুরা বৃহস্পতিবার ১৫ আপরেল সন ১৮১৯ ইং ৪ বৈশাখ সন ১২২৬ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

তারিখ ১৬ মার্চ সন ১৮১৯ বোর্ডরিবনুর হুকুমে।

বর্দ্ধমান বৃহস্পতিবার ১ আপরেল সন ১৮ ১৯ ইং ২০ চৈত্র সন ১২ ২৫ বাং বোর্ডরিবনুর সাক্রটারি দফ্তরখানায়।

সরকারের বাকী ও জরিমানার টাকা আদায় কারণ।

বাখরগঞ্জ বৃহস্পতিবার ২৫ মার্চ সন ১৮ ১৯ ইং ১৩ চৈত্র সন ১২ ২৫ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

মুরশীদাবাদ বৃহস্পতিবার ৮ আপরেল ১৮ ১৯ ইং ২৭ চৈত্র সন ১২ ২৫ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

ত্রিপুরা বৃহস্পতিবার ২৫ মার্চ সন ১৮ ১৯ ইং ১৩ চৈত্র সন ১২ ২৫ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

চব্বিশপরগনা বৃহস্পতিবার ১৫ আপরেল সন ১৮ ১৯ ইং ৪ বৈশাখ ১২ ২৬ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

ইতি তারিখ ২ মাহ মার্চ সন ১৮ ১৯ ইং বোর্ডরিবনুর হুকুমে।

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক থাকে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ তাঁহার নিকট পাঠান যাবেক তাহার মূল্য মাসে২ এক টাকা। যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকট না পৌঁছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাঁহার নিকট পাঠান যাবেক।

সমাচার দর্পণ

৪৫ সংখ্যা। শনিবার। ২৭ মার্চ সন ১৮১৯। ১৫ চৈত্র সন ১২২৫।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা এক টাকা আট আনা ডিষকৌণ্ট। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা দুই টাকা ডিষকৌণ্ট।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

২৭	মার্চ	শনিবার	১৫	চৈত্র
২৮	ঐ	রবিবার	১৬	ঐ
২৯	ঐ	সোমবার	১৭	ঐ
৩০	ঐ	মঙ্গলবার	১৮	ঐ
[illegible]	[illegible]	বুধবার	১৯	ঐ
[illegible]	ঐ	বৃহস্পতিবার	২০	ঐ
[illegible]	ঐ	শুক্রবার	২১	ঐ

ইস্তাহার।

জিলা বর্দ্ধমানের তামস মারিয়ৎ সাহেব মরিয়াছেন তাঁহার এই২ নীলের কুঠী ও তাঁহার লহনা বাকী বিক্রয় হইবে।

জিলা বর্দ্ধমানে পরগণে গোপীভূমিতে গোবিন্দপুরের কুঠী তাহার লহনা বাকী দুই হাজার আট শত পঞ্চাশ টাকা।

জিলা বর্দ্ধমানেতে ঐ গোপীভূমি পরগণাতে দোকরলগঞ্জ কুঠী তাহার লহনা বাকী এক হাজার ছয় শত অষ্টাশী টাকা

ঐ বর্দ্ধমান জিলাতে চানক কুঠী তাহার লহনা বাকী দুই হাজার চারি শত তিন টাকা।

এই তিন কুঠীতে অল্প দিন কর্ম্ম বন্ধ হইয়াছে তাহাতে মেরামতী খরচ অল্পতেই হইবেক।

আরো শহর বর্দ্ধমানহইতে এক ক্রোশ অন্তরে [illegible] কুঠী।

জিলা বর্দ্ধমান চুমক পরগণাতে বেলগাছিয়া কুঠী।

ঐ বর্দ্ধমানেতে নলই পরগণাতে চাঁচাই কুঠী।

ঐ বর্দ্ধমানের বালগুর পরগণাতে গোপীনাথপুর কুঠী।

এই চারি কুঠীতে কতক বৎসর হইল কর্ম্মবন্দ আছে। কিন্তু সেং কুঠীর হৌজ ও পানির হৌজ ও মোহনীর হৌজ মেরামতীর প্রায় আবশ্যক নাই এবং ঐ চারি কুঠীর লহনা বাকী আন্দাজ ছয় হাজার সাত শত টাকা।

এই সাত কুঠী যাহার লওনের বাসনা থাকে তিনি আলেক্জান্দ্রু কোম্পানির ঘরে দরখাস্ত করিবেন।

কলিকাতা ১৭ মার্চ।

শ্রীযুত কোঙর হরিনাথরায় বাহাদুরের বিবাহ।

মুরশেদাবাদের কাশীমবাজারের শ্রীযুত কোঙর হরিনাথরায় বাহাদুরের শুভবিবাহ ১৬ ফাল্গুণ হইয়াছে তাহার বরাওর্দ্দ দুই লক্ষ টাকা সময় মতে জিনিসের কমদামে অধিক ব্যয়ে যেমত বিবাহ হইয়াছে এমত বিবাহ তদ্দেশে কাহার হয় নাই ও কেহ দেখেন নাই ইহার বিস্তারিত রওয়াজশ ঝাড় বাগীচা কাপড়ের ও আবরক ও মূর্ত্তী বাগীচা ও নানাজাতি বৃক্ষ সকল আম্র কাঁঠাল আনারস কামরাঙ্গা দাড়িম আতা ও ফুল নানাজাতি নির্ম্মিত হইয়াছিল বিজ্ঞ মনুষ্যেতে চারি দণ্ড দৃষ্টি করিলে জ্ঞান করিত যে নির্ম্মিত দ্রব্য নতুবা ছোট২ লোকে প্রকৃত জ্ঞান করিয়াছে এমতউত্তম কারিগরি। ইহার দিগের একং বাগীচার মূল্য তিন শত চারি শত তাহাতে মোমবাতি সংযোগ এমত পাঁচ শত বাগীচা গেলাসী ঝাড় তিন হাজার গেলাসী বাগীচা এক হাজার মোমবাতি দুই শত মন রওগনি রৌশনী হয়। নাএব মজলিস ইস্তক ৫ ফাল্গুণ নাগাদ ১৫ রোজ দশ তাএফা বাই ও তিন তাএফা ভাঁড় ইহা দেওয়ায় কালওয়াতি গুণীলোক অনেক ঐ ৫ তারিখে শ্রীযুত কোঙর বাহাদুর আইবড় খান পরে স্থানেং যেখানে নিমন্ত্রণে যান নানাবিধ বাদ্য ও নানাবিধ সলতনৎ এবং রাজআভরণে ভূষিত অপূর্ব্ব রূপ্যনির্ম্মিত যানারোহণ করিয়া গমনাগমন করিতেন বিবাহের মজলিসে একং দিন একং শ্রেণ্যা লোকের গমন হইয়াছিল তাহার বিস্তারিত প্রথম দিবস নিজআমলাতে বেষ্টিত দ্বিতীয় দিবসে গ্রামস্থ যাবৎ মহাজন ও ভদ্রলোক ইং তৃতীয় দিবস নাগাদ অষ্টম দিবস ১৩ ফাল্গুণ পর্য্যন্ত যাবদীয় হাকীমান আমলা আপীল আদালত ও ফৌজদারী ও কালেক্তরি ও পরমিট ও কোম্পানীর কুঠীর আমলা ও নেজামতের আমলা ও শহরের যাবদীয় সাহেবান আলীশান ও বহরমপুরা ও গয়রহ সাহেব লোক ও বিবিলোক ও বাবালোক একত্র এবং শ্রীযুত নবাব সয়লজঙ্গ বাহাদুর একত্র মজলিসে নাচ ও গান ও বাদ্য ও আতশ নানাবিধ সকল তামাশা দৃষ্টি করিয়া পরমাহ্লাদিত হইয়াছেন। পরে ১৪ তারিখে মুরশেদাবাদের যাবদীয় ওমরাও ও শ্রীযুত জগৎ সেট সাহেব সকলে আগমন করিয়া মজলিস করিয়া গান বাদ্য শ্রবণ করিয়া তুষ্ট হইলেন এবং সেট সাহেব রওয়াজশখানা নির্ম্মিত স্থানে গমন করিয়া সর্ব্বত্র দৃষ্টি করিয়া [illegible] পরে ১৫ তারিখে [illegible]

বাস হয় শ্রীযুত রায়জগন্নাথপ্রসাদপ্রভৃতির আগমন হইয়াছিল ১৬ তারিখে শুভ বিবাহ ইঁহার রওয়ানা এবং সলতনৎ ও নানাবিধ বাদ্য ও নানাবিধ সওয়ারি ও হস্তী ও ঘোটকাদি অসংখ্য এবং পদাতিক স্বর্ণ রূপ্য নির্ম্মিত হস্তে অর্থাৎ সোটাবরদার আসাবরদার ও বাণবরদার ও গুরজবরদার ও নওবত ইত্যাদি সলতনৎ অনেক কত লিখিব এবং কলিকাতার কারিগর নানাবিধ ছবি নির্ম্মাণ করিয়া রওয়ানা সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল এই সকল সরঞ্জাম লইবার মুটিয়া মজুর ও বেহারা দশ হাজার দুই লক্ষ লোক পথে জমায়ত চলনশক্তি না হইয়া মিসল মাফিক ঐ রাজবাটীর দ্বার আর কোম্পানীর কুঠীর সম্মুখ রাস্তা দিয়া কালিকাপুর হইয়া ঐ দুই ক্রোশ ফিরিয়া পুনর্ব্বার ঐ রাজবাটীর দ্বার পর্য্যন্ত মিসলবন্দী হইল ইহার মধ্যে২ আতশের নানা জাতি কারখানাতে আশ্চর্য্য শোভা হইয়াছিল তামাশগির সর্ব্বআদমী ওমরা এবং দেশ বিদেশীয় লোক জমায়ত হইয়াছিল পর দিবস কন্যা পাত্র বাটী আইলে কাঙ্গালি ভিক্ষুক ও বিপ্র ও ফকীর ওগয়রহ চল্লিশ হাজার লোক কোম্পানির বানকখানার বাটীতে পুরিয়া খাদ্য সামগ্রী যথাযোগ্য এবং মুদ্রাও যথাযোগ্য প্রদান করাতে তুষ্ট হইয়া সকলেই আশীর্ব্বাদ করিয়া স্ব২ স্থানে গেল আর তদ্দেশের ব্রাহ্মণ ও ভদ্র লোক নবসাখ ও কাঙ্গাল ও গরীব আপামর সাধারণ একং পিত্তলের ঘড়া ও তৈল ও চেলী ও মটরাদার শাড়ী ও অসংখ্য ও মসালা ওগয়রহ ও একং পিত্তলের থাল প্রত্যেকে সকলকে দেওয়া গেল। এবং আমলা ওগয়রহেরদিগকে পোশাক শাল ও দোশালা ও যথাযোগ্য ভূষণ দিয়াছেন এবং গুণবান লোকের গুণ বিবেচনা করিয়া তদ্যোগ্য পারিতোষিক দিয়াছেন দেশস্থ বিপ্র সকলের ভুরা হইয়াছে ইহাতেই এ কার্য্যে সকলেই যথেষ্ট অনুরাগ করিতেছেন আপামর সাধারণ লোক নানাবিধ ভক্ষণ সামগ্রীতে তুষ্ট হইয়াছে এ কর্ম্মের অধ্যক্ষ শ্রীযুত বুজা নন্দ বাবু নিযুক্ত হওয়াতে কর্ম্মের সকল সুধারা হইয়াছে বাবুর শ্রমের পরিসীমা নাই বাবুর বৈদগ্ধ ও তদবিরে সকল লোক তুষ্ট হইয়াছে।

শ্রীযুত কোঙর হরিনাথ রায় বাহাদুরের বিবাহ যেরূপ হইয়াছে ইহাহইতে অধিক হইলেও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যেহেতুক তিনি কান্ত বাবুর পৌত্র ও রাজা লোকনাথ রায় বাহাদুরের পুত্র নিজে অতিসুশীল ও গুণবান ও দাতা ও অনুগতপ্রতিপালক এত অল্প বয়সে এত গুণ হওয়া অন্যের দুর্ঘট।

সমাচার দর্পণ।

কনস্তান্তীনোপল শহর।

কনস্তান্তীনোপল শহরে দুষ্ট প্রজারা আপনারা দুষ্টতা করিয়া মধ্যে২ শহর দাহ করে। ইহাতে তথাকার সুবোধ বাদশাহ ও উজীর অদালত করিয়া স্থির করিলেন যে এ শহর দাহ করা অন্যের কর্ম্ম নহে কেবল হস্তীহইতে হয়। ইহা বিবেচনা করিয়া শহরে ইস্তাহার দিয়াছেন যে কোন হস্তী শহরে থাকিতে না পায়।

নূতন পুস্তক।

শ্রীযুত রামমোহন রায় অথর্ব্ববেদের মণ্ডুকোপনিষদ ও শঙ্করাচার্য্য কৃত তাহার টীকা বাঙ্গলা ভাষাতে তর্জমা করিয়া ছাপাইয়াছেন।

মাথাভাঙ্গা।

মাথাভাঙ্গা খাল এখন প্রায় শুষ্ক হইয়াছে ভারি বোঝাই নৌকা আসিবার কোন পথ নাই। গত সপ্তাহে পশ্চিম দেশহইতে কথক তুলা আসিয়া মোং কলিকাতায় পঁহুছিয়াছে কিন্তু সে ক্ষুদ্র২ নৌকাদ্বারা দুই তিন গাঁটি করিয়া অতি কষ্টে আসিয়াছে সকল মহাজন এই প্রকারে আনিতে পারিবে না। অনুমান হয় যে পর্য্যন্ত খাল না খোলা যায় তাবৎ কোন জিনিস এতদ্দেশে আসিতে পারিবে না।

তুলা।—

পশ্চিম দেশহইতে তুলা প্রভৃতির যেস মাচার আসিয়াছে সে মন্দ কেহ২ লিখে তুলার কৃষি অল্প হইয়াছে এ বৎসর বৃষ্টি না হওয়াতে নীলের ও অনেক ক্ষতি হইতেছে অন্য২ বৎসর এ মাসে নীলের চারা এক বিঘত প্রমাণ হইত এই বৎসর স্থানে২ নীলের বীজ বপন করা যায় নাই।

রোগ।—

ব্রহ্মা দেশের রঙ্গুন শহরে অতিশয় ওলাওঠার বৃদ্ধি হইয়া অনেক লোক মরিতেছে ইহাতে অনুমান হয় যে ওলাওঠা রোগ সর্ব্ব দিগ্বিজয় করিতে সকল পৃথিবী ভ্রমণ করিতেছে এবং পুনর্ব্বার এতদ্দেশেও মধ্যে২ প্রকাশিত হইতেছে কিন্তু এ বৎসর ওলাওঠা বসন্তকে সহায় করিয়া আসিয়াছে বসন্ত দ্বারাও মধ্যে২ লোক মরিতেছে।

আমীর গড়।

আমীর গড়হইতে কিছু স্থির সমাচার পঁহুছে নাই শ্রীযুত আপাসাহেব ঐ আমীর গড়ের মধ্যে নিতান্ত প্রবেশ করিয়াছেন এবং জনরব হইয়াছে যে পিণ্ডারিরদের অবশিষ্ট যে চিতু নামে এক জন ছিল তাহাকে সম্প্রতি ব্যাঘ্রে খাইয়াছে। এবং তাহার পুত্র মহম্মদ পন্না আপনি শ্রীযুত সর জন মালকম সাহেবের শরণাপন্ন হইয়াছে।

আসিয়ার উপদ্বীপ।

আমরা পূর্ব্বে লিখিলাম যে শ্রীযুত সর তামস রাফল্স সাহেব পূর্ব্ব সমুদ্রের সুমাত্রা উপদ্বীপের ইংগ্লণ্ডীয়েরদের পক্ষ অধ্যক্ষ

হইয়াছেন তিনি সেখানে যাইতেং পুলোপিনাঙ্গ শহরে রহিয়াছেন পূর্ব্ব সমুদ্রের ওপদ্বীপ সমুহের পরস্পর বানিজ্য অতি আকাংক্ষনীয় হলণ্ডীয়েরা আপনারদের অধিকৃত ওপদ্বীপ পুনর্ব্বার পাইয়া অন্যং ওপদ্বীপের বানিজ্য কুঠী ও আপনারদের পরাক্রম ক্রমেং স্থির করিতেছে এবং শ্রীযুত তামস রাফল্স সাহেব ইংগ্লণ্ডীয়েরদের কারন সেইং ওপদ্বীপে ও অন্য ওপদ্বীপে বানিজ্যের কুঠী বসাইতেছেন। শেষে শুনা গিয়াছে যে তিনি সিংঘ্যাপুর নামে এক ওপদ্বীপে ইংগ্লণ্ডীয় পতাকা উঠাইয়াছেন তথাকার বাদশাহ সেই ওপদ্বীপ ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে দিয়াছেন। সে স্থান এখানহইতে জাহাজদ্বারা চীন দেশে যাইতে পথে রহে। সেখানে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের বসতি হইয়া অনেক প্রকার বানিজ্য হইতে পারে সেই ওপদ্বীপ ও তাহার চতুর্দ্দিকস্থ ওপদ্বীপহইতে কায়া ও জায়ফল ও লবঙ্গ ও জৈত্রী ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকার গরম মসালা সর্ব্ব দেশে যায় অন্যং দেশে ঐ সকল মসালা জন্মে না ঐ সকল মসালা সকল দেশেরি প্রয়োজন যোগ্য অতএব সেইং ওপদ্বীপের বানিজ্য সকলের আকাংক্ষনীয়।

সহমরণ।

শহর কলিকাতায় এক ব্রাহ্মন মরিয়াছেন অল্পবয়স্কা তাহার স্ত্রী সহগমন করিয়াছে আমরা শুনিয়াছি যে দুই দিনপর্য্যন্ত আপন মৃত স্বামীকে রাখিয়া তৃতীয় দিন সহগমন করিয়াছে এত বিলম্বে সহগমন করিতে পূর্ব্বে শুনি নাই। তাহার কারণ এই স্ত্রীর বয়স বিবেচনা করাতে এত কাল বিলম্ব হইল। কথক বৎসর হইল শ্রীশ্রীযুত নানাদেশীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরদের নিকটে হিন্দুশাস্ত্রানুসারে সহগমন বিষয়ে যথার্থ ব্যবস্থা লইয়া আজ্ঞা দিয়াছেন যে ষোড়শবর্ষন্যুন বয়স্কা কিম্বা গর্ভবতী কিম্বা যাহার অতিশিশু বালক থাকে সে স্ত্রী সহগমন করিতে পাইবেক না।

এবং হিন্দুশাস্ত্রে ইহাও কহে যে সহমরণাদিকর্ম্মে নির্ব্বাণ মুক্তি হইতে পারে না কিন্তু সুখ ভোগমাত্র হয়। অতএব হিন্দুশাস্ত্রের মতে নির্ব্বাণসাধন কর্ম্মেরি প্রশংসা করিয়াছেন।

অধিক সহমরণ বাঙ্গালা দেশে হয় পশ্চিম দেশে তাহার চতুর্থাংশও হয় না এবং বাঙ্গালার মধ্যে ও কলিকাতার কোর্ট আপীলের অধীন জিলাতে অধিক হয় আরো হিন্দুস্থানে যত সহমরণ হয় তাহার সাত অংশের একাংশ কেবল জিলা হুগলিতে হয়।

জয়পুর।

জয়পুর শহর অন্য সকল শহরহইতে শ্রেণীবদ্ধ রূপ নির্ম্মিত সে শহর এক শত বৎসর হইল মহারাজ জয়সিংহ গাঁথিয়াছেন সেখানকার বড়ং অট্টালিকা কাষ্ঠ বিনা গ্রথিত কেবল গাঁথান দ্বারা। সেখানে যেং রাজবাটী আছে সে ইওরোপীয় রাজবাটীর সমান সে রাজবাটী অতিশয় বৃহৎ তাহার মধ্যে অনেকং মহল ও বাগীচা ও পুষ্করিণী আছে তাহার মধ্যে এক স্থানে এক পুষ্করিণী দেড় ক্রোশ আয়ত ও ঐ পুষ্করিণীতে সুন্দর এক নৌকা থাকে মহারাজ ইচ্ছামত কখনং ঐ নৌকারোহন করিয়া সর্ব্বত্র ভ্রমণ করেন। জয়পুরের লোকেরা অসৎ কর্ম্মে নিপুন ও তাহারা কেবল সুখের কারন মদপান করে সে নয় কিন্তু অজ্ঞান হওয়ার নিমিত্ত। এবং সেখানকার লোকেরা পরদার কর্ম্মে এমত পণ্ডিত যে অন্য দেশীয় লোক তাহারদের নিকটে পরাস্ত হয়। তাহারা অন্যং হিন্দু লোকহইতেও যোগিনী ও ডাকিনী ও নায়িকা ও সিদ্ধ প্রভৃতির ভয় অনেক রাখে এবং সেখানে যাহারদের পাকা চুল এমন বৃদ্ধেরাও কহে যে যোগিনী প্রভৃতিরদের সহিত তাহারদের দেখা ও আলাপ হইয়া থাকে এবং তাহারা কহে যে জাদুগর কোন লোক কোন বালকের ওপরে দৃষ্টি দিলে ঐ বালক তিনবার ঘুরিয়া পড়িয়া মরে। ইত্যাদি নির্ব্বোধ ব্যবহার তাহারদের অনেকং আছে।

কবুতরদ্বারা সমাচার পাঠান।

পূর্ব্ব কালে যখন মুসলমানেরদের অধিকার ছিল তখন বাগদাদ শহর অবধি আলেপো শহর পর্য্যন্ত কবুতরের দ্বারা পত্র পাঠান যাইত। সে দুই শহর অনেক দিনেরপথ অন্তর। তাহার পূর্ব্বে কবুতরেরদিগকে এইমত শিখাইত যে তাহাতে কবুতর শিক্ষিত হইয়া যেখানে পাঠাইত সেইখানে যাইয়া পত্র পঁহুছাইত। এখন শুনা যাইতেছে যে ইংগ্লণ্ডের রাজধানী লণ্ডন শহরহইতে ফ্রান্সের রাজধানী পারেস শহরে পত্র পাঠাইবার কারন কবুতরেরদিগকে শিখাইতেছে।

কুকুরের প্রভুভক্তি।—

রুষিয়া দেশের সমাচার পাওয়া গেল যে সেখানে এক ব্যক্তি আপনার প্রতিপালিত এক কুকুরকে সঙ্গে করিয়া স্থানান্তরে যাইতেছিল পথে অকস্মাৎ এক ডাকাতি আসিয়া ঐ ব্যক্তিকে বধ করিয়া তাহার স্থানে যাহা ছিল তাহা লইল। পরে ঐ কুকুর তৎক্ষণাৎ ডাকাতিকে বধ করিয়া [illegible]ন মৃত মুনিবের নিকটে আনিয়া শোয়াইল।—

সমাচার দর্পণ

অতএব হিন্দু শাস্ত্রে কুকুরের যে ছয় গুণ কহিয়াছেন তাহার মধ্যে প্রধান গুণ এই।

অনেক আহার করে অল্পে তুষ্ট হয়।
শীঘ্র নিদ্রা যায় আর শীঘ্র নিদ্রা ক্ষয়।
প্রভুভক্ত আর যথাশক্তি পরাক্রম।
কুকুরের ছয় গুণ শাস্ত্রের নিয়ম।

আসীর গড়।

কলা সমাচার শুনা গেল যে শ্রীযুত সর জন মালকম সাহেবের নিকটে আসীর গড়ের কিল্লাদার স্বীকার করিয়াছিল যে ঐ সাহেবের গোয়ালিয়র যাইবার সময় ঐ কিল্লাদার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবে তাহাতে সে আইসে নাই এই নিমিত্ত ইংগ্লণ্ডীয়েরা আসীর গড়ের প্রতি পুনর্ব্বার যুদ্ধোদ্যোগ করিতেছেন। ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সকল কামান সেখানে যাইতে অনেক বিলম্ব হইবে যেহেতুক সেখানকার পথ অতিদুর্গম। আসীর গড়ের চতুর্দ্দিকস্থ দেশে ৫ মার্চ তারিখপর্য্যন্ত অতিশয় শীত ছিল এবং নর্ম্মদা নদীর যেখানে জল ক্ষয় আছে সেখানে জল একবারে পাথর হইয়াছিল। এবং অক্তুবর মাস অবধি সে দেশে কিছু বৃষ্টি হয় নাই এই কারণ সেখানকার ফসল হয় নাই।

কল্য সাগর শহরহইতে পত্র আইল তাহাতে জানা গেল যে সেখানহইতে অনেক সৈন্য ও কামান প্রভৃতি আসীর গড়ে যাইতেছে কিন্তু এই মাসের তৃতীয় দিনে আসীর গড়ের প্রতি কামান খোলা যাইবে কিন্তু অনুমান হয় সেই সৈন্য পঁহুছিবার অগ্রে সে গড় অধিকার হইবেক যেহেতুক সে এক মাসের পথ।

টিপুসুলতান।

মহীসুরের রাজা হয়দরালীর পুত্র টিপুসুলতান ছিল ঐ হয়দারালীর বিবরণ পূর্ব্বে আমরা লিখিয়াছি হয়দরালী অতিশয় দুরন্ত অথচ জ্ঞানবান ছিল কিন্তু তাহার পুত্র টিপুসুলতান কেবল আপন পিতার দুরন্ত স্বভাব পাইয়াছিল। টিপুসুলতান নগর গ্রাম কিল্লাও বৎসর মাস দিন প্রভৃতি তাবৎ দ্রব্যের নাম বদল করিয়া নূতন নাম রাখিয়াছিল। সে যেং আয়িন করিয়াছিল সেইং আয়িন সর্ব্বদা মনে রাখিতে সকলের প্রতি আজ্ঞা দিত এবং যে বিষয় আয়িন স্থির না করিয়াছিল সে বিষয় উপস্থিত হইলে টিপুসুলতানের নিকট পর্য্যন্ত দরখাস্ত করিতে হইত। এক দিন এক প্রজার ইক্ষুর ক্ষেত্রে অগ্নিলাগিয়া সকল দাহ হয় ইহা দেখিয়া ঐ প্রজা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া হাঁপাইতেং আমীলের নিকটে জ্ঞাত করিল। আমীল কহিল যে দেখি আয়িনের পুস্তকে এ বিষয় কি লিখা আছে। ইহা কহিয়া অনেক বিলম্বে আয়িনের পুস্তক খুলিয়া দেখিল যে সে বিষয় কিছু লিখা নাই। পরে টিপুসুলতানের নিকটে গিয়া আমীল দরখাস্ত করিল। পরে টিপুসুলতান কহিল যে আমীল ভাল তদারককারী। ভাল মুহরিকে ডাক ইক্ষুক্ষেত্রে অগ্নিলাগিলে কি কর্ত্তব্য তাহার নূতন এক ব্যবস্থা হউক এই সকল বিবেচনা করিতে প্রজার সর্ব্বস্ব দগ্ধ হইল।

জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার।

অনেক লোকের জমিদারির জেলাহার রোজ ও তারিখ সকল নীচে লিখিত মতাবক সরকারের বাকী ওয়াসেল জাহার কারণ প্রকাশ স্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমী ও জমীদারের কৈফিয়ত বোর্ড রিবনুর সাকুটারি দফ্তরখানায় অথবা জেলাহার কালেকটরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

সুন্দরবন বৃহস্পতিবার ২৯ আপরেল সন ১৮১৯ ইং ২৮ বৈশাখ সন ১২২৬ বাং বোর্ডরিবনুর সাকুটারি দফ্তরখানায়।

যশোহর বৃহস্পতিবার ২৯ আপরেল ১৮১৯ ইং ১৮ বৈশাখ সন ১২২৬ বাং কালেকটরি কাছারিতে।

ইতি তারিখ ২৩ মাহ মার্চ সন ১৮১৯ ইং বোর্ডরিবনুর হুকুমে।

অনেক লোকের জমীদারির জেলাহার রোজ ও তারিখ মাফিক নীচে লিখিত সরকারের বাকী আদায় কারণ প্রকাশ স্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমীও জমীদারের কৈফিয়ত বোর্ডরিবনুর সাকুটারি দফ্তরখানায় অথবা জেলাহার কালেকটরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

যশোহর বৃহস্পতিবার ১৫ আপরেল সন ১৮১৯ ইং ৪ বৈশাখ সন ১২২৬ বাং বোর্ডরিবনুর সাকুটারি দফ্তরখানায়।

যশোহর বৃহস্পতিবার ৮ আপরেল সন ১৮১৯ ইং ২৭ চৈত্র সন ১২২৫ বাং কালেকটরি কাছারিতে।

শ্রীহট্ট বৃহস্পতিবার ৮ আপরেল সন ১৮১৯ ইং ২৭ চৈত্র সন ১২২৫ বাং কালেকটরি কাছারিতে।

চব্বিশপরগনা বৃহস্পতিবার ১৫ আপরেল সন ১৮১৯ ইং ৪ বৈশাখ সন ১২২৬ বাং কালেকটরি কাছারিতে।

দিনাজপুর বৃহস্পতিবার ৮ আপরেল সন ১৮১৯ ইং ২৭ চৈত্র সন ১২২৫ বাং কালেকটরি কাছারিতে।

ইতি তারিখ ৯ মার্চ সন ১৮১৯ ইং বোর্ডরিবনুর হুকুমে।

অনেক লোকের জমীদারির জেলাহার রোজ ও তারিখ সকল মাফিক নীচের লিখিত প্রকাশ স্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমী ও জমীদারের কৈফিয়ত বোর্ডরিবনুর সাকুটারি দফ্তরখানায় অথবা জেলাহার কালেকটরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

চাটিগ্রাম বৃহস্পতিবার ৮ আপরেল সন ১৮১৯ ইং ২৭ চৈত্র সন ১২২৫ বাং কালেকটরি কাছারিতে।

মুরশীদাবাদ বৃহস্পতিবার ২২ আপরেল সন ১৮১৯ ইং ১১ বৈশাখ সন ১২২৬ বোর্ডরিবনুর সাকুটারি দফ্তরখানায়।

চাটিগ্রাম বৃহস্পতিবার ২২ আপরেল সন ১৮১৯ ইং ২৭ চৈত্র সন ১২২৫ বাং কালেকটরি কাছারিতে।

বর্দ্ধমান বৃহস্পতিবার ১৫ আপরেল সন ১৮১৯ ইং ৪ বৈশাখ সন ১২২৬ বাং বোর্ডরিবনুর সাকুটারি দফ্তরখানায়।

কলিকাতা বৃহস্পতিবার ২২ আপরেল সন ১৮১৯ ইং ১১ বৈশাখ সন ১২২৬ বাং কালেকটরি কাছারিতে।

ত্রিপুরা বৃহস্পতিবার ১৫ আপরেল সন ১৮১৯ ইং ৪ বৈশাখ সন ১২২৬ বাং কালেকটরি কাছারিতে।

ইতি তারিখ ১৬ মার্চ সন ১৮১৯ বোর্ডরিবনুর হুকুমে।

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক থাকে তিনি শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহেং কাগজ তাঁহার নিকট পাঠান যাবেক তাহার মূল্য মাসং এক টাকা। যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকট [illegible] পৌঁছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার [illegible]

সমাচার দর্পণ

৪৩ সংখ্যা। শনিবার। ৩ এপ্রেল সন ১৮১৯। ২২ চৈত্র সন ১২২৫।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা এক টাকা আট আনা ডিষ্কৌণ্ট। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা দুই টাকা ডিষ্কৌণ্ট।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

৩	এপ্রেল	শনিবার	২২	চৈত্র
৪	ঐ	রবিবার	২৩	ঐ
৫	ঐ	সোমবার	২৪	ঐ
৬	ঐ	মঙ্গলবার	২৫	ঐ
৭	ঐ	বুধবার	২৬	ঐ
৮	ঐ	বৃহস্পতিবার	২৭	ঐ
৯	ঐ	শুক্রবার	২৮	ঐ

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে।

জিলা বর্দ্ধমানের মারিয়ৎ সাহেব মরিয়াছেন তাহার নীলের কুটী ও বাসাঘর ওইলের একসেকিউটর সাহেবেরদের হুকুম অনুসারে আগামি বৃহস্পতিবারে ৮ এপ্রেল তারিখে দুই প্রহরের সময়ে শ্রীযুত তালা সাহেবের নিলাম ঘরে বিক্রয় হইবেক।

প্রথম লাট।

জিলা বর্দ্ধমানে এই২ নীলের কুঠী ও তাহার সরঞ্জাম ও তাহার লহনা বাকী নীচের লিখিত মতে।

গোবিন্দপুরের কুঠী ও তাহার লহনা বাকী দুই হাজার আট শত পঞ্চাশ টাকা।

হোকরলপাঞ্জের কুঠী ও তাহার লহনা বাকী এক হাজার ছয় শত অষ্টাশী টাকা।

চানকের কুঠী ও তাহার লহনা বাকী দুই হাজার চারি শত তিন টাকা।

কানাইনাথ সালের কুঠী।—

বেলগাজিয়ার কুঠী।

চাঁচাই কুঠী।

গোপীনাথপুরের কুঠী।

এই চারি কুঠীর লহনা বাকী ছয় হাজার সাত শত টাকা।

দ্বিতীয় লাট।

সুদৃঢ় ও শক্ত গাথিত এক পাকা দোতালা বাসাঘর তাহার মধ্যে দশটা উৎকৃষ্ট কুঠরী ও এক স্নানার্থ ঘর ও দুই গোলা বারান্দা ও এক সিঁড়ির ঘর ও সেই ঘরের উপযুক্ত বাহিরে নানাপ্রকার ঘর আছে। এই ঘরের সহিত কএক বিঘা বাগানের ভূমি আছে ও তাহার জমা প্রতিবৎসর অত্যল্প। এই ঘর কোন ব্যক্তির সপরিবারে বাস করিবার উপযুক্ত স্থান। এবং যে শাঁকোদ্বারা শহর বর্দ্ধমানে গতায়াত করে তাহার নিকটে অতিমনোরম স্থানে ঐ ঘর আছে।

এই ঘরের পাট্টা প্রভৃতি সকল তালা সাহেবের নিলাম ঘরে আছে যে ব্যক্তির বাসনা হয় নিলামের দিনের পূর্ব্বে সেখানে গেলে দেখিতে পাইবেন।

সমাচার দর্পণ।

শ্রীরামপুরের সঞ্চয়ার্থ বাঙ্ক।

১ দফা। ১ মার্চ ১৮১৯ সালে সঞ্চিত টাকা নির্ভাবনাতে ন্যস্ত করিবার নিমিত্ত যে বাঙ্ক শ্রীরামপুরে স্থির হইয়াছে তাহাতে কোন ব্যক্তি রবিবার ব্যতিরিক্ত সপ্তাহের কোন দিনে এক টাকাপর্য্যন্ত রাখিতে পারে কিন্তু এক টাকার ন্যূন কিম্বা ভাঙ্গা টাকা রাখা যাইবে না।

২ দফা। এই বাঙ্কের মধ্যে যত টাকা ন্যস্ত হয় তাহার সুদ দেওয়া যাইবে। কোম্পানীর কাগজের উপরে যে সুদ পাওয়া যায় তাহার কম সুদ দেওয়া যাইবে না। এবং শতকরা নয় টাকার হিসাবের বাড়া সুদ দেওয়া যাইবেক না কিন্তু বাজার ভাওতে সুদের কমি বেশী প্রযুক্ত গত বৎসরের টাকার সুদ যে ভাও দেওয়া যাইবেক তাহা প্রতি বৎসর ৩০ এপ্রেলে প্রকাশ হইবেক।

৩ দফা। টাকা ন্যস্ত করিবার সময়ে কোন ব্যক্তিহইতে প্রিমিয়ম কিছু লওয়া যাইবেক না এবং যে ব্যক্তি কোন মাসের ১৫ তারিখে কিম্বা তাহার পূর্ব্বে টাকা রাখে তাহার সুদ তাহার পর মাসের প্রথম তারিখ অবধি চলিবেক।

৪ দফা। যে টাকা এই বাঙ্কে ন্যস্ত হয় সে টাকা কোম্পানির কাগজে রাখা যাইবেক কিম্বা বাঙ্গাল বাঙ্কেতে কিম্বা অন্য২ কুটীতে রাখা যাইবে। যে ব্যক্তিরা এই বাঙ্কের অধ্যক্ষ আছেন তাহারা বাঙ্কে ন্যস্ত প্রত্যেক টাকার দায়িক। কিন্তু এই বাঙ্কের এই অলংঘনীয় ব্যবস্থা যে এই বাঙ্কের ন্যস্ত টাকার মধ্যে এক টাকাও বানিজ্যাদিতে নিয়োগ করা যাইবেক না।

৫ দফা। ইংলণ্ড দেশে এই মত বাঙ্কে যে বিষয় [illegible] এই বাঙ্কেরো সেই বিষয়

চেষ্টা যে হিসাব এইমত সহজ হয় যে অত্যল্প কালে বাঙ্কের হিসাব আদি করা যায় এই নিমিত্ত এই বাঙ্কে পূর্ণ মাস ব্যতিরেকে ভাঙ্গা মাসের সুদ দেওয়া যাইবে না এবং বৎসরান্তে হিসাবের সময়ে আনা ও পাইর সুদ দেওয়া যাইবে না। এবং সুদ কষিলে পাই ধরা যাইবে না।

৬ দফা। বৎসরান্তে ৩০ এপ্রেলে বাঙ্কের হিসাব করা যাইবে এবং সে কালে যে ব্যক্তির নামে যত সুদ হইবেক সেই সুদ আসলের সহিত সংলগ্ন হইয়া ঐ দুএর ওপরে আগামি বৎসরের কারণ সুদ চলিবেক।

৭ দফা। কোন ব্যক্তি সেই ৩০ এপ্রেল তারিখ অবধি ৩১ মে পর্য্যন্ত এই এক মাসের মধ্যে আপন টাকার কতক কিম্বা সুদ সমেত সমুদয় বাহির করিয়া লইতে পারিবেক এই মাস ব্যতিরেকে অন্য সময়ে পাইতে পারিবেক না এবং যখন কেহ টাকা লইতে চাহে তাহার তিন মাস অগ্রে বাঙ্কে সমাচার দিবেক কিন্তু যদি সমাচার দিয়া দুই মাসের মধ্যে তাহার মন ফিরে তবে বাঙ্কে পুনর্ব্বার সমাচার দিলে তাহার টাকা সেই রূপ বাঙ্কে থাকিবেক।

৮ দফা। বাঙ্কহইতে কোন লোকেরদের কাছে তাহারদের নিজ বিষয়ে বাঙ্কের কোন সমাচার পাঠাইতে হইলে তাহার ডাকের খরচ ঐ ব্যক্তিরদের নামে পড়িবেক।

৯ দফা। সরকার ও মুহুরি প্রভৃতি ও হিসাবের কেতাব ও কাগজ ও অন্য২ যে খরচ বাঙ্কের বিষয়ে হইবে তাহার কারণ শতকরা আদ টাকার হিসাবে প্রত্যেক জনের টাকাহইতে বৎসরান্তে বাদ যাইবেক।

১০ দফা। বাঙ্কের অধ্যক্ষেরদের হুকুম বিনা কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে বাঙ্কে আপন নাস্ত টাকার বরাৎ দিতে পারিবেক না।

১১ দফা। বাঙ্কের অধ্যক্ষেরদের মধ্যে কোন ব্যক্তি মরিলে কিম্বা বাঙ্কহইতে ভিন্ন হইলে কিম্বা আর কোন নূতন অধ্যক্ষ বাঙ্কে প্রবেশ করিলে বাঙ্কের অন্তর্গত লোকেরদিগকে সমাচার দেওয়া যাইবেক।

বাঙ্কের অধ্যক্ষেরা এই ২।

শ্রীযুত ওইলাম কেরি সাহেব।
শ্রীযুত জসুআ মার্সমন সাহেব।
শ্রীযুত ওইলাম ওয়ার্দ সাহেব।
শ্রীযুত জন মার্সমন সাহেব।

যে ব্যক্তি এই বাঙ্কে টাকা রাখিতে বাসনা করেন তিনি মোং কলিকাতা আলেক্জান্দর কোম্পানির নিকটে টাকা দাখিল করিয়া এই বাঙ্কের রসীদ লইবেক।

জাহাজ হানি।

গত শনিবারে মোং কলিকাতায় সমাচার পঁহুছিল যে গঙ্গাসাগর ওপদ্বীপের নিকট এক চড়াতে বাধিয়া এক জাহাজ গত বুধবারে রাত্রে ডুবিয়া গিয়াছে সেই দিন প্রাতঃকালে সেখানে লঙ্গর করিয়াছিল কিন্তু স্রোতে লঙ্গর ওঠাইয়াছিল। সেই জাহাজের কাপ্তান ও আর২ লোক সে জাহাজ ছাড়িবামাত্র জাহাজ ডুবিল। এই জাহাজ ইংগ্লণ্ডহইতে মোং কলিকাতাতে আসিতেছিল তাহার মধ্যে অনেক চড়ন্দার ছিল তাহারদের সর্ব্বস্ব ডুবিয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে কেবল এক জন পোর্তুগীশ নাবিক মারা পড়িয়াছে যখন অন্য সকল লোক জাহাজ ছাড়িল তখন সে কদাচ জাহাজ ছাড়িল না।

মরিচ ওপদ্বীপ।

সে ওপদ্বীপহইতে সমাচার আসিয়াছে যে সেখানে অতি বড় ঝড় হইয়া অনেক জাহাজের ক্ষতি হইয়াছে সে ঝড় প্রাতঃকালে আরম্ভ হইয়া দুই প্রহর পর্য্যন্ত ছিল। আমরা শুনিয়াছি যে চালু প্রভৃতি বোঝাই তিন জাহাজ ডুবিয়াছে। এই ওপদ্বীপে ইহার পূর্ব্বে দুই অতিপ্রচণ্ড ঝড়ে অনেক ক্ষতি হইয়াছিল সে ওপদ্বীপ ঝড়ের জন্মস্থানের মত লাগে।

আশীর গড়প্রভৃতি।

নর্ম্মদা নদীর তীরস্থ ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য হইতে পত্র আসিয়াছে যে আশীর গড়ের কিল্লাদার শঠতা করিয়া শ্রীযুত সর জন মালকম সাহেবের সহিত মিলিতে স্বীকার করিল কিন্তু মিলিল না। ইংগ্লণ্ডীয়েরা ইহা দেখিয়া আপনারদের যুদ্ধ সজ্জা সমুদায় প্রস্তুত করিয়া শীঘ্র আশীরগড়ে আসিতেছেন কিন্তু পথের দুর্গমত্বপ্রযুক্ত কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইতেছে।

গোন্দুয়ানা পর্ব্বতহইতে ১৪ তারিখের সমাচার আসিয়াছে যে শ্রীযুত করনল আদম্স সাহেবের নিকটে সমাচার আইল যে শ্রীযুত আপাসাহেব আশীরগড় হইতে নির্গত হইয়া পুনর্ব্বার পর্ব্বত গহনাশ্রয় করিয়াছেন তদ্দেশীয় সকল অধ্যক্ষেরা ইংগ্লণ্ডীয়েরদের পক্ষে আসিয়াছে কেবল পঞ্চমুনির অধ্যক্ষ মোহন সিংহ ভীত হইয়া এ পক্ষে আইসে নাই যেহেতুক সে পূর্ব্বে আপাসাহেবকে আশ্রয় দিয়াছিল।

এই কথা লিখিবার পরে ওজ্জয়নীহইতে এক পত্র পঁহুছিল যে ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতি শ্রীশ্রীযুতের আজ্ঞাতে আশীরগড়ের কিল্লাদারকে আগরা শহরে আশ্রয় দিতে স্বীকার করিয়াছিল কিন্তু তাহাতে কিল্লা

দার সম্মত হয় নাই যদি সে সম্মত হইত তথাপি তাহার সৈন্যেরা সম্মত হইত না যেহেতুক তাহারা নানাপ্রকার জাতি ও দুষ্ট ও কৃতাপরাধি। সে পত্রেও জানা যায় যে চিতু পিণ্ডারিকে নিশ্চয় ব্যাঘ্রে খাইয়াছে তাহার মৃত শরীর ছিন্ন ভিন্ন পাওয়া গেল পর দিন তাহার সোওয়ারির ঘোড়া ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সৈন্যে আনা গেল। কতক দিন পরে হোলকারের এক সরদার ঐ চিতুর পুত্র মহম্মদ খাঁকে শ্রীযুত ওয়াটসন সাহেবের হাতে সমর্পণ করিল।

হোলকারের সম্পত্তি লুট।

গত যুদ্ধ যখন হোলকার বিরাড় ও পুণা গ্রামীয় মহারাষ্ট্রেরদের সহিত ইংগ্লণ্ডীয়েরদের বিপক্ষে সন্ধিপত্র করিল তখন মান্দরাজের ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য ও হোলকারের সৈন্য এই উভয়ের যুদ্ধ যোং মহীদপুর গ্রামে হইল। ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য হোলকারের সৈন্যকে তাড়াইয়া দিল কতক দিবস পর শ্রীযুত মেন্বর গ্রান্ত সাহেব হোলকারের সম্পত্তির উপরে আক্রমণ করিয়া তাহার তিপ্পান্ন উট বোজাই মণি মুক্তা প্রবাল প্রভৃতি ধন লুটিয়া লইলেন ও ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতিরদের মধ্যে সেই ধনের অংশ হইল তাহাতে ঐ সৈন্যের প্রধান সেনাপতি শ্রীযুত হিসলপ সাহেবের অংশে আট লক্ষ টাকার সম্পত্তি পড়িল।

বসন্ত রোগ।

এ দেশে এই বৎসর অতিশয় বসন্ত রোগ বৃদ্ধি হইয়া অনেক লোক মরিতেছে যে লোকের টীকা না হইয়াছে এমত অনেক লোক মরিতেছে সেই ভয়ে যেং লোকের টীকা না ছিল তাহারদেরও টীকা দিতেছে। আমরা শুনিয়াছি যে গত বৎসর ওলাওঠা রোগনিবারণার্থ কলিকাতাস্থ ইংগ্লণ্ডীয়েরা নানাবিধ ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছিলেন সেই মত বসন্ত রোগেরও উপায় চেষ্টা করিতেছেন। এই হিন্দুস্থানের মধ্যে আশী নব্বই বৎসর বয়স্ক লোকেরদের হস্তে টীকার চিহ্ন দেখা যায় এবং চন্দ্রপত্তনে অর্থাৎ মান্দরাজে হিন্দুরদের মতাবলম্বী এক গ্রন্থ দেখা গিয়াছে তাহাতেও টীকার বিষয়ে চিকিৎসা লিখিয়াছে ইহাতে অনুমান হয় যে এই চিকিৎসা অনেক কালপর্য্যন্ত এই হিন্দুস্থানের মধ্যে চলিত আছে। ইংগ্লণ্ড দেশে জেনর সাহেব প্রথম এই চিকিৎসা প্রকাশ করিলেন তাহাতে ইংগ্লণ্ডীয় মহাসভা বুঝিলেন যে ইহাতে পৃথিবীর লোকের অতিশয় উপকার হইবেক এই কারন তাহাকে দেড় লক্ষ টাকা পারিতোষিক দিলেন।

বজ্রাঘাত।

গত রবিবার রাত্রে যে ঝড় হইয়াছিল সেই ঝড় গঙ্গাসাগর উপদ্বীপেও হইয়াছিল সেখানে সেই দিবস বজ্রাঘাত হওয়াতে দুই জন মরিল আর তিন জনের চুল পুড়িয়া গেল ও শরীরে আঘাত হইল কিন্তু মরিল না।

পুস্তক ছাপান।

এ দেশের এই এক মঙ্গলের চিহ্ন যে নানা প্রকার পুস্তক ছাপা হইতেছে যেহেতুক এই ছাপা পুস্তকের গমন স্রোতের ন্যায় যেমন ক্ষুদ্র নদী নির্গতা হইয়া ক্রমেং বৃদ্ধি পাইয়া সর্ব্ব দেশে ব্যাপ্তা হইয়া সেই দেশকে উর্ব্বরা করে সেই মত ছাপার পুস্তক ক্রমেং সকল প্রদেশে ব্যাপ্ত হইয়া সকল লোকের বোধগম্য হওয়াতে তাহারদের মন উদ্ভাবিতাদি করে পূর্ব্ব কালে বর্দ্ধিষ্ণু লোকের ঘরেতেও তাল পত্রে অক্ষর মিলা ভার ছিল ছাপার আরম্ভ হওয়া অবধি ক্ষুদ্রং লোকের ঘরেতেও অধিক পুস্তক সঞ্চার হইয়াছে।

এই ক্ষণে যোং কলিকাতার শ্রীযুত বাবু রাধাকান্তদেব এক নূতন অভিধান করিয়া ছাপা করিতেছেন। আমরা শুনিয়াছি যে চারি বৎসর আরম্ভ হইয়াছে অদ্যাপি অর্দ্ধ হয় নাই। ইহাতে অনুমান করি যে এমত অভিধান পূর্ব্বে হয় নাই এ অভিধান প্রস্তুত হইলেই তাহার গুণ সকলে জানিতে পারিবেন।

এবং কবিকঙ্কণ চক্রবর্ত্তিকৃত ভাষা চণ্ডীগান পুস্তক নানাপ্রকার লিপি দোষেতে নষ্টপ্রায় হইয়াছিল তৎপ্রযুক্ত শ্রীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার বহু দেশীয় বহুবিধ পুস্তক একত্র করিয়া বিবেচনাপূর্ব্বক গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া ছাপা করিতেছেন অনুমান হয় যে লাগাদ শ্রাবণ ভাদ্র সমাপ্ত হইতে পারে।

যুদ্ধ।

কএক মাস হইল লিখা গিয়াছে যে শ্রীযুত কাপতান স্পার্ক্স সাহেব গোন্দুয়ানা পর্ব্বতে এক শত সৈন্য লইয়া তিন হাজার গোন্দ লোক ও আরবেরদের সহিত যুদ্ধ করিয়া আপনি মরিয়াছেন তাহার পর কএক মাসপর্য্যন্ত ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত আরবেরদের যে ক্ষুদ্রং যুদ্ধ হইল তাহার অনেক বিবরণ পাইয়াছি কিন্তু তাহা লিখিতে হইলে অধিক হয় এই প্রযুক্ত সকল লিখা গেল না তাহার কিছু লিখা যাইতেছে। সে স্থান অতি কদর্য্য ও অতিশয় বর্ষা এই দুই প্রতিবন্ধকপ্রযুক্ত ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য অনেক দুঃখ ভোগ করিয়াছে কোনং সময়ে দশ

ক্রোশ পথ হাঁটুপর্য্যন্ত কর্দ্দম ঠেলিয়া গমন করিল কোন২ সময়ে আট দশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত অনবরত বৃষ্টিতে চলিল ও নদী গুহা ঘোর ঝঙ্কার প্রভৃতি পথ দিয়া গমন করিল তাহারদের যে তাম্বু ছিল সে বৃষ্টিতে পচিল কোন২ সময়ে শুষ্ক শয়ন স্থান পাইল না এমত দুঃখেতে সেই পর্ব্বতীয় আরব ও গোন্দের সহিত যুদ্ধ করিল কিন্তু কোন সময়ে পরাজিত হইল না অনেক লোক রোগে মরিল বিপক্ষের দের অস্ত্রাঘাতে অল্প। এমত স্থানের কর্দ্দমতা ও আহারের অপ্রাপ্যতা ইহাতে সৈন্যেরা বিবেচনা করিয়া সেনাপতির সহিত কোন বিরোধ করিল না যখন গোন্দের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল তখন ইংগ্লণ্ডীয় সেনা ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় গোন্দেরদের উপরে আক্রমণ করিল। গোন্দেরা যে কএক বার যুদ্ধ করিল এক ঘণ্টা যুদ্ধ করিয়া কাতর হইয়া পর্ব্বতের গহ্বরে পলাইল।

টেক্স।

ফোর্ট উলিয়ম বাঙ্গালার মধ্যে কলিকাতার টেক্সের কোয়ার্টারলি সেসন গত শনিবার ২৭ মার্চ সন ১৮১৯ টৌনহাল ঘরে হইয়াছিল।

ঐ সেসনে এই মত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে এ ক্ষণে কলিকাতার ঘর ও বাটী ও জমীর উপর যে মত টেক্স হইল তাহাতে বৎসরের উৎপন্ন ধরিয়া তাহাতে শতকরা পাঁচ টাকা করিয়া নূতন দর লওয়া যাইবেক ইহা দৃষ্ট করিয়া সকলকে জানান যাইতেছে যে যদ্যপি কেহ ইহাতে কোন আপত্তি করে তাহারদিগের উচিত যে তাহারা দরখাস্ত আগত ৩০ আপরেল পর্য্যন্ত ইহার ক্লার্ক সাহেবের নিকট করিবেক তবে তাহার বিবেচনা করা যাইবেক ৮ আপরেল অবধি পুলিস আফিসেতে প্রতিদিবস ঐ বিষয়ের কর্ম্ম হইবেক যেপর্য্যন্ত সমুদয় রফা না হয়। তাহার পর পুনরায় ১০ জুন বৃহস্পতিবার টৌনহল ঘরে আর এক সেসন অর্থাৎ সভা মোকরর হইয়া এ বিষয়ের বিবেচনা করিয়া যে মোতাবক টেক্স নির্দ্দিষ্ট করিবেন তাহাই বহাল থাকিবেক এবং সকলকে জানাইতেছেন যে ঘর বাটী ও জমীর মালিকেরদিগের কর্ত্তব্য যে যখন তাহারদিগের ঘর বাটী আদি খালি থাকে অথবা ভাড়া কমি হয় তাহার প্রকৃত সমাচার কালেক্টর সাহেবকে দেয় কিন্তু কালেক্টর কিম্বা এসেসর সাহেবের এমত ক্ষমতা নাই যে ঐ আদালতহইতে যে হিসাবে টেক্স মোকরর হইবেক তাহা কমি করিতে ও ফিরিয়া দিতে পারিবেন ও সে সকল দরখাস্ত কেবল সেসিয়নে চলিবেক এবং ঘর ও বাটী ও জমীর মালিকেরদিগের জানান যাইতেছে যে তাহারদিগের ঘর বাটী ও জমীর নম্বর ও ঠিকানার ও মানড়া ভাড়া পায় ও যত ভাড়ায় দিয়া থাকে তাহা প্রস্তুত করিয়া অবিলম্বে এসেসর সাহেবের নিকট পাঠায় ইতি।

ঐ আদালতের হুকুম প্রমাণ।
ক্লার্ক আবপীসআফিস।
২৭ মার্চ সন ১৮১৯।

জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার।

অনেক লোকের জমীন সাবিক জেলাহায় রোজ ও তারিখ সাবিক নীচের তপসিল সরকারের বাকী আদায় কারণ প্রকাশ্য স্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমী ও জমীনের কৈফীয়ত বোর্ডরিবনুর সাক্যুটারি দপ্তরখানায় অথবা জেলাহার কালেক্টরি কাচারিতে মালুম হইবেক।

সরকারের বাকী আদায় কারণ।

মেদনীপুর বৃহস্পতিবার ৬ মেই সন ১৮১৯ ইং ২৫ বৈশাখ সন ১২২৬ বাং বোর্ডরিবনুর সেক্রটারি দপ্তরখানায়।

রঙ্গপুর ও ত্রিপুরা বৃহস্পতিবার ২৯ আপরেল সন ১৮১৯ ইং ১৮ বৈশাখ সন ১২২৬ বাং বোর্ডরিবনুর সেক্রটারি দপ্তরখানায়।

সরকারের বাকী ওগয়রহ আদায় কারণ।

মেদনিপুর বৃহস্পতিবার ৬ মেই সন ১৮১৯ ইং ২৫ বৈশাখ সন ১২২৬ বাং কালেক্টরি কাচারিতে।

ত্রিপুরা বৃহস্পতিবার ২৯ আপরেল সন ১৮১৯ ইং ১৮ বৈশাখ সন ১২২৬ বাং কালেক্টরি কাচারিতে।

চট্টগ্রাম বৃহস্পতিবার ২৯ আপরেল সন ১৮১৯ ইং ১৮ বৈশাখ সন ১২২৬ বাং কালেক্টরি কাচারিতে।

ময়মনসিংহ ও দিনাজপুর বৃহস্পতিবার ২৯ আপরেল ২৫ বৈশাখ সন ১৮১৯ ইং সন ১২২৬ বাং কালেক্টরি কাচারিতে।

মুরশিদাবাদ বৃহস্পতিবার ১৩ মেই সন ১৮১৯ ১১ জ্যৈষ্ঠ সন ১২২৬ বাং কালেক্টরি কাচারিতে।

ইতি তারিখ ৯ মার্চ সন ১৮১৯ ইং বোর্ডরিবনুর হুকুমে।

সরকারের বাকী আদায় কারণ।

সুন্দরবন বৃহস্পতিবার ২৯ আপরেল সন ১৮১৯ ইং ১৮ বৈশাখ সন ১২২৬ বাং বোর্ডরিবনুর সাক্যুটারি দপ্তরখানায়।

যশোহর বৃহস্পতিবার ২৯ আপরেল ১৮১৯ ইং ১৮ বৈশাখ সন ১২২৬ বাং কালেক্টরি কাচারিতে।

ইতি তারিখ ২৩ মাহ মার্চ সন ১৮১৯ ইং বোর্ডরিবনুর হুকুমে।

অনেক লোকের জমীন সাবিক জেলাহায় রোজ ও তারিখ সকল সাবিক নীচের তপসীল প্রকাশ্য স্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমী ও জমীনের কৈফীয়ত বোর্ডরিবনুর সাক্যুটারি দপ্তরখানায় অথবা জেলাহায় কালেক্টরি কাচারিতে মালুম হইবেক।

চট্টগ্রাম বৃহস্পতিবার ৮ আপরেল সন ১৮১৯ ইং ২৭ চৈত্র সন ১২২৫ বাং বোর্ডরিবনুর সাক্যুটারি দপ্তরখানায়।

মুরশিদাবাদ বৃহস্পতিবার ২২ আপরেল সন ১৮১৯ ইং ১১ বৈশাখ সন ১২২৬ বোর্ডরিবনুর সাক্যুটারি দপ্তরখানায়।

চট্টগ্রাম বৃহস্পতিবার ২২ আপরেল সন ১৮১৯ ইং ২৭ চৈত্র সন ১২২৫ বাং কালেক্টরি কাচারিতে।

বর্দ্ধমান বৃহস্পতিবার ১৫ আপরেল সন ১৮১৯ ইং ৪ বৈশাখ সন ১২২৬ বাং কালেক্টরি কাচারিতে।

কলিকাতা বৃহস্পতিবার ২২ আপরেল সন ১৮১৯ ইং ১১ বৈশাখ সন ১২২৬ বাং কালেক্টরি কাচারিতে।

ত্রিপুরা বৃহস্পতিবার ১৫ আপরেল সন ১৮১৯ ইং ৪ বৈশাখ সন ১২২৬ বাং কালেক্টরি কাচারিতে।

ইতি তারিখ ১৬ মার্চ সন ১৮১৯ বোর্ডরিবনুর হুকুমে।

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক থাকে তিনি শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ তাঁহার নিকট পাঠান যাবেক তাহার মূল্য মাসে২ এক টাকা। যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকট না পৌঁছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাঁহার নিকট পাঠান যাবেক।

সমাচার দর্পণ

[illegible]৭ সংখ্যা   শনিবার। ১০ এপ্রেল সন ১৮১৯। ২৯ চৈত্র সন ১২২৫।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্ত সমাচারস্য দর্পণে॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা এক টাকা বার আনা ডিসকোণ্ট। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা দুই টাকা দুই আনা ডিসকোণ্ট।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

১০	এপ্রেল	শনিবার	২৯	চৈত্র চন্দ্রগ্রহণং
১১	ঐ	রবিবার	৩০	সংক্রান্তি
১২	ঐ	সোমবার	১	বৈশাখ
১৩	ঐ	মঙ্গলবার	২	ঐ
১৪	ঐ	বুধবার	৩	ঐ
১৫	ঐ	বৃহস্পতিবার	৪	ঐ
১৬	ঐ	শুক্রবার	৫	ঐ

নিরিখ জিনিশাত বাবদ মাহা ফাল্গুন সন ১২২৫ শাল মতালক জিলা রঙ্গপুর।

আসামী	জিনিস	দর
মোং দেবিডুবা		
খাসা চালু		
ওজন ১৩২॥৶	১/ মোন	১৸
মধ্যম রকম চালু	১/	১৷৴
মোটা রকম	১/	১৶
মোং গোয়ালপাড়া		
লবণ ওজন ৮৪॥৶		
উত্তম লবণ	১/	৫৲
মধ্যম লবণ	১/	৪৸৶
নুতন শর্ষা	১/	১॥৴
পুরাতন শর্ষা	১/	১॥৶
লাহা ওজন ৮৪॥৶	১/	৪॥৹
মোং মগলবান্ধা		
তৈল ওজন ৭২ সিকা	১/	৬৲

জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার।

অনেক লোকের জমীন সামিল জেলাহায় রোজ ও তারিখ মাফিক নীচের তপসিল সরকারের বাকী আদায় কারণ প্রকাশ স্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমীও জমীনের কৈফীয়ত বোর্ডরিবনুর সাকূটারি দপ্তরখানায় অথবা জেলাহায় কালেক্টরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

সরকারের বাকী আদায় কারণ।

মেদনীপুর বৃহস্পতিবার ৬ মেই সন ১৮১৯ ইং ২৫ বৈশাখ সন ১২২৬ বাং বোর্ডরিবনুর সেক্রটারি দপ্তরখানায়।

রঙ্গপুর ও ত্রিপুরা বৃহস্পতিবার ২৯ আপরেল সন ১৮১৯ ইং ১৮ বৈশাখ সন ১২২৬ বাং বোর্ডরিবনুর সেক্রটারি দপ্তরখানায়।

সরকারের বাকী ওগয়রহ আদায় কারণ।

মেদিনীপুর বৃহস্পতিবার ৬ মেই সন ১৮১৯ ইং ২৫ বৈশাখ সন ১২২৬ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

ত্রিপুরা বৃহস্পতিবার ২৯ আপরেল সন ১৮১৯ ইং ১৮ বৈশাখ সন ১২২৬ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

চট্টগ্রাম বৃহস্পতিবার ২৯ আপরেল সন ১৮১৯ ইং ১৮ বৈশাখ সন ১২২৬ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

ময়মনসিংহ ও দিনাজপুর বৃহস্পতিবার ২৯ আপরেল ২৫ বৈশাখ সন ১৮১৯ ইং সন ১২২৬ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

মুরশিদাবাদ বৃহস্পতিবার ১৩ মেই সন ১৮১৯ ১ জ্যৈষ্ঠ সন ১২২৬ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

ইতি তারিখ ৩০ মার্চ সন ১৮১৯ ইং বোর্ডরিবনুর হুকুমে।

অনেক লোকের জমিন সামিল জেলাহায় রোজ ও তারিখ মাফিক নীচের তপসীল প্রকাশ স্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমা জমির কৈফিয়ত বোর্ড রিবেনুর সেক্রটারি দপ্তরখানায় অথবা জেলাহায় কালেক্টরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

সরকারের বাকী আদায় কারণ।

সুন্দরবন বৃহস্পতিবার ২৯ আপরেল সন ১৮১৯ ইং ১৮ বৈশাখ সন ১২২৬ বাং বোর্ডরিবনুর সাকূটারি দপ্তরখানায়।

সরকারের বাকী ওগয়রহ আদায় কারণ

যশোহর বৃহস্পতিবার ২৯ আপরেল ১৮১৯ ইং ১৮ বৈশাখ সন ১২২৬ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

বর্দ্ধমান বৃহস্পতিবার ২৯ আপ্রিল সন ১৮১৯ ইং ১৮ বৈশাখ সন ১২২৬ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

ইতি তারিখ ২৩ মাহ মার্চ সন ১৮১৯ ইং বোর্ডরিবনুর হুকুমে

অনেক লোকের জমীন সামিল জেলাহায় রোজ ও তারিখ মাফিক নীচের তপসীল প্রকাশ স্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমা ও জমীনের কৈফীয়ত বোর্ডরিবনুর সাকূটারি দপ্তরখানায় অথবা জেলাহায় কালেক্টরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

রাজসহি বৃহস্পতিবার ৬ মেই সন ১৮১৯ ইং ২৫ বৈশাখ সন ১২২৬ বাং বোর্ডরিবনুর সাকূটারি দপ্তরখানায়।

চাটিগ্রাম বৃহস্পতিবার ১৩ মেই সন ১৮১৯ ইং ১ জ্যৈষ্ঠ সন ১২২৬ বোর্ডরিবনুর সাকূটারি দপ্তরখানায়।

ইতি তারিখ ৬ মার্চ সন ১৮১৯ বোর্ডরিবনুর হুকুমে।

সমাচার দর্পণ।

গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ।

আমরা শুনিতেছি যে গঙ্গাসাগরের বন কাটান শীঘ্র চলিতেছে সেখানে আট শত মজুর কর্ম্ম করিতেছে সে স্থানের পাঁচ ভাগের এক ভাগ পরিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ উপদ্বীপের এক তীর অবধি অন্য তীরপর্য্যন্ত মধ্যে এক চৌড়া রাস্তা করা গিয়াছে যেখানেং মজুরেরা কর্ম্ম করে সেখানে তাহারদের তাম্বু খাড়া আছে। প্রথম বন কাটিতে আরম্ভ করিবার সময়ে দুই ব্যাঘ্র দেখা গিয়াছিল তাহার একটা মারা গেল ও আর একটা আঘাতী হইল এতাবন্মাত্র কিন্তু তারপর একটাও দৃষ্টিতে আইসে নাই। মধ্যেং বন কাটিতে ঐ স্থানে পুরাতন বাটীর ভিত দেখা যায় তাহাতে অনুমান হয় যে গঙ্গাসাগরে ব্যাঘ্রের অধিকারের পূর্ব্বে মনুষ্যাধিকার ছিল।

আশীর গড়।

আশীর গড়হইতে শুনিতে আপা সা

সমাচার দর্পণ।

হেবের পলায়নের যে জনরব হইয়াছিল তাহা অদ্যাপি কিছু স্থির জানা যায় নাই তাহার সকল বিষয় অন্ধকারে মগ্ন আছে কিন্তু আর কতক দিন পরে তাহার সকল বিষয় অবশ্য প্রকাশ হইবেক। ইংগ্লণ্ডীয়েরা যেমন জ্ঞানবান সেনাপতিরদিগকে সেখানে পাঠাইয়াছেন এবং যৎসংখ্যক সৈন্য সেখানে পাঠাইতেছেন এবং যেমন কামান ও বারুদপ্রভৃতি যুদ্ধ সরঞ্জাম পাঠাইতেছেন ইহাতে বোধ হয় যে আশীর গড় বিস্তর দিন বজায় থাকিতে পারিবে না। এখন শ্রীযুত জেনেরাল দবতন সাহেব ও শ্রীযুত সর জন মালকম সাহেব এই দুই সেনাপতি সেখানে আছেন এবং তাহারদের সহিত দশ হাজার সৈন্য আছে ও হসিংহাবাদহইতে শ্রীযুত আদম্স সাহেব আপন সৈন্যের অর্দ্ধেক আশীর গড়ে পাঠাইয়াছেন শ্রীযুত দাবার সাহেব সাগর শহরের সৈন্য ও যুদ্ধ সরঞ্জাম লইয়া আশীর গড়ে যাইতে ১৭ ফেব্রুআরিতে পথে হসিংহাবাদে পঁহুছিলেন তাহার সহিত আট শত বোঝাই গাড়ী আছে তাঁহার নর্ম্মদা নদী পার হইয়া যাইতে হইবেক তাঁহার ঐ নদী পার হইতে দুই তিন দিন বিলম্ব হইবেক ২৪ তারিখের পূর্ব্বে নর্ম্মদা পার হইতে পারিবেন না। শ্রীযুত জেনেরাল ওয়াটসন সাহেব আপনার সমুদয় সৈন্য লইয়া ২২ তারিখপর্য্যন্ত সেখানে পঁহুছিবেন এমত কল্প আছে। আশীর গড়ে যত সৈন্য যাইতেছে তাহারা সকলে সেখানে পঁহুছিলে বিশ হাজার সৈন্যের ন্যূন হইবেক না। এবং হয়দরাবাদে ও নাগপুরেতে ও হসিংহাবাদে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের যত কামান ছিল এবং শ্রীযুত সর জন মালকম সাহেবের সহিত যত কামান ছিল সে সকল আশীর গড়ে গিয়াছে। সেখানকার কিল্লাদারের নাম যশোবন্তরাও এই সকল যুদ্ধোদ্যোগ হইতেছে ইহাতে ঐ যশোবন্তরাওর কি সাধ্য।

রাজপুথানাতে যুদ্ধ।

গত মাসে শ্রীযুত মেজর লারি সাহেব মীণা নামে এক প্রকার জাতিরদের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন তাহাতে ঐ সাহেব সেখানে পঁহুছিবামাত্র তাহারা পলায়ন করিল। ঐ মীণা নামে ক্ষুদ্র জাতিরা রাজপুথানা পাহাড়ের অঞ্চলে থাকে এবং নিত্য ডাকাতি ব্যবসায়ে কালক্ষেপ করে। কতক দিন হইল তাহারা আজমের শহর লুট করিয়াছে তাহাতে নসীরাবাদহইতে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য তাহারদিগকে ধরিতে গিয়াছিল কিন্তু তাহারা বনে এমত পলাইল যে তাহারদের পদচিহ্নও পাওয়া গেল না।

ভাট্টিরাও বিকানিয়ার প্রদেশে কএক গ্রাম লুট করিয়াছে কিন্তু তাহারা আপনারদের স্থান মরুভূমিতে পলাইয়া গিয়া এখন বাঁচিয়াছে যেহেতুক তাঁহারদের দেশে এখন জল দুর্লভ বর্ষা প্রাপ্ত না হইলে সে দেশে সৈন্য যাইতে পারিবেক না। এই দুই জাতি এবং খাণ্ডেশের মধ্যে ভীলেরা এই তিনভিন্ন উত্তর হিন্দুস্থানে আর ডাকাতি নাই। এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরা আপন সৈন্য এই মত স্থানেং রাখিতেছে যে ডাকাতিরা শীঘ্র উচ্ছিন্ন করা যাইবে। কএক বৎসর পশ্চিমে গুজের ও মেওয়াতি এই দুই জাতি এমত প্রবল ছিল যে কোন ব্যক্তি একাকী পথে চলিতে পারিত না কিন্তু ইংগ্লণ্ডীয়েরদের প্রভাবপ্রযুক্ত তাহারা এমত উচ্ছিন্ন হইয়াছে যে তাহারদের নামও শুনা যায় না। এই মত রাজপুথানাতে উদ্যোগ হইতেছে এবং সেখানকার দুষ্ট লোকেরদের দমনপ্রযুক্ত সেখানে বাণিজ্যবৃদ্ধি এমন হইয়াছে যে গত বৎসর জিনিসের হাসিলে এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা কোম্পানির অধিক লাভ হইয়াছে অনুমান হয় যে এই বৎসর দুই লক্ষ অধিক লাভ হইবেক।

রঙ্গুন শহর দাহ।

সম্প্রতি রঙ্গুন শহরহইতে এক জাহাজ আসিয়াছে তাহাতে শুনা গেল যে ঐ শহরের অধিক ভাগ দগ্ধ হইয়াছে। শহর দাহ সময়ে তথাকার অধ্যক্ষেরা আর কোন উপায় না দেখিয়া রাজার সমুদায় হাতী আনাইয়া তাহারদের দ্বারা দাহাবশিষ্ট সকল ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলিল তাহাতে অগ্নি নিবৃত্ত হইল। ঐ সময় অনেক দস্যুরা ঐ শহরে ডাকাতি করিয়াছিল তৎপ্রযুক্ত পর দিন তাহারদের বারো জনকে ফাঁসী দিল। সে শহরের সকল ঘর দেওয়া কাষ্ঠনির্ম্মিত তাহাতে এক স্থানে অগ্নি লাগিলে নির্ব্বাণ করা দুষ্কর। গত বৎসরের মধ্যে ঐ শহরে দুই বার অগ্নি লাগিয়া শহর নষ্ট হইয়াছিল তৃতীয়বার এই।

চিতু পিণ্ডারি।

বৃহস্পতিবারের সমাচারপত্রের দ্বারা পুনর্ব্বার শুনা গেল যে শ্রীযুত আপা সাহেব আশীর গড় আশ্রয় করিয়াছেন ইহাতে সন্দেহ প্রায় হয় না এবং আপা সাহেবের সঙ্গেং পিণ্ডারিরদের সেনাপতি চিতু নিত্য থাকিত যখন আপা সাহেব আশীর গড়ের কিল্লাদারের নিকটে আশ্রয় চাহিল তখন ঐ কিল্লাদার যশোবন্তরাও চিতু

ও তাঁহার পুত্র মহম্মদ পন্নাকে আশ্রয় দিতে স্বীকার করিল না। তৎকালে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য নানা দিগহইতে যোগ আশীর গড়ে আসিতেছিল সে কালে চিতু অনুপায় দেখিয়া আপন পুত্র মহম্মদ পন্নাকে এক দিগে পলাইতে কহিয়া আপনি ঘোর জঙ্গলে পলাইল। কএক দিবস পরে কেবল তাহার সোয়ারির ঘোড়া ঐ জঙ্গলে ঘাস খাইতে দেখা গেল এবং সে ঘোড়ার উপরে চিতুর আড়াই শত নগদ টাকা ও তাহার নিজ দুই তিনটা মোহর ও আপা সাহেব উপকারার্থ টাকা দিতে স্বীকার করিয়া তাহার নিকটে যাহা লিখিয়া দিয়াছিলেন সেই লিপি পাওয়া গেল ইহাতে প্রায় নিশ্চয় হইল যে চিতু মরিয়াছে কিন্তু পূর্ব্বে জ্ঞান হইয়াছিল যে বুঝি ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে থামাইবার কারণ তদ্দেশীয়েরা মিথ্যা জনরব করিয়াছে সে যদি নিশ্চয় না মরিবে তবে এই কালে তাহার ঘোড়ার উপরে জিনিস পাওয়া কেন যাইবেক।

যখন চিতুর ঐ কালে অপমৃত্যু হওনের সমাচার পাওয়া গেল তখন ইংগ্লণ্ডীয়েরদের চাওনিতে সকলের প্রত্যয় হইল না যেন আহ্লাদের বিষয় নহে। চিতু দৌরাত্ম্য ও লুট প্রভৃতি কঠোর স্বভাবেতে এত কাল কর্ম্ম করিয়াছে যে অন্যের অমঙ্গলে আপনি মঙ্গলপ্রাপ্ত হইত এবং অন্যের রোদনে তাহার আনন্দ অতএব এমন ব্যক্তির যে অপমৃত্যু হইবে এ কোন আশ্চর্য্য। পূর্ব্ব বৎসরে এই সময় ত্রিশ হাজার ঘোড়সোয়ার তাহার আজ্ঞাবহ ছিল ও সে যেখানে যাইত সেখানকার লোক কম্পমান হইত ও ভয় তার আগে২ যাইত এই বৎসর সে ব্যক্তি একাকী ও অতিদুঃখী মহাবনে পলায়ন করিতে তাহাকে ব্যাঘ্রে আহার করিয়াছে অতএব এতাদৃশ ব্যক্তির দণ্ড ঈশ্বর আপনি দেন। তাহার পুত্র মহম্মদ পন্না যে দিন আপন পিতার নিকট ত্যাগ হইলে সেই দিন ইংগ্লণ্ডীয়েরদের হাতে পড়িল এবং মহম্মদ পন্না আপন পিতার ঊর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া করিবার কারণ যত টাকা চাহিল ইংগ্লণ্ডীয়েরা তত টাকা তাহাকে দিল।

জাহাজ আমদানী।

গত বুধবারে ফ্রান্স দেশহইতে তাতার নামে এক জাহাজ পঁহুছিল তাহাতে কেবল এইমাত্র সমাচার শুনা গেল যে ইওরোপের বাদশাহেরা সকলে পূর্ব্বে এক স্থানে একত্র হইয়াছিলেন তাঁহারা আপনং রাজধানীতে গিয়াছেন। এবং ফ্রান্স দেশে চৌকীদারের মত যে দেড় লক্ষ সৈন্য ছিল তাহারা ও পুনর্ব্বার আপনং দেশে গিয়াছে তিন বৎসরের পরে ফ্রান্স দেশ তাহারদেরহইতে এখন উদ্ধার প্রাপ্ত হইল।

বাণিজ্যের দ্রব্যের রপ্তানি।—

গত তিন মাসের মধ্যে যোগ কলিকাতাহইতে বাণিজ্যের এইং দ্রব্য ইংগ্লণ্ডদেশে ও ফ্রান্স দেশে ও আমেরিকা দেশে এবং অন্যং দেশে গিয়াছে।

তুলা	১২৬৩৫	গাঁটি
চিনি	৭৬১৪৮	মোন
নীল	৩৪১৬৮	ঐ
সোরা	৫৭৪২৫	ঐ
আর্দ্রক	২৩১২২	ঐ
রেশম	১৫০০	ঐ
চালু	২১৭৮৬২	বোরা
কাপড়	১২৪৩৪৩১	থান

বোম্বাই।

বোম্বাইহইতে সমাচার আসিয়াছে সেখানে শস্যাদিহইতে তৈল বাহির করিবার কারণ এক নূতন প্রকার ঘানি সৃষ্টি হইয়াছে সে বায়ুদ্বারা চলে। ইংগ্লণ্ড দেশে এমত অনেক ঘানি আছে সেখানকার সকল ঘানি এই তিন প্রকারে চলে বাষ্পের অর্থাৎ উষ্ণ জলাদির ভাবের দ্বারা এবং বায়ুদ্বারা ও স্রোতোদ্বারা চলে। ইংগ্লণ্ডদেশে এই দেশহইতে মজুর লোকের মজুরি অধিক তৎপ্রযুক্ত মজুর দ্বারা কোন কর্ম্ম করিতে অধিক ব্যয় হয় অতএব এই সকল যন্ত্র মজুরদ্বারা না চলাইয়া এইং প্রকারে চলায় যেহেতুক অল্প ব্যয়ে অধিক কর্ম্ম চলে।

ইংগ্লণ্ড দেশের রাণী।

ইংগ্লণ্ড দেশহইতে শেষ যে জাহাজ আইল তাহার দ্বারা সমাচার পাওয়া গেল যে ইংগ্লণ্ডের মহারাণী সে সময়ে জীবিতা ছিলেন কিন্তু ভরোসা নাই। ইহার পূর্ব্বে আশী বৎসরপর্য্যন্ত কোন রাণী ইংগ্লণ্ডে মরেন নাই।

বোনাপার্ত্ত।

ইয়োরোপের মধ্যে জনরব হইয়াছে যে বোনাপার্ত্ত এমত শাসনে থাকিয়াও রোম দেশের ও জরমনি দেশের কোনং লোকের সহিত তাহার পত্র আসা যাওয়া হইতেছে।

একশেঞ্জ ঘর।

আমরা শুনিতেছি যে কলিকাতায় নূতন একশেঞ্জ ঘর গাঁথিবার পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত হইয়াছে অনুমান হয় যে তাহাতে দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় হইবেক এবং সেই একশেঞ্জ ঘরে তাকদর হইবেক। ইহাতে বাণিজ্য কর্ম্মের অতিশয় উপকার হইবেক।

সমাচার দর্পণ

পিণ্ডারিদের বিবরণ।

পিণ্ডারিদের লুট প্রভৃতি দৌরাত্ম্য মধ্যম হিন্দুস্থানীয় লোকেরদের নানাপ্রকারে অনুভূত আছে কিন্তু বাঙ্গালি লোকেরা ইংগ্লণ্ডীয়েরদের পরাক্রম প্রযুক্ত অকুতোভয় হইয়া তাহারদের নামমাত্র শুনিয়াছেন অতএব তাহারদের কিঞ্চিৎ২ বিবরণ আমরা জানাই।

এক শত বৎসরের পূর্ব্বে পিণ্ডারিদের নাম হিন্দুস্থানে প্রথম শুনা গেল তাহারা আওরঙ্গজেব বাদশাহের প্রধান সেনাপতি জুলফেকর খাঁয়ের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল এবং পাণিপত মোকামে মহাযুদ্ধের কালে পোনের হাজার পিণ্ডারি সে যুদ্ধে ছিল। পিণ্ডারিরা প্রায় সকল মুসলমান অনুমান তাহারা চল্লিশ হাজার লোক। তাহারদের বসতিস্থান নর্ম্মদানদীর উত্তর ভীলসা ও ভুপাল ও তাহার চতুর্দ্দিকস্থ দেশ। যে বৎসরে তাহারদের দেশে শস্যাদি অল্প জন্মে সেই বৎসরে তাহারা অন্য দেশে গিয়া অধিক লুট করে। তাহারা সেনাপতিকে লবড়িয়া কহে যে ব্যক্তি তাহারদের মধ্যে যুদ্ধে অতিসাহসিক হয় সেই লবড়িয়া হয়। সেই লবড়িয়ারা যখন লুট করিতে যায় তখন তাহারদের আজ্ঞা ও পরাক্রমের পরিসীমা থাকে না কিন্তু যখন তাহারা সে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ঘরে থাকে তখন তাহারা প্রত্যেক জন আপন২ ইচ্ছানুসারে চলে যখন কোনহ লবড়িয়া লুট করিতে ইচ্ছা করে তখন সে পিণ্ডারি সরদারেরদের নিকটে আপন উকীল পাঠায় তাহাতে তাহারা সকলে একত্র হইয়া যে দিগে ও যে পরগণায় লুট করিতে যাইতে হইবে তাহা স্থির করে পরে ঐ লবড়িয়া তুরীধ্বনি করিয়া আপনি লুটার্থে যাত্রা করে তৎক্ষণাৎ তৎপক্ষীয় লোকেরা সেই ধ্বনি শুনিয়া স্বস্বকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিবিধ প্রকার অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করিয়া সুশিক্ষিত ঘোটকারূঢ় হইয়া তৎপশ্চাৎ গমন করে। তাহারা আপনারদের ও ঘোড়ার আহারের কারণ কেবল দুই তিন দিনের পাথেয় লয় এবং আপনারদের সহিত তাম্বু প্রভৃতি ভারি বস্তু লয় না এইহেতুক তাহারা এক দিনে বিশ পচিশ ক্রোশ চলে। তাহারদের মধ্যে ঘোড়া বড় প্রার্থনীয় যখন তাহারা কোন বিপক্ষের নিকটে থাকে তখন বিপক্ষেরদের ঘোড়া এই মত চুরি করে। তাহারদের বিপক্ষ পক্ষীয় চৌকিদার চৌকি দিতেছে তথাপি সেখানে তাহারদের এক জন সর্পের মত মৃত্তিকাসংলগ্ন শরীর হইয়া ঘোড়ার নিকটে গিয়া ঘোড়ার দড়ি কাটিয়া দেয় এবং ঘোড়ার গলা ধরিয়া এমত থাকে যে ঘোড়ার পা ও তাহার পা মিলিত হয় ইহাতে অন্যে তর্কিতে পারে না পরে অল্পে২ সেইখানহইতে দূরে আসিবামাত্র ঘোড়ার উপরে আরোহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ পলায়। যখন তাহারদের উপরে কেহ আক্রমণ করিতে আইসে ও যদি তাহারা বুঝে যে আমরা অসমর্থ হইব তখনি তাহারা দিগ্ বিদিক্ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে একত্র কাহাকেও দেখা যায় না। পরে অন্য সময়ে ঐ লবড়িয়া তুরীধ্বনি করিবামাত্র তাহারা কোন দিগহইতে একত্র হয় তাহা জানা যায় না। কোন২ সময়ে তাহারদের মধ্যে কোন লোকের দুই তিন দিন খোজ থাকে না কিন্তু কোন সময়ে কোথাহইতে আসিয়া আপনারদের দলে মিলে। যখন তাহারদের নিতান্ত বিপদ্ উপস্থিত হয় তখন তাহারা বিন্ধ্যাচলের গুহা আশ্রয় করিয়া থাকে যে বিন্ধ্যাচল অগস্ত্য মুনির কীর্ত্তি পতাকার স্থান।

তাহারা আপন২ ঘোড়ার বিষয়ে সর্ব্বদা তদারক করে এবং উত্তম২ আহারের দ্রব্য ঘোড়াকে খাওয়ায় কিন্তু বিপদ্ সময়ে যেমন আপনারদের দশা তেমনি ঘোড়ার দশা হয়। তাহারা দিনে ঘোড়ার সাজ খুলিয়া রাখে কিন্তু রাত্রিতে কখনও ঘোড়ার সাজ খোলে না তাহারা রাত্রিতে যখন শয়ন করে তখন আপন২ ঘোড়া আপন২ কাছে রাখে ও তাহার জিন হাতে রাখিয়া নিদ্রা যায় যদি কোন সঙ্কট উপস্থিত হয় তখনি ঐ ঘোড়ার উপরে চড়িয়া এক নিমেষে চক্ষুর অগোচর হয় পিণ্ডারিদের ঘোড়ার শীঘ্রগামিত্বপ্রযুক্ত তাহারদের রক্ষা যত ক্ষণ ঘোড়া তাহারদের সঙ্গে থাকে তত ক্ষণ তাহারা নির্ভয়। তাহারদের মধ্যে যদি কাহারো ঘোড়া হারায় তবে সে তাহার অতিলজ্জাকর ও তাহাকে কেহই পিণ্ডারির মধ্যে গণনা করে না ও তাহার বংশের ঐ এক পুরান অখ্যাতি হইয়া থাকে।

পিণ্ডারিরা অতিশয় সাহসিক ও আপনারদের সেনাপতির এমন বশীভূত যে সেনাপতি তাহারদিগকে যেখানে লইয়া যায় সেখানেই যায় আপনারদের মরণ ভয়ও করে না এবং নিত্য পরিশ্রম করাতে তাহারদের শরীর অতিশক্ত যে পরিশ্রমে সামান্য লোক মরে তাহাতে তাহারদের ভ্রূক্ষেপও নাই। কোন২ সময়ে তাহারা নানা সুখ সম্পত্তি ভোগ করে কখন২ তাহারা দুঃখ সমুদ্রে ভাসে তথাপি তাহারা সাহস ত্যাগ করে না। তাহাদের সাহস ইহাতে জানা যায় যে তাহারা আপন ঘরহইতে এত দূর দেশে গমন করে ও লবড়িয়ার অনুসন্ধানেতে বিশ্বাস রাখিয়া বিপক্ষ সৈন্যেরদের মধ্যে২ দিয়া পাঁচ ছয় শত ক্রোশ গমন করিয়া লুটের উদ্দেশ্য স্থানে গিয়া আপনারদের অভিপ্রায় পূর্ণ করে।

ইহার পর অবশিষ্ট অবকাশক্রমে আগামি সপ্তাহে ছাপান যাইবেক।

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে২ এক টাকা। যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকটে সমাচার দর্পণ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক।—

সমাচার দর্পণ

৪৮ সংখ্যা   শনিবার।   ১৭ এপ্রিল সন ১৮১৯। ৬ বৈশাখ সন ১২২৬।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে।।

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা এক টাকা দর্প আনা ডিস্কৌণ্ট। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা দুই টাকা প্রিমিয়ম।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

১৭	এপ্রিল	শনিবার	৬	বৈশাখ
১৮	ঐ	রবিবার	৭	ঐ
১৯	ঐ	সোমবার	৮	ঐ
২০	ঐ	মঙ্গলবার	৯	ঐ
২১	ঐ	বুধবার	১০	ঐ
২২	ঐ	বৃহস্পতিবার	১১	ঐ

জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার।

অনেক লোকের জমীন সামিল জেলাহায় রোজ ও তারিখ বাদিক নীচের তপছিল সরকারের বাকী আদায় কারণ প্রকাশ স্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমাও জমীনের কৈফীয়ত বোর্ডরিবনুর সাক্‌টারি দপ্তরখানায় অথবা জেলাহার কালেক্‌টরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

সরকারের বাকী আদায় কারণ।

মেদিনীপুর বৃহস্পতিবার ৬ মেই সন ১৮১৯ ইং ২৫ বৈশাখ সন ১২২৬ বাং বোর্ডরিবনুর সেক্‌টারি দপ্তরখানায়।

রঙ্গপুর ও ত্রিপুরা বৃহস্পতিবার ২৯ আপরেল সন ১৮১৯ ইং ১৮ বৈশাখ সন ১২২৬ বাং বোর্ডরিবনুর সেক্‌টারি দপ্তরখানায়।

সরকারের বাকী ওজরহ আদায় কারণ।

মেদিনীপুর বৃহস্পতিবার ৬ মেই সন ১৮১৯ ইং ২৫ বৈশাখ সন ১২২৬ বাং কালেক্‌টরি কাছারিতে।

ত্রিপুরা বৃহস্পতিবার ২৯ আপরেল সন ১৮১৯ ইং ১৮ বৈশাখ সন ১২২৬ বাং কালেক্‌টরি কাছারিতে।

চাটগ্রাম বৃহস্পতিবার ২৯ আপরেল সন ১৮১৯ ইং ১৮ বৈশাখ সন ১২২৬ বাং কালেক্‌টরি কাছারিতে।

ময়মনসিংহ ও দিনাজপুর বৃহস্পতিবার ২৯ আপরেল ১৮ বৈশাখ সন ১৮১৯ ইং সন ১২২৬ বাং কালেক্‌টরি কাছারিতে।

মুরশিদাবাদ বৃহস্পতিবার ১৩ মেই সন ১৮১৯ ১ জ্যৈষ্ঠ সন ১২২৬ বাং কালেক্‌টরি কাছারিতে।

ইতি তারিখ ৩০ মার্চ সন ১৮১৯ ইং বোর্ডরিবনুর হকুমে।

অনেক লোকের জমীন সামিল জেলাহায় রোজ ও তারিখ লকল মাফিক নীচের তপসীল প্রকাশ স্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমা ও জমীনের কৈফীয়ত বোর্ডরিবনুর সাক্‌টা দপ্তরখানায় অথবা জেলাহার কালেক্‌টরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

রাজসাহি বৃহস্পতিবার ৬ মেই সন ১৮১৯ ইং ২৫ বৈশাখ সন ১২২৬ বাং বোর্ডরিবনুর সাক্‌টারি দপ্তরখানায়।

চাটিগ্রাম বৃহস্পতিবার ১৩ মেই সন ১৮১৯ ইং ১ জ্যৈষ্ঠ সন ১২২৬ বাং বোর্ডরিবনুর সাক্‌টারি দপ্তরখানায়।

ইতি তারিখ ৯ মার্চ সন ১৮১৯ বোর্ডরিবনুর হকুমে।

সমাচার দর্পণ।

বাণিজ্য।

গত সপ্তাহে য ডাভার নামে এক জাহাজ মোং কলিকাতায় আইল তাহার দ্বারা সমাচার আসিয়াছে যে ইংলণ্ড দেশে এতদ্দেশীয় দ্রব্য এত জমিয়াছে যে তাহাতে সেখানে সেই২ দ্রব্যের মূল্য নূ্যন হইয়াছে।

উত্তর কেন্দ্র।

যত জাহাজ উত্তর কেন্দ্র দর্শনার্থে গিয়াছিল তাহারা সকলেই অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে সেখানে এত বরফ যে উত্তর কেন্দ্রপর্য্যন্ত কেহই যাইতে পারিল না কিন্তু তাহারা ঐ উত্তর কেন্দ্রের দক্ষিণে চারি শত ক্রোশ অন্তর পূর্ব্বে অজ্ঞাত এক প্রকার নূতন জাতি দেখিল। ঐ নূতন প্রকার লোকেরা পূর্ব্বে ভাবিয়াছিল যে এ পৃথিবীতে আমারদের ভিন্ন আর কোন লোক নাই। কিন্তু এই জাহাজস্থ লোকেরদিগকে দেখিয়া তাহারা জ্ঞান করিল যে এই পৃথিবীতে অন্যং লোকও আছে।

হেষ্টিংস্ জাহাজ।

হেষ্টিংস্ জাহাজ এখানহইতে ইংলণ্ডে পঁহুছিয়াছে তাহার সমাচার আসিয়াছে।

দাসের প্রভুভক্তিগুণ।

কতক দিন হইল পোলন্দ দেশে এক জন ভাগ্যবান ও তাহার স্ত্রী ও তাহার এক দাস ইহারা গাড়ীর দ্বারা বন দিয়া গ্রামে যাইতেছিল পথের মধ্যে অনেক ভালুক তাহারদের পশ্চাৎ২ দৌড়িল সে দেশীয় ভালুক এখানকার বাঘের মত ভয়ানক। যখন সেই চাকর দেখিল যে ভালুক তাহারদের পশ্চাতে আসিতেছে তখন সে আর কোন উপায় না দেখিয়া আপন মুনীবকে কহিল যে হে প্রভু আমি তোমার গাড়ীতে আরোহণ করি আমার সোয়ারির ঘোড়া ভালুকেরদিগকে দি ভালুকেরা ঐ ঘোড়া খাইতে২ আমরা অনায়াসে শীঘ্র গ্রামে পঁহুছিতে পারিব। ইহা কহিয়া সে দাস আপন ঘোড়া দিয়া আপনি ঐ গাড়িতে চড়িল। পরে ভালুকেরা তৎক্ষণাৎ ঐ ঘোড়ার রক্ত মাংস খাইয়া আরো সবল হইয়া গাড়ীর পশ্চাৎ২ দৌ

ক্তিতে লাগিল। ইহাতে আর কোনহ উপায় না দেখিয়া ঐ চাকর পুনর্ব্বার আপন মুনীবকে কহিল যে হে প্রভু ভালুক ত থাপি নিবৃত্ত হইল না যদি আমার অভাবে আমার পিতা মাতাকে তুমি পালন কর তবে আমিই ভালুকেরদের আহার হই যাবৎ পর্য্যন্ত ভালুক আমাকে খাইবে তা বৎ তুমি নিকট গ্রামে পঁহুছিতে পারিবা। ইহাতে তাহার মুনীব তাহা স্বীকার ক রিলে সে দাস আপনি ভালুকের সম্মুখে যাত্রা হইল ও ভালুক আসিয়া তাহাকে খাইতে লাগিল ইত্যবসরে তাহার মু নীব নির্ব্বিঘ্নে গ্রামে পঁহুছিয়া দাসের পিতা মাতাকে যাবজ্জীবন প্রতিপালন করিলেন।

এবং হিন্দুস্থানীয় এক দাসের এই রূপ প্রভু ভক্তি গুণ দেখা গিয়াছে। এক জন ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতি সাহেবের এক হিন্দু চাকর ছিল। এক সময়ে যুদ্ধস্থলে ঐ চা কর সাহেবের নিকট হাজীর ছিল না এই প্রযুক্ত যুদ্ধাবসানে সাহেব ঐ চাকরকে অনেক প্রকার ধমকাইলেন যে তুই বড় নিমখারাম চাকর এই বিপৎকালে মুনী বকে পরিত্যাগ করিয়া কোথা পলাইয়া ছিলি। তাহাতে কৃতাঞ্জলি হইয়া সে উত্তর করিল যে আমার সাবেক মুনীব এই যুদ্ধে মারা পড়িয়াছেন অতএব উঁহার মৃত শরীর পাছে কোন প্রকার নষ্ট হয় তৎপ্রযুক্ত তাঁহার মৃত শরীর উপযুক্ত সময় পাইয়া আপন স্কন্ধে করিয়া আনিয়া তোমার ঘরে সাবধানে রাখি য়াছি। সাহেব ইহা শুনিয়া চাকরের প্রভু ভক্তি গুণ জানিয়া তাহাকে যথেষ্ট পারি তোষিক দিলেন।

গ্রহণ।

সন ১৮১৯ সালের ১০ এপ্রিল ইং সন ১২২৫ সাল ২৯ চৈত্র বাং শনিবারে যে চন্দ্র গ্রহণ হইয়াছিল তাহার বিস্তারিত এই। ২। ৫২ দুই দণ্ড বায়ান্ন পল দিন থা কিতে গ্রাসারম্ভ হয় ও ০। ১১ তের পল দিন থাকিতে সর্ব্বগ্রাস হইয়া যখন সকল লোকের দৃশ্য হইল তখন এককালে সর্ব্বগ্রস্ত চন্দ্র দর্শন লোকেরা দেখিলেন ক্রমে২ গ্রাস বেহ দেখিতে পাইলেন না ও কপিল বর্ণ ও মর্দ্দ বয়ে মণ্ডল দর্শন করিয়া অনেকের গ্রহণ প্রমাণ না হওয়াতে যেথাযুম জানে শাস্ত্রোক্ত গ্রহণ কাল ক র্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারেন নাই পরে তিন দণ্ড এক চল্লিশ পল রাত্রির পর ক্রমে২ গ্রাস হ্রাস হইতে লাগিল তখন সক লের গ্রহণ প্রমাণ হইলে বৈধকর্ম্ম অনে কে করিলেন। পরে ছয় দণ্ড বিশ পল রাত্রি সময়ে এককালে মুক্ত হইলেন। গ্রহণ সর্ব্বদা সমান হয় না গ্রহণে মণ্ড লের নানাপ্রকার বর্ণ হয় তাহার প্রমাণ শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্তে।

অর্দ্ধাদূনে সধূম্রং স্যাৎ কৃষ্ণমর্দ্ধাধিকং ভবেৎ। বিমুঞ্চতঃ কৃষ্ণতাম্রং কপিলং সকলগ্রহে।

ইহার অর্থ। ইহার যদি মণ্ডলের অর্দ্ধগ্রাসের ন্যূন হয় তবে মণ্ডল ধূম্রবর্ণ হয় এবং যদি অর্দ্ধাতিরিক্ত গ্রাস হইয়া সর্ব্বগ্রাস না হয় তবে মণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং যদি সর্ব্বগ্রাস হয় তবে মণ্ডল কপিলবর্ণ হয় এবং মোক্ষসময়ে মণ্ডল কৃষ্ণতাম্র বর্ণ হয়। কাতাম্রশব্দ সূর্য্যসিদ্ধান্ত টীকা কার বিশ্বনাথ শাস্ত্রযুক্ত মিশ্রবর্ণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

আশীর গড়।

এই সময়ে তাবৎ হিন্দুস্থানের চক্ষু আ শীর গড়ের প্রতি আছে এইহেতুক সে খানহইতে যে কোন সমাচার আইসে তাহা সকল লোকের গ্রাহ্য হয়। ১৮ ফেব্রুআরি তারিখে কিল্লার অন্তঃপাতী বা হিরের স্থান ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যেরা অধিকার করিয়াছে। যুদ্ধকালে কিল্লার সৈন্যেরা কিল্লাহইতে এমত গোলা মারিতে লাগি ল যে তাহাতে এক তিলার্দ্ধ কালও বি রাম ছিল না। ইংগ্লণ্ডীয়েরা সেই কিল্লা অধিকার করিতে মাকলোদ সাহেব মরি লেন ও ব্রাও সাহেব আঘাতী হইলেন। ১৯ তারিখে আরবেরা কিল্লাহইতে বাহির হইয়া কিল্লার বাহির স্থানে ইংগ্লণ্ডীয় সে নার সহিত অকস্মাৎ যুদ্ধ করিল পরে অল্প ক্ষণে ঐ আরবেরা পরাজিত হইল কিন্তু করনল ফ্রেজর সাহেব ও অন্য এক জন সেনাপতি সাহেব মরিলেন ও তিন জন সেনাপতির উদ্দেশ পাওয়া গেল না এবং ক্ষুদ্র২ সেনা ও সেনাপতি অনেক মরিল।

২০ তারিখে সেই মোকামে ইংগ্লণ্ডী য়েরদের বারুদখানাতে অগ্নি লাগিয়া সকল উড়িয়া গেল ও তাহাতে অনেক লোক মরিল।

সেই কিল্লা একটা অতিশয় উচ্চ পর্ব্ব তোপরি স্থিত যদি সেখানে কিল্লা নির্ম্মিত না হইত তথাপি স্বভাবতঃ সে স্থান এমত উচ্চ যে সে দুর্লংঘনীয় তথা কার কিল্লাদার যশোবন্তরাও অনেক দিবা বধি সেখানে আছে কিন্তু সে শ্রীযুত দৌলৎরাও সিন্ধিয়ার চাকর হইয়াও তাঁ হার আজ্ঞা কখনও মানে না তাহার নিকটে অনুমান চারি হাজার লোক আছে তাহারদের সহিত খাদ্য দ্রব্য প্রচুর আছে তথাপি যেমত যুদ্ধ হইতেছে ইহা তে বুঝা যায় যে অল্প দিনের মধ্যে ঐ

শীঘ্র ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকারে আসিবে।

ভাগীরথী।

জানুআরি মাস অবধি যে মাসপর্য্যন্ত প্রতিবৎসর ভাগীরথীতে নৌকা গমনে অতিশয় দুর্য্যোগ হইয়া থাকে তাহা সকলে জ্ঞাত আছেন কিন্তু এই বৎসর তাহা হইতে অধিক দুর্য্যোগ হইয়াছে। গত মাসের ১১ তারিখে খুঁতীর মোহনার নিকট গোপালগঞ্জের নীচে এক সাহেবের বজরা চড়াতে ঠেকিয়া ছিল। তাহাতে সাহেব ভাবিলেন যে এ পথ বন্ধ হইল তবে সুন্দরবন হইয়া আসিতে হইবেক। পরে সাহেব নানা পথ চিন্তা করিয়া মনে এই স্থির করিলেন যে এখান দিয়াই যাইব। পরে যেখানে বজরা ঠেকিয়াছিল সেখানে তিন ধারা হইয়া স্রোত আসিতেছিল। তাহা দেখিয়া সাহেব থানাদারের নিকট হইতে বাঁশ ও দড়ি ও মজুর আনাইয়া পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে তাহারি দুই ধারা রোধ করিলেন তাহাতে সকল জল এক ধারাতে বহিতে লাগিল সে ধারাতে পূর্ব্বে আট অঙ্গুল জল ছিল যখন দুই ধারা বন্ধ হইল তখন অবশিষ্ট ধারাতে দেড় হাঁত জল হইল এবং খুঁতির মোহনাতে ছোট দুই খাল কাটিয়া দিলে পদ্মাবতী হইতে অধিক জল ভাগীরথীতে আসিতে লাগিল তাহাতে অবশিষ্ট ধারাতে দুই হাঁত জল হইলে সাহেবের বজরা অক্লেশে চলিয়া গেল। এবং দেড় মাসপর্য্যন্ত ও জান ভাটীপর্য্যন্ত নৌকা স্থগিত ছিল সে সকল নৌকাও এক কালে চলিয়া গেল।

এই কর্ম্ম করিবার কারণ সে সাহেবের চারি টাকামাত্র ব্যয় হইল। ইহাতে তিনি বিবেচনা করিলেন যদি প্রতিবৎসর জানুআরি মাসে এই কর্ম্মে পাঁচ শত টাকা ব্যয় করা যায় তবে দুই হাত জলের ন্যূন কখনও হইতে পারে না।

হিন্দুশাস্ত্রে এমত কথিত আছে যে এই কলিকালে গঙ্গা বহু দিন স্থায়িনী নহেন অতএব এইক্ষণে মধ্যে২ গঙ্গার ধারা দেখিয়া অনেকে অনুভব করে যে তাহার বিস্তর বিলম্ব নাই।

গঙ্গাসাগর।

সমুদ্রের তীরে গঙ্গাসাগরের দক্ষিণ দিক পরিষ্কৃত হওনের বিস্তর বিলম্ব নাই তাহা হইলে কলিকাতাস্থ সাহেব লোকেরদের বাসনা আছে যে অসুস্থ লোকেরা গঙ্গাসাগরে গিয়া সমুদ্রের বায়ু সেবন করিয়া সুস্থ হয় এই কারণ সেখানে একটা ঘর প্রস্তুত হয়। সেখানে যাইবার কারণ এমন এক উপায় হইবেক যে তাহাতে অতিশীঘ্র ও নির্ভাবনায় গঙ্গাসাগরে পঁহুছান যাইবেক।

লক্ষ্ণৌয়ের নবাব।

তিন চারি বৎসর হইল ইংগ্লণ্ডীয়েরা নেপালের রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া নেপাল রাজ্যের তৃতীয় ভাগ লইলে লক্ষ্ণৌয়ের নবাব সাহেব কোম্পানি বাহাদুরকে কহিলেন যে আমার দেশ সংলগ্ন নেপালীয় দেশ আমাকে দেও তাহাতে কোম্পানী বাহাদুরকে এক কোটি টাকা দিয়া সেই নেপালীয় দেশ নবাব সাহেব লইলেন।

মঙ্গল বাদ্য।

কলকাতার ইংগ্লণ্ডীয় সমাচার পত্রে এক ব্যক্তি এক পত্র ছাপিয়াছে তাহাতে এই লিখে যে কলিকাতায় বাঙ্গালি লোকেরা প্রায় মধ্যে২ বিবাহাদিতে রাস্তায় অনেক প্রকার বাদ্যোদ্যম রাত্রিতে করে তাহাতে নিকটস্থ ইংগ্লণ্ডীয় লোকেরদের নিদ্রা না হওয়াতে তাঁহারদের ব্যামোহ হয় এবং যাহারা অসুস্থ তাহারদের অতিশয় ব্যামোহ হয়। অতএব এই অনুযোগযুক্ত হইয়া সেই ব্যক্তি এই পত্র ছাপিয়াছে।

ইহাতে আমারদের পরামর্শ এই আইসে যে বাঙ্গালি লোকেরা আপনারদের সুখের সময়ে অন্য লোককে ব্যামোহ দিতে কখন ইচ্ছুক নহেন অতএব এই উপযুক্ত হয় যে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের বাড়ীর নিকটে তাদৃশ বাদ্যাদি না করিয়া আপনারদের পল্লীতে করিলে আপনারদের আমোদ ভঙ্গ হয় না অন্যেরও সুখভঙ্গ হয় না ইহাতে হানি কি।—

চড়া।

মোং শ্রীরামপুরের নীচে গঙ্গাতে চড়া পড়িয়াছে সে চড়া প্রতিবৎসর বৃদ্ধি পাইতেছে সেই হেতুক সেখানে গঙ্গার স্রোত অত্যল্প স্থানে বহে এবং পূর্ব্বতীর বাঁধাকপ্রে গঙ্গার অতিশয় ভাঙ্গন হইতেছে তাহাতে অনেকের অনেক ক্ষতি হইতেছে তৎপ্রযুক্ত শ্রীশ্রীযুত সেই চড়া নাশ করিতে কল্প করিয়াছেন। তাহাতে কোন লোক শ্রীশ্রীযুতের নিকটে নিবেদন করিয়াছেন যে এই চড়া অন্য প্রকারে উঠাইতে অনেক ব্যয় হইবেক তন্নিমিত্ত ঐ চড়াতে এক বড় গর্ত্ত করিয়া ঐ গর্ত্ত বারুদেতে পূর্ণ করিয়া পশ্চাৎ অগ্নি দিলে অত্যল্প আয়াসে ঐ চড়া উঠান যাইবেক যদি কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে তবে তাহা স্রোতোদ্বারা ক্রমে২ নিঃশেষ হইতে পারিবেক।

সমাচার দর্পণ

পিণ্ডারিরদের বিবরণের শেষ।

পিণ্ডারিরা যখন বিপক্ষভয়ে পলায়ন করে তখন তাহারদের আহার করণের অবকাশ ও আহারের দ্রব্যের অভাবপ্রযুক্ত পলাইবার সময়ে পথের উভয় পার্শ্বে উৎপন্ন ধান্যাদি শস্য লইয়া হাতে রগড়াইয়া যাইতেং খায় যদ্যপি জল কোথাও পাওয়া যায় তবে ঘোড়া সমেত জলের মধ্যে গিয়া আপনারা তৃপ্ত হয় ও ঘোড়াকে তৃপ্ত করে কিন্তু পলাইয়া বিপক্ষ ভয়হইতে উত্তীর্ণ হইবামাত্র সম্মুখে যে গ্রাম ও নগর পায় তাহাতে আপনারদের সম্পূর্ণ স্বভাব প্রকাশ করে তাহাতে স্বপক্ষ বিপক্ষ বিবেচনা করে না তাহারা যে গ্রামহইতে যায় সেই গ্রামে গৃহাদির ধুম এবং স্ত্রীলোকেরদের হাহাকার ও রোদন ও পুরুষের কোঁথান এইং চিহ্ন রাখিয়া যায়। যদি তাহারা দশ বৎসরপর্য্যন্ত নির্ভয়ে নির্ব্বিঘ্নে আপনারদের ব্যবসায় হিন্দুস্থানে চালাইতে পারিত তবে এই হিন্দুস্থানের মধ্যে প্রায় সব ভূমি হইত।

কেহং ভাবে যে তাহারা সকল দেশের সন্ধান রাখে কিন্তু সে নহে যেহেতুক তাহারা পথে যাইতেং যে লোক পায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সকল ঠিকানা করে। ১৮১৬ সালে যখন বক্সু পিণ্ডারি নর্ম্মদা নদী পার হইল তখন তাহারদের ইচ্ছা ছিল যে কৃষ্ণা ও গোদাবরী এই উভয় নদীর মধ্যবর্ত্তি নিজামের দেশ লুট করে কিন্তু পথে এক জন ফকীরের সহিত সাক্ষাৎ হইল ও তাহার প্রমুখাৎ শুনিল যে জিলা গণ্টুরে অল্প সৈন্য ও অনেক সম্পত্তি আছে। ইহা শুনিয়া নিজামের দেশে না গিয়া জিলা গণ্টুরের উপরে আক্রমণ করিল এবং বাঙ্গালার অন্তঃপাতী মেদনীপুরপর্য্যন্ত সাড়ে তিন শত ক্রোশ আসিয়া লুট করিল।

এবং সাধারণ লুটহইতে ঐ সন্ধানদায়ী ফকীরকে পোনের শত টাকা দিল। ঐ ফকীর সেই টাকা লইয়া আপনারদের তীর্থস্থানে গিয়া বাস করিতেছে। ঐ সময়ে তাহারা লুটিয়া অসংখ্যক সম্পত্তি একত্র করিল ও অশেষ দৌরাত্ম্য করিল তাহারদের ফিরিয়া যাইবার সময়ে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সৈন্যের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহারদের সেই লুটিত সম্পত্তির হ্রাস হইল ও তাহারদের বলও অনেক ন্যূন হইল।

তাহারদের মধ্যে যে আঘাতী হয় তখনি তাহাকে ঘোড়ার উপরে চড়াইয়া লইয়া যায় কিন্তু অতিশয় উপদ্রব উপস্থিত হইলে যেখানে সেখানে তাহাকে ফেলিয়া আপনারা পলায়। কোন গ্রামে পঁহুছিলে পর যে ব্যক্তি যাহা লুট করিতে পারে সে তাহারি অসাধারণ ও তাহারা যে গৃহস্থের বাটী লুট করিতে যায় সে যদি আপন ন্যস্ত টাকার সন্ধান না কহে তবে যেমন ঘোড়ার মুখে তোপড়া বান্ধে সেইমত তাহার মুখে কাপড়ের তোপড়া করিয়া বান্ধিয়া তাহাতে ভস্ম রাখে এবং ঐ ব্যক্তিকে পশ্চাদ্ভাগে মারে তাহাতে সে দৌড়িলে নিশ্বাস প্রশ্বাসদ্বারা ঐ ভস্ম তাহার নাকে মুখে প্রবিষ্ট হইয়া সে অতি ব্যামোহ পায় এইং রূপ দুঃখ দিয়া তাহার স্থানে সম্পত্তি বাহির করিয়া লয়। এবং তাহারা নগরের বাহিরে ঘোড়া রাখিয়া নগরের মধ্যে লুট করিতে যায় সেই ঘোড়া যাহারা রক্ষা করে তাহারা ঐ লুটের তৃতীয়াংশ পায়।

গত দুই তিন বৎসর হইল সকল পিণ্ডারিরদের মধ্যে বক্সু পিণ্ডারি প্রধান ছিল তাহার বয়ঃক্রম পঁয়ত্রিশ বৎসরমাত্র ও সে অতিসুদৃশ্য ও তাহার যেমন সাহস তদনুসারিণী তাহার বিদ্যা ছিল সে বাল্যক্রীড়া ঘোড়ার উপরে করিয়াছিল। যখন ইংগ্লণ্ডীয়েরদেরহইতে পিণ্ডারিরদের বড় বিপৎ উপস্থিত হইল তখন সকল পিণ্ডারির সর্দার ঐ বক্সুর অধীন হইল এবং পিণ্ডারির সৈন্যেরা তাহার প্রতি এমন স্নেহ রাখিত যে অতিবিপৎ সময়ে আপনারা অনাহারে মরিয়াও অনেক কষ্টেতে আহার সঙ্গতি করিয়া বক্সুকে খাওয়াইত যখন গণ্টুর লুট করিয়া বক্সু ফিরিয়া যাইতেছিল তখন তাটিয়া নামে আর এক পিণ্ডারি আপন সৈন্য সমেত তাহার সহিত মিলিল কিন্তু রাত্রিতে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য তাহারদের উপরে আক্রমণ করিল তাহারা সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল পরে বক্সু আপন তূরীধ্বনি করিল তাহাতে তাহার সকল সৈন্য সঙ্কেত স্থানে একত্র হইল কিন্তু তাটিয়ার সৈন্য প্রায় মারা পড়িল ইত্যবসরে বক্সু আপন বুদ্ধি প্রভাবে আপন সৈন্য লইয়া ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যের মধ্য দিয়া পলাইয়া আপন দেশে নির্ব্বিঘ্নে পঁহুছিল। গণ্টুরের লুটেতে বক্সুর সিপাহীরা প্রতিজন দুই হাজার টাকা করিয়া পাইল।

এই প্রকারে মধ্যম হিন্দুস্থানীয় লোকেরদের অনেক দিনপর্য্যন্ত দুঃখ হইতেছিল দুই বৎসর হইল শ্রীশ্রীযুত অনেক আয়োজন করিয়া সেই দুষ্ট পিণ্ডারি রূপ ব্যাঘ্রের মুখহইতে হিন্দুস্থানকে উদ্ধার করিয়াছেন। সম্প্রতি মধ্যম হিন্দুস্থনে নির্ভয়ে নানা প্রকার বাণিজ্য বৃদ্ধি হইতেছে ও কৃষিকর্ম্ম চলিতেছে ও পূর্ব্বে যেখানে পিণ্ডারির ভয়প্রযুক্ত লোক যাতায়াত করিতে পারিত না এখন সেখানে অনায়াসে নির্ভয়ে লোকেরা গমনাগমন করিতেছে। এখন সেই পিণ্ডারি সমূহ আপনং ঘোড়া হারাইয়াছে ও আপনং সম্ভ্রম হারাইয়াছে ও আপনং প্রাণ হারাইয়াছে। যেমন ভারি কাষ্ঠাদিতে চাপা তৃণ সেই কাষ্ঠ উঠাইলে পুনর্ব্বার অঙ্কুরিত হয় তেমনি মধ্যম হিন্দুস্থান উত্তরোত্তর অঙ্কুরিত হইতেছে।

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপননাম পাঠাইলে সপ্তাহেং কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসেং এক টাকা। যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকটে সমাচার দর্পণ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক।

সমাচার দর্পণ

৫৯ সংখ্যা । শনিবার । ২৪ এপ্রিল সন ১৮১৯ । ১৭ বৈশাখ সন ১২২৬ ।

দর্শনে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ । বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে ।।

কোম্পানির কাগজ ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা এক টাকা ডিষকোণ্ট। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা দেড় টাকা ডিষকোণ্ট ।

সপ্তাহের পঞ্জিকা ।

২৪	এপ্রিল	শনিবার	১৭	বৈশাখ
২৫	ঐ	রবিবার	১৪	ঐ
২৬	ঐ	সোমবার	১৫	ঐ
২৭	ঐ	মঙ্গলবার	১৬	ঐ
২৮	ঐ	বুধবার	১৭	ঐ
২৯	ঐ	বৃহস্পতিবার	১৮	ঐ
৩০	ঐ	শুক্রবার	১৯	ঐ

জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার ।

অনেক লোকের জমীন দাখিল জেলাহায় রোজ ও তারিখ মাফিক নীচের উপলিখ সরকারের বাকী আদায় কারণ প্রকাশ স্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমা ও জমীনের বৈশিষ্ট্য বোর্ডরিবনুর সাকৃটারি দপ্তরখানায় অথবা জেলাহায় কালেক্টরি কাছারিতে মালুম হইবেক ।

সরকারের বাকী আদায় কারণ ।

চাটীগ্রাম ও মুরশীদাবাদ ও নদীয়া ও ঢাকা বৃহস্পতিবার ২৭ মেই সন ১৮১৯ ইং ১৪ জ্যৈষ্ঠ সন ১২২৬ বাং বোর্ডরিবনুর সেক্রটারি দপ্তরখানায় ।

সরকারের বাকী এগারহ আদায় কারণ ।

মুরশীদাবাদ ও জঙ্গলমহল ও নদীয়া বৃহস্পতিবার ২৭ মেই সন ১৮১৯ ইং ১৪ জ্যৈষ্ঠ সন ১২২৬ বাং কালেক্টরি কাছারিতে ।

ঢাকা ও চাটীগ্রাম বৃহস্পতিবার ২০ মেই সন ১৮১৯ ইং ৮ জ্যৈষ্ঠ সন ১২২৬ বাং কালেক্টরি কাছারিতে ।

বর্দ্ধমান ও ময়মনসিংহ বৃহস্পতিবার ২৭ মেই সন ১৮১৯ ইং ১৪ জ্যৈষ্ঠ সন ১২২৬ বাং কালেক্টরি কাছারিতে ।

অনেক লোকের জমীন দাখিল জেলাহায় রোজ ও তারিখ মফস্সল মাফিক নীচের উপলিখ প্রকাশ স্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমা ও জমীনের বৈশিষ্ট্য বোর্ডরিবনুর সাকৃটারি দপ্তরখানায় অথবা জেলাহায় কালেক্টরি কাছারিতে মালুম হইবেক ।

রাজসাহি বৃহস্পতিবার ৬ মেই সন ১৮১৯ ইং ২৫ বৈশাখ সন ১২২৬ বাং বোর্ডরিবনুর সাকৃটারি দপ্তরখানায় ।

চাটীগ্রাম বৃহস্পতিবার ১৩ মেই সন ১৮১৯ ইং ১ জ্যৈষ্ঠ সন ১২২৬ বাং বোর্ডরিবনুর সাকৃটারি দপ্তরখানায় ।

ইতি তারিখ ৬ মার্চ সন ১৮১৯ বোর্ডরিবনুর হুকুমে ।

সমাচার দর্পণ ।

আশীর গড় ।

আমরা আশীর গড়ের যে শেষ সমাচার লিখিলাম তাহারপর তাহার আর কোনহ নূতন সমাচার আইসে নাই কিন্তু আমারদের ভরোসা হয় যে আগামী সমাচারে শুনা যাইবে যে আশীর গড় ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকারে আসিয়াছে ।

দক্ষিণামেরিকা ।

দক্ষিণামেরিকাহইতে এইং সমাচার আসিয়াছে যে সেখানকার লোকেরা স্পানিয়ারদের আড়াই হাজার সৈন্য ও অনেক যুদ্ধের জাহাজ লইয়াছে । এবং ইংগ্লণ্ড দেশহইতে এক জন প্রধান জাহাজি দক্ষিণামেরিকীয়েরদের সহিত মিলিয়াছে ইহাতে তাহারদের ভরোসা হইয়াছে যে এই জাহাজির দ্বারা স্পানিয়ারদের বাণিজ্যের ও যুদ্ধের জাহাজ লইতে পারিব ।

নেপাল দেশ ।

নেপাল দেশহইতে সমাচার আসিয়াছে যে নেপালের রাজার এক প্রধান সেনাপতি ভীমসিংহ মরিয়াছে সে অতিসাহসী ও বলবান ছিল তাহার কারণ সেখানকার রাজা অত্যন্ত শোক করিতেছেন ।

শ্রীযুত জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাদুরের পাঠশালা ।

যোং কাশীতে শ্রীযুত জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাদুর এক পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন তাহার ব্যয়ের কারণ চল্লিশ হাজার টাকা দিয়াছেন সেই পাঠশালাতে সংস্কৃত ও হিন্দী ও পারশী ও বাঙ্গালা প্রভৃতি বিদ্যাব্যবসায় হইতেছে ইহাতে অনেক নির্দ্ধন বিশিষ্ট সন্তানেরদের উপকার হইতেছে ।

গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ ।

পূর্ব্বে সমাচার দর্পণে লিখা গিয়াছে যে গঙ্গাসাগর উপদ্বীপে লোক বসতি ছিল এমত অনুমান হয় । এইক্ষণে পদ্মপুরাণের অন্তর্গত ক্রিয়াযোগসারে দেখা গেল যে গঙ্গাসাগরে চন্দ্রবংশীয় সুষেন নামে রাজা রাজধানী করিয়াছিলেন । তাহাতে দিব্যন্তী নামে নগরের গুণাকর রাজার কন্যা সুলোচনা দায়গ্রস্তা হইয়া ঐ রাজার আশ্রয়ে পুরুষ বেশে কাল ক্ষেপণ করিয়াছিল । পরে তালধ্বজ নগরের রাজা বিক্রমের পুত্র মাধব পূর্ব্ব সূত্রক্রমে সেই স্থানে আসিয়া সুলোচনাকে

বিবাহ করিয়া এবং ঐ চন্দ্রবংশীয় সুষেণ রাজার এক কন্যাকে বিবাহ করিয়া ঐ রাজ্যের অর্দ্ধ প্রাপ্ত হইয়া ঐ গঙ্গাসাগরে রাজধানী করিলেন ও অনেক কালপর্য্যন্ত বসতি করিয়া পরে পুত্রাদি রাখিয়া মরিলেন।

চড়ক।

গত সংক্রান্তির দিনে মোং কলিকাতায় এমত এক প্রকার নূতন চড়ক হইয়াছিল যে তাহা শুনিলে শিষ্ট লোকেরা কর্ণে হাত দেয়। এক জন হিন্দু মহীস ও তার এক জন স্ত্রী এই দুই জন একত্র হইয়া এক কালে চড়কে ঘুরিয়াছিল। তাহারদের অন্তঃকরণে লজ্জা বলনও প্রবেশ করিতে পারেন নাই যেহেতুক অনুমান ত্রিশ হাজার লোকের সাক্ষাৎকারে জগৎপ্রদীপ সূর্য্য জাজ্বল্যমান থাকিতেও এই দুষ্কর্ম্ম করিল।

ইংগ্লণ্ডের রাণীর মরণ।—

গত বুধবার বিকালে বোম্বাইহইতে পত্র পঁহুছিল যে সেখানে খুস্কী পথে ৩ ডিসেম্বরপর্য্যন্তের ইংগ্লণ্ডের সমাচার পঁহুছিয়াছে তাহাতে এই অমঙ্গল সমাচার শুনা গেল যে ইংগ্লণ্ডের মহারাণী পঁচহত্তর বৎসরবয়স্কা হইয়া ১৭ নবেম্বর তারিখে পরলোকপ্রাপ্তা হইয়াছেন সেই পত্রের অন্যং সমাচার অদ্যাপি প্রকাশ হয় নাই। ইংগ্লণ্ডের এমত ব্যবহার আছে যে ওথাকার বাদশাহের পরিজনের মধ্যে কাহারো মরণ হইলে যাবৎ ইংগ্লণ্ডীয়েরা নানারূপে শোক চিহ্ন ধারণ করেন ও কাল বস্ত্র পরিধান করেন ও সমাচারপত্রে কাল চিহ্ন দেন।

মহারাণীর কবর দেওয়া ২ দিসেম্বর অর্থাৎ মরণের পোনের দিন পরে হুকুম হইয়াছে তাঁহার বিবাহ সাতান্ন বৎসর হইয়াছিল তাঁহার সাত পুত্র ও পাঁচ কন্যা আছে তাহার মধ্যে কোন সন্তান চল্লিশ বৎসর বয়সের ন্যূন নহে তিনি যত সংপত্তি রাখিয়াছেন তাহা অদ্যাপি প্রকাশ হয় নাই।

বাণিজ্যের বাঙ্ক।—

১ মে তারিখে মোং কলিকাতায় শ্রীযুত পাকিন্তম কোম্পানির ঘরে এক নূতন বাঙ্ক স্থাপন হইবে তাহার নাম বাণিজ্যবাঙ্ক সেখানে সকল প্রকার বাঙ্কের কর্ম্ম করা যাইবে। এইং সাহেব লোকেরা ঐ বাঙ্কের অধ্যক্ষ।

শ্রীযুত জোসেফ বারেট্টো সাহেব।—
শ্রীযুত জন ওলায়সন ফুলতন সাহেব।
শ্রীযুত ই মা কিন্তস সাহেব।—
শ্রীযুত ছোট জোসেফ বারেট্টো সাহেব।
শ্রীযুত জন মেলবিল সাহেব।—
শ্রীযুত লুইস বারেট্টো সাহেব।—
শ্রীযুত জন দেক্রুশ সাহেব।—
শ্রীযুত ব্রাইতমান সাহেব।
শ্রীযুত জেম্স কালদর সাহেব।
শ্রীযুত বাবু সূর্য্যকুমার ঠাকুর।

শ্রীযুত মাকিন্তস কোম্পানী এই বাঙ্কের সেক্রেটারি ও কর্ম্মকারী। এই বাঙ্কের বৃত্তান্ত যাহারা জানিতে চাহেন তাঁহারা ঐ সাহেব লোকেরদের নিকটে গেলে ইহার তথ্য বিবরণ জানিতে পাইবেন। এই বাঙ্কের এইং টাকার বাঙ্কনোট বাহির হইবেক। ৫০০০। ১০০০। ৫০০। ২৫০। ১৩০। ১০০। ৮০। ৫০ ২০। ১৬। ১০। ৮। ৫। এই বাঙ্কনোটে সম্প্রতি শ্রীযুত বারেট্টো সাহেব ও শ্রীযুত ফুলতন সাহেব ও শ্রীযুত বাবু সূর্য্যকুমার ঠাকুর এই তিন জনের সহী থাকিবেক।

বৃষ্টি।

গত সপ্তাহে সর্ব্বত্র বৃষ্টি হওয়াতে অনেক উপকার হইয়াছে ইহার পূর্ব্বে দেড় মাস পর্য্যন্ত বিন্দুপাত না হওয়াতে ক্ষেত্রে লাঙ্গলসম্বন্ধ হইয়াছিল না এবং স্থানেং এই অভাবোসাতে প্রায় দুর্ভিক্ষ হওনের প্রাক্কাল উপস্থিত হইয়াছিল কিন্তু এই বৃষ্টি হওয়াতে সর্ব্বপ্রকার উদ্বেগ শান্তি হইয়াছে।

ডাকাতি।

২০ এপ্রিল মোং পেয়ারাপুরে রাত্রি আট ঘণ্টার সময়ে অনেক ডাকাতি এক গৃহস্থের বাড়ীতে পড়িয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব লইয়া গিয়াছে ডাকাতি ধরা পড়ে নাই থানাদার অনেক চেষ্টা করিতেছে।

গত রবিবার রাত্রিতে মোং বালিতে এক গৃহস্থের ঘরে কএক জন চোরে সিন্ধ দিয়াছিল। তাহাতে ঐ গ্রামের লোকেরা তাড়াতাড়ি করিয়া তাহারদের মধ্যে এক জনকে ধরিল। সেই ব্যক্তি আরং চোরের নাম কহিল এবং দুই জন স্ত্রী লোকেরও নাম কহিয়াছে ইহার মধ্যে কতকং ধরা পড়িয়া চালান হইয়াছে।

এবং পূর্ব্বে মোং পেনেটিতে এক ব্যক্তির ফাঁসি হইয়াছিল পূর্ব্বে লিখা গিয়াছে তাহার শরীরের আকৃতির মত এক লৌহের পিঞ্জিরা করিয়া ঐ মোকামে রাখা গিয়াছে এখন তাহার শরীর কাকের আহার হইয়াছে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের এমত ব্যবহার আছে যে জন যেখানে অতিবাদ ডাকাতি করে তাহাকে এইরূপ সাজা দিয়া তাহার শরীর এইরূপ টাঙ্গাইয়া সেই স্থানে রাখে

সমাচার দর্পণ।

যেহেতুক সকল লোকের স্মরণে দুষ্ক র্ম্মের ফল সর্ব্বদা থাকে।

সৈন্য।

মুল্ল দেশে যে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সৈন্য ছিল তাহারা বিদায় হইয়া আপন দেশে গিয়াছে। আমরা শুনিতেছি যে তাহার মধ্যে ছয় হাজার গোরা সৈন্য এই দেশে আসিতেছে।

শ্রীযুত লর্ড ওএলিণ্টনের এক কীর্ত্তি।

কলাকার ইংগ্লণ্ডীয় সমাচারপত্রে লিখা গিয়াছে যে শ্রীশ্রীযুত লর্ড মরনিংতনের ভ্রাতা যে শ্রীযুত লর্ড ওএলিণ্টন সাহেব বোনাপার্তকে জয় করিয়া পৃথিবীতে প্রধান সেনাপতি এখন খ্যাত হইয়াছেন তিনি যখন ১৮০৩ সালে ভারতবর্ষে ছিলেন তখন মান্দরাজের সৈন্য তাঁহার অধীন ছিল ও তিনি মহারাষ্ট্রেরদের সহিত যুদ্ধ করিলেন সেই সময়ে নাগপুরের রাজার এক গোয়িন্দা তাহার ছাওনিতে আইল। তিনি আপন চাকরকে আজ্ঞা দিলেন যে এই গোয়িন্দাকে আমার সকল সৈন্য ও যুদ্ধ সরঞ্জাম দেখাও পরে ইহাকে আমার নিকটে আন। সাহেবের চাকর ঐ গোয়িন্দাকে সকল ছাওনি দেখাইয়া পুনর্ব্বার সাহেবের নিকটে আনিল। তখন সাহেব ঐ গোয়িন্দাকে কহিলেন যে শুন তোমার রাজাকে কহিও যে কল্য প্রাতঃকালে পাঁচ ঘণ্টার সময়ে তাহার সহিত যুদ্ধ করিব ও নয় ঘণ্টায় তাহাকে ধরিব ও দশ ঘণ্টার সময়ে তাহাকে ফাঁসি দিব। ইহা কহিয়া ঐ গোয়িন্দাকে বিদায় করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে পাঁচঘণ্টার সময়ে যুদ্ধোদ্যোগ করিয়া নয় ঘড়ীর সময়ে নাগপুরের রাজাকে ধরিলেন ও এগার ঘণ্টার সময়ে তাহাকে আপন ছাওনিতে আনিলেন পরে আপন ঘড়ী বাহির করিয়া কহিলেন যে এগার ঘণ্টা হইয়াছে অতএব ইহাকে ফাঁসি দিব না মান্দরাজে পাঠাইব। ইহা কহিয়া নাগপুরের রাজাকে মান্দরাজে পাঠাইলেন।

লবণের ইস্তাহার দেওয়া গিয়াছে।

সন ১৮১৯ সালের ইস্তেহার ১১ যে মতাবক বাঙ্গলা সন ১২২৬ সালের ৩০ বৈশাখ রোজ মঙ্গলবার এবং তাহারপর যাবৎ সকল লবণ বিক্রয় হয় সদর কলিকাতায় এক্সেঞ্জ ঘরে নিলামে বিক্রয় হইবেক ১২০০০০০ মওয়াজি বার লক্ষ মোন লবণ শ্রীযুত ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের। তাহার তফশীল নীচে লিখা যাইতেছে লবণের মকররি নিরিখের দরে নিলামে ধরা যাইবেক ফিল্লাট ১০০০ এক হাজারের হইবেক ওজন ৮২ বিরাশী সিক্কা ফিল্লাট এক টাকা বায়না দিয়া খরিদারানেরা সওদা পাকা করিবেক ও যে মোকামে লবণ নিলামে বিক্রয় হইবেক ও সেখান হইতে খরিদারান লোকেরা লবণ চালান করিবেক সে সকল মোকামাতের তফশীলের ইস্তাহারনামা সদর লবণ দপ্তরে লটকান গেল তাহাতে লেখা আছে বাকী খরিদারান লোকের যে লবণ নিলামে বিক্রয় হইবেক তাহার নিয়মিত তফশীল।

নাম	লবণ
হিজলি — — — —	২৮০০০০
তমলোক — — — —	২৫০০০০
২৪ পরগনা — — — —	২৩০০০০
ভুলুয়া — — — —	১৬০০০০
চট্টগ্রাম — — — —	১৪০০০০
কটক পাঙ্গা — — — —	১০০০০০
কটক করকচ — — — —	৩০৪৮২
মান্দরাজ	
পরিমিট — — — —	১০০৪৮৮
মক্কাই — — — —	৭৩৪২
সন্দীপ — — — —	১৫৮৮
খেজুরী পাঙ্গা — — — —	১০০

বাণিজ্য।

এই বৎসরের ১ জানুআরি অবধি ৭ এপ্রিলপর্য্যন্ত অর্থাৎ তিন মাস সাত দিনে এইং জিনিস এইং হিসাবে কলিকাতাতে হিন্দুস্থানের নানা প্রদেশহইতে আমদানী হইয়াছে।

তুলা ৪২৯২৬ মন। নীল ২৩৭৭০ মন। চিনি ৫৭৪০৫ মন। সোরা ৩৭৯৩১ মন। আদরক ৮৬৯৯মন। রেশম ১৬২০ মন। সুপারি ৭৯৫৪ মন। এবং এগার লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার সাত শত থান কাপড়।

সমুদ্র পথে জাহাজে এইং জিনিস আমদানী হইয়াছে। লৌহ ১৩৪৩৫ মন। শিশা ১৮২৫ মন। ইস্পাত ২৩৭৪ মন। তাম্বা ২৯৯৯৯ মন। রাঙ্‌ ৫৫৮৯ মন। দস্তা ২৯৩২৪ মন। মরিচ ১৭৫৪০ মন জৈত্রী ১১০ মন। লবঙ্গ ১৮৭৬ মন। সুপারি ৮৩১০ মন। ও ৯৪৩৭৩ জায়ফল মন।

কলিকাতার বিবরণ।

এক শত আটাইশ বৎসর হইল যখন আওরঙ্গজেব বাদশাহের সহিত ইংগ্লণ্ডীয় বাণিজ্যের কুঠীর সাহেবেরদের সৌহৃদ্য হইল তখন চার্নক সাহেব ইংগ্লণ্ডীয়েরদের পক্ষে অধ্যক্ষ ছিলেন তখন হুগলিতে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের বসতি ছিল সেই পূর্ব্বোক্ত সনে চার্নক সাহেব প্রথম মোং কলিকাতায় গিয়া ইংগ্লণ্ডীয়েরদের বসতির

সমাচার দর্পণ

বীজরোপণ করিলেন এবং মোং চানকে প্রথম ঐ চার্নক সাহেব আপনার বসতির কারণ এক বাঙ্গালা করিলেন তদবধি তাহার নাম চানক হইল। চার্নক সাহেব কলিকাতায় বসতি করিলে দুই বৎসর পরে আপনি মরিলেন। তাহার চারি বৎসর পরে কলিকাতার পুরাণা কিল্লা গাঁথা গেল তাহাকেই এখন পুরাণা কুঠী বলে।

সত্তর শত সাঁইত্রিশ সনে ১১ অক্তুবরে এক মহাঝড় হইল ও ঝড় কালীন বৃহৎ ভূমিকম্প হইল। সে সময়ে কলিকাতার দুই শত পাকা ঘর পড়িয়া গেল এবং কলিকাতার বড় গির্জা ঘরের চূড়া ভাঙ্গিয়া ভূমিতে পড়িল ও জাহাজ ও নৌকা প্রভৃতি বিশ হাজার মারা পড়িল এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরদের নয় জাহাজের মধ্যে আট জাহাজ মারা পড়িল ওলন্দেজেরদের চারি জাহাজের মধ্যে তিন জাহাজ নষ্ট হইল। আর অতিশয় ভারি বোঝাই নৌকা ঐ সময়ে অর্দ্ধ ক্রোশপর্য্যন্ত ভূমিতে উঠিল তিন লক্ষ লোক মারা পড়িল।

ইহার পরে বিশ বৎসর গত হইলে সত্তর শত সাতান্ন সালে নবাব সিরাজদ্দৌলা দুরাচার অন্যায়সিন্ধু কলিকাতায় আসিয়া অনেক জন ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে এক অতি ক্ষুদ্র কুঠরীতে বদ্ধ করিয়া সমুদায় রাত্রি সেখানে রাখিল তাহাতে বায়ুর গমন রোধ প্রযুক্ত অল্প জন ব্যতিরিক্ত আর সকলে সেই রাত্রিতে মরিলেন। সেই উপপ্লবেতে কলিকাতার ক্ষুদ্র২ ঘর ও বাটী ও কাগজপত্র অনেক নষ্ট হইল।

তারপর লর্ড ক্লীব সাহেব মোং মান্দরাজ হইতে সাত শত গোরা ও বারো শত সিপাহী আনিয়া মোং কলিকাতায় পঁহুছিলেন তখন নবাব সিরাজদ্দৌলা মুরশেদাবাদে ফিরিয়া গিয়াছিল। নবাব সিরাজদ্দৌলার সৈন্যের সেনাপতি মীর জাফরালী খাঁ লর্ড ক্লীব সাহেবকে পূর্ব্বে লিখিয়াছিল যে তুমি মোং কাটোয়াতে আসিবা আমি সেইখানে তোমার সহিত মিলিব। এই লিখনানুসারে লর্ড ক্লীব সাহেব মোং কাটোয়াতে গিয়া পুনর্ব্বার মীর জাফরালী খাঁর পত্র পাইলেন তাহাতে মীর জাফর এই লিখিয়াছেন যে তোমার সহিত যে আমার মিলিবার কথা ছিল তাহা এখানে প্রকাশ হওয়াতে যাইতে পারিলাম না। ইহা শুনিয়া বড় সাহেব কলিকাতা না আসিয়া মোং পলাশীতে গিয়া থাকিলেন ঐ পলাশিতে নবাব সিরাজদ্দৌলার সহিত ইংগ্লণ্ডীয়েরদের মহাযুদ্ধ হওয়াতে সিরাজদ্দৌলা পলাইলে ইংগ্লণ্ডীয়েরা মীর জাফরালী খাঁকে বাঙ্গালার নবাবি দিলেন কিছু দিন পরে পুনর্ব্বার কলিকাতা শহর গাঁথিতে আরম্ভ হইল। সে বাষট্টি বৎসর হইল। এই বাষট্টি বৎসরের মধ্যে কলিকাতা শহর কত বড় হইয়াছে তাহা লিখা ভার এতৎকালীন কলিকাতা দেখিয়া পূর্ব্বকালীন কলিকাতা মনে ভাবিলে বিস্ময় বোধ হয় তখন যে স্থানে ছয় হাজার টাকার ইমারত পাওয়া ভার ছিল এখন সেই স্থানে অনুমান তিন কোটি টাকার অধিকের পাকা ঘর দেখা যাইতেছে অন্য২ ধন সম্পত্তি প্রভৃতির বিষয় কত লিখিব।

ইতিহাস।

এক বাদশাহ্ আপন দেশ দিয়া গমন করিতে আপনার এক প্রধান নগরে পঁহুছিলেন ও সেখানে শুনিলেন যে ঐ নগরে এক জন সত্তরি বৎসরবয়স্ক প্রাচীন আছে সে ঐ নগরের প্রাচীরের বাহিরে কখনও যায় নাই। পরে বাদশাহ্ সে আশ্চর্য্য শুনিয়া সংবৎসরের আহারোপযুক্তবৃত্তি তাহাকে দিলেন ও কহিলেন যে যদি তুমি এ নগরের বাহির না হও তবে বৃত্তি পাইবা নতুবা এ বৃত্তি থাকিবে না। কিছু দিন পরে সে আপনাকে বদ্ধ জ্ঞান করিয়া আপন নগরের বাহির হইল।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে কর্ম্ম সর্ব্বদা করা যায় তাহার বিষয়ে অন্যে আজ্ঞা দিলে সে কর্ম্ম করা লোকেরদের ভারবোধ হয়।

এক জনেরা পিতা পুত্রে এক গাধা হাটে লইয়া যাইতেছিল পিতা ও পুত্র পদব্রজে যাইতেছিল তাহা দেখিয়া এক পথিক তাহারদিগকে বলিল যে তোমরা পাগল তোমারদের সহিত গাধা থাকিতে কেন হাঁটতেছ। তাহা শুনিয়া ঐ ব্যক্তি আপন পুত্রকে গাধার উপরে চড়াইয়া দিল। পুনর্ব্বার কতক দূর গেলে অন্য এক পথিক কহিল যে অরে দুষ্ট বালক তোর বৃদ্ধ পিতা হাঁটিয়া যাইতেছে তুই গাধার উপরে চড়িয়াছিস। ইহা শুনিয়া তাহার পিতা আপন বালককে নামাইয়া আপনি গাধার উপরে চড়িল। পুনর্ব্বার কিছু দূর গেলে আর এক পথিক কহিল যে তুমি কি নির্দয় তোমার এক শিশু পুত্র হাঁটিয়া দুঃখ পাইতেছে তুমি সুখে গাধার উপরে চড়িয়া যাইতেছ। ইহা শুনিয়া পিতা পুত্র এককালে ঐ গাধার উপরে চড়িল। পুনর্ব্বার আর এক জন কহিল যে এ গাধা তোমারদের নয় তাহা হইলে এত বোঝা ইহার উপরে দিতা না। ইহা শুনিয়া পিতা পুত্র উভয় জন গাধাহইতে নামিয়া ঐ গাধার চারি পা বান্ধিয়া আপনারা স্কন্ধে করিয়া বহিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া অন্য লোকেরা কহিল যে ইহারা কি পাগল একটা গাধা স্কন্ধে করিয়া বহিতেছে। পরে সে ব্যক্তি বিরক্ত হইয়া কহিল যে সকলকে তুষ্ট করিতে কে পারে।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে এমন কোন এক কর্ম্ম নাই যে তাহাতে সকল লোক সন্তুষ্ট হয়।

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে২ এক টাকা। যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকটে

সমাচার দর্পণ

৫০ সংখ্যা শনিবার। ১ মে সন ১৮১৯। ১০ বৈশাখ সন ১২২৬।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা এক টাকা তাকোণ্ঠ। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা এক টাকা চারিআনা তিঘকোণ্ঠ।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

১	মে	শনিবার	১০	বৈশাখ
২	ঐ	রবিবার	১১	ঐ
৩	ঐ	সোমবার	১২	ঐ
৪	ঐ	মঙ্গলবার	১৩	ঐ
৫	ঐ	বুধবার	১৪	ঐ
৬	ঐ	বৃহস্পতিবার	১৫	ঐ
৭	ঐ	শুক্রবার	১৬	ঐ

ইস্তাহার।

নিরিখ জিনিসাত বাবদ মাহ চৈত্র সন ১২২৫ সাল মোকাম দেবীতুরা জিলে রঙ্গপুর।

আমাদী	জিনিস	ওজন	দর
৵———	মোন	সিক্কা	তঙ্কা
মোং দেবীতুরা		১৩২৸৶	
আতব চালু মিহী	১৶	ঐ	২৲
আতব চালু মোটা	১৶	ঐ	১৶৶
ওসুনা চালু মোটা	১৶	ঐ	১৷৶
মোং গোয়ালপাড়া		৮৪৸৶	
লবণ আওল	১৶	ঐ	৪৷৶
লবণ দোম	১৶	ঐ	৪৷৵
লবণ সোম	১৶	ঐ	৪৷০
লাহা	১৶	ঐ	৪৷৶
সরিশা	১৶	ঐ	১৶৶
মোং মোগলবাজা		৭২	
তৈল	১৶	ঐ	৩৷০

কলিকাতা সন ১৮১৯ সালে তারিখ ১৬ এপ্রিল।

খবর দেওয়া যাইতেছে। সন হালের ১ মে তারিখ হইতে মেং মাকিন্তস কোম্পানি সাহেবানের বাটীতে কমরস্যাল বাঙ্ক নামে এক বাঙ্ক হর রকমের সরাফি কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে খোলা যাইবেক তাহার মালিক এইক্ষণে যে২ বখরাদার হইতেছেন তাঁহারদিগের নাম পুত্যেক লিখা যাইতেছে মেং জোসেফ বারেত্তো ও তাহার পুত্রপ্রভৃতি ও মেং মাকিন্তস কোম্পানি ও জন মেলবিল এবং বাবু গোপীমোহন ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত বাবু সূর্য্যকুমার ঠাকুর।—

মেং মাকিন্তস কোম্পানি সাহেবান ঐ কমরস্যাল বাঙ্কের সরবরাহকার ও কর্ম্মকর্ত্তা হইলেন অতএব ঐ বাঙ্ক সংক্রান্ত কার্য্যের যে কোন প্রার্থনা ঐ মেং মাকিন্তস কোম্পানির নিকটে দাখিল করিবেন।—

প্রমিসরি নোট অন দিমান্দ অর্থাৎ বে মিআদীদস্তুর মত কমরস্যাল বাঙ্ক হইতে দেওয়া যাইবেক নোটের রকম ফিকেতা ৫০০০। ১০০০। ৫০০। ২৫০। ১৬০। ১০০। ৮০। ৫০। ২০। ১৬। ১০। ৮। ৫। টাকার হইবেক ঐ সকল নোটে এইক্ষণে মেং জোসেফ বারেত্তো সাহেব অথবা জন ওইলাম ফুলতন সাহেব দস্তখত করিবেন এবং শ্রীযুত বাবু সূর্য্যকুমার ঠাকুর খাজাঞ্চী বলিয়া দস্তখত করিবেন। ইতি।

खबर दीजाती है कि गुर्री माहिम चलिवाल मिकनठस कंपनीके घरमें ऐक कमरसिल बिंक वाले जारी करने हरतरह सर्राफी कामीके मुकरर होगा बिलफेल उसके मालिक और हद्दस कि शरीक और हिस्सादार होंगे उनका नाम जुदाजुदा लिखा जाता है मिस्तर जोसिफ बिराटो ऐंड सनमिस वमिकनटोस ऐंड कंपनी जानमिलविल और बड़ा बेटा गोपीमोहन ठाकुरका मुसम्मा बाबू सूरजकुमार ठाकुर।

मिकनटोस कंपनी सरबराहकार और कारिन्दे इसकमरसिल बिंकके होंगे इसवास्ते दरखास्त कीजातीहै कि जो काम इसबंकके हो उसकी दरखास्त मिकनटोस कंपनीमे दाखिल होगी।

ऐनडीमैंडपरमेशरी नोट याने बेमेआदी मुताबिक दसतूर कमरसिल बैंकसे दिया जावेगा हरकिता नोटका फीकिता ५,००० । १,००० । ५०० । २५० । १६० । १०० । ८० । ५० । २० । १६ । १० । ८ । और पांच रोपैका होगा बिलफेल उसके ऊपर मिस्तर जोसिफ बिराटो और जान वलयमसन फुलटन दस्तखत करेंगे और भी बाबू सूरजकुमार ठाकुर बतौर खजानचीके दस्तखत करेंगे।

জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার।

অনেক লোকের অধীন সামিল জেলাহায় রোজ ও তারিখ মাফিক নীচের তপসিল সরকারের বাকী আদায় কারণ প্রকাশ স্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমা ও জমীদের তৈদীরত বাওরিবপুর আদালতি দপ্তরখানায় অথবা জেলাহার কালেক্টরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

সরকারের বাকী আদায় কারণ।

চাটিগ্রাম ও মুরশীদাবাদ ও নদীয়া ও ঢাকা বৃহস্পতিবার ২৭ মেই সন ১৮১৯ ইং ১৪ জ্যৈষ্ঠ সন ১২২৬ বাং খোওরিবপুর আদালতি দপ্তরখানায়।

মুরশীদাবাদ ও জসহর ও নদীয়া বৃহস্পতিবার ২৭ মেই

সন ১৮ ১৯ ইং ১৫ জ্যৈষ্ঠ স কাছারিতে।

ঢাকা ও চাটিগ্রাম বৃহস্পতিবার ১ ইং ৮ জ্যৈষ্ঠ স। ১২ ২৬ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

হুগলি ও বর্দ্ধমানের বৃহস্পতিবার ২৭ মেই সন ১৮১৯ ইং ১৫ জ্যৈষ্ঠ সন ১২ ২৬ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

ইতি তারিখ ৩০ মার্চ সন ১৮১৯ ইং বোর্ডরিবনুর হুকুমে।

বাখরগঞ্জ বৃহস্পতিবার ২৭ মেই সন ১৮১৯ ইং ১৫ জ্যৈষ্ঠ সন ১২২৬ বাং বোর্ডরিবনুর সাক্রটারি দপ্তরখানায়।

মেদনীপুর বৃহস্পতিবার ১০ জুন সন ১৮১৯ ইং ২৯ জ্যৈষ্ঠ সন ১২২৬ বা বোর্ডরিবনুর সাক্রটারি দপ্তরখানায়।

বাখরগঞ্জ বৃহস্পতিবার ২৭ মে সন ১৮১৯ ইং, ১৫ জ্যৈষ্ঠ সন ১২২৬ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

বিরভূমি ও মেদনিপুর ও মুরশিদাবাদ বৃহস্পতিবার ১০ জুন সন ১৮ ১৯ ইং ২৯ জ্যৈষ্ঠ সন ১২ ২৬ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

বর্দ্ধমান বৃহস্পতিবার ২০ মেই সন ১৮১৮ ইং ৮ জ্যৈষ্ঠ সন ১২ ২৬ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

ইতি তারিখ ৬ মার্চ সন ১৮১৯ বোর্ডরিবনুর হুকুমে।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে অনেকলোকের জমিদারি বাকি জন জেলা ময়মনসিংহ রোজ বৃহস্পতিবার তারিখ ১৩ মাহ মে সন ১৮১৯ ইংরেজী মতাবেক ১ জ্যৈষ্ঠ সন ১২২৬ বাংলা সরকারের বাকী আদায় কারণ জেলামজফুরের কালেক্টরি কাছারিতে প্রকাশ স্থানে নিলামে বিক্রী হইবেক জমা ও জমীনের কৈফীয়ত বোর্ড রেবনুর সেক্রটারি দপ্তর খানায় অথবা জেলা মজফুরের কালেক্টরি কাছারিতে মালুম হইবেক ইতি তারিখ ১৩ মাহ আপরেল বোর্ড রেবনুর হুকুমে।

সমাচার দর্পণ।

আশীর গড়।

গত সপ্তাহের সমাচার দর্পণে লিখা গিয়াছিল যে আশীর গড় ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকারে আসিবে এই বিষয়ে আমরা মিথ্যাবাদী হই নাই।

৯ এপ্রিল তারিখে ঐ আশীর গড়ের ও পরে ইংগ্লণ্ডীয় জয়পতাকা উড্ডীয়মানা হইয়াছে। ইংগ্লণ্ডীয়েরদের আশীর গড় অধিকার করিবার দুই দিন পূর্ব্বে ঐ গড়ের কিল্লাদার শ্রীযুত যশোবন্তলার ইংগ্লণ্ডীয়েরদের ছাওনিতে শ্রীযুত সর জন মালকম সাহেবের নিকটে বিক্রপ করিয়া দুই আম্রের আঁটি পাঠাইয়াছিল ও কহিয়াছিল যে এই দুই আম্রের আঁটি তুমি আপন ছাওনিতে রোপণ কর ঐ আঁটিহইতে বৃক্ষ হইলে যখন তাহার ফল ভোগ করিবা তখন এই আশীর গড়ে প্রবেশ করিবা। কিন্তু ইহার দুই দিন পরে ঐ যশোবন্তলার আপনি কাতর হইয়া স্বপ্রাণ রক্ষার্থে শ্রীযুত সর জন মালকম সাহেবের পাদাবনত হইল। পরে মালকম সাহেব তাহাকে কহিলেন যে আর কোন পথ নাই কল্য প্রাতঃকালে ছয় ঘণ্টাপর্য্যন্ত তোমাকে মেয়াদ দেওয়া গেল ইহারি মধ্যে আশীর গড় আমার হস্তে সমর্পণ কর নতুবা তোমার রক্ষা হইবে না। পর দিন প্রাতঃকালে ছয় ঘণ্টায় ইংগ্লণ্ডীয়েরদের যুদ্ধ সরঞ্জাম চতুর্দ্দিক্ প্রস্তুত হইল কিন্তু সাত ঘড়ীর সময়ে ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতি জয়ঢাক বাদ্য করিতে আজ্ঞা করিলেন সেই কালে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের জয়পতাকা সূর্য্য রথপতাকা রূপ প্রকাশ পাইতে লাগিল। এই অযোধনীয় কিল্লা লইবার সময় ইংগ্লণ্ডীয়েরদের এক জন সেনাপতি ও পাঁচ জন সিপাহীমাত্র মরিয়াছে।

এই সমাচার লিখিবার পরে আর এক সমাচার আইল তাহা লিখা যাইতেছে। যখন ঐ কিল্লাদার মালকম সাহেবের নিকটে আইল তখন অতি ঐশ্বর্য্যরূপে তা দিয়া প্রার্থনা করিল যে আমার সৈন্যেরা অস্ত্র সমেত কিল্লাহইতে বাহির হউক ও আপনকার সৈন্য কিল্লা অধিকার করুক। ইহাতে মালকম সাহেব কহিলেন যে তাহাতে আমার প্রয়োজন কি কেবল কিল্লা আমাকে দেও। কিল্লাদার কহিলেক যে আমার যে আরব সৈন্য আছে তাহারা যদি জানে যে কিল্লা তোমাকে দিয়াছি তবে তাহারা আমাকে খুন করিবে অত এব তাহারদিগকে লিখ্যা কহিয়া অস্ত্র সমেত তাহারদিগকে কিল্লাহইতে বাহির করি পরে তুমি তাহারদিগকে আক্রমণ কর। মালকম সাহেব ঐ কাপুরুষ বাক্যে সম্মত হইলেন না। পর দিবস ইংগ্লণ্ডীয়েরা কিল্লা পাইলে তাহার প্রতিদ্বারে এক২ শত ইংগ্লণ্ডীয় যোদ্ধা চৌকী রহিল। এবং বিপক্ষ সৈন্যেরা প্রত্যেক জন আপন২ অস্ত্র লইয়া কিল্লাহইতে বাহির হইল এবং পর্ব্বতহইতে নামিয়া ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যেরদের সম্মুখে আপন২ অস্ত্র ও সম্ভ্রম রাখিল। তাহারদের মধ্যে যাহারা সিন্ধিয়ার চাকর তাহারদিগকে সিন্ধিয়ার হস্তে সমর্পণ করা যাইবে এবং যাহারা আরব দেশীয় তাহারদিগকে সৌরাষ্ট্রে পঁহুছাইয়া পরে জাহাজদ্বারা আরবদেশে পাঠাইবেন।

পূর্ব্বে সকল লোকের জ্ঞান ছিল যে নাগপুরের রাজা শ্রীযুত আপা সাহেব ঐ কিল্লাতে পলাইয়া আছেন এখন দেখা গেল যে তিনি কখনও সেখানে ছিলেন না। হিন্দুস্থানের মধ্যে এমন কিল্লা আর নাই যে আপাসাহেবকে আশ্রয় দেয়। অনুমান হয় যে তিনি কোন স্থানে গুপ্ত বেশে কালক্ষেপণ করিতেছেন।

কচ্ছদেশ।

এই সপ্তাহে শ্রীশ্রীযুতের নিকটে সমাচার আসিয়াছে যে কচ্ছ নামে এক মহারাজ্য ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকারে আসিয়াছে সেখানকার প্রধান কিল্লা ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতি আক্রমণ করিয়াছেন এবং তথাকার রাজা ইংগ্লণ্ডীয়ের বশীভূত হইয়াছে।

এখন ইংগ্লণ্ডীয়েরদের পরাক্রম এই ভা

রত বর্ষে যেমন বৃহৎ তেমনি সুদৃঢ় হইল হিন্দুস্থানের মধ্যে যত বড়ং কিল্লা ছিল সে সকল ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধীন হই য়াছে এবং রাক্ষস স্বভাবি পিণ্ডারিরা উচ্ছিন্ন হইয়াছে এবং পুকৃত রাক্ষসীয় দেশ লঙ্কা দ্বীপও নির্বিবাদ হইয়াছে ও মহারাষ্ট্রেরদের পরাক্রম ভগ্ন হইয়াছে এবং মুসলমানেরদের প্রাদুর্ভাব পুনর্ব্বার কখনও হইবে এমত ও বুঝা যায় না। এই রূপে এতদ্দেশে সর্ব্বত্র শান্তি হইয়াছে এ খন ইংগ্লণ্ডীয়েরদের কেবল এই চেষ্টা যে যেরূপ বাঙ্গালি লোকেরা ইংগ্লণ্ডীয়ের দের আশ্রয়ে পরম সুখে কাল ক্ষেপ করি তেছে সেই রূপ তাহারদের অন্যং অধি কৃত দেশের লোকেরা সুখে থাকে।

জয়পুর।

আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে জয়পুরের প্রাচীন রাজা মরিলে তাহার উজীর আপন হাতে রাজ্য রাখিবার কারণ সাত বৎ সরের এক বালককে সিংহাসনে বসা ইয়াছে। এই নিমিত্ত সেখানে অনেক বিবাদ হইতেছে অতএব সে বিবাদ ভঞ্জ নার্থে শ্রীযুত সর দেবিদ আক্তর্লোনী সা হেব সেখানে গিয়াছেন।

ওলাওঠা।

কলিকাতায় ও আশীরগড়ে ও মান্দ রাজে ও বোম্বাইতে ও লঙ্কাতে ওলাওঠা প্রাদুর্ভাব পুনর্ব্বার হইয়াছে তাহাতে ইং গ্লণ্ডীয়েরা অনেক মরিতেছে।

চড়ক।

মোং বারইপুরে তথাকার জমীদার শ্রীযুত রাজবল্লভরায় চৌধুরীর গাজনে মহাবিষুব সংক্রান্তির দিনে এক চড়ক গাছে ষোল জন লোক এক কালে ঘুরি য়াছে।

সুদ।

শ্রীযুত মাকিন্ট্রি সাহেব গবর্নমেন্টের সেক্রেটারি ইস্তাহার দিয়াছেন যে ত্রিশা এপ্রিলের পর যে ব্যক্তির স্থানে শতকরা ছয় টাকা কোম্পানির কাগজ থাকিবেক সে আপন ইচ্ছানুসারে ঐ সকল নোট কিম্বা কাগজ কোম্পানির তেজারতি ঘরে লইয়া গিয়া সেইখানে তাহার বদলে শতকরা পাঁচ টাকা সুদের কাগজ লই তে পারিবেক।

জাহাজ আমদানী।

এই সপ্তাহে তিন জাহাজ ইংগ্লণ্ডহই তে আসিয়াছে তাহার মধ্যে এক জাহাজ ৩০ দিসেম্বরে ইংগ্লণ্ড ছাড়িয়াছে তাহাতে যে সমাচার আসিয়াছে তাহা অদ্যাপি প্রকাশ হয় নাই।

গঙ্গাসাগর।

গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ পতিত লোকেরদের উপকারার্থে এক ঘর করিবার উপক্রম হই য়াছে তাহাতে ব্যয় অনুমান বিশ হা জার টাকা হইবেক সেই কারণ লোকেরা টাকার চান্দা করিয়াছে তাহাতে পচিশ হাজার টাকা হইয়াছে। এবং পতিত লোকেরদের ইতস্ততো ভ্রমণের কারণ সে ঘরে হাতী ও ঘোড়া ও পালকী প্রভৃতি প্রস্তুত থাকিবেক।

নূতন প্রকার লোক।

যে জাহাজ উত্তর কেন্দ্র দর্শনার্থ গিয়া ছিল সে জাহাজের লোকেরা এক নূতন প্রকার লোক দেখিয়া আসিয়াছে তাহার দের এইং বিবরণ এখন শুনা গেল।

তাহারা যখন এই জাহাজের লোকের দিগকে প্রথম দেখিল তখন তাহারা কহিল যে ইহারা মাংসভোজী পক্ষী চন্দ্র হইতে উড়িয়া আসিয়াছে এবং তাহা রা জাহাজে আসিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইল ও আতঙ্কে জাহাজের মাস্তুল জড়াইয়া ধরিল এবং ভয়ে নানাপ্রকার শরীরের আকার করিল ও ইংগ্লণ্ডীয়ের দিগকে দেবতা জ্ঞান করিয়া তাহারদের পায়ে পড়িয়া বারং প্রণাম করিতে লাগিল এবং জাহাজ দেখিয়া অতিবিস্ময় জ্ঞান করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিল। জা হাজের লোকেরা আরো দেখিল তাহার দের মধ্যে কেহং কুকুরের গাড়িতে চড়িয়া ফিরিতেছে। কেহং হাড়ের অস্ত্রদ্বারা তিমি নামে এক মহামৎস্য মারিতেছে।

বিদন্নুর নবাবের উকীল।

বিদন্নুর শহরের নবাবের উকীল সা হেব গোলামুদ্দীন আপন মুনীবের কোন কর্ম্মে ইংগ্লণ্ডে যাইতেছে তাহার সমাচার পাওয়া গেল যে সে মিসর দেশদিয়া ফ্রান্স দেশে পঁহুছিয়াছে সে যে কর্ম্মে যাই তেছে তাহার প্রকাশ হয় নাই সে অতি শয় ঐশ্বর্য্য পূর্ব্বক যাইতেছে। একত্রিশ বৎসর হইল এই দেশহইতে কোন উকীল ইওরোপে যায় নাই ইহার পূর্ব্বে টিপুসুল তানের এক উকীল ফ্রান্স দেশে গিয়াছিল।

বাঙ্গালায় ইংগ্লণ্ডীয়েরদের আসিবার কথা।

অনুমান সন ১৬৩০ সালে ইংগ্লণ্ডীয় কোম্পা নির চাকরেরা আসিয়া মোং হুগলিতে এক কুঠী করিয়া সে বৎসরে নানা প্রকার দ্রব্য ক্রয় করে ও ক্রমেং কোম্পানির বাণিজ্য এমত বাড়ি ল যে তাহারা ১৬৮১ সালে উনিশ লক্ষ টাকার দ্রব্য ক্রয় করিল। পূর্ব্বে বাঙ্গালার বাণি

জ্যের কুঠী মান্দরাজের অন্তঃপাতী ছিল ঐ সনে বাঙ্গালার বাণিজ্যের কুঠী তাহাহইতে পৃথক হইয়া পৃথক এক সদর হইল। কিন্তু ইহার পর এতদ্দেশীয় রাজকীয় লোকেরদের দ্বারা বাণিজ্য ব্যাঘাত হইতে লাগিল যেহেতুক কোম্পানির বহুং কুঠী ও গুদাম দেখিয়া এতদ্দেশীয় রাজারদের লোভ জন্মিল এবং মধ্যেং অনেক টাকা চাহিতে লাগিল তাহা যখন কোম্পানি না দিলেন তখন তাহারা এই বাঙ্গালা দেশের বাণিজ্য সর্ব্বত্র বন্দ করিল। এই কালে হুগলিতে ইংগ্লণ্ডীয় কৌন্সিল বিবেচনা করিলেন যে আপনারদের সম্পত্তি রক্ষা করিবার উপযুক্ত স্থান হুগলি নহে এই নিমিত্তে হুগলির দক্ষিণে কলিকাতার নিকটে ছোটানুতি নামে এক ক্ষুদ্র গ্রামে গিয়া কুঠী করিয়া বসতি করিতে লাগিলেন পরে এখানকার নবাব সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিলেন যে ছোটানুতি গ্রামে আপনারদের কারণ ক্ষুদ্র কিল্লা করেন ও সেই স্থানের অদালত আপনারদের অধীন থাকে। তাহাতে নবাব সাহেব সম্মত হইলেন না। কিন্তু এই সময়ে এখানকার রাজারা নবাব সাহেবের প্রতিকূল উদ্যোগ করিল তখন নবাব সাহেব ঢাকায় থাকেন তিনি সৈন্য সংগ্রহ করিতেং রাজারা রাজমহল ও মুরশেদাবাদ ও হুগলি ও তাহার মধ্যবর্ত্তি দেশ অধিকার করিতে লাগিল। এই সময়ে ইংগ্লণ্ডীয়েরা ও ওলন্দেজেরা ও ফরাশিসেরা নবাব সাহেবের পক্ষ হইলেন। তাহাতে নবাব সাহেব তাহারদের পূর্ব্ব দরখাস্ত মঞ্জুর করিলেন ও তাহারদের আপনং স্থানে কিল্লা করিতে আজ্ঞা দিলেন। এই উপদ্রবের সমাচার মহারাজধানী দিল্লী পঁহুছিলে আওরঙ্গজেব আলমগীর বাদশাহ বাঙ্গালার বিবাদভঞ্জনার্থে আপন পৌত্র আজম শাহকে এখানে পাঠাইলেন। তিনিও এখানে পঁহুছিয়া ইংগ্লণ্ডীয়েরদের প্রতি সেই রূপ আজ্ঞা দিলেন ও ছোটানুতী ও গোবিন্দপুর ও কলিকাতা এই তিন গ্রাম ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে দিলেন পরে সন ১৭০০ সালে ইংগ্লণ্ডীয়েরা এক কিল্লা গাঁথিলেন ও তাহার নাম ফোর্ত উল্যাম রাখিলেন যেহেতুক তৎকালে ইংগ্লণ্ডীয় বাদশাহের নাম উল্যাম ছিল। ইহার পর কোম্পানি আপন সৈন্য দ্বিগুণ করিলেন এবং বালেশ্বর ও কাশীমবাজার ও ঢাকাতে পুনর্ব্বার কুঠী বসাইলেন।

ইহার শেষ আগামী সপ্তাহে লিখা যাইবে।

ইতিহাস।

এক দেশে চারি বন্ধু ছিল তাহারদের পরস্পর অতিশয় প্রীতি ছিল। কোন সময়ে ঐ চারি জন স্বংদেশ ত্যাগ করিয়া দেশ ভ্রমণার্থে অন্য দেশে গেল। সকলেই আপনং সঙ্গে কিছুং ধন লইল তাহারদের মধ্যে এক জন রাজপুত্র তাহার সঙ্গে এক মাণিক্য ছিল তাহা ঐ চারি জনের মধ্যেই এক জন হরণ করিল। রাজপুত্র বিবেচনা করিলেন যে আমার সঙ্গী তিন জন আমার অতিআত্মীয় একটা মাণিক্যের কারণ প্রীতি ভঙ্গ করা অকর্ত্তব্য অতএব এমত কোন মন্ত্রী থাকে যে তাহার মন্ত্রণাতে আমার মাণিক্য আমি পাই কিন্তু যে হরণ করিয়াছে তাহাকে জানিতে আমারদের মধ্যে কেহই না পায় এমত হইলে বড় ভাল হয়। পরে ঐ চারি জন তদ্দেশের রাজার নিকটে গিয়া কহিলেন যে আমার এক মাণিক্য ছিল তাহা এই চারি জনের মধ্যেই এক জন হরণ করিয়াছেন কিন্তু আমার বাসনা এই যে আমার মাণিক্য আমি পাই হরণকর্ত্তার নাম প্রকাশ না হয়। রাজা শুনিয়া কহিলেন ইহা কি প্রকারে হইতে পারে ঐ রাজার এক বুদ্ধিমতী কন্যা তাহা শুনিয়া ঐ চারি জনকে কহিলেন যে তোমারদের যেমন অভিপ্রায় সে রূপই মাণিক্য পাইবা।

পরে রাজকন্যা নির্জনে থাকিয়া প্রথম রাজপুত্রকে ডাকিয়া কহিলেন যে হে রাজপুত্র যে রাত্রিতে আমার বিবাহ হইল সেই রাত্রির মধ্যে আমি চারি ক্রোশ পথ গমন করিয়া এবং গুরু প্রণাম করিয়া আপন গৃহে আইলাম এবং আমার এই বয়স ও এই রূপ ও শরীরে এই অলঙ্কার তথাপি আমার কোন বিপদ্ হইল না। ইহা শুনিয়া রাজপুত্র উত্তর করিলেন যে অন্য বিপদ যে হউক তোমার স্বামী তোমাকে এত রাত্রে কি সাহসে ত্যাগ করিল। রাজকন্যা এই কথার দ্বারা রাজপুত্রকে নিতান্ত স্ত্রীবশ জানিয়া তাহাকে বিদায় করিল। পরে আর এক জনকে ডাকিয়া সেই রূপ আত্মবিবরণ বলিল। তাহাতে সে উত্তর করিল যে অন্য বিপদ যে হউক কিন্তু তুমি একাকিনী পরম সুন্দরী হইয়া ভয় পাইলা না। ইহাতে রাজকন্যা তাহাকে কামুক জানিয়া তাহাকে বিদায় করিল। পরে অন্যকে ডাকিয়া সেইরূপ আত্ম বিবরণ কহিল। সে উত্তর করিল যে তোমার অন্য বিপদ না হউক তোমার এ কোমল মাংস ব্যাঘ্রাদি কেন খাইল না। রাজকন্যা তাহাকে মাংসাশী জ্ঞান করিয়া বিদায় করিল। শেষে কোতোয়ালের পুত্রকে ডাকিয়া সেই রূপ নিজ বিবরণ কহিলে সে উত্তর করিল যে তোমার আর আপদ যে হউক কিন্তু তোমার শরীরে এত স্বর্ণময় ও মণিময় অভরণ থাকিতে চোরে তোমাকে কেন ত্যাগ করিল। ইহাতে রাজকন্যা তাহাকে ধনলোভি জানিয়া কহিলেন যে মাণিক্য তুমিই লইয়াছ অতএব দেও আমি রাজপুত্রকে দেই। ইহাতে কোতোয়ালের পুত্র লজ্জিত হইয়া মাণিক্য দিল। রাজকন্যা ঐ মাণিক্য রাজপুত্রকে দিলেন। মাণিক্য কাহাহইতে বাহির হইল তাহা প্রকাশ হইল না।

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহেং কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসেং এক টাকা। যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকটে সমাচার দর্পণ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক।—

সমাচার দর্পণ

১১ সংখ্যা　　শনিবার।　　৮ মে সন ১৮১৯। ২৭ বৈশাখ সন ১২২৬।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা আদ টাকা ডিসকৌণ্ট। বিক্রয় করিতে হইলে [illegible]

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

৮	মে	শনিবার	২৭	বৈশাখ	
৯	ঐ	রবিবার	২৮	ঐ	বৈশাখী
১০	ঐ	সোমবার	২৯	ঐ	
১১	ঐ	মঙ্গলবার	৩০	ঐ	
১২	ঐ	বুধবার	৩১	ঐ	সংক্রান্তি
১৩	ঐ	বৃহস্পতিবার	১	জ্যৈষ্ঠ	
১৪	ঐ	শুক্রবার	২	ঐ	

ইস্তাহার।

খবর দেওয়া যাইতেছে যে বাটীতে এ লাগাইদ নিমক ও আফীমের বোর্দর সাহেবান বৈঠক করিতেন সেই বাটীতে পরমিট ও নিমক ও আফিমের বোর্দর সাহেবান বৈঠক করিবেন। রবিবার এবং পর্ব্ব দিন ব্যতিরেকে সাহেবান বোর্দ মহ মুফ প্রত্যহ ইস্তক দুই প্রহর লাগাইদ দুই প্রহর তিন ঘণ্টা পরমিটের কর্ম্ম নিকাশ কারণ বৈঠক করিবেন। ইতি।

পরমিট ও নিমক ও আফীমের বোর্দের দপ্তরখানা। তারিখ ১ মাহ মে শন ১৮১৯

কমরস্যাল বাঙ্ক।

খবর দেওয়া যাইতেছে। সন হালের ১ মে তারিখহইতে মেং মাকিন্তস কোম্পানি সাহেবানের বাটীতে কমরস্যাল বাঙ্ক নামে এক বাঙ্ক হর রকমের সরাফি কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে খোলা যাইবেক তাহার মালিক এইক্ষনে যে২ বখরাদার হইতেছেন তাঁহারদিগের নাম পুত্যঙ্কে লিখা যাইতেছে মেং জোসেফ বারেট্টো ও তাহার পুত্রপুত্তি ও মেং মাকিন্তস কোম্পানি ও জন মেলবিল এবং বাবু গোপী মোহন ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত বাবু সূর্য্যকুমার ঠাকুর।

মেং মাকিন্তস কোম্পানি সাহেবান ঐ কমরস্যাল বাঙ্কের সরবরাহকার ও কর্ম্ম কর্ত্তা হইলেন অতএব ঐ বাঙ্ক সংক্রান্ত কার্য্যের যে কোন প্রার্থনা ঐ মেং মাকিন্তস কোম্পানির নিকটে দাখিল করিবেন।

প্রমিসরি নোট অন্ দিমান্দ অর্থাৎ বেমিআদী দস্তুর মত কমরস্যাল বাঙ্ক হইতে দেওয়া যাইবেক নোটের রকম ফিকেতা ৫০০০। ১০০০। ৫০০। ২৫০। ১৬০। ১০০। ৮০। ৫০। ২০। ১৩। ১০। ৮। ৫। টাকার হইবেক এই সকল নোটে এই ক্ষণে মেং জোসেফ বারেট্টো সাহেব অথবা জন উইল্যম ফুলতন সাহেব দস্তখত করিবেন এবং শ্রীযুত বাবু সূর্য্যকুমার ঠাকুর খাজাঞ্চী বলিয়া দস্তখত করিবেন। ইতি।

কলিকাতা সন ১৮১৯ সাল তাং ২৬ এপ্রিল।

खबर दीआतीहै कि गुईं माहिम संनिहाल मिकनटे.स कंपानीके घरमें येक कमरसिल् बिंक बाके जारी करने हरतरह सरीफी कामीके मुतररर होगा बिलफेल उसके मालिक जो लकस कि मदीक और हिस्सादार होंगे उन्ह का नाम जुदाजुदा लिखाजाताहै मिसतर जो सिफ् बिराटो यँड सनमिसतर मिकनटोस यँड कंपनी आन मिलबिल और बडा बेटा गोपीमोहन ठाकुरका मुसम्मा बाबु सूईजकुमार ठाकुर।

मिकनटोस कंपनी सरबराहकार और कारिन्दे इसकमरसिल बिंकके होंगे इसवास्ते दरखास्त कोआमीहै कि जो काम इसहलाकेका होगा उसकी दरखास्त मिकटोस कंपनिमे दाखिल होगी।

येनडीमेंडपरमैसरी नोट याने बेमेआदी मुताबिक दसतुर कमरसिल बैंकसे दिया जावेगा हरकिसा नोटका फीकिसा। ५,०००। १,०००। ५००। २५०। १६०। १००। ८०। ५०। २०। १६। १०। ८। और यास रोपियक होगा बिलफेल उसनोटोंपर मिस्तर जोसिफ बिराटो और जानवलयमसन फुलटिन दसखत करेंगे औरभी बाबु सूर्जकुमार ठाकुर बतौर खजानचीके दसखत करेंगे।

জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার।

অনেক লোকের জমীন লাখিরাজ জেমাহায় রোজ ও তারিখ মাফিক নীচের তপশিল সরকারের বাকী আদায় কারণ প্রকাশ্যস্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমা ও জমীনের কৈফীয়ত বোর্ডরিবনু লাকৃটারি দপ্তরখানায় অথবা জেমাহার কালেক্টরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

সরকারের বাকী আদায় কারণ।

চাটিগ্রাম ও মুরশীদাবাদ ও নদীয়া ও ঢাকা বৃহস্পতিবার ২৭ মেই সন ১৮১৯ ইং ১৪ জ্যৈষ্ঠ সন ১২২৬ বাং বোর্ডরিবনু লাকৃটারি দপ্তরখানায়।

সরকারের বাকী এবং আদায় কারণ।

মুরশীদাবাদ ও যশোহর ও নদীয়া বৃহস্পতিবার ২৭ মেই সন ১৮১৯ ইং ১৪ জ্যৈষ্ঠ সন ১২২৬ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

সমাচার দর্পণ।

ঢাকা ও চাটিগ্রাম বৃহস্পতিবার ২০ মেই সন ১৮১৯ ইং ৮ জ্যৈষ্ঠ সন ১২২৬ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

হুগলি ও ময়মনসিংহ বৃহস্পতিবার ২৭ মেই সন ১৮১৯ ইং ১৪ জ্যৈষ্ঠ সন ১২২৬ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

ইতি তারিখ ২০ আপ্রেল সন ১৮১৯ ইং বোর্ডরিবনুর হুকুমে।

অনেক লোকের জমীন সাবিক জেলাহায় রোজ ও তারিখ সকল মাফিক নীচের তপসীল প্রকাশ স্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমা ও জমীদের কৈফীয়ত বোর্ডরিবনুর সাক্রটারি দপ্তরখানায় অথবা জেলাহায় কালেক্টরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

সরকারের বাকী ও জরীমানা আদায় বাবত।

বাখরগঞ্জ বৃহস্পতিবার ২৭ মেই সন ১৮১৯ ইং ১৪ জ্যৈষ্ঠ সন ১২২৬ বাং বোর্ডরিবনুর সাক্রটারি দপ্তরখানায়।

মেদনীপুর বৃহস্পতিবার ১০ জুন সন ১৮১৯ ইং ২৯ জ্যৈষ্ঠ সন ১২২৬ বা বোর্ডরিবনুর সাক্রটারি দপ্তরখানায়।

বাখরগঞ্জ বৃহস্পতিবার ২৭ মে সন ১৮১৯ ইং ১৫ জ্যৈষ্ঠ সন ১২২৬ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

বীরভূমি ও মেদনিপুর ও মুরশিদাবাদ বৃহস্পতিবার ১০ জুন সন ১৮১৯ ইং ২৯ জ্যৈষ্ঠ সন ১২২৬ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

বর্দ্ধমান বৃহস্পতিবার ২০ মেই সন ১৮১৯ ইং ৮ জ্যৈষ্ঠ সন ১২২৬ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

ইতি তারিখ ২৭ এপ্রিল সন ১৮১৯ বোর্ডরিবনুর হুকুমে।

অনেক লোকের জমিন সাবিক জেলাহায় রোজ ও তারিখ সকল নীচের তপসীল মাফিক প্রকাশ স্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমা ও জমীদের কৈফীয়ত বোর্ডরিবনুর সেক্রটারি দপ্তরখানায় অথবা জেলাহায় কালেক্টরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

সরকারের বাকী আদায় কারণ।

ত্রিপুরা বৃহস্পতিবার সন ১৮১৯ ২৭ মে ইং সন ১২২৬ ১৪ জ্যৈষ্ঠ বাং বোর্ডরিবনুর সেক্রটারি দপ্তরখানায়।

সরকারের বাকী ওয়গয়রহ আদায় কারণ।

ত্রিপুরা বৃহস্পতিবার সন ১৮১৯ ২৭ মে ইং সন ১২২৬ ১৪ জ্যৈষ্ঠ

যশোহর ও কলিকাতা ও ময়মনসিংহ ও দিনাজপুর বৃহস্পতিবার ১৭ জুন ১৮১৯ ইং ২৯ জ্যৈষ্ঠ সন ১২২৬ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

বর্দ্ধমান বৃহস্পতিবার ১৭ জুন সন ১৮১৯ ইং ৪ আষাঢ় সন ১২২৬ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

সমাচার দর্পণ।

হস্তকলম।

গত সপ্তাহে মোং কলিকাতায় আলেক্লান্দু কোম্পানির কুঠীতে সেই কুঠীর চাকর কোন ব্যক্তি শ্রীযুত মার্শমন সাহেবের সহীর মত সহী করিয়া পাঁচ শত টাকার এক দ্রাফ দাখিল করিয়া টাকা লইয়াছে পরে সে ধরা পড়িয়াছে। কলিকাতার মধ্যে অনেক লোক এই প্রকার করিতেং হস্তকলমীয় বিদ্যাগারগত হইয়াছে।

মরণ।

৪ মে ২৩ বৈশাখ মঙ্গলবার রাত্রে মোং শ্রীরামপুরের কৃষ্ণপ্রসাদ শীল নামে এক ব্যক্তির আশ্চর্য্য মৃত্যু হইয়াছে। ঐ রাত্রে এক জন ভাগ্যবান্ লোকের নিকটে অনেকে একত্র বসিয়া গান ও বাদ্য ও ইয়ারকি এগার দণ্ড রাত্রিপর্য্যন্ত করিল তাহার পরে ঐ ভাগ্যবান্ ব্যক্তি বাটীর ভিতরে গিয়া আহারাদি করিয়া শয়ন করিল আর২ সকলে আপনং স্থানে গেল কিন্তু কৃষ্ণপ্রসাদশীল ঐ নীচের ঘরেই তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া রহিল আপন স্থানে গেল না। পরদিন বুধবারে প্রাতঃকালে আসিয়া সকলে দেখিল যে সে বসিয়াই আছে। তাহাতে তিন চারিবার তাহাকে ডাকিল কিছু উত্তর পাইল না পরে গায়ে হাত দিয়া দেখিল যে সে মরিয়াছে। ইহাতে কেহং অনুমান করে যে অতিশয় গঞ্জা পানে শ্বাস রোধ হইয়া মরিয়াছে। এইং কত আত্ম বুদ্ধি অনুসারে অনেকে অনেক বিতর্ক করিল কিন্তু প্রকৃত স্থির কিছু হয় নাই।

বাজেজমী।

বাজে জমীর বিষয়ে অনেক প্রবঞ্চনা হইতেছে ইহা আমরা শুনিতেছি যাহার সনন্দে এক বিঘা লিখিত আছে তাহারা আট দশ বিঘা অধিকার করিয়া ভোগ করিতেছে অন্যং স্থানে পূর্ব্বকালে যে ভূমির রাজস্ব শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের নিকটে দাখিল হইত তাহা এখন ব্রহ্মত্র ও দেবত্র ও মহত্রান ও ফকীরান ও চেরাগী ইত্যাদি বাবতে কোম্পানিবাহাদুরের সে রাজস্ব ন্যূন হইতেছে যেহেতুক গ্রামের মণ্ডল প্রভৃতিরদের সহিত সাহিত্য করিয়া সাবেক ব্রহ্মত্রাদি বলিয়া ও মিথ্যাসাক্ষির দ্বারা সাবুদ করিয়া দখল করে। বাজারে মিথ্যা সাক্ষির অভাব নাই কেবল তাহার দাম স্থান বিশেষে নানা প্রকার কোনং স্থানে টাকায় মিথ্যা সাক্ষী দশ জন ও কোন স্থানে টাকায় ষোল জন। এই বিষয়ে সাক্ষিরদের লাভ আছে ও কৃষকেরা অল্প মূল্যে ঐ ভূমি পায় ইহাতে কেবল কোম্পানির হানি হয়।

আমরা শুনিতেছি যে শ্রীশ্রীযুত আজ্ঞা করিয়াছেন যে সাবেক রাজারা কোনং জমী দিয়াছেন ও কোনং জমী বা প্রজার নামে দেওয়া গিয়াছে ইহা জানিবার কারণ শুক্লের সনন্দ দেখিতে হইবেক।

পূর্ব্বকালে পরমিট পক্তুরা ও নিমক ও আফীম এই তিন বিষয় রেবেনুবোর্ড অর্থাৎ খাজানাদপ্তরের অন্তঃপাতী ছিল এখন শ্রীশ্রীযুত আজ্ঞা করিয়াছেন যে ঐ তিন কর্ম্ম খাজানাদপ্তরহইতে পৃথক হইয়া আর এক স্বতন্ত্র দপ্তর হইবেক তাহার কারণ এই যে খাজানাদপ্তরের সাহেবেরদের উপরে যে ভারি ও বড় কর্ম্ম পড়িবে তাহা তাহারা নিশ্চিন্তরূপে করিতে পারেন। এই নিমিত্তে মোং কলিকাতায় পরমিট পক্তুরা ও নিমক ও আফীমের কারণ নূতন এক দপ্তরখানা হইয়াছে। ঐ তিন কর্ম্মের যাবদ্বিষয় ঐ দপ্তরখানাতে হইবেক এবং ঐ তিন বিষয়ে যে নালিশপ্রভৃতি করিতে হয় তাহা সেই নূতন দপ্তরের মালিক সাহেবেরদের নিকটে করিবেক।

সমাচার দর্পণ।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

২৩ এপ্রিল।

শ্রীযুত স্যামুএল স্বিন্টন সাহেব পরমিট পঞ্চত্বরা ও নিমক ও আফীমের নূতন দপ্তরের প্রধান অধ্যক্ষ।

শ্রীযুত জে পি লার্কিন্স সাহেব ঐ দপ্তরের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ।

শ্রীযুত হেনরি সারজন্ত সাহেব ঐ দপ্তরের সেক্রেটারি।

শ্রীযুত এইচ এম পার্কর সাহেব ঐ দপ্তরের সেক্রটারির প্রথম পেস্কার এবং শালিখাতে নিমক গোলার তদারককারী।

শ্রীযুত জন কিং সাহেব চব্বিশপরগণার পূর্ব্ব দিগের নিমকের অধ্যক্ষ।

শ্রীযুত আর সি প্লৌদন সাহেব চব্বিশপরগণার পশ্চিম দিগের নিমকের অধ্যক্ষ।

শ্রীযুত অনরাবল সি আর লিণ্ড্সে সাহেব আগরার পরমিট পঞ্চত্বরার কালেক্তর।

৩০ এপ্রিল।

শ্রীযুত জন ফোরসৈথ সাহেব রপ্তানি গুদামের অধ্যক্ষের পেস্কার।

শ্রীযুত ওআলতর নিসবেত সাহেব বানিজ্যদপ্তরের সেক্রটারি।

২২ এপ্রিল।

শ্রীযুত টি জি বিবার্ট সাহেব মুরশেদাবাদের কোর্ট আপীলের রেজেষ্টর।

৩০ এপ্রিল।

শ্রীযুত দবলিও এচ দিক সাহেব বন্দেলখণ্ডের উত্তর ভাগের বিচারকর্ত্তা।

শ্রীযুত টি সি স্মিথ সাহেব বন্দেলখণ্ডের দেওয়ানি অদালতের রেজেষ্টর এবং বন্দেলখণ্ডের উত্তর দেশের বিচারকর্ত্তার পেস্কার।

শ্রীযুত অনরাবল দবলিও এইচ মেলবিল সাহেব পশ্চিম দেশের পুলিসের অধ্যক্ষের পেস্কার।

শ্রীযুত এস এম দক্সি সাহেব বাঙ্গালার পুলিসের অধ্যক্ষের পেস্কার।

পূজা।

১৮ বৈশাখ ৯ মে রবিবারে বৈশাখী পূর্ণিমাতে মোং গুলাগ্রামে গুলাই চণ্ডীতলানামে একস্থানে বার্ষিক চণ্ডীপূজা হইবেক। এবং ঐ দিনে ঐ গ্রামের তিন পাড়ায় বারএয়ারি তিন পূজা হইবেক। দক্ষিণ পাড়ায় মহিষমর্দ্দিনী পূজা ও মধ্য পাড়ায় বিন্ধ্যবাসিনী পূজা ও উত্তর পাড়ায় গনেশজননী পূজা। ইহাতে ঐ তিন পাড়ার লোকেরা পরস্পর জিগীষাযুক্ত আপনং পাড়ার পূজার ঘটা করিতে সাধ্যপর্য্যন্ত কেহই কসুর করে না তৎপ্রযুক্ত সমারোহ অতিশয় হয়। নিকটস্থ ও দূরস্থ অনেক লোক তামসা দেখিতে আইসে এবং কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক দোকানি পসারি আসিয়া সেখানে ক্রয় বিক্রয় করে ও অনেকং ভাগ্যবান লোকেরদের সমাগম হয় এবং গান ও বাদ্য ও আরং প্রকার তামসা অনেক হয়। তিন চারি দিনপর্য্যন্ত সমান লোকযাত্রা থাকে। অনেকং স্থানে বারএয়ারি পূজা হইয়া থাকে কিন্তু এইক্ষণে গুলার তুল্য কোথাও হয় না।

আশীর গড়।

আশীর গড়ের কিল্লাদার যশোবন্তলার ও যত মহারাষ্ট্র সৈন্য ঐ গড়ে ছিল তাহারা গড় গোয়ালিয়রে আপন মুনীব শ্রীযুত দৌলৎরাও সিন্ধিয়া মহারাজের নিকটে গিয়াছে এবং যে চারি শত আরব সৈন্য ছিল তাহারাও সৌরাষ্ট্র দেশে গিয়াছে। এখন নিশ্চয় জানা গিয়াছে যে সে গড়ের মধ্যে চৌদ্দ শত সৈন্যের অধিক ছিল না। শ্রীযুত আপা সাহেবের অনুসন্ধান অদ্যাপি কিছু হয় নাই।

শ্রীযুত লক্ষ্ণৌয়ের নবাব।

শ্রীযুত নবাব সাহেব ইংগ্লণ্ডের মহারানীর মৃত্যু সম্বাদ শুনিয়া আপন আমলার দিগকে আজ্ঞা করিয়াছেন যে সকল আমলা শোক বস্ত্র পরিধান করিবেক। চীন দেশীয় লোকেরদের শোক বস্ত্র শ্বেত কিন্তু ইংগ্লণ্ডীয়েরদের শোক বস্ত্র তাহার বিপরীত অর্থাৎ কাল।

মেদিনীপুর।

জগন্নাথ ক্ষেত্রে যাইতে পথে এক ব্যক্তি আপন স্ত্রীকে খুন করিয়াছে সেই বিষয় সাবুদ হইয়া মোং মেদিনীপুর জিলাতে তাহার ফাঁসী হইয়াছে।

নূতন টাকা।

এই সনে যে নূতন টাকা টাকশালে প্রস্তুত হইয়াছে কলিকাতাস্থ দুষ্ট লোকেরা সেই টাকার চতুর্দিক কিনারা ওখা দিয়া ঘষিয়া লইয়া পুরাণা কল টাকার মত ছোট করে ইহাতে কেবল তাহারদের লাভ হয় ও আর সকল লোকের ক্ষতি হয়। আমরা শুনিতেছি যে এই কারণ শ্রীশ্রীযুত একটা নূতন মোহরের কারণ ইংগ্লণ্ডে পত্র পাঠাইয়াছেন।

নদীতে সাঁতার।

ইংগ্লণ্ড দেশে এক ব্যক্তি জানিতে চাহিলেন যে মনুষ্যের শরীর জলের উপরে কি পর্য্যন্ত ভাসে। এই নিমিত্ত তিনি আপন শরীরে অনেক কাপড় জড়াইলেন ও লৌহসংযুক্ত জুতা পায়ে দিলেন ইত্যাদি রূপে আপন শরীরহইতে সাত সেরের অধিক বোঝা নিজ শরীরে করিলেন

সমাচার দর্পণ।

ওঠিত হইয়া জলে গা ভাসান দিলেন হস্ত পদাদি মন্দও করিলেন না। ইহাতে কদাচ ডুবিলেন না ও তীরস্থিত আপন আত্মীয় লোকেরদের সহিত আলাপ করিতেং যত ক্ষণ চাহিলেন তত ক্ষণ কথা কহিলেন।

ইংগ্লণ্ডীয়াধিকারের শেষ কথা।

১৭০০ সালের সময়ে তাবৎ হিন্দুস্থানীয় লোকেরা আওরঙ্গজেব বাদশাহের বার্দ্ধক্য দেখিয়া ভীত হইল। পরে ১৭০৭ সালে আওরঙ্গজেব মরিলে হিন্দুস্থানে অনেক দিনপর্য্যন্ত এমত যুদ্ধ হইল যে হিন্দুস্থানীয় লোকেরদের দিবা রাত্রি কিরূপে গেল তাহা তাহারা জানিতে পারিল না। পরে আওরঙ্গজেবের পুত্র মহম্মদ বাহাদুর শাহ সিংহাসনে বসিয়া ১৭১২ সালে মরিলেন ও পুনর্ব্বার যুদ্ধারম্ভ হইল। এই সকল উপপ্লবেতে দিল্লীর বাদশাহের পরাক্রমের অতিশয় হানি হইল তাহাতে প্রত্যেক প্রদেশের নবাবেরদের পরাক্রম বৃদ্ধি হইল। সে কালে বাঙ্গালার নবাব জাফর খাঁ ছিল সে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের বাণিজ্যের উপরে নানাপ্রকার দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল। সেই দৌরাত্ম্য নিবারণার্থ ইংগ্লণ্ডীয়েরা আপনারদের পক্ষীয় জনেক উকীল দিল্লীতে পাঠাইলেন এবং তিন লক্ষ টাকা উপঢৌকন পাঠাইলেন। তৎকালে দিল্লীর দরবারে নানা অসামঞ্জস্য ছিল তৎপ্রযুক্ত ইংগ্লণ্ডীয় উকীল সেখানে অনেক দুঃখ ভোগ করিল কিন্তু সেই সময়ে দিল্লীর বাদশাহ ফরুখ সিয়রের পীড়া হইল তাহাতে ইংগ্লণ্ডীয় উকীলের সহবর্ত্তী ইংগ্লণ্ডীয় চিকিৎসক সে পীড়া শান্তি করিল। ইহাতে বাদশাহ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া ইংগ্লণ্ডীয়েরদের প্রতি অনুকূল হইলেন এবং ১৭১৭ সালে ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে এই বিষয়ে আপন দস্তখতী পরবানা দিলেন যে বাঙ্গালার মধ্যে কোম্পানির এলাকাদার যত লোক তাহারদিগকে কোম্পানির ইচ্ছা মতে কোম্পানির হাতে সমর্পণ করা যাইবেক এবং আমদানির কি রপ্তানির যে জিনিসের উপরে কোম্পানির দস্তখত থাকিবেক সেই সকল জিনিস হাসীল বিনা হিন্দুস্থানের মধ্যে চলিতে পারিবেক এবং কলিকাতার চতুর্দ্দিক্‌স্থ সাঁইত্রিশ গ্রামপর্য্যন্ত ইংগ্লণ্ডীয়েরা চাহিলে কিনিতে পারিবেন। এখন এক শত দুই বৎসর হইল ইংগ্লণ্ডীয়েরা এই পরবানা দিল্লীর বাদশাহহইতে পাইয়াছিলেন।

কিন্তু ইংগ্লণ্ডীয়েরা যাহার নিকটে কলিকাতার নিকটস্থ গ্রাম কিনিতে উদ্যত হইতেন বাঙ্গালার নবাব জাফর খাঁ ইংগ্লণ্ডীয়েরদের বিরুদ্ধকারী হইয়া তাহাকে বারণ করিত এবং বেমাসুলে জিনিসের বাণিজ্যেতে অনেকং প্রকার ব্যাঘাত করিতে লাগিল। ঐ নবাবের মরণের পর তাহার জামাতা সুজাদ্দৌলাও আপন শ্বশুরের মত করিতে লাগিল।

১৭৪১ সালে আলীউদ্দীন মহাবজ্জঙ্গ তাতার দেশীয় এক ব্যক্তি বাঙ্গালার নবাবি আপন পরাক্রমে লইল এবং পনর বৎসরপর্য্যন্ত নিষ্কণ্টকে এই বাঙ্গালা রাজ্য ভোগ করিল।

সন ১৭৫৬ সালে নবাব মহাবজ্জঙ্গের ভ্রাতৃপুত্র সিরাজদ্দৌলা নবাব হইল সে অতিযুবা ও ইন্দ্রিয়ের অধীন সে নবাবি পাইবামাত্র ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত বিরোধ আরম্ভ করিল সে বিরোধের কারণ কেহ কহে এই যে বৈদ্য রাজা রাজবল্লভ সিরাজদ্দৌলার নিকটে কৃতাপরাধ হইয়া মোং কলিকাতায় ইংগ্লণ্ডীয়েরদের শরণাপন্ন হইয়াছিল। ইংগ্লণ্ডীয়েরাও তাহাকে আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃত কারণ এই ইংগ্লণ্ডীয়েরদের বাণিজ্যেতে অধিক লাভ দেখিয়া ঐ নবাবের অধিক লোভ হইয়াছিল। এই সময়ে ইংগ্লণ্ডীয়েরা কলিকাতার চতুর্দ্দিকে একটা জলময় গড় করিতে উদ্যত হইলেন। ইহা শুনিয়া নবাব সিরাজদ্দৌলা তাহা বারণ করিয়া পাঠাইলেন। তাহাতে ইংগ্লণ্ডীয়েরা নবাবের সাক্ষাৎকারে জানাইলেন যে ইউরোপে ফরাশিযেরদের সহিত আমারদের যুদ্ধ হইতেছে অতএব এখানেও কিল্লা প্রস্তুত রাখা কর্ত্তব্য। এই রূপ কথাতে নবাব অত্যন্ত জাতক্রোধ হইয়া মোং কাশীমবাজারের ইংগ্লণ্ডীয়েরদের কুঠী লুট করিয়া কালকাতাপর্য্যন্ত আইল। তখন ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সৈন্য অত্যল্প ছিল এ কারণ নবাব কলিকাতায় আসিয়া ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত তিনদিনপর্য্যন্ত যুদ্ধ করিল। শেষে নবাব ঐ কিল্লা লইল এবং এক শত ছচল্লিশ জন ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে আড়ে দিগে আটার হাত এক কুঠরীতে গ্রীষ্ম কালে রাখিল। পর দিন প্রাতঃকালে দেখা গেল তাহারদের মধ্যে ২৩ জন জীবৎ আছে আর অবশিষ্ট সকলে মরিয়াছে।

ইত্যবসরে লার্ড ক্লীব লাহেব মোং মান্দ্রাজহইতে আসিয়া পঁহুছিল ইহার পর নানা প্রকার উদ্যোগ করিয়া ও আমীরচন্দ্র নামে এক জন ভাগ্যবান লোকের দ্বারা মীরজাফরালী খাঁর সহিত বন্দোবস্ত করিয়া মোং পলাশিতে যুদ্ধ করিয়া সিরাজদ্দৌলাকে মারিয়া আপনারা সুস্থির হইয়া মীরজাফরকে নবাব করিলেন। মীরজাফর নবাবি পাইলে তিন মাস পরে ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে আপনার স্বীকৃত টাকা দিতে বিলম্ব করিতে লাগিল কিন্তু লার্ড ক্লীব সাহেব নবাবের সহিত কঠোর ব্যবহার করিলেন তাহাতে নবাব জাফর খাঁ অন্তঃকরণে রুষ্ট হইলেন তাহাতে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের পক্ষপাতী মহাজন লোকেরদের উপরে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল।

শেষ কথা আগামি সপ্তাহে লিখা যাবেক।

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহেং কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসেং এক টাকা। যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাঁহার নিকটে সমাচার দর্পণ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক।—

সমাচার দর্পণ

৫২ সংখ্যা । শনিবার । ১৫ মে সন ১৮১৯ । ৩ জ্যৈষ্ঠ সন ১২২৬ ।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ । বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে ।।

কোম্পানির কাগজ ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা বার আনা ডিসকৌণ্ট। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা এক টাকা ডিসকৌণ্ট।

সপ্তাহের পঞ্জিকা ।

[illegible]	মে	শনিবার	৩	জ্যৈষ্ঠ
[illegible]	ঐ	রবিবার	৪	ঐ
[illegible]	ঐ	সোমবার	৫	ঐ
১৮	ঐ	মঙ্গলবার	৬	ঐ
১৯	ঐ	বুধবার	৭	ঐ
২০	ঐ	বৃহস্পতিবার	৮	ঐ
২১	ঐ	শুক্রবার	৯	ঐ

ইস্তাহার।

কমরস্যাল বাঙ্কি।

খবর দেওয়া যাইতেছে। সন হালের ১মে তারিখহইতে মেং মাকিন্তস কোম্পানি সাহেবানের বাটীতে কমরস্যাল বাঙ্কি নামে এক বাঙ্কি হর রকমের সরাফি কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে খোলা যাইবেক তাহার মালিক এইক্ষণে যেং বখরাদার হইতেছেন তাঁহারদিগের নাম পৃথক্ লিখা যাইতেছে মেং জোসেফ বারেট্টো ও তাহার পুত্রপ্রভৃতি ও মেং মাকিন্তস কোম্পানি ও জন মেলবিল এবং বাবু গোপীমোহন ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত বাবু সূর্য্যকুমার ঠাকুর।—

মেং মাকিন্তস কোম্পানি সাহেবান ঐ কমরস্যাল বাঙ্কের সরবরাহকার ও কর্ম্মকর্ত্তা হইলেন অতএব ঐ বাঙ্কি সংক্রান্ত কার্য্যের যে কোন প্রার্থনা ঐ মেং মাকিন্তস কোম্পানির নিকটে দাখিল করিবেন।

প্রমিসরি নোট অন্ দিমান্দ অর্থাৎ বেমিআদী দস্তুর মত কমরস্যাল বাঙ্কি হইতে দেওয়া যাইবেক নোটের রকম ফিকেতা ৫০০০ । ১০০০ । ৫০০ । ২৫০ । ১৬০ । ১০০ । ৮০ । ৫০ । ২০ । ১৬ । ১০ । ৮ । ৫ । টাকার হইবেক এই সকল নোটে এইক্ষণে মেং জোসেফ বারেট্টো সাহেব অথবা জন উইলয়ম ফুলতন সাহেব দস্তখত করিবেন এবং শ্রীযুত বাবু সূর্য্যকুমার ঠাকুর খাজাঞ্চী বলিয়া দস্তখত করিবেন। ইতি।

কলিকাতা সন ১৮১৯ সাল তাং ২৬ এপ্রিল।

खबर दीजातीहै कि गुरैं माहिम संनिहाल निकलटे.स कंपानीके घरमें येक कमरसिल् बिंक वास्ते जारी करने हरतरह सराफी कामोंके मुकररर होगा बिलफैल उसके मालिक जो शखस कि शरीक और हिस्सादार होंगे उन का नाम जुदाजुदा लिखाजाताहै मिसतर जो सिफ् बिराटो येंड सनमिसतर मिकनटोस येंड कंपनी जानमिलविल और बडा बेटा गोपीमोहन ठाकुरका मुसम्मा बाबू सूरजकुमार ठाकुर।

मिकनटोस कंपनी सरबराहकार और कारिन्दे इसकमरसिल बिंकके होंगे इसवास्ते दरखास्त कीजातीहै कि जो काम इसइदारेका हो उसकी दरखास्त मिकटोस कंपनिमे दाखिल होगी।

येनडीमेंडपरमेसरी नोट याने बेमेआदी मुताबिकि दसतुर कमरसिल बेंकसे दिया जावेगा हरकिता नोटका कीमत । ५००० । १००० । ५०० । २५० । १६० । १०० । ८० । ५० । २० । १६ । १० । ८ । और पांच रोपैयेका होगा बिलफेल उननोटोंपर मिस्तर जोसिफ बिराटो और जानवलयमसन फुलटिन दसखत करेंगे औरभी बाबू सूरजकुमार ठाकर बतौर खजानचीके दसखत करेंगे।

হিন্দুস্থান বাঙ্কি।

১১ মে ১৮১৯।

পচিশ২ টাকা করিয়া পঁচহত্তর টাকার মিথ্যা তিন নোট হিন্দুস্থানবাঙ্কের নোট বলিয়া ঐ বাঙ্কে টাকা লইবার কারণ কোন ব্যক্তি আনিয়াছে। এই কারণ ঐ বাঙ্কের অধ্যক্ষেরা আপন বাঙ্কের যে২ স্বতন্ত্র চিহ্ন আছে যাহার দ্বারা সকল লোক সত্য কিম্বা মিথ্যা নোট জানিতে পারে সেই২ চিহ্ন পুনর্ব্বার লোকেরদিগকে জানাইতেছেন।

হিন্দুস্থানবাঙ্কের প্রত্যেক প্রকৃত নোটে এই২ জলের দাগ আছে যদি আলো ও চক্ষু এই উভয়ের মধ্যে ঐ নোট রাখিয়া কেহ দেখে তবে ঐ জলের দাগ সে অনায়াসে দেখিতে পায়। নোটের কিনারে চারি দিকে জলের ঢেউর মত লতার দাগ আছে ও ইংরেজী বড় অক্ষরে হিন্দুস্থান বাঙ্কি এই কথা ঐ কাগজের মধ্যে দেখা যায় এবং ঐ রূপ ইংরেজী অক্ষরের উপরে হিন্দুস্থানবাঙ্কি এই কথা বাঙ্গালা অক্ষরে ও নাগর অক্ষরে দেখা যায়। এবং তাহার নীচে পারসী অক্ষরে সেই কথা আছে। যে তিন মিথ্যা নোট প্রকাশ

হইয়াছে তাহাতে জলের কোন দাগ ছিল না এবং ঐ নোট প্রস্তুত এ যে যেকোন সাহেবের নামে মিথ্যা যে সহী করিয়াছিল সে সহী প্রস্তুত করিতে পারে নাই তাহাহইতে অনেক বৈলক্ষণ্য ছিল।

ঐ বাঙ্কের অধ্যক্ষেরা আরো ইস্তাহার দিতেছেন যে বাঙ্গালবাঙ্কের যেমত বীরা আছে সেই বীরানুসারে হিন্দুস্থান বাঙ্কের যে জল চিহ্ন তাহা যদি কোন মিথ্যা নোটের ওপরে থাকে তবে যে ব্যক্তি সেই নোট আনে বাঙ্ক আপন লোকসান করিয়াও তাহাকে সেই নোটের টাকা অবশ্য দিবেক যদি সেই ব্যক্তি আপন হিসাবের কেতাবের মধ্যে সেই মিথ্যা নোটের নম্বর ও টাকা ও যাহার নিকটে পাইয়াথাকে তাহার নাম এমত দেখাইতে পারে যে পূর্ব্বে ঐ নোট যাহার স্থানে ছিল তাহা প্রকাশ হয়। কিন্তু যদি তজবীজ প্রকাশ হয় যে ঐ ব্যক্তি ঐ মিথ্যা নোট করিয়াছে কিম্বা তাহা জ্ঞাত ছিল তবে ঐ মিথ্যা নোটের টাকা সে কদাচ পাইবেক না। আরো যে কোন মিথ্যা নোটে জলের দাগ থাকে কি না থাকে সেই রূপ নোট যদি কোন ব্যক্তি মিথ্যা না জানিয়া টাকা লইবার কারণ বাঙ্কে আনে তবে মিথ্যাত্ব প্রকাশ হইলে সেই ব্যক্তি ঐ মিথ্যা নোটকারী ব্যক্তিকে দেখাইয়া সে বিষয় আদালতে সাবুদ করিতে পারিলে সে ব্যক্তি তাহার টাকা পাইবেক। এই তিন মিথ্যা নোটকর্ত্তারদিগকে ধরিবার নিমিত্ত বাঙ্কের অধ্যক্ষেরা সকল লোকের নিকটে জ্ঞাত করাইতেছেন। যে ব্যক্তি ঐ মিথ্যা নোটকারিরদের এমত সন্ধান করিয়া দিতে পারে যে তাহারা ধরা পড়ে ও আদালতে সাবুদ হয় কিম্বা এই তিন নোটের কোন এক নোটের সন্ধান দিতে পারে কিম্বা বাজারে যে আর কোন মিথ্যা নোট চলিতেছে তাহার বিষয়ে সাবুদের উপযুক্ত সন্ধান দিতে পারে তবে সে এক হাজার টাকা বখশীশ পাইবেক কিন্তু যদি মিথ্যা নোটকারীরদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি এইরূপ সন্ধান দেয় সে কদাচ পাইবেক না। সাবুদ হইবামাত্র হাজার টাকা বখশীশ দেওয়া যাইবেক।

জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার।

অনেক লোকের জমীন সামিল জেলাহায় রোজ ও তারিখ মাফিক নীচের তপশিল সরকারের বাকী আদায় কারণ প্রকাশস্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমা ও জমীনের কৈফীয়ত বোর্ডরিবনুর সাকৃটারি দপ্তরখানায় অথবা জেলাহার কালেক্টরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

সরকারের বাকী ও জরীমানা আদায় কারণ।

বাখরগঞ্জ বৃহস্পতিবার ২৭ মেই সন ১৮১৯ ইং সন ১২২৬ বাং বোর্ডরিবনুর সাকৃটারি দপ্তরখানায়।

মেদনীপুর বৃহস্পতিবার ১০ জুন সন ১৮১৯ ইং ২৯ জ্যৈষ্ঠ সন ১২২১ বাং বোর্ডরিবনুর সাকৃটারি দপ্তরখানায়।

বাখরগঞ্জ বৃহস্পতিবার ২৭ মে সন ১৮১৯ ইং ১৫ জ্যৈষ্ঠ সন ১২২৬ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

বীরভূমি ও মেদনিপুর ও মুরশিদাবাদ বৃহস্পতিবার ১০ জুন সন ১৮১৯ ইং ২৯ জ্যৈষ্ঠ সন ১২২৬ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

বর্দ্ধমান বৃহস্পতিবার ২০ মেই সন ১৮১৯ ইং ৮ জ্যৈষ্ঠ সন ১২২৬ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

ইতি তারিখ ২৭ এপ্রিল সন ১৮১৯ বোর্ডরিবনুর হুকুমে।

অনেক লোকের জমীন সামিল জেলাহায় রোজ ও তারিখ সকল মাফিক নীচের তপসীল প্রকাশ স্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমা ও জমীনের কৈফীয়ত বোর্ডরিবনুর সাকৃটারি দপ্তরখানায় অথবা জেলাহায় কালেক্টরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

সরকারের বাকী আদায় কারণ।

ত্রিপুরা বৃহস্পতিবার সন ১৮১৯ ২৭ মে ইং সন ১২২৬ ১৫ জ্যৈষ্ঠ বাং বোর্ডরিবনুর সেক্রটারি দপ্তরখানায়।

সরকারের বাকী ওগয়রহ আদায় কারণ।

ত্রিপুরা বৃহস্পতিবার সন ১৮১৯ ২৭ মে ইং সন ১২২৬ ১৫ জ্যৈষ্ঠ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

যশোহর ও কলিকাতা ও ময়মনসিংহ ও দিনাজপুর বৃহস্পতিবার ১০ জুন ১৮১৯ ইং ২৯ জ্যৈষ্ঠ সন ১২২৬ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

বর্দ্ধমান বৃহস্পতিবার ১৭ জুন সন ১৮১৯ ইং ৪ আষাঢ় সন ১২২৬ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

অনেক লোকের জমীন সামিল জেলাহায় রোজ ও তারিখ সকল নীচের তপশীল মাফীক প্রকাশ স্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমা ও জমীনের কৈফিয়ত বোর্দরিবনুর সেক্রটারি দপ্তরখানায় অথবা জেলাহার কালেক্টরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

সরকারের বাকী আদায় কারণ।

বর্দ্ধমান বৃহস্পতিবার ১০ জুন সন ১৮১৯ ইং ২৯ জ্যৈষ্ঠ সন ১২ ২৬ বাং বোর্দরিবনুর সাকৃটারি দপ্তরখানায়।

বর্দ্ধমান ও চাটীগ্রাম ও যশোহর বৃহস্পতিবার সন ১৮ ১৯ ইং ১৭ জুন সন ১২ ২৬ বাং ৪ আষাঢ় বোর্দরিবনুর সেক্রটারি দপ্তর খানায়।

সরকারের বাকী ওগয়রহ আদায় কারণ।

চাটিগ্রাম ও হুগলি ও চব্বিশপরগনা ওয়াজসহি বৃহস্পতিবার সন ১৮ ১৯ ১৭ জুন ইং ৪ আষাঢ় সন ১২২৬ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

ইতি তারিখ ১১ মে সন ১৮ ১৯ ইং বোর্দরিবনুর হুকুমে।

সমাচার দর্পণ।

সমাচার দর্পণোৎপত্তি।

গত বৎসর ২৩ মে সন ১৮১৮ ইং ১০ জ্যৈষ্ঠ সন ১২২৫ বাং শনিবার এই সমাচার দর্পণরূপ বৃক্ষের প্রথম বীজরোপণ করা গিয়াছিল পরে ঐ বৃক্ষ অঙ্কুরিত হইয়া দ্বিপত্র ত্রিপত্র শাখা পল্লব পুষ্পাদিদ্বারা ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া ও দৃঢ়মূল হইয়া ক্রমেং সম্বৎসরে ফলবান হইয়াছে এবং নিকটস্থ দূরস্থ ভাগ্যবান বিদগ্ধ লোকেরা ও তৎসহবর্ত্তি শিষ্ট লোকেরা আদরপূর্ব্বক তাহার ফল ভোগ করিতেছেন ইহাতেই আমারদের পরিশ্রমের সার্থক্য হইল।

কিন্তু সমাচার দর্পণের প্রথমারম্ভ কালে আমারদের মানসিক উদ্বেগ এই ছিল যে এতদ্দেশে এই রীতি কখন ছিল না তৎপ্রযুক্ত এতদ্দেশীয় মহাশয়েরা এই সমাচার দর্পণ গ্রহণ করিবেন না।

এখন আমারদের সে উদ্বেগশান্তি হইল ও আমরা এই বলবতী আশা করি যে এ বিষয়ে আমরা কখনও অকৃতী হইব না ও ইহাতে নিবৃত্তও হইব না। এই সমাচার দর্পণে কেহ

সমাচার দর্পণ।

কেবল রাজকীয় সমাচার জানিতে চাহেন কেহ প্রাচীন ইতিহাস কেহ চোর ডাকাতির সমাচার কেহ যুদ্ধাদির বিবরণ কেহ জন্ম বিবাহ মরণ প্রভৃতি সমাচার কেহ নানা দেশের সমাচার জানিতে বাসনা করেন অতএব নানা লোকের নানা অভিপ্রায় এক ব্যক্তির অভিমত সমাচার দিলে অন্যের অনভিমত হয় এই প্রযুক্ত সকলের অভিমত সকল প্রকার কিঞ্চিৎ২ সমাচার লিখিয়াছি। এই এক বৎসরে এই সমাচার দর্পণে যাঁহারা যে অনুগ্রহ করিয়াছেন সে অনুগ্রহ আমরা কখনও বিস্মৃত হইব না এবং আগামী বৎসরে পরিশ্রম করিব যে তাঁহারা অনুগ্রহানুরূপ তুষ্টিপ্রাপ্ত হন।

হরিদ্বারের মেলা।

গত মাসে মোং হরিদ্বারে বৎসর২ এক মেলা হইয়া থাকে এবং কাশ্মীর ও কাবোল ও নেপাল ও রজপুতানা ইত্যাদি নানা দেশহইতে অনেক২ লোক সেই মেলা দর্শনার্থ ও গঙ্গাস্নানার্থ আইসে এই বৎসর সেখানকার মেলার সমাচার লিখা যাইতেছে। সেখানে চাব্বিশ তীর্থ স্থান আছে বিষ্ণুকুণ্ড ও মনসা দেবী ও রামকুণ্ড ও সীতাকুণ্ড ও লক্ষ্মণকুণ্ড ও সূর্য্যকুণ্ড ও ভীমকুণ্ড ও স্বর্গদ্বার ও ভদ্রঘাট ও গোঘাট ও কুশাবৃত ও চণ্ডিকাদেবী ও নীলেশ্বর মহাদেব ও বিষ্ণুতীর্থ ও সপ্তসমুদ্র ইত্যাদি. এই সকল স্থান পরস্পর দূর। এবং হরিদ্বার যাহাকে কহে সে পাঁচপুরী সেখানে দুই হাজার ব্রাহ্মণ অধিকারী আছে কিন্তু তথাপি কোন২ ব্যক্তি আপনারদের পৈতৃক পুরোহিতদ্বারা কর্ম্ম করিয়া তাহাকেই দক্ষিণাপ্রভৃতি দেয় ঐ অধিকারিরদিগকে দেয় না। এই বৎসর লোকযাত্রা সেখানে বিস্তর হয় নাই যেহেতুক আগামি বৎসরের যে মেলা হইবেক সে অতিশয় তাহার নাম কুম্ভিকামেলা সে মেলা বার বৎসর অন্তরে একবার হয়। এই বৎসর পঞ্জাব হইতে অনেক লোক আসিয়াছিল এবং পেশোর শহরহইতে এক হাজার ব্রাহ্মণ আসিয়াছিল।

অনেক হিন্দুরা সেখানে আসিয়া গঙ্গার মধ্যে স্বর্ণ মোহর ও টাকা ফেলিয়া দেয় অধিকারিরা তাহা উঠাইয়া লয়। কতক বৎসর হইল কতক চামার ও মুচিরা ব্রহ্মকুণ্ডেতে স্নান করিয়াছিল। ইহাতে ব্রাহ্মণেরা কহিল যে অপবিত্র জাতিস্পর্শেতে গঙ্গা জল রক্ত বর্ণ হইয়াছে ইহাতে সেখানকার ব্রাহ্মণেরা অনেকে তাহারদিগকে লাঠী মারিয়া তাড়িয়া দিল তদবধি চামারেরা সেখানে যায় কিন্তু সে অপহতারা ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানাদি করিতে পায় না।

এই বৎসরে সেখানে এক হিন্দু পুণ্যার্থে কতক পয়সা লইয়া গিয়াছিল অধিকারিরা জন পাঁচ সাত ঐ পয়সা কাড়িয়া লইতে তাহার প্রত্যেক অঙ্গ ধরিল। তাহাতে ঐ হিন্দু গঙ্গার মধ্যে সে সকল পয়সা ফেলিয়া দিয়া কহিল যে তোরদিগকে কেন দিব গঙ্গাজীকে দিলাম।

এক ভাগ্যবান্ তৈর্থিক আপন টাকা কাপড়ে বান্ধিয়া গঙ্গাতীরে রাখিয়া স্নানার্থে জলে প্রবিষ্ট হইল। ইত্যবসরে এক বানর আসিয়া ঐ বস্ত্র শুদ্ধ টাকা লইয়া এক বৃক্ষের উপরে সমুদায় টাকা এক২ করিয়া গঙ্গাতে ফেলিয়া দিল। অধিকারিরা কহিল যে এই বানর এই টাকা গঙ্গাকে দিল ইহা কহিয়া আপনারা লইতে জলে ডুবিতে লাগিল কিন্তু কেবল কাদা পাইল। সেখানে তিন চারি মোন পিতলের এক মহাঘণ্টা ছিল সে ঘণ্টা এই মেলাতে চোরে লইয়াছে।

আশীর গড়।

আশীর গড়ের মধ্যে এই২ জিনিস ইংগ্লণ্ডীয়েরা পাইয়াছেন পোনেরটা পিতলের কামান ও এক শত চারি লৌহার কামান ঐ লৌহার কামানের মধ্যে একটা এই মত বড় যে কলিকাতার কিল্লার মধ্যে তাহার মত বড় কামান নাই কিন্তু সে অকর্ম্মণ্য তাহার দ্বারা বিপক্ষ লোকেরদের হানি হয় না কিন্তু যাহারা সে কামান ছোড়ে তাহারদের প্রায় সর্ব্বনাশ হয়। অতএব সে কেবল দেখিবার কারণ করা গিয়াছে। এতদ্ব্যতিরিক্ত তের হাজার টাকার নানাপ্রকার ভক্ষ্য সামগ্রী নগদ টাকার যে ভরসা ছিল সে মিথ্যা হইয়াছে। আশীর গড় ও হিন্দিয়া এই দুই গড় চারি পাঁচ বৎসরপর্য্যন্ত ইংগ্লণ্ডীয়েরদের হাতে থাকিবেক এমত বন্দোবস্ত শ্রীযুত দৌলৎরাও সিন্ধিয়ার সহিত ইংগ্লণ্ডীয়েরদের স্থির হইয়াছে।

ত্রাম্বকজী দাংলিয়া।

শ্রীশ্রীযুত বাজিরাও পেশোয়া মহারাজ বাহাদুরের এক সেনাপতি শ্রীযুত ত্রাম্বকজী দাংলিয়া গত বৎসর ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত অনেক যুদ্ধ করিয়াছিলেন কিন্তু শেষে যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিলেন পরে ইংগ্লণ্ডীয়েরা তাহাকে কএদ করিয়া জাহাজদ্বারা মোং কলিকাতাতে আনিয়া রাখিয়াছেন ও তাহার মশাহরা স্থির করিয়া দিয়াছেন। শ্রীযুত বাজিরাও পেশোয়া কানপুরের নিকট এক স্থানে আছেন।

শ্রীশ্রীযুত।

মহারাষ্ট্রেরদের সহিত গত যুদ্ধে শ্রীযুত সর তামস হিসলপ সাহেব মোং

সমাচার দর্পণ।

ময়দাপুরে হোলকারেরদিগকে পরাভূত করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত শ্রীশ্রীযুত ইঙ্গ্লণ্ডের যুবরাজ ঐ হিমলণ সাহেবের সন্ত্রমার্থ তাহার এক নূতন খেতাব দিয়াছেন ঐ খেতাব পাইবার নিমিত্ত ঐ সাহেব মান্দরাজহইতে কলিকাতা আসিয়াছিলেন এবং গত বুধবারে কলিকাতায় ভাগ্যবান লোকেরা বড় সাহেবের ঘরে একত্র হইলেন সেই সময়ে শ্রীশ্রীযুত আপনার খেতাবের পোশাকেতে ভূষিত হইয়া সেখানে আইলেন ও সকল লোকের সাক্ষাৎকারে ঐ হিমলন সাহেব এক হাঁটু ভূমিতে পাতিলেন শ্রীশ্রীযুত তাহার খেতাবের চিহ্ন তাহার গলে দিলেন ইত্যবসরে কিল্লাতে তোপ হইল।

ডাকাতি।

এই এক বৎসরের মধ্যে কলিকাতার চতুর্দিকে ডাকাতি প্রায় মধ্যে২ হয় এমত শুনিতে পাইতেছি এমত রাত্রি প্রায় নাই যে তাহাতে ডাকাতি না হয় কিন্তু এমত থাকিবে না পূর্ব্বে এই অঞ্চলে এমত চোর ডাকাতির ভয় ছিল যে পথিক লোক পাঁচ সাত জন একত্র না হইয়া পথে চলিতে পারিত না এবং মোং কৃষ্ণনগর জিলাতে অনেক ডাকাতি জমা হইয়াছিল তাহারদের সরদার বিশ্বনাথ বাবুনামে এক দুরন্ত ডাকাতি ছিল তাহার হুকুমে দিনে ও রাত্রি ডাকাতি হইত অনেক দিবস হইল তাহার ফাঁসি হইয়াছে। এই অঞ্চলে এমত অনেক লোক আছে যে তাহারা পূর্ব্বে দস্যুবৃত্তি দ্বারা ধন সঞ্চয় করিয়া এখন ভাগ্যবান হইয়া ভালো মানুষ হইয়াছে।

ইঙ্গ্লণ্ডীয়াধিকারের শেষ কথা।

পলাশির যুদ্ধের সময়ে ইঙ্গ্লণ্ডীয়েরদের কলিকাতার চতুর্দ্দিক্‌স্থ কতক গ্রাম ভিন্ন বাঙ্গালার মধ্যে এক বিঘা ভূমিও ছিল না। ১৭৫৯ সালে শাহ আলম বাদশাহ সসৈন্যে বাঙ্গালায় আইলেন এবং বাঙ্গালার নবাব মীর জাফরকে উদ্ভ্রষ্ট করিতে বাসনা করিলেন কিন্তু নবাব মীর জাফর ও লার্ড ক্লীব সাহেব এই দুই জন সৈন্য লইয়া গঙ্গার নিকটস্থ কর্ম্মনাশা নদীপর্য্যন্ত গেলেন। শাহ আলম তাহারদের সহিত যুদ্ধ না করিয়া পশ্চিমে গেলেন। ১৭৬০ সালে মহারাষ্ট্রীয় বর্গীরা জিলা বর্দ্ধমানে আসিয়া ঐ জিলা লুট করিল এবং ঐ বৎসরে শাহ আলম বাদশাহ হইয়া মোং দিল্লীতে সিংহাসনে বসিলেন পরে পুনর্ব্বার সূবে বেহারে সসৈন্যে আইলেন তখন নবাব মীর জাফরের জ্যেষ্ঠ পুত্র মীরণ আপন সৈন্য ও ইঙ্গ্লণ্ডীয় সৈন্য লইয়া পাটনার নিকট গিয়া শাহ আলমের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিল। শাহ আলম সেখানহইতে আসিয়া বর্দ্ধমানের পশ্চিমে বন ভূমিতে বর্গীদের সহিত মিলিলেন পরে নবাবের সৈন্য ও ইঙ্গ্লণ্ডীয় সৈন্য সেখানেও বাদশাহকে আক্রমণ করিলে তিনি তথাহইতে গিয়া মোং পাটনা শহর চতুর্দ্দিকে ঘেরিলেন কিন্তু তাহাতে কিছু করিতে না পারিয়া দিল্লী প্রস্থান করিলেন। পূর্ব্বে পুরণিয়ার রাজা সেই সময়ে শাহ আলম বাদশাহের সহিত মিলিয়াছিল তৎপ্রযুক্ত মীরণ ঐ রাজাকে মারিতে পুরণীয়াপর্য্যন্ত গেল তাহাতে ঐ রাজা পর্ব্বতে পলাইল। মীরণ ফিরিয়া স্বস্থানে আসিতেছিল পথে বজ্রাঘাতে তাহার মৃত্যু হইল।

ঐ ১৭৬০ সালে লার্ড ক্লীব সাহেব ইঙ্গ্লণ্ডে প্রস্থান করিলেন এবং ঐ সালের আগস্ত মাসে বানসিটার্ত সাহেব বাঙ্গালার বড় সাহেব হইয়া আইলেন সেপ্তম্বর মাসে বানসিটার্ত সাহেব নবাব মীর জাফরের দুষ্টতা জানিয়া তাহার পরীবর্ত্তে তাহার জামাতা কাশমলী খাঁকে নবাব করিতে বাসনা করিয়া তাহাকে কলিকাতায় আনাইলেন। ও তাহার বিষয়ে এই স্থির বন্দোবস্ত করিলেন যে কাশমলী খাঁ মীর জাফরের নামেমাত্র দেওয়ান হইবেন কিন্তু পরাক্রম সকল পাইবেন এবং বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম এই তিন জিলা ইঙ্গ্লণ্ডীয়েরদিগকে তিনি দিবেন। এই বন্দোবস্ত করিয়া কাশমলী খাঁ ও বানসিটার্ত সাহেব মোং মুরশেদাবাদে গেল ও মীর জাফরকে বড় সাহেব কহিলেন যে তোমার দেওয়ান কাশমলী খাঁ থাকিবেন। ইহাতে মীর জাফর কোন প্রকারে সম্মত হইলেন না তথাপি ইঙ্গ্লণ্ডীয়েরদের বাসনাতে কাশমলী খাঁ বাঙ্গালার নবাবি পাইলেন ও মীর জাফর মুরশেদাবাদে থাকিতে না চাহিয়া সেই দিন প্রস্থান করিয়া মোং কলিকাতায় আসিয়া বসতি করিলেন। ইহাতে কাশমলী খাঁ প্রথম রুষ্ট হইল যেহেতুক দুষ্ট কাশমলী খাঁ ইচ্ছা করিয়াছিল যে আপন বৃদ্ধ শ্বশুর মীর জাফরের মস্তকচ্ছেদন করে।

১৭৬১ সালে শাহ আলম আলীগৌহর বাদশাহ পুনর্ব্বার সূবে বেহারে আইলেন এবং ইঙ্গ্লণ্ডীয়েরা তাহাকে যুদ্ধে হস্তগত করিলেন কিন্তু প্রকৃত সম্ভ্রমরূপে তাঁহাকে রাখিলেন। ঐ বাদশাহ ইঙ্গ্লণ্ডীয়েরদিগকে কহিলেন যে যদি তোমরা আমার পক্ষে আইস তবে বাঙ্গালার দেওয়ানি তোমারদিগকে আমি দি। তাহাতে ইঙ্গ্লণ্ডীয়েরা সম্মত হইলেন না যেহেতুক কাশমলী খাঁর সহিত তাহারদের বন্দোবস্ত ছিল অতএব নূতন বন্দোবস্ত করিলে তাহার সহিত নিমকহারামী ব্যবহার হয়। পরে শাহআলম আপন লসকর সমেত দিল্লী প্রস্থান করিলেন।

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে২ এক টাকা। যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকটে সমাচার দর্পণ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক।—

সমাচার দর্পণ

৫১ সংখ্যা। শনিবার। ২২ মে সন ১৮১৯। ১০ জ্যৈষ্ঠ সন ১২২৬।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা বার আনা ডিষকৌণ্ট। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা এক টাকা ডিষকৌণ্ট।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

২২	মে	শনিবার	১০	জ্যৈষ্ঠ
২৩	ঐ	রবিবার	১১	ঐ
২৪	ঐ	সোমবার	১২	ঐ
২৫	ঐ	মঙ্গলবার	১৩	ঐ
২৬	ঐ	বুধবার	১৪	ঐ
২৭	ঐ	বৃহস্পতিবার	১৫	ঐ
২৮	ঐ	শুক্রবার	১৬	ঐ

ইস্তাহার।

হিন্দুস্থান বাঙ্ক।

১১ মে ১৮১৯।

পঁচিশং টাকা করিয়া পঁচহত্তর টাকার মিথ্যা তিন নোট হিন্দুস্থানবাঙ্কের নোট করিয়া ঐ বাঙ্কে টাকা লইবার কারণ কোন ব্যক্তি আনিয়াছে। এই কারণ ঐ বাঙ্কের অধ্যক্ষেরা আপন বাঙ্কের যেং নূতন চিহ্ন আছে যাহার দ্বারা সকল লোক সত্য কিম্বা মিথ্যা নোট জানিতে পারে সেইং চিহ্ন পুনর্ব্বার লোকেরদিগকে জানাইতেছেন।

হিন্দুস্থানবাঙ্কের প্রত্যেক প্রকৃত নোটে এইং জলের দাগ আছে যদি আলো ও চক্ষু এই উভয়ের মধ্যে ঐ নোট রাখিয়া কেহ দেখে তবে ঐ জলের দাগ সে অনায়াসে দেখিতে পায়। নোটের কিনারে চারি দিকে জলের ঢেওর মত লতার দাগ আছে ও ইংরেজী বড় অক্ষরে হিন্দুস্থান বাঙ্ক এই কথা ঐ কাগজের মধ্যে দেখা যায় এবং ঐ কথা ইংরেজী অক্ষরের উপরে হিন্দুস্থানবাঙ্ক এই কথা বাঙ্গালা অক্ষরে ও নাগর অক্ষরে দেখা যায়। এবং তাহার নীচে পারসী অক্ষরে সেই কথা আছে। যে তিন মিথ্যা নোট প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে জলের কোন দাগ ছিল না এবং ঐ নোটে শ্রীযুত এ জে মেকান সাহেবের নামে মিথ্যা যে সহী করিয়াছিল সে সহী প্রকৃত করিতে পারে নাই তাহাহইতে অনেক বৈলক্ষণ্য ছিল।

ঐ বাঙ্কের অধ্যক্ষেরা আরো ইস্তাহার দিতেছেন যে বাঙ্গালবাঙ্কের যেমত ধারা আছে সেই ধারানুসারে হিন্দুস্থান বাঙ্কের যে জল চিহ্ন তাহা যদি কোন মিথ্যা নোটের উপরে থাকে তবে যে ব্যক্তি সেই নোট আনে বাঙ্ক আপন নোকসান করিয়াও তাহাকে সেই নোটের টাকা অবশ্য দিবেক যদি সেই ব্যক্তি আপন হিসাবের কেতাবের মধ্যে সেই মিথ্যা নোটের নম্বর ও টাকা ও যাহার নিকটে পাইয়া থাকে তাহার নাম এমত দেখাইতে পারে যে পূর্ব্বে ঐ নোট যাহার স্থানে ছিল তাহা প্রকাশ হয়। কিন্তু যদি তজবীজে প্রকাশ হয় যে ঐ ব্যক্তি ঐ মিথ্যা নোট করিয়াছে কিম্বা তাহা জ্ঞাত ছিল তবে ঐ মিথ্যা নোটের টাকা সে কদাচ পাইবেক না। আরো যে কোন মিথ্যা নোটে জলের দাগ থাকে কি না থাকে সেই রূপ নোট যদি কোন ব্যক্তি মিথ্যা না জানিয়া টাকা লইবার কারণ বাঙ্কে আনে তবে মিথ্যাত্ব প্রকাশ হইলে সেই ব্যক্তি ঐ মিথ্যা নোটকারী ব্যক্তিকে দেখাইয়া সে বিষয় আদালতে সাবুদ করিতে পারিলে সে ব্যক্তি তাহার টাকা পাইবেক। এই তিন মিথ্যা নোটকর্ত্তারদিগকে ধরিবার নিমিত্ত বাঙ্কের অধ্যক্ষেরা সকল লোকের নিকটে জ্ঞাত করাইতেছেন। যে ব্যক্তি ঐ মিথ্যা নোটকারিরদের এমত সন্ধান করিয়া দিতে পারে যে তাহারা ধরা পড়ে ও আদালতে সাবুদ হয় কিম্বা এই তিন নোটের কোন এক নোটের সন্ধান দিতে পারে কিম্বা বাজারে যে আর কোন মিথ্যা নোট চলিতেছে তাহার বিষয়ে সাবুদের উপযুক্ত সন্ধান দিতে পারে তবে সে জন হাজার টাকা বখশীশ পাইবেক কিন্তু যদি মিথ্যা নোটকারীরদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি এইং রূপ সন্ধান দেয় সে কদাচ পাইবেক না। সাবুদ হইবামাত্র হাজার টাকা বখশীশ দেওয়া যাইবেক।

জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার।

অনেক লোকের জমীন সাবিক জেলাহায় রোজ ও তারিখ বাছিক নীচের তপসিল সরকারের বাকী আদায় কারণ প্রকাশস্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমা ও জমীনের কৈফিয়ত বোর্ডরিবনুর সাকুটারি দপ্তরখানায় অথবা জেলাহায় কালেক্টরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

সরকারের বাকী আদায় কারণ।

ত্রিপুরা বৃহস্পতিবার সন ১৮১৯ ২৭ মে ইং সন ১২২৬ ১৫ জ্যৈষ্ঠ বাং বোর্ডরিবনুর সেক্রেটারি দপ্তরখানায়।

সরকারের বাকী ওয়াস্তে আদায় কারণ।

সমাচার দর্পণ।

ত্রিপুরা বৃহস্পতিবার সন ১৮১৯ ২৭ মে ইং সন ১২২৬ ১৫ জ্যৈষ্ঠ বাং কালেক্টরি কাচারিতে।

যশোহর ও কলিকাতা ও ময়মনসিংহ ও দিনাজপুর বৃহস্পতিবার ১০ জুন ১৮১৯ ইং ২৯ জ্যৈষ্ঠ সন ১২২৬ বাং কালেক্টরি কাচারিতে।

বর্দ্ধমান বৃহস্পতিবার ১৭ জুন সন ১৮১৯ ইং ৪ আষাঢ় সন ১২২৬ বাং কালেক্টরি কাচারিতে।

ইতি তারিখ ৪ মে সন ১৮১৯ বোর্ডরিবনুর হুকুমে।

অনেক লোকের জমীন নাবিল জেলাহায় রোজ ও তারিখ সকল নীচের তপশীল মাফিক প্রকাশ স্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমা ও জমীদের কৈফিয়ত বোর্ডরিবনুর সেক্রটারি দপ্তরখানায় অথবা জেলাহায় কালেক্টরি কাচারিতে মালুম হইবেক।

সরকারের বাকী আদায় কারণ।

বর্দ্ধমান বৃহস্পতিবার ১০ জুন সন ১৮১৯ ইং ২৯ জ্যৈষ্ঠ সন ১২২৬ বাং বোর্ডরিবনুর সাক্রটারি দপ্তরখানায়।

বর্দ্ধমান ও চাটীগ্রাম ও যশোহর বৃহস্পতিবার সন ১৮১৯ ১৭ জুন ইং সন ১২২৬ ৪ আষাঢ় বাং বোর্ডরিবনুর সেক্রটারি দপ্তরখানায়।

সরকারের বাকী ওগয়হ আদায় কারণ।

চাটিগ্রাম ও হুগলি এ চব্বিশপরগণা ও রাজসাহি বৃহস্পতিবার ১৭ জুন সন ১৮১৯ ইং ৪ আষাঢ় সন ১২২৬ বাং কালেক্টরি কাচারিতে।

ইতি তারিখ ১১ মে সন ১৮১৯ বোর্ডরিবনুর হুকুমে।

অনেক লোকের জমীন নাবিল জেলাহায় রোজ ও তারিখ সকল মাফিক নীচের তপশীল প্রকাশ স্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমা ও জমীদের কৈফীয়ত বোর্ডরিবনুর সাক্রটারি দপ্তরখানায় অথবা জেলাহায় কালেক্টরি কাচারিতে মালুম হইবেক।

চাটিগ্রাম বৃহস্পতিবার ১ জুলাই সন ১৮১৯ ইং সন ১২২৬ ১৮ আষাঢ় বাং বোর্ডরিবনুর সাক্রটারি দপ্তরখানায়।

চাটিগ্রাম বৃহস্পতিবার ১৭ জুন সন ১৮১৯ ইং সন ১২২৬ ৪ আষাঢ় বাং কালেক্টরি কাচারিতে।

চাটিগ্রাম বৃহস্পতিবার ১৭ জুন সন ১৮১৯ ইং ৪ আষাঢ় সন ১২২৬ বাং কালেক্টরি কাচারিতে।

চব্বিশ পরগণা বৃহস্পতিবার ১৭ জুন সন ১৮১৯ ইং ৪ আষাঢ় সন ১২২৬ বাং কালেক্টরি কাচারিতে

ইতি তাং ১৮ মে সন ১৮১৯ বোর্ড রিবনুর হুকুমে।

সমাচার দর্পণ।

নূতন সমাচার পত্র।

দক্ষিণ দেশে কুমারী অন্তরীপের নিকটে মোং তঞ্জাবুর শহরে তথাকার রাজা সরফুজী মহারাজ আপন ঘরে এক ছাপাখানা করিয়াছেন ও তাম্রল নামে আপন ভাষাতে এক সমাচারের কাগজ ছাপাইবেন তাহাতে এক দিগে ইংরাজী ও এক দিগে তামল থাকিবেক।

ধনলাভ।

দুই মাস হইল মোং জঙ্গীপুর হইতে দুই ক্রোশ অন্তরে গংকোর নামে এক গ্রামে এক দরিদ্র গৃহস্থ আপন ঘরের নিকটে এক গর্ত্ত করিবার সময়ে অকস্মাৎ ছয় সাত হাজার টাকা পাইয়াছে এই টাকা অতিশয় প্রাচীন ও তাহার মোহর দেখিয়া বুঝা যায় যে সে পাঁচ ছয় শত বৎসরের প্রাচীন টাকা হইবে। এইরূপ গৌড় শহরে মৃত্তিকা খুদিবার সময়ে অনেকে অনেক টাকা পায়।

আমেরিকা দেশে শীঘ্রগামী।

আমেরিকা দেশের মধ্যে অত্যুত্তম রাস্তা আছে ও গাড়ির দ্বারা সকল লোক ও ডাকওয়ালা গমনাগমন করে। পাঁচ মাস হইল আমেরিকার রাজধানী নগর হইতে অন্য এক নগরে যাইতে গাড়ীর দ্বারা ডাক বিশ ঘণ্টার মধ্যে এক শত বিশ ক্রোশ গিয়াছে মোং কলিকতা হইতে যত দূর মালদহ এত দূর বিশ ঘণ্টায় পঁহুছিল এমত বেগগামিতা কখন ও শুনি নাই।

হীরা হারান।

ইংলণ্ড দেশের রাজার কতক হীরা আছে সেহীরা কেবল এক রাজার নয় কিন্তু যখন যিনি রাজসিংহাসনে বসেন তাহারি সে হীরা সেই সকল হীরা ইংলণ্ডের রাণীর জিম্মাতে ছিল। রাণীর মরণানন্তর সে হীরার অন্বেষণ হইয়াছে কিন্তু পাওয়া যায় নাই যে অপহরণ করিয়াছে সে ধরা পড়ে নাই যে সিন্দুকে থাকিত কিন্তু সে সিন্দুক শূন্য পাওয়া গিয়াছে।

গৃহদাহ।

১১ মে দশঘণ্টার রাত্রির সময়ে মোং কসবাতে রেজষ্ঠর সাহেবের কাচারিতে অগ্নি লাগিয়া সর্ব্বস্ব দাহ হইয়াছে তাহাতে অনেক লোকের ক্ষতি হইয়াছে যেহেতুক পাঁচ ছয় শত মুকদ্দমার কাগজ পত্র সকল ভস্ম হইয়াছে এবং পচিশ বৎসরের রেকার্দ দপ্তরের কাগজ পুড়িয়া গিয়াছে। তাহার কারণ এই পূর্ব্বে যে চাপরাসী ছিল সে বিদায় হইয়া আপন ঘরে গিয়াছিল আর এক জন নূতন চাপরাসী সেইঘরে রাত্রিতে ছিল তাহার হুকার অগ্নি ঘরে লাগিয়া এমত হইল।

১৮ মে মঙ্গলবার দুই প্রহর বেলার সময়ে মোং পেনেটী গঙ্গার তীরে রাসমঞ্চের নিকটস্থ বাজারে অগ্নি লাগিয়া তাবৎ বাজার দগ্ধ হইল সে বাজারের দুই পার্শ্বে দুইটা নওবৎখানা ছিল তাহা দগ্ধ হইয়াছে কিন্তু বায়ুর গতিক্রমে তন্মধ্যস্থ তিনখান ঘর বাঁচিয়াছে এবং অগ্নি গ্রামের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অনেক বিশিষ্ট লোকের যথাসর্ব্বস্ব দগ্ধ হইয়াছে।

অপমৃত্যু।

গত সপ্তাহে মোং কলিকাতার বাগবাজারের ওতর রাস্তাতে সন্ধ্যা কালে এক ষাঁড় যাইতেছিল এবং এক ব্যক্তিও সেই রাস্তায় আসিতেছিল ষাঁড় নিকটবর্ত্তী হইয়া দাড়াইয়া ঐ ব্যক্তির পশ্চাতে গেলে ঐ

সমাচার দর্পণ।

ব্যক্তি নির্ভয় হইয়া যাইতেছে ইত্যবকাশে ঐ ষাঁড় ফিরিয়া আসিয়া তাহার উর স্থলে শৃঙ্গাঘাত করিয়া বিদীর্ণ করিল তাহাতে ঐ ব্যক্তি তখনি মরিল।

গত সপ্তাহে মোং কলিকাতার জোড়াসাঁকোতে এক সহিস বাগডোর ধরিয়া রাস্তাতে এক ঘোড়া ফিরাইতেছিল সেই ঘোড়ার পশ্চাতে লোক আসিতেছিল ইহার মধ্যে দৈবাৎ সেই ঘোড়া অতিশয় বিক্রম করিয়া পশ্চাতের দুই পা ব্যক্তিল তাহাতে এক ব্যক্তির চাল লাগিয়া তখনি পড়িয়া মরিল সহীস সুযোগ তখনি ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া পলাইল কিন্তু কাহার ঘোড়া তাহা নিশ্চয় হইল না।

---

১৮ যে মঙ্গলবার মোং কলিকাতার সিমুলিয়াতে এক বনিকের স্ত্রী একটা পাথরের বাটীর কারণ বিরোধ করিয়া গলায় দড়ি দিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

বেদান্ত মত।

৯ যে রবিবার শ্রীযুত রাধাচরণ মজুমদারের পুত্র শ্রীকৃষ্ণমোহন ও শ্রী ব্রজমোহন মজুমদারের ঘরে শ্রীযুত রামমোহন রায় প্রভৃতি সকল বৈদান্তিকেরা একত্র হইলেন এবং পরস্পর আপনারদের মতের বিবেচনা করিলেন। আমরা শুনিয়াছি যে সেই সভাতে জাতির প্রতি বিধি কিম্বা নিষেধ বিষয়ে বিচার হইল ও খাদ্যের প্রতি যে নিষেধ আছে তাহারও বিষয়ে বিচার হইল। এবং যুবতি স্ত্রীর স্বামি মরণানন্তর সহমরণ না করিয়া কেবল ব্রহ্মচর্য্য কাল ক্ষেপণ কর্ত্তব্য এই বিষয়েও অনেক বিবেচনা হইল এবং বৈদিক কর্ম্মের বিষয়ে বিচার হইল সেই সময়ে বেদের উপনিষদ্‌হইতে আপনারদের মতানুযায়ি বাক্য পড়া গেল ও তাহার অর্থ করা গেল ও তাঁহারা বেদান্তের মতানুসারে গীত গাইলেন।

আমুরজীদাংলিয়া।

ইহার বিষয়ে গত সপ্তাহে লিখা গিয়াছে এখন শুনা গেল যে কলিকাতার কিল্লাতে যে স্থানে নবাব ওজীরালী কএদ ছিলেন সেই স্থানে তাঁহাকে রাখা গিয়াছে কিন্তু চণ্ডালগড়ে তাহার কারণ এক স্থান প্রস্তুত হইতেছে সেই স্থান প্রস্তুত হইলে তিনি সেখানে গিয়া যাবজ্জীবন বাস করিবেন।

দিল্লী।

কতক দিন হইল মোং দিল্লীর কালেক্তর ফ্রেজর সাহেব কোন কর্ম্মার্থে দিল্লীর কিছু দূরে গিয়াছিলেন ও আপনার ছাওনি ছাড়িয়া ফিরিতেছিলেন ইত্যবসরে দুষ্ট এক ব্যক্তি আসিয়া অস্ত্রদ্বারা ঐ সাহেবকে মারিল ও সাহেব তখনি ঘুরিয়া পড়িলে সে দুষ্ট ভাবিল যে সাহেব মরিয়াছে ইহাতে আপনি যাইতে লাগিল। পুনর্ব্বার সাহেবকে উঠিতে দেখিয়া ঐ দুষ্ট আসিয়া আপন কিরিচ বাহির করিয়া সাহেবের হাতের অঙ্গুলি কাটিল। এই সময়ে সাহেবের চাকরেরা আসিয়া ঐ দুষ্টকে তলোয়ারেতে মারিল তাহাতে বুঝা গেল না যে সে ব্যক্তি কে ছিল।

খুন।

কএক দিন হইল মোং মীরট শহরে এক ইংগ্লণ্ডীয় সিপাহীর স্ত্রীর এই প্রকারে বধ হইয়াছে অন্য কোন এক স্ত্রী তাহার নিকটে আসিয়া তাহাকে টাকা দিল ও দশ ঘড়ী রাত্রির সময়ে আপন ঘরে গেল ও ঐ ইংগ্লণ্ডীয় সিপাহী তাহাকে পঁহুচাইতে তাহার সহিত গেল এই সময়ে ঐ স্ত্রী সে টাকা গণিয়া বন্ধ করিয়া রাখিল কিন্তু এক জন বোপা তাহা দেখিল ও ঐ বোপা লোভযুক্ত ঐ স্ত্রীকে খুন করিয়া সে সমুদয় টাকা লইল। তাহার স্বামী ঘরে আসিয়া আপন স্ত্রীকে মৃতা দেখিল। এবং অনুসন্ধান করিয়া বোপার ঘরে গিয়া দেখিল যে বোপা কাপড় ছাড়িতেছে ও ছাড়া কাপড়ে রক্তের দাগ দেখিয়া তাহাকে কএদ করিয়া পুলিসে চালান করিয়াছে এখন তাহার মুকদ্দমা হইতেছে।

লমস দেন সাহেবের মৃত্যু।

লমস দেন সাহেব এতদ্দেশে অনেক দিন ছিলেন ও রাজকীয় কর্ম্মে অনেক সুখ্যাতি উপার্জ্জন করিয়াছেন এবং ইংগ্লণ্ডে গিয়া কোম্পানির কর্ম্ম করিতেছিলেন সম্প্রতি তিনি পরলোকগামী হইয়াছেন।

ইংগ্লণ্ডীয় সিপাহী।

গত বৎসর যখন ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতি ও সিপাহী ফ্রান্স দেশে ছিল তখন এক জন ইংগ্লণ্ডীয় সিপাহী আপন ইচ্ছায় এক জন ফরাশীশকে খুন করিল। পরে ঐ ব্যক্তির মুকদ্দমা হইয়া সে দোষী হইলে তাহার ফাঁসি দিতে হুকুম হইল তখন ঐ ব্যক্তি আপন সেনাপতির নিকট দৌড়িয়া গিয়া কহিল যে তোমার আজ্ঞায় আমি যে অনেক ফরাশীশকে মারিয়াছি তাহার কারণ কিছু হইল না কিন্তু আপন ইচ্ছায় যে এক জনকে মারিয়াছি ইহার কারণ আমাকে ফাঁসি দিতে হুকুম করিয়াছেন এ কি।

সমাচার দর্পণ।

ইংগ্লণ্ডীয়াধিকারের কথা।

কাশমালী খাঁ নবাব হইয়া বসিবামাত্র আপন স্বভাবসিদ্ধ দুষ্টতা প্রকাশ করিতে লাগিল প্রথম সে মুরশেদাবাদহইতে আপন পলতনং সমেত উঠিয়া গিয়া মোং মুঙ্গেরে রাজধানী করিল ও সেখানে কিল্লা শক্ত করিতে লাগিল ও সর্ব্বত্র কামান বন্দুক প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে লাগিল এবং রাজস্বের কারণ প্রজারদিগকে অনেক দুঃখ দিতে লাগিল। পরে পাটনার ছোট নবাব রাজা রামনারায়ণ ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অত্যন্ত পক্ষপাতী ও অতি ভাল মানুষ ও তিনি ধন সঞ্চয় অনেক করিয়াছিলেন ইহাতে কাশমালী খাঁর লোভ জন্মিয়া তাহাকে তৎপদচ্যুত করণে চেষ্টা পাইতে লাগিল কিন্তু ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতি ইহাতে সম্মত হইল না। পরে কাশমালী খাঁ কলিকাতায় বড় সাহেবের নিকট ঐ বিষয়ে মিথ্যা নালিশ করিল তাহাতে কলিকাতার বড় সাহেব পাটনার সেনাপতিকে অধিক সৈন্য সুদ্ধ কলিকাতায় ডাকাইলেন এবং অল্প সৈন্য পাটনায় রহিল। তাহারা পাটনা ত্যাগ করিলে কাশমালী খাঁ আপন ইচ্ছানুসারে ঐ রামনারায়ণ রায়ের তাবৎ অর্থ লইয়া তাহাকে কারাবদ্ধ করিল।

ইহার পর কোম্পানির হাঁসিলের বিষয় কাশমালী খাঁর সহিত বিরোধ হইতে লাগিল দিল্লী হইতে যে পরবানা পূর্ব্বে কোম্পানি আনিয়াছিলেন তাহাতে এই লিখিত ছিল যে কোম্পানির দস্তখত যে জিনিসের উপর থাকিবে সে জিনিস হাঁসিল বিনা চলিবে কিন্তু কাশমালী খাঁ ইহা না মানিয়া তাবৎ জিনিসের উপর হাঁশিল লইতে হুকুম দিল। ইহাতে কলিকাতাহইতে বড় সাহেব বানসিটার্ত সাহেব এবং হেষ্টিংস্ সাহেব ১৭৬২ সালে মুঙ্গেরে কাশমালী খাঁর নিকটে গেলেন এবং সেখানে এ বিষয়ে এই নির্ধারণ করিলেন যে সকল রপ্তানির জিনিসের উপরে কোম্পানির দস্তখত থাকিলে তাহার হাঁসিল লাগিবে না কিন্তু এক জিলাহইতে অন্য জিলা যাইতে যে হাঁসিল তাহা দিতে হবে এবং যে কোম্পানির গোমাস্তারা কোন দোষ করিলে তাহারদের অদালত কাশমালী খাঁর তরফ বিচারকর্ত্তারা করিবেন এই বন্দোবস্তে কলিকাতার কৌসিল সম্মত হইল না কিন্তু কোম্পানির সকল প্রধান চাকর লোককে একত্র ডাকিয়া তাহারা এই স্থির করিল যে অন্য দুই জন সাহেব কাশমালী খাঁর নিকটে গিয়া অন্য এক বন্দোবস্ত করেন।

এই সময় মহম্মদ আলী নামে কাশমালী খাঁর এক জন চাকর লকীপুর ও চাটিগ্রাম প্রভৃতিতে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের উপর অনেক দৌরাত্ম্য করিলে ইংগ্লণ্ডীয়েরা তাহাকে ধরিল এবং কাশমালী খাঁ মুরশেদাবাদহইতে জগৎসেটকে ও তাহার ভাইকে মুঙ্গেরে লইয়া গিয়া তাহারদিগকে কএদ করিল। ঐ দুই জন সাহেব মুঙ্গেরে পঁহুছিয়া কাশমালী খাঁর সহিত কথোপকথন করিতে লাগিল ইতোমধ্যে কোম্পানির কতক নৌকা যে অস্ত্র শস্ত্র লইয়া পাটনা যাইতেছিল সেই নৌকা মুঙ্গেরে কাশমালী খাঁ আটক করিল এবং কহিল যে ইংগ্লণ্ডীয়েরা সকল সৈন্য পাটনাহইতে লইয়া যাউক নতুবা বন্দোবস্ত করিব না ইহাতে ইংগ্লণ্ডীয়েরা সম্মত না হইলে কাশমালী খাঁ ঐ দুই জন সাহেবের মধ্যে আমিঅট সাহেবকে বিদায় করিল এবং অন্যকে কএদ রাখিল আমিঅট সাহেব মুরশেদাবাদে পঁহুছিলে কাশমালী খাঁর চাকরেরা ঐ সাহেবকে এবং তাহার চাকর লোককে মারিয়া ফেলিল এই সময় পাটনায় যে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য ছিল তাহারা কিল্লা দখল করিল কিন্তু পর দিনে কাশমালী খাঁর সৈন্য পুনর্ব্বার ঐ কিল্লা দখল করিয়া ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে কএদ করিল কাশমালী খাঁ এই মত ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত যুদ্ধ করিলে ১৭৬৩ সালে ইংগ্লণ্ডীয়েরা মীর জাফরকে পুনর্ব্বার বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িস্যা এই তিন সুবার সুবেদার করিল এবং মেজর আদম্স সাহেব সাত শত গোরা ও তিন হাজার সিপাহী লইয়া কলিকাতা ও মুরশেদাবাদের মধ্যবর্ত্তি স্থানে কাশমালী খাঁর কতক সৈন্য নাশ করিল।

পরে ২ আগষ্টে কাশীমবাজারের নিকটে গড়্যে মোকামে কাশমালী খাঁর ১৫ হাজার ঘোড়সওয়ার ও দশ হাজার সীপাহীর সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহারদিগকে মারিল। পরে সেখানহইতে গিয়া রাজমহলের নিকটে উদ্যানালা নামে এক বড় কিল্লা দখল করিল তাহাতে এক শত কামান ছিল। কাশমালী খাঁ মুঙ্গেরে থাকিয়া দেখিল যে তাহার সর্ব্বস্ব নষ্ট হইতেছে এবং আপনি হিন্দুস্থানে পলায়ন করিতে নিশ্চয় করিল কিন্তু পলায়নের পূর্ব্বে মুঙ্গেরে যত বাঙ্গালি একত্র ছিল রাজা রামনারায়ণ রায় এবং তাহার দশ জন কুটুম্ব এবং রাজা রাজবল্লব এবং জগৎসেট ও তাহার ভাইকে খুন করিল এবং তাহারদের শব যেন তাহারদের বিধ্যনুসারে দাহ না হয় এই কারণ মাটে ফেলিয়া দিল ও সেখানে সিপাহী চৌকি রাখিল যেপর্য্যন্ত পক্ষী প্রভৃতি না খাইল এই করিয়া পাটনায় পলায়ন করিল। পাটনায় কোম্পানির প্রধান চাকর যে পঞ্চাশ জন সাহেব লোক এবং এক শত সামান্য সাহেব লোক কএদ ছিল তাহারদের অঙ্গ ছেদন করিয়া তাহারদিগকে খুন করিল। এবং তাহারদের শব কূপমধ্যে নিক্ষেপ করিল ইহা করিয়া আপনি লখনৌতে পলায়ন করিল এবং মুক্তা ও নগদ টাকাতে প্রায় দুই কোটি আপন সঙ্গে লইয়া গেল।

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহেং কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসেং এক টাকা। যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকটে সমাচার দর্পণ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক।

সমাচার দর্পণ

সংখ্যা । শনিবার । ২৯ মে সন ১৮১৯ । ১৭ জ্যৈষ্ঠ সন ১২২৬ ।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ । বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে ॥

কোম্পানির কাগজ ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা দশ আনা ডিসকৌণ্ট । বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা চৌদ্দ আনা ডিসকৌণ্ট ।

সপ্তাহের পঞ্জিকা ।

২৯	মে	শনিবার	১৭	জ্যৈষ্ঠ	
৩০	ঐ	রবিবার	১৮	ঐ	
৩১	ঐ	সোমবার	১৯	ঐ	
১	জুন	মঙ্গলবার	২০	ঐ	
২	ঐ	বুধবার	২১	ঐ	
৩	ঐ	বৃহস্পতিবার	২২	ঐ	দশহরা
৪	ঐ	শুক্রবার	২৩	ঐ	

ইস্তাহার ।

হিন্দুস্থানবাঙ্ক ।

১১ মে ১৮১৯ ।

পঁচিশ টাকা করিয়া পঁচাত্তর টাকার মিথ্যা তিন নোট হিন্দুস্থানবাঙ্কের নোট বলিয়া ঐ বাঙ্কে টাকা লইবার কারণ কোন ব্যক্তি আনিয়াছে । এই কারণ ঐ বাঙ্কের অধ্যক্ষেরা আপন বাঙ্কের যে২ স্বতন্ত্র চিহ্ন আছে যাহার দ্বারা সকল লোক সত্য কিম্বা মিথ্যা নোট জানিতে পারে সেই২ চিহ্ন সর্ব্বসাধারণ লোকেরদিগকে জানাইতেছেন ।

হিন্দুস্থানবাঙ্কের প্রত্যেক প্রকৃত নোটে এই২ জলের দাগ আছে যদি আলো ও চক্ষু এই উভয়ের মধ্যে ঐ নোট রাখিয়া কেহ দেখে তবে ঐ জলের দাগ সে অনায়াসে দেখিতে পায় । নোটের কিনারে চারি দিকে জলের ঢেওর মত লতার দাগ আছে ও ইংরেজী বড় অক্ষরে হিন্দুস্থান বাঙ্ক এই কথা ঐ কাগজের মধ্যে দেখা যায় এবং ঐ রূপ ইংরেজী অক্ষরের ওপরে হিন্দুস্থানবাঙ্ক এই কথা বাঙ্গালা অক্ষরে ও নাগরি অক্ষরে দেখা যায় । এবং তাহার নীচে পারসী অক্ষরে সেই কথা আছে । যে তিন মিথ্যা নোট প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে জলের কোন দাগ ছিল না এবং ঐ নোটে শ্রীযুত এ জে মেকান সাহেবের নামে মিথ্যা যে সহী করিয়াছিল সে সহী প্রকৃত করিতে পারে নাই তাহা হইতে অনেক বৈলক্ষণ্য ছিল ।

ঐ বাঙ্কের অধ্যক্ষেরা আরো ইস্তাহার দিতেছেন যে বাঙ্গালবাঙ্কের যেমত ধারা আছে সেই ধারানুসারে হিন্দুস্থান বাঙ্কের যে জল চিহ্ন তাহা যদি কোন মিথ্যা নোটের ওপরে থাকে তবে যে ব্যক্তি সেই নোট আনে বাঙ্ক আপন নোকসান করিয়াও তাহাকে সেই নোটের টাকা অবশ্য দিবেক, যদি সেই ব্যক্তি আপন হিসাবের কেতাবের মধ্যে সেই মিথ্যা নোটের নম্বর ও টাকা ও যাহার নিকট পাইয়া থাকে তাহার নাম এমত দেখাইতে পারে যে পূর্ব্বে ঐ নোট যাহার স্থানে ছিল তাহা প্রকাশ হয় । কিন্তু যদি তজবীজে প্রকাশ হয় যে ঐ ব্যক্তি ঐ মিথ্যা নোট করিয়াছে কিম্বা তাহা জ্ঞাত ছিল তবে ঐ মিথ্যা নোটের টাকা সে কদাচ পাইবেক না । আরো যে কোন মিথ্যা নোটে জলের দাগ থাকে কি না থাকে সেই রূপ নোট যদি কোন ব্যক্তি মিথ্যা না জানিয়া টাকা লইবার কারণ বাঙ্কে আনে তবে মিথ্যাত্ব প্রকাশ হইলে সেই ব্যক্তি ঐ মিথ্যা নোটদাতা ব্যক্তিকে দেখাইয়া সে বিষয় আদালতে সাবুদ করিতে পারিলে সে ব্যক্তি তাহার টাকা পাইবেক । এই তিন মিথ্যা নোটকর্ত্তারদিগকে ধরিবার নিমিত্তে বাঙ্কের অধ্যক্ষেরা সকল লোকের নিকটে জ্ঞাত করাইতেছেন । যে ব্যক্তি ঐ মিথ্যা নোটকারিরদের এমত সন্ধান করিয়া দিতে পারে যে তাহারা ধরা পড়ে ও আদালতে সাবুদ হয় কিম্বা এই তিন নোটের কোন এক নোটের সন্ধান দিতে পারে কিম্বা বাজারে যে আর কোন মিথ্যা নোট চলিতেছে তাহার বিষয়ে সাবুদের উপযুক্ত সন্ধান দিতে পারে তবে সে এক হাজার টাকা বখশীশ পাইবেক কিন্তু যদি মিথ্যা নোটকারীরদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি এই২ রূপ সন্ধান দেয় সে কদাচ পাইবেক না । সাবুদ হইবামাত্র হাজার টাকা বখশীশ দেওয়া যাইবেক ।

জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার ।

অনেক লোকের জমীন সাকিন জেলায় [illegible] ও [illegible] সরকারের বাকী জমার কারণ প্রকাশ্যস্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক [illegible] বড়বাজারের অথবা জেলায় [illegible] কাছারিতে মালুম হইবেক ।

সরকারের বাকী জমার কারণ ।

[illegible] বৃহস্পতিবার সন ১৮১৯ ৮ জুলাই ইং সন ১২২৬ ২৫ আষাঢ় [illegible] ।

কিম্বা বৃহস্পতিবার সন ১৮১৯ ১ জুলাই ইং সন ১২২৬ ১৮ আষাঢ় [illegible] ।

সরকারের বাকী ওগয়রহ আদায় কারণ।

মুরশিদাবাদ ও ত্রিপুরা ও ছিলট বৃহস্পতিবার ১ জুলাই সন ১৮১৯ ইং ১৯ আষাঢ় সন ১২২৬ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

মেদিনীপুর বৃহস্পতিবার ৮ জুলাই সন ১৮১৯ ইং ২৫ আষাঢ় সন ১২২৬ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

ইতি তারিখ ২৫ মে সন ১৮১৯ বোর্ডরিবনুর হকুমে।

অনেক লোকের জমীন সামিল জেলাহায় রোজ ও তারিখ সকল নীচের তপশীল মাফীক প্রকাশ স্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমা ও জমীনের কৈফিয়ত বোর্ডরিবনুর সেক্রেটারি দপ্তরখানায় অথবা জেলাহায় কালেক্টরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

সরকারের বাকী আদায় কারণ।

বর্দ্ধমান বৃহস্পতিবার ১০ জুন সন ১৮১৯ ইং ২৯ জ্যৈষ্ঠ সন ১২২৬ বাং বোর্ডরিবনুর সাক্রেটারি দপ্তরখানায়।

বর্দ্ধমান ও চাটিগ্রাম ও যশোহর বৃহস্পতিবার সন ১৮১৯ ১৭ জুন ইং সন ১২২৬ ৪ আষাঢ় বাং বোর্ডরিবনুর সেক্রেটারি দপ্তরখানায়।

সরকারের বাকী ওগয়রহ আদায় কারণ।

চাটিগ্রাম ও হুগলি ও চব্বিশপরগণা ও রাজসাহি বৃহস্পতিবার ১৭ জুন সন ১৮১৯ ইং ৪ আষাঢ় সন ১২২৬ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

ইতি তারিখ ১১ মে সন ১৮১৯ বোর্ডরিবনুর হকুমে।

অনেক লোকের জমীন সামিল জেলাহায় রোজ ও তারিখ সকল মাফিক নীচের তপশীল প্রকাশ স্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমা ও জমীনের কৈফীয়ত বোর্ডরিবনুর সাক্রেটারি দপ্তরখানায় অথবা জেলাহায় কালেক্টরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

চাটিগ্রাম বৃহস্পতিবার ১ জুলাই সন ১৮১৯ ইং সন ১২২৬ ১৮ আষাঢ় বাং বোর্ডরিবনুর সাক্রেটারি দপ্তরখানায়।

চাটিগ্রাম বৃহস্পতিবার ১৭ জুন সন ১৮১৯ ইং সন ১২২৬ ৪ আষাঢ় বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

চাটিগ্রাম বৃহস্পতিবার ১৭ জুন সন ১৮১৯ ইং ৪ আষাঢ় সন ১২২৬ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

চব্বিশ পরগনা বৃহস্পতিবার ১৭ জুন সন ১৮১৯ ইং ৪ আষাঢ় সন ১২২৬ বাং কালেক্টরি কাছারিতে

ইতি তাং ১৮ মে সন ১৮১৯ বোর্ড রিবনুর হকুমে।

সমাচার দর্পণ।

স্কুল সোসৈয়িটী।

আমরা শুনিতেছি যে কলিকাতার স্কুল সোসৈয়িটীর শেষ সভাতে নিশ্চয় করা গেল যে এই সোসৈয়িটী এক জ্ঞানী যুবা লোককে কাপ্তান ষ্টুয়ার্ট সাহেবহইতে পাঠশালার বিবরণ শিক্ষা করিবার জন্যে বর্দ্ধমান পাঠাইয়া দিবেন কেননা ষ্টুয়ার্ট সাহেবের পাঠশালার যশ সকলে শুনিয়াছে। এই স্থিরানুসারে ওইলার্ড সাহেব বর্দ্ধমানে গিয়াছেন আর ঐ স্থানে কতক বাঙ্গালি পণ্ডিত লোক তাহার নিকটে শিক্ষা করিয়া থাকেন এবং তাহারদের খোরাকাদির জন্যে মাসং ছয় টাকা পান। আমরা শুনিতে পাইতেছি যে বড় জ্ঞানী পণ্ডিতের মধ্যে যদি কোন লোকের ইচ্ছা হয় তাহারাও যাইতে পারে আর পরীক্ষা সময়ে তাঁহারা ছয় টাকা মাসং পাইবেন তাহারপরে সকল পণ্ডিত লোকেরদের মধ্যে যে বড় উত্তম জ্ঞানী হইবেক সেই সকল লোক পাঠশালাতে ওইলার্ড সাহেবের উপকার করিবেন ও তাহারদের যোগ্য বেতন পাইবেন।

পশ্চিম দেশের দৌরাত্ম্য।

কএক মাস হইল মোং বন্দেলখণ্ডের পশ্চিমখণ্ডে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যের ছাওনিহইতে কিঞ্চিৎ অন্তরে চারি জন সহিস ঘাস কাটিতেছিল ইহার মধ্যে সে স্থানের নিকটবর্ত্তি গ্রামের লোকেরা আসিয়া ঐ চারি জনের মস্তক ছেদন করিল। ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতি ইহা জ্ঞাত হইয়া সেখানে গিয়া ঐ গ্রামের সকল লোকেরদিগকে ডাকিলেন ও গ্রামের প্রধান প্রজার সহিত সে বিষয় কথা কহিতেছেন ইতোমধ্যে ঐ দুষ্ট প্রজা আপন বন্দুক বাহির করিয়া ঐ সাহেবের মস্তকে গুলি মারিল তৎক্ষণাৎ সাহেব আপন মস্তক সরাইলেন তাহাতে সাহেবের কোন হানি হইল না। সাহেবের সহিত তলোয়ার ছিল লোকও ছিল সাহেব তাহাকে মারিলে মারিতে পারিতেন কিন্তু তাহা না করিয়া কেবল তাহারদিগকে অনুযোগ করিলেন। পরে গ্রামের অনেক লোক সেখানে একত্র হইল তাহারদের সহিত এক বার তের বৎসরবয়স্কা বালিকা স্ত্রী ও সেখানে আইল। পরে যে ব্যক্তি সাহেবকে গুলি মারিয়াছিল সে আপন তলোয়ার দিয়া ঐ বালিকা স্ত্রীর মস্তক ছেদন করিয়া সাহেবের নিকটে ফেলিয়া দিয়া সাহেবকে কহিল যে দেখ যদি আমারদের পূর্ব্বকালের মত পরাক্রম থাকিত তবে এইরূপ তোমাকেও কাটিতাম।

অতএব পশ্চিম দেশীয় লোকেরা আদ্যোপান্ত এইরূপ দৌরাত্ম্য করিতেং কাল ক্ষেপ করিয়াছে তৎপ্রযুক্ত এইরূপ কর্ম্মকরাতে তাহারা দোষ জ্ঞান করে না অন্য লোকের ক্ষুদ্র বৃক্ষাদি কাটিতেও বরং বিলম্ব হয় তদ্দেশীয় লোককে মহাপ্রাণি হিংসা করিতে বিলম্ব হয় না।

হয়দরাবাদ।

হয়দরাবাদের দক্ষিণে এক শত ক্রোশ অন্তরে কানালদুর্গ নামে কিল্লার অধ্যক্ষ আপন তালুকের রাজকর দিতে নষ্টতা করিয়াছিল তৎপ্রযুক্ত হয়দরাবাদের যে সৈন্য ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতির অধীন ছিল তাহারদিগকে সেখানে পাঠাইয়াছেন তাহারা কিল্লা অধিকার করিতে উদ্যোগ করিতেছে অনুমান হয় অতিশীঘ্র সে কিল্লা অধিকার হইবে।

দিগ্দাহ।

গত মঙ্গলবার রাত্রিতে মোং বলির

তাতে অকস্মাৎ আকাশে এমত আলো দেখা গেল যে অগ্নি লাগিয়াছে এই জ্ঞান করিয়া লোকেরা অগ্নি নির্ব্বাণের উপায় চেষ্টা করিতে লাগিল। ক্ষণেক কাল ধরে সে রূপ আর দেখা গেল না। হিন্দু পণ্ডিতেরা তাহাকে দিগ্দাহ কহেন, এবং আরো কহেন যে যে দেশে ঐ রূপ দিগ্দাহ হয় সে দেশের মঙ্গল হয় না। পৃথিবীর যে উত্তর ভাগে সূর্য্যের তেজ অধিক না লাগে সেখানে সময়ানুসারে এই দিগ্দাহ অনেক ক্ষণ থাকে ও সূর্য্যের মত অন্ধকার নষ্ট করে।

কুম্ভীর।

২০ মে যোং বাগণ্ডীতে বিকালে পাঁচ ঘণ্টার সময়ে নদীতে চৌদ্দ বৎসরের এক বালক স্নান করিতেছিল পরে এক কুম্ভীর আসিয়া তাহাকে ধরিলে অনেক লোক সেখানে একত্র হইল ও সকলে অনুসন্ধান করিতে লাগিল যে কুম্ভীর কোথায় বালককে লইয়া গেল। পরে জলের মধ্যে দেখা গেল যে সে বালককে খাইবার উদ্যোগ করিতেছে। পরে কুম্ভীর অদৃশ্য হইল কিঞ্চিৎ বিলম্বে ঐ বালককে মুখে করিয়া উঠিল ও বালকের ঘাড় দংশন করিয়া দুই দিগে আস্ফালন করিতে লাগিল। কিন্তু বালকের রক্ষার নিমিত্তে ডিঙ্গী আনিতেং এক ঘণ্টা বিলম্ব হইল পরে ডিঙ্গী আইলে জালিয়েরা জালদ্বারা কুম্ভীরকে ও বালককে ধরিল কিন্তু কুম্ভীর পলাইল ও বালককে মৃত পাইল ও দেখা গেল যে বালকের মস্তক ও স্কন্ধ খাইয়া ফেলিয়াছে।

বাদশাহের জন্ম দিন।

আগামি সপ্তাহে ৪ জুন শুক্রবারে শ্রীশ্রীযুত ইংগ্লণ্ডীয় বাদশাহের জন্মদিন সেই দিন সকালে যেং লোকের যে দরখাস্ত থাকে তাহা শ্রীশ্রীযুত শুনিবেন।

শ্রীযুত রণজিৎসিংহ।

কাবোল দেশের সীমার উপরে অদ্যাপি শ্রীযুত রণজিৎসিংহের কএক কিল্লা আছে কিন্তু সেইং কিল্লা যে তাঁহার অধীন নিত্য থাকিবে এমত ভরোসা নাই। কাবোলের রাজ্যশাসনের অস্থিরতাপ্রযুক্ত সে দেশের লোকেরা ঐ সকল কিল্লা লইতে এখন অসমর্থ আছে।

পূর্ব্বে কাবোলের রাজা ছিলেন যে শ্রীযুত শাহশুজা তিনি আপন দেশ আপনার অধীন করিতে গিয়াছেন কিন্তু ধন ও সৈন্যের অভাবপ্রযুক্ত সিন্ধু নদীর পশ্চিম পারে যাইতে পারেন নাই।

আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম যে শ্রীযুত রণজিৎ সিংহকে কাবোলের লোকেরা উঠিয়া আপন দেশহইতে দূর করিয়া দিল সেই অবধি তিনি আপন সকল সৈন্যপ্রভৃতি প্রস্তুত করিতেছেন। তাহার অভিলাষ এই যে কাশ্মীর দেশ অধিকার করেন কিন্তু অনুমান হয় যে সে বিষয়ে তাহার মনোরথ সিদ্ধি হইবে না। শতদ্রু নদীর নিকটে তাহার অধীন কতক সেনাপতিরদিগকে ও কিল্লাদারেরদিগকে তিনি দণ্ড করিয়াছেন যেহেতুক পূর্ব্বে তিনি যখন কাবোল জয়ার্থ যাইতেছিলেন তখন ঐ সেনাপতিরা ও কিল্লাদারেরা তাঁহার আপন দেশ লুট করিয়াছিল।

জয়পুর।

জনরব শুনা যাইতেছে যে জয়পুরের সিংহাসনে উপবেশনোপযুক্ত এক বালক জন্মিয়াছে এবং জয়সিংহসুধী তাহার নাম রাখা গিয়াছে ঐ বালক যাবৎ প্রাপ্তব্যবহার না হইবে তাবৎ তাহার মাতা রাজ কর্ম্ম করিবেন এই স্থির হইয়াছে।

শ্রীযুত আপাসাহেব।

নাগপুরের মহারাজ শ্রীযুত আপাসাহেবের বিষয়ে হিন্দুস্থানে এই জনরব হইতেছে যে তিনি গত গোয়ালিয়রের নিকটে সিন্ধিয়া মহারাজের আশ্রয়ে গুপ্তরূপে কাল ক্ষেপ করিতেছেন। হোলকারের উজীর রোশনবেগ যে গত বৎসরে যোং মহদাপুরে প্রাচীন হোলকারের স্ত্রীকে বধ করিয়াছিল সে ব্যক্তি আপাসাহেবকে আপন নিকটে রাখিতে চাহিয়াছে কিন্তু আমরা বুঝি যে তিনি কোন আশ্রয়ে থাকিতে পারিবেন না।

সাগর প্রদেশের যে সকল তোপ আশীরগড়ে গিয়াছিল সে সকল পুনর্ব্বার হসিঙ্গাবাদে ফিরিয়া আসিয়াছে।

অযোধ্যা।

সোলতানপুরের নিকটে বদিয়া নামে কিল্লার কিল্লাদার লক্ষ্ণৌয়ের নবাবের চাকর হইয়াও তাহার প্রতিকূল চেষ্টা করিতেছিল এইহেতুক শ্রীযুত মেজর লোগি সাহেব সে কিল্লা অধিকার করিতে গিয়া কৃতকার্য্য হইয়া আসিয়াছেন তাহাতে এক জন ইংগ্লণ্ডীয় সিপাহী ও পাঁচ জন এতদ্দেশীয় সিপাহী আঘাতী হইল এবং বিপক্ষপক্ষীয় সাঁইত্রিশ জন মারা পড়িল।

ইংগ্লণ্ডের রাজা।

ইংগ্লণ্ডের রাজা পীড়িত তিনি কোন কর্ম্ম করিতে পারেন না তাঁহার সেবা শুশ্রূষাদি কর্ম্ম এতকাল তাঁহার স্ত্রী করিতেন

সেই পুস্তক ঐ রাণী বৎসরং আট লক্ষ টাকা পাইতেন সংপ্রতি ঐ রাণী মরিয়াছেন সেই কর্ম্ম তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র পাইয়াছেন তিনি এখন সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা পাইবেন।

হাতী ধরা।

২১ এপ্রিল দক্ষিণ দেশে বৈন্দিতুর শহরের নিকটস্থ বনে হস্তী ধরিবার কারণ তিন হাজার লোক একত্র হইল এবং ঐ বনে এমন এক স্থান আছে যে তাহার তিন দিকে পর্ব্বত এক দিক খোলা যে দিকে পর্ব্বত নাই সেই দিক লোকেরা বাদ্য করিতে ও শোর করিতে ও হাওই প্রভৃতি ছাড়িতে লাগিল এই প্রকারে সাত আট দিন পর্য্যন্ত সদলে রহিল ইহাতে কোন হস্তী বাহির হইতে পারিল না। পরে তাহার নিকট স্থানে অনেক দূর লইয়া বড় গভীর পগার কাটিল কিন্তু হস্তি প্রবেশের পথ রাখিবার কারণ খানিক স্থান কাটিল না। পরে সকল লোক আর এক দিকে বাদ্য ও শোর করিতে লাগিল ও হাওই ছাড়িতে লাগিল তাহাতে তেত্রিশটা হস্তী ঐ পথ দিয়া সেই পগারবেষ্টিত স্থানে প্রবেশ করিবামাত্র যে পথ পূর্ব্বে রাখিয়াছিল সেখানেও পগার কাটিল। অনন্তরে সেই হস্তির মধ্যে আট পোষা হস্তিনীকে লইয়া গেল এবং প্রতিহস্তিনীর উপরে একং মাহুত এ প্রকার গুপ্ত হইয়া রহিল যে সেই বন্য হস্তিরা জানিতে না পারে পরে আট পোষা হস্তিনীর দ্বারা একং বন্য হস্তিকে স্বতন্ত্র স্থানে লইয়া গিয়া মাহুত অতিসঙ্গোপনরূপে বন্য হস্তির পায়ে বড় দড়া দিয়া এক বৃক্ষের সহিত বান্ধিয়া শীঘ্র পলাইল ঐ হস্তিনীরা কর্ম্মসিদ্ধি বুঝিয়া ক্রমে মাহুতের নিকটে আইল।

এই প্রকারে ছয় দিনের মধ্যে তেত্রিশটা হস্তী ধরা গেল ও চতুর্দ্দিকে বৃক্ষের উপরে থাকিয়া অনেক লোক তামসা দেখিল। ইহাতে অতিশয় কৌতুক ও মাহুতের সাহস এই যে যখন মাহুত বন্য হস্তির পায়ে দড়া দেয় তখন যদি বন্য হস্তী জানিতে পায় তবে তখনি মাহুতকে খুন করে। এবং যখন হস্তী আপনার বন্ধন দশা প্রথম জানিতে পায় তখন সে কি প্রকার আস্ফালন করে ও চীৎকার করে ও মহা ক্রোধে গর্জন করে তাহা দেখিলে বড়ং সাহসী ব্যক্তিরও মূর্চ্ছা হয়।

নূতন ক্রিয়া।

ইংগ্লণ্ড দেশে এমত নিবন্ধ আছে যে যদি কোন লোক আপন বুদ্ধিদ্বারা যে কোন নূতন সৃষ্টি করিতে পারে যে তাহাতে লোকেরদের উপকার হয় তবে সে আপন পরিশ্রম ও বিদ্যানুসারে পারিতোষিক পায়।

সম্প্রতি গত বৎসরে ইংগ্লণ্ডে এক ব্যক্তি এমন এক প্রকার ক্ষার ও তাহার সহিত দুই তিন আর বস্তু সৃষ্টি করিয়াছে যে সে ক্ষার ও সেইং বস্তু কাগজের মাজে দিয়া কাগজ করিলে সে কাগজের উপরে লিখিলে সে অক্ষর কখনও লুপ্ত হয় না। এবং আর এক ব্যক্তি এক প্রদীপ সৃষ্টি করিয়াছে সে প্রদীপের আলো যত প্রজ্বলিত হয় তত তেল কম খরচ হয়। এই দুই জন পারিতোষিক পাইয়াছে।

আজমের শহর।

আজমের শহরহইতে সমাচার আসিয়াছে যে সেখানে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের যুদ্ধ হইয়াছে যে জয়পুরে যাইবার কারণ মোং আজমের শহরে চারি তোপ ও কতক সৈন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

জয়পুর।

জয়পুরের মৃত রাজার স্ত্রীর এক পুত্র হইয়াছে গত বৎসরের শেষ মাসে যে বালক সেখানকার সিংহাসনে বসিয়াছিল সেই বালককে ও তাহার ঠাকুর প্রভৃতি সকলকে সেখানহইতে দূর করিয়া দিয়াছে এবং ঐ জাতমাত্র বালককে সেই সিংহাসনে বসাইয়াছে।

দশহরা।

৩ জুন ২২ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার দশহরা সে দিনে অনেকং দূর দেশহইতে অনেক লোক গঙ্গাস্নান করিতে আসিবে।

শাহ অকবর।

অকবর শাহ বাদশাহ বাহাদুর যখন পঞ্চম বর্ষবয়স্ক ছিলেন তখন এক দিন তাঁহার শিক্ষক তাঁহার বুদ্ধি পরীক্ষা করিবার কারণ এক স্থানে বালিময় ভূমিতে এক দাগ দিল ও তাঁহাকে কহিল যে এই দাগ তুমি স্পর্শ না করিয়া ছোট কর। শাহ অকবর অতিবুদ্ধিমান ক্ষণেক কাল ভাবিয়া ঐ দাগের নিকটে ঐ দাগহইতে এক লম্বা দাগ দিলেন। শিক্ষক ইহা দেখিয়া তাহার বুদ্ধিতে চমৎকার জ্ঞান করিল। [illegible] অদ্যাপি তাহার বুদ্ধির অনেক কথা লোকেরা কহিয়া থাকেন।

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহেং কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসেং এক টাকা। যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকটে সমাচার দর্পণ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক।

সমাচার দর্পণ

৩৫ সংখ্যা   শনিবার।   ৫ জুন সন ১৮১৯।   ২৪ জ্যৈষ্ঠ সন ১২২৬।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে।।

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা দশ আনা ডিসকৌণ্ট। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা চৌদ্দ আনা ডিসকৌণ্ট।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

৫	জুন	শনিবার	২৪	জ্যৈষ্ঠ
৬	ঐ	রবিবার	২৫	ঐ
৭	ঐ	সোমবার	২৬	ঐ
৮	ঐ	মঙ্গলবার	২৭	ঐ দশহরা
৯	ঐ	বুধবার	২৮	ঐ
১০	ঐ	বৃহস্পতিবার	২৯	ঐ
১১	ঐ	শুক্রবার	৩০	ঐ

স্কুল সোসৈয়েটী।

কলিকাতা স্কুল সোসৈয়েটীর বাজে পাঠশালার গুরু ও বালকেরদিগের পরীক্ষার কারণ অনেকং ভাগ্যবন্ত ইংরাজ ও শহরস্থ ভাগ্যবন্ত বাঙ্গালী ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজা গোপীমোহন দেবের বাটীতে ২০ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার একত্র হইয়াছিলেন পরে শ্রীযুক্ত গৌরমোহন পণ্ডিত ঐ সকল গুরু ও বালককে তাঁহারদিগের সম্মুখে আনাইয়া পরীক্ষা লইলেন পরে তাহা দেখিয়া সকল সাহেব লোক ও বাঙ্গালি লোক সন্তুষ্ট হইয়া সেইং গুরু ও বালকেরদিগের পরিতোষার্থে টাকা ও বহি দিতে আজ্ঞা করিলেন ঐ পণ্ডিত সাহেব লোকের আজ্ঞানুসারে গুরুরদিগকে যথাযুক্ত টাকা ও বালকেরদিগকে বহি দিলেন সোসৈয়েটীর এই কর্ম্ম সুদ্বারা দেখিয়া এবং বালকেরদিগের আনোদয় দেখিয়া সভাস্থ ভাগ্যবন্ত বাঙ্গালি সকল সোসৈয়েটীর সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন।

আর গত শনিবার স্কুল সোসৈয়েটীর বিষয় ছাপাইয়াছিলাম তাহার মধ্যে লিখা গিয়াছিল যে কলিকাতা স্কুল সোসৈয়েটীর ও পাঠশালার কর্ত্তৃত্ব করিতে শিক্ষা করিবার জন্যে মেং ওইলার্ড সাহেবকে বর্দ্ধমান পাঠান গিয়াছে তাহাতে সেখানকার কাপ্তান ষ্টুআর্ট সাহেবের পত্র দ্বারা জানা গেল যে ঐ সাহেব বড় জ্ঞানী ও তৎকর্ম্মোপযুক্ত অতএব অনুমান হয় যে ঐ সাহেব যে পাঠশালার ওপর কর্ত্তৃত্ব করিবেন তাহার সুদ্বারা অবশ্য হইতে পারে।

ইস্তাহার।

শ্রীযুত সেক্সপিয়র সাহেব এক ইস্তাহার দিয়াছেন যে কোম্পানির দুই হাজার গাড়ি পাটনাই কাগজের প্রয়োজন আছে এবং যে ব্যক্তির বাসনা হয় তিনি মোং আলিপুর গিয়া সাহেবের সহিত এই বিষয় বন্দোবস্ত করিবেন।

জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার।

অনেক লোকের জমীন সাবিক জেমাহার রোজ ও তারিখ সকল মাফিক নীচের তপসীল প্রকাশ স্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমা ও জমীদের কৈফীয়ত বোর্ডরিবনুর সাকৃটারি দপ্তরখানায় অথবা জেমাহার কালেকটরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

চাটিগ্রাম বৃহস্পতিবার ১ জুলাই সন ১৮১৯ ইং সন ১২২৬ ১৮ আষাঢ় বাং বোর্ডরিবনুর সাকৃটারি দপ্তরখানায়।

চাটিগ্রাম বৃহস্পতিবার ১৭ জুন সন ১৮১৯ ইং সন ১২২৬ ৪ আষাঢ় বাং কালেকটরি কাছারিতে।

চব্বিশ পরগনা বৃহস্পতিবার ১৭ জুন সন ১৮১৯ ইং ৪ আষাঢ় সন ১২২৬ বাং কালেকটরি কাছারিতে।

ইতি তাং ১৮ মে সন ১৮ ১৯ ইং বোর্ড রিবনুর হজুরে।

অনেক লোকের জমীন সাবিক জেমাহার রোজ ও তারিখ বাকির নীচের তপসিল সরকারের বাকী আদায় কারণ প্রকাশস্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমা ও জমীদের কৈফীয়ত বোর্ডরিবনুর সাকৃটারি দপ্তরখানায় অথবা জেমাহার কালেকটরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

সরকারের বাকী আদায় কারণ।

মেদিনিপুর বৃহস্পতিবার সন ১৮১৯ ৮ জুলাই ইং সন১২২৬ ২৫ আষাঢ় বাং বোর্ডরিবনুর সেকৃটারি দপ্তরখানায়।

ত্রিপুরা বৃহস্পতিবার সন ১৮১৯ ১ জুলাই ইং সন ১২২৬ ১৮ আষাঢ় বাং বোর্ডরিবনুর সেকৃটারি দপ্তরখানায়।

সরকারের বাকী ওগয়রহ আদায় কারণ।

মুরশেদাবাদ ও ত্রিপুরা ও ঞিলট বৃহস্পতিবার ১ জুলাই সন ১৮১৯ ইং ১৮ আষাঢ় সন ১২২৬ বাং কালেকটরি কাছারিতে।

ইতি তারিখ ২৫ মে সন ১৮১৯ বোর্ডরিবনুর হজুরে।

অনেক লোকের জমীন সাবিক জেমাহার রোজ ও তারিখ সকল নীচের তপসীল মাফিক প্রকাশ স্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমা ও জমীদের কৈফিয়ত বোর্ডরিবনুর সেকৃটারি দপ্তরখানায় অথবা জেমাহার কালেকটরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

ডিগরির টাকা আদায় কারণ।

মেদনিপুর বৃহস্পতিবার ৮ জুলাই সন ১৮১৯ ইং সন ১২২৬ ২৫ আষাঢ় বাং বোর্ডরিবনুর সাকৃটারি দপ্তরখানায়।

সরকারের বাকী ওগয়রহ আদায় কারণ।

বাকরগঞ্জ বৃহস্পতিবার ১ জুলাই সন ১৮ ১৯ ইং সন ১২২৬ ১৮ আষাঢ় বাং কালেকটরি কাছারিতে।

চাটিগ্রাম বৃহস্পতিবার ৮ জুলাই সন ১৮ ১৯ ইং ২৫ আষাঢ় সন ১২২৬ বাং কালেকটরি কাছারিতে।

ইতি তারিখ ১ জুন সন ১৮১৯ ইং বোর্ডরিবনুর হজুরে।

সমাচার দর্পণ।

দক্ষিণ আমেরিকায় যুদ্ধকর্ম্ম।

দক্ষিণ আমেরিকার এক প্রদেশ পোর্তুগী

শের রাজার অধীন সেই প্রদেশের এক ভাগে গত বৎসর উপপ্লব হইয়াছিল পরে বাদশাহ আপন ওজীরকে সেইখানে পাঠাইলেন ওজীর তথাতে পঁহুছিয়া অনেক উদ্যোগদ্বারা সে উপপ্লব দূর করিয়া সে দেশে শান্তি করিল এবং ঐ উপপ্লবকারী প্রধান দুরাত্মারদিগকে বাদশাহের হুকুমে কারাগারে বদ্ধ করিয়া বাদশাহের নিকট আইল। বাদশাহ সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া এমত তুষ্ট হইলেন যে অলিখিত কাগজে আপন নাম দস্তখত করিয়া ওজীরের হস্তে দিয়া কহিলেন যে তোমার যাহা বাঞ্ছা হয় তাহাই ওপরে লিখ আমি তোমাকে দিলাম তাহাতে ওজীর আপনার নিমিত্তে ধন ভূম্যাদি কিছু না লিখিয়া এই লিখিল যে সেই প্রদেশে উপপ্লবের পর যে লোককে কারাগারে বদ্ধ করা গেল তাহারদিগের খালাসী পরবানা লিখিয়া দিলেন বাদশাহ তাহা দেখিয়া তুষ্ট হইয়া স্বীকার করিলেন।

ছল।

চল্লিশ বৎসর হইল যখন আমেরিকা দেশে ইংগ্লণ্ডীয়েরা আমেরিকীয়েরদের সহিত যুদ্ধ করিল তখন এক জন ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতি অনেক ক্লেশ সহিয়া এবং অন্য ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতির নিকটে আত্ম ক্লেশের সমাচার পাঠাইতে আর কোন উপায় না দেখিয়া আপন চাকর এক জনের হাতে একটা রূপার গুলি দিল ও কহিল যে অমুক নগরেতে ক্লিণ্টন নামে ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতির হাতে এই গুলি দিবা এবং পথমধ্যে যদি তোমার কোন বিপদুপস্থিত হয় অথবা বিপক্ষকর্তৃক ধৃত হও তবে এই গুলি গিলিয়া ফেলিও। পরে সেই ব্যক্তি ঐ নগরে পঁহুছিয়া ক্লিণ্টন সাহেবের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল কিন্তু ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতি সেখানে ছিল না ঐ নামে এক জন বিপক্ষ সেনাপতি সেখানে ছিল। তাহার নিকট গিয়া ঐ ব্যক্তি বিপক্ষ সেনাপতি দেখিবামাত্র ঐ গুলি গিলিয়া ফেলিল ইহা দেখিয়া সে বিপক্ষ সেনাপতি তাহাকে বমন করাইয়া ঐ গুলি বাহির করাইল এবং দেখিল যে তাহাতে একটা পেঁচ ছিল পরে পেঁচ খুলিয়া দেখিল যে তাহার ভিতর ক্ষুদ্র এক চিঠী ও সে চিঠীতে এই লিখিত ছিল যে আমি ও আমার সৈন্য এখানে অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেছি অতএব তুমি আপন সৈন্য লইয়া আমার নিকটে আইস এবং বিপক্ষেরদের হাতহইতে আমাকে রক্ষা কর।

রোম নগরের নিকটস্থ নদী।

রোম নগর এখন দুই হাজার পাঁচ শত বৎসর পত্তন হইয়াছে তাহার নিকট তৈবর নামে নদী বহে এই আড়াই হাজার বৎসরের মধ্যে সেই নগরেতে অনেক মহাকর্ম্ম হইয়াছে ও অনেক ধন সঞ্চয় হইয়া পুনর্ব্বার ঐ নগরমধ্যে ব্যয় হইয়াছে এবং অনেক ভিন্ন২ জাতিরা সেখানে আসিয়া সে নগর অধিকার করিয়াছে এই কারণ অনুমান হয় যে সেই নদীর মধ্যে অনেক ধন ও প্রাচীন মুদ্রা ও ঢাল তলবার প্রভৃতি অনেক অস্ত্র আছে। আমরা শুনিয়াছি যে এই ভরোসাতে রোম নগরে একটা সম্প্রদায় স্থির হইয়াছে। তাহারদের এই কর্ম্ম যে সেই নদীর তলার মৃত্তিকা তোলাইয়া ঐ সকল ধনাদি একত্র করে এবং তাহাতে যে অর্থ পাওয়া যাইবে তাহা ঐ সম্প্রদায় স্বাক্ষরকারী লোকেরদের মধ্যে ভাগ হইবে।

এই গঙ্গায় গত তিন হাজার বৎসরের মধ্যে কত অসংখ্য মুদ্রা ও নানা প্রকার দ্রব্য ডুবিয়া গিয়াছে এ সকল যদি এখন কোন সম্প্রতিক্রম একত্র করা যায় তবে এই ভারতবর্ষে পূর্ব্বকালে যে২ রাজা ছিল ঐ প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতিদ্বারা তাহারদের অনেক বিবরণ পাওয়া যায়।

কাবোল।

পশ্চিম দেশের সমাচারপত্রদ্বারা শুনা গেল যে শাহ শুজা কাবোল দেশ জয় করিবার নিমিত্তে পেশোর নগরে পঁহুছিয়াছেন সেখানে মহমুদ নামে এক ব্যক্তি ঐ দেশ আপন অধীন রাখিয়া কহিল যে শাহ শুজা আইলে এ দেশ তাহাকে সমর্পণ করিব কিন্তু শাহ শুজা যখন পেশোর নগরে উপস্থিত হইলেন তখন ঐ মহমুদ সকল সৈন্য একত্র করিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে সেখানহইতে তাড়াইয়া দিল। ঐ শাহ শুজা এখন কতক পর্ব্বতীয় লোক একত্র করিয়া পেশোর নিকটস্থ পর্ব্বতের উপরে ছাওনি করিয়াছেন। সে পর্ব্বত এই মত নির্ম্মিত যে যুদ্ধের সময় যখন সৈন্য সকল সাবধানে থাকে তখন সেই পর্ব্বতে যদি এক জন অশ্বারূঢ় যায় তবে তাহার ঘোড়ার পায়ের প্রতিধ্বনি শুনিয়া সকল সৈন্য একত্র হইয়া তাহাকে নষ্ট করে।

শ্রীযুত রণজিৎসিংহ।

শ্রীযুত রণজিৎসিংহ কাশ্মীর দখল করিতে আপন সৈন্য লইয়া গিয়াছেন তিনি লাহোরের ও কাশ্মীরের মধ্যবর্ত্তি স্থানপর্য্যন্ত পঁহুছিয়াছেন। বুঝা যায় যে তাহার কাশ্মীর দেশে গতায়াত করণে শাহ শুজার কিছু উপকার হইতে পারে। ঐ পশ্চিম দেশের সমাচারপত্রদ্বারা ইহা

শুনা গেল যে আশীর গড়ের কিল্লাদার যশোবন্তরাওলার আপন মনিব সিন্ধিয়ার নিকট যাইতে ভীত হন যেহেতুক তিনি শুনিয়াছেন যে গড় গোয়ালিয়রেতে পঁহুছিবামাত্র তিনি তাহাকে খুন করিবেন।

দুই বৎসর হইল আগরার নিকটবর্ত্তি আত্রাস কিল্লা ইংগ্লণ্ডীয়েরা যুদ্ধ করিয়া লইল তাহার কিল্লাদার দয়ারাম সে সময় পলায়ন করিয়া পর্ব্বতে আশ্রয় করিল তাহার জায়গির এখন ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধীন হইয়াছে এবং আমরা শুনিতেছি যে ঐ দয়ারাম এখন ইংগ্লণ্ডীয়েরদের শরণাগত হইয়াছে এবং শ্রীশ্রীযুত তাহাকে ক্ষেতগড়ে রাখিয়াছেন ও মাসং অল্প বেতন দিতেছেন।

আজমের।

আজমের নগর ও তৎপ্রদেশ এখন ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধীন আছে এবং তাহারা আজমের নগর রাজপুতানার রাজধানী করিয়াছে সে নগর পূর্ব্বে ভ্রষ্ট হইয়াছিল তাহার রাজগৃহ ও মসজিদ ও মন্দির প্রভৃতি সকল নষ্ট হইয়া গিয়াছে কিন্তু এখন ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকারে আসিয়া সেই নগর পুনর্ব্বার বর্দ্ধিষ্ণু হইতেছে। সেখানে বৎসর অন্তরে একটা মহাহাট হয় হিন্দুস্থানের অতিদূর দেশ হইতে দ্রব্য সকল আসিয়া সেখানে বিক্রয় হয় নাগর দেশহইতে গরু আসিয়া সেখানে বিক্রয় হয় তাহার একং জোড়া গরুর মূল্য চারি শত টাকা।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

২৩ এপ্রিল শ্রীযুত চার্লস বেলি সাহেব বোর্ড আফ ট্রেড অর্থাৎ বানিজ্য দপ্তরের অধ্যক্ষতাজী।

৩০ এপ্রিল শ্রীযুত মেং জন ফোরসেথ সাহেব রপ্তদায়ের পেস্কার।

শ্রীযুত মেং ওআন্তের নিসবেট সাহেব বানিজ্যদপ্তরের সেক্রটারি।

জাহাজ আমদানী।

১ জুন তারিখে এক জাহাজ স্কটলণ্ড দেশহইতে কলিকাতায় পঁহুছিল তাহার পথে আসিতে পাঁচ মাস গত হইল তাহারদ্বারা শুনা গেল যে বাদশাহের ও জীরের মধ্যে কতক লোক পরিবর্ত্ত হইয়া অন্য লোক তৎপদে নিরূপিত হইয়াছে।

রাজধনাপহারক।

ভারতবর্ষে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকৃত এক উপদ্বীপে এক যুবা মনুষ্য ভারি কর্ম্ম পাইয়া আপনার সকল ধন ব্যয় করিল এবং সরকারী তহবিলহইতে সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় করিল। সে ব্যক্তিকে এখন ইংগ্লণ্ডে লইয়া গিয়াছে এবং তাহার বিষয় মোকদ্দমা হইবে।

ইংগ্লণ্ডীয় বাদশাহের হীরা হারান।

আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম যে বাদশাহের অনেক টাকার হীরা হারাইয়াছে সে হীরা অদ্যাপিও পাওয়া যায় নাই।

স্পানিয়ার বিচার।

স্পানিয়া দেশের রাজা পূর্ব্বকালে যে সকল ভাল ও জ্ঞানবান লোকেরদিগকে কারাগারে বন্ধ করিয়াছিল তাহারদের বিষয়ে সেই রাজা এই নিশ্চয় করিয়াছে যে তাহার স্ত্রী এখন গর্ভবতী আছে যদি সেই গর্ভে পুত্র জন্মে তবে ঐ সকল বন্ধ লোকেরা খালাস পাইবেক কিন্তু যদি কন্যা হয় তবে তাহারা পূর্ব্বমত বন্ধ থাকিবে এই প্রকার সে দেশের সুবিচার।

স্নানযাত্রা।

আগামি মঙ্গলবার ৮ জুন ২৭ জ্যৈষ্ঠ মোং মাহেশে জগন্নাথদেবের স্নান যাত্রা হইবেক। এই যাত্রা দর্শনার্থে অনেকং তামসিক লোক আবাল বৃদ্ধ বনিতা আসিবেন ইহাতে শ্রীরামপুর ও চাতরা ও বল্লভপুর ও আকনা ও মাহেশ ও রিসিড়া এই কএক গ্রাম লোকেতে পরিপূর্ণ হয় এবং পূর্ব্বদিন রাত্রিতে কলিকাতা ও চুঁচুড়া ও ফরাসডাঙ্গা প্রভৃতি শহর ও তন্নিকটবর্ত্তি গ্রামহইতে বজরা ও পিনিস ও ভাওলে এবং আরং নৌকাতে অনেক *ধনবান লোকেরা নানাপ্রকার গান ও বাদ্য ও নাচ ও অন্যং প্রকার ঐহিক সুখসাধন সামগ্রীতে বেষ্টিত হইয়া আইসেন পরদিন দুইপ্রহরের মধ্যে জগন্নাথদেবের স্নান হয়। যে স্থানে জগন্নাথের স্নান হয় সেখানে প্রায় তিন চার লক্ষ লোক একত্র দাঁড়াইয়া স্নান দর্শন করে।

পুরুষোত্তমক্ষেত্র ব্যতিরেকে এই যাত্রা এমন সমারোহ অন্যত্র কোথাও হয় না।

ডাকাতি।

গত রবিবারে মোং বোড়াইয়ের নিকটে মোং গঙ্গাধরপুরে এক দৈবজ্ঞের বাটীতে ডাকাতি পড়িয়াছিল বাটী রক্ষক পাইক কর্ম্মক্রমে সে সময়ে সে বাটীতে ছিল না ডাকাতিরা আসিয়া নিষ্কণ্টকে যথাসর্ব্বস্ব লুট করিয়া স্বচ্ছন্দে চলিয়া গেল। পরে পাইক দুই ছোকরা আসিয়া সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া ডাকাতিরদের পশ্চাৎ২ দৌড়িল এবং সাড়ে তিন ক্রোশ পথ চলিয়া অতি প্রত্যূষে তাহারদিগকে পাইয়া তাহারদের প্রতি আক্রমণ করাতে আর সকল ডাকাতিরা পলাইল কেবল দুই জনকে অস্ত্রাঘাত করিয়া ধরিল। ইহাতে ঐ দুই ছোকরা পাইকের সাহস

দেখিয়া পথের নিকটস্থ ধনবান লোকেরা তাহারদিগকে বকশীশ দিয়াছেন।

সহমরণ।

তৃতীয় মন জেলা হুগলিতে এক শত বার স্ত্রী সহগামিনী হইয়াছে গত বৎসর ঐ জেলাতে দুই শত স্ত্রী সহগামিনী হইয়াছে কিন্তু গত বৎসর যে এত অধিক হইয়াছে ইহার কারণ কিছু নিশ্চয় হয় নাই। অন্যং জেলাহইতে জেলা হুগলিতে অধিক সহগমন নিত্য হয়।

পশ্চিম হিন্দুস্থানে সহমরণ বাঙ্গালা হইতে অতি ন্যূন এবং সেখানে এমন গ্রাম আছে যে সেখানকার লোকেরা কেবল সহমরণের নামমাত্র শুনিয়াছে কিন্তু কখন চক্ষে দেখে নাই। সেখানে সহমরণ হইলে পর চিহ্নার্থ গঙ্গাতীরে একটা মঞ্চ বাঁধিয়া রাখে কিন্তু রাজপুতেরদের নিত্য সহগমন হয় গত বৎসর তদ্দেশীয় এক জন রাজা মরিলেন এবং তাঁহার সহিত তাঁহার ত্রিংশ স্ত্রী পুড়িয়া মরিল।

গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ।

যাহারা গঙ্গাসাগর সোসৈয়েটীতে স্বাক্ষরকারী হইয়াছেন তাহারদের প্রতি ঐ সোসৈয়েটীর সেক্রটারী সাহেব এক ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন যে ১০ জুন তারিখেতে ঐ সোসৈয়েটীর অন্তর্গত লোকেরা টৌনহালে অর্থাৎ সাধারণ ঘরে একত্র হইয়া ঐ সোসৈয়েটীর বিষয় কিছু স্থির করিতে হইবে।

ওলাওঠা।

দক্ষিণ দেশে ইঙ্গ্লণ্ডীয় সৈন্যের ছাওনি হইতে শুনা গেল যে সেখানে ওলাওঠা রোগ পুনর্ব্বার বৃদ্ধি হইতেছে মোং বিজাপুর ও শীরুরেতে অন্যং স্থানহইতে অধিক হইয়াছে। বোম্বাইহইতে পূর্ব্বে শুনা গেল যে তন্নিকটস্থ দেশে ওলাওঠা রোগ দমন হইয়াছিল কিন্তু এই হপ্তায় শুনা গেল যে গুজরাটে আরও বর্দ্ধিষ্ণু হইয়াছে।

শাহনীকের বেতন।

গত বৎসরে যখন পুণার নিকটে যুদ্ধ হইতেছিল সেই সময়ে শ্রীযুত কাপ্তান ষ্টাণ্টন সাহেব সাত আট শত সৈন্য লইয়া দশ বার ঘণ্টা পর্য্যন্ত বাজিরাও পেশোয়ার সকল সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিল। এমত সাহস ও পরিশ্রম প্রায় গত যুদ্ধে অন্য স্থানে প্রকাশ হয় নাই এবং এই সমাচার বিলাতে পৌঁছিলে কোম্পানি এই সকল শুনিয়া অতিশয় তুষ্ট হইয়া ঐ কাপ্তানকে বহুমূল্য এক তলবার ও চারি হাজার টাকা পারিতোষিক দিয়াছেন। এবং ঐ দেশে শ্রীশ্রীযুত ঐ কাপ্তানকে নূতন অধিকৃত এক কিল্লার কিল্লাদার করিয়াছেন।

নূতন পুস্তক।

শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন হিন্দুস্থানী ছাপাখানাতে এক নূতন পুস্তক ছাপাইয়াছেন তাহার নাম ঔষধসারসংগ্রহ অথবা সচরাচর ব্যবহৃত ঔষধ নির্ণয় এ পুস্তক অতি উপকারক এবং ঐ পুস্তকের মধ্যে নানাপ্রকার ঔষধের বিবরণ ও তাহা খাইবার ক্রম সকল লিখিত আছে এবং কোন পীড়ায় কোন ঔষধ সেবন করা উপযুক্ত তাহাও লিখিত আছে। ইঙ্গরোপীয় বৈদ্যক শাস্ত্র বাঙ্গালা ভাষায় কেহ তর্জ্জমা করে নাই এখন এই এক পুস্তক প্রকাশ হওয়াতে আমারদের ভরোসা হইয়াছে যে ক্রমে তাবৎ ইঙ্গরোপীয় বৈদ্যক শাস্ত্র বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ হইতে পারিবে এবং যদি এই ভরোসা সফল হয় তবে এতদ্দেশীয় লোকেরদের যথেষ্ট উপকার হইবে।

কাটোয়ার ঝড়।

দুই হপ্তা হইল মোং কাটোয়াতে এক মহাঝড় হইয়াছিল তাহাতে শিলাবৃষ্টি হইয়া সেখানকার কৃষিকর্ম্মের বিস্তর ব্যাঘাত হইয়াছে এবং বজ্রাঘাত হইয়া সেখানকার এক খান বড় নৌকা দাহ হইয়া গিয়াছে। এবং ঝড় এমত হইয়াছিল যে তাহাতে একটা পাকা গাঁথনি দালান পড়িয়া গিয়াছে। অন্য দুই তিন খান নৌকাও মারা গেল ও সেই নৌকাতে দুই জন সিপাহী ছিল তাহারাও ডুবিয়া মরিয়াছে।

জয়পুর।

শ্রীযুত সর দেবিদ অক্তরলোনী সাহেব এখন জয়পুরে আছেন এবং সে রাজ্যের বন্দোবস্ত স্থির করিতেছেন তিনি অনেক সৈন্য আজমেরহইতে জয়পুরে আনাইয়াছেন।

দিল্লী।

দিল্লীহইতে অনেক টাকা কোম্পানির সৈন্যের ব্যয়ার্থে লুদিয়ানাতে পঁহুছিয়া দিতে সৈন্য দিল্লীতে পৌঁছিয়াছে।

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতি সপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহেং কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসেং এক টাকা। যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকটে সমাচার দর্পণ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক।

সমাচার দর্পণ

১ সংখ্যা　　শনিবার।　　১২ জুন সন ১৮১৯।　　৩১ জ্যৈষ্ঠ সন ১২২৬।

দর্পণে মুখ্য সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ।　　বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন কৌণ্ট শূন্য। বিক্রয় করিতে হইলে শত করা দুই আনা ডিষকৌণ্ট।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

১২	জুন	শনিবার	৩১	জ্যৈষ্ঠ
১৩	ঐ	রবিবার	৩২	সংক্রান্তি
১৪	ঐ	সোমবার	১	আষাঢ়
১৫	ঐ	মঙ্গলবার	২	ঐ
১৬	ঐ	বুধবার	৩	ঐ
১৭	ঐ	বৃহস্পতিবার	৪	ঐ
১৮	ঐ	শুক্রবার	৫	ঐ

জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার।

অনেক লোকের জমীন সামিল জেলাহায় রোজ ও তারিখ সকল নাম্বিক নীচের তপসীল প্রকাশ স্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমা ও জমীনের কৈফীয়ত বোর্দরিবনুর সাকৃটারি দপ্তরখানায় অথবা জেলাহার কালেকটরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

রাজসাহি বৃহস্পতিবার ৮ জুলাই সন ১৮১৯ ইং সন ১২২৬ ২৫ আষাঢ় বাং বোর্দরিবনুর সাকৃটারি দপ্তরখানায়।

চব্বিশপরগণা বৃহস্পতিবার ১ জুলাই সন ১৮১৯ ইং সন ১২২৬ ১৮ আষাঢ় বাং কালেকটরি কাছারিতে।

রাজসাহি ও দিনাজপুর বৃহস্পতিবার ৮ জুলাই সন ১৮১৯ ইং ২৫ আষাঢ় সন ১২২৬ বাং কালেকটরি কাছারিতে।

মুরশেদাবাদ বৃহস্পতিবার ১৫ জুলাই সন ১৮১৯ ইং ১ শ্রাবণ সন ১২২৬ বাং কালেকটরি কাছারিতে।

ইতি তাং ৮ জুন সন ১৮১৯ ইং বোর্দরিবনুর হুকুমে।

অনেক লোকের জমীন সামিল জেলাহার রোজ ও তারিখ নাম্বিক নীচের তপসিল সরকারের বাকী আদায় কারণ প্রকাশস্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমা ও জমীনের কৈফীয়ত বোর্দরিবনুর সাকৃটারি দপ্তরখানায় অথবা জেলাহার কালেক্টরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

সরকারের বাকী আদায় কারণ।

মেদিনিপুর বৃহস্পতিবার সন ১৮১৯ ৮ জুলাই ইং সন ১২২৬ ২৫ আষাঢ় বাং বোর্দরিবনুর সেক্রটারি দপ্তরখানায়।

ত্রিপুরা বৃহস্পতিবার সন ১৮১৯ ১ জুলাই ইং সন ১২২৬ ১৮ আষাঢ় বাং বোর্দরিবনুর সেক্রটারি দপ্তরখানায়।

সরকারের বাকী এওয়জ আদায় কারণ।

মুরশেদাবাদ ও ত্রিপুরা ও ছিলট বৃহস্পতিবার ১ জুলাই সন ১৮১৯ ইং ১৮ আষাঢ় সন ১২২৬ বাং কালেকটরি কাছারিতে।

মেদিনিপুর বৃহস্পতিবার ১ জুলাই সন ১৮১৯ ইং ২৫ আষাঢ় সন ১২২৬ বাং কালেকটরি কাছারিতে।

ইতি তারিখ ২৫ মে সন ১৮১৯ বোর্দরিবনুর হুকুমে।

অনেক লোকের জমীন সামিল জেলাহার রোজ ও তারিখ সকল নীচের তপসীল মাফীক প্রকাশ স্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমা ও জমীনের কৈফিয়ত বোর্দরিবনুর সেক্রটারি দপ্তরখানায় অথবা জেলাহার কালেক্টরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

ডিগরির টাকা আদায় কারণ।

মেদনিপুর বৃহস্পতিবার ৮ জুলাই সন ১৮১৯ ইং সন ১২২৬ ২৫ আষাঢ় বাং বোর্দরিবনুর সাকৃটারি দপ্তরখানায়।

সরকারের বাকী এওয়জ আদায় কারণ।

বাকরগঞ্জ বৃহস্পতিবার ১ জুলাই সন ১৮ ১৯ ইং সন ১২২৬ ১৮ আষাঢ় বাং কালেকটরি কাছারিতে।

চাটিগ্রাম বৃহস্পতিবার ৮ জুলাই সন ১৮ ১৯ ইং ২৫ আষাঢ় সন ১২২৬ বাং কালেকটরি কাছারিতে।

ইতি তারিখ ১ জুন সন ১৮১৯ ইং বোর্দরিবনুর হুকুমে।

সমাচার দর্পণ।

বোনাপার্ত।

গত মঙ্গল বারের সমাচার পত্রে লিখিত আছে যে বোনাপার্তের কএদের স্থান সান্তহেলিনা ওপদ্বীপহইতে এক সাহেব এই সমাচার আনিয়াছে যে এক আমেরিকীয় জাহাজের মাস্তুল ভাঙ্গিয়া হঠাৎকারে সে ওপদ্বীপে আসিয়া পঁহুছিল এবং জাহাজ মেরামৎ করিবার ছলে দুই তিন দিন সেখানে ছিল সেই জাহাজ বোনাপার্তকে লইতে আসিয়াছিল। বোনাপার্তের নিকটে জাহাজ পঁহুছনের সমাচার গেলে পরে বোনাপার্তের চিকিৎসকেরা তাঁহার আনুকূল্য করিবার কারণ সর্ব্বত্র প্রকাশ করিল যে বোনাপার্ত এমন পীড়িত যে অন্যের সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। এই রূপ প্রকাশ করাতে সকল দ্বারিরা সে কথা সত্য জ্ঞান করিল পরে এক দিন রাত্রে অতিগুপ্তরূপে বোনাপার্ত আপন ঘরহইতে নির্গত হইয়া সাত দ্বারের দ্বারিরদিগকে ভুলাইয়া সমুদ্রতীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন কিন্তু সেখানে এক জন চৌকীদার ছিল সে তৎক্ষণাৎ সে কথা প্রকাশ করিল তাহাতে সকলে আসিয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার তাহার ঘরে লইয়া গেল। সে জাহাজে সকল প্রস্তুত ছিল তিনি যদি জাহাজে উঠিতে পারিতেন তবে তৎক্ষণাৎ জাহাজখুলিলে তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হইত।

বোনাপার্তের চিকিৎসক।

গত বৎসরে ইওরোপে যখন ইওরোপীয় বাদশাহেরা একত্র হইলেন তখন বোনাপার্তের পরিজনেরা ঐ বাদশাহেরদের নিকটে দরখাস্ত করিয়াছিল যে অনেক উত্তম চিকিৎসক বোনাপার্তের চিকিৎসার নিমিত্ত তাহার কএদ স্থান সান্তহেলিনা ওপদ্বীপে পাঠান যায় যেহেতুক তাহারা শুনিয়াছিল যে বোনাপার্ত পীড়ি

ত আছেন। অতএব বাদশাহেরা এক জন বোনাপার্তের মনোনীত চিকিৎসককে তাঁহার নিকটে পাঠাইয়াছেন।

আত্মহত্যা।

দুই তিন বৎসর হইল স্পানিয়ার দেশে সেখানকার রাজার প্রতিকূলে কতক লোক একপরামর্শ হইয়াছিল পরে সে বিষয় রাজা জ্ঞাত হইয়া সেইং লোকেরদের মধ্যে যাহাকেং ধরিতে পারিল তাহাকে উপযুক্ত দণ্ড করিল কিন্তু তাহারদের এক জন অতিমান্য ও ধনবান্ ওমরা ছিল সে সেই ভয়ে আপনার সকল সম্পত্তি ও তালুকপ্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া ইংগ্লণ্ড দেশে পলাইয়া আসিয়াছিল তাহার কোন কিছু সম্পত্তি না থাকাতে পরের দ্বারেং অন্ন বস্ত্রাদি ভিক্ষা করিয়া কিছু কালক্ষেপণ করিল পরে এক ক্ষুদ্র মহাজনের নিকটে অল্প দরমাহাতে চাকর হইল কিন্তু তাহাতেও তাহার কিছু হয় না। সম্প্রতি এক দিন আপনার পূর্ব্ব কালীন দশা স্মরণ করিয়া ও তৎকালীন দশা অনুভব করিয়া অত্যন্ত খিদ্যমান হইল ও আপন মরণ শ্রেয়ো জ্ঞান করিয়া আপন মুনীব ঐ মহা জনকে লিখিল যে আমার এই পত্র তোমার নিকটে পাঠাই ইহা যখন তুমি পাঠ করিবা তখন আমি জীবৎ থাকিব না। এই পত্র লিখিয়া পাঠাইয়া আপনি আপনাকে পিস্তল মারিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

ইংগ্লণ্ড দেশে এই ব্যবহার আছে যে চৌরাস্তাতে একটা গর্ত্ত করিয়া আত্মঘাতী ব্যক্তিকে সেই গর্ত্তে ফেলিয়া তাহার উপরে মৃত্তিকা দেয়।

আমেরিকা দেশে আশ্চর্য্য।

আমেরিকা দেশে এক কাফ্রির স্ত্রী জন্মাবধি চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমপর্য্যন্ত স্বভাবত অতিগাঢ় কৃষ্ণবর্ণা ছিল সম্প্রতি সেই স্ত্রী অকস্মাৎ ইংগ্লণ্ডীয়েরদের মত অতিশয় উত্তম গৌরবর্ণা হইয়াছে। এই আশ্চর্য্য দেখিয়া অনেকং চিকিৎসকেরা ও জ্ঞানবান লোকেরা বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ইহার কারণ কেহ কিছু স্থির করিতে পারেন নাই।

কপালদুর্গ কিল্লা।

১৪ যে তারিখে দক্ষিণ দেশস্থ কপাল দুর্গ নামে কিল্লা ইংগ্লণ্ডীয়েরদের হস্তগত হইয়াছে। সে কিল্লা লইতে ছয় লোক মারা পড়িল ও একান্ন জন আঘাতী হইল। বিপক্ষ লোকেরা কিল্লাহইতে প্রথমে পাথর ফেলিয়া মারিয়াছিল তাহাতে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের কিঞ্চিৎ ব্যামোহ হইয়াছিল।

আশীরগড়।

আশীরগড়ে যে তোপ পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে সকলহইতে বড় তোপের মুখ তিন পোয়া হাত পরিমাণ। কিন্তু যাবৎ পর্য্যন্ত ইংগ্লণ্ডীয়েরা ঐ গড় ঘেরিয়াছিল তাবৎকাল বিপক্ষেরা ঐ তোপ ছুড়িতে পারে নাই। এবং সেখানে যেং পিতলের তোপ ছিল সে অতিসুন্দর কিন্তু সে তোপ ছোড়লে কেবল আত্মহিংসা হইল।

বৈদান্তিক।

৩০ যে তারিখে মোং খিদিরপুরে দেওয়ান মোতিচাঁদের ঘরেতে অনেকং বৈদান্তিকেরা একত্র হইলেন ও সকলে আপনারদের মতের অনেক বিবেচনা ও প্রশংসা করিলেন ও স্বমত সিদ্ধ গান করিলেন। ঐ তারিখে ঐ স্থানে যত বৈদান্তিক লোক একত্র হইয়াছিলেন এত বৈদান্তিক লোক কখনও অন্যত্র একত্র হন নাই।

স্নানযাত্রা।

মোং মাহেশের স্নানযাত্রাতে পূর্ব্বং বৎসরে যে প্রকার লোকযাত্রা হইয়া থাকে এই বৎসর সেই প্রকার হয় নাই অনুমান হয় এই বারে সিকী লোক কম হইয়াছে।

কুম্ভীর।

গত সপ্তাহে পেনেটির নীচে গঙ্গাতে এক দিনে দুই জনকে কুম্ভীরে লইয়াছে। এই কুম্ভীর গঙ্গাতে সর্ব্বদা থাকে না কিন্তু মধ্যেং দেখা যায়।

ঢাকা শহরে ঝড়।

১ জুন তারিখে মোং ঢাকাশহরে অতিবৃহৎ এক ঝড় হইয়াছিল তাহাতে অনেকং পাকাঘর পড়িয়া গিয়াছে ক্ষুদ্রং সকল কাঁচা ঘর উড়িয়া গিয়া এমত দূরে পড়িয়াছে যে সে সকল ঘর অন্বেষণ করিয়া পাওয়া ভার ও বৃহৎং অনেক বৃক্ষ ভূমিতে শুইয়াছে সে শহরের লোকেরদের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। বিপক্ষ সৈন্য আসিয়া লুট করিলে শহর যে প্রকার ছিন্ন ভিন্ন হয় এই ঝড় হওয়াতে ঢাকা শহর সেই রূপ হইয়াছে।

শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র।

অন্যং বৎসরহইতে এই বৎসরে অনেক লোক শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে রথযাত্রা দর্শনার্থ গিয়াছে কিন্তু এ বৎসর যে রূপ অনাবৃষ্টি ও তৎপ্রযুক্ত অতিশয় গ্রীষ্ম এবং খাদ্য দ্রব্য দুর্ম্মূল্য ইহাতে অনুমান

হয় যে তাহারদের মধ্যে সকল ফিরিয়া আসিবে না।

রুষিয়ার বাদশাহ।

গত বৎসরে যখন রুষিয়ার বাদশাহ আলেক্সান্দ্র অন্যং বাদশাহেরদের সহিত মিলিলে বসিবার কারণ যাইলেন সেই সময়ে এক ক্ষুদ্র বালক আলেক্সান্দ্রের গতি না জানিয়া তাহার ওপরে চড়িল। পরে আলেক্সান্দ্র তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তুমি কি চাহ। সে কহিল যে আমি আলেক্সান্দ্রকে দেখিতে চাহি। পরে শহরের মধ্যে আলেক্সান্দ্র পঁহুছিলে শহরস্থ লোক তাহার সম্ভ্রমার্থে সেলাম প্রভৃতি করিতে লাগিল ইহাতে বড় কোলাহল হইল। ইহাতে ঐ বালক আলেক্সান্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল যে এই কোলাহল কেন হইতেছে। তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন যে আলেক্সান্দ্র যাইতেছেন তন্নিমিত্ত কোলাহল হইতেছে। ইহাতে ঐ বালক আলেক্সান্দ্রকে স্বরূপতো জানিয়া অতিভীত হইল। তাহা দেখিয়া আলেক্সান্দ্র তাহাকে আশ্বাস করিয়া কহিলেন যে তুমি কি চাহ। সে কহিল আমি তোমার সহিত তোমার দেশে গিয়া তোমার নিকট থাকিতে চাহি। ইহাতে বাদশাহ তুষ্ট হইয়া তাহা স্বীকার করিলেন ও তাহাকে আপনার নিজ চাকর করিয়া নিকটে রাখিলেন।

এই পৃথিবীর মধ্যে মনুষ্যেরদের কাহার কি প্রকারে কখন কার্য্যসিদ্ধি হয় তাহা জানা যায় না যেহেতুক দশ ব্যক্তি একত্র যাত্রা করিলে তাহার মধ্যে অনেক দুই জনের কর্ম্ম সিদ্ধি হয় অন্যের হয় না।

সূক্ষ্মবিচার।

গ্রীক দেশে এক ওপদ্বীপ আছে সেখানে মুসলমানেরদের অধিকার। সে স্থানে এক ব্যক্তির এক পরমসুন্দরী কন্যা ছিল তাহাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত সেখানকার এক পুরুষ অনেক কালপর্য্যন্ত অনেকং চেষ্টা করিল ও ঐ কন্যার বিস্তর খোসামোদ করিল তথাপি কন্যা তাহার সহিত বিবাহ করিতে কোন প্রকারে সম্মতা হইল না বরং আরো ঐ পুরুষকে অধিক হেয়জ্ঞান করিল ইহাতে ঐ পুরুষ খিদ্যমান হইয়া আপনি বিষপান করিয়া মরিল। তথাপি ওঁথাকার পুলিসের থানাদার ঐ কন্যার পিতাকে ধরিয়া রুদ্ধ করিল এবং কহিল যে তুমি এই বিষয়ে অপরাধী যেহেতুক তুমি যদি এই কন্যাকে জন্ম না দিতা তবে এই কন্যাতে ঐ পুরুষের প্রেম হইত না যদি প্রেম না হইত তবে বিবাহ করিতে চাহিত না যদি বিবাহ করিতে না চাহিত তবে ঐ কন্যা তাহাকে হেয়জ্ঞান করিত না যদি হেয়জ্ঞান না করিত তবে সে বিষপান করিত না যদি বিষ পান না করিত তবে সে মরিত না অতএব ইহাতে সম্পূর্ণ দোষ তোমার। বিচারকর্ত্তা এই প্রকার মোকদ্দমা করিয়া কন্যার পিতাকে নিশ্চয় দোষী করিল কিন্তু ভাগ্যে তাহাকে খুন না করিয়া আশী টাকা গুনাহগার করিল।

যশোহরের ব্যাঘ্র মারণ।

দুই সপ্তাহ হইল মোং কসবাতে এক জন গৃহস্থ লোক সেখানকার সাহেবেরদের নিকটে দৌড়িয়া আসিয়া সমাচার দিল যে আমার ঘরে এক ব্যাঘ্র অকস্মাৎ প্রবিষ্ট হইয়াছে আমিও তৎক্ষণাৎ সেই ঘরের দ্বারে চাবি দিয়া আটকাইয়া আসিয়াছি যদি ইচ্ছা হয় তবে আপনারা গিয়া দেখুন ও তাহাকে মারিবার চেষ্টা করুন। ইহা শুনিয়া দুই সাহেব আপনারদের অস্ত্র লইয়া তথা গিয়া দেখিল যে অনুমান দশ হাজার লোক জমা হইয়াছে। তাহারদের মধ্যে দুই তিন জন ভাগ্যবান লোক ছিল তাহারা সাহেবেরদিগকে কহিল যে হে সাহেব আমরা এই ব্যাঘ্র মারিতে পারি কিন্তু তোমারদের ব্যাঘ্র শিকার করণে যথেষ্ট আমোদ তৎপ্রযুক্ত তোমারদের কারণ রাখিয়াছি। পরে সে ঘরের দেওয়ালে গুলি প্রবেশ করিতে পারে এমত এক ছিদ্র করিয়া এক সাহেব বন্দুকের এক গুলিতে ব্যাঘ্রকে মারিল। সে ব্যাঘ্র কোথাহইতে আসিয়াছিল তাহা কেহই জানিতে পারে নাই অকস্মাৎ বাজারে আসিয়া দুই জনের শরীর আঁচড়াইয়াছিল পরে বাজারের লোকেরা তাড়াতাড়ি করিলে ঐ গৃহস্থের ঘরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল।

নূতন পুস্তক।

শ্রীযুত ফিলিক্স কেরি সাহেব ইংগ্লীয় পুস্তকহইতে সংগ্রহ করিয়া বিদ্যাহারাবলী নামে এক নূতন পুস্তক বাঙ্গালি ভাষায় করিয়া মোং শ্রীরামপুরে ছাপা করিতেছেন ইহাতে নানা প্রকার বিদ্যার কথা আছে ঐ গ্রন্থের মধ্যে আটচল্লিশ কিম্বা ছাপ্পান্ন ফর্দ্দ একাকার কাগজেতে এবং অক্ষরেতে মাসং ছাপা হইবেক। ঐ আটচল্লিশ কিম্বা ছাপ্পান্ন ফর্দ্দেতে এক নম্বর দেওয়া যাইবেক ঐ একং নম্বরের মূল্য দুইং টাকা।

কাশীর রাজা চেৎসিংহ।

কাশীর রাজা মহারাজ চেৎসিংহের বিবরণ অনেকে অল্প জানেন কিন্তু তাহার বিশেষ বিবরণ আমরা লিখি।

সতর শত চৌহত্তর সালে লক্ষ্ণৌয়ের

সমাচার দর্পণ।

নবাব শুজাওদ্দৌলা কাশী ও গাজীপুর ও চণ্ডালগড়ের জমীদারি, সৈন্য খরচের কারণ ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে দিলেন ঐ তিন পরগণার বৎসরং চব্বিশ লক্ষ টাকা মালগুজারি নবাব সরকারে চেৎসিংহ করিতেন। ১৭৭৮ সনে হেষ্টিংস সাহেব ঐ জমীদারি পাইয়া রাজা চেৎসিংহের নিকটে পাঁচ লক্ষ টাকা অধিক মালগুজারি চাহিলেন। রাজা চেৎসিংহের অনেক ধন ছিল কিন্তু তিনি প্রতারণা করিয়া কহিলেন যে আমার ধন নাই আমি কোথা হইতে অধিক টাকা দিব। এবং আপন নির্ধনতা প্রকাশ করিবার কারণ বাজারে মুক্তা ও হীরা প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া সাহেবকে জানাইলেন এইং রূপ অনেক ওজোর করিলেন কিন্তু শেষে অধিক পাঁচ লক্ষ টাকা ও মালগুজারি দিলেন এবং তাহার পর বৎসরও দিলেন কিন্তু তৃতীয় বৎসর কহিলেন যে আমি পাঁচ লক্ষ টাকা আর দিতে পারি না বরং পাঁচ শত বরকন্দাজ ও পাঁচ শত ঘোড়সোয়ার তোমাকে দি। ইহা শুনিয়া হেষ্টিংস সাহেব আপনি কাশীতে গেলেন ও সেখানে শুনিলেন যে চেৎসিংহ আপন পিতা বলবন্তসিংহহইতে অনেক ধন পাইয়া লতিফপুর ও বিজয়গড়ের কিল্লাতে ন্যস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। এই কথা হেষ্টিংস সাহেব গ্রাহ্য করিলেন। হেষ্টিংস সাহেব দেড় মাসে মোং কাশীতে পঁহুছিলেন। চেৎসিংহের বিপক্ষ অথচ কুটুম্ব আশানসিংহ নামে এক জন হেষ্টিংস সাহেবের সহিত কলিকাতাতে মিলিয়া সেও ঐ সঙ্গে গেল। ইহা শুনিয়া রাজা চেৎসিংহ কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া মোং বগাসরপর্য্যন্ত আসিয়া বড় সাহেবের সহিত মিলিলেন ও অনেক ক্ষণপর্য্যন্ত বড় সাহেবের সহিত কথোপকথন করিলেন। এই কালে চেৎসিংহ বড় সাহেবের নিকটে অনেক বিনয় বাক্যে কহিলেন যে আমার যে কিছু আছে সকলি কোম্পানি বাহাদুরের অধীন ইহা কহিয়া আপন পাগড়ী বড় সাহেবের হাতে সমর্পণ করিলেন। পরে দুই জনেই বগাসরহইতে কাশীতে গেলেন। কাশীতে পঁহুছিলে বড় সাহেব চেৎসিংহের অন্যং প্রকার শঠতা দেখিয়া তাহাকে আপনার নিকটে আসিতে বারণ করিলেন এবং এক জন ইংগ্লণ্ডীয় ওকীল তাহার নিকটে পাঠাইলেন এবং চেৎসিংহের শঠতার বিষয় তাহার নিকটে ঐ ওকীলদ্বারা কহিয়া পাঠাইলেন। পর দিবসে আপন সৈন্য দ্বারা চেৎসিংহের কাশীশহরস্থ ঘর ঘেরিলেন কিন্তু সেখানে অত্যল্প সৈন্য রাখিলেন।

কাশীর অন্য পারে রামনগর নামে চেৎসিংহের এক ক্ষুদ্র কিল্লা ছিল সেখানে তাহার পরিজন লোক থাকিত। পরে রামনগরহইতে অনেক সৈন্য আসিয়া যুদ্ধ করিল এবং চেৎসিংহের লোকেরা আপনং পাগড়ীর দ্বারা শিকা করিয়া সেই শিকাতে চেৎসিংহকে বসাইয়া গঙ্গাতীরস্থ উচ্চ কোটাহইতে নৌকাতে চড়াইয়া রামনগরে লইয়া গেল। সেই কালে বড় সাহেবের ছোট বড় যত চাকর লোক ছিল তাহারদের নানা দুরবস্থা করিল কেহং আপন মাথা মুড়াইয়া ও গেরুয়া বস্ত্র পরিয়া দণ্ডী হইয়া প্রাণ বাঁচাইল। এই রূপে চেৎসিংহ পলাইলে পর হেষ্টিংস সাহেব চেৎসিংহের জমীদারি আশান সিংহকে দিয়া আপনি চণ্ডালগড়ে গিয়া চতুর্দ্দিকহইতে সৈন্য আনিতে উদ্যোগ করিলেন। পরে সৈন্য সমুদায় একত্র করিয়া লতিফপুরে পাঠাইলেন। চেৎসিংহ তাহাতে ভীত হইয়া বিজয়গড়ে পলাইলেন। পরে কাশীর রাজত্ব বড় সাহেবের অধীন হইল তিনি মহারাজ মহীপতি নারায়ণকে রাজসিংহাসনে বসাইলেন ও রাজকর পূর্ব্বহইতে দ্বিগুণ আটচল্লিশ লক্ষ টাকা বন্দোবস্ত করিলেন।

অনন্তরে ইংগ্লণ্ডীয়েরা বিজয়গড় ঘেরিলেন। রাজা চেৎসিংহ অনুপায় দেখিয়া পলায়ন করিলেন। চেৎসিংহের মাতা বিজয়গড়ে থাকিলেন। তিনিও কোন উপায় না দেখিয়া ঐ গড় হেষ্টিংস সাহেবের হস্তে সমর্পিত করিলেন ও আপন ইচ্ছামতে ধন সম্পত্তি লইয়া বড় সাহেবের আজ্ঞামতে আপন পুত্র চেৎসিংহের নিকটে গেলেন। এই রূপে সতর শত একাশী সনে রাজা চেৎসিংহ রাজ্যভ্রষ্ট হইলেন। বিজয়গড় ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধীন হইল ঐ গড়ে নগদ পচিশ লক্ষ টাকা ও মনি মুক্তা প্রবাল হীরক অনেক পাওয়া গেল ও অন্যং সম্পত্তির কথা কত লিখা যাইবেক। ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতিরা ও সৈন্যেরা সেইং সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইল তাহাতে প্রধান সেনাপতি তিন লক্ষ ও দ্বিতীয় সেনাপতি আড়াই লক্ষ টাকা পাইল এবং সিপাহীরা প্রতিজন পঞ্চাশ টাকা করিয়া পাইল। ইতি চেৎসিংহ রাজার বিবরণ সমাপ্ত হইল জানিবেন।

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতি সপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহেং কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসেং এক টাকা। যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকটে সমাচার দর্পণ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক।

সমাচার দর্পণ

৫৭ সংখ্যা শনিবার। ১৯ জুন সন ১৮১৯। ৬ আষাঢ় সন ১২২৬।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা দুই আনা ডিসকৌণ্ট। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা চারি আনা ডিসকৌণ্ট।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

১৯	জুন	শনিবার	৬	আষাঢ়
২০	ঐ	রবিবার	৭	ঐ
২১	ঐ	সোমবার	৮	ঐ
২২	ঐ	মঙ্গলবার	৯	ঐ
২৩	ঐ	বুধবার	১০	ঐ
২৪	ঐ	বৃহস্পতিবার	১১	রথযাত্রা
২৫	ঐ	শুক্রবার	১২	ঐ

জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার।

অনেক লোকের জমীন সামিল জেলাহায় রোজ ও তারিখ লকল মাফিক নীচের তপসীল প্রকাশ স্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমা ও জমীনের কৈফীয়ত বোর্দরিবনুর সাক্রটারি দপ্তরখানায় অথবা জেলাহায় কালেকরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

রাজসাহি বৃহস্পতিবার ৮ জুলাই সন ১৮১৯ ইং সন ১২২৬ ২৫ আষাঢ় বাং বোর্দরিবনুর সাক্রটারি দপ্তরখানায়।

চব্বিশপরগণা বৃহস্পতিবার ১ জুলাই সন ১৮১৯ ইং সন ১২২৬ ১৮ আষাঢ় বাং কালেকরি কাছারিতে।

রাজসাহি ও দিনাজপুর বৃহস্পতিবার ৮ জুলাই সন ১৮১৯ ইং ২৫ আষাঢ় সন ১২২৬ বাং কালেকরি কাছারিতে।

মুরশেদাবাদ বৃহস্পতিবার ১৫ জুলাই সন ১৮১৯ ইং ১ শ্রাবণ সন ১২২৬ বাং কালেকরি কাছারিতে।

ইতি তাং ৮ জুন সন ১৮১৯ ইং বোর্দরিবনুর হুকুমে।

অনেক লোকের জমীন সামিল জেলাহায় রোজ ও তারিখ মাফিক নীচের তপসিল সরকারের বাকী আদায় কারণ প্রকাশস্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমা ও জমীনের কৈফীয়ত বোর্দরিবনুর সাক্রটারি দপ্তরখানায় অথবা জেলাহার কালেক্টরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

সরকারের বাকী আদায় কারণ।

মেদিনিপুর বৃহস্পতিবার সন ১৮১৯ ৮ জুলাই ইং সন ১২২৬ ২৫ আষাঢ় বাং বোর্দরিবনুর সেক্রটারি দপ্তরখানায়।

ত্রিপুরা বৃহস্পতিবার সন ১৮১৯ ১ জুলাই ইং সন ১২২৬ ১৮ আষাঢ় বাং বোর্দরিবনুর সেক্রটারি দপ্তরখানায়।

সরকারের বাকী ওয়গহ আদায় কারণ।

মুরশেদাবাদ ও ত্রিপুরা ও জিলট বৃহস্পতিবার ১ জুলাই সন ১৮১৯ ইং ১৮ আষাঢ় সন ১২২৬ বাং কালেকরি কাছারিতে।

মেদিনিপুর বৃহস্পতিবার ১ জুলাই সন ১৮১৯ ইং ২৫ আষাঢ় সন ১২২৬ বাং কালেকরি কাছারিতে।

ইতি তারিখ ২৫ মে সন ১৮১৯ বোর্দরিবনুর হুকুমে।

অনেক লোকের জমীন সামিল জেলাহায় রোজ ও তারিখ সকল নীচের তপশীল মাফীক প্রকাশ স্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমা ও জমীনের কৈফিয়ত বোর্দরিবনুর সেক্রটারি দপ্তরখানায় অথবা জেলাহার কালেকরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

ডিগরির টাকা আদায় কারণ।

মেদনিপুর বৃহস্পতিবার ৮ জুলাই সন ১৮১৯ ইং সন ১২২৬ ২৫ আষাঢ় বাং বোর্দরিবনুর সাক্রটারি দপ্তরখানায়।

সরকারের বাকী ওয়গহ আদায় কারণ।

বাকরগঞ্জ বৃহস্পতিবার ১ জুলাই সন ১৮১৯ ইং সন ১২২৬ ১৮ আষাঢ় বাং কালেকরি কাছারিতে।

চাটিগ্রাম বৃহস্পতিবার ৮ জুলাই সন ১৮১৯ ইং ২৫ আষাঢ় সন ১২২৬ বাং কালেকরি কাছারিতে।

ইতি তারিখ ১ জুন সন ১৮১৯ ইং বোর্দরিবনুর হুকুমে।

ইস্তাহার।

সন ১৮১৯ সাল ২৯ জুন মঙ্গলবার দশ ঘড়ীর সময়ে মোং শ্রীরামপুরে দিনামার কোম্পানির গুদামে দিনামার কোম্পানির অন্তঃপাতি সাহেবেরা দিনামার কোম্পানির জাহাজ কুন্‌প্রিন্‌সেসেন কাপতান ওরগার্দ ঐ জাহাজে যেং জিনিস আনিয়াছে তাহার কতক বিক্রয় করিবেন

অর্থাৎ।

জীন সরাপ প্রত্যেক সিন্দুকে ১৫ বোতল।

লিনসিদ তৈল প্রত্যেক সিন্দুকে ১৫ বোতল।

কোনিএক ব্রাণ্ডি সরাপ প্রত্যেক সিন্দুকে ৫ দজন।

বিলাতী নঙ্গরের দড়ী ১৬ ইঞ্চ অবধি ১৮ ইঞ্চপর্য্যন্ত।

নানাপ্রকার কর্দেজ দেড় ইঞ্চ অবধি দুই ইঞ্চিপর্য্যন্ত।

তাম্বার পাত।

দেবদারুতক্তা।

সে সময়েও বিলাতী মোমবাতী এবং নানাপ্রকার অন্যং বিলাতী জিনিস বিক্রয় হইবেক।

এই নিলামের এই দস্তুর নিরূপিত হইল নিলামের পর ত্রিশ দিনে নিলামের জিনিস খালাস করিতে হইবে অন্যথা পুনর্ব্বার সেইং জিনিস বিক্রয় হইবেক কিন্তু পুনর্ব্বার বিক্রয় করিলে যদি লাভ হয় তবে কোম্পানির হইবেক যদি লোকসান হয় তবে তাহার। নিলামের অন্যং বিবরণ নিলামের দিনে প্রকাশ হইবেক ও নিলামের জিনিস যদি কেহ দেখিতে চাহে তবে নিলামের পূর্ব্ব আট দিনের মধ্যে কোন দিনে কোম্পানির গুদামে গিয়া দেখিতে পাইবেন।

সমাচার দর্পণ।

সহমরণ।

বালিয়া পরগণার যদুয়াটী গ্রামের

প্রীতিরাম চন্দ্র নামে এক জন কায়স্থ মরিয়াছিল তাহার স্ত্রী সহগমন করিতে উদ্যতা হইলে মোং আঁড়িয়াদহ গ্রামের থানাতে হকুম বাহির করিতে চারি দিন বিলম্ব হইল পরে দিনামার কোম্পানির শহর শ্রীরামপুরে আসিয়া সহগমন করিয়াছে।

রথযাত্রা।

১১ আষাঢ় ২৪ জুন বৃহস্পতিবার রথযাত্রা হইবেক। অনেকং স্থানে রথযাত্রা হইয়া থাকে কিন্তু তাহার মধ্যে জগন্নাথক্ষেত্রে রথযাত্রাতে যে রূপ সমারোহ ও লোক যাত্রা হয় মোং মাহেশের রথযাত্রাতে তাহার বিস্তর ন্যূন নহে এখানে প্রথম দিনে অনুমান এক দুই লক্ষ লোক দর্শনার্থে আইসে এবং প্রথম রথ অবধি শেষ রথপর্য্যন্ত নয় দিন জগন্নাথ দেব মোং বল্লভপুরে রাধাবল্লভ দেবের ঘরে থাকেন তাহার নাম গুণ্ডবাটী ঐ নয় দিন মাহেশ গ্রামাবধি বল্লভপুরপর্য্যন্ত নানাপ্রকার দোকান পসার বসে এবং সেখানে বিস্তরং ক্রয় বিক্রয় হয়। ইহার বিশেষং কত লিখা যাইবেক। এমত রথযাত্রার সমারোহ জগন্নাথক্ষেত্র ব্যতিরিক্ত অন্যত্র কুত্রাপি নাই।

এবং ঐ যাত্রার সময়ে অনেক স্থান হইতে অনেকং লোক আসিয়া জুয়া খেলা করে ইহাতে কাহারোং লাভ হয় ও কাহারোং সর্ব্বনাশ হয়। এই বার স্নানযাত্রার সময়ে দুই জন জুয়া খেলাতে আপন যথাসর্ব্বস্ব হারিয়া পরে অন্য উপায় না দেখিয়া আপন যুবতি স্ত্রী বিক্রয় করিতে উদ্যত হইল এবং তাহার মধ্যে এক জন খানকীর নিকটে দশ টাকাতে আপন স্ত্রী বিক্রয় করিল। অন্য ব্যক্তির স্ত্রী বিক্রীতা হইতে সম্মতা হইল না তৎপ্রযুক্ত ঐ ব্যক্তি খেলার দেনার কারণ কয়েদ হইল।

খুন।

মোং কলিকাতার চিতপুরে এক জন মালী অন্য এক ছোকরাকে আম্র পাড়িবার কারণ আম্রবৃক্ষে উঠাইয়া দিল। পরে ঐ ছোকরা ঐ বৃক্ষের কোটরে কিছু আম্র লুকাইয়া রাখিয়া আর আম্র পাড়িয়া মালীকে দিল। মালী আম্র লইয়া আপন ঘরে গেল ইহা দেখিয়া ঐ ছোকরা বৃক্ষহইতে আপনার লুক্কায়িত আম্র পাড়িয়া লইয়া যায় ইহা দেখিয়া ঐ মালী আসিয়া ঐ ছোকরাকে এমত প্রহার করিল যে তাহাতে ঐ ছোকরা প্রাণত্যাগ করিল পরে মোকদ্দমা হইয়া ঐ ব্যক্তির ফাঁসি হইয়াছে আমরা শুনিয়াছি।

জেলা বর্দ্ধমানের মোং একতেলা গ্রামের এক নাপিতের বালক একদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া খেলিতে গেল কিন্তু দুই প্রহরের মধ্যে আপন ঘরে না আইলে তাহার বাটীর লোকেরা চতুর্দিকে অন্বেষণ করিতে লাগিল পরে সন্ধ্যাপর্য্যন্ত অন্বেষণ করিয়া কোন স্থানে তাহার সন্ধান না পাইয়া থানায় সমাচার দিল। থানাদার অনেক তদারক করিয়া সে দিনে কিছুই ঠিকানা করিতে পারিল না। পর দিনে প্রাতঃকালে ঐ গ্রামের নিকটস্থ এক খাঁওতে ঐ বালককে মৃত পাইল কিন্তু বালকের শরীরে যে সকল অলঙ্কারাদি ছিল তাহা কিছু পাইল না। পরে থানাদার ঐ বিষয়ে জেলা বর্দ্ধমানে রিপোর্ট করিলে হুজুরহইতে চাপরাশ আসিয়া ঐ গ্রামে সুরথাল করিল। তাহাতে গ্রামস্থ লোকেরা এক ব্যক্তিকে সন্দেহ করিয়া ধরাইয়া দিয়াছে তাহার শেষ কিছুই হয় নাই।

সঞ্চয়ার্থ বাঙ্ক।

ইংলণ্ড দেশে সঞ্চয়ার্থ বাঙ্কের বৃদ্ধি অতিশয় হইতেছে ঐ বাঙ্কে গরীব লোকেরা এক আনা দুই আনা সঞ্চয় করিয়া ন্যস্ত করে তাহাতে এক কোটি বিশ লক্ষ টাকা বাঙ্কে সঞ্চয় হইয়াছে। এই টাকা এক বাঙ্কে ন্যস্ত হয় নাই কিন্তু প্রতিগ্রামে ও প্রতিনগরে একং বাঙ্ক আছে সেই সকল বাঙ্ক মিলিয়া এক কোটি বিশ লক্ষ টাকা আজিপর্য্যন্ত ন্যস্ত হইয়াছে ও উত্তরোত্তর ঐ টাকা বৃদ্ধি হইতেছে।

শ্রীযুত লার্ড ওএলিংতন।

লার্ড মর্নিংতনের ভ্রাতা লার্ড ওএলিংতন সাহেব বোনাপার্তকে জয় করিয়া প্রুস দেশের বাদশাহের সিংহাসনে বসিতে সাহায্য করিয়াছিলেন তৎপ্রযুক্ত ঐ বাদশাহ সন্তুষ্ট হইয়া তাহার সম্ভ্রমের এক প্রকার তারা পারিতোষিক দিয়াছেন তাহার মূল্য দুই লক্ষ টাকা। ঐ সম্ভ্রমের তারা যাহারং আছে তিনি সময় বিশেষে ঐ তারা আপন বক্ষস্থলে ধারণ করেন।

বৃদ্ধ লোক।

ইংলণ্ড দেশে এক ব্যক্তি এক শত এক বৎসরবয়স্ক মজুর আছে সে ব্যক্তি অদ্যাপি আপনি মজুরি করিয়া দিনপাত করে।

ইওরোপের সৈন্য।

ইওরোপের নানা রাজ্যের মধ্যে সতের লক্ষ আটানব্বই হাজার পাঁচ শত সিপাহী এবং দুই হাজার সাত শত চৌযাম ছোট বড় যুদ্ধের জাহাজ আছে।

পূর্ব্বে যখন যুদ্ধ ছিল তখন তাহারদের সৈন্য চত্রিশ লক্ষ আট হাজার ছিল।

আলজীর্জ দেশ।

আফ্রিকার অন্তঃপাতী আলজীর্জ শহরে অতিশয় মরক হইয়াছে তাহাতে পূর্ব্বে সমাচার শুনা গিয়াছিল যে প্রতিদিন চারি শত লোক মরিত কিন্তু সম্প্রতি শুনা গেল যে দিনং ছয় শত লোক মরিতেছে।

মরণ।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য নানা শাস্ত্রীয় বিদ্যোপার্জন করিয়াছিলেন ও ও পার্জনানুসারে বিদ্যা বিতরণ করিয়াছেন এবং মোং কলিকাতায় কোম্পানির কালেজের আরম্ভাবধি তাহার প্রধান পাণ্ডিত্য কর্ম্ম পাইয়া অনেকং বিশিষ্ট সন্তানেরদের অনেৌপাধিক উপকার করত বহুকাল ক্লেশ করিয়াছিলেন এবং দুই তিন বৎসর হইল কালেজের পাণ্ডিত্য কর্ম্মেতে স্বম দৃশ পুত্রকে অভিষিক্ত করিয়া আপনি সুপ্রীমকোর্টের পাণ্ডিত্য কর্ম্ম করিতেছিলেন পরে আট মাস হইল সুপ্রীমকোর্টের সাহেবেরদের নিকট বিদায় হইয়া তীর্থদর্শ নার্থ গিয়া কাশী প্রয়াগ গয়া প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করিয়া বাটী আসিতেছিলেন পথে মোং মুরশেদাবাদের নিকটে গঙ্গাতীরে জ্ঞানপূর্ব্বক পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

রজপুতানা।

রজপুতানাতে ইংগ্লণ্ডীয়েরা যে নূতন বসতি স্থান করিয়াছে তাহার নাম নসীরাবাদ সেখানে তাহারা সর্ব্বদা উদ্যোগ করিয়া দিবারাত্র আপনং ঘর প্রস্তুত করিতেছে সেখানে অনেক ঘর প্রস্তুত হইয়াছে অবশিষ্ট যে আছে তাহাও বর্ষার পূর্ব্বেই প্রস্তুত হইবেক এবং সেখানে রাস্তা অতিসুন্দর প্রস্তুত হইয়াছে। সে স্থানের এই মহৎগুণ যে আগরা ও ফরকাবাদ ও দিল্লী ও কানপুর প্রভৃতি স্থান হইতে অতি গ্রীষ্ম কালেও গ্রীষ্ম অধিক নহে। পূর্ব্বে কলিকাতায় সমাচার আসিয়াছিল যে তাহারা সেখানে জলাভাব প্রযুক্ত কষ্ট পায় এখন সেখানে তাহারা অনেকং কূপ প্রভৃতি খনন করিতেছে সেখানে কোনং স্থানে ষোল হাত মৃত্তিকা খুদিয়া তাহারা জল পাইয়াছে। এখানকার কূপহইতে সেখানকার কূপ অতি শক্ত যেহেতুক সেখানকার কূপ পাথরে গ্রথিত।

নদীর পথরোধ।

পশ্চিম দেশহইতে অনেকং খাদ্য সামিগ্রী ও বানিজ্যের আরং দ্রব্য যে পথে কলিকাতা প্রদেশে অন্যং বৎসর আসিত এই বৎসর সে পথ রোধ হইয়াছিল তৎপ্রযুক্ত এতদ্দেশে সে সকল দ্রব্য আসিতে পারে নাই সেইহেতুক সকল সামিগ্রী দুর্মূল্য আছে এবং সেই জন্যে মোং কলিকাতায় কুড়িটা জাহাজ লাগান আছে বানিজ্যের দ্রব্য না পাইলে কি রূপে সে সকল জাহাজ বোঝাই হইয়া খুলিতে পারে। এখন ভরোসা হয় যে সে পথ অতিশীঘ্র মুক্ত হইবেক তাহা হইলে খাদ্য দ্রব্যাদি সুলভ হইবেক।

গঙ্গাসাগর।

গঙ্গাসাগর উপদ্বীপের বন কাটাইয়া লোক বসতি করাইবার যে সম্প্রদায় স্থির হইয়াছে পূর্ব্বে লিখা গিয়াছে সেই সম্প্রদায়ান্তর্গত সকল লোকেরা ৪ জুলাই তারিখে একত্র হইবেন ও শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেবের দত্ত পরবানা সেই তারিখে জাত হইবেন। সেই উপদ্বীপে অমুক লোকেরদের থাকিবার ঘর করিতে লোক গিয়াছে এবং সেই ঘর করিবার চল্লিশ হাজার টাকা সহী হইয়াছে।

ভূমিকম্প।

১৬ জুন ৩ আষাঢ় বুধবার রাত্রিতে আট ঘড়ীর সময়ে অর্থাৎ ছয় দণ্ড রাত্রির সময়ে ভূমিকম্প হইয়াছে। ভূমিকম্পের কারণ ইংগ্লণ্ডীয়েরা এই কহে যে পৃথিবীর মধ্যে বায়ু আছে কোন সময়ে সেই বায়ু দ্বারা ভূমিকম্প হয়।

বাঙ্গালার সিংহাসন।

শুবে বাঙ্গালার নবাবের যে সিংহাসন ছিল সে সিংহাসন যুদ্ধের সময়ে হেষ্টিংস সাহেবের হস্তগত হইয়াছিল সে সিংহাসন মণি মুক্তা প্রবালেতে ভূষিত হেংষ্টিস সাহেব যখন ইংগ্লণ্ডে গেলেন তখন ঐ সিংহাসন ইংগ্লণ্ডের রাণীকে নজর দিলেন সে সিংহাসন ঐ রাণীর ঘরে অদ্যাপি আছে।

জাহাজ আমদানি।

গত বুধবারে এক জাহাজ ইংগ্লণ্ডহইতে তিন মাস একইশ দিনে মোং কলিকাতাতে পঁহুছিয়াছে তাহাতে এইং সমাচার শুনা গেল।

শ্রীশ্রীযুতের স্ত্রী কলিকাতায় আসিবার কারণ ফেব্রুআরি মাসে ইংগ্লণ্ডহইতে প্রস্থান করিয়াছেন শীঘ্র পঁহুছিবেন।

ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস সাহেব পূর্ব্বে এখানে হেষ্টিংস সাহেবের কালে কৌন্সিলে ছিলেন তিনি এ দেশে হেষ্টিংস সাহেবের অনুকূল ছিলেন না এবং ইংগ্লণ্ডে যে

হেষ্টিংস সাহেবের নামে নালিস হইয়াছিল তাহার মূলীভূত তিনি। সেই দুই জন পরস্পর বিরোধী ছিলেন ও অন্য২ লোকহইতে ঐ দুই জন দীর্ঘকালজীবী ছিলেন সে দুই জন ছয় মাসের মধ্যে এই পৃথিবী পরিত্যাগ করিলেন।

লমস্‌দেন সাহেব। লমস্‌দেন সাহেব অনেক কালপর্য্যন্ত এতদ্দেশে কৌন্সিলে ছিলেন পরে ইংগ্লণ্ডে গিয়া সেখানে যে চব্বিশ জন কোম্পানির অধ্যক্ষ আছেন তাহার এক জন তিনি হইয়াছিলেন সংপ্রতি তিনি মরিয়াছেন এবং তাহার কর্ম্মে বোম্বয়ের, বড় সাহেব যে মনি সাহেব ছিলেন তাঁহার ভরতি হইয়াছে।

স্পানিয়ার রাণী। স্পানিয়ার রাণী বাইশ বৎসর বয়স্কা হইয়া মরিয়াছেন। তাহার মরণ সময়ে তাহার গর্ভ ছিল তিনি মরিলে উদরহইতে চিকিৎসকেরা জীবৎ বালক নির্গত করিলে দুই তিন পলের পর ঐ বালকও মরিল।

মহাসভা। ইংগ্লণ্ডে নূতন মহাসভা বসিয়াছে ও তাহারা কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং ইংগ্লণ্ডের এক প্রদেশের, কতক লোক মহাসভার নিকটে দরখাস্ত করিল যে অন্য২ বহিঃ প্রদেশহইতে ইংগ্লণ্ডে যে চালু আইসে তাহার হাসীল অধিক লওয়া যাওক। এই দরখাস্ত শুনিয়া মহাসভার অন্য২ লোকও কহিল যে এই রূপ দরখাস্ত তোমারদের নিকটে অনেক২ পড়িবে। ইহাতে বাদশাহের ওজীর কহিলেন যে হাসীল অধিক চড়ান কদাচ কর্ত্তব্য নহে যদি কেহ২ এ বিষয়ে চেষ্টা করেন তবে আমি প্রতিবাদী হইব।

এখন লণ্ডন শহরে চালুর মূল্য ফিম্মোন পাচ টাকা পাঁচ আনা।

শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব। নূতন মহাসভা বসিবার সময়ে বাদশাহের কর্ম্মকারী বাদশাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাসভার নিকটে শ্রীশ্রীযুতের এই দেশে গত বৎসরে যুদ্ধের অনেক প্রশংসা করিলেন এবং বাদশাহের ওজীর মহাসভার নিকটে কহিলেন যে মহাসভা এখানে শ্রীশ্রীযুতের প্রশংসাপত্র লিখেন।

পারসী দেশ।

পারসী দেশের নিকটবর্ত্তি শ্রীশ্রীযুত রুষিয়ার বাদশাহ এক জন উকীল ও চারি জন মুহুরির ও আর২ তাহারদের সঙ্গী লোক পারসী দেশে পাঠাইয়াছেন তাহার অভিপ্রায় কিছুই জানা যায় না।

জগন্নাথ মঙ্গল।

মোং কলিকাতাতে জগন্নাথ মঙ্গল নামে এক নূতন পাঁচালি গান সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে জগন্নাথ দেবের সকল বিবরণ আছে এবং রাগ ও রাগিণী ও তাল মানেতে পূর্ণ অদ্যাপি সর্ব্বত্র প্রকাশ হয় নাই।

হস্তহীন জাত।

ঐর্লণ্ড দেশে বিনা হস্তে জাত এক ব্যক্তি আছে সে ব্যক্তি হাতের তাবৎ কর্ম্ম আপন পায়ের দ্বারা করে সে জন হাজারীতে বসিয়া পায়ের অঙ্গুলি দিয়া পেয়ালা তুলিয়া খায় ইত্যাদি কর্ম্ম সে এমত সহজে করে যেমন হস্তে করা যায়। এবং সে বাম পায়ের অঙ্গুলি দিয়া কাগজ ধরিয়া দক্ষিণ পায়ের অঙ্গুলি দিয়া কলম ধরিয়া অতিবেগে লিখিতে পারে সে কোন মুহুরির না রাখিয়া আপন সকল বিল আপনি লিখে ও আপন দেনা পাওনার হিসাব আপনি করে সে ক্ষুর আপন পায়ের অঙ্গুলি দিয়া ধরিয়া আপনি ক্ষৌরী হয় সে আপন পোশাক শরীরহইতে আপনি খুলে ও আপনি পোশাক পরে সে আপন জুতা আপনি পরিষ্কার করে ও আপন আহারের দ্রব্য আপনি পরিষ্কার করে এবং ঘরের যত কর্ম্ম সে সকল আপনি করে। এবং আপন পায়ের অঙ্গুলিদ্বারা গোদোহন করে ও আপন ধান্য আপনি কাটে ও এক স্থানহইতে অন্য স্থানে লইয়া যায়। তাহার ঘোড়া যদি অন্যত্র যায় তবে সে আপনি ধরিয়া আনিয়া তাহার জিন ও আর২ সাজ আপন দন্ত ও পায়ের অঙ্গুলি দ্বারা ঘোড়ার উপরে দিয়া আপনি সোয়ার হয়। যদি তাহার মেষের মধ্যে কোন মেষের রোগ হয় তবে আপনি মেষের পালের মধ্যে রুগ্ন মেষকে অন্য স্থানে লইয়া গিয়া তাহার ঔষধাদি দেয়। তাহার দন্ত এমত শক্ত যে তাহার দ্বারা দশ বার শের জিনিস ওঠাইতে পারে অন্য লোক হস্তের দ্বারা যেমন করে তেমন সে আপন পায়ের দ্বারা করে ইষ্টকাদি কোন ভারি বস্তু দূরে ক্ষেপ করিতে পারে অন্য২ লোক হস্তদ্বারা যে২ কর্ম্ম করে সে কেবল পায়ের দ্বারা সে সকল কর্ম্ম করে। ঈশ্বর এমন করিয়াছেন যে যাহার এক ইন্দ্রিয় হীন হয় তাহার অন্য ইন্দ্রিয় অতিশক্ত হয়।

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতি সপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে২ এক টাকা। যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাঁহার নিকটে সমাচার দর্পণ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক।

সমাচার দর্পণ

৪৮ সংখ্যা   শনিবার। ২৬ জুন সন ১৮১৯। ১৩ আষাঢ় সন ১২২৬।

দর্পনে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষনাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পনে॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা ছয় আনা ডিসকৌণ্ট। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা বার আনা ডিসকৌণ্ট।

সপ্তাহের পাঞ্জিকা।

২৬	জুন	শনিবার	১৩	আষাঢ়
২৭	ঐ	রবিবার	১৪	ঐ
২৮	ঐ	সোমবার	১৫	ঐ
২৯	ঐ	মঙ্গলবার	১৬	ঐ
৩০	ঐ	বুধবার	১৭	ঐ
১	জুলাই	বৃহস্পতিবার	১৮	ঐ
২	ঐ	শুক্রবার	১৯	ঐ

জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার।

অনেক লোকের জমীন জাবিন জেলাহায় রোজ ও তারিখ লকম বাকিক নীচের তপশীল প্রকাশ খানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমা ও জমীদের কৈফীয়ত বোর্দরিবনুর সাকৃটারি দপ্তরখানায় অথবা জেলাহার কালেকটরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

রাজসহি বৃহস্পতিবার ৮ জুলাই সন ১৮১৯ ইং সন ১২২৬ ২৫ আষাঢ় বাং বোর্দরিবনুর সাকৃটারি দপ্তরখানায়।

চব্বিশপরগণা বৃহস্পতিবার ১ জুলাই সন ১৮১৯ ইং সন ১২২৬ ১৮ আষাঢ় বাং কালেকটরি কাছারিতে।

রাজসহি ও দিনাজপুর বৃহস্পতিবার ৮ জুলাই সন ১৮১৯ ইং ২৫ আষাঢ় সন ১২২৬ বাং কালেকটরি কাছারিতে।

মুরশেদাবাদ বৃহস্পতিবার ১৫ জুলাই সন ১৮১৯ ইং ১ শ্রাবণ সন ১২২৬ বাং কালেকটরি কাছারিতে।

ইতি তাং ৮ জুন সন ১৮১৯ ইং বোর্দরিবনুর হকুমে।

অনেক লোকের জমীন জাবিন জেলাহায় রোজ ও তারিখ বাকিক নীচের তপশিল সরকারের বাকী আদায় কারণ প্রকাশ্যখানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমা ও জমীদের কৈফীয়ত বোর্দরিবনুর সাকৃটারি দপ্তরখানায় অথবা জেলাহার কালেকটরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

তিসরির টাকা আদায় কারণ।

মেদিনিপুর বৃহস্পতিবার ৮ জুলাই সন ১৮১৯ ইং সন ১২২৬ ২৫ আষাঢ় বাং বোর্দরিবনুর সাকৃটারি দপ্তরখানায়।

সরকারের বাকী ওগয়হ আদায় কারণ।

বাকরগঞ্জ বৃহস্পতিবার ১ জুলাই সন ১৮১৯ ইং সন ১২২৬ ১৮ আষাঢ় বাং কালেকটরি কাছারিতে।

চাটিগ্রাম বৃহস্পতিবার ৮ জুলাই সন ১৮১৯ ইং ২৫ আষাঢ় সন ১২২৬ বাং কালেকটরি কাছারিতে।

ইতি তারিখ ১ জুন সন ১৮১৯ ইং বোর্দরিবনুর হকুমে।

অনেক লোকের জমীন জাবিন জেলাহার রোজ ও তারিখ লকম নীচের তপশীল মাফীক প্রকাশ খানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমা ও জমীদের কৈফিয়ত বোর্দরিবনুর সেক্রটারি দপ্তরখানায় অথবা জেলাহার কালেকটরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

সরকারের বাকী ওগয়রহ আদায় কারণ।

মেদিনিপুর বৃহস্পতিবার সন ১৮১৯ ২২ জুলাই ইং সন ১২২৬ ৮ শ্রাবণ বাং বোর্দরিবনুর সেক্রটারি দপ্তরখানায়।

রাজসহী বৃহস্পতিবার ২১ জুলাই সন ১৮১৯ ইং ১৫ শ্রাবণ সন ১২২৬ বাং বোর্দরিবনুর সেক্রটারি দপ্তরখানায়।

সরকারের বাকী ওগয়রহ আদায় কারণ।

রাজসহী ও চটিগ্রাম বৃহস্পতিবার ২১ জুলাই সন ১৮১৯ ইং ১৫ শ্রাবণ সন ১২২৬ বাং কালেকটরি কাছারিতে।

মেদিনিপুর ও চব্বিশ পরগণা বৃহস্পতিবার ২২ জুলাই সন ১৮১৯ ইং ৮ শ্রাবণ সন ১২২৬ বাং কালেকটরি কাছারিতে।

ইতি তারিখ ২৫ মে সন ১৮১৯ বোর্দরিবনুর হকুমে।

রাজসহী বৃহস্পতিবার সন ১৮১৯ ৮ জুলাই ইং সন ১২২৬ ২৫ আষাঢ় বাং বোর্দরিবনুর সেকৃটারি দপ্তরখানায়।

চব্বিশপরগনা বৃহস্পতিবার সন ১৮১৯ ১ জুলাই ইং সন ১২২৬ ১৮ আষাঢ় বাং কালেকটরি কাছারিতে।

রাজসহী ও দিনাজপুর বৃহস্পতিবার সন ১৮১৯ ৮ জুলাই ইং সন ১২২৬ ২৫ আষাঢ় বাং কালেকটরি কাছারিতে।

মুরশেদাবাদ বৃহস্পতিবার ১৫ জুলাই সন ১৮১৯ ইং ১ শ্রাবণ সন ১২২৬ বাং কালেকটরি কাছারিতে।

ইতি তারিখ ৮ জুন সন ১৮১৯ ইং বোর্দরিবনুর হকুমে।

ইস্তাহার।

সন ১৮১৯ সাল ২৯ জুন মঙ্গলবার দশ ঘড়ীর সময়ে মোং শ্রীরামপুরে দিনামার কোম্পানির গুদামে দিনামার কোম্পানির অনুঃপাতি সাহেবেরা দিনামার কোম্পানির জাহাজ কুন্প্রিনসেসেন কাপ্তান ওর গার্দ ঐ জাহাজে যেং জিনিস আসিয়াছে তাহার কতক বিক্রয় করিবেন।

অর্থাৎ।

জীন সরাপ প্রত্যেক সিন্দুকে ১৫ বোতল।

লিনসিদ তৈল প্রত্যেক সিন্দুকে ১৫ বোতল।

কোলি এক ব্যক্তি সরাপ প্রত্যেক সিন্দুকে ৫ দজন।

বিলাতী নম্বরের দড়ী ১৩ ইঞ্চ অবধি ১৮ ইঞ্চপর্য্যন্ত।

নানাপ্রকার কর্দেজ দেড় ইঞ্চ অবধি দুই ইঞ্চপর্য্যন্ত।

তাম্বার পাত।

দেবদারুতক্তা।

সে সময়েও বিলাতি যোয়বাতী এবং নানাপ্রকার অন্যং বিলাতী জিনিস বিক্রয় হইবেক।

এই নিলামের এই দস্তুর নিরুপিত হইল নিলামের পর ত্রিশ দিনে নিলামের জিনিস খালাস করিতে হইবে অন্যথা পুনর্ব্বার সেইং জিনিস বিক্রয় হইবেক কিন্তু পুনর্ব্বার বিক্রয় করিলে যদি লাভ হয় তবে কোম্পানির হইবেক যদি নোকসান হয় তবে তাহার; নিলামের অন্যং বিবরণ নিলামের দিনে প্রকাশ হইবেক ও নিলামের জিনিস যদি কেহ দেখিতে

চাহে তবে নিলামের পূর্ব্ব আট দিনের মধ্যে কোন দিনে কোম্পানির গুদামে গিয়া দেখিতে পাইবেন।

সমাচার দর্পণ।

শ্রীরামপুরের বাঙ্ক।

শ্রীরামপুরে যে সৎকার্য্যার্থ বাঙ্ক স্থির হইয়াছে তাহার বিষয়ে গত সপ্তাহে এক ফর্দ্দ কাগজ ছাপান গিয়াছে তাহাতে হিসাব করিয়া এই লিখা গিয়াছে যে মাসুং বাঙ্কে কত টাকা ন্যস্ত করিলে কত বৎসরে কত টাকা হয় বৎসরান্তে যে টাকার উপরে যত সুদ হয় তাহা আসলের সহিত সংলগ্ন হইয়া উভয়ের ও পরে সুদ চলে তাহাতে প্রথম পাঁচ ছয় বৎসরে বড় লাভবোধ হয় না কিন্তু দশ কুড়ি বৎসর টাকা থাকিলে অধিক লাভ বোধ হয়। মাসে এক টাকা করিয়া দিলে দশ বৎসরে এক শত চৌহত্তর টাকা হয় বিশ বৎসরে পাঁচ শত একত্রিশ টাকা হয় এবং ত্রিশ বৎসরে বার শত ছেষট্টি টাকা হয়। এই ত্রিশ বৎসরের মধ্যে আসল টাকা তিন শত ষাটি ও ঐ তিন শত ষাটি টাকার সুদ নয় শত ছয় টাকা। এবং যদি দশ টাকা করিয়া মাসং বাঙ্কে ন্যস্ত করা যায় তবে ইহার দশগুণ অধিক লাভ হয়। এই ফর্দ্দ কাগজ ইংরাজীতে ছাপা হইয়াছে আগামি সপ্তাহে বাঙ্গালি লোকের জ্ঞাত কারণ বাঙ্গালি অক্ষরে ছাপা যাইবেক।

কালেজ।

মোং কলিকাতার কোম্পানির কালেজে আটার জন ইংগ্লণ্ডীয় সাহেবেরদের ইম্তাহান হইয়াছে তাঁহারা ইম্তাহানে সুন্দর উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং কালেজ হইতে বিদায় হইয়াছেন অল্প দিনের মধ্যে তাঁহারা কোম্পানির উপযুক্ত মত কর্ম্ম পাইবেন। এইবৎসর দুই জন সাহেব সংস্কৃত বিদ্যাতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

বৎসরং এই নিয়ম আছে যে ইম্তাহানের পর যে তিন জন প্রত্যেক ভাষাতে সকলহইতে অধিক গুণবান হন তাঁহারা নিরূপিত সময়ে কোন এক কথার বিষয়ে কথোপকথন করেন সে সময়ে শ্রীশ্রীযুত ও কলিকাতাস্থ ইংগ্লণ্ডীয় তাবৎ ভাগ্যবান এবং অন্যং তাবৎ সম্ভ্রান্ত ও ভাগ্যবান লোক ও পণ্ডিত লোকেরা সকলে একসভাস্থ হন। এবং যাহারদের ইম্তাহান হইয়া থাকে শ্রীশ্রীযুত তাহারদিগকে ডাকিয়া সম্ভ্রমের চিহ্ন দেন এবং তাহারা শ্রীশ্রীযুতহইতে ঐ সময়ে কালেজের সহী পান। যাহারা কালেজহইতে বাহির হন তাহারা এই রূপে উপযুক্ত কর্ম্ম পান। শ্রীশ্রীযুতের সাক্ষাৎ কারে যে দিন কথোপকথন হইবে তাহার দিন স্থির হয় নাই কিন্তু বুঝি এক মাসের মধ্যেই হইবেক দিন স্থির হইলে সমাচার দেওয়া যাইবেক।

মারী।

কটোয়ার নামে দক্ষিণ হিন্দুস্থানের এক প্রদেশে ক্ষেদরাগ্রামে মরক হইয়াছে। সেখানে মরক এক ব্রাহ্মণীর দ্বারা এই রূপে আইল। সে ব্রাহ্মণী সে রোগেতে পীড়িতা হইয়া গাড়িতে সেই গ্রামে আইল যে দুই জন তাহাকে গাড়িহইতে নামাইয়া ঘরে লইয়া গেল সে দুই জন ঐ পীড়াতে মরিল পরে সে ব্রাহ্মণীও মরিল এবং ঐ ব্রাহ্মণীকে যাহারা পোড়াইল তাহারাও ঐ পীড়াতে মরিল এবং তাহাকে দেখিবার কারণ তাহার এক কুটুম্ব আসিয়াছিল তাহাকেও ঐ রোগে ধরিল তাহাতে সে ব্যস্ত হইয়া আপন গ্রামে গেল সেখানকার লোকেরা তাহাকে ঐ রোগগ্রস্ত দেখিয়া সে গ্রামহইতে দূর করিয়া দিল।

ডাকাতি।

এক ব্যক্তি সম্পন্ন লোক মোং কলিকাতাহইতে যাইতেছিল গত সোমবার রাত্রিতে মোং চাতরার ঘাটে নৌকা লাগান করিয়া ছিল ঐ রাত্রিতে জন কতক চোর তাহার নৌকাতে পড়িয়া মারিপীট করিয়া তাহার যাহাং ছিল তাহা লইয়াছে পরে থানাদারের নিকটে রিপোর্ট হওয়াতে থানাদারের তদারকে কেহং ধরা পড়িয়াছে জিনিস ও অনেক পাওয়া গিয়াছে।

বজ্রাঘাত।

১৪ জুন ৩১ আষাঢ় বৃহস্পতিবার রাত্রে মোং শ্রীরামপুরের নিশানঘাটেতে দিনামার কোম্পানির নিশানের উপরে বজ্রাঘাত হওয়াতে ঐ নিশান অগ্রভাগ অবধি গোড়াপর্য্যন্ত ফাটিয়া গিয়াছে।

রাজবংশ বৃদ্ধি।

গত বৎসরে ইংগ্লণ্ডের বাদশাহের চারি পুত্র বিবাহ করিয়াছেন এবং যুবরাজের নিকটে সমাচার গিয়াছে যে বাদশাহের চারি পুত্রের স্ত্রীরদের গর্ভ হইয়াছে। বাদশাহের পৌত্র কিম্বা পৌত্রী এখন নাই কিন্তু সম্ভাবনা হইয়াছে।

মৃতরাণী।

ইংগ্লণ্ডের রাণী গতবৎসরে পরলোক গতা হইয়াছেন তাঁহার উইলে দেখা গেল যে তাঁহার নগদ নাস্ত এগার লক্ষ টাকা ছিল তিনি আপন বাড়ী আপন কন্যারদিগকে দিয়া গিয়াছেন তাঁহার পক্ষান্ন ঘোড়া ছিল তাহা চত্রিশ হাজার টাকাতে বিক্রয় হইয়াছে এবং আটার গাড়ী ছিল আট হাজার টাকাতে বিক্রয় হইয়াছে এবং অকর্ম্মণ্য ঘোড়া গুলির দ্বারা মারিয়া ফেলিয়া ছে।

শ্রীশ্রীযুতের স্ত্রীর আগমন।

গত শুক্রবারে কলিকাতাতে সমাচার আইল যে ইংগ্লণ্ডহইতে ওআটরলুনামে জাহাজ মোং গঙ্গাসাগরে পঁহুছিয়াছে সেজাহাজ ১ মার্চতারিখে ইংগ্লণ্ড ছাড়িয়াছিল আসিতে পথে কেবল তিন মাস ষোল দিন লাগিল। সেই জাহাজে শ্রীশ্রীযুতের স্ত্রী আসিয়াছেন অনেক দিনপর্য্যন্ত লোকেরদের মনে ভরোসা দিনেং হইতেছিল যে তিনি অমুক জাহাজে আসিবেন সে ভরোসা উৎপন্ন হইয়াই নষ্ট হইতেছিল কিন্তু তিনি এইবার সত্য ওআটরলু জাহাজে আসিয়া পঁহুছিয়াছেন।

গত শনিবার শ্রীশ্রীযুত সেই সমাচার শুনিবামাত্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন গঙ্গাসাগরের অর্দ্ধেক পথে যাইতে উভয়তঃ সন্দর্শন হইল। সোমবারে তাহারা দুই জন কলিকাতার সম্মুখে পঁহুছিলেন ও দুই প্রহর এক ঘড়ীর সময়ে শ্রীশ্রীযুত ও তাহার স্ত্রী গাড়িতে আরোহণ করিয়া আপন ঘরে পঁহুছিলেন তিনি যখন কলিকাতার মৃত্তিকাতে প্রথম পাদার্পণ করিলেন তখন কিল্লাতে তোপ হইল।

খুন।

কেতাবুদ্দীন নামে এক মুসলমান মার্চ মাসে মোং যশোহরে খুন হইয়াছিল ইহাতে তাহার স্ত্রী ও সেই স্ত্রীর উপপতির প্রতি সকল লোকের সন্দেহ হইয়াছিল অতএব সেই দুই জনকে ধরিয়া কয়েদ করিয়া অদালতে লইয়া গেল অদালতের লোকেরা তাহারদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারদের মধ্যে এক জন বলিল আমি খুন করি নাই ইনি করিয়াছেন এই রূপে দুই জনেই পরস্পর দোষী কহিতে লাগিল তৎপ্রযুক্ত ঐ মোকদ্দমা দারসায়েরের অধীন হইল দারসায়ের সাহেব সেখানে গিয়া সকল মোকদ্দমার কথা শুনিয়া যথার্থ অদালত করিয়া ঐ দুই জনকে ফাঁসী দিতে হুকুম দিলেন। পরে ঐ স্ত্রী কহিল যে আমি গর্ভবতী আছি। তাহাতে ঐ স্ত্রীর কথাতে সাহেব সন্দেহ করিয়া ঐ গর্ভের বিষয় ইস্তাহার লইলেন তাহাতে ঐ স্ত্রী যে কয় মাসের গর্ভ কহিয়াছিল তাহা সত্য হইল না কিন্তু তাহার গর্ভ নিশ্চয় হইল। পরে সাহেব স্ত্রীকে কতক কাল মেয়াদ দিলেন ও ঐ পুরুষের শীঘ্র ফাঁসি দিতে হুকুম দিলেন। অতএব গত সোমবার ঐ পুরুষের ফাঁসি হইয়াছে।

৭ জুন সোমবার রাত্রিতে হরিহর নগর গ্রামে দুই জন লোক খুন হইলে পর দিন প্রাতঃকালে ঐ গ্রামের নিকটে এক ঝিলে ঐ দুই মৃত ব্যক্তি পাওয়া গেল ও তাহারদের ঘাড় মোচড়ান দেখা গেল এবং অনুমান করা গেল যে তাহারা বিদেশী মুসলমান। ডাকাতিরা তাহারদিগকে মারিয়া তাহারদের স্থানে যাহাং ছিল তাহা লইয়াছে এই রূপ সকলে অনুমান করিল।

এবং মোং যশোহরে এক সিপাহির ঘরে নগদ সত্তর শত টাকা পাওয়া গিয়াছে এবং সেখানে কোম্পানির খাজানাও তত টাকা হারান গিয়াছে। ইহাতে অনুমান হয় যে ঐ সিপাহী ঐ টাকা চুরি করিয়াছিল ইহা আমরা শুনিয়াছি।

চৌর্য্য।

কতক দিন হইল ঐর্লণ্ড দেশের দবলিন নগরে এক জন উকীল সাহেবের ঘরহইতে কতক বস্ত্র প্রভৃতি চুরি গেল পরদিন প্রাতঃকালে অনুসন্ধান করিল কিন্তু তাহাতে কিছু পাইল না পরে একখান চিটী পাইল সে চিঠী ঐ চোর লিখিয়াছিল। তাহার পাঠ এই যে আমি চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা কালক্ষেপ করি তুমি আপন ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়াছিলা বটে কিন্তু সে বন্ধ ছিল না খোলা ছিল এই নিমিত্ত আমি তোমার কুর্ত্তি ও কাপড় লইয়াছি কাপড়ে আমার প্রয়োজন ছিল যেহেতুক সূর্য্যের উত্তাপ আমার উপরে বড় ব্যামোহ দিত। তোমার অদালতের কেতাব আমি লইলে লইতে পারিতাম তাহা লইয়া আমার কি প্রয়োজন আমি স্বাভাবিক চোর।

মহামৎস্য।

আটার শত ষোল সালে জুন মাসে ইংগ্লণ্ডহইতে এক জাহাজ ভারতবর্ষে আসিতেছিল কিন্তু অতিশয় দক্ষিণ সমুদ্রে তাহার যাইবার আবশ্যক হইল তৎপ্রযুক্ত সে জাহাজ দক্ষিণ সমুদ্রে গেল সেখানে জাহাজের লোকেরা কিছু দুরে একটা ঢিপির মত সমুদ্রের মধ্যে দেখিয়া জ্ঞান করিল যে স্থলা আছে এখানে এক

সমাচার দর্পণ।

টা পর্ব্বত আছে সেই এই পর্ব্বত। পরে নিকটে গিয়া আর একটা সেইরূপ দেখিয়া মনে করিল যে বুঝি আরো একপর্ব্বত আছে। পরে কিছু দূরে গিয়া সম্মুখে আর একটা সেইরূপ দেখিল। পরে তাহারা জাহাজ লইয়া তাহার নিকটে গিয়া দেখিল যে জাহাজের ঢেওর জলেতে ঐ তিনটা জলে ডুবিয়া গেল ও তাহারদের পুচ্ছপ্রভৃতি দেখা গেল তাহাতে জানা গেল যে সে মহামৎস্য তাহার একটা বেড়েতে ষাটি হাত ও ওষ্ঠ বার হাত।

ইংগ্লণ্ড দেশের পুস্তক বিক্রয়।

যেমত কলিকাতায় লোকেরা পুস্তক প্রস্তুত করিয়া ছাপাইয়া বিক্রয় করে সেমত ইংগ্লণ্ডে হয় না। ইংগ্লণ্ডের এই ধারা আছে যে যে ব্যক্তি কোন নূতন গ্রন্থ সৃষ্টি করে সে গ্রন্থ বিক্রয়কর্ত্তার নিকটে দেখায়। সে ব্যক্তি ঐ গ্রন্থের দোষগুণ বিবেচনা করিয়া ও লোকেরদের গ্রাহ্যাগ্রাহ্য বুঝিয়া তাহার উপযুক্ত মূল্য দিয়া লয়। পরে ছাপাওয়ালার নিকটে ছাপার খরচ দিয়া ঐ গ্রন্থ ছাপাইয়া আপনি বিক্রয় করে। কোন গ্রন্থের মূল্য বিশ হাজার কোন গ্রন্থের মূল্য ত্রিশ হাজার টাকা বিক্রয়কর্ত্তা গ্রন্থকর্ত্তাকে দিয়া গ্রন্থ লয়। গত বৎসরে ইংগ্লণ্ডে এক ব্যক্তি গ্রন্থবিক্রয়কর্ত্তা গ্রন্থকর্ত্তারদের স্থানে তিন লক্ষ বিশ হাজার টাকা দিয়া নানা পুস্তক কিনিয়া লইয়াছে। ইংগ্লণ্ডে এই রূপ বিদ্যার চলন ও তদ্বিষয়ে লোকেরদের আমোদ।

দুর্জ্জয় সর্প।

আমেরিকা দেশে এক প্রকার সর্প আছে তাহার অতিদুর্জ্জয় বিষ সে মনুষ্যকে দংশন করিলে সে মনুষ্য কদাচ বাঁচে না তাহার শরীরে মৎস্যের আঁইষের মত আঁইষ আছে সেই আঁইষ গমন কালে ঝুন ঝুন শব্দ করে তৎপ্রযুক্ত তাহার নাম ঝুনঝুনি সর্প লোকে কহে। সে সর্পের এমত গুণ আছে যে সে সর্প যখন আহার করিতে বাসনা করিয়া যে পক্ষিপ্রভৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করে সে পক্ষিপ্রভৃতি সেই স্থানে অমনি নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকে কদাচ অন্যত্র পলাইতে পারে না। এই অত্যাশ্চর্য্য ইহার কারণ কেহই তর্কিতে পারেন নাই কিন্তু সংপ্রতি আমেরিকা দেশের এক ব্যক্তি ইহার কারণ অনুভব এই করিয়াছে যে ঐ সার্পের যখন আহার করিতে ইচ্ছা হয় তখন তাহার শরীরহইতে শক্ত গন্ধ নির্গত হয় সে গন্ধ ঘ্রাণ করিবামাত্র তাহারোপযুক্ত পক্ষ্যাদির ইন্দ্রিয় অচল হয় অতএব তাহারা চলিতে পারে না অনায়াসে ঐ সর্প তাহারদিগকে ধরিয়া আহার করে। ঈশ্বর যদি এরূপ না করিতেন তবে ঐ সর্পের আহার অতিদুর্ঘট হইত যেহেতুক তাহার শব্দমাত্রেতে আহারীয় পক্ষ্যাদি পলায়ন করিত। সে সর্পের জোর মনুষ্যের উপরেও লাগে কিন্তু যেমন পক্ষ্যাদির উপরে তেমন মনুষ্যের উপরে নহে। আমেরিকা দেশে এক ব্যক্তি শীকার করিবার কারণ বনে গিয়াছিল ঐ ঝুনঝুনি সর্পের দৃষ্টি সে ব্যক্তির উপরে পড়িলে তাহার সকল ইন্দ্রিয় অবশ হইয়া সে অজ্ঞান হইল। আর এক মজুর ক্ষেতে কর্ম্ম করিতেছিল অকস্মাৎ সে মহাঘোর শব্দ করিয়া মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পড়িল। ইহা দেখিয়া সকলে সেখানে গেল ও দেখিল যে ঐ ব্যক্তি সে সর্পের মস্তক কাটিয়াছে তাহার গন্ধে ঐ মজুরের ঐরূপ হইয়াছে। আর এক ব্যক্তি আমেরিকা দেশে আছে তাহার এমত ঘ্রাণ শক্তি যে সে দেড় শত হাত দূরহইতে গন্ধ পায়। সে কহিয়াছে যে আমি যখন ঐরূপ গন্ধ পাইয়াছি তখনি তাহার নিকটে গিয়া দেখিয়াছি যে ঐরূপ পক্ষী বদ্ধ আছে। ইহাতে নিশ্চয় বোধ হয় যে ঐ সর্প আপন শরীরের গন্ধ দ্বারা আহারীয় পক্ষ্যাদি রোধ করে।

শীত নিবারণ।

ইংগ্লণ্ডে ও তন্নিকটস্থ সকল শীতপ্রধান দেশে শীতকালে শীতনিবারণার্থ ঘরে অগ্নি জ্বালায়। যে ঘরে অগ্নি জ্বালায় সেখানে ধূম নির্গত হওনের জন্যে ঊর্দ্ধ ভাগে এক ঝরোকা রাখে তাহার দ্বারা ধূম বাহিরে যায় ঐ অগ্নির উত্তাপেতে ঘর উত্তপ্ত থাকে সুতরাং শীত নিবারণ হয় এই ব্যবহার আছে কিন্তু কতক বৎসর হইল ইংগ্লণ্ডে এই বিষয়ে অন্য এক ব্যবহার হইয়াছে ও সে চলিতেছে সে এই যে ঘর উত্তপ্ত করিতে বাসনা করে তাহার কতক দূরে এক স্থানে বৃহৎ অগ্নি করে সেই অগ্নিতে বড় চুঙ্গি লাগাইয়া ঐ ঘরের মধ্যে চুঙ্গির অগ্রভাগ লাগায় তাহাতে ঐ চুঙ্গির দ্বারা ঐ অগ্নির উত্তাপ ঐ ঘরে লাগে তাহাতে ঐ ঘর উত্তপ্ত হইয়া শীত নিবারণ হয়। এই প্রকারে এক স্থানে অগ্নি করিয়া দশ কুড়ি ঘরের শীত নিবারণ করা যায়। ইহাতে এই উপকার হয় যে আপনারদের নিজ ঘরে অগ্নি ভয় থাকে না ও ধূমপ্রযুক্ত ঘর মন্দ হয় না।

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতি সপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে২ এক টাকা। যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকটে সমাচার দর্পণ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক।—

সমাচার দর্পণ।

৫ দফা। শুপরেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব যে সক লস্ক্যাগজ নমুনার ও মাপে নীরস মালুম করিবেন তাহা ফিরাইয়া দিবেন হুকুম বোর্ডরিবনুর।

সমাচার দর্পণ।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

শ্রীযুত অর্জ মেনবেরিং সাহেব জেলা জুয়ানপুরের রেজেষ্টর।

শ্রীযুত আর এচ স্কৎ সাহেব চব্বিশপর গণার রেজেষ্টর।

শ্রীযুত এ মলোনী সাহেব জেলাবৰ্দ্ধমা নের রেজেষ্টর।

ভূমিকম্প।

সুবে অযোধ্যার সুলতানপুরহইতে ১৭ জুনের পত্র আসিয়াছে তাহাতে জানা গেল যে ১৩ জুন রাত্রিতে সেখানে ভূমি কম্প হইয়াছে ঐ ভূমিকম্প অনেক ক্ষণ প র্য্যন্ত ছিল এবং লোকেরদের ভয় জন্মা ইয়াছিল। সেখানকার অনেক বাঙ্গালা ঘর দোলায়মান হইয়াছিল এবং সিপা হীরদের ছোটং ঘরের অনেক ক্ষতি হই য়াছে তাহার পূর্ব্বে কতক দিন সেখানে অতিশয় গ্রীষ্ম হইয়াছিল ও বৃষ্টির বিন্দু পাতও হয় না।

এবং মীরজাপুর ও চণ্ডালগড়হইতে সমাচার আসিয়াছে যে ১৩ জুন তারিখে এখানে ভূমিকম্প হইয়াছিল সেই তারিখে সেই সময়ে সেখানেও ভূমিকম্প হই য়াছে এবং চণ্ডালগড়ে আরো শুনা গেল যে ভূমিকম্পের সময়ে অনেক পক্ষী একত্র হইয়া উড়িবার সময়ে যেমন শব্দ করে সেই মত শব্দ হইয়াছিল। জৌন পুরেও সেই দিন সেই সময়ে ভূমিকম্প হই য়াছে কিন্তু সেখানে কোন শব্দ হয় নাই। এবং জৌনপুরেতে তিন বার পৃথক২ কম্প হইয়াছিল।

ডক্তর রবিন্সন সাহেবের মরণ।

গত সপ্তাহে রবিন্সন সাহেব মোং কলিকাতায় মরিয়াছেন তিনি কোম্পানির চিকিৎসক ও অতিবিজ্ঞ ছিলেন তিনি অনেক২ গরীব লোকের বিনা মূল্যে রোগ প্রতীকার করিয়াছেন এবং গত বৎসরে কুষ্ঠি লোকেরদের বিনা মূল্যে চিকিৎসার কারণ যে এক চিকিৎসালয় হইয়াছে তাহার মূলীভূত ইনি ছিলেন।

রথ।

১১ আষাঢ় ২৪ জুন বৃহস্পতিবার মোং কলিকাতার পটোলডাঙ্গায় যে ব্যক্তি রথ করিয়াছিল তাহার ভ্রাতৃপুত্র রথ চাপনে মারা পড়িয়াছে। লোকের ভিড়ে সে ব্যক্তি পড়িলে রথ তাহার উপর দিয়া গেল তাহাতে তাহার হাত ও পা ও পাঁজরা ভাঙ্গিল পরে তাহাকে চিকিৎ সালয়ে লইয়া গেল চিকিৎসক অনেক চেষ্টা করিল তাহাতে সে দিন জীবৎ ছিল পর দিন সে মরিল।

এবং বহুবাজারে এক ব্যক্তি কুম্ভকার রথের নীচে পড়িয়াছিল তাহাতে তাহার এক পামাত্র ভাঙ্গিয়াছে অনুমান হয় যে সে বাঁচিতে পারে।

আর এক বালকও পড়িয়াছিল কিন্তু সে রথের চাকার মধ্যে২ যে স্থান আছে সেখানে রহিয়া সে বাঁচিয়াছে।

মোং ফারাসডাঙ্গার রথে ঐ রূপে এক জন মরিয়াছে ও মোং চিনে আকনার রথে এক জন প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

ওলাওঠা।

ভারত বর্ষের চতুর্দ্দিকহইতে সমাচার আসিয়াছে যে ওলাওঠা রোগের পুনর্ব্বার প্রাদুর্ভাব হইতেছে মোং মান্দ্রাজে প্রতি দিন চল্লিশ পঞ্চাশ জন মরিতেছে এবং বোম্বাইয়ের নিকটে বাদশাহের এক জা হাজের উপরে ঐ রোগে অনেক লোক মরিয়াছে।

সুপ্রীমকোর্ট।

১৬ জুন তারিখে সুপ্রীমকোর্টের এই বৎসরকার মিসেল খোলা গিয়াছে সেই সময়ে ঐ আদালতের দ্বিতীয় জজ শ্রীযুত সর ফ্রান্সিস মাকনাতন সাহেব এই মি সলে যে২ কর্ত্তব্য তাহা গ্রান্দজুরির নি কটে কহিলেন। তিনি অন্য২ বিষয় সং ক্ষেপে কহিলেন কিন্তু হস্তকলমের বিষয়েও মিথ্যা সাক্ষির বিষয়ে বিস্তারিত কহিলেন যেহেতুক হস্তকলমে লোক দিনে২ বাড়ি তেছে এই নিমিত্ত সেই দোষ নিবারণ অত্যাবশ্যক যেহেতুক কলিকাতা এক ম হাবানিজস্থান ঐ বানিজ্য কেবল পর স্পর লোকেরদের স্বাক্ষরে প্রত্যয় করিয়া চ লিতেছে অতএব যদ্যপি ইহার মধ্যে হস্ত কলমে প্রবিষ্ট হয় তবে সে প্রত্যয় ভঙ্গ হইয়া বানিজ্য ব্যাঘাত হইতে পারে। ইংগ্লণ্ড দেশে ব্যবস্থানুসারে হস্তকলমে ব্যক্তির ফাঁসী নিত্য দেওয়া যায় কিন্তু এ দেশে সে ব্যবস্থা নাই ও তদনুসারে সে রূপ দণ্ডও নাই কিন্তু হস্তকলমে সাবুদ হইলে পর বেঙ্কুলনে অথবা সমুদ্রের অন্য এক দূর দ্বীপে তাহাকে পাঠাইয়া দেয় কিন্তু তাহারা সেখানে পঁহুছিলে কলিকাতাহইতেও অধিক সুখে কালক্ষেপ করে অতএব সেখানে পাঠাইলে লোকের দের কিছু শাস্তি হয় না। তৎপ্রযুক্ত শ্রীযুত মাকনাতন সাহেব কহিলেন যে যদি হস্ত

কলমে ব্যক্তিকে হরিণবাড়ীতে কএদ রাখা যায় কিম্বা এমন কোন স্থান করা যায় যে সেখানে অন্য মনুষ্যের যাতায়াত না থাকে ও সেখানহইতে বাহির হইবার পথ না থাকে এমন স্থানে একাকী কএদ রাখা যায় তবে তাহারদের উপযুক্ত দণ্ড হয়।

আরো তিনি কহিলেন কলিকাতার ছোট আদালতে অনেকং কর্ম্মপুযুক্ত স কল বিষয়ের তদারক ভাল হয় না। আ ড়াই শত টাকার নীচের মোকদ্দমা সে খানে হয় সেখানে মিথ্যা সাক্ষী এত হইয়াছে যে তাহারদের সেই মুখ্য কর্ম্ম। এবং ঐ আদালতের এমন অকীর্ত্তি হই য়াছে যে যদি কেহ সেখানে সত্য সাক্ষ্য দেয় তথাপি তাহার অখ্যাতি লোকেরা করে।

—

জুয়াচোরি।

মাহেশের রথে দশ বার দিনপর্য্যন্ত লোকযাত্রা থাকে ও লোকেরা নানাপ্র কার জুয়া খেলা করে ইহা পূর্ব্বে লিখা গিয়াছে। সম্প্রতি সেখানকার এক জুয়া চুরি লিখা যাইতেছে। গত সোমবার এক ব্যক্তি আপন গ্রামহইতে পরের এক বালককে রথ দেখাইবার ছলে ভুলাইয়া বল্লভপুরের রথখোলাতে আনিল এবং ঐ বালককে সঙ্গে করিয়া এক জুয়ার দো কানে গিয়া খেলিতে বসিল। দৈবাৎ ঐ খেলাতে সে অনেক টাকা হারিল। পরে ঐত টাকা দেওনের সামর্থ্য না থাকাতে সে কহিল যে আমার সঙ্গে টাকা এত নাই আমার এই বালক তোমারদের নিকটে বন্ধক থাকিল আমি শীঘ্র টাকা আনিয়া দিয়া আপন বালককে লইয়া যাইব। সে জুয়াচোর ইহা কহিলে ঐ বালক বড় অজ্ঞান ছিল না অতএব সে কহিল যে আমি তাহার বালক নহি আ মি অন্য জাতি কিন্তু এক গ্রামে ঘর করি আমার পিতামাতাকে না কহিয়া আমাকে দুই চারি পয়সা দিয়া রথ দেখাইতে আ নিয়াছে। ইহা শুনিয়া আরং লোকেরা পুলিসের থানায় সমাচার দিয়া ঐ জুয়া চোরকে কএদ করিল। মোকদ্দমা হইলে তাহার উপযুক্ত দণ্ড হইবে। এইরূপ জুয়াচুরি রথের সময়ে অনেক হইয়া থাকে।

—

দিল্লী।

দিল্লীর পত্র আসিয়াছে তাহাতে জানা গেল দিল্লীর লোকেরা শ্রীযুত সর দেবিদ আক্তরলোনী সাহেবের মুখাপেক্ষা করি তেছে তিনি জয়পুরের বন্দোবস্ত করিয়া শীঘ্র দিল্লীতে আসিবেন। শ্রীশ্রীযুত আ পা সাহেবের বিষয় আর কিছু নিশ্চয় শুনা যায় নাই।

—

দানাপুর।

দানাপুরহইতে ১৮ জুনের পত্র আসি য়াছে তাহাতে জানা গেল যে সেখানে অনেক ইংগ্লণ্ডীয় লোক মরিতেছে এক দিনের মধ্যে সাত জনের কবর দেওয়া গিয়াছে এবং দানাপুর হইয়া পশ্চিমে যেং নৌকা যাইতেছিল তাহার অনেক লোক মরিয়াছে।

লখীপুরহইতে সমাচার আসিয়াছে যে সেখানে ২৯ মে তারিখে অতিবৃহৎ ঝড় ও বন্যা একবালে হইয়াছিল এমত ঝড় ও বন্যা পাঁচ সাত বৎসরের মধ্যে দেখা যায় নাই এবং বন্যা এমত বাড়িয়াছিল যে জোয়ারের সময়ে যে জল বৃদ্ধি হয় তাহা হইতে চারি হাত অধিক জলবৃদ্ধি হই য়াছিল। তাহাতে অনেক লোকের মৃত্যু হইয়াছে ও গোমহিষাদি পশুরদের অ নেক অপচয় হইয়াছে। বন্যা কালে ব্য ড়েতে বড়ং নৌকা নদীর সীমা ছাড়িয়া উপরে উঠিয়াছিল এবং বৃক্ষাদিতে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল পরে জল কমিলে সে সকল নৌকা সেইরূপ সেখানেই বদ্ধ আছে যাবৎ এমন বন্যা না হয় তাবৎ সে সকল নৌকা নদীতে আসিতে পারি বেক না।

—

ইংগ্লণ্ডের সমাচারপত্রের বিষয়েং।

পৃথিবীর অন্যং সকল প্রদেশহইতে ইং গ্লণ্ডে অনেক সমাচারপত্র ছাপান যায় এবং লণ্ডন শহরের তুল্য পৃথিবীর মধ্যে আর কোন শহর নাই যে সেখানহইতে এত সমাচারপত্র নির্গত হয়। এইং স মাচারপত্রের দ্বারা এই হইয়াছে যে পৃথি বীর মধ্যে যেখানে যখন যেং বিষয় উ পস্থিত হয় সে সকল বিষয় ইংগ্লণ্ডীয়ের দের নিকটে কিছুই গুপ্ত থাকে না। ইং গ্লণ্ডের সকল প্রদেশে প্রতিসপ্তাহে চারি শত তেইশ প্রকার সমাচারপত্র প্রকাশ হয় এবং প্রতিসপ্তাহে এই সকল সমা চারপত্র পাঁচ লক্ষ ফর্দ্দ ছাপা হয় এবং সম্বৎসরে দুই শত ষাটি লক্ষ ফর্দ্দ ছা পা যায়। ইহার প্রতিফর্দ্দে বাদশাহের ষ্টাম্প আছে ষ্টাম্প বিনা কেহ ছাপাইতে পারে না এবং প্রতিফর্দ্দের উপরে দুই আনা মাসুল। ইহাতে রাজকরের অধি ক বৃদ্ধি হয় ও লোকেরদেরও অনেক উপ কার। এ সকল ব্যতিরিক্ত আরো সেখান কার লোকেরা আপনং ইচ্ছানুসারে রাজ কর্ম্ম বিষয়ে ভদ্রাভদ্র ছাপাইয়া প্রকাশ করে। এই প্রকারেও অনেকং কাগজ ছাপা যায়।

—

ঘোড়ার শীঘ্র গতি।

ইংগ্লণ্ড দেশে গত বৎসর এক ঘোড়ার চলন বিষয়ে বাজী হইয়াছিল তাহাতে

এক জনের ঘোড়া দুই পল কম চারি দণ্ডে দশ ক্রোশ চলিয়াছে ইহাতে ঐ ব্যক্তির প্রভু বাজির বাজীতে জয়ী হইয়া বাজীর টাকা পাইয়াছে।

গর্দ্দভের বুদ্ধি।

ইংগ্লণ্ড দেশে এক চোর এক জনের গর্দ্দভ চুরি করিয়া লইয়া অন্যের বাটীতে গিয়া তাহার কতক ভুষি দ্রব্য চুরি করিয়া ঐ গর্দ্দভের ওপরে বোঝাই করিয়া আপন ঘরে আসিতেছিল। পথে ঐ সুবোধ গর্দ্দভ সে চোরের নিকটহইতে পলাইয়া শীঘ্র আপন মুনিবের ঘরে গেল। সে ব্যক্তি আপন গর্দ্দভের ওপরে বোঝাই করা তত দ্রব্য পাইয়া যাহার দ্রব্য তাহাকে দিল।

আশ্চর্য্য জীবন।

তিন চারি বৎসর হইল জর্ম্মানি দেশে এক যুদ্ধে এক জন সিপাহী গুলির দ্বারা আঘাতী হইয়াছিল পরে এগার মাস পর্য্যন্ত বাঁচিয়াছিল কিন্তু তাহার মস্তকের মধ্যে মধ্যে২ বেদনাহইত এগার মাস পরে তাহার মৃত্যু হইলে তাহার মস্তকের মজ্জার মধ্যে এক গুলি পাওয়া গেল অতএব এই অত্যাশ্চর্য্য যেহেতুক এগার মাস পর্য্যন্ত এমত গুলি মস্তকের মধ্যে থাকিলেও লোক বাঁচে।

জর্ম্মানি দেশ।

জর্ম্মানি দেশে এক জন অতিদুঃখী তাঁহার তিন পুত্র ছিল সে এমন অনুতুল্য গ্রস্ত যে বিনা আহারে মধ্যে২ দিনপাত করিত। এক দিন সে ব্যক্তি ঐ শহরস্থ আপন সহোদর ভ্রাতার নিকটে গিয়া কহিল যে আজি আমার ঘরে আহারীয় দ্রব্য কিছু নাই তৎপ্রযুক্ত আমার তিনটী শিশু বালক দুঃখ পাইতেছে। ইহা শুনিয়া তাহার ভ্রাতা তাহাকে আপন স্ত্রীর নিকটে যাইতে কহিল। পরে সে আপন ভ্রাতৃস্ত্রীর নিকটে গেল। ঐ স্ত্রী আপন স্বামীর ভ্রাতাকে আসিতে দেখিয়া আপন ঘরে কপাট বন্ধ করিল। ইহা দেখিয়া ঐ ব্যক্তি লজ্জা ও খেদ ও দুঃখেতে মগ্ন হইয়া মনে বিবেচনা করিল যে ভাল আপন পুত্রেরদিগকে আহার দিতে পারিলাম না সংহার দি। ইহা কহিয়া তিনপুত্রেরদিগকে একত্র বান্ধিয়া এক কূপের মধ্যে ফেলিয়া দিল ও পশ্চাৎ আপনিও কূপের মধ্যে পড়িয়া চারি জন তৎক্ষণাৎ মরিল। তাহার ভ্রাতা আপন স্ত্রীর নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে আমার ভ্রাতা আসিয়াছিল তাহাকে আহারীয় সামগ্রী কিছু দিয়াছ। সে কহিল যে আমি তাহাকে আসিতেও দি নাই। ঐ ব্যক্তি ইহা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া আপন ভ্রাতার নিকটে তাহারদের দ্বিগুণ আহারীয় সামগ্রী পাঠাইল। পরে শুনিল যে তাহারা ঐ রূপে সকলে মরিয়াছে। ইহাতে অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সকল অনর্থের কারণ আপন স্ত্রীকে আনিয়া তাহাকে গুলির দ্বারা মারিয়া ফেলিল। ইহাতে আদালতে তাহার মোকদ্দমা হইল তাহাতে সে ব্যক্তির ফাঁসী হইবেক।

শিল্পকর্ম্ম।

পৃথিবীর স্বাভাবিক উৎপন্ন বস্তু শিল্পকর্ম্মদ্বারা কিপর্য্যন্ত বহুমূল্য হয় এবং তাহাতে কত লোকের কর্ম্ম হয় এবং পৃথিবীর ওপরে কত দূরপর্য্যন্ত ভ্রমণ করে তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ কহা যাইতেছে।

লণ্ডন শহরের মধ্যে এক টুকরা অতি মেহি কাপড় বিক্রয়ের নিমিত্ত লোকেরদের কাছে আনা গেল তাহার ওজন আদ শের তাহার প্রস্তুত করিবার বৃত্তান্ত এই। প্রথম ভারতবর্ষহইতে তুলা আইল পরে ইংগ্লণ্ডে মাঞ্চেষ্টর নগরে ঐ তুলার সুতা কাটা গেল এবং সেখানহইতে স্কটলণ্ড দেশের পেসলিনামে গ্রামে সেই সুতার কাপড় বুনা গেল এবং সেখানহইতে অন্য কোন গ্রামে গিয়া ঐ কাপড়ে ফুল প্রভৃতি করা গেল পরে সেখানহইতে পুনর্ব্বার পেসলিতে আসিয়া অন্য গ্রামে ক্ষারদ্বারা তাহার ধোলাই হইল। সেখানহইতে গ্লাসগো নামে শহরে লইয়া গিয়া তাহার শেষ সংস্কার করা গেল পরে সেখানহইতে গাড়ীদ্বারা লণ্ডনে গিয়া বিক্রীত হইল। এইপ্রকারে ভারতবর্ষহইতে যাওয়া অবধি লণ্ডন নগরে কাপড় বিক্রয় হওয়াপর্য্যন্ত তিন বৎসর লাগিল এবং যৎকিঞ্চিৎ তুলা শেষপর্য্যন্ত প্রস্তুত হইতে সমুদ্র পথে আটাই হাজার ক্রোশ ও ভূমি পথে পাঁচ শত ক্রোশ গমনাগমন করিল এবং ক্রমে২ দেড় শত লোকের হস্তগত হইল। ঐ তুলার যে ওজনে যে মূল্য স্থির ছিল তাহার ওপরে কেবল শিল্পকর্ম্মদ্বারা সেই ওজনে তাহার মূল্য দুই হাজার গুণ বাড়িল।

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতি সপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে২ এক টাকা। যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাঁহার নিকটে সমাচার দর্পণ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক।—

সমাচার দর্পণ

৬০ সংখ্যা   শনিবার। ১০ জুলাই সন ১৮১৯। ২৭ আষাঢ় সন ১২২৬।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা পাঁচ আনা ডিষকৌণ্ট। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা নয় আনা ডিষকৌণ্ট।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

১০	জুলাই	শনিবার	২৭	আষাঢ়
১১	ঐ	রবিবার	২৮	ঐ
১২	ঐ	সোমবার	২৯	ঐ
১৩	ঐ	মঙ্গলবার	৩০	ঐ
১৪	ঐ	বুধবার	৩১	সংক্রান্তি
১৫	ঐ	বৃহস্পতিবার	১	শ্রাবণ
১৬	ঐ	শুক্রবার	২	ঐ

জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার।

অনেক লোকের জমীন সামিল জেলাহায় রোজ ও তারিখ সকল মাফিক নীচের তপশীল প্রকাশ আছে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমা ও জমীনের কৈফীয়ত বোর্ডরিবনুর সাক্রটারি দপ্তরখানায় অথবা জেলাহায় কালেক্টরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

সরকারের বাকী এওয়জহ আদায় কারণ।

মেদিনিপুর বৃহস্পতিবার সন ১৮১৯ ২২ জুলাই ইং সন ১২২৬ ৮ শ্রাবণ বাং বোর্ডরিবনুর সেক্রটারি দপ্তরখানায়।

রাজসাহী বৃহস্পতিবার ২৯ জুলাই সন ১৮১৯ ইং ১৫ শ্রাবণ সন ১২২৬ বাং বোর্ডরিবনুর সেক্রটারি দপ্তরখানায়।

সরকারের বাকী এওয়জহ আদায় কারণ।

মেদিনিপুর ও চব্বিশ পরগনা বৃহস্পতিবার ২২ জুলাই সন ১৮১৯ ইং ৮ শ্রাবণ সন ১২২৬ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

রাজসাহী ও চাটিগ্রাম বৃহস্পতিবার ২৯ জুলাই সন ১৮১৯ ইং ১৫ শ্রাবণ সন ১২২৬ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

ইতি তারিখ ২২ জুন সন ১৮১৯ বোর্ডরিবনুর হুকুমে।

অনেক লোকের জমীন সামিল জেলাহায় রোজ ও তারিখ সকল নীচের তপশীল মাফীক প্রকাশ আছে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমা ও জমীনের কৈফিয়ত বোর্ডরিবনুর সেক্রটারি দপ্তরখানায় অথবা জেলাহায় কালেক্টরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

রাজসাহী বৃহস্পতিবার সন ১৮১৯ ইং ১৯ আগষ্ট সন ১২২৬ ৪ ভাদ্র বাং বোর্ডরিবনুর সেক্রটারি দপ্তরখানায়।

বর্দ্ধমান বৃহস্পতিবার সন ১৮১৯ ১২ আগষ্ট ইং সন ১২২৬ ২৯ শ্রাবণ বাং বোর্ডরিবনুর সেক্রটারি দপ্তরখানায়।

সরকারের বাকি আদায় কারণ।

বর্দ্ধমান বৃহস্পতিবার সন ১৮১৯ ১২ আগষ্ট ইং ২৯ শ্রাবণ সন ১২২৬ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

ইতি তারিখ ৬ জুলাই সন ১৮১৯ ইং বোর্ডরিবনুর হুকুম।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে।

যে ১০০০ এক হাজার রিম পাটনাই কাগজ সরবরাহ কারণ কনট্রাক্টর দরখাস্ত যে কেহ করিবেক দরখাস্তের খামে মোহর করিয়া ও শিরনামায় কাগজের দরখাস্ত এমত লিখিয়া লাগাইদ ২০ জুলাই আগামী পর্য্যন্ত ঘণ্টা আপীসের মোক্তিয়ারি কার শুপরেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট দরখাস্ত দাখিল করিতে হইবেক মাফিক তফসীল।

১ দফা। কাগজের রকম নমুনা মাফিক দিতে হইবেক ঐ নমুনা মোকাম আলিপুরে ঘণ্টা আপীসে দরখাস্ত করিলে দেখিতে পাইবেক।

২ দফা। একরারি লিখনে সহি করনের পর অর্দ্ধেক ৫০০ পাঁচ শত রিম আমদানি আরম্ভ পাঁচ দিবসের মধ্যে করিতে হইবেক বাকী অর্দ্ধেক ৫০০ পাঁচ শত রিম দাঁড়া মতে দুই মাস অন্তে দাখিল করিতে হইবেক।

৩ দফা। দরখাস্তের সহিত এক একরারি লিখন এক মাতবর লোকের দস্তখতে দাখিল করিতে হইবেক কারণ ঐ মাতবর লোক কবুল রাখেন যদ্যপি কনট্রাক্টর অন্য মত করে কিম্বা গাতরা করে তবে ঐ মাতবর লোক দায়িক হইবেক।

৪ দফা। কনট্রাক্টর তৃতীয় অংশের এক অংশ টাকা একরারনামা দস্তখত হইলে কনট্রাক্টরকে দেওয়া যাইবেক আর বাকী তৃতীয় অংশের দুই অংশ টাকা কনট্রাক্ট বেবাক সরবরাহ হইলে দেওয়া যাইবেক।

৫ দফা। শুপরেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব যে সকল কাগজ নমুনার ও মাপে নীরস মালুম করিবেন তাহা ফিরাইয়া দিবেন হুকুম বোর্ডরিবনুর।

লবণ বিক্রয়ের ইস্তাহার।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে সন ১৮১৯ সাল ইস্তক ১৩ জুলাই বাং সন ১২২৬ সাল ৩০ আষাঢ় মঙ্গলবার এবং তাহার পর যে তক সকল বিক্রয় হয় মোং কলিকাতায় একশেওয়ধরে নিলামে বিক্রয় হইবেক মওয়াজি ১২০০০০০ মোন নমক ফি লাট ১০০০ মোনের হইবেক ওজন ৮২ বিরাশী সিক্কা ফি লাট ১ এক টাকা বায়না দিয়া সওদা পাকা করিবেক।

জেলা নমক	পেষগী পেষগী টাকার কাগজ রোক মুদ্দত
হিজলী	২৮০০০০
তমলোক	১৭০০০০

সমাচার দর্পণ।

জেলা	নমক	পেষগী কাগজ	পেষগী রোক	টাকার মুদ্দত
২৪পরগনা	২০০০০০	নমকের দামের উপর ফি শত ২০ কুড়ি টাকা।	নমকের দামের উপর ফি শত ১০ টাকা।	নিলামের শেষ দিবসের পর দুই মাস।
ভুলুয়া	১১২০০০০			
চট্টগ্রাম	৩০০০০			
সালিখা	০			
কটকপাঙ্গা	১৬৪০০০			
কটক করকচ	৫০০০০			
মান্দরাজ				
পরিমিট	১৮৫৮০৭			
ক্রোকী	১৯৩			
	১১২০০০০০			

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে।

ইম শন ১৮১৯ সালের চারি নিলামে ৪৮০০০০০ লক্ষ মোনের বেশী নমক বিক্রয় হইবেক না। নীচের তফশীল মাফিক মার্চ ও মে ও জুলাই ও সেতম্বর মাহাতে সুরু হইবেক।

১ নিলাম সুরু	১৮১৯ ৯ মার্চ	১১০০০০০	মোন
২ নিলাম সুরু	ঐ ১১ মে	১২০০০০০	ঐ
৩ নিলাম সুরু	ঐ ১৩ জুলাই		
৪ নিলাম সুরু	ঐ ২০ সেতম্বর	২৫০০০০০	ঐ
		৪৮০০০০০	

কাপড় বিক্রয়ের ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে।

১৮১৯ সাল ১২ জুলাই সোমবার এগার ঘড়ির সময় কোম্পানির খাতাবাটী পুরানা কুটীর ভিতর নীরস ও দাগী রেসমী কাপড় সুতার কাপড় রেসম ও রুই দিগর হরেক রকম জিনিষ নিলামে বিক্রয় হইবেক নীচে বেওয়ারা লেখা যায়।

	নীরস থান	দাগী থান	একুন থান
মোং কাশীমবাজার			
হররকম	৭৪৫	১০৮৫	১৮৩০
লখীপুর সুতার কাপড়			
হররকম	০	১১৪৫	১১৪৫
মোং বারানস			
হররকম	৪৯	৪৬০	৫০৯
মোং চাটীগ্রাম			
হররকম	০	৭২২	৭২২
মোং পাটনা			
হররকম	৩৮২৬	৮৬৯	৪৬৯৫
জুমলা থান রেসম ফেলেটর	৩৮৭৫	৩১৯৬	৭০৭১

মোং ফেরত খাতার ফেরত	মোং	দাগী	একুন
মোং জঙ্গীপুর			
১৪৬৩৬	০	০	১৪৬৩৬
মোং রাধানগর			
০	৬৮।/	৪।৩।।৶	৫।২
ওজন কুটী মন			
১৪৬৩৬	৬৮।/	৪।৩।।৶	২০/৫৬

ইষ্টাও	মনকুটী
রুই মোং ফেরত	৪০/ মোন
গাটীবন্দী রুই	১/ টী
বেটন টুকরা	২৮৯ থান
মোমজামা টুকরা	১১৩ থান
ভাঙ্গা বাক্স কাশীমবাজার	১০ টী
পুরানা ত্রেপাল	১০ থান
ভাঙ্গা শিশা	৩ টী
পুরানা লোহার হপ	১ লাট
গেঁচের কাষ্ঠ ঢাকাহইতে আইসে	৫ থান
পুরানা কপাট মোরা গুদাম	১ লাট
পুরানা মোরার থৈলা	২৫০ টী

সমাচার দর্পণ।

ইংগ্লণ্ডের মহাবাঙ্ক।

ইংগ্লণ্ড রাজ্যের এক বাঙ্ক আছে তাহার নাম ইংগ্লণ্ডের বাঙ্ক সে বাঙ্ক ইংগ্লণ্ডের মধ্যে সকল বাঙ্কহইতে বড় সে বাঙ্কের অনেক নোট বাজারে চলে চল্লিশ টাকার ঊর্দ্ধের নোট পোনর কোটি তিরানব্বই টাকা পর্য্যন্ত বাজারে চলিতেছে। এবং চল্লিশ টাকার নীচে আট কোটি পচিশ লক্ষ টাকার নোট পর্য্যন্ত বাজারে চলে। সর্ব্ব সুদ্ধ চব্বিশ কোটি আটার লক্ষ টাকার নোট ইংগ্লণ্ড দেশে বাজারে চলিতেছে। এই মহাবাঙ্ক এক শত বিশ বৎসরের অধিক স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে এগার শত জন কেরানি প্রতিদিন হাজীর হইয়া লিখা পড়া করে। এই বাঙ্কের তেইশ হাজার মিথ্যা নোট ধরা পড়িয়াছে।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

শ্রীযুত কাপ্তান জন কানিংসাহেব হয়দরাবাদের অন্তঃপাতি আওরঙ্গাবাদে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের পক্ষীয় উকীল।

বাঙ্গালবাঙ্ক।

৩ জুলাই তারিখে বাঙ্গালবাঙ্কের সে কুটারি শ্রীযুত মারলি সাহেব ইস্তাহার দিয়াছেন যে গত ছয় মাসের কারণ বাঙ্গালবাঙ্কেতে যাহারদের টাকা আছে তাহারা শতকরা নয় টাকার হিসাবে সুদ পাইবেক অর্থাৎ প্রত্যেক দশ হাজারি ভাগের সুদ চারি শত পঞ্চাশ টাকা।

সুমাত্রা উপদ্বীপ।

সুমাত্রা উপদ্বীপ পূর্ব্ব কালে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের কর্ত্তৃক অত্যল্প জ্ঞাত ছিল সেখানে যে ইওরোপীয় লোকেরদের বসতি সে কেবল সমুদ্রের তীরে ছিল সে উপদ্বীপের মধ্যে কেহই প্রবেশ করেন নাই কিন্তু যখন গত

বৎসরে শ্রীযুত সর তামস রাফল্স সাহেব সেখানে বড় সাহেবি কর্ম্মে অভিষিক্ত হইলেন তখন তিনি সেখানে পঁহুছিয়া ইচ্ছা করিলেন যে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঐ দেশ দেখেন। পরে তিনি ঐ সুমাত্রা উপদ্বীপের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিন হাজার ক্রোশ পদব্রজে চলিলেন এবং সে দেশ ভ্রমণ করিয়া দেখিলেন যে ঐ দেশ লোকেতে পরিপূর্ণ ও সেখানে অনেক বহুমূল্য ধাতুর আকর আছে পূর্ব্ব কালে সে উপদ্বীপের মধ্যস্থলীয় লোকেরা ইঙ্গ্লণ্ডীয়েরদের বসতি স্থানে স্বর্ণ ও কর্পূর ইত্যাদি বিক্রয়ার্থে আনিত সে দ্রব্য কোথাহইতে আনিত তাহা পূর্ব্বে জানা ছিল না। ঐ বড় সাহেব দেখিলেন যে মীনাং কাবু নামে এক মহারাজধানী ও তাহার চতুর্দ্দিকে দশ ক্রোশের মধ্যে দশ লক্ষ লোকের বসতি এমন সে দেশ লোকেতে পূর্ণ। এখন তাহারদের সহিত ইঙ্গ্লণ্ডীয়েরদের বাণিজ্য সুন্দর মত চলিতে পারে যেহেতুক ইঙ্গ্লণ্ডে উৎপন্ন দ্রব্য তাহারদের প্রার্থনীয় ও সেখানে উৎপন্ন দ্রব্য অর্থাৎ টাকা ইঙ্গ্লণ্ডীয়েরদের প্রার্থনীয়।

পঞ্জাব।

হিন্দুস্থানের মধ্যে এমত জনরব হইতেছে যে আগামী শীত কালে পঞ্জাবের রাজার সহিত ইঙ্গ্লণ্ডীয়েরদের যুদ্ধ হইবেক। এই সমাচার নিশ্চয় জানা যায় নাই।

সাজা বারণ।

পল্টনের গোমানসিংহ নামে এক জন সিপাহী আপন পুত্রের বিবাহার্থ আপন ঘরে যাইতে সেনাপতির নিকটে বিদায় চাহিয়াছিল। তাহাতে সেনাপতি বিদায় দিতে অসম্মত ছিলেন না কিন্তু বিদায় করিতে কাল বিলম্ব করিয়াছিলেন। তৎপ্রযুক্ত ঐ গোমানসিংহ বিলম্ব সহিতে না পারিয়া সেনাপতির সম্মতিবুঝিয়া তাহাকে না কহিয়া আপন বাটীতে গিয়াছিল। পরে আপন পুত্রের বিবাহ দিয়া আইল। তাহাতে সেনাপতি মোকদ্দমা করিয়া তাহার অপরাধ নিশ্চিত করিয়া তাহার সাজা নয় শত বেত স্থির করিলেন যেহেতুক সৈন্যের মধ্যে এমত ব্যবস্থা আছে যে ব্যক্তি সেনাপতিকে না কহিয়া অন্যত্র যায় তাহার এমত সাজা নিরূপিত আছে। পরে সেনাপতি ঐ সাজার বিষয় শ্রীশ্রীযুতের নিকটে রিপোর্ট করিলে তিনি সুন্দর মত বিবেচনা করিলেন যে ঐ গোমানসিংহ যদি না যাইত তবে ইহার পুত্রের বিবাহ ব্যাঘাত হইত তাহাতে ইহার কৌলিক মর্য্যাদা হানি হইত এবং সেনাপতির এ বিষয়ে অসম্মতিও ছিল না এবং যখন এ ব্যক্তি গিয়াছিল তখন সকলের সাক্ষাৎকারে গিয়াছিল এইপ্রযুক্ত ইহার কোন মতে নয় শত বেত সাজা হইতে পারে না বরং যত দিন ছাওনি ছাড়া হইয়া বাহিরে ছিল তত দিনের মাহিয়ানা পাইতে পারিবে না। শ্রীশ্রীযুত এই সুবিবেচনা করিয়া ঐ গোমানসিংহকে ঐ সাজাহইতে রক্ষা করিয়াছেন।

গান।

ইঙ্গ্লণ্ড দেশে এমন এক স্থান আছে যে সেখানে নানা প্রকার গান ও বাদ্যপ্রভৃতি হয় সেখানে যাইয়া গানাদি শ্রবণ করণ আমোদ করিবার কারণ অনেক ভাগ্যবান লোকেরা টাকা দেন ও উপযুক্ত সময়ে সেই ঘরে অনেকে একত্র হইয়া গান বাদ্যাদি শ্রবণ করেন। ইওরোপ দেশে এমন গায়িকা এক স্ত্রী আছে যে তাহার মত গায়িকা যে পূর্ব্বে ছিল এমন প্রায় স্মরণে আইসে না ইওরোপে এমন বাদশাহ প্রায় নাই যে তাহার গান আদরপূর্ব্বক না শুনিয়াছেন। সেই ঘরের কর্ত্তারা ঐ গায়িকার নিকটে কহিয়া পাঠাইলেন যে তুমি আমারদের এই স্থানে কত বেতন পাইলে আসিতে পার। সে উত্তর করিল যে আমি বৎসর আট চল্লিশ হাজার টাকা নগদ ও সেখানে যাবৎ থাকিব তাবৎ চড়িবার কারণ এক গাড়ী ও ভাগ্যবান্ লোকের উপযুক্ত ভোজনীয় দ্রব্য ইহা পাইলে তোমারদের নিকটে যাইতে পারি। ঘরের কর্ত্তারা এত টাকা দিতে অসমর্থ হইল তৎপ্রযুক্ত সে সেখানে আইল না।

বাণিজ্য।

এই বৎসর কলিকাতায় অত্যল্প তুলা আমদানী হইয়াছে। লোকেরা তাহার কারণ এই স্থির করিয়াছিল যে মাথাভাঙ্গা খাল বন্ধ ছিল কিন্তু এখন মাথাভাঙ্গা খোলা গিয়াছে তথাপি তুলা আমদানী আর হইল না ইহাতে বুঝা যায় যে সে অঞ্চলে তুলার ফসল অল্প হইয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতায় তুলার মোন ঊনিশ টাকা হইয়াছে। যে তুলা এ বৎসর এ দেশে আসিয়াছে তাহাতে এদেশের খরচে কুলাইবে না অন্য দেশে পাঠাইবার কথা কি। যত তুলা পশ্চিম দেশহইতে কলিকাতায় আসিতেছে সে সকল কলিকাতাপর্য্যন্ত প্রায় পঁহুছে না পথেই বিক্রয় হইতেছে। বোম্বাইতেও এই মত তুলা মহার্ঘ্য হইয়াছে।

সম্প্রতি চিনি ও তণ্ডুলের মূল্য কিঞ্চিৎ অল্প হইয়াছে ও আফীমের মূল্য কিছু অধিক হইয়াছে ও নীলের দাম এক শত

চল্লিশ অবধি এক শত পঁয়তাল্লিশপর্য্যন্ত মোনকরা তাঁবা এক শত দশ অবধি এক শত বিশপর্য্যন্ত মোনকরা চলিতেছে।

বিলাতি জিনিসের দাম দিনেং বাড়িতেছে যে রূপ পূর্ব্বে বিলাতি জিনিস আমদানী হইত সে রূপ আর হয় না সে রূপ আর এখানে আসিবে না বুঝা যায়।

১ জুলাই মোং কলিকাতার একইশ জাহাজ বিলাতে যাইবার কারন প্রস্তুত ছিল। সাতচল্লিশ জাহাজ ভাড়া কিম্বা বিক্রয় কারন প্রস্তুত আছে।

আশীরগড় ও আগরার কেল্লা।

আশীরগড় ও আগরার কেল্লার বিষয়ে শ্রীশ্রীযুত এই আজ্ঞা করিয়াছেন যে ঐ দুই কেল্লাতে দুই জন কেল্লাদার অবশ্যং সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিবেক তাহারদের দরমাহা প্রতিজনের পাঁচ শত টাকা করিয়া দেওয়া যাইবেক।

নেপাল।

২৪ জুনপর্য্যন্ত মোং নেপালে বার্ষিক বৃষ্টি হয় নাই ও সে দেশে পুনর্ব্বার ওলাওঠা রোগের আগমন হইয়াছে। এবং এতদ্দেশে যে ভূমিকম্প হইয়াছিল সে ভূমিকম্প সেই তারিখে সেই সময়ে সেই দণ্ডে নেপালের রাজধানী শহর কাটমণ্ডুতেও হইয়াছে।

প্রয়াগ।

প্রয়াগ তীর্থ হিন্দু লোকেরদের অতি মান্য স্থান। অকবর শাহ বাদশাহ পোনর শত একাশী সনে যখন বাঙ্গালা দেশ আয়ত্ত করিতে আসিতেছিলেন তখন ঐ প্রয়াগে গঙ্গা ও যমুনা ও সরস্বতী এই তিনের সঙ্গম স্থানের ওপরে প্রস্তরদ্বারা দৃঢ় গ্রথিত করিয়া এক অতি চমৎকৃত কেল্লা করিলেন ও তাহার মধ্যে আপন ঐশ্বর্য্যানুসারে আপন বসতির কারন অতিমনোরম শ্বেত প্রস্তরময় এক পুরী নির্ম্মাণ করিলেন ঐ পুরীতে তিনি বারটা পৃথক্ং মহল করিলেন এবং প্রতিমহলের সম্মুখে একং ফোআরা নির্ম্মিত হইল এবং প্রস্তরদ্বারা গ্রথিত এমত সুন্দর নরদামা করা গেল যে ঐং ফোআরাহইতে জল ওঠিয়া ঐ পুরীর প্রতি ঘরের দ্বারে নরদামাদ্বারা যাইত তাহাতে সেখানকার সকল লোকের জলের কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইত এবং প্রতিমহলের সন্নিধ্য মত চাকরপ্রভৃতির বাস স্থান প্রতিমহলের পশ্চাৎ ভাগে নিরূপিত করা গেল। এইরূপ সকল মহল হইল। কেল্লার পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে পৃথক স্নানের স্থান ছিল সেখানে স্নানের জন্যে দুই কুঠরী ও স্নান করিয়া বস্ত্রাদি পরিধান করিতে ছয় কুঠরী ছিল প্রত্যেক কুঠরীর ওপরে থোলান ও ওপরে একং ঝরোকা ছিল তাহার দ্বারা আলো আসিত ও ঐ কুঠরীর মধ্যে এমত চুনকাম করা যে সে অতিমেচ্ছ ও সে নানা প্রকার রঙ্গমিশ্রিত। এবং ঐ দুই কুঠরীতে ফোআরাদ্বারা জল ওঠিত তাহাতেই স্নান হইত কোন স্থানে প্রস্তর দ্বারা উষ্ণ জল ফোআরাতে ওঠিত সে জলে স্নানের ইচ্ছা হইলে স্নান করা যাইত এবং প্রতিমহলের পরস্পর যে পথ ছিল সে পথ উচ্চ বিশ হাত ও চৌড়া সাত হাত সে বার মহল পৃথক্ং তথাপি মধ্যেং পথের দ্বারা বার মহল পরস্পর সংলগ্ন। এবং ঐ পুরীর ওপরে ওঠিবার পথ ছিল তাহার দ্বারা ওপরে ওঠিয়া চতুর্দ্দিকের নানা শোভা অতিশয় দেখা যাইত। এবং সে পুরীর মধ্যে এক গুম্মেজ পচিশ হাত উচ্চ আছে সে অতি উচ্চ তাহাতে প্রাচীন সংস্কৃত কথা খোদা আছে এবং আর এক প্রকার অক্ষর লিখা আছে তাহা এখন কেহই পড়িতে পারে না। এবং তাহাতে একস্থানে পারসী অক্ষরে লিখা আছে যে তৈমুরবেগ অবধি শাহ অকবর পর্য্যন্ত যেং বাদশাহ যত কাল দিল্লীর বাদশাহী করিয়াছেন। লোকে কহে যে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের এক সন্তান রাজা যমুনালী তিনি এই গুম্মেজ করিয়াছিলেন। পরে জেলা কোরাতে কমলকরারা নামে এক কেল্লাতে ঐ গুম্মেজ ছিল তখন সে অতি উচ্চ ছিল কালক্রমে ঐ গুম্মেজ তিন ভাগ হইয়া পড়িয়াছিল সেখানহইতে অকবর শাহ প্রয়াগের কেল্লাতে আনিলেন। সেখানে এক বৈঠকখানা করিয়াছিলেন তাহার নাম চল্লিশছতুন অর্থাৎ চল্লিশটা স্তম্ভদ্বারা গ্রথিত এবং ঐ বৈঠকখানার নীচ স্থান অতিশীতল সেখানে গ্রীষ্ম কালে বৈঠক করিতেন সে নীচের ঘর স্বভাবতো মৃত্তিকাহইতে নীচ। এবং সে কেল্লার মধ্যে এক বট বৃক্ষ আছে তাহাকে অক্ষয় বট কহে। অকবর শাহ ঐ অক্ষয় বটের স্থানে এক পথ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন কিন্তু হিন্দু লোকেরদের অনুরোধে তাহা করিলেন না। সেই অক্ষয় বটের নিকটে অনেকং মূর্ত্তি আছে সে অকবরের কালে ছিল না অনুমান হয় যে পরে লোকেরা আনিয়া রাখিয়াছে।

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহেং কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসেং এক টাকা। যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকটে সমাচার দর্পণ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক।

সমাচার দর্পণ

৬১ সংখ্যা শনিবার। ১৭ জুলাই সন ১৮১৯। ৩ শ্রাবণ সন ১২২৬।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা ছয় আনা ডিষকৌণ্ট। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা দশ আনা ডিষকৌণ্ট।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

১৭	জুলাই	শনিবার	৩	শ্রাবণ
১৮	ঐ	রবিবার	৪	ঐ
১৯	ঐ	সোমবার	৫	ঐ
২০	ঐ	মঙ্গলবার	৬	ঐ
২১	ঐ	বুধবার	৭	ঐ
২২	ঐ	বৃহস্পতিবার	৮	ঐ
২৩	ঐ	শুক্রবার	৯	ঐ

জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার।

অনেক লোকের জমীন জারিজ জেলাহায় রোজ ও তারিখ সকল নীচের তপশীল মাফীক প্রকাশ আছে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমা ও জমীনের কৈফিয়ত বোর্দরিবনুর সেক্রেটারি দপ্তরখানায় অথবা জেলাহার কালেক্টরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

রাজসাহী বৃহস্পতিবার সন ১৮১৯ ইং ১৯ আগষ্ট সন ১২২৬ ৪ ভাদ্র বাং বোর্দরিবনুর সেক্রেটারি দপ্তরখানায়।

বর্দ্ধমান বৃহস্পতিবার সন ১৮১৯ ১২ আগষ্ট ইং সন ১২২৬ ২৯ শ্রাবণ বাং বোর্দরিবনুর সেক্রেটারি দপ্তরখানায়।

জরুকাসের বাকি আদায় কারণ।

বর্দ্ধমান বৃহস্পতিবার সন ১৮১৯ ১২ আগষ্ট ইং ২৯ শ্রাবণ সন ১২২৬ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

ইতি তারিখ ১ জুলাই সন ১৮১৯ ইং বোর্দরিবনুর হুকুমে।

শ্রীযুত নওয়াব প্রবলপ্রতাপাগবরনর জানরেল বাহাদুরের কৌনসেলের মজলিসের সন ১৮১৯ সালের ২৮ মে তারিখের প্রকাশিত হুকুম মতাবক ও সাহেবান আলিসান বোর্দরিবনুর হুকুমানুসারে শহর কলিকাতার সকল বাসিন্দা লোকের জানিবার কারন ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে নীচের লিখিত শহর মজকুরের মতালক ডিহি হায়ের খেরাজী জমীনের মালিকানের বেহেতরি ও হিতের পর নজর করিয়া ঐ সকল মালিকান মজকুর পাট্টা ওগয়রহ দস্তাবেজাতের দ্বারায় সরকারের খাজানা আদায় সুরতে যে সকল জমী তাহারদিগের দখলে আছে এইক্ষণে এমন নির্দ্ধার্য্য করা গেল যে ১৫ সালের সনের খাজানা কিম্মত নকদ সরকারে লইয়া জমী মজকুরানের লাখেরাজী সনন্দ মালিকানকে দেওয়া যায় অতএব যে কেহ লাখেরাজী সনন্দ লইবার বাসনা উপরির লিখিত মতানুসারে আর যে কেহ খাজানা আদায় ও পাট্টা বহাল রাখনের ইচ্ছা সাবেক দস্তুর মত রাখে উহারদিগের উচিত যে আপনং সম্মতির দরখাস্ত এক প্রার্থনা সম্বলিত শহর মজকুরের কালেক্টর সাহেবের হজুরে দাখিল করে।

১ ডিহি বাজার কলিকাতা।	১
২ ডিঃ আওল কলিকাতা।	১
৩ ডিঃ দুয়ম কলিকাতা।	১
৪ ডিঃ আড়পুলি মেওয়ায়।	
ডিং খীদিরপুর।	১
৫ ডিঃ শিমলিয়া।	১
৬ তাং সুতালুটি ওগয়রহ।	১
৭ সাহেবান বাগিচা মতালকে শহর কলিকাতা।	১
৮ ডিঃবুজী মতালকে শহর কলিকাতা।	১
৯ ডিঃ ইটালি মতালকে কলিকাতা।	১

ইতি তাং ২ মাহ জুলাই সন ১৮১৯ ইং বোর্দরিবনুর হুকুমে।

সমাচার দর্পণ।

শ্রীশ্রীযুত মহ্লাররাও হোলকারের বিবাহ।

৩ মে তারিখে মোং ইণ্ডোর শহরে শ্রীশ্রীমতী চান্দা বাইয়ের সহিত শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মহ্লাররাও হোলকারের বিবাহ হইয়াছে। সে সময়ে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের ওকীল সাহেব ও শ্রীযুত সর জন মালকম সাহেব ও অন্যং সেনাপতি সাহেবেরা ঐ মোকামে একত্র হইয়া সভাতে শ্রীশ্রীযুত মহ্লাররাওকে ও তাহার মাতা কিশোরী বাইকে ও তাহার পূর্ব্ব স্ত্রী ক্রিষ্ণা বাইকে ও তাহার ভাবি স্ত্রী চান্দা বাইয়ের নামে অনেকং যৌতুক দিলেন। পরে সভাইতে ঐ সাহেব লোক সুদ্ধ মহারাজ কন্যা কর্ত্তার বাটীতে গেলেন সেখানে গিয়া বাহিরে কোন উৎকৃষ্ট ঘরে সাহেব লোকেরদের বৈঠক হইল। মহারাজ অন্তঃপুরে গেলেন সেইখানে বিবাহ হইল। সেখানকার ব্যবহার আছে যে অন্য লোকে দেখিতে না পায় এই জন্যে বরকন্যার উপরে বস্ত্র দ্বারা আবরণ করে এবং সেই সময়ে কন্যা বরের কণ্ঠে পুষ্পমালা প্রভৃতি দেয় ও পরস্পর দর্শন হয়। কিন্তু এই বিবাহে বরহইতে কন্যা জাত্যংশে উৎকৃষ্টা যে হেতুক সে রজপুতের কন্যা অতএব পুরুষ বরের গলে মালার্পণ না করিয়া বরের তরবালে মালার্পণ করিয়া উভয়ের বিবাহ

সমাচার দর্পণ।

সিদ্ধ হইয়াছে। কন্যার বয়ঃক্রম অনুমান নয় দশ বৎসর ও তিনি উত্তম গৌর বর্ণা। ইহাতে অনুভবে এই আইসে যে ঐ উত্তম জাতি কন্যার সহিত মহারাজের যে বিবাহ হইল সে কেবল রাজত্ব প্রযুক্ত এবং ঐ রাজত্ব তরবালমূলক অত এব তরবালের সহিত বিবাহ হইল। বিবাহের পরে মহারাজ ও তাঁহার অভিনব পত্নী এই উভয়ে সভাতে আসিয়া বসিলেন এবং সে দিনে সকল লোকের সহিত যথাযোগ্য আমোদ করিলেন। তাহার পর দিন যাবৎ সাহেব লোকেরদের খানা করাইলেন। তাহার পর দিবস নানাবিধ মিষ্ঠান্ন পায়সাদি দ্বারা অনেকং ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেন। তাহারপর দিন জ্ঞাতি বন্ধু কুটুম্ব প্রভৃতিরদিগকে বহু বিধ সামগ্রীর দ্বারা ভোজন করাইলেন। তারপর দিন কাঙ্গাল গরীব অন্ধ আতুরের দিগকে ভোজনীয় দ্রব্যদ্বারা ও বিবিধ ধন ও নানা বস্ত্রাদিদ্বারা তৃপ্ত করিলেন এইং আমোদে আট দশ দিন কালযাপন করিলেন।

পশ্চিম দেশের সমাচার।

নর্ম্মদা নদীর নিকটস্থ দেশের পত্রের দ্বারা ইহা জানা গিয়াছে যে সে দেশে পূর্ব্ব কালহইতে এখন যে বৈলক্ষণ্য হইয়াছে সে অত্যাশ্চর্য্য। যখন ইংগ্লণ্ডীয়েরা প্রথম সেখানে গেলেন তখন পিণ্ডারিরদের ভয়ে তাহারা আপনং ছাওনির বাহির হইতে পারিতেন না এবং সেখানকার ক্ষুদ্রং গ্রামস্থ প্রজারাও পিণ্ডারিরদের ভয়ে গ্রামের নিকট ভূমিতে কৃষিপ্রভৃতি কর্ম্ম করিত দূর ভূমিতে যাইতে পারিত না যেহেতুক তাহারা গ্রামের মধ্যে কোন স্থানে উচ্চ কাষ্ঠ পুঁতিয়া রাখিয়াছিল তাহার উপরে চড়িয়া তাহারা চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিত যখন পিণ্ডারিরদের সন্ধান পাইত তখনি কৃষিকর্ম্ম ছাড়িয়া গ্রামের মধ্যে পলাইত যাতে কদাচ থাকিত না। সম্প্রতি ঐ প্রজারা অকুতোভয় হইয়া যাহার যেখানে ইচ্ছা সে সেখানে কৃষ্যাদি করিয়া আপনং পরিজনের ভরণ পোষণ করিতেছে এবং কাহারো ধন সঞ্চয় হইলে তাহারা মৃত্তিকার নীচে পোঁতে না এবং তাহারদের স্ত্রী কন্যা দিবা এখন নির্ভাবনাতে বাহিরে গমনা গমন করিতেছে। তথাপি সে দেশের দুষ্ট সঙ্কি অথচ কৃতঘ্ন লোকেরা আপন স্বভাব পরিত্যাগ করে নাই যেহেতুক তাহারা ইংগ্লণ্ডীয়েরদের নিকটে কোন আহারীয় দ্রব্য বিক্রয় করে না তাহার দের মধ্যে এক জন প্রবীন প্রজা মান সিংহ নামে তাহার এত ধান্য সঞ্চিত আছে যে তাহার দ্বারা ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যের অনেক দিনের খরচ চলিতে পারে সে তাহার কিঞ্চিৎও বিক্রয় করে না।

শ্রীযুত হারিংতন প্রভৃতির সমাচার।

শ্রীযুত হারিংতন সাহেব ও শ্রীযুত রিকেৎস সাহেব যে জাহাজে যোগে কলিকাতাহইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন সে জাহাজ সান্তহেলিনা উপদ্বীপে পঁহুছিয়াছে সে স্থান ইংগ্লণ্ডে যাইবার অর্দ্ধেক পথের অধিক এবং সান্তহেলিনাতে বোনাপার্ত্ত বসতি করেন অতএব শ্রীযুত রিকেৎস সাহেব বোনাপার্ত্তের সহিত অতিযত্নে সাক্ষাৎ করিয়াছেন যেহেতুক বোনাপার্ত্ত সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হন না কহেন যে আমি পিঞ্জরে বদ্ধ আশ্চর্য্য পক্ষী নহি যে সকলে আমাকে উকী মারিয়া দেখিবেক। ঐ বোনাপার্ত্তের প্রথমাবধি শেষপর্য্যন্ত অনন্যসাধারন কৃতিত্ব বৌদ্ধত্ব শৌর্য্য বীর্য্য পরাক্রমাদির বিবরণ শুনিয়া আশ্চর্য্যজ্ঞানে সকলেরি বাসনা হয় যে তাহাকে দেখে কিন্তু তিনি তাহাতে অত্যন্ত অসম্মত তাহার সান্ত হেলিনা উপদ্বীপে অবস্থিতি অবধি অনেক ভাগ্যবান ইওরোপীয়েরা দর্শনার্থে গিয়া পরাঙ্মুখ হইয়া আসিয়াছেন।

ইংগ্লণ্ডের সমাচার।

আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম যে লমসদেন সাহেব ইংগ্লণ্ডের চব্বিশ জন কোম্পানির অধ্যক্ষের মধ্যে এক জন ছিলেন পরে তিনি মরিয়াছিলেন এখন সমাচার পাওয়া গেল যে শ্রীযুত মনি সাহেব লমসদেন সাহেবের পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন তাহাতে তাহার যথার্থ ব্যয় তিন লক্ষ বিশ হাজার টাকা হইয়াছে।

ধন সঞ্চয়।

ইংগ্লণ্ড দেশে গত বৎসরে এক নাপিত মরিল পরে তাহার সম্পত্তি তদারক করা গেল ও দেখা গেল যে তাহার বিশ লক্ষ টাকা সঞ্চিত ছিল সে টাকা সে কেবল আপন ব্যবসায় দ্বারা অর্জ্জিত করিয়াছিল।

আশ্চর্য্য মরন।

জর্ম্মানি দেশের ববেরিয়া প্রদেশহইতে এই সমাচার আসিয়াছে যে সেখানকার বাদশাহের এক জন প্রিয় চাকর মরিল ও বাদশাহ অতিসমারোহপূর্ব্বক তাহার কবর দেওয়াইলেন। সেখানে ভাগ্যবান লোকেরদের কবরের উপরে মৃত্তিকা দেওয়া ব্যবহার নাই কেবল এক ঘরে মৃত ব্যক্তিকে সিন্ধুকের মধ্যে রাখিয়া ঘরের দ্বার বদ্ধ করে। এইরূপ কবর দিলে দুই দিন পরে আর এক জনকে কবর দিবার কারণ ঐ ঘরের চাবি খুলিয়া

দেখিল যে ঐ বাদশাহের চাকর সর্ব্বাঙ্গে রক্তলিপ্ত দ্বারে মরিয়া রহিয়াছে। তা হাতে সকলে দেখিয়া অনুমান করিল যে যখন ঐ ব্যক্তিকে কবরে দেওয়া গিয়াছিল তখন সে মরিয়াছিল না রোগের প্রাবল্যপ্রযুক্ত অজ্ঞান হইয়া মৃতবৎ হইয়াছিল বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে সিন্দুকের মধ্যে পুরিয়া কবর দেওয়া গিয়াছিল পরে তাহার জ্ঞানোদয় হইলে ঐ সিন্দুক আপনি ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়াছিল সে ঘরের দ্বার খুলিতে না পারিয়া খেদেতে আপন মাথা ভাঙ্গিয়া শেষে মরিয়াছে।

বিদ্যাদান।

বর্দ্ধমান মোকামে এবং তাহার চতুর্দিকস্থ কোনং গ্রামে শ্রীযুত কাপ্তান ষ্টুয়ার্ত সাহেবের জিম্মায় যে কএক স্কুল আছে ঐ স্কুলেতে সুশিক্ষিত ও গুণবান হইয়াছে যে দশং জন বালক তাহারদিগকে ইংরাজী পড়াইবার কারণ ঐ সাহেব সাবিনপুর মোকামে ইংরাজী স্কুল প্রস্তুত করিয়া তাহারদিগকে ৭ জুলাই তারিখে ইংরাজী পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন। এবং ইহাতে এক সাহেব স্কুলমেষ্টর হইয়াছেন।

দান।

মোং বর্দ্ধমানে শ্রীশ্রীযুত মহারাজ তেজশ্চন্দ্ররায় বাহাদুর প্রতিমাসের প্রতিসংক্রান্তে দুই শত টাকা বিতরণ করেন ঐ দুই শত টাকার মধ্যে কাহাকে এক টাকা কাহাকে বা চারিং আনা করিয়া উপযুক্ত মতে বিতরণ করেন ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে এ কর্ম্ম দান অধিককাল করিবেন।

নূতন গঞ্জ।

শ্রীশ্রীযুত মহারাজ তেজশ্চন্দ্ররায় বাহাদুর আপন বাটীর পশ্চিমে নূতন এক গঞ্জ করিয়াছেন সেখানে দোকানি পসারি অনেকং লোককে দোকান করিবার কারণ ছয় মাস সুদ ব্যতিরেকে টাকা কর্জ্জ দিতেছেন ইহাতে প্রতিদিন দোকানি বাড়িতেছে এবং তিনি আপন দেশে যেং দ্রব্য পাওয়া যাইত না তাহাও কলিকাতা মোকামহইতে আনাইয়া তাহার দোকান করাইয়াছেন। ঐ গঞ্জের নাম রাণীগঞ্জ ঐ গঞ্জের দক্ষিণ বঙ্কেশ্বরী নামে নদী আছে সেই নদী পার হইবার কারণ পাকা এক পুল প্রস্তুত করাইতেছেন অদ্যাপি প্রস্তুত হয় নাই।

প্রাচীন লোক।

রুষিয়া দেশে এক জন বৃদ্ধ আছে তাহার বয়ঃক্রম এক শত চৌদ্দ বৎসর তাহার কনিষ্ঠ পুত্রের বয়ঃক্রম ষাটি বৎসর সে ও তাহার সন্তানেরা কৃষি কর্ম্ম করে।

মুসলমানেরদের ব্যবহার।

মুসলমানেরদের মধ্যে আরব দেশে কতক দিন হইল এক নূতন মত হইয়াছে সে মতাচারিরা ওয়াহাবি নামে খ্যাত তাহারা মহম্মদকে মানে কিন্তু কোরানের মতে চলে না ও অন্য মুসলমানেরদের নিত্য বিরুদ্ধাচারী ও অন্য মুসলমানেরদের সহিত সর্ব্বদা যুদ্ধকারী তাহারা একবার মহম্মদের জন্মস্থান অথচ মুসলমানেরদের তীর্থ মক্কা শহর আক্রমণ করিয়া যুদ্ধদ্বারা তথাকার তাবৎ বীনাদি লইয়া আপন স্থানে গিয়াছিল। পরে গত দিসেম্বর মাসে মুসলমানেরদের প্রধান রাজ্য কনস্তান্তীনোপলের বাদশাহ তাহারদের উপরে আক্রমণ করিয়া তাহারদের প্রধান সেনাপতি আবদুল্লা ও তাহার মুহুরি ও তাহার খাজাঞ্চি এই তিন জনকে ধরিয়া কএদ করিয়া কনস্তান্তীনোপল শহরে লইয়া গেল সেখানে পঁহুছিলে তথাকার বাদশাহ অন্ধকারময় কারাগারে তাহারদিগকে বদ্ধ করিয়া রাখিতে আজ্ঞা দিলেন তাহারপর দিন বাদশাহ আপন সিংহাসনে বসিয়া তাহারদিগকে আপন সম্মুখে আনিতে আজ্ঞা দিলেন ও যাহারা তাহারদিগকে ধরিয়াছিল তাহারদিগকে সম্ভ্রমের কারণ খীলাত বখশীশ দিলেন ও আপন সম্মুখে আজ্ঞা দিয়া তাহারদের মস্তক ছেদন করিলেন। আরো আজ্ঞা দিলেন যে তিন দিনপর্য্যন্ত তাহারদের মস্তক ও শরীর পৃথকং শহরের রাস্তায় পড়িয়া থাকিবেক। বাদশাহের দরবারে এই কর্ম্ম সমাপ্ত হইলে পরে সমাচার আইল যে মক্কাতীর্থে যে সকল মুসলমান মরুভূমি দিয়া যাইতেছিল তাহারা নির্ব্বিঘ্নে মক্কায় পঁহুছিয়াছে। এবং সেই সময়ে মক্কাতীর্থহইতে বাদশাহের কাছে তিন চারি কলস তীর্থ জল আইল।

আশ্চর্য্য বিবরণ।

সতর শত বিরাশী সনে ইংগ্লণ্ডীয় বাদশাহের এক জাহাজ আমেরিকা দেশহইতে প্রশান্তসাগরের এক উপদ্বীপে যাইতে জাহাজের নাবিকেরা অকস্মাৎ দুষ্টতা করিয়া কাপ্তান ও জাহাজের আরং অধ্যক্ষেরদিগকে কিঞ্চিংং আহারের সামগ্রী সঙ্গে দিয়া এক ছোট নৌকাতে করিয়া জাহাজহইতে দূর করিয়া দিল। ঐ কাপ্তান ক্ষুদ্র নৌকাতে আটার শত ক্রোশ চলিয়া ওলেন্দেজেদের

এক ক্ষুদ্র উপদ্বীপে পঁহুছিয়া রক্ষা পাইল। ঐ নাবিকেরা জাহাজ লইয়া ওটাহিত নামে উপদ্বীপে চলিয়া গেল সেখানে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের গমনাগমন ছিল সেই ভয়ে ওটাহিত উপদ্বীপহইতে অন্য এক উপদ্বীপে গেল সেখানে তাহারা আপনারদের কারণ ঘর ও কেল্লা করিতে উদ্যত হইলে তাহারদের পরস্পর বিরোধ হইল তাহাতে তাহারা পুনর্ব্বার ওটাহিতে আইল পরে তাহারদের মধ্যে আট জন জাহাজ লইয়া এবং ঐ উপদ্বীপের কতক স্ত্রীলোকেরদিগকে চুরি করিয়া লইয়া অন্য উপদ্বীপে গেল যাহারা সেখানে থাকিল তাহারা ধরা পড়িল। ঐ আট জন ও কতক স্ত্রীলোক লোকহীন পিৎকের্ন নামে উপদ্বীপে পঁহুছিয়া সেখানে বসতি করিবার উদ্যোগ করিল। সে সময়ে লোকেরা মনে করিয়াছিল যে তাহারা ডুবিয়া মরিয়া গিয়াছে।

দুই তিন বৎসর হইল এক জাহাজ যাইতেছিল দূরহইতে সেখানে লোক বসতি দেখিয়া তাহার নিকটে গেল এবং দেখিল যে তাহারদের চারি পাঁচ জন ডোঙ্গাতে চড়িয়া জাহাজে আইল ও ইংরাজি ভাষাতে কহিল যে আমারদের ডোঙ্গা বান্ধিবার কারণ রসি দিবা না। তাহারদের মুখে এই ইংরাজি ভাষা শুনিয়া ঐ জাহাজের লোকেরদের আশ্চর্য্য বোধ হইল। পরে তাহারা তাহারদিগকে জিজ্ঞাসা করিল যে তোমরা কে ও কোথাহইতে আইলা। তাহারা উত্তর করিল যে পঁচিশ বৎসর হইল ওটাহিত উপদ্বীপহইতে যে জাহাজ আসিয়াছিল সেই জাহাজের লোকেরা এই উপদ্বীপে বসতি করিয়াছিল তাহারদের সন্তান আমরা। পরে তাহারা যখন ঐ জাহাজে গরু দেখিল তখন তাহারা মনে করিল যে এই বুঝি বড় ছাগল কিম্বা শৃঙ্গবিশিষ্ট শূকর হইবেক। যেহেতুক তাহারা ঐ উপদ্বীপহইতে কখন অন্যত্র যায় নাই এবং সেখানে ও গরু কখন ছিল না।

পরে জাহাজের কাপ্তান প্রভৃতিরা ঐ উপদ্বীপের উপরে গেল ও দেখিল যে তাহারা আপনারদের বসতিস্থান ও শস্য ক্ষেত্রাদি অতিসুন্দর রূপে করিয়াছে ও তাবৎ সাংসারিক কর্ম্ম বন্দোবস্ত রূপে চলাইতেছে। তাহারদের মধ্যে সকলহইতে বৃদ্ধ আদম্স নামে এক ব্যক্তি ঐ সাহেবেরদের সহিত সাক্ষাৎ করিল ও এই পূর্ব্ব বৃত্তান্ত কহিল।

আমরা অনেকে এই উপদ্বীপে প্রথম আসিয়াছিলাম আর সকলে মরিয়াছে আমি কেবল জীবৎ আছি যাহারা মরিয়াছে তাহারদের সন্তানেরা এই আছে আমরা এখন পয়তাল্লিশ জনমাত্র এখানে আছি।

সেখানে যাহারা জন্মিয়াছে তাহারা বড় তেজস্বী ও তাহারদের তাম্রবর্ণ ও স্ত্রীলোকেরা অতিশয় সুন্দরী যাহারা প্রথম ঐ উপদ্বীপে আসিয়াছিল তাহারদের অনেক দুষ্কর্ম্ম ছিল কিন্তু সেখানে তাহারদেরহইতে যাহারা জন্মিয়াছে তাহারদের দুষ্কর্ম্মের লেশও নাই তাহারা আপন২ ক্ষেত্রে কৃষি কর্ম্ম করে তাহাতে শস্যাদি ভাল জন্মিলে কিঞ্চিৎ সঞ্চয় হয় তবে স্ত্রী পুরুষ উভয়ে বিবাহার্থ সম্মত হইয়া ঐ কুলবৃদ্ধ আদম্সের নিকটে কহিলে সেই তাহারদের বিবাহ দেয়।

তাহারদের মধ্যে বিরোধ বিসম্বাদ প্রায় হয় না যদি কোন দিন হয় তবে ঐ আদম্স তাহা নিষ্পত্তি করে। ঐ আদম্সের এখন এই২ পরিজন আছে তিনি ও তাহার অন্ধা অথচ বৃদ্ধা এক স্ত্রী ও তিন কন্যা ও এক পুত্র ইহারা আপন পিতার ক্ষেত্রে কৃষি কর্ম্ম করে। পূর্ব্বকার জাহাজেতে যে লৌহ পাইয়াছিল তাহার দ্বারাই তাহারা ব্যবহারের দা কুড়ালিপ্রভৃতি করে সে লৌহ অতিযত্নে রাখে যেহেতুক তাহা আর পাইবার ভরসা নাই। তাহারদের টাকা নাই যখন যাহার কিছু ক্রয় করিতে হয় তখন এক শস্য দিয়া অন্য শস্য লয়। তাহারদের মধ্যে একটা সরকারি গুদামের মত আছে যখন যাহার কিছু দ্রব্যের অল্পতা হয় তখন ঐ আদম্স ঐ গুদামহইতে তাহাকে দেয়। এবং আদম্স এমন হিসাব রাখে কোন বৎসরে কার কত শস্য হয় ও কে জন্মে ও কে মরে ইত্যাদির ঠীক হিসাব রাখে। আদম্স তাহারদিগকে ঐহিক ব্যবহার ও পারমার্থিক ব্যবহার এমত শিখিয়াছে যে তাহারা তাহার অন্য পথে কদাচ চলে না।

সে উপদ্বীপ দীর্ঘ তিন ক্রোশ ও প্রস্থ দেড় ক্রোশ সেখানে ভূমি উর্ব্বরা এবং যদি কৃষি করা যায় তবে সেখানে ইউরোপীয় শস্যাদি জন্মিতে পারে। সম্প্রতি কলিকাতার ইংগ্লণ্ডীয়েরা দুই হাজার টাকা দিয়াছেন এবং তাহাতে তাহারদের শিল্প কর্ম্মের হাতিয়ার ও কেতাব ও গোমেষাদি ইত্যাদি তাহারদের উপকারী বস্তু জাহাজের দ্বারা সেখানে পাঠাইয়াছেন।

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরে ছাপাখানায় আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে২ এক টাকা। যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকট

সমাচার দর্পণ

২ সংখ্যা শনিবার। ২৪ জুলাই সন ১৮১৯। ১০ শ্রাবণ সন ১২২৬।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা বার আনা ডিসকৌণ্ট। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা এক টাকা এক আনা ডিসকৌণ্ট।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

২৪	জুলাই	শনিবার	১০	শ্রাবণ
২৫	ঐ	রবিবার	১১	ঐ
২৬	ঐ	সোমবার	১২	ঐ
২৭	ঐ	মঙ্গলবার	১৩	ঐ
২৮	ঐ	বুধবার	১৪	ঐ
২৯	ঐ	বৃহস্পতিবার	১৫	ঐ
৩০	ঐ	শুক্রবার	১৬	ঐ

জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার।

অনেক লোকের জমীন দাখিল জেলাহায় রোজ ও তারিখ সকল নীচের তপসীল মাফীক প্রকাশ স্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমা ও জমীনের কৈফিয়ত বোর্দরিবনুর সেক্রটারি দপ্তরখানায় অথবা জেলাহায় কালেক্তরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

রাজসাহী বৃহস্পতিবার সন ১৮১৯ ইং ১৯ আগষ্ট সন ১২২৬ ৪ ভাদ্র বাং বোর্দরিবনুর সেক্রটারি দপ্তরখানায়।

বর্দ্ধমান বৃহস্পতিবার সন ১৮১৯ ১২ আগষ্ট ইং সন ১২২৬ ২৯ শ্রাবণ বাং বোর্দরিবনুর সাক্রটারি দপ্তরখানায়।

সরকারের বাকি আদায় কারণ।

বর্দ্ধমান বৃহস্পতিবার সন ১৮১৯ ১২ আগষ্ট ইং ২৯ শ্রাবণ সন ১২২৬ বাং কালেক্তরি কাছারিতে।

ইতি তারিখ ৬ জুলাই সন ১৮১৯ ইং বোর্দরিবনুর হজুরে।

অনেক লোকের জমীন দাখিল জেলাহায় রোজ ও তারিখ মাফিক নীচের তপসীল প্রকাশ স্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমা ও জমীনের কৈফীয়ত বোর্দরিবনুর সাক্রটারি দপ্তরখানায় অথবা জেলাহায় কালেক্তরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

সরকারের বাবী আদায় কারণ।

জিলা ও নদিয়া ও যশোহর বৃহস্পতিবার সন ১৮১৯ ২৬

আগষ্ট ইং সন ১২২৬ ১১ ভাদ্র বাং বোর্দরিবনুর সেক্রটারি দপ্তরখানায়।

মেদিনিপুর বৃহস্পতিবার ১৯ আগষ্ট সন ১৮১৯ ইং ৪ ভাদ্র সন ১২২৬ বাং বোর্দরিবনুর সেক্রটারি দপ্তরখানায়।

ত্রিপুরা বৃহস্পতিবার ২৯ জুলাই সন ১৮১৯ ইং ১৫ শ্রাবণ সন ১২২৬ বাং বোর্দরিবনুর সাক্রটারি দপ্তরখানায়।

ইতি তারিখ ২০ জুলাই সন সন ১৮১৯ বোর্দরিবনুর হজুরে।

সমাচার দর্পণ।

কাশী।

মোং কাশীর ১৩ জুলাই তারিখের পত্রে জানা গেল যে সেখানে ২২ ও ২৩ জুন পূর্ণিমার সময়ে বৃষ্টি হইয়াছিল তাহার পর ১৩ জুলাই তারিখপর্য্যন্ত বিন্দুপাতও হয় নাই ইহাতে অতিশয় গ্রীষ্ম বোধ হইয়াছে। যাহারা বর্ষারম্ভ জানিয়া খসখসিয়ার টাটী প্রভৃতি গ্রীষ্ম নিবারক বস্তুর অনাদর করিয়াছিল তাহারা এখন সেই২ বস্তু পুনর্ব্বার আদর করিয়া সংগ্রহ করিয়াছে। এবং কাশী প্রদেশে উৎপন্ন শস্যহানি অনেক হইয়াছে এবং ভবিষ্যৎ শস্যাদিরও নানা প্রকার ব্যাঘাত দেখা যাইতেছে তৎপ্রযুক্ত তদ্দেশে প্রায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু মোং জৌনপুরের উত্তরে কিঞ্চিৎ বৃষ্টি হইয়াছে। মোং চণ্ডালগড়হইতে সমাচার আসিয়াছে যে সেখানে বৃষ্টি হয় নাই ও গ্রীষ্ম অত্যন্ত অতএব সেখানে শস্যাদি অতিশয় দুর্মূল্য সেখানকার লোকেরা কহে যে দুর্ভিক্ষ হইল। ঢাকা ও যশোহর হইতে সমাচার আসিয়াছে যে সেই২ স্থানে নীলের কৃষি প্রায় কিছুই হয় নাই।

মোকদ্দমা।

গত বৎসরে ইংগ্লণ্ডে ২৪ দিসম্বরে এক মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহার বিবরণ। সে মোকদ্দমা তিন শত টাকার জমার কিন্তু দশ বৎসরপর্য্যন্ত তাহার আদালত হইতেছিল তাহাতে উভয়পক্ষে চৌষট্টি হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে।

বোনাপার্ত্ত।

কতক দিবস হইল কেপের মহাজনেরা মোং কেপহইতে মোং সাণ্টহেলিনা উপদ্বীপে বোনাপার্ত্তের নিকটে তাঁহার পরিতোষার্থ অতিসুন্দর এক গাড়ী প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়াছিল। পরে বোনাপার্ত্তের নিকটে চৌকী দিবার কারণ যে ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতিরা নিযুক্ত ছিল তাহারা ঐ গাড়ীর মধ্যে কোন পত্রাদি আছে কি না এই অনুসন্ধান করিতে গাড়ী সমুদয় টুকরা২ করিয়া ভাঙ্গিল কিন্তু তাহার মধ্যে কিছুই পাইল না কেবল গাড়ীখান নষ্ট করিলমাত্র। অতএব বোনাপার্ত্তহইতে অদ্যাপি ইওরোপীয় লোকেরা এমত আশঙ্কা করে।

বোনাপার্ত্ত অন্য লোকের সহিত সাক্ষাৎ করেন না ও কাহারো সহিত আলাপ করেন না এবং তাঁহাকে অন্যে কেহই দেখিতে পায় না। কেবল তাঁহার

চৌকিতে যে ইংগ্লণ্ডীয়েরা আছে তাহারা কদাচিৎ কখনও দেখা পায়মাত্র।

—

ইংগ্লণ্ডের মোকদ্দমা।

ইংগ্লণ্ড দেশে এক জন নিলামওয়ালা সাহেবের কেরাণীর সহিত এক জন জুয়াচোরের প্রীতি হইল এবং ঐ কেরাণী ঐ জুয়াচোরের নিকটে মধ্যে২ যায় জুয়া খেলাও করে এইরূপে ঐ কেরাণী জুয়া খেলা সতত করিতে লাগিল। কিছু দিন পরে ঐ কেরাণী খেলাতে চারি হাজার টাকা হারিলে তাহার মুনীব অনুসন্ধান পাইয়া ঐ কেরাণীর নিকটে হিসাব চাহিল। হিসাবে কেরাণীর চারি হাজার টাকা দেনা হইল। পরে তাহার মুনীব কেরাণীর নামে নালিস না করিয়া ঐ জুয়াচোরের নামে নালিস করিল। তাহাতে জুরিরা অদালত করিয়া স্থির করিলেন যে ঐ জুয়াচোর কেরাণীর স্থানে যে চারি হাজার টাকা খেলায় জিতিয়া লইয়াছে সে টাকা কেরাণীর নহে কিন্তু সেই টাকা তাহার মুনীবের অতএব ঐ জুয়াচোরের স্থানহইতে কেরাণীর মুনীবকে সে চারি হাজার টাকা দেওয়াইয়া দিলেন।

—

উত্তর কেন্দ্র।

ইংগ্লণ্ড দেশে এই পৃথিবীর বিষয়ে এই দুই আকাঙ্ক্ষা আছে তাহার প্রথম এই যে কোন জাহাজ উত্তর কেন্দ্রপর্য্যন্ত যায়। দ্বিতীয় আর কোন জাহাজ আমেরিকার উত্তর দিয়া ঘুরিয়া আইসে। গত বৎসর এই দুই কর্ম্মের নিমিত্ত ইংগ্লণ্ডের বাদশাহ অনেক ধন ব্যয় করিয়া জাহাজ পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু ঐ জাহাজ অনেক দূর গিয়া শেষে ফিরিয়া আইল এখন এই দুই কর্ম্ম কোন প্রকারে নিষ্পন্ন করিবার কারণ ইংগ্লণ্ডের মহাসভা আজ্ঞা করিয়াছেন যে আমেরিকা দেশের উত্তরে যে অজ্ঞেয় অথচ অগম্য পথ আছে সে পথে যে জাহাজ যত দূর যাইতে পারিবেক সে সেই রূপ বখশীশ পাইবেক এবং যে তাহাহইতে অধিক দূর যাইতে পারিবেক সে তাহাহইতে অধিক পাইবেক। এই প্রকারে চারি স্থান নিরূপণ করা গিয়াছে যে জাহাজ প্রথম স্থান পর্য্যন্ত যাইবেক সে চল্লিশ হাজার টাকা বখশীশ পাইবেক এবং যে জাহাজ তাহা হইতে অধিক দূর যাইবেক সে আশী হাজার টাকা পাইবেক এবং যে তাহা হইতে অধিক দূরে যাইবেক সে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা পাইবে যে আমেরিকা ঘুরিয়া আসিতে পারিবেক সে এক লক্ষ ষাটি হাজার টাকা পাইবেক। এবং উত্তর কেন্দ্রপর্য্যন্ত যাইতেও এই রূপ প্রবন্ধ করিয়া চারি স্থান নিরূপণ করা গিয়াছে। উত্তর কেন্দ্র পঁহুছনের দুই শত দশ ক্রোশ পথ বাকী থাকার স্থানপর্য্যন্ত যে যাইবেক সে আট হাজার টাকা পাইবেক এবং দেড় শত ক্রোশ পথ বাকী থাকার স্থান পর্য্যন্ত যে যাইবেক সে ষোল হাজার টাকা পাইবেক এবং যে উত্তর কেন্দ্র যাইবার নব্বই ক্রোশ পথ বাকী থাকিতে ফিরিবেক সে ২৪ হাজার টাকা পাইবেক এবং যাহার ষাটি ক্রোশ বাকী থাকিবেক সে বত্রিশ হাজার টাকা পাইবেক যে সেখানে পঁহুছিবেক সে চল্লিশ হাজার পাইবেক। এই২ যে বখশিশ কবুল করা গিয়াছে এইমাত্র লাভের নিমিত্তে লোকেরা জাহাজ লইয়া যাইবেক সে নয় কিন্তু বৎসর২ দুই তিন শত জাহাজ সেই অঞ্চলে মৎস্য মারিতে যায় সেই মৎস্য হইতে তৈল বাহির করিয়া বিক্রয় করে অতএব তাহারদের উত্তর কেন্দ্রপর্য্যন্ত যাইতে স্বতন্ত্র খরচ হয় না এবং যদি যাইতে পারে তবে বখশীশও পাইতে পারে।

—

শ্রীশ্রীযুত আপা সাহেব।

মোং বরেলিহইতে এই সমাচার আসিয়াছে যে সেখানে জনরব হইতেছে শ্রীযুত কাপতান ক্লিনর সাহেব শ্রীশ্রীযুত আপাসাহেবকে ধরিয়াছে। এবং সে পত্রে আরো শুনা গেল যে সেখানে শস্যাদির মূল্য ক্রমে২ অধিক হইতেছে এবং সেখানে ওলাওঠা রোগ অদ্যাপি আছে।

—

ভূমিকম্প।

যে ভূমিকম্পের বিষয় আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম এখন শুনা যাইতেছে যে সে ভূমিকম্প তাবৎ ভারতবর্ষে হইয়াছে কিন্তু কোন২ প্রদেশে অধিক কোন২ প্রদেশে অল্প। মোং বোম্বইতে ঐ ভূমিকম্পে লোকেরদের এমত জ্ঞান হইয়াছিল যে মহাপ্রলয় কাল উপস্থিত।

অহমদাবাদ মোকামে ঐ ১৩ জুন তারিখে সায়ংকালে ভূমিকম্প হইয়াছিল তাহাতে সে শহরের অনেক ক্ষতি হইয়াছে সেখানে মুসলমানেরা এমত সুদৃশ্য মসজিদ করিয়াছিল যে তাহা দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিত সে সকল মসজিদ ঐ ভূমিকম্পে ভূমি পতিত হইয়াছে সে শহরের দরবাজা পড়িয়া গিয়াছে ও সেখানকার আদালতের ঘর এমত ফাটিয়া গিয়াছে যে সেখানে আর বসা যায় না। তারপর দিন প্রাতঃকালে সেখানে দুইবার ভূমিকম্প হইয়াছিল।

ঐ তারিখে মোং সুরাটে ভূমিকম্প হ

সমাচার দর্পণ।

ইয়াছিল তাহাতে সুরাট ও তাহার নীচবর্ত্তিনী তাপ্তি নামে নদী ও তাহার পারের গ্রাম সকল দোলায়মানের মত দেখা গেল। সেখানে এক সাহেব আপন ঘরে খাটে শয়ন করিয়া ছিল ঐ ভূমিকম্পে তাহার শয়নের খাট দুলিতে লাগিল ও মেজ দেওয়ালে আঘাত করিতে লাগিল তাহাতে সে সাহেব ভীত হইয়া ঘরের বাহিরে গিয়া দেখিল যে শহরের সকল লোক ঐ সাহেবের ঘরের দোলন দেখিতেছে। অনেক ঘরে গ্লাসের তৈল ও প্রদীপের তৈল উছলিয়া ভূমিতে পড়িল এবং কূপের জল যে আঢ়াই হাত মৃত্তিকার নীচে ছিল তাহাও ভূমিতে উঠিল ও দুই তিন পুষ্করিণীর জল মৃত্তিকাতে বহিতে লাগিল।

বোম্বইয়ের নিকটবর্ত্তি বুয়াক শহরে প্রায় পূর্ব্বে কখনও ভূকম্প হইত না কিন্তু এ ভূমিকম্প সেখানেও এমত হইয়াছে যে সেখানে অনেক ঘর দোলায়মান হইয়াছিল। এবং যাহারা দাঁড়াইয়া বেড়াইতেছিল তাহারা ঐ ভূমিকম্পের সময়ে কিছু অবলম্বন না করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। এক সাহেব সেই সময়ে পালকীতে যাইতেছিল সে কিছু জানিতে পারিল না কিন্তু লোকেরদের দৌড়াদৌড়ি দেখিল ও পাক্য ঘরের উপর হইতে বড় টাইল ইট পড়িতে দেখিল। এবং সেখানকার লোকেরদের মস্তক ও গাত্র ঘূর্ণনেতে তাহারা ওলাওঠা হইয়াছে জ্ঞান করিয়া হাহাকার করিতে লাগিল ও আপনারাই মৃত্তিকাতে পড়িল।

স্পানিয়ারদের কুআজ্ঞা।

স্পানিয়া দেশের লোকেরা প্রায় পুরোহিতের অধীন এবং সেখানে বাদশাহের নিয়মিত এক অদালত আছে কিন্তু তাহার অধ্যক্ষ পুরোহিতেরা তাহারা সকল লোকের ঈশ্বরারাধনার বিষয়ে বিচার করে এবং তাহারদের আজ্ঞানুসারে ঈশ্বরারাধনা না করিলে লোকেরদিগকে অশেষ যন্ত্রণা দেয় তাহাতেও যদি সে তাহার মতাবলম্বী না হয় তবে তাহারদিগকে দাহ করে ও কহে যে তোমার প্রাণ রক্ষার কারণ তোমার শরীর দাহ করি। এবং তাহারা পুস্তকের উপরে কর্ত্তৃত্ব করে যে তাহারদের মনের বিপরীত পুস্তক কেহ পড়িতে না পায়।

গত বৎসরে তাহারা নানাপুস্তকের নাম ছাপা করিল ও আজ্ঞা করিল যে এই২ পুস্তক যাহার ঘরে পাওয়া যাইবেক যে সে পুস্তক পাঠ করুক বা না করুক তত্রাপি তাহাকে তিন মাস একাকী কএদ রাখা যাইবেক আরো তাহারা আজ্ঞা দিল যে যে কোন খবরের কাগজে স্পানিয়ারদের রাজার ব্যবহারও আজ্ঞা ইত্যাদির বিষয়ে কিছু মন্দ থাকে এমত খবরের কাগজ যাহার ঘরে পাওয়া যাইবেক সে ঐ রূপ তিন মাসপর্য্যন্ত কএদ থাকিবেক।

যদি এ প্রকার অদালত এই দেশে হইত তবে ইংগ্লণ্ডীয়রদের রাজশাসনের বিষয়ে লোকেরা কি বুঝিত। আমরা স্পানিয়া দেশের কুব্যবহার এই কারণ লিখিলাম যে এতদ্দেশীয় বিচক্ষণ লোকেরা জানিতে পান যে তাঁহারা কিরূপ সুব্যবহারের নীচে কালযাপন করিতেছেন। এখন চৌষট্টি বৎসর হইল ইংগ্লণ্ডীয়েরা এই বাঙ্গালা দেশ অধিকার করিয়াছে ইহার মধ্যে কোন প্রাণী কহিতে পারে না যে কোন ইংগ্লণ্ডীয় এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে আপন মত ত্যাগ করিয়া ইংগ্লণ্ডীয়েরদের মতে প্রবিষ্ট হইতে তাহারদের উপরে জোর করিয়াছে এবং তাহারা কখন ও জোর করিবেন না। যদি এ দেশে স্পানিয়ারদের অধিকার হইত তবে তাহারা অবশ্য আপনারদের মত সেই অদালতের দ্বারা এ দেশে চলাইত।

আমেরিকা।

উত্তরামেরিকা দেশ যেমত বর্দ্ধিষ্ণু হইতেছে সেমত পৃথিবীর মধ্যে আর কোন দেশ বর্দ্ধিষ্ণু হয় না যেহেতুক সতর শত উনপঞ্চাশ সনে সেখানে তের লক্ষ লোক ছিল সতর শত একহত্তর সালে বিশ লক্ষ লোক হইয়াছে সতর শত নব্বই সনে উনচল্লিশ লক্ষ লোক। আটার শত সনে বায়ান্ন লক্ষ। আটারশত দশ সালে বাহত্তর লক্ষ লোক এখন এক কোটি লোক উত্তরামেরিকাতে হইয়াছে। সেখানে দশ২ বৎসর অন্তরে আবাল বৃদ্ধ বনিতা পর্য্যন্ত প্রতিমনুষ্য গণাযায় এবং সেখানকার সাধারণ দপ্তরখানাতে তাহার কাগজ থাকে যে সেখানকার অধ্যক্ষেরা প্রতিদশ বৎসরে লোকেরদের হিসাব স্থির জানিতে পায়।

ফারসী দেশের উকীল।

ফারসী দেশের বাদশাহ ইংগ্লণ্ডের বাদশাহের নিকটে এক জন উকীল পাঠাইয়াছেন সে উকীল ফ্রান্স দেশে পঁহুছিয়াছে এবং ষোলটা যে আরবীয় ঘোড়া উপঢৌকন ঐ উকীলদ্বারা আসিয়াছিল তাহা ইংগ্লণ্ডের বাদশাহের হুজুরে পৌঁছিয়াছে।

কাশীর প্রাচীন কথা।

কাশী নগরে অনুমান আট লক্ষ লোক আছে। দশ বৎসর হইল কাশীতে হিন্দু ও মুসলমানের বড় বিরোধ হইয়াছিল মুসলমানেরা হিন্দুরদের দেবালয়ে গোহত্যা করিল তাহাতে হিন্দুরা কোপা

বিষ্ট হইয়া মুসলমানেরদের এক পুরান মসজিদ্ ইদগা সেখানে এক শূকরকে মারিয়া ফেলিল তাহারদের মিম্বর ভাঙ্গিয়া ফেলিল ও তাহারদের কোরান ছিঁড়িয়া আপন২ পায়ের নীচে রাখিল। মুসলমানেরা ইহাতে আরো ক্রুদ্ধ হইয়া হিন্দুরদের পুরান মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিল ও কাল ভৈরবের জাঁতা ভাঙ্গিয়া ফেলিল ও পুনর্ব্বার সেখানে আর একটা গোহত্যা করিল ও তাহার রক্ত সর্ব্বত্র ছিটাইল ও সে মৃত গো এক পবিত্র পুষ্করিণীতে ফেলিল। পরে হিন্দুরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আপনারদের শক্তিপর্য্যন্ত মুসলমানেরদিগকে মারিল তাহাতে ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতিরা অন্য কোন উপায় না দেখিয়া আপনারদের সৈন্যদ্বারা উভয় পক্ষে বিরোধ নিষ্পত্তি করিয়া দিলেন।

— —

দক্ষিন দেশের সুবা।

আওরঙ্গজেব বাদশাহের অধিকার কালে দক্ষিন দেশ দিল্লীর অধীন ছিল এবং সে দেশ ছয় সুবাতে বিভক্ত করা গিয়াছিল অতএব সেই ছয় সুবা ও তাহার রাজকর ও তাহার বিশেষ২ বিবরণ লিখাযাইতেছে।

প্রথম সুবা আওরঙ্গাবাদ তাহাতে বার জিলা তাহার মধ্যে এক শত পঁয়ত্রিশ পরগণা। তাহার সাম্বৎসরিক রাজকর এক কোটি সাতাইশ লক্ষ টাকা।

দ্বিতীয় বিজয়পুর তাহাতে ঊনিশ জিলা ও তাহার মধ্যে দুই শত বাহত্তর পরগণা। তাহার সাম্বৎসরিক রাজস্ব সাত কোটি অষ্টাশী লক্ষ টাকা। তাহার মধ্যে মহীসুর রাজ্য ছিল কেবল তাহারি সাম্বৎসরিক রাজস্ব তিন কোটি আটান্ন লক্ষ। এবং বিদনুর দেশে এক কোটি টাকা সাম্বৎসরিক রাজস্ব।

তৃতীয় সুবা অহমদাবাদ তাহাতে সাত জিলা তাহার মধ্যে সাতহত্তর পরগণা তাহার রাজকর পঁচহত্তর লক্ষ টাকা।

চতুর্থ সুবা বিরাড ইলিচপুর তাহার মধ্যে চব্বিশ জিলা তাহাতে দুই শত বাষট্টি পরগণা তাহার রাজকর এক কোটি একইশ লক্ষ টাকা।

পঞ্চম খান্দেশ বুচানপুর তাহাতে ছয় জিলা তাহার মধ্যে এক শত বত্রিশ পরগণা তাহার রাজকর সাতান্ন লক্ষ টাকা তাহার মধ্যে কেবল আশীরগড় জিলাতে তেত্রিশ লক্ষ টাকা।

ষষ্ঠ হয়দরাবাদ তাহাতে বিয়াল্লিশ জিলা তাহার মধ্যে চারি শত পাঁচ পরগণা তাহার রাজকর সাত কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা তাহার মধ্যে এই দুই জিলা বড় ত্রিচীনাপল্লী ও তঞ্জাবুর। ত্রিচীনাপল্লীর রাজকর এক কোটি পচাশী লক্ষ। এবং তঞ্জাবুরের এক কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ।

হয়দরাবাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ স্থান গোলকুণ্ড সেখানে হীরার উৎপত্তি স্থান সে পরগণাতে সাতহত্তর লক্ষ টাকা রাজকর।

অতএব দক্ষিন দেশের এই ছয় সুবাতে এক শত জিলা এবং বার শত তিরাশী পরগণা এবং রাজকর ঊনিশ কোটি সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা। এই২ দেশের অধিক ভাগ ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধীন ক্রমে হইয়াছে এবং অবশিষ্ট যে২ ভাগ তাহার রাজারাও ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধীন।

পশ্চিম দেশ।

করনালহইতে সমাচার আসিয়াছে যে সেখানে অনেক সৈন্য একত্র হইয়াছে ও জনরব হইতেছে যে শ্রীশ্রীযুত পুনর্ব্বার পশ্চিম দেশে যাইবেন তাহার কারন এই যে শতলেজ নদীর পশ্চিমে যে শীখেরদের দেশ আছে তাহা তিনি ঠীক করেন। কতক মাস হইল ঐ করনালে অত্যল্প সৈন্য ছিল এখন তাহার চতুর্দিকহইতে সেখানে সৈন্য আসিতেছে। ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতিরা রজপুতানা দেশহইতে শীখেরদের দেশে যাইতে অধিক বাসনা করে যেহেতুক রজপুতানাতে খাদ্য দ্রব্য দুর্ল্লভ ও দুর্মূল্য এবং রজপুতনাতে পঞ্চাশ হাত মৃত্তিকা না খুদিলে কূপের জল পাওয়া যায় না সে জল ও এমত লোনা যে যদি কোন বাগিচাতে দেওয়া যায় তবে সে বাগিচার লোকশান হয়।

৮ —

জাহাজ আমদানী।

৪ এপ্রিল তারিখে ইংগ্লণ্ড ছাড়িয়া ৮ জুলাই তারিখে মোং মান্দরাজে মীনর্বা নামে এক জাহাজ পঁহুছিয়াছে ঐ জাহাজের পথে তিন মাস চারি দিনমাত্র বিলম্ব হইয়াছে। তাহার দ্বারা এই২ সমাচার শুনা গেল যে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের অধ্যক্ষেরা ১০ মার্চ তারিখে এই আজ্ঞা করিলেন যে শ্রীশ্রীযুত লার্ড হেষ্টিংস বাহাদুর এই ভারতবর্ষের অধ্যক্ষতা পাইয়া এতদ্দেশে অতিসুন্দর রূপে সুশাসন করিয়াছেন এই নিমিত্ত তিনি এই কর্ম্মাবসানে বিশ বৎসরপর্য্যন্ত প্রতি বৎসর চল্লিশ হাজার টাকা পাইবেন।

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে২ এক টাকা। যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকটে

সমাচার দর্পণ

১ সংখ্যা শনিবার। ৩১ জুলাই সন ১৮১৯। ১৭ শ্রাবণ সন ১২২৬।

দর্পণে যথা সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা এক টাকা ডিস্কৌণ্ট। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা এক টাকা চারি আনা ডিস্কৌণ্ট।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

৩১	জুলাই	শনিবার	১৭	শ্রাবণ
১	আগস্ত	রবিবার	১৮	ঐ
২	ঐ	সোমবার	১৯	ঐ
৩	ঐ	মঙ্গলবার	২০	ঐ
৪	ঐ	বুধবার	২১	ঐ
৫	ঐ	বৃহস্পতিবার	২২	ঐ
৬	ঐ	শুক্রবার	২৩	ঐ

জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার।

অনেক লোকের জমীন দাখিল জেলাহায় রোজ ও তারিখ নিচে লিখিত যত জমী প্রকাশ আছে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমা ও জমীদের কৈফিয়ত বোর্দরিবনুর সেক্রটারি দপ্তরখানায় অথবা জেলাহার কালেক্টরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

রাজশাহী বৃহস্পতিবার সন ১৮১৯ ইং ১৯ আগস্ত সন ১২২৬ ৩ ভাদ্র বাং বোর্দরিবনুর সেক্রটারি দপ্তরখানায়।

বর্দ্ধমান বৃহস্পতিবার সন ১৮১৯ ১২ আগস্ত ইং সন ১২২৬ ২৯ শ্রাবণ বাং বোর্দরিবনুর সাক্রটারি দপ্তরখানায়।

সরকারের বাকি আদায় কারণ।

বর্দ্ধমান বৃহস্পতিবার সন ১৮১৯ ১২ আগস্ত ইং ২৯ শ্রাবণ সন ১২২৬ বাং কালেক্টরি কাছারিতে।

ইতি তারিখ ৬ জুলাই সন ১৮১৯ ইং বোর্দরিবনুর হকুম।

অনেক লোকের জমীন দাখিল জেলাহায় রোজ ও তারিখ মাফিক নীচের তপসীল প্রকাশ আছে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমা ও জমীদের কৈফীয়ত বোর্দরিবনুর সাক্রটারি দপ্তরখানায় অথবা জেলাহায় কালেক্টরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

সরকারের বাকী আদায় কারণ।

হিজলি ও নদিয়া ও যশোহর বৃহস্পতিবার সন ১৮১৯ ২৬ আগস্ত ইং সন ১২২৬ ১১ ভাদ্র বাং বোর্দরিবনুর সেক্রটারি দপ্তরখানায়।

মেদিনিপুর বৃহস্পতিবার ১৯ আগস্ত সন ১৮১৯ ইং ৪ ভাদ্র সন ১২২৬ বাং বোর্দরিবনুর সেক্রটারি দপ্তরখানায়।

ত্রিপুরা বৃহস্পতিবার ২৯ জুলাই সন ১৮১৯ ইং ১৪ শ্রাবণ সন ১২২৬ বাং বোর্দরিবনুর সাক্রটারি দপ্তরখানায়।

ইতি তারিখ ২০ জুলাই সন সন ১৮১৯ বোর্দরিবনুর হকুমে।

সমাচার দর্পণ।

শ্রীশ্রীযুতের প্রশংসাপত্র।

গত শনিবারে ২৪ জুলাই ১০ শ্রাবণ বাং দশ ঘড়ীর সময়ে ইংগ্লণ্ডীয় ভাগ্যবান লোকেরা শ্রীশ্রীযুতের ঘরে একত্র হইয়াছিলেন এবং গত বৎসরে যেমন কলিকাতাস্থ ভাগ্যবান লোকেরা গত যুদ্ধের বিষয়ে শ্রীশ্রীযুতের এক প্রশংসাপত্র প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে শুনাইয়াছিল তেমন মান্দ্রাজস্থ ভাগ্যবান লোকেরা শ্রীশ্রীযুতের এক প্রশংসাপত্র প্রস্তুত করিয়া সম্প্রতি পাঠাইয়াছিল সেই পত্র ঐ তারিখে শ্রীযুত মেজর ব্লাকর সাহেব শ্রীশ্রীযুতকে শুনাইয়াছেন। ঐ পত্রে তিন শত চৌরাশী লোকের স্বাক্ষর ছিল। তখনি শ্রীশ্রীযুত তাহার যে প্রত্যুত্তর করিলেন সে প্রত্যুত্তর আমরা সমুদয় ইহাতে ছাপাইতে পারি না যেহেতুক সে অনেক বাহুল্য তৎপ্রযুক্ত তাহার কিঞ্চিৎ ছাপাইতেছি।

যোং মান্দ্রাজহইতে এই পত্র যে বিলম্বে আসিয়াছে ইহাতেও আমার তুষ্টি যেহেতুক পশ্চিম রাজ্যে যেং কর্ম্ম করা গিয়াছে সে সকল বিষয়ের নিতান্ত স্থৈর্য্য বুঝিয়াই তাঁহারা প্রশংসাপত্র পাঠাইয়াছেন। সম্প্রতি দক্ষিণে সিংহলদ্বীপ অবধি উত্তরে তাতারের পর্ব্বতপর্য্যন্ত ও পশ্চিমে সিন্ধুনদী অবধি পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র নদপর্য্যন্ত সকল দেশ আমারদের আজ্ঞা অপেক্ষা করিতেছে তাহার মধ্যে কোনং প্রদেশে আমারদের পরাক্রমদ্বারা আজ্ঞা অপেক্ষা করে ও কোনং প্রদেশে আমারদের সৌজন্যদ্বারা।

কিন্তু এই বৎসরে যে আশীরগড়ে যুদ্ধ হইল তাহার কারণ এই যখন পূর্ব্বে আমরা শ্রীযুত সিন্ধিয়া মহারাজের সহিত সন্ধিপত্র করিয়াছিলাম তখন তাহাতে সিন্ধিয়া আপনি আমারদিগকে আশীরগড় দিতে স্বীকৃত ছিলেন এবং আমরাও সেই আশীর গড়ের কারণ অধিক আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলাম যেহেতুক তত্তৎ প্রদেশীয় দুষ্ট লোকেরা পলায়ন করিয়া ঐ আশীর গড় আশ্রয় করিয়া আশ্বস্ত হইয়া পুনর্ব্বার দুষ্টতা করিত তাহাতে দুষ্ট দমনকর্ত্ত রাজধর্ম্ম ব্যাঘাত হইত। পরে সিন্ধিয়া মহারাজ আশীর গড় দিতে স্বীকার করিলেও আমরা সে সময়ে শীঘ্র তাহা লইতে বড় আগ্রহ করিলাম না তখন ভাবিলাম যে আমরা যখন ইচ্ছা করিব তখনি লইব। পরে আশীর গড়ের কিল্লাদার আমারদের পূর্ণশত্রু শ্রীশ্রীযুত বাজিরাও পেশোয়া মহারাজের অনেক বিষয়ে উপকার করিল তথাপি সে সময়ে আমরা সিন্ধিয়ার মুখাপেক্ষা করিয়া ঐ গড় জোর করিয়া লইলাম না।

কিন্তু যখন শ্রীশ্রীযুত বাজিরাও পেশো

য়া আমারদের হস্তগত হইলেন ও সকল যুদ্ধ নিবৃত্ত হইল তখন আশীর গড়ের কিল্লাদার নাগপুরের রাজা শ্রীযুত আপা সাহেবের সহিত মিলিয়া ও তাহাকে ঐ গড়ে আশ্রয় দিয়া আমারদের পূর্ণ বিপক্ষতা করিতে প্রবৃত্ত হইল। অতএব আমারদের আর কোন উপায় তখন ছিল না আমরা সিন্ধিয়াকে কহিলাম যে ঐ কিল্লাদার সমেত ঐ গড় আমারদের হাতে সমর্পণ কর। তাহাতে তিনি ঐ কিল্লাদারকে কিল্লা দিতে আজ্ঞা করিলেন তাহাও ঐ কিল্লাদার মানিল না। পরে অগত্যা আমরা সেখানে সৈন্য পাঠাইয়া যুদ্ধ করিয়া ঐ গড় ও তাহার কিল্লাদারকে হস্তগত করিলাম। ঐ যুদ্ধের কালে লোকেরা জ্ঞান করিয়াছিল যে এই গড় লইতে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অনেক ব্যামোহ হইবেক।

কিন্তু ঐ গড় অনায়াসে আমারদের হস্তে আসিয়াছে ও ঐ গড়ের চতুর্দ্দিকের লোকেরা যুদ্ধকালে আমারদের প্রতি কোন কুচেষ্টা করিল না। তাহাতে আমারদের জয় অক্লেশে লব্ধ হইল ইহাতে অনুমান হয় যে মধ্যম হিন্দুস্থানে আমারদের পরাক্রম নিশ্চল হইল।

শ্রীশ্রীযুত ঐ প্রত্যুত্তরপত্রে এইরূপ অনেক কথা লিখিলেন তাহা সকল ছাপাইলে বাহুল্য হয়।

তলনের নামে কিল্লা।

পূর্ব্বে হোলকারের অধিকৃত খান দেশ মধ্যবর্ত্তী তলনের কিল্লা গত বৎসর ইংগ্লণ্ডীয়েরা যুদ্ধ করিয়া আপন অধীন করিয়াছেন সে বিষয়ে কেহ২ ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অন্যায় জ্ঞান করিয়াছেন কিন্তু তাহার বিশেষ বিবরণ জ্ঞাত হইলে অন্যায় জ্ঞান দূর হইবেক।

১৮১৭ সালে শ্রীযুত হোলকারের সহিত ইংগ্লণ্ডীয়েরদের যে সন্ধিপত্র মোং মন্দশুর শহরে হইয়াছিল। তাহাতে মহারাজ হোলকার নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণে কতক প্রদেশ ও কিল্লা ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। অনন্তরে হোলকার মহারাজের পক্ষীয় লোক ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সৈন্য সঙ্গে করিয়া সেই২ কিল্লা দখল দেওয়াইতে গেল। প্রথম সিন্দুয়ারা নামে কিল্লা হোলকারের লোকের আজ্ঞানুসারে তাহার কিল্লাদার ইংগ্লণ্ডীয়েরদের দখল দিল। পরে তথাহইতে তলনের কিল্লাতে গেল সে কিল্লা তাপ্তীনদীর উপরে সেখানে পঁহুছিয়া হোলকারের লোক তলনের কিল্লা ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে দিতে তাহার কিল্লাদারকে আজ্ঞা করিল কিন্তু সে কিল্লাদার তাহা মানিল না ও কিল্লাও ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে দিল না। তাহাতে হোলকারের লোক ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে কহিল যে কিল্লাদার স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কিল্লা দিল না তোমরা যে রূপে পারহ সেই রূপে কিল্লা দখল করহ। ইংগ্লণ্ডীয়েরা কিল্লাদারকে কহিল যে হোলকার মহারাজ এই কিল্লা আমারদিগকে দিয়াছেন তুমি বিপক্ষতা করিয়া আমারদিগকে কিল্লা দখল দিতেছ না অতএব যদি তুমি কিল্লা দখল না দেও তবে বিপক্ষ লোককে যেমন শাস্তা দেওয়া কর্ত্তব্য তেমন শাস্তা তোমাকে দিব। পরে দুই তিন দিন যুদ্ধের পর ঐ কিল্লাদার অনুপায় দেখিল এবং অন্তঃকরণে কাপট্য গোপন করিয়া ও বাহিরে সারল্য প্রকাশপূর্ব্বক আসিয়া কহিল যে আমি ও আমার সৈন্য ও কিল্লা সকলি তোমার আইস কিল্লা লও। ইহা শুনিয়া ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যের তিন চারি সেনাপতি ও কতক সিপাহী কিল্লার ভিতরে যাইতে লাগিল। পরে গিয়া কিল্লার দ্বার বন্ধ দেখিল কিন্তু কিল্লার সিপাহীরা তখনি দ্বার খুলিলে কিল্লার মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র তাহারদিগকে কিল্লার সিপাহীরা তরবাল দ্বারা আঘাত করিয়া নষ্ট করিল। সে শুনিয়া তাতে ইংগ্লণ্ডীয়েরা অত্যন্ত জাতক্রোধ হইয়া কিল্লাদারকে ও এক শত সিপাহীরদিগকে ধরিল এবং কিল্লাদারকে তৎক্ষণাৎ কিল্লার দ্বারে ফাঁসী দিল। কেবল কিল্লাদারের আন্তরিক শঠতাপ্রযুক্ত তাহাকে ফাঁসী দেওয়া গেল নতুবা দেওয়া যাইত না।

অনুদ্দিষ্ট বালকের পুনঃপ্রাপ্তি।

ইং সন ১৮১৭ সাল বাং ১২২৪ সালের কার্ত্তিক মাসে শ্যামা পূজার পর দিবস মোং চাতরার নয় বৎসরবয়স্ক এক ব্রাহ্মণের পুত্র শ্যামা প্রতিমার বিসর্জন দেখিবার কারণ গিয়াছিল পরে প্রতিমা বিসর্জন করিয়া অন্য২ বালক ও আর২ লোক সকলে আপন২ ঘরে আইল কিন্তু ঐ বালক ঘরে আইল না তাহাতে বালকের পিতা ও মাতা ও ইষ্ট বন্ধু কুটুম্ব সকলে নানা স্থানে নানা প্রকারে অন্বেষণ করিল কোথাও তাহার অন্বেষণ না পাইয়া অত্যন্ত দুঃখী হইল পরে সকলে অনুমান করিল যে শ্যামা প্রতিমা বিসর্জন দেখিবার কারণ নৌকায় গিয়াছিল তাহাতে জলে ডুবিয়া মরিয়াছে।

সম্প্রতি ১২২৬ সাল ইং ১৮১৯ সালের ১৮ জুলাই তারিখে ঐ বালক অকস্মাৎ এক সন্যাসির সহিত মোং হরিপালে আসিয়া পঁহুছিয়াছে ঐ বালকের মাতুলালয় মোং হরিপাল বালকের মাতুল তাহাকে দেখিয়া অনেক ক্ষণ পরে চিনিল ও বালককে জিজ্ঞাসা করিলে সে

পনার সকল বৃত্তান্ত কহিল ইহা দেখিয়া সন্যাসী পলাইল।

ঐ বালক আপনার বৃত্তান্ত এই কহিল যে আমি শ্যামাপ্রতিমার বিসর্জন দেখিবার কারণ গঙ্গাতীরপর্যন্ত গিয়াছিলাম আর সকলে নৌকাতে উঠিল আমি তীরেই রহিলাম। পরে গঙ্গাতীরের রাস্তায় ঐ সন্যাসী আমাকে অনেক মিষ্ট কথা কহিয়া কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন দিলে আমি তাহা খাইলাম তাহাতে আমি অজ্ঞানের মত হইলাম। ঐ সন্যাসী আমাকে সঙ্গে লইয়া কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া আমার কাপড় ছিঁড়িয়া কৌপিন করিয়া আমাকে পরাইল ও এক প্রকার মোটা মালা আমার গলে দিল। পরে আমাকে সঙ্গে করিয়া নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া এত দিনের পর এখানে আনিয়াছিল। ইত্যাদি অনেক২ কথা ও নানা দেশের কথা ঐ বালকের প্রমুখাৎ শুনা গেল।

আশ্চর্য্য বিবরণ।

কহিয়ার নিকটবর্ত্তি সমুদ্রে অকস্মাৎ এক দ্বীপ উৎপন্ন হইয়াছে সেখানে পূর্ব্বে কেবল জল ছিল কিন্তু এক দিন অতিশয় ঝড় ও তুফান হইল এবং সেই স্থানে সমুদ্রহইতে অকস্মাৎ অতিশয় ধূম ও অগ্নি নির্গত হইল তাহার ক্ষণেক পরে সে সকল নিবৃত্ত হইল। পর দিনে জাহাজ লইয়া লোকেরা সেখানে গেল ও নূতন এক দ্বীপ দেখিল ও তাহার উপরে উঠিলে পরে পূর্ব্ব দিনের অগ্নি ও ধূমের বিষয় স্মরণ করিয়া তাহারা সেই দ্বীপের এক স্থানে দুই তিন হাত মৃত্তিকা খুঁদিল তাহাতে তাহার নীচে জ্বলন্ত অগ্নি দেখা গেল।

এই রূপ সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তি অগ্নিকে হিন্দু লোকেরা বড়বানল কহে।

গ্যাস।

গত চারি বৎসরের মধ্যে ইংগ্লণ্ড দেশে রাস্তায় লোকেরদের উপকারের নিমিত্ত যে সকল দীপ জ্বলিত সে সকল দীপ তৈলদ্বারা জ্বলিত কিন্তু চারি পাঁচ বৎসরের মধ্যে তৈলদ্বারা প্রদীপ জ্বালান নিবৃত্ত হইয়াছে এবং গ্যাসদ্বারা প্রদীপ জ্বলাইতেছে। সে গ্যাস এই।

কয়লার নীচে অগ্নি রাখিলে তাহাহইতে এক প্রকার বায়ু নির্গত হয় তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিলে যেপর্য্যন্ত সে বায়ু থাকে সেপর্য্যন্ত বাতীর মত জ্বলে তাহাতেই আলো হয়। ইহার গুণ এই যে বৃষ্টি কিম্বা ঝড় তুফানেও সে আলো নিবৃত্ত হইতে পারে না এবং লণ্ডন শহরে রাত্রি কালে তাবৎ রাস্তায় ঐ গ্যাসদ্বারা আলো হয়। প্রতিরাস্তায় লম্বা সীসার চুঙ্গি আছে এবং ঐ চুঙ্গি ঐ গ্যাসদ্বারা পরিপূর্ণ থাকে প্রতি বাটীর দরবাজার সম্মুখে ঐ চুঙ্গিতে ছিদ্র আছে ঐ ছিদ্রদ্বারা গ্যাস নির্গত হয় তাহাতে অগ্নি সংযোগ করে সেই খানে আলো হয়।

কিন্তু সম্প্রতি শেষ জাহাজ দ্বারা সমাচার পাওয়া গেল যে স্কটলণ্ড দেশে এক সাহেব এই মত এক কারখানা প্রস্তুত করিয়াছে ঐ গ্যাস দেশান্তরে ও থলির মধ্যে বদ্ধ করিয়া লইয়া যাইতে পারে।

নৌকাডুবি।

১৫ জুলাই তারিখে মোং প্রয়াগে এক ওদরার নৌকা পারে যাইতেছিল ইতোমধ্যে মধ্যগঙ্গাতে সে নৌকা ডুবিল তাহাতে শ্রীযুত কর্ণল স্কিনর সাহেবের ঘোড়ার সহীস ও ঘাসুড়ে প্রভৃতি ষাটি জন লোক ছিল তাহার মধ্যে বার জন মাত্র বাঁচিয়াছে আর সকলে মরিয়াছে। তাহার পূর্ব্ব কতক দিন দুই তিন নৌকা সে স্থানে ডুবিয়াছিল তাহাতে দুই শত লোকের মধ্যে এগার লোক বাঁচিল আর সকল মরিল।

চুরি।

শুনা যাইতেছে যে দশ পোনর দিবসের মধ্যে মোকাম নসরাইয়ের খালে বাগানের নীচে রেসমের গাঁটি সমেত এক নৌকা লাগান হইয়াছিল পরে রাত্রি যোগে জন কএক দুষ্ট লোক একত্র আসিয়া সেই নৌকার দড়া কাটিয়া গঙ্গার মধ্যস্থানে নৌকা আনিয়া ঐ রেসমের গাঁটি চুরি করিয়া লইয়া গেল পর দিবসে নিকটস্থ দারোগা লোক খবর পাইয়া সেই স্থানে আইল এবং মোকাম হুগলিহইতে সেইখানে লোক গিয়া চৌকীদারের উপরে চোর তলপ করিলে চৌকীদার চোরের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। পরে দৈবাৎ সেই কএক জন চোরের মধ্যে আত্ম কলহ হওয়াতে এক জন চৌকীদারের নিকটে আসিয়া সে সমুদয় বৃত্তান্ত যথার্থ রূপ কহিল। চৌকীদার ও দারোগার তরপ লোক গিয়া ঐ চোরকে সঙ্গে করিয়া মোকাম চুচুড়ার এক সোনার বানিয়ার বাটীতে গিয়া তাহাকে পাকড়া করিল এবং রেশমের গাঁটি কিছু পাইল পরে তাহাকে জিলা মোকামে চালান করিল।

এখন শুনা যাইতেছে যে পূর্ব্বে এক মহাজনের শাল ও বনাৎ এক নৌকা হইতে চুরি গিয়াছিল সে মহাজনও সে

সমাচার দর্পণ।

সোনার বাণিয়ার উপরে শাল ও বনাতের দাবি করিয়াছে।

হিন্দুস্থানের আদালতের খরচ।

ইঙ্গ্লণ্ডীয়েরদের অধিকৃত হিন্দুস্থানে জজসাহেব অবধি মণ্ডলের বরকন্দাজ পর্য্যন্ত আদালত সম্পর্কীয় লোকেরদের দরমাহা এবং আদালতের অন্যং বিষয় খরচ প্রতিবৎসর এক কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা কোম্পানি বাহাদুরের দিতে হয়। এমত খরচ পৃথিবীর মধ্যে অন্য কোন দেশে নাই তথাপি মণ্ডলে দারোগা প্রভৃতিরদের দুষ্টতাযুক্ত কোম্পানি বাহাদুরের এত খরচেও প্রজারদের তেমন উপকার হয় না।

মহাসাঁকো।

ইঙ্গ্লণ্ডের এক প্রদেশে এক সাঁকো সম্প্রতি হইয়াছে এক স্থানে দুই দিকে দুই পর্ব্বত আছে তাহার মধ্যে জল সেখানে এক পর্ব্বতহইতে অন্য পর্ব্বতে যাইতে লৌহময় সাঁকো করা গিয়াছে সে সাঁকো আটশত পঞ্চাশ হাত লম্বা ও জলহইতে এক শত হাত উচ্চ।

দেওলে।

ইঙ্গ্লণ্ড দেশে ৩১ মার্চ তারিখে দুই তিন মহাবাণিজ্যের ঘর দেওলে হইয়াছে তাহার মধ্যে এক ঘর ষোল লক্ষ টাকার দেনার কারণ দেওলে হইয়াছে। সেখানে গ্রাম ও নগর ও শহরে যে যখন দেওলে হয় তখনি তাহার বিষয়ে সমাচার ছাপান যায় এবং যে ব্যক্তি আপনি বুঝে যে আমার দেনা অনেক আমি দেওলে হইলাম তখন সে আপনার যথাসর্ব্বস্ব যাহা থাকে তাহা কোন উকীলের নিকটে কিম্বা কোন মাতবর দুই তিন লোকের নিকটে সমর্পণ করে ও আপনাকে দেওলে স্বীকার করে। সে ব্যক্তিরা তাহার সর্ব্বস্ব আপনারদের নিকটে রাখে ও তাহার পাওনাদারেরদিগকে ডাকিয়া হিসাব করিয়া উপযুক্ত মত ব্যবস্থানুসারে সকলকে কিঞ্চিৎ২ করিয়া দেয় কিন্তু ঐ দেওলে ব্যক্তি আপনার যথাসর্ব্বস্ব ঐ লোকের নিকটে সমর্পণ করিলে তাহার সাবেক পাওনাদারেরা তাহাকে ছুইতে পারে না।

জাহাজ আমদানী।

মোং কেপের সমাচার আইল যে সেখানে ইঙ্গ্লণ্ডীয় বাদশাহের এক জাহাজ আসিয়া পঁহুছিয়াছে এবং হিন্দুস্থানের কারণ অনেক ডালর তাহাতে আসিয়াছে।

সে সময়ে কেপে এমত জনরব হইয়াছিল যে বোনাপার্তের চৌকীতে নিযুক্ত ইঙ্গ্লণ্ডীয় সেনাপতির সহিত বোনাপার্তের অত্যন্ত প্রীতি হইয়াছে। এই হেতুক সেই সেনাপতিকে তাহার সকল সৈন্য সমেত শীঘ্র ইঙ্গ্লণ্ডে পাঠান যাইবেক।

বাজী।

চারি পাঁচ মাস হইল ইঙ্গ্লণ্ড দেশে একটা আট শত টাকার বাজী হইয়াছিল সে বাজী এই এক গাড়ীতে দুই ঘোড়া যুড়িবেক কিন্তু এক ঘোড়ার পশ্চাতে আর এক ঘোড়া যুড়িবেক পাশাপাশি যুড়িবেক না। এই রূপ ঘোড়া গাড়ীতে যুড়িয়া এক ঘড়ীর মধ্যে ছয় ক্রোশ যে যাইতে পারিবেক সে আট শত টাকা পাইবেক। এই বাজীতে এক সাহেব জয়ী হইয়াছে যেহেতুক সে এক মিনিটের এক পোয়া বাকী থাকিতে উদ্দেশ্য স্থানে পঁহুছিয়াছিল।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

২ জুলাই শ্রীযুত দবলিও জে তরক্মন্দ সাহেব কলিকাতার কোর্ট আপীলের রেজেষ্টর হইয়াছেন।

শ্রীযুত দবলিও ওলেন্ সাহেব মোং যশোহর জিলার জজের পেস্কার।

১৬ জুলাই।

শ্রীযুত এল কেনেদি সাহেব মোং বেহারের আমীন দপ্তরের অধ্যক্ষের পেস্কার।

গ্রীক কাব্যে কৃপণের কথা।

খারাণ নামে এক নাবিক মৃত লোকেরদিগকে বৈতরণী নদী পার করিয়া তাহার মজুরি এক দুই পয়সা পায় এই রূপে অনেকং লোককে পার করে কিছু কাল পরে এক ব্যক্তি অতিশয় কৃপণ মরিলে ঐ নদীতীরে গেল ও নৌকায় পার হইলে এক পয়সা ব্যয় হইবেক এই ভয়ে আপনি সাঁতারিয়া পার হইল। ইহাতে সেখানকার বিচারকর্ত্তারা বিচার করিল যে ইহার কি সাজা উপযুক্ত যেহেতুক এ ব্যক্তি পারের বেতন না দিয়া পার হইল। তাহার মধ্যে এক জন বিবেচনা করিয়া কহিল যে ইহাকে পুনর্ব্বার পৃথিবীতে পাঠান যাউক এবং ইহার চিরসঞ্চিত ধন ইহার পুত্রেরা কিরূপে ব্যয় করিতেছে এ ব্যক্তি আপন চক্ষুতে দেখুক।

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহেং কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসেং এক টাকা। যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকটে

সমাচার দর্পণ

৩৪ সংখ্যা   শনিবার।   ৭ আগস্ত সন ১৮১৯।   ২৪ শ্রাবণ সন ১২২৬।

দর্পণে মুখে সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ।   বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে।।

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা দশ আনা ডিষকৌণ্ট। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা চৌদ্দ আনা ডিষকৌণ্ট।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

৭	আগস্ত	শনিবার	২৪	শ্রাবণ
৮	ঐ	রবিবার	২৫	ঐ
৯	ঐ	সোমবার	২৬	ঐ
১০	ঐ	মঙ্গলবার	২৭	ঐ
১১	ঐ	বুধবার	২৮	ঐ
১২	ঐ	বৃহস্পতিবার	২৯	ঐ
১৩	ঐ	শুক্রবার	৩০	ঐ

জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার।

অনেক লোকের জমীন সামিল জেলাহায় রোক্ত ও বাকি সকল মালিক নীচের তপসীল সরকারেরবাকি আদায় কারণ বোর্দরিবনুর সেক্রটারি দপ্তরখানায় প্রকাশ স্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমা ও জমীনের কৈফীয়ত বোর্দরিবনুর সাক্রটারি দপ্তরখানায় অথবা জেলাহায় কালেকটরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

সরকারের বাকী আদায় কারণ।

হিজলি ও নদিয়া ও যশোহর বৃহস্পতিবার সন ১৮১৯ ২৬ আগস্ত ইং সন ১২২৬ ১১ ভাদ্র বাং বোর্দরিবনুর সেক্রটারি দপ্তরখানায়।

মেদিনিপুর বৃহস্পতিবার ১৯ আগস্ত সন ১৮১৯ ইং ৪ ভাদ্র সন ১২২৬ বাং বোর্দরিবনুর সেক্রটারি দপ্তরখানায়।

ত্রিপুরা বৃহস্পতিবার ২৯ জুলাই সন ১৮১৯ ইং ১৪ শ্রাবণ সন ১২২৬ বাং বোর্দরিবনুর সাক্রটারি দপ্তরখানায়।

ইতিতারিখ ২০ জুলাই সন সন ১৮১৯ বোর্দরিবনুর হুকুমে।

সমাচার দর্পণ।

শ্রীশ্রীযুত।

গত রবিবারে মোং কলিকাতায় শ্রীশ্রীযুত গির্জার সময়ে পীড়িত হইয়া আপন ঘরে গিয়াছিলেন তাহাতে সকল লোক উদ্বিগ্ন হইয়াছিল গির্জা সমাপ্ত না হইতে শ্রীশ্রীযুতের নিকটহইতে তাঁহার স্বাস্থ্য সমাচার আইল এবং সোমবারে আরো সমাচার আইল যে শ্রীশ্রীযুত সুস্থ হইয়া কর্ম্মে বসিয়াছেন এবং বুধবারে তাঁহার এমত স্বাস্থ্য বোধ হইয়াছিল যে তিনি ঐ দিনে মোং চানকের বাটীতে আসিয়াছেন।

নাগপুর।

মোং নাগপুরহইতে ১১ জুলাই তারিখের পত্র আসিয়াছে তাহাতে জানা গেল যে সেখানে অতিশয় দুর্ভিক্ষ হইয়াছে ও দুঃখি লোকেরদের উদরান্ন সঙ্গতি হওয়া ভার হইয়াছে। পূর্ব্বে যে দ্রব্য পাঁচ টাকাতে পাওয়া যাইত সে দ্রব্যের মূল্য এখন ত্রিশ টাকা হইয়াছে কিন্তু সেখানকার রাজা অনেক দুঃখি লোকেরদিগকে ওপযুক্ত বেতন দিয়া সরকারি অনেকং কর্ম্ম করাইতেছে ইহাতে অনেকের প্রাণ রক্ষা হইতেছে। আর সেখানে এমত দুর্ভিক্ষ যে কৃষকেরা ধান্যাদির বীজ সংগ্রহ করিয়া ক্ষেতে বুনিতে পারে নাইইহাতে অনুমান হয় যে আগামি বৎসরে দুর্ভিক্ষ হইতে পারে।

কুষ্ঠিরদের চিকিৎসালয়।

কুষ্ঠিলোকেরদের বিনা মূল্যে চিকিৎসার কারণ এক চিকিৎসালয় প্রস্তুত হইবেক তদর্থে শ্রীযুত কালীশঙ্কর ঘোষাল পাঁচ হাজার টাকা দিয়াছেন ইহা আমরা গত বৎসরে ছাপাইয়াছিলাম সম্প্রতি এই বৎসরে সেই কর্ম্মে বিশ বাইশ হাজার টাকা সঞ্চিত হইয়াছে এবং দুই তিন শত কুষ্ঠি লোকেরদের পৃথক্ং বাস করিবার কারণ দুই তিন শত কুটরী প্রস্তুত করিবার ওদ্যোগ হইতেছে।

কালেজের ইস্তাহার।

শ্রীশ্রীযুতের শরীরাপাটব প্রযুক্ত মোং কলিকাতার কালেজের ইস্তাহার গত সোমবারে হয় নাই কিন্তু আগামী সোমবারে হইবেক।

নৌকাডুবি।

মোং কানপুরহইতে এক পাটলি নৌকা মোং কলিকাতা আসিতেছিল তাহাতে সিপাহিরদের হাওয়ালদার দুই জন ও তাহারদের পরিজন ছিল গত বুধবারের রাত্রে সকলে নিদ্রাগত ছিল শেষ রাত্রে ঐ নৌকার তলায় খানেক দুইখান তক্তা কি প্রকারে খসিয়া নৌকাতে জল উঠিতে লাগিল পরে অর্দ্ধেক নৌকা জল উঠিলে তাহারদের মধ্যে এক জন জাগিয়া সকলকে জাগাইতে লাগিল কিন্তু আয়ুঃশেষ প্রযুক্ত তাহারদের কাল নিদ্রা ভঙ্গ হইল না। পরে এক জন হাওলদার উঠিয়া দেখিল যে নৌকা প্রায় ডুবে। তাহাতে সে এক সিন্দুকে আপনার তের শত টাকা ছিল তাহা উঠাইয়া আপনার নিকটে রাখিল ও সকলকে জাগাইতেং সকলে উঠিল

তাহারা সকলে উঠিবামাত্র নৌকা তৎক্ষণাৎ ডুবিল। তাহাতে হাওলদার প্রভৃতি চড়ন্দার দশ জন ও দাঁড়ী তিন জন মরিল আর২ সকল দাঁড়ী ও মাঝী সাঁতারিয়া পলাইল।

শ্রীযুত রণজিৎ সিংহবাহাদুর।

কতক দিন হইল মোং দিল্লী শহরে জনরব হইয়াছে যে শ্রীযুত রণজিৎসিংহ কাশ্মীর জয় করিয়াছেন তাহাতে তাহার অনেক সরদার ও সৈন্যের অনেক ভাগ মারা পড়িয়াছে কিন্তু এই জনরবে এমত বুঝা যায় না যে তিনি কাশ্মীর প্রবেশ করিয়াছেন ও যুদ্ধে তাঁহার জয় হইয়াছে যেহেতুক যদি তাঁহার জয় হইত তবে তাঁহার এত সৈন্য মারা পড়িত না।

কাশ্মীরের অধ্যক্ষ মহম্মদখাঁ এখন পেশোর শহর আক্রমণ করিয়া সেখানে আছে। এবং পেশোরের সিংহাসনে শাহশুজাকে বসাইবার কারণ পেশোর শহর শাহমহম্মদের হাতহইতে আপন অধীন করিয়াছে তাহার ইচ্ছা এই যে শাহশুজাকে পেশোর শহরের সিংহাসনে বসাইয়া আপনি তাহার কিঞ্চিৎ ভাগ লয়। ইহাতে শাহশুজা ক্রুদ্ধ হইয়া পেশোরহইতে গিয়া খাবরি নামে এক জাতিরদের সহিত মিলিয়াছেন। এবং সৈন্য প্রস্তুত করিতেছেন যে ঐ মহম্মদখাঁহইতে পেশোর শহর আপনি অধিকার করেন।

অনাবৃষ্টি।

জিলা কৃষ্ণনগর ও জিলা যশোহর ও জিলা বর্দ্ধমান প্রভৃতি দেশ হইতে সমাচার আসিয়াছে যে এই২ প্রদেশে শস্যোপযুক্ত বৃষ্টি অদ্যাপি হয় নাই ইহাতে শস্যাদির বড় ক্ষতি হইয়াছে কোন স্থানে অর্দ্ধেক ক্ষতি কোন স্থানে সিকী হানি হইয়াছে দুই চারি দিনের মধ্যে বৃষ্টি হইলেও অনেক রক্ষা হয়।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

শ্রীযুত কাপ্তান কানিং সাহেব আওরঙ্গাবাদে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের উকীল।

শ্রীযুত এ ওগলবি সাহেব মোং বেহারের আপীলকোর্টের অধ্যক্ষের দ্বিতীয় পেস্কার।

শ্রীযুত উলাম পিতুরি সাহেব মোং যশোহর জিলার কালেক্টরের পেস্কার।

শ্রীযুত কাপ্তান আরবিন সাহেব হেষ্টিংস সাহেবকর্ত্তৃক স্থাপিত মদরসার অর্থাৎ পারসী ও আরবী পাঠশালার সেক্রটারি হইয়াছেন।

---

৪ আগস্ত তারিখে ইংগ্লণ্ডের বাদশাহের দাণ্ডলেশ নামে জাহাজ ইংগ্লণ্ডহইতে পঁহুছিয়াছে তাহাতে ইংগ্লণ্ডহইতে পাঁচ হাজার পাঁচ শত পত্র এতদ্দেশীয় ইংগ্লণ্ডীয়েরদের কারণ আসিয়াছে সে সকল পত্র গঙ্গাসাগরহইতে দুই নৌকাদ্বারা মোং কলিকাতাতে পঁহুছিয়াছে।

নীল।

হিন্দুস্থানের কোন২ প্রদেশহইতে সমাচার আসিয়াছে যে নীলের ফসল অতি মন্দ হইয়াছে। কিন্তু অন্য২ প্রদেশহইতে সমাচার আসিয়াছে যে সে অতিসুন্দর হইয়াছে যেমন পূর্ব্ব বৎসরে সর্ব্বত্র মন্দ হইয়াছিল এ বৎসর তেমন নহে।

খুন।

গত সপ্তাহে মোকাম ফরাশডাঙ্গার পশ্চিম দিকের গড়ের নিকটে জুগীপুকুর নামে এক স্থানে এক ঘর গোয়ালার ব্রাহ্মণ আছে তাহার স্ত্রীর সহিত তাহার দুই পুত্রবধূর মধ্যে ছোট পুত্রবধূর সম্প্রীতি নাই সর্ব্বদা বিরোধ বিসম্বাদ হইয়া থাকে। এক দিবস ঐ ছোট বধূ এক ঘড়া জল আনিয়া রোয়াকে রাখিল পরে দৈবাৎ ঐ পিতলের ঘড়া নীচে পড়িল তাহাতে ঘড়ার এক স্থানে কিঞ্চিৎ টোল গেল। তাহার শাশুড়ী ইহা দেখিয়া অতিক্রোধান্বিতা হইয়া এক লোড়া ফেলিয়া মারিল। তাহার আঘাতশেষ সহকারে তাহাতেই তাহার প্রাণত্যাগ হইল। ইহাতে শাশুড়ী ও তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ এই দুই জনে ঐ মৃত বধূকে ছাতের উপরে তুলিয়া রাখিল। পরে রাত্রি কালে ঐ মৃত শরীর লইয়া একটা কলসী তাহার গলায় বান্ধিয়া বাটীর নিকটস্থ এক পুষ্করিণীতে ফেলিয়া দিল কিন্তু ক্ষণেক কাল পরে ঐ মৃত শরীর কলসী সমেত ভাসিয়া উঠিল। পুনর্ব্বার ঐ দুই জন গিয়া ঐ শব তুলিয়া বাটীতে আনিয়া জনরব করিল যে আমারদের ছোট বধূর সর্পাঘাত হইয়াছে। এই কথা কহিয়া আপনারদের গণবন্ধু দুই চারি জনকে ডাকিয়া মিথ্যা ক্হাড়াইল পরে তাহারা সকলে গঙ্গাতীরে শব লইয়া দাহ করিয়া আপন ঘরে আইল। পরে সেই পাড়ার এক জন গোয়িন্দা হইয়া জমীদার সাহেবের নিকটে জ্ঞাত করিল। সাহেব জ্ঞাত হইবামাত্র চাপরাসি পাঠাইলেন ও সে স্থানের দারোগার উপর খোলাসা হুকুম দিলেন যে সকলকে গেরেপ্তার করিয়া সদরে দাখিল করে। তাহাতে ঐ ব্রাহ্মণের সকল পরি

অর ও যাহারা তাহার দাহ করাতে আনুকূল্য করিয়াছিল তাহারদিগকে পৃথক২ জেলে কএদ রাখিল কাহার সহিত কাহার সাক্ষাৎ হইবার বিষয় নহে। ঐ মৃত বধূর অনুমান চারি পাঁচ বৎসর ব য়স্ক এক বালক আছে সে সর্ব্বদা রোদন করে ও সকলের সাক্ষাৎ কারে কহে যে আমার মাতাকে আমার ঠাকুরাণী দিদী পোড়া ফেলিয়া মারিয়াছেন।

শ্রীরামপুরের কালেজ।

আমরা পূর্ব্বে ছাপা করিয়াছিলাম যে মোং শ্রীরামপুরে এক কালেজ হইয়াছে তাহাতে জ্যোতিষশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া অধ্যাপনা করাইতেছেন এবং ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে কৃতবিদ্য দশ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে। এবং ষোল জন ছাত্র ব্যাকরণ পাঠ করিতেছেন গত সোমবার তাহারদের এই বৎসরকার ইস্তাহাম হইয়াছে। তাহার সকল বিবরণ সকল লোকের জ্ঞানের নিমিত্ত ইংরাজীতে ছাপা যাইবেক। পরে বাঙ্গালাতে ছাপা হইবেক। এবং সম্প্রতি পুরাতন ঘরে পাঠাদি নির্ব্বাহ হইতেছে কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে কালেজের ঘর আরম্ভ হইবেক। তাহার পাণ্ডুলেখ্য এই মত করা গিয়াছে যে দেড় শত ছাত্র থাকিবার কারণ পাক২ কুঠরী ও পাঠ করিবার নিমিত্ত ঘর ও ইস্তাহামের কারণ বড় ঘর ও নানা জাতীয় ও নানা দেশীয় পুস্তক রাখিবার কারণ এক মহাপুস্তকালয় হইবেক ইত্যাদি রূপ কালেজ ঘর করনের সামগ্রী সমবধান হইতেছে শীঘ্র আরম্ভ হইবে।

সিংহগড়।

পশ্চিম দেশের গত যুদ্ধ যখন ইংগ্লণ্ডীয়েরা সিংহগড় অধিকার করিলেন তখন সেখানে এক স্বর্ণময়ী গণেশ প্রতিমা পাওয়া গিয়াছিল সে মূর্ত্তি সেখানকার ব্রাহ্মণেরা দেড় লক্ষ টাকা দিয়া লইতে উদ্যোগ করিতেছে।

ইংগ্লণ্ডে টেক্স আদায়ের খরচ।

ইংগ্লণ্ড দেশে যাহারা টেক্স আদায় করে তাহারদের সরদার অবধি ছোট পর্য্যন্ত তাহারদের দরমাহা ও বাজে খরচ প্রতিবৎসর নয় শত লক্ষ টাকা।

লক্ষ্ণৌ।

সম্প্রতি ইংগ্লণ্ডহইতে মোং শ্রীরামপুরে এক মহাকল আসিয়াছে সে কল কেবল অগ্নির উত্তাপে ঘোরে এই রূপ অন্য এক কল লক্ষ্ণৌয়ের নবাব সাহেব ইংগ্লণ্ডহইতে লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া আনাইয়াছেন কিন্তু অদ্যাপি তাহাতে কোন কর্ম্ম হয় নাই। এবং ঐ নবাব সাহেব আপনার রাজধানী নিকটবর্ত্তিনী গোমতী নদীতে এক সাঁকো করিবার কারণ ইংগ্লণ্ড হইতে এক লৌহময় মহাসাঁকো আনাইয়াছেন তাহা অদ্যাপি গোমতীতে লগ্ন করেন নাই।

জাহাজ।

৪ আগস্ত তারিখে মোং কলিকাতার ঘাটে এক শত সাতাইশ জাহাজ ছিল তাহার মধ্যে আমেরিকীয় আট। ফরাশিসের পাঁচ ও পোর্তুগীশেরদের এক ও দিনামারেরদের দুই এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরদের এক শত এগার।

বানিজ্য।

পশ্চিম দেশহইতে মোং কলিকাতায় যত তুলা আমদানি হইয়াছিল সে সকল এতদ্দেশে ব্যয় হইয়াছে জাহাজে পাঠাইবার কারণ তুলা অদ্যাপি খরিদ হয় নাই। এই হেতুক তুলার মূল্য কিঞ্চিৎ অল্প হইয়াছে।

আফীমের মূল্য দিনে২ বাড়িতেছে মোং পাটনাতে এক সিন্দুক আফীম ত্রিশ শত পঞ্চাশ টাকায় বিক্রয় হয়।

আলমোরা।

নেপালের সহিত যুদ্ধকালে আলমোরা দেশ ও কামাও দেশ ইংগ্লণ্ডীয়েরা অধিকার করিয়াছিলেন সে দুই দেশ হিমালয় পর্ব্বতের উত্তর পূর্ব্বদিকে ও বাঁশবরেলির উত্তরে সে দেশ অতিসুদৃশ্য ও পর্ব্বতময় সে দেশ দেখিয়া ইংগ্লণ্ডীয়েরা আশ্চর্য্যবোধ করেন। পচিশ বৎসর হইল সেখানকার ব্রাহ্মণেরা নেপালের রাজাকে ডাকিলেন তাহাতে নেপালাধিপতি সে দুই দেশ অধিকার করিলেন এবং ঐ ব্রাহ্মণেরদিগকে জায়গীরপ্রভৃতি দিলেন। এবং সেই দুই দেশ নানা পরগণাদ্বারা বিভক্ত করিয়া এক২ পরগণার উপরে এক২ জন অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন তাহারদের সংজ্ঞা কামীন তাহারা আপন২ পরগণার উপরে আপনারা স্বতঃপ্রভু করিতে লাগিল ও আপন২ মনানুসারে ব্যবহার করিতে লাগিল। তাহাতে রাজ্যের রাজস্বপ্রভৃতি যখন যাহা উপস্থিত হয় তাহা রাজা ঐ কামীনেরদের উপরে তলপ করিতে লাগিলেন তাহারা তাহার সরবরাহ করিতে লাগিল ও মপস্বলে জজের কর্ম্ম ও কালেক্তরের কর্ম্ম আপনারাই করিতে লাগিল। তাহারা লোকেরদের উপরে সমস্ত প্রকার দৌরাত্ম্য করিল সেখানকার লোক অতিশয় ভীত। ঐ কামীনেরা যত

সমাচার দর্পণ।

দৌরাত্ম্য করিত তাহা প্রজা লোক অগত্যা সহ্যতা করিত এবং প্রজারা যদি এক টাকা রোজগার করিত তাহার বার আনা তাহারা লইত।

ঐ দুই প্রদেশে তাম্রের আকর আছে সে আকরের জমা আছে সেখানকার এক বনিক প্রতিবৎসর ঐ আকর হাজার বার শত টাকায় জমা করিয়া লয়। সে আকর অতি ক্ষুদ্র ও সেখানকার তাম্র অতিমন্দ এবং তাম্র আকরহইতে উঠাইয়া তখনি অগ্নির দ্বারা পরিষ্কৃত করিয়া পয়সা করে এবং এক আনায় তিন পয়সা বিক্রয় করে। যখন সে দেশ নেপালের অধিকারেছিল তখন প্রজারদের উপরে যে রাজপীড়া হইত তৎপ্রযুক্ত তাহারা ছিন্নভিন্ন ছিল এখন ক্রমেং তাহারদের বৃদ্ধি হইতেছে। পূর্ব্বে প্রজারা যখন খাজানা দিতে না পারিত তখন রাজকীয় লোকেরা ঐ খাজানার বদলে প্রজারদের স্ত্রী কিম্বা পুত্র লইয়া হাটে বিক্রয় করিত। তাহাতে তাহারা এই রূপ হার করিয়াছিল যে পাঁচ অবধি দশ টাকাপর্য্যন্ত স্ত্রী ও বালকানুসারে দাম পাইবেক। যদি পিতাপ্রভৃতি ঐ হার মত টাকা দিয়া বালকাদি লইতে না পারিত তবে এক শত কিম্বা দেড় শত স্ত্রী ও বালক একত্র জমা করিয়া গোমেষাদির মত হাটে লইয়া যাইত। এইরূপে প্রজারা স্ত্রী পুত্র হীন হইয়া শেষে আপনারা দেশান্তরে পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিত।

বুহ্মা দেশের ব্যবহার

বুহ্মা দেশের বাদশাহের নিকটে কাহারো দাঁড়াইবার হুকুম নাই সকলেই আপনং হাঁটু গাড়িয়া ও নম্রমস্তক ও কৃতাঞ্জলি হইয়া বাদশাহের সম্মুখে থাকে যদি কোন ব্যক্তি দাঁড়াইয়া থাকে ও অকস্মাৎ বাদশাহ্ সেখানে আইসেন তবে সে ব্যক্তি পশুর মত ঐ রূপ হাঁটু গাড়ে। এবং সেখানে কেহ ছাতা বাহিরাইতে পারে না যেহেতুক বাদশাহ যাহাকে তুষ্ট হইয়া খেতাব দেন সে জন সেই খেতাবের সহিত ছাতা পায় খেতাবের চিহ্ন ছাতা খেতাব বিনা ছাতা বাহিরাইতে পারে না যদি কোন লোক সূর্য্যাতপে দগ্ধ হইয়া মরে তথাপি সে ছাতা মাথাতে দিতে পারে না। সে দেশের অত্যুত্তম রীতি এই যে কোন লোক মদিরাপান করে না যদি কেহ মদিরাপান করে ও তাহা সপ্রমাণ হয় তবে বাদশাহ তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণ দণ্ড করেন। এবং বাদশাহের সাক্ষাৎকারে মদিরা নামোচ্চারণ করিলেও তাহার শাসন করা যায়।

ইতিহাস।

সকল লোকের মধ্যে এমন কথা চলে যে টাকা টাকাকে আকর্ষণ করে ইহার অভিপ্রায় এই যে টাকার দ্বারা টাকা বৃদ্ধি পায়। এ কথার প্রকৃত অভিপ্রায় না বুঝিয়া এক ব্যক্তি মুঠে একটা টাকা লইয়া এক বনিকের দোকানে গেল এবং সেখানে রাশীকৃত অনেক টাকা দেখিয়া তাহার মধ্যে আপনার টাকাটী ফেলিয়া দিল। পরে সন্ধ্যাকালে ঐ বনিক্ আপনার টাকা কড়ি দোকানে সিন্দুকের মধ্যে বন্ধ করিয়া বাটীতে যাইতে উদ্যোগ করিতে লাগিল। তখন ঐ ব্যক্তি আসিয়া কহিল আমার টাকা তোমার টাকার মধ্যে ফেলিয়াছি সে টাকা আমাকে দেও। বনিক জিজ্ঞাসা করিল যে কি নিমিত্তে আমার টাকাতে তুমি আপন টাকা ফেলিলা। সে উত্তর করিল যে টাকা টাকাকে আকর্ষণ করে এমন কথা আছে অতএব আমার টাকার দ্বারা তোমার টাকা আকর্ষণ করিবার কারণ ফেলিয়াছিলাম। বনিক কহিল যে তুমি যেরূপ কহিলা যে টাকা টাকাকে আকর্ষণ করে সেই রূপ হইল আমার অনেক টাকাতে তোমার এক টাকা আকর্ষণ করিয়াছে তুমি কেন সে টাকা পাইবা। এই উত্তরে ঐ ব্যক্তি অপ্রস্তুত হইল।

এ রূপ আরো এক কথা আছে যে যে পথ দিয়া জল চলে সে পথ অবশ্য ভিজা হয় অতএব যাহার হস্ত দিয়া টাকা গমনাগমন করে তাহার হস্তে অবশ্য টাকার সম্পর্ক থাকে।

মস্করা।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নিকটে এক জন মস্করা ছিল সে সর্ব্বদা নানা কৌতুকাদিদ্বারা রাজাকে পরিতুষ্ট রাখিত। এক দিন ঐ মস্করাকে অন্য কোন লোক খুন করিতে চাহিল। তাহাতে ঐ মস্করা রাজার নিকটে নালিস করিল যে মহারাজ অমুক লোক আমাকে খুন করিতে চাহে। তাহা শুনিয়া রাজা কহিলেন সে যদি তোমাকে খুন করে তবে তাহার এক দণ্ড পরে তাহাকে ফাঁসি দিব। তাহাতে ঐ ব্যক্তি উত্তর করিল যে মহারাজ এক দণ্ড পূর্ব্বে ফাঁসি দিলে ভালো হয়।

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহেং কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসেং এক টাকা। যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকটে সমাচার দর্পণ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক।

সমাচার দর্পণ

৬৫ সংখ্যা | শনিবার। ১৪ আগিস্ত সন ১৮১৯। ৩১ শ্রাবণ সন ১২২৬।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা দশ আনা ডিস্কৌণ্ট। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা চৌদ্দ আনা ডিস্কৌণ্ট।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

১৪	আগস্ত	শনিবার	৩১	শ্রাবণ
১৫	ঐ	রবিবার	৩২	সংক্রান্তি
১৬	ঐ	সোমবার	১	ভাদ্র
১৭	ঐ	মঙ্গলবার	২	ঐ
১৮	ঐ	বুধবার	৩	ঐ
১৯	ঐ	বৃহস্পতিবার	৪	ঐ
২০	ঐ	শুক্রবার	৫	ঐ

জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার।

অনেক লোকের জমীদ জামিন জেলাহায় রোজ ও বাকিম গঞ্জ মাহিক নীচের তালীক সরকারের বাকি আদায় কারণ বোর্ডরিবনুর সেক্রটারি দপ্তরখানায় প্রকাশ স্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমা ও জমীদের কৈফীয়ত বোর্ডরিবনুর সাক্রটারি দপ্তরখানায় অথবা জেলাহায় কালেক্টরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

সুন্দরবন বৃহস্পতিবার সন ১৮১৯ ৯ সেপ্তেম্বর ইং সন ১২২৬ ২৫ ভাদ্র বাং।

বাকরগঞ্জ বৃহস্পতিবার ২ সেপ্তেম্বর সন ১৮১৯ ইং ১৮ ভাদ্র সন ১২২৬ বাং।

ইতি তাং ১০ আগস্ত সন ১৮১৯ ইং বোর্ডরিবনুর হজুরে।

স্কুলবুকসোসাইটির ইস্তাহার।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে যেং অঙ্কপুস্তক পূর্ব্বে স্কুলবুক সোসাইটির দ্বারা ছাপা হইয়াছিল ঐ অঙ্কপুস্তক আরং নূতনং অঙ্ক আর্য্যার সহিত অধিক করিয়া ছাপা হইয়াছে গুরু ও শিষ্যেরদিগের উপকারার্থে তাহার কিঞ্চিৎ পুস্তক বিক্রয় করা যাইবেক যে কোন লোকের লইবার আবশ্যক থাকে তবে সে কলিকাতার বৈঠকখানার রাস্তায় ১০০ নম্বরের বাটীতে আসিয়া এই স্থানে ক্রয় করিলে এক২ পুস্তক কেবল আট আনা মূল্যে পাইবেক কিছু কাল গৌণে ঐ পুস্তকের মূল্য অধিক হইবেক। ইহারপর শুনিয়াছি যে ক্রমেং স্কুল বুকসোসাইটির দ্বারা যে সকল কেতাব ছাপা হইবেক সেই সকল কেতাবো অল্প মূল্যে সেই স্থানেই পাইবেক যেং গুরু কলিকাতা স্কুলসোসাইটির সঙ্গে মিলিত আছে তাহারদের ক্রয় করিবার প্রয়োজন নাই কেননা তাহারা বিনামূল্যে পাইবেক ইতি। সন ১৮১৯ সাল।

সমাচার দর্পণ।

নোট চুরি।

কমরস্যাল বাঙ্কের খাজাঞ্চী শ্রীযুত বাবু সূর্য্যকুমার ঠাকুরের তরফ পোদ্দারের এক জন মোং বহুবাজারের স্বর্ণ বনিক জাতি শ্রীবিশ্বনাথনন্দী সন ১৮১৯ সাল ৯ আগস্ত সোমবার এক লক্ষ টাকার কমরস্যাল বাঙ্কনোট দশ কেতা ট্রেজরিতে বদল করিয়া বাঙ্গালবাঙ্ক নোট আনিতে গিয়াছিল। এবং অন্য এক সাহেবের স্থানে সত্তর শত ছেষট্টি টাকা পাওনা ছিল গমন কালে ঐ টাকার রোক এক হাজার চল্লিশ ও সাত শত কুড়ী টাকার কমরস্যাল বাঙ্কনোট লইয়া রোক হাজার টাকার এক তোড়া মুটের মাথায় দিয়া ট্রেজরির ঘরে গেল মুটের স্থানে হাজার টাকা নীচে রাখিয়া নোট বদল করিতে আপনি উপরে গেল। পরে ঐ সকল কমরস্যালবাঙ্ক নোট বদল করিয়া বাঙ্গাল বাঙ্কনোট লইয়া অন্য দ্বার দিয়া পলাইল। মুটের স্থানে সে হাজার টাকা রহিল। পরে তাহার বিলম্ব হওয়াতে বাবুর তরফ লোক আসিয়া ঐ বিশ্বনাথ নন্দীর অনুসন্ধান করিতে লাগিল। তাহার অন্বেষণ না পাইয়া ট্রেজরির সাহেবেরদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কহিলেন যে এক লক্ষ টাকার কমরস্যাল বাঙ্ক নোট দিয়া বাঙ্গালবাঙ্ক নোট লইয়া গিয়াছে। ইহা শুনিয়া নীচে ঐ মুটেকে জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল যে আমি প্রায় দুই তিন ঘণ্টা এখানে আছি তিনি যে নোট বদলিতে উপরে গেলেন তাহার পর তাহার সাক্ষাৎ হয় নাই। পরে ঐ ব্যক্তি রোক হাজার টাকা লইয়া আসিয়া এ সকল বৃত্তান্ত বাবুকে কহিল। বাবু তাহাকে ধরিবার কারণ অনেকং চেষ্টা করিতেছেন। এবং সর্ব্বত্র সমাচার দিয়াছেন যে ঐ ব্যক্তিকে যে ধরিয়া দিতে পারিবে সে হাজার টাকা বখশীশ পাইবেক। তাহার চেহারা এই তাহার বয়ঃক্রম অনুমান বত্রিশ বৎসর ও শ্যাম বর্ণ ও মুখে দুই একটী বসন্তের দাগ আছে ও গোঁপ আছে ও মাথা টাকপড়া।

ভূমিকম্প।

১৬ জুন তারিখে যে ভূমিকম্প এখানে

হইয়াছিল তাহার বিষয়ে গুজরাট ও কচ্ছ দেশহইতে সমাচার আসিয়াছে যে ঐ ভূমিকম্পে মোং আঞ্জার শহরের এক শত চৌষট্টি লোক খুন হইয়াছে ও তিন শত বিশ লোক আঘাতী হইয়াছে সে শহরে চারি হাজার পাঁচ শত ঘর ছিল তাহার মধ্যে পোনর শত ঘর একেবারে ওচ্ছিন্ন হইয়াছে। আর এক হাজার ঘর পড়িয়াছে আর দুই হাজার ঘর যে অবশিষ্ট আছে তাহার মধ্যে প্রায় লোক থাকিতে পারে না। সেখানে যে কিল্লা আছে তাহার তিন ভাগের এক ভাগ নষ্ট হইয়াছে যে অবশিষ্ট আছে তাহাও এই বর্ষাতে থাকিবেক না।

কুম্ভীর।

এই বৎসর গঙ্গাতে বন্যার প্রাদুর্ভাব অল্প কিন্তু কুম্ভীরের প্রাদুর্ভাব অতিশয় ২৬ শ্রাবণ ৯ আগস্ত সোমবার প্রাতঃকালে সাত ঘণ্টার সময়ে মোং শ্রীরামপুরের ঘাটে একটা বৃহৎ কুম্ভীর এক জন লোককে ধরিয়া তাহার অর্দ্ধ গ্রাস করিয়া ঘাটের নিকটে ওঠিয়াছিল। তাহা দেখিয়া অনেক লোক কোলাহল করিল তাহাতে সেখানহইতে পলাইল পরে সমাচার পাওয়া গেল যে অন্যং ঘাটেতেও ঐ রূপে আপন পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিল। তাহাতে অনুমান হয় যে কুম্ভীর ঐ মৃত মানুষকে আহার করিতে তীরে ওঠিতে চেষ্টা করিতেছিল যেহেতুক কুম্ভীর জলে আহার করিতে পারে না।

জৌনপুর।

পশ্চিম দেশে মোং জৌনপুরে অনাবৃষ্টিপ্রযুক্ত এমত দুর্ভিক্ষ হইয়াছে যে দুঃখী লোকেরা আপনং পুত্র বিক্রয় করিতেছে তাহার মূল্য আট আনা অবধি আট টাকা পর্য্যন্ত। ইহাতে যাহারা বিক্রয় করে তাহারদের মূল্য লাভে উপকার বোধ অল্প কিন্তু পুত্রাদি বিক্রয় করিলে তাহারা দুর্ভিক্ষ সময়ে যে রক্ষা পায় এই অধিক লাভ। সে দেশে এ বৎসর দুর্ভিক্ষ প্রযুক্ত মধ্যেং চুরি ডাকাতি হইতেছে যদি এমত দুর্ভিক্ষ থাকে তবে চৌর ও ডাকাতি বৃদ্ধি অতিশয় হইবেক।

শ্রীযুত রণজিৎসিংহ।

পশ্চিম দেশের সমাচার শুনা গেল যে কতক দিন হইল সেখানে এক শহরে কতক গুলি মোগল নানাপ্রকারে বিধ্বস্ত হইয়া আইল এবং সেখানকার সাহেব লোকেরদিগকে কহিল যে আমরা শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেবের নিকটে নালিস করিতে কলিকাতাতে যাইতেছি যে শ্রীযুত রনজিৎসিংহের সৈন্যেরা আসিয়া আমারদের ঘরদ্বার প্রভৃতি লুট করিয়া আমারদের আটার হাজার লোক খুন করিয়াছে তাহার মধ্যে অধিক স্ত্রী লোক। ইহা শুনিয়া ঐ সাহেবেরা তাহারদিগকে বস্ত্র ও আহারাদি দ্রব্য অনেক দিলেন তাহাতে তাহারদের অতিশয় সুখ বোধ হইল।

গয়ারাতে ঝড়।

হসিংগাবাদ ও জবলপুর এই দুয়ের মধ্যবর্ত্তী শহর গয়ারা সেখানে ১৮ জুলাই তারিখে এমত ঝড় হইয়াছিল যে কেহ কখনও শুনেন নাই। ঝড় ও জল ও শিলাবৃষ্টি এককালে অতিশয় হইয়াছিল ও বজ্রাঘাত হওয়াতে এক জন হাওলদার ও এক জন ভিস্তি মারা পড়িল এবং ইংগ্লণ্ডীয় অনেক সেনাপতি আঘাতী হইয়াছে কিন্তু কেহই মরেন নাই।

হস্তকলমে ধরা।

আমরা পূর্ব্বে ছাপিয়াছিলাম যে মোং কলিকাতাতে হস্তকলমেরদের দুষ্টতাপ্রযুক্ত কার্য্যের অনেক হানি হইতেছে। সংপ্রতি তাহারা আপনারদের অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যং কারখানা সমেত ধরা পড়িয়াছে। তাহারদের নিবাস কালী ঘাটের পূর্ব্ব। এখন অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে তাহারা এই সৎকর্ম্মে এক কোম্পানির মত হইয়াছিল তাহারদের মধ্যে ছয় জন বখরাদার ও তাহারদের কর্ম্মেরও বখরা ছিল তাহারা তিন জন মিথ্যা নোট মুদ্রিত আর দুই জন ছাপাইত শেষ জন পোদ্দার সে বাজারে ঐ নোট বিক্রয় করিত এই সকল কর্ম্ম তাহারা অতিশয় গুপ্তরূপে এমত করিত যে কেহই তাহার সন্ধান পাইত না তাহারদের সকল সরঞ্জাম মৃত্তিকার নীচে পোতা ছিল সেখানে এইং সকল জিনিস পাওয়া গেল। কাগজের উপরে ছাপ্প করিবার কারণ এক মোহর এবং পাঁচ শত টাকার বাঙ্গাল বাঙ্ক নোট করিবার কারন একটা প্লেট এবং পঁচিশ টাকার হিন্দুস্থানী বাঙ্ক নোট করিবার কারন এক প্লেট। ইহাতে বুঝা যায় যে সেই কোম্পানীর ভারি কর্ম্ম করিতে বাসনা ছিল। সেই কএক জন এখন জেলখানাতে কএদ আছে যাহারা তাহারদিগকে এখন ধরিয়াছে সে পেয়াদারদিগকে বাঙ্গাল বাঙ্কের অধ্যক্ষ পাঁচ শত টাকা বখশীশ দিয়াছে।

ফাঁসী ক্ষমা।

গত বৎসরে ইংগ্লণ্ড দেশে এক জন সিপাহী কোন মন্দ ক্রিয়া করিয়াছিল তৎপ্রযুক্ত তাহাকে ফাঁসি দিতে আদালতের হুকুম হইয়াছিল। পরে জল্লাদ তাহার গলে ফাঁস দিয়া তাহার শীঘ্র মরণ হও

নের জন্যে তাহাকে ধরিয়া নীচে টানিল তাহাতে রসী লম্বা হইয়া ঐ ব্যক্তির পা মৃত্তিকাতে লাগিল। পরে জল্লাদ ফাঁসির রসিতে অধিক জোর লাগানের কারণ শীঘ্র তাহার ঘাড়ে চড়িল। ঐ ব্যক্তি ঐ জল্লাদ সুদ্ধ আপনি উঠিয়া আপন গলার ফাঁসি খুলিয়া ফেলিল। পরে সেখানকার অধ্যক্ষ আর এক গাছ রসী আনিতে হুকুম দিলে সেখানে ওদাসীন যত লোক ছিল তাহারা সকলে প্রতিবাদী হইল ও কোলাহল করিয়া কহিল যে ইহাকে কদাচ ফাঁসী দিবা না। পরে দুই জন কাপতান তাহাকে পুনর্ব্বার জেলে লইয়া গেল এবং সেখানহইতে সকল সৈন্যের কর্ত্তার নিকটে এই বিষয় সমাচার দিল। তিনি কহিলেন যে ঐ ব্যক্তিকে জেলে তাবৎ রাখ যাবৎ আমি বাদশাহের কর্ম্মকারি বাদশাহের প্রথম পুত্রের নিকটে সমাচার দি। এবং সেই সময়ে অনেক লোক ঐ ব্যক্তির প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত বাদশাহের নিকটে দরখাস্ত করিল। তিনি অনুকূল হইয়া তাহাকে ক্ষমা করিলেন।

চিকিৎসক।

দুই তিন বৎসর হইল ইংগ্লণ্ড দেশে জ্বর হইয়া মধ্যেং লোক মরিতেছিল পরে শ্রীযুত ডক্তর স্মিৎ সাহেব সেই জ্বরের কারণ এক প্রকার নূতন ঔষধি প্রস্তুত করিয়াছেন তাহাতে অনেক লোক জ্বর হইতে মুক্ত হইয়াছে তাহাতে তথাকার মহাসভা তুষ্ট হইয়া তাহার পারিতোষিক চল্লিশ হাজার টাকা দিয়াছেন।

বিশ্বনাথ নন্দী।

পুনশ্চ সমাচার পাওয়া গেল যে ঐ গুণনিধি বিশ্বনাথ নন্দী মোং কলিকাতাহইতে পলাইয়া অনেকং স্থানে ভ্রমণ করিয়া কুত্রাপি আশ্রয় না পাইয়া মোং হুগলিতে এক দোকানে বিশ্রাম করিতেছিলেন। তাঁহার কীর্ত্তি ও মূর্ত্তির বিবরণ পূর্ব্বে হুগলির সকল লোক জ্ঞাত হইয়াছিল ও তাহার জামীন যে ছিল সেও খবর দিল তৎপ্রযুক্ত তথাকার থানাদার আদরপূর্ব্বক তাঁহার দুই হাত এক করিয়া শ্রীযুত বাবু সূর্য্যকুমার ঠাকুরের নিকট সমর্পণ করিয়াছে। এখন তাহার শেষ দশা কি হইবে তাহা জানা যায় না হইলেই প্রকাশ হইবেক।

ছবি।

পুলোপিনাঙ্গবাসি শ্রীযুত কাপতান স্মিৎ সাহেব অতিসুন্দর হরিদ্বারের এক ছবি করিয়া শ্রীশ্রীযুতের স্ত্রীর নিকটে পাঠাইয়াছেন। যখন শ্রীশ্রীযুত হরিদ্বার মোকামে ছিলেন তৎকালীন হরিদ্বারের ছবি। তাহাতে এক দিগে গঙ্গা বহিতেছেন তাহাতে নানা দেশীয় যাত্রিক লোক স্নান দানাদি করিতেছে। এবং আর এক দিগে অতিচমৎকার ব্যাঘ্রের সীকার হইতেছে। এবং অন্য দিকে শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব এক বৃহৎ হস্তীর উপরে আরোহণ করিয়া আছেন ও তাহার চতুর্দ্দিকে সৈন্য সামন্ত সেনাপতি ও পদাতিক ও আশাবরদার ও সোটাবরদার ও বরসাবরদার ও খাসবরদার ইত্যাদি ও হাতী ও ঘোড়া ও উট ও বহেলপ্রভৃতি যুদ্ধসরঞ্জাম। এবং আর এক দিকে তদ্দেশীয় রাজাগণ হস্তীর উপরে আরোহণ করিয়া আছেন ও চতুর্দ্দিকে আপনং হাতী সমেত শ্রীশ্রীযুতকে সেলাম করিতেছেন। এইরূপ অতিমনোরম ছবি সৃষ্টি হইয়াছে ঐ ছবি মোং কলিকাতাতে শ্রীশ্রীযুতের ঘরে আছে অনেকং ভাগ্যবান ইংগ্লণ্ডীয়েরা দেখিতে যান।

কাননগোদপ্তর।

পূর্ব্বে এ দেশে কাননগোদপ্তর স্থাপিত ছিল মধ্যে কতক দিন ঐ দপ্তর উঠিয়া ছিল সংপ্রতি শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর ঐ দপ্তর পুনর্ব্বার স্থাপিত করিতে বাসনা করিয়া শ্রীযুত রবর্ট চাম্বর্লেন সাহেবকে সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন তদর্থে ঐ সাহেব পশ্চিমহইতে এ দেশে আসিতেছিলেন পথে মোং বহরমপুরে তাহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে।

সুবৃষ্টি।

সমাচার পাওয়া গেল যে মোং সুখসাগরের পূর্ব্ব উত্তর অঞ্চলে অনেক দূর পর্য্যন্ত গত মঙ্গলবার আরম্ভ হইয়া বুধবারের রাত্রিপর্য্যন্ত অতিশয় বৃষ্টি হইয়াছে ইহাতে সেং দেশের আওস ধানের অনেক উপকার হইয়াছে কিন্তু পূর্ব্বে অনাবৃষ্টিপ্রযুক্ত কিঞ্চিৎ ক্ষতি হইয়াছিল।

তণ্ডুলের মূল্য।

মোং কৃষ্ণনগরের মহাজন লোকেরা অনাবৃষ্টি দেখিয়া ভাবি দুর্ভিক্ষ অনুমান করিয়া কেহং তণ্ডুলাদি বিক্রয় করিত না তৎপ্রযুক্ত সেখানে তণ্ডুল অতিদুর্ম্মূল্য হইয়াছিল এক টাকায় আটার শেরের অধিক পাওয়া যাইত না। ইহাতে প্রজাগণ শ্রীযুত জজ সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিলে সাহেব এক টাকায় বাইশ শের নিরীক করিয়া ঐ শহরে ঢেঁড়রা দেওয়াইয়াছেন এবং হুকুম করিয়াছেন যে তাহার ন্যূন যে বিক্রয় করিবে সে শাস্তা পাইবেক। এই প্রকার আপন মতালকের দারোগারদের প্রতি হুকুম দিয়াছেন তাহাতে সর্ব্বত্র সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই প্রকার সমাচার আমরা শুনিয়াছি এবং মোং কৃষ্ণনগরের জজ

সাহেবের স্বভাব অনুভব করিয়া এই কথা সত্য জ্ঞান হয়।

বুহ্মাণী পূজা।

চান্দ সওদাগরের ইতিহাস অনেকে জ্ঞাত আছেন সেই চান্দ সওদাগরের স্থাপিত বুহ্মাণীর পূজা প্রতিবৎসর নবদ্বীপের পশ্চিম মোং জান নগর গ্রামে হইয়া থাকে তাহাতে অনুমান লক্ষ লোক জমা হয় ঐ দিনে সে প্রদেশের সকল ভদ্র লোক ও আর সকল ইতর লোকেরাও পূজা দেয় বলিদান অনেক হয় এবং তদ্দেশীয় অধ্যাপকেরা আপনং ছাত্র সঙ্গে করিয়া সেখানে যান ও অধ্যাপকেং ও ছাত্রেং বিচার হইয়া জয় পরাজয় নিশ্চয় হয়। সংপ্রতি সে পূজা আগামি রবিবারে হইবেক।

দুরবীন।

এমত এক দুরবীন আছে যে তাহার দ্বারা অতিসূক্ষ্ম বস্তু স্থূল দেখা যায় এই রূপ দুরবীন প্রায় সকলেই জ্ঞাত আছেন। ইণ্ডরোপ দেশে এক জন ঐ দুরবীণদ্বারা মাকড়সার সুতা কি প্রকারে ও কোতাহইতে নির্গত হয় ইহা দেখিবার কারণ সর্ব্বদা ঐ দুরবীণদিয়া মাকড়সা দেখিত। সে ব্যক্তি অনেক পরিশ্রমে ইহা স্থির করিয়াছে যে মাকড়সার সুতা যে রূপ দেখা যায় সে রূপ নির্গত হয় না কিন্তু যেমন অনেক রসি একত্র করিয়া পাক দিলে এক মোটা রসি নিষ্পন্ন হয় সেই রূপ। মাকড়সার শরীরে চারি কোণায় চারি স্থান আছে তাহার একং স্থানেতে একং হাজারের অধিক ছিদ্র আছে এবং এক সূঁচির অগ্র ভাগেতে সে এক হাজার ছিদ্র চাক্ষা যায়। ঐ হাজার ছিদ্রহইতে হাজার সুতা নির্গত হইয়া একত্র হইলে এক সুতা হয় এই রূপ চারি কোণায় চারি সুতা প্রস্তুত হয় পরে ঐ চারি সুতা একত্র হইলে ঐ সুতা মনুষ্যেরদের চক্ষুর্গোচর হয়। তাহাতে যদিও ক্ষুদ্র মাকড়সা হয় তবে তাহার সুতা আমারদের দৃশ্যও হয় না তথাপি তাহাতে পূর্ব্বোক্ত রীতি ক্রমে চারি হাজার সুতা আছে।

আরো আশ্চর্য্য এই যে সুতা আমারদের দৃশ্য কহা গেল তাহার চারি হাজার সুতা একত্র করিলে মনুষ্যেরদের এক গাছ কেশ হয়। আমারদের দৃশ্য যে সুতা তাহার প্রত্যেক সুতাতে চারি হাজার অতিসূক্ষ্ম সুতা আছে। অতএব মাকড়সাহইতে প্রথম যে সুতা নির্গত হয় তাহার দেড় কোটি সুতাতে আমারদের এক গাছ কেশ হয়। লিয়েবেনহুক নামে সাহেব দুরবীনদ্বারা এইরূপ সূক্ষ্মানুসন্ধান করিয়া সর্ব্বত্র প্রকাশ করিয়াছেন।

কুকুরের গুন।

গত বৎসরে স্কটলণ্ড দেশে এক কুকুরের আশ্চর্য্য গুন প্রকাশ হইল সে এই। তাহার মুনীব আপন গাড়ী ও ঘোড়া ও সোআরির এক ঘোড়া অন্যত্র লইয়া যাইতেছিল এবং তাহার সহিত অন্য এক স্ত্রী ছিল পথে এক গাছের নীচে ঐ গাড়ী ও ঘোড়া বান্ধিয়া ঐ কুকুরের জিম্মাতে রাখিয়া সে কর্ম্মান্তরে গেল। সে ব্যক্তি ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে সে স্ত্রী নাই ঘোড়াও নাই। এক জন পথিক কহিল যে সেই স্ত্রী ঘোড়ার ওপরে আরোহণ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। ইহতে ঐ মুনীব সে স্ত্রীর কারণ ভাবিত হইল। ইহা দেখিয়া ঐ কুকুর আপন মুনীবের মনোবৃত্তি বুঝিয়া আপনি দৌড়িয়া দুই তিন ক্রোশপর্য্যন্ত গেল ও ঐ ঘোড়ার দেখা পাইয়া তাহার লাগাম কামড়াইয়া ধরিল কোনপ্রকারে ছাড়িল না ও ঐ স্ত্রী সমেত ঘোড়া আপন মুনীবের কাছে টানিয়া আনিল।

ওপযুক্ত ওত্তর।

শাহ অকবর শাহ বাদশাহ ও তাঁহার পুত্র এই দুই জন মৃগয়া করিতে বনে গেলেন এবং বীরবর নামে ঐ বাদশাহের ওজীরও সঙ্গে গেলেন। পরে বাদশাহ গ্রীষ্ম কালে মৃগয়ানুমোদে নানাবিধ বন পর্য্যটন করিয়া এমত শ্রান্ত হইলেন যে আপন পরিধেয় বস্ত্র বহিতেও আপনি অসমর্থ হইলেন এপ্রযুক্ত ওজীর বীরবরকে কহিলেন যে আমি অতিশ্রান্ত হইয়াছি আমার বস্ত্র তুমি রাখ। ইহা কহিয়া আপন কিছু বস্ত্র বীরবরকে দিলেন। পরে বাদশাহজাদাও ঐ রূপ কহিয়া বীরবরকে আপন বস্ত্র দিলেন। দুই জনের বস্ত্রেতে বীরবরের বড় বোঝা হইল। ইহা দেখিয়া বাদশাহ কৌতুক করিয়া কহিলেন যে বীরবর তুমি এক গাধার বোঝা লইয়াছ। ইহাতে বীরবর কহিলেন যে বাদশাহ নামদার এক নয় কিন্তু গোলাম দুই গাধার বোঝা ধারণ করিয়াছে। এই কটু অথচ সদুত্তর শুনিয়া অকবর শাহ বাদশাহ অত্যন্ত তুষ্ট হইলেন।

এইং রূপ তাহারদের অনেক কথা প্রসিদ্ধি আছে।

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে পতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহেং কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসেং এক টাকা। যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকটে সমাচার দর্পণ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক।

সমাচার দর্পণ

৮৩ সংখ্যা

শনিবার। ২১ আগস্ত সন ১৮১৯। ৬ ভাদ্র সন ১২২৬।

দর্শনে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা আট আনা ডিষকৌণ্ট। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা বার আনা ডিষকৌণ্ট।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

২১	আগস্ত	শনিবার	৬	ভাদ্র
২২	ঐ	রবিবার	৭	ঐ
২৩	ঐ	সোমবার	৮	ঐ
২৪	ঐ	মঙ্গলবার	৯	ঐ
২৫	ঐ	বুধবার	১০	ঐ
২৬	ঐ	বৃহস্পতিবার	১১	ঐ
২৭	ঐ	শুক্রবার	১২	ঐ

জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার।

অনেক লোকের জমীন জামিন জেলাহায় রোক্ত ও তারিখ সকল মালিক নীচের তপসীল সরকারের বাকি আদায় কারণ বোর্ডরিবনুর সেক্রেটারি দপ্তরখানায় প্রকাশ স্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমা ও জমীনের কৈফীয়ত বোর্ডরিবনুর সেক্রেটারি দপ্তরখানায় অথবা জেলাহায় কালেক্টরি কাছারিতে মালুম হইবেক।

সুন্দরবন বৃহস্পতিবার সন ১৮১৯ ৯ সেপ্তম্বর ইং সন ১২২৬ ২৫ ভাদ্র বাং।

বাকরগঞ্জ বৃহস্পতিবার ২ সেপ্তম্বর সন ১৮১৯ ইং ১৮ ভাদ্র সন ১২২৬ বাং।

ইতি তাং ১০ আগস্ত সন ১৮১৯ ইং বোর্ডরিবনুর হজুরে।

সমাচার দর্পণ।

কালেজের ইস্তাহার।

মোং কলিকাতায় শ্রীশ্রীযুতের ঘরে গত বৃহস্পতিবার ১৯ আগস্ত ৪ ভাদ্র তারিখে কোম্পানির কালেজের ইস্তাহার হইয়াছে।

বর্দ্ধমানের কালেজ।

১৪ জুলাই শ্রীযুত মহারাজ তেজশ্চন্দ্র রায় বাহাদুর আপন কালেজের দারোগা শ্রীযুত হিক বাবুকে কহিলেন যে ইস্তক লাগাইদ কতগুলি বালক আমার কালেজে লিখিয়া গুণবান হইয়াছে। দারোগা কহিলেন যে মহারাজ সুন্দররূপে কেহ হইতে পারে নাই। মহারাজ ইহা শুনিবামাত্র অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া শ্রীযুত বসন্ত বাবুকে আজ্ঞা করিলেন যে অদ্যাবধি এই কালেজ তোমার জিম্মা হইল তুমি ইহা তদারক করিবা এবং হাকিম সাহেবকে কহিলেন যে তুমি আমার সরকারে এক শত টাকা দরমাহা পাইতেছ অদ্যাবধি আর অধিক পঞ্চাশ টাকা পাইবা কিন্তু প্রতিমাস বালকেরদের ইম্তাহান তোমার লইতে হইবেক। মহারাজ এইরূপ অধিক ব্যয় স্বীকার করিয়াও আপন কালেজের অধিক তদারক করিতেছেন।

নদী মিলন।

মহারাজ শ্রীযুত তেজশ্চন্দ্র রায় বাহাদুর এই বাসনা করিয়াছেন যে আপনার নূতন রাধাগঞ্জ বাচাইবার কারণ খড়ী নদী কাটাইয়া গৌর নদীতে আনাইয়া পশ্চাৎ ঐ গৌর নদী কাটাইয়া আপন গঞ্জের নিকটবর্ত্তি বঙ্কেশ্বরী নদীতে মিশ্রিতা করাইবেন যেহেতুক বর্ষাকালে ঐ সকল নদী প্রবলা হইলে অনেকং জিনিসের আমদানী হইবেক তৎপ্রযুক্ত মহারাজ শ্রীযুত পরানচন্দ্র বাবুপ্রভৃতিকে ঐ সকল নদী তদারক করিতে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা তদারক করিয়া মহারাজকে সকল জ্ঞাত করাইলেন। মহারাজ সে বিষয়ে যথেষ্ঠ উদ্যুক্ত আছেন। সে কর্ম্ম সিদ্ধ হইলে দিনং তাঁহার রাজধানী শহরের বৃদ্ধি হইবেক।

লাট নিলাম।

১৪ জুলাই শ্রীযুত মহারাজ তেজশ্চন্দ্র রায় বাহাদুর চাম্পাইনগর পরগণার মৌজে সিলামপুর গ্রাম বিক্রয় করিতে উদ্যত হইয়া কাছারিতে বসিলেন ঐ গ্রামের সালিয়ানা মালগুজারি এক হাজার সাত শত টাকা। পরে মহারাজ আজ্ঞা করিলেন যে ইহার পণ এক হাজার টাকা। পরে আরজবেগি মহারাজের আজ্ঞা মত পণ ডাকিতে লাগিল কিন্তু ক্রমেং এক দুই শত করিয়া পণ বাড়িতে লাগিল শেষে রাজীবরায়ের মুক্তিয়ার রামধন চট্টোপাধ্যায় আটাইশ শত টাকাপর্য্যন্ত ডাকিলেন তাহাতেই ডাক বন্ধ হইল। পরে আর কেহই সাহস করিয়া তাহার উপর ডাকিতে পারিল না শেষে ঐ চট্টোপাধ্যায় ঐ গ্রাম দস্তখত করিলেন।

হীরাবিক্রয়।

বোনাপার্তের ভ্রাতা এক হীরা ফ্রান্স দেশে বিক্রয়ার্থ পাঠাইয়াছেন তাহার মূল্য দেড় লক্ষ টাকা কল্পনা হইয়াছে অদ্যাপি বিক্রয় হয় নাই।

রাষ্ট্র বিভ্রাট।

মান্দরাজ প্রদেশহইতে সমাচার আসিয়াছে যে যেমত পূর্ব্বে এখানে ওলাওঠা রোগ হইয়াছিল তেমন সেখানে অনেকের হইতেছে এবং অনাবৃষ্টি সর্ব্ব দেশ সাধারণ। এবং এখন শুনা গেল মোং বাঁশবরেলিতে রোমজানের সময়ে হৈজা অর্থাৎ ওলাওঠা হইয়াছিল তাহাতে তিন হাজার লোক সেখানে মরিয়াছে।

ভূমিকম্প।

১৬ জুন তারিখের ভূমি কম্পের সমাচার দূর২ দেশহইতে আসিতেছে। বোম্বইয়ের নিকট সমুদ্র তীরস্থ পুরীবন্দর নামে মহাশহরহইতে এই সমাচার আসিয়াছে যে ঐ ভূমিকম্পেতে সেখানকার এক কিল্লার দেওয়াল সমুদ্রের ঢেওর মত কাঁপিয়াছিল ও নয়টা গুম্মজ ও অনেক দেওয়াল এক কালে পড়িয়াছে ও তাহার ধূলিতে আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়াছিল সেখানকার লোকেরা সে সময়কে মহা প্রলয় কাল জ্ঞান করিয়াছিল সে শহরের অনেক২ পাকা ঘর পড়িয়া গিয়াছে এবং যেও না পড়িয়াছে সে ঘরও এমত ফাটিয়াছে যে তাহার পতনভয়ে সেখানকার রাজা ও আর২ লোক শহরের বাহিরে গিয়া বসতি করিতেছে।

সেই শহরের কিঞ্চিৎ দূরে এক স্থানে ভূমিকম্প সময়ে মৃত্তিকা ফাটিয়া হুহু শব্দে জল উঠিয়াছিল যে দিন ভূমিকম্প হইয়াছিল তাহার পর দিন তিন চারি বার ক্ষুদ্র২ ভূমিকম্প হইয়াছিল তাহাতে পূর্ব্ব দিনে পড়িতে অবশিষ্ট যে গৃহ প্রভৃতি ছিল তাহা সেই দিনে পড়িয়াছে সেই ভূমিকম্প সকল স্থানহইতে সমুদ্র তীরে অতিশয় হইয়াছিল এবং তাহার পরাক্রম প্রকাশ সমুদ্রের নিকটেই অনেক আছে। মংগ্রুল শহরে পঞ্চাশ লোক মরিয়াছে। ভুজ শহরে যত লোক মরিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই এক হাজার মৃত লোক দেওয়ালের নীচেহইতে বাহির করিয়াছে এবং এখন আর২ শব বাহির হইতেছে ঐ শহরে সাত হাজার ঘর পড়িয়াছে। যাবৎ কচ্ছ দেশে যত লোক মরিয়াছে অনুমান করি কেবল ভুজ শহরে তত লোক মরিয়াছে। মান্দাবী শহরে এক শত ষোল লোক ও লখপট শহরে দেড় শত লোক মরিয়াছে এবং কচ্ছ দেশের উত্তরে তিন ক্রোশ আড়ে কিন্তু তাহার লম্বাই জানা নাই এমন এক স্থানে অকস্মাৎ জল উঠিয়া ব্যাপ্ত হইয়াছিল। কচ্ছ দেশে যত শুষ্ক নদী ছিল সে সকল একেবারে জলেতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

এত কুসমাচারের পর কিঞ্চিৎ সুসমাচার দিতে আমারদের অধিক সন্তোষ অতএব তাহা দি। কচ্ছ দেশে গত ভূমিকম্পদ্বারা সকল দেশহইতে অধিক বিভ্রাট হইয়াছে তৎপ্রযুক্ত শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর সেখানে রাজকর বন্দ করিয়াছেন। এবং বোম্বইয়ের তাবৎ ইংগ্লণ্ডীয় লোকেরা সকলে ঐ কচ্ছ দেশীয় লোকেরদের উপকার নিমিত্ত চান্দা করিয়া টাকা দিতেছেন তাহাতে কোম্পানী বাহাদুর নিজে চারি হাজার ও তথাকার বড় সাহেব নিজে পাঁচ শত টাকা ইত্যাদি রূপে সকলে দিতেছেন।

খুন।

সন ১৮১৯ সালের ১৬ জুলাই তারিখে ময়না মোকামে এক গোস্বামীর শস্য ক্ষেত্রে এক রাখালের গরু গিয়াছিল। ইহা শুনিয়া ঐ গোস্বামী আপন বাটীতে ঐ রাখালকে ডাকিয়া আনাইয়া তাহাকে মারিতে আপন কৃষককে আজ্ঞা দিলেন। তাহাতে ঐ কৃষক সে রাখালকে এমত জুতা মারিল যে তাহাতেই তাহার তৎক্ষণাৎ প্রাণবিয়োগ হইল। পরে রাখালের পিতা মাতা আসিয়া আপন বালককে মৃত দেখিয়া ঐ গ্রামের মণ্ডল ও পাইককে জ্ঞাত করিল। তাহারা তৎক্ষণাৎ ঐ কৃষক ও তাহার মুনীবকে কএদ করিয়া সেলমাবাদের থানাতে সমাচার দিল। ঐ থানার দারোগা ও বক্সী ও জমাদার ঐ গ্রামে আসিয়া ঐ গোস্বামী ও তাহার কৃষককে বান্ধিয়া ঐ খুন সমেত জেলা বর্দ্ধমানে মেজেষ্টর সাহেবের নিকটে চালান করিয়াছে।

মরণ।

সন ১৮১৯ শালের ৫ জুলাই বেলা ছয় দণ্ডের সময়ে শ্রীক্ষেত্রের কতক গুলি যাত্রিক প্রত্যাগমন সময়ে জলেশ্বর পাটনার অতিনিকটবর্ত্তি স্বর্ণরেখা নামে নদীতে উপস্থিত হইল পরে ঐ যাত্রিকেরা ঐ নদী পার হইবার কারণ এক নৌকায় আরোহণ করিল পরে ঐ নৌকা জলের মধ্যস্থানে আসিয়া হঠাৎ ডুবিল তাহাতে দশ বার জন লোক মরিল ইহাতে শঙ্কাপ্রযুক্ত সেই দিবস অন্য২ যাত্রিকেরা আর কেহই পার হইল না।

সন ১৮১৯ সালের ৩ আগস্ত এক ব্রাহ্মণ ও এক মুসলমান এই দুই জন হিজলনা গ্রামের নিকটবর্ত্তি দামোদর নাম নদ পার হইতেছিল ব্রাহ্মণ অগ্রে পশ্চাৎ মুসলমান কিন্তু মুসলমান পার হইল ব্রাহ্মণ হটাৎ ডুবিল তাহারপর ব্রাহ্মণের উদ্দেশ কোন প্রকারে হইল না। ইহাতে অনুমান হয় যে দামোদর নদে চোরা বালি আছে তাহাতেই ব্রাহ্মণ বদ্ধ হইয়া ডুবিয়া মরিয়াছে।

বসন্ত রোগ।

মোকাম বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে হিজলনা গ্রামে এমত বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে যে প্রায় প্রতিদিন দুই এক জন লোক ঐ রোগদ্বারা মরিতেছে ইহাতে গ্রামস্থ তাবৎ লোকেই শঙ্কিত হইয়াছে।

আড়কাটের নবাব।

২ আগস্ত তারিখে আড়কাটের নবাব মরিয়াছেন। আড়কাট শহর মান্দরাজের নিকট কর্ণাট দেশের রাজধানী। ঐ নবাবকে কেহ আড়কাটের নবাব কহে ও কেহ কর্ণাটকের নবাব কহে। পূর্ব্বে ঐ নবাব বড় পরাক্রমী ও ঐশ্বর্য্যশালী ছিল কিন্তু ক্রমেং তাহার হ্রাস হইয়াছে।

প্রয়াগ।

প্রয়াগহইতে ৭ আগস্তের পত্র আসিয়াছে তাহাতে সমাচার পাওয়া গেল যে সেখানে সকল লোক দুর্ভিক্ষভয়ে ভীত হইয়াছে সেখানে সকলহইতে মোটা তণ্ডুল টাকায় আট শের হইয়াছে কোন প্রকারে শস্যাদি পাওয়া যায় না যেহেতুক মহাজন লোকেরা সকল বন্দ করিয়া রাখিয়াছে এবং এই বৎসর ক্ষেত্রে শস্যাদি যে জন্মে তাহার ভরসাও নাই। সেখানে আম্রের বীচির মধ্যে যে শস্য তাহাই খাইয়া অনেকে প্রাণধারণ করিতেছে এবং আর কতক দুঃখি লোকেরা বালির মধ্যহইতে তরমুজ ও খরমুজ ও খর্জ্জুরী উঠাইয়া খাইতেছে।

জাহাজ আমদানী।

মোং মান্দরাজে কার্ণাটিক নামে জাহাজ পহুছিয়াছে সে জাহাজ ২২ আপ্রিল ইংগ্লণ্ড ছাড়িয়াছে সে জাহাজে বারশত পত্র আসিয়াছে তাহার দ্বারা এইং শুনা গেল।

শ্রীযুত ওলক্টারলনি সাহেব কোম্পানীবাহাদুরের নিকটে যে ৭৫ পঁচহত্তর হাজার টাকা পাওনা করিয়াছিল তাহা তদারক করিয়া কোম্পানি বাহাদুর তাহাকে দিয়াছেন।

শ্রীশ্রীযুত ইংগ্লণ্ড দেশের বাদশাহের পীড়াপশম হয় নাই।

শ্রীশ্রীযুত বাদশাহের দ্বিতীয় পুত্রের হস্ত ভগ্ন হইয়া ঘরে রহিয়াছেন।

শ্রীশ্রীযুত বাদশাহের তৃতীয় পুত্রের স্ত্রীর এক কন্যা হইয়া কিঞ্চিৎকাল থাকিয়া মরিয়াছে।

শ্রীশ্রীযুত বাদশাহের কনিষ্ঠ পুত্রের এক পুত্র হইয়াছে। ইংগ্লণ্ড দেশের বাদশাহের প্রথম এই পৌত্র জন্মিয়াছেন।

শ্রীশ্রীযুত বাদশাহের চতুর্থ পুত্র আপন স্ত্রীকে প্রসবার্থে লণ্ডন শহরে আনিয়াছেন তাহার কারন এই।

সেখানে বাদশাহের ঘরে এই মত রীরা আছে যে যখন কোন বাদশাহের সন্তান হয় তখন সন্তান হওনের প্রাক্কালে সূতিকা গৃহের নিকট কুঠরীতে বাদশাহের ওজীর ও সেখানকার অতিভাগ্যবান লোকেরা থাকেন যখন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় তখনি ঐ সকল লোকেরদের নিকটে ঐ জাতমাত্র বালককে দেখান যায় ও তাহারা দেখিয়া সহী দেন এবং তাহারা ঐ বালকের রোদন শুনেন। ইহাতে কোন শঠতা হইতে পারে না। এবং সকল লোকেরদের মনে এমন নিশ্চয় থাকে যে ইনি আমারদের বাদশাহের ঔরস সন্তান বটেন ইহার আজ্ঞার নীচে আমরা নিঃসন্দেহ থাকিতে পারি।

নূতন প্রকার নৌকা।

ইংগ্লণ্ড দেশে শ্রীযুত বেন্থ সাহেব এক প্রকার নৌকা সৃষ্টি করিয়াছেন সে নৌকা বাষ্পের দ্বারা চলে না ও দাঁড়ের দ্বারা চলে না কিন্তু স্ক্রুর দ্বারা চলে সে স্ক্রু নৌকার মধ্যস্থানে জলের মধ্যে দেওয়া যায় সেই স্ক্রু ঘুরাইলে আপনি নৌকা চলে। ইহাতে ঝড় ও তুফান ও জোয়ার ও ভাটাতে সমান চলে ও ঝড় ও তুফানে তাহার ক্ষতি হয় না আরো তাহার কোন মন্দ শব্দ হয় না এবং সে সাহেব ঐ নৌকার চতুর্দ্দিকের কীনারাতে বর্ষা ও তরবাল ঐ স্ক্রুতে সংলগ্ন করিয়াছেন ও তাহাতে এমন কল করিয়াছেন যে যখন কোন বিপক্ষ লোক ঐ নৌকাতে আইসে তখন ঐ স্ক্রু ঘুরাইলে ঐ বর্ষা ও তরবাল চতুর্দ্দিকের কীনারাতে ঘোরে তাহাতে কোন বিপক্ষ লোক নৌকার ওপরে আসিতে পারে না এবং ঐ স্ক্রুতে দুই বন্দুক এমত লগ্ন আছে যে যে দিগে গুলি ছুড়িতে ইচ্ছা হয় সেই দিকেই গুলি ছুড়িতে পারে।

নায়কের সাহস।

ইংগ্লণ্ড বাদশাহের যে সৈন্য কলিকাতাহইতে দানাপুরে যাইতেছিল মোং রাজমহলের নীচে গঙ্গাতে তাহার এক নৌকা ডুবিল তাহাতে এক জন গোরা সিপাহী ও তিন জন বালক মরিল অবশিষ্ট যাহারা ছিল তাহারা এক নায়কের সাহসপ্রযুক্ত রক্ষা পাইল। ঐ নায়ক এগার জন পুরুষ ও দুই স্ত্রী ও এক বালককে রক্ষা করিল যখন নৌকা ডুবিল তখন ঐ চৌদ্দ লোক নৌকাতেই ছিল ঐ নায়ক সাঁতার দিয়া এক জনকে প্রথম তীরে আনিয়া রাখিয়া আর এক জনকে আনিল এইং রূপে চৌদ্দবারে সাঁতার দিয়া চৌদ্দ

জনকে রক্ষা করিয়াছে। ইহাতে ইংগ্লণ্ডীয় ও হিন্দুস্থানীয় লোকেরদের মধ্যে ঐ বালকের অতিসুখ্যাতি হইয়াছে।

ঐ সৈন্যের ঐ যাত্রাতে মোং পাটনার পূর্ব্ব মোং মুঙ্গেরের পশ্চিম মোং বাড় বৈকুণ্ঠপুরের গঙ্গাতে পুনর্ব্বার আর এক নৌকা ডুবিয়াছিল তাহাতে এক জন গোরা সিপাহী সেই রূপ করিয়া লোকেরদিগকে বাঁচাইতে উদ্যম করিয়াছিল কিন্তু তাহাতে অসমর্থ হইয়া আপনি ডুবিয়া মরিয়াছে। ঐ স্থানে নৌকা ডুবিলে ঐ গোরা সিপাহী সাঁতার দিয়া আপনি তীরে আইল এবং দেখিল যে এক ইংগ্লণ্ডীয় স্ত্রী আপন ভিজা কাপড়ের জোর অবলম্বন করিয়া আপন দুই বালকের হাত ধরিয়া জলে ভাসিতেছে কিন্তু কেহই মরে নাই তাহা দেখিয়া ঐ গোরা সিপাহী তাহারদিগকে বাঁচাইবার কারণ পুনর্ব্বার আপনি সাঁতার দিয়া সেখানে গেল ও তাহারদিগকে আপন ঘাড়ে করিয়া সাঁতার দিতে লাগিল কিঞ্চিৎ পরে সে আপনি অসমর্থ হইয়া মরিল। ও ঐ স্ত্রী ও দুইবালক পূর্ব্ববৎ ভাসিতে লাগিল। পরে আর এক জন সিপাহী সাঁতার দিয়া গিয়া ঐ স্ত্রীকে ও তাহার দুই বালককে আপন ঘাড়ের উপরে করিয়া তীরে আনিল ও চিকিৎসা করিল তাহাতেই তাহারা রক্ষা পাইল।

ব্যাঘ্র।

এক নৌকা মোং কলিকাতাহইতে সুন্দরবন দিয়া মোং বাখরগঞ্জ যাইতেছিল যখন সে নৌকা তীরহইতে তের হাত দূর জলের মধ্যে ছিল তখন এক ব্যাঘ্র সুন্দরবনের মধ্যে তীরহইতে এক লাফ দিয়া নৌকার উপরে পড়িয়া এক জনকে বড় আঘাত করিল ও আর এক জনকে ঘাড়ে ধরিয়া ঐ নৌকাহইতে আর এক লাফ দিয়া সুন্দরবনের মধ্যে প্রবেশ করিল কোন প্রকারে তাহাকে ধরা গেল না ও মারা গেল না।

কলিকাতার ছোট আদালত।

কলিকাতার ছোট আদালতে জানুয়ারি মাসে তিন হাজার ছয় শত বাহত্তর মোকদ্দমা ছিল তাহার মধ্যে দুই হাজার তিন শত পঁচহত্তর মোকদ্দমা আপস নিষ্পত্তি হইয়াছে।

বাঙ্গাল বাঙ্ক নোট লাভ।

৯ এবং ১৩ রোজে যে সকল বাঙ্গাল বাঙ্কনোট ১০০০০০ টাকার চুরি গিয়াছিল সেই সকল বাঙ্কনোট পাওয়া গিয়াছে অতএব বাঙ্গাল বাঙ্কেতে ঐ সকল নোটের টাকা দেনা যে বন্দ করা গিয়াছিল সে বন্দ উঠিয়াছে।

কাশীতে নিমকসার।

কাশী প্রদেশে অনেক লবণ উৎপন্ন হয় যেহেতুক সে দেশে লবণযুক্ত মৃত্তিকা আছে সে মৃত্তিকা ও কূপহইতে যে জল উঠান যায় সে জল অন্য মৃত্তিকার উপরে ছিটান যায় তাহাতে সে মৃত্তিকাও লবণ যুক্ত হয় ও তাহার উপরে এক অঙ্গুলিপরিমিত লবণ জন্মে সে দেশের অনেক জমিদার যে ভূমিতে শস্য না জন্মে বুঝেন সে ভূমিতে এই রূপে লবণ উৎপন্ন করান ও তাহাতে লাভ হয়। হিন্দুস্থানের লবণের লাভ নোকসান কোম্পানি বাহাদুরের অধীন। অতএব এই রূপে লবণ উৎপত্তি বিষয়ে ইংগ্লণ্ডীয় এক সাহেব সমাচার পত্রে ছাপাইয়া এই বিষয়ের কি কর্ত্তব্য জানিতে চাহিয়াছেন যেহেতুক ইহাতে কোম্পানির নোকসানি হয়।

ইংগ্লণ্ড দেশে টেক্স।

ইংগ্লণ্ড দেশে লবণের উপরে যে টেক্স সে অতিবিষম সেমত এ দেশে হইলে লোকেরা মরিত। এক টাকার লবণের উপরে চৌত্রিশ টাকা টেক্স। অতএব পঁয়ত্রিশ টাকাতে যে লবণ বিক্রয় করে তাহার এক টাকা মাত্র লাভ হয়।

গুনাহগার।

ইংগ্লণ্ড দেশে এক ব্যক্তি অন্য সাহেবের এক স্ত্রীর প্রতি দুষ্কতা করিয়াছিল পরে ঐ মোকদ্দমা আদালতে গেলে জুরিরা তাহার বিচার করিলেন তাহাতে ঐ পুরুষ দোষী নিশ্চিত হইলে তাহার গুনাহগার এই হইল যে ঐ স্ত্রীর স্বামিকে চল্লিশ হাজার টাকা ঐ দুষ্ট দিবেক।

উপস্থিত বক্তা।

দুরন্ত স্বভাব ও প্রতাপী এক রাজা ছিল এবং উপস্থিতবক্তা অথচ অক্ষোভ তাহার এক উজীর ছিল। এক দিন ঐ রাজা কোন বিষয়ে ক্রোধান্বিত হইয়া ঐ উজীরকে কহিল যে তুমি বড় ডাকাইত। ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ ঐ উজীর উত্তর করিল যে হাঁ মহারাজ আমি প্রজারদের মধ্যে ডাকাইত বটি। এই ব্যঙ্গোক্তি ওজ্জুক্ত উত্তর শুনিয়া রাজা উজীরের প্রতি কষ্ট না হইয়া তুষ্ট হইল।

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে২ এক টাকা। যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাঁহার নিকটে সমাচার দর্পণ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে [illegible]

সমাচার দর্পণ

৬৭ সংখ্যা। শনিবার। ২৮ আগস্ত সন ১৮১৯। ১৩ ভাদ্র সন ১২২৬।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য বিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্ত সমাচারস্য দর্পণে॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা পাঁচ আনা ডিষকৌণ্ট। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা দশ আনা ডিষকৌণ্ট।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

২৮	আগস্ত	শনিবার	১৩	ভাদ্র
২৯	ঐ	রবিবার	১৪	ঐ
৩০	ঐ	সোমবার	১৫	ঐ
৩১	ঐ	মঙ্গলবার	১৬	ঐ
১	সেপ্তম্বর	বুধবার	১৭	ঐ
২	ঐ	বৃহস্পতিবার	১৮	ঐ
৩	ঐ	শুক্রবার	১৯	ঐ

জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার।

অনেক লোকের জমিদারি সাকিন জেলাহায় রোজ ও তারিখ লিখিত মাফিক নীচের কালীন সরকারের বাকী আদায় কারণ বোর্ড রিবনুর সাক্রটারি দপ্তরখানায় প্রকাশ স্থানে লিলামে বিক্রয় হইবেক জমা ও জমীদের কৈফীয়ত বোর্ড রিবনুর সাক্রটারি দপ্তরখানায় অথবা জেলাহার কালেকটরি কাছারিতে মালুম হইবেক ইতি।

সুন্দরবন বৃহস্পতিবার ১ সেপ্তম্বর সন ১৮১৯ ইং ২৫ ভাদ্র সন ১২২৬ বাং।

বাখরগঞ্জ বৃহস্পতিবার ২ সেপ্তম্বর ১৮১৯ ইং ১৮ ভাদ্র সন ১২২৬ বাং।

ইতি তারিখ ১০ আগস্ত সন ১৮১৯ ইং বোর্ডরিবনু হুকুমে।

কোম্পানির ইস্তাহার।

পূর্ব্বে যে সকল ইস্তাহারনামা বাকী দারানের জমী নিলামের বিষয় বোর্ডরিবনুর সেক্রটারি দপ্তরখানা ও জেলাহার কালেকটরি কাছারিতে জারি হইত সর কারের ছাপাখানায় ছাপা হইয়া জারি হইত এইক্ষণে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জানেরেল বাহাদুরের কৌনসলের মজলিসের সন ১৮১৯ ইংরেজীর ৩ মাহ আগস্ত তারিখের হুকুম মতাবিক ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে অদ্যকার তারিখহইতে ছাপার ইস্তাহার জারি হওয়া মহকুপ হইল মতাবিক আইন এইক্ষণে কেবল কলমের লেখা ইস্তাহার বাকী দারানের জমী বোর্ডরিবনুর শকটরি দপ্তরখানায় ও জেলাহার কালেকটরি কাছারিতে জারি হইবেক ইতি তারিখ ১৩ আগস্ত সন ১৮১৯ ইংরেজী বোর্ডরিবনুর হুকুম।

সমাচার দর্পণ।

শ্রীযুত ত্রাম্বকজীদাংলিয়া।

পূর্ব্বে ছাপান গিয়াছিল যে শ্রীযুত বাজিরাও পেশোয়ার প্রধান চাকর শ্রীযুত ত্রাম্বকজী দাংলিয়া নামে এক ব্যক্তির মন্ত্রণাতে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত শ্রীশ্রীযুত বাজিরাও পেশোয়ার বিরোধ হইয়াছিল এবং তিনি পূর্ব্বে ইং গ্লণ্ডীয়েরদের অনেক মন্দ চেষ্টা করিয়াছিলেন। সংপ্রতি ঐ দাংলিয়া ইংগ্লণ্ডীয়েরদের হস্তে পতিত হইলেন পূর্ব্বে শ্রীশ্রীযুত বোম্বইহইতে মোং কলিকাতায় তাঁহাকে আনাইয়াছিলেন এখন তাঁহাকে সসৈন্যে মোং চরণারগড়ের কিল্লাতে কয়েদ করিয়া পাঠাইলেন।

তুরুক দেশ।

গত বৎসরে তুরুকের বাদশাহ আপন সেনাপতি মোং দায়ারবিকারের অধ্যক্ষ মোং মারদীনের দুষ্ট প্রজারদের দমনের কারণ পাঠাইয়াছিলেন ঐ অধ্যক্ষ সেখানে গিয়া তথাকার দুষ্ট প্রজা দমন করিয়া আপন বাদশাহকে সমাচার লিখিল ও এক হাজার প্রজা লোকেরদের মস্তক কাটিয়া পাঠাইল। বাদশাহ তাহা পাইয়া সকল লোকের দেখিবার কারণ সে সকল মস্তক আপন ঘরের চতুর্দ্দিকে সারিং করিয়া রাখিতে হুকুম দিল। এবং এক দিনপর্য্যন্ত সে সকল মস্তক সেই রূপ রাখিল।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

২০ আগস্ত শ্রীযুত বি এচ হযসন সাহেব নেপালহইতে লবু ক্রিমাও দেশে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের উকীলের পেস্কার।

শ্রীযুত কলিন লিণ্ডে সাহেব হাসীল ও নিমক ও আফীম দপ্তরের সেক্রটারির পেস্কার।

শ্রীযুত জন লিব সাহেব জয়লবু ও মন্দিলবু প্রদেশের অধ্যক্ষেরদের সেক্রটারির পেস্কার।

শ্রীযুত টি জে তর্নর সাহেব মোং মীরাটের কালেক্তরের পেস্কার।

শ্রীযুত এচ টৌনসেন্দ সাহেব বরেলির কালেক্তরের পেস্কার।

সমাচার দর্পণ।

শ্রীযুত এচ পামর সাহেব পশ্চিম নিমক মহলের অধ্যক্ষের পেস্কার।

শ্রীযুত ঐ হম্বর সাহেব আগরার কালেক্তরের পেস্কার।

শ্রীযুত টি টি ব্লাকবর্ন সাহেব কোম্পানির ট্রেজরির অধ্যক্ষের পেস্কার।

শ্রীযুত ডবলিও পেজ সাহেব জিলা নদিয়ার জজ সাহেবের পেস্কার।

শ্রীযুত ডবলিও ক্লার্ক সাহেব মোকাম বরেলির জজ সাহেবের পেস্কার।

শ্রীযুত ই বরী সাহেব সদরদেওয়ানী ও নিজামত অদালতের রেজেষ্টরের পেস্কার।

শ্রীযুত ডবলিও এন গারেট সাহেব শহরের জজ সাহেবের পেস্কার।

শ্রীযুত রবর্ট বার্লো সাহেব জিলা বাখরগঞ্জের জজ সাহেবের পেস্কার।

শ্রীযুত জে সি ব্রৌন্ সাহেব কাশী শহরের জজ সাহেবের পেস্কার।

শ্রীযুত জি কুর্ক সাহেব মোং কলিকাতার জজ সাহেবের পেস্কার।

শ্রীযুত সি কার্দু সাহেব জিলা জৌনপুরের জজ সাহেবের পেস্কার।

শ্রীযুত এচ মালিং সাহেব জিলা বর্দ্ধমানের জজ সাহেবের পেস্কার।

খুন।

সন ১২২৬ সালের ১২ শ্রাবণ মোং মুরশেদাবাদের হৈবৎগঞ্জের থানার দারোগা হুকুম দিয়া এক ব্যক্তি বৈরাগীকে জুতা মারিয়াছিল। তাহাতে ঐ বৈরাগী আপন মনের দুঃখেতে ঐ দারোগার ঘরের পিছে গলায় দড়ি দিয়া আপনি আপনাকে খুন করিয়াছে। তাহাতে ঐ দারোগা হারমায়েরী সোপরোদ হইয়াছে পশ্চাৎ অদালত হইলে যেমত হুকুম হইবেক।

লাটরি।

গত মঙ্গলবারে লাটরি খেলাতে যে এক লক্ষ টাকা বাহির হইয়াছিল তাহা শ্রীযুত জেনেরাল স্টুয়াট সাহেব পাইয়াছেন।

ব্রহ্মা দেশের বাদশাহের মরণ।

রাঙ্গুন শহরহইতে সমাচার আসিয়াছে যে ব্রহ্মা দেশের বাদশাহ মরিয়াছেন তিনি আশী বৎসর বয়সের অধিক ছিলেন এবং তিনি অনেক বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন। ঐ বাদশাহ মরিলে পর তাঁহার পৌত্র সিংহাসনে তৎক্ষণাৎ বসিলেন কিন্তু মৃত বাদশাহের অনেক সন্তান আছে তৎপ্রযুক্ত লোকেরা ভয় করিতেছে যে বাদশাহের ঐ পৌত্রের সহিত তাহার আর সন্তানেরা পাছে বিরোধ করে। সিংহাসনে যে বসিয়াছে সে অতি উপযুক্ত ও প্রজারদের প্রতিপালনে তাহার অনেক চেষ্টা আছে ও আপন দেশে বাণিজ্যাদি বৃদ্ধি হয় এমত বাসনা তাহার অধিক আছে।

বৃষ্টি।

পশ্চিম দেশহইতে সমাচার আসিয়াছে যে সে দেশে বৃষ্টি সুন্দর হইতেছে দুর্ভিক্ষভয় কিঞ্চিৎ অল্প হইয়াছে এবং বাঙ্গালা দেশেও এই সপ্তাহে বৃষ্টি হইতেছে তথাপি পূর্ব্ব অনাবৃষ্টিপ্রযুক্ত যে শস্যাদি ক্ষতি হইয়াছিল তাহাতে ধান্যাদি কিঞ্চিৎ দুর্ম্মূল্য হইবেক।

পশ্চিম দেশের সমাচার আরো পাওয়া গেল যে পূর্ব্বে মোং দানাপুরে এক টাকায় তের শের চাল বিক্রয় হইয়াছিল পরে ১০ আগষ্ট সেখানে সুবৃষ্টি হইল তাহাতে সেখানে তণ্ডুল সুমূল্য হওয়াতে দুর্ভিক্ষ ভয় দূর হইয়াছে।

কানপুরের সমাচার আসিয়াছে যে সেখানেও সেই তারিখে বৃষ্টি হইল তাহাতে সেখানেও শস্য সুলভ হইয়াছে।

হুসিঙ্গাবাদহইতে সমাচার আসিয়াছে যে সেখানে পূর্ব্ব২ বৎসর পিণ্ডারিরদের ভয় ছিল কিন্তু এই বৎসর কেবল দুর্ভিক্ষভয় মাত্র সেখানে আটা টাকায় আট শের হইয়াছিল কিন্তু ক্রমে দাম কিছু২ কম হইয়াছে। হুসিঙ্গাবাদে বৃষ্টি হওয়াতে তণ্ডুলাদি কিঞ্চিৎ সুলভ হইয়াছে এবং পূর্ব্বে যে সেখানে আপন সন্তান বিক্রয় করিত তাহা এখন কেহই করে না। ৪ আগষ্টের পূর্ব্বে নর্ম্মদা নদীতে বন্যার গন্ধও ছিল না কিন্তু ঐ তারিখে বন্যা আসিয়া এক বারে নর্ম্মদা নদী পূর্ণ করিয়াছে এবং ঐ বন্যাতে সেখানকার ক্ষুদ্র২ গ্রাম ও গরু ও মানুষ ও আর২ বস্তু একবারে ভাসিয়া গিয়াছে কেহ২ গাছের উপরে ও ঘরের চালের উপরে রহিয়া রক্ষা পাইয়াছে আর অনেকে মারা পড়িয়াছে।

মোং মুরশেদাবাদহইতে ১২ শ্রাবণের সমাচার আসিয়াছে যে সেখানেও অধিক বৃষ্টি হয় নাই সম্প্রতি কেবল মধ্যে২ স্থানে২ কিঞ্চিৎ২ বৃষ্টি হইতেছে তাহাতে কৃষ্যাদির অধিক উপকার হইতে পারে না সেখানে তণ্ডুলের ভাও এক টাকায় পাঁচ পসারি ওজন পাকী ষোল গণ্ডী এবং দিন২ সে ভাও কমিতেছে এবং বুটের ভাও ইহার তিন হপ্তা পূর্ব্বে টাকায় বিশ শের ছিল এখন তের শের হইয়াছে। এই সমাচার মুরশেদাবাদহইতেও আসিয়াছে।

গাজীপুরহইতে ৫ আগষ্টের সমাচার আসিয়াছে যে সেখানে ঐ তারিখের পূর্ব্বে একবারও বৃষ্টি হয় নাই ও সকল

প্রকার দ্রব্য সেখানে দুর্ম্মূল্য ছিল। পূর্ব্বে আম্রের আঁঠির মধ্যে যে শস্য আছে তাহা বাহির করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিত পরেতাহা ময়দার মত গুঁড়া করিয়া বাজারে টাকায় ত্রিশ শের দরে বিক্রয় করিত দুঃখি লোকেরা তাহার দ্বারা দিন পাত করিত কিন্তু এখন সেখানে সেই কষ্ট নাই।

আড়কাটের নবাবের মৃত্যু।

৩ আগাস্ত তারিখে আড়কাটের নবাবের কবর হইয়াছে তাঁহার রাজগৃহহইতে কবর স্থানপর্য্যন্ত লইয়া যাইবার সময়ে উভয় পার্শ্বে শ্রীশ্রীযুত মান্দরাজের বড় সাহেবের নিজের তৈনতের সৈন্য শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং কবর দেওনের সময়ে তাঁহার সম্ভ্রমার্থে সেখানকার নিশান কাষ্ঠের অর্দ্ধেক উঠান গিয়াছিল এবং সেখানকার কিল্লাতে ঐ নবাবের বয়ঃক্রমানুসারে তোপ হইয়াছে। ঐ নবাব আটার শত এক সালে আপনি সিংহাসনে বসিয়াছিল এই আটার বৎসর রাজ্য করিয়াছে সে যত কাল রাজ্য করিয়াছে ততকাল কেবল তাহার সুখ্যাতি বাড়িয়াছে।

এতদ্দেশে বাদশাহ ও নবাব ও অন্যং ওমরা লোক যাহারদের সহিত ইংগ্লণ্ডীয়েরদের প্রীতি আছে তাহারদের কাহারো মরণ হইলে ইংগ্লণ্ডের ধারানুসারে তাহারদের সম্ভ্রমার্থে ইংগ্লণ্ডীয়েরা গুণযুক্ত মত তোপ করিয়া থাকেন।

কাশ্মীর।

কাশ্মীরহইতে সমাচার আসিয়াছে যে যখন শ্রীশ্রীযুত রণজিৎসিংহ বাহাদুর প্রথম কাশ্মীর শহরে প্রবেশ করিলেন তখন কাশ্মীরের লোকেরা রণজিৎসিংহের ওপরে আক্রমণ করিয়াছিল কিন্তু শেষে রণজিৎসিংহ আপন নামানুযায়ি ফল পাইলেন এবং এখন তাবৎ কাশ্মীর দেশে তাহার আজ্ঞা চলিতেছে ও সেখানকার তাবৎ কিল্লাতে তাহার নিশান উড়িতেছে কিন্তু পঞ্জাবের পশ্চিম দেশে যে অধিকার করিয়াছেন সেখানকার লোকেরদের সহিত প্রীতি নাই কেবল জোর মাত্রে অধিকার করিয়াছিলেন তিনি যাবৎ তৎপ্রদেশে আছেন তাবৎই তাঁহার আজ্ঞা তাহারা রাখে তিনি কাশ্মীরে গেলে না জানি তাহারা কি খেলা খেলে।

অদালত।

ইংগ্লণ্ড দেশে সকল প্রকার অদালতের রিপোর্ট বৎসরান্তে মহাসভার নিকটে দাখিল হয়। লণ্ডন শহরে এক পুরান দেওয়ানী অদালত আছে সেই অদালতে গত বৎসর সাতাইশ কোটি টাকার মোকদ্দমার নালিস ছিল।

ফ্রান্স দেশে হাসীলদস্তুর।

গত বৎসর ফ্রান্স দেশে কেবল হাসীলে তিন কোটি ষাটি লক্ষ টাকা উৎপন্ন হইয়াছে।

নূতন প্রকার রাজকর।

দিনামার দেশের নিকটবর্ত্তি স্বীদেন দেশে তথাকার রাজা এইরূপে নূতন প্রকার হাসীলের হুকুম করিয়াছে। পোনর বৎসরের অধিক বয়স্ক যত লোক মদ খাইতে ইচ্ছা করিবেক তাহারা বৎসরং প্রতিজন দশং টাকা করিয়া হাসীল দিবেক। এবং যত লোক চা ও কাওয়া খাইতে বাসনা করে তাহারা বৎসরং পাঁচং টাকা হাসীল দিবেক। এবং যে ব্যক্তি তামাকু খাইতে ইচ্ছা করে তাহারা যদি ভাগ্যবান হয় তবে সালিয়ানা চারি টাকা এবং ক্ষুদ্র লোক হইলে সালিয়ানা দুই টাকা হাসীল দিবেক। এবং যত লোক তাস খেলা করিবেক তাহারা বৎসরং দশং টাকা দিবেক। যে লোক রেশমের বস্ত্র পরিধান করিবেক সে বৎসরং ছয় টাকা হাসীল দিবেক। যে ব্যক্তি স্বর্ণমণ্ডিত কোন বস্তু আপন ঘরে রাখিবেক সে ছয় টাকা দিবেক।

আশ্চর্য্য বৃক্ষ।

দক্ষিণামেরিকাতে বনে এক বৃক্ষ আছে তাহার নাম দুগ্ধবৃক্ষ সেই বৃক্ষের কোন এক স্থানে কাটিয়া এক পাত্র ধরিলে ঐ বৃক্ষহইতে যথেষ্ট রস নির্গত হয় তাহার বর্ণ শুভ্র সে রস লোকেরা দুগ্ধের ন্যায় পান করে তাহার আস্বাদন কেবল দুগ্ধের মত কিন্তু অল্প বৈলক্ষণ্য।

ব্রহ্মদেশের শেষ সমাচার।

পুনশ্চ সমাচার পাওয়া গেল যে ব্রহ্মদেশের বাদশাহ মোং অমরাপুরে আটত্রিশ বৎসর রাজ্য করিয়া মরিয়াছেন। ৬ জুনে তাহার পৌত্র সিংহাসনে বসিয়াছেন। ৭ তারিখে মৃত বাদশাহের শব দাহের কারণ চন্দনকাষ্ঠপ্রভৃতি সুগন্ধ দ্রব্যদ্বারা চিতা করা গেল ও তাহার ওপরে ঐ বাদশাহকে রাখিয়া জ্ঞাতিরা ঐ শবে অগ্নি দিল। পরে শবদাহ হইলে তাহার ভস্ম স্বর্ণ পাত্রেতে করিয়া সাবধান পূর্ব্বক যেখানে তাহারদের পূর্ব্ব পুরুষেরদের ভস্ম আছে সেইখানে রাখিল। এই সকল ক্রিয়ার পর নূতন বাদশাহ আপন সিংহাসন স্থির করিয়া রাখিবার

অন্যোওয়োগ করিল। সে মনে ভাবিল যে তাহার ভ্রাতাপ্রভৃতিরা পরে তাহার মন্দ করিবে ইহা স্থির করিয়া সে আপন ভ্রাতা ও ভ্রাতৃপুত্র ও কুটুম্ব প্রভৃতি যত ছিল তাহারদিগকে প্রতিজন এক২ থৈলের মধ্যে পুরিয়া তাহার মুখ বান্ধিয়া সমুদ্রে ডুবাইয়া দিল। পরে প্রৌন রাজা নামে তাহার আপন খুড়া তাহার ভ্রাতারদের সহিত মিলিয়াছিল ইহা ভাবিয়া তাহাকে ধরিয়া দুই চাকার মধ্যে রাখিয়া প্রথম তাহার শরীরের হাড় ভাঙ্গিল। পরে তাহার গলায় রসীর ফাঁস দিয়া দুই জন দুই দিকে টানিতে লাগিল তাহাতে তাহার প্রাণ ত্যাগ হইল। এবং ঐ প্রৌন রাজার আমাতাকে তাহার স্ত্রীহইতে ভিন্ন করাইল। ১৫ তারিখে সে আপন পিতামহের প্রধান ওজীর ও আপনার জ্ঞাতিরদের মধ্যে প্রধান ভাগ্যবান চারি পাঁচ জনকে পূর্ব্ববৎ করিয়া খুন করিল। এবং তাহার ভ্রাতার আটার লক্ষ আট চল্লিশ হাজার টাকার স্বর্ণরুপ্যাদির যত পাত্র প্রভৃতি ছিল সে সকল লইল। এবং তাহার খুড়ার যে সম্পত্তি ছিল তাহা আপন সৈন্যেরদিগকে বিলি করিয়া দিল। ঐ দয়ালু বাদশাহ যত লোক হত্যা করিয়াছে তাহার মধ্যে তাহারদের ভ্রাতা বন্ধু কুটুম্ব ও প্রধান চাকরপ্রভৃতি চৌদ্দ শত এবং ইতর লোক পোনর হাজার মারা পড়িয়াছে। অনন্তর ঐ বাদশাহ সদয় হইয়া আপনার আর চারি জন খুড়া ও এক ভ্রাতাকে হুকুম করিল যে তোমরা নির্ভয় হও আমার সম্মুখে আসিও। কিন্তু সে প্রজা লোকেরদের হইতে ভয় পাইয়া তিন বৎসরের রাজকর ক্ষমা করিয়াছে।

নূতন দ্বীপ।

আমরা পূর্ব্বে ছাপাইয়াছিলাম যে পিতকের্ণ নামে ওপদ্বীপ নূতন প্রকাশ হইয়াছে ও সেখানে আদম্স প্রভৃতি ২৬ ছাত্রিশ জন ইংলণ্ডীয় বাস করিতেছে। এখন সমাচার পাওয়া গেল যে তাহারদের কারণ লৌহের দরকারি অস্ত্র শস্ত্র সাড়ে তিন হাজার টাকাতে ক্রয় করিয়া তাহারদের নিকটে পাঠান গিয়াছে। ঐ টাকা সঞ্চয়ের কারণ যে২ কলিকাতার যে ভাগ্যবান লোকেরা চান্দা করিয়াছিলেন তাহারা অনেক ইংলণ্ডীয় লোক কিন্তু মীর আক্যালী ও শ্রীযুত রামদুলাল দে ও রস্তম জী কওসজী এই কয় জন ভিন্ন দেশীয়।

পাগলের কীর্ত্তি।

গত চারি মাস হইল ইংলণ্ড দেশে কর্জ্জের নিমিত্ত এক জনকে কএদ করা গিয়াছিল সেই কএদের কুঠরীতে অন্য এক জন কএদী ছিল যে ব্যক্তি কএদ হইল সে দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে পাগলের মত হইল। ইহা না জানিয়া জেলের অধ্যক্ষ জেলের দ্বার বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। পরে ঐ পাগল জেলখানাতে অগ্নি ছিল সেই অগ্নিতে এক লোহার শিক পোড়াইয়া রক্তবর্ণ করিয়া অন্য কএদি ব্যক্তিকে তাহার দ্বারা দগ্ধ করিতে লাগিল। সে ব্যক্তি চীৎকার শব্দ করিতে লাগিল তাহাতে কেহই তাহার রক্ষাকর্ত্তা ওপস্থিত হইল না যেহেতুক জেলের দ্বারে চাবি বন্ধ ছিল। দুই তিন ঘণ্টার পরে জেলের অধ্যক্ষ আসিয়া চাবি খুলিয়া দেখিল যে সেই ব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গে ক্ষতবিক্ষত দাহের দাগ হইয়াছে। তাহাতে ঐ পাগলকে পাগলেরদের জেলখানাতে লইয়া কএদ করিল।

মালাইয়েরদের দুরন্ত ব্যবহার।

সুমাত্র ওপদ্বীপপ্রভৃতি ওপদ্বীপেতে যে সকল মালাই লোক আছে তাহারদের অতিশয় নির্দয় ব্যবহার। তাহারদের প্রতিকূল কর্ম্ম যদি কেহ কখনও করে তবে তাহার ক্ষমা কদাচ করে না এবং সে বিষয় কখনও বিস্মৃত হয় না যখন আপন আয়ত্ত পায় তখনি সে প্রতিকূলকারির প্রতিফল দেয়।

তাহারদের এই এক সমাচার সংপ্রতি আসিয়াছে। সেখানে এক জনের প্রতি সেখানকার অনেকের কোনহ বিষয়ে আক্রোশ ছিল তৎপ্রযুক্ত তাহাকে আয়ত্তে পাইয়া তরবালদ্বারা কাটিয়া ফেলিল পরে তাহার স্ত্রীকে আনাইয়া ঐ মৃত স্বামির শবের ওপরে তাহাকে দাঁড় করাইল এবং তাহাকে কহিল যে তোমার তিন পুত্রকে আপন হাতে কাটহ নতুবা তোমার অনেক দুর্গতি দিব। ইহাতে ঐ স্ত্রী অগত্যা আপন মৃত স্বামির শবের ওপরে দাঁড়াইয়া আপন তিন পুত্রকে আপন হাতে কাটিল। পরে সেই সকল মৃত লোকেরদিগকে এক গাড়ীর ওপরে চড়াইয়া ও ঐ স্ত্রীকে গাড়ীর পশ্চাৎভাগে চড়াইয়া শহরের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া সমুদ্রের জলের মধ্যে ঐ গাড়ীসুদ্ধ সকলকে ডুবাইয়া দিল।

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে২ এক টাকা যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকটে সমাচার দর্পণ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক

সমাচার দর্পণ

৬৮ সংখ্যা। শনিবার। ৪ সেপ্তম্বর সন ১৮১৯। ২০ ভাদ্র সন ১২২৬।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্ত সমাচারস্য দর্পণে॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা চারি আনা ডিস্কৌণ্ট। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা আট আনা ডিস্কৌণ্ট।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

৪	সেপ্তম্বর	শনিবার	২০	ভাদ্র
৫	ঐ	রবিবার	২১	ঐ
৬	ঐ	সোমবার	২২	ঐ
৭	ঐ	মঙ্গলবার	২৩	ঐ
৮	ঐ	বুধবার	২৪	ঐ
৯	ঐ	বৃহস্পতিবার	২৫	ঐ
১০	ঐ	শুক্রবার	২৬	ঐ

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে।

যে২ মোকামে যাহার২ নিকটে এই সমাচার দর্পন প্রতিসপ্তাহে পাঠান যাইতেছে বুঝিতে পারি যে তাঁহারদের মধ্যে পূজা যোগে কেহ২ এই মোকামহইতে আপন২ ঘরে যাইবেন অতএব তাহারদিগের কাগজ কোন তারিখ অবধি কোন তারিখপর্য্যন্ত কোন মোকামে পাঠাইতে হইবেক তাহার তারিখ বন্ধ সমাচার এই হরকরার মারফৎ আগামি সপ্তাহে মোকাম শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় পাঠাইবেন ইহার লিখিত সমাচার না পাইলে যাহার কাগজ যেখানে পাঠান যাইতেছে তাহার কাগজ সেইখানে পাঠান যাইবেক ইতি।

ভূমি বিক্রয়ের ইস্তাহার।

যদবধি সমাচার দর্পন আরম্ভ হইয়াছে তদবধি আমরা ভূমিবিক্রয়ের ইস্তাহার প্রতিকাগজে ছাপাইয়াছি সম্প্রতি ৬ আগস্ত তারিখে গবর্ণমেন্ত গেজেটে শ্রীশ্রীযুত আজ্ঞা করিয়াছেন যে ইহার পর ঐ গেজেটে ভূমি বিক্রয়ের ইস্তাহার আর ছাপান যাইবে না। কিন্তু যে জিলার অন্তঃপাতী জমিদারের জমী বিক্রয় হইবেক তাহা সেই জিলার কাছারিতে কিম্বা মোং কলিকাতায় বোর্ডরিবনুর কাছারিতে জানা যাইবেক। অতএব গবর্নমেন্ত গেজেটে জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার ছাপিবার হুকুম নাই তৎপ্রযুক্ত আমরাও আর ছাপাইব না। গবর্নমেন্ত গেজেটে যে ইস্তহার দেওয়া গিয়াছে সে এই।

কোম্পানির ইস্তাহার।

পূর্ব্বে যে সকল ইস্তাহারনামা বাকী দারানের জমী নিলামের বিষয় বোর্ডরিবনুর সেক্টারি দপ্তরখানা ও জেলাহার কালেকটরি কাছারিতে জারি হইত সরকারের ছাপাখানায় ছাপা হইয়া জারি হইত এইক্ষণে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জানেরেল বাহাদুরের কৌনসলের মজলিসের সন ১৮১৯ ইংরেজীর ৬ মাহ আগস্ত তারিখের হুকুম মতাবক ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে অদ্যকার তারিখহইতে ছাপার ইস্তাহার জারি হওয়া মহকুপ হইল মতাবক আইন এই ক্ষণে কেবল কলমের লেখা ইস্তাহার বাকী দারানের জমি বোর্ডরিবনুর সেক্টারি দপ্তরখানায় ও জেলাহার কালেকটরি কাছারিতে জারি হইবেক। ইতি তারিখ ১৩ আগস্ত সন ১৮১৯ ইংরেজী বোর্ডরিবনুর হুকুমে।

নিমকের ইস্তাহার।

নিমকদপ্তরহইতে ইস্তাহার প্রকাশ হইয়াছে যে সোমবার ২০ সেপ্তম্বর তারিখে ও তাহার পর দিন যে পর্য্যন্ত নিকাশ না হয় তাবৎ মোং কলিকাতার এক্সেঞ্জ ঘরে কোম্পানির তের লক্ষ মোন নিমক বিক্রয় হইবেক প্রতিলাটে এক হাজার মোন বিক্রয় হইবেক ও প্রতি মোন বিরাশী সিক্কার ওজন ও বায়নার কারণ এক টাকা দাখিল করিতে হইবেক। যে২ স্থানে নিমক বিক্রয় হইবেক তাহার বেওরা নীচের লিখিত মত দেখিবা।

হিজলি	৩০০০০০
তামলুক	২০০০০০
চব্বিশপরগণা	২০০০০০
ভুলুয়া	১২০০০০
চাটগাম	৩০৮০০
সালিখা	০
কটকপাঙ্কা	২০১৩৬৪
কটককরকচ	৮১২
মান্দরাজ পরিমিট	২৩৮৮৯
মক্কা	২১৩
সম্বরস্তোম	৪৯২
ক্রোকী	১৪৫
ক্রোকীনারায়ণগঞ্জ	৪৮০
	১৩০০০০০

সমাচার দর্পণ।

সকল বিশিষ্ট লোকেরদিগকে সমাচার দেওয়া যাইতেছে।

শ্রীভগবদ্গীতা গ্রন্থ সংস্কৃত অষ্টাদশ অধ্যায় এবং তাহার প্রতিশ্লোকের যথার্থ অর্থ পয়ারে প্রতিসংস্কৃত শ্লোকের নীচে অত্যুত্তম রূপে মোং কলিকাতার বাঙ্গাল গেজেটি আপিসে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বন্দোপাধ্যায় ছাপা করিয়াছেন। সে পুস্তকের মূল্য ৪।।০ সাড়ে চারি টাকা প্রতিপুস্তক বিক্রয় হইতেছে যেং মহাশয়েরদিগের ঐ পুস্তক লইতে মানস হইবেক তাঁহারা মোং কলিকাতার জোড়াসাঁকোর পূর্ব্ব জোড়া পুষ্করিয়ার নিকট শ্রীযুত জয়কৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায়ের বাটীতে উপস্থিত হইয়া লইবেন। প্রতিপুস্তকের মূল্য জেলেদ সমেত লইলে ৪।।০ সাড়ে চারি টাকা দিতে হইবেক জেলেদ সমেত না লয়েন চারি টাকা দিলে পুস্তক পাইবেন। ইতি তারিখ ১০ ভাদ্র সন ১২২৬।

সমাচার দর্পণ।

শ্রীশ্রীযুত।

শ্রীশ্রীযুত ইংগ্লণ্ডীয় বাদশাহ কলিকাতার শ্রীশ্রীযুতকে সংভ্রমের কারণ খেতাব ও ঐ খেতাবের অনুসারে এক তারাকার ভূষণবিশেষ দিয়াছেন ঐ ভূষণ যাঁহারা পান তাঁহারা তাহা আপন বক্ষস্থলে ধারণ করেন তাহাতে যে যেমন সংভ্রান্ত তাহা জানা যায়।

সংপ্রতি মান্দ্রাজের লোকেরা ঐ তারাকার ভূষণ হীরকনির্ম্মিত করিয়া কলিকাতাতে শ্রীশ্রীযুতের নিকটে পাঠাইতে কল্প করিয়াছিলেন। এই সমাচার শ্রীশ্রীযুত পাইয়া তাহারদিগকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে তোমরা কোম্পানি বাহাদুরের অজ্ঞাতসারে এ বস্তু আমাকে দিবা না এবং এ বিষয় কোম্পানিকে জ্ঞাত করাও অনুপযুক্ত যদি কোম্পানি এ বিষয় আজ্ঞা না দেন তবে মন্দ এবং যদি আজ্ঞা দেন তথাপি এই একটা রীতি হয়। অতএব তোমরা এ বিষয়ে ক্ষান্ত হইবা তোমরা যে আমাকে প্রশংসাপত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছ ইহাতে আমার অধিক তুষ্টি আছে এই বিষয়ের প্রয়োজন নাই।

বাজী।

ইংগ্লণ্ড দেশে ছয় সাত মাস হইল ইতর লোকেরদের এই এক বায়ু বিশেষ হইয়াছে যে বাজী রাখিয়া পথে হাঁটে। তাহাতে এক জন ১৬ এপ্রিল তারিখে আট ঘণ্টার পচিশ ক্রোশ পথ হাঁটিয়াছিল তাহার মধ্যে প্রথম দুই ঘণ্টায় সাত ক্রোশ অক্লেশে চলিল। পরে প্রতিঘণ্টায় তিনং ক্রোশ চলিল তাহাতে সে ব্যক্তি বাজীতে জয়ী হইয়া বাজীর টাকা পাইয়াছে। অন্য প্রদেশে আর এক জন বাজী রাখিয়াছিল যে তিন দিনের মধ্যে এক শত এগার ক্রোশ চলিবেক। কিন্তু সে ব্যক্তি তাহাতে অসমর্থ হইল যেহেতুক সে ব্যক্তি একান্ন ঘণ্টায় এক শত ক্রোশ প্রায় চলিল আর চলিতে পারিল না।

রাজপুতানা।

রাজপুতানার প্রাচীন স্থান মোং নসীরাবাদহইতে সমাচার আসিয়াছে যে সেখানে সেনাপতিরদের ঘর প্রস্তুত হইয়াছে এবং বানিয়ারদের দোকান বসিয়াছে সেখানে এক বৎসরের মধ্যে অকস্মাৎ এক নূতন শহর হইয়াছে। সে স্থানে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকৃত রাজপুতানা দেশের রাজধানী হইল এবং সৈন্যের ছাওনি সেখানে হইল। আমরা শুনিয়াছি যে শ্রীযুত সর দেবিদ আক্তরলোনী সাহেব দিল্লীর বাদশাহহইতে নসীরদ্দৌলা খেতাব পাইয়াছেন অতএব আক্তরলোনী সাহেবের সম্ভ্রমার্থে তাহার নসীরদ্দৌলা নামানুসারে ঐ স্থানের নাম নসীরাবাদ রাখিয়াছেন।

সে স্থানে কেবল জলের অল্পতা কিন্তু এই বৎসরে সেখানে বৃষ্টি হইয়াছে। আরো পূর্ব্বং বৎসরে যে ভূমিতে কেবল পিণ্ডারিরদের দূরগামি ঘোড়ার পদচিহ্ন প্রকাশ পাইতেছিল সে ভূমি এখন নানা শস্যাদিদ্বারা হাস্য করিতেছে।

কতক দিন হইল সেখানে একটা খেদের বিষয় হইয়াছে দুই জন সাহেব এক দিন পক্ষী মারিতেছিলেন ইতোমধ্যে একটা হাড়গিলা পক্ষীর উপরে গুলি মারিলে ঐ গুলি পক্ষিতে না লাগিয়া তাহার ব্যবধানে এক বালক ও বালিকা খেলা করিতেছিল তাহার বালকের উপরে সে গুলি পড়িলে সে তৎক্ষণাৎ মরিল ও বালিকা আঘাতিনী হইয়াছে।

কাশ্মীর।

সম্প্রতি শুনা গেল যে শ্রীযুত রণজিৎসিংহ বাহাদুর আপনি কাশ্মীর দেশ জয় করিতে যান নাই কিন্তু তিনি আপনার অতি আত্মীয় ঠাকুর শ্রীযুত দেওয়ান চন্দুকে সেনাপতি করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সেই কাশ্মীর অধিকার করিয়া আপন মুনীবকে নজর দিয়াছে। যখন রণজিৎসিংহ জানিলেন যে কাশ্মীর আপন আয়ত্ত হইয়াছে তখন প্রকাশ করিলেন যে আপনি কাশ্মীর দেশ দেখিতে যাইবেন কিন্তু আপনি না গিয়া সেখানে এক জন

উপযুক্ত লোককে অবীক্ষ করিয়া পাঠাইতে চেষ্টা করিতেছেন। রুনজিৎ সিংহের হাতহইতে কাশ্মীর দেশ যে যায় এমত সম্ভাবনা নাই এবং রুনজিৎ সিংহ ঐ কাশ্মীর দেশে যত রাজস্ব উৎপন্ন করিবেন এত রাজস্ব কাবোলের অধিকার কালে কখনও উৎপন্ন হয় নাই। এখন শিখেরদের রাজ্য যে বর্দ্ধিষ্ণু হইয়াছে সে কেবল রুনজিৎ সিংহের বাহাদুরিতে নতুবা পূর্ব্বে শিখেরদের এমত রাজ্য ছিল না কিন্তু অনুমান হয় রুনজিৎ সিংহের অভাবে ঐ মহারাজ্য সহস্র খণ্ড হইবেক।

—

হোলকারের কামান।

১৭১৭ সনে শ্রীযুত মহারাজ মহ্লার রাও হোলকারের সহিত যুদ্ধে ইংগ্লণ্ডীয়েরা যে কামান হোলকারের সৈন্যহইতে পাইয়াছিলেন। সে কামান মোং মান্দ্রাজে রাখিবার কারণ পূর্ব্বে হুকুম হইয়াছিল সম্প্রতি সে কামান মান্দ্রাজে পঁহুছিবার পূর্ব্বে মান্দ্রাজের বড় সাহেব প্রভৃতি অনেকং ইংগ্লণ্ডীয়েরা সমারোহ পূর্ব্বক পথে আসিয়া ঐ কামানের সম্ভ্রমের কারণ সেলাম করিয়া অনুবর্ত্তিয়া লইয়া মোং মান্দ্রাজে স্থাপিত করিয়াছেন।

—

তুলা।

কতক মাস হইল ইংগ্লণ্ডের লিবরপুল শহরে এতদ্দেশীয় তুলার মূল্য অতিন্যূন হইল ইহাতে সেখানকার মহাজনেরা অতিভীত হইয়া এখানে তুলা খরিদ বারণ করিবার কারণ শীঘ্র খুসকীর পথে লোক পাঠাইল এবং যে দুই জন লোক পাঠাইয়াছিল তাহারা সেখানে কহিল যে আমারদের প্রাণ যদি থাকে ও আমারদের শরীরের হাড় যদি না ভাঙ্গে তবে তিন মাসের মধ্যেই বাঙ্গালাতে পঁহুছিয়া সেখানকার তুলা খরিদ বারণ করিব। কিন্তু তাহারা আসিয়া যে পঁহুছিয়াছে এমত সমাচার অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই।

—

কলিকাতায় তুলার আমদানী।

১৯ আগস্ত অবধি ২৫ আগস্তপর্য্যন্ত অর্থাৎ ছয় দিনের মধ্যে কলিকাতায় পোনর হাজার দুই শত ছয় মোন তুলার আমদানী হইয়াছে।

—

জাহাজ।

১ সেপ্তম্বর মোং কলিকাতায় নানা জাতিরদের এক শত পচিশ জাহাজ ছিল। গত বৎসরে প্রথম আট মাসে পচাশী জাহাজ জিনিস বোঝাই করিয়া মোং ইংগ্লণ্ডহইতে বাঙ্গালাতে আসিয়াছিল। এই বৎসরের প্রথম আট মাসে পঞ্চান্ন জাহাজ আসিয়াছে অতএব পূর্ব্ব বৎসর হইতে এ বৎসরে ত্রিশ জাহাজ কম আসিয়াছে তথাপি লোকেরা কহে যে এত দ্দেশে যে তণ্ডুলাদির দুর্ম্মূল্যতা সে কেবল ইংগ্লণ্ডদেশে রপ্তানিপ্রযুক্ত।

—

গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ।

গত বুধবারে ১ সেপ্তম্বর গঙ্গাসাগর উপদ্বীপের সম্প্রদায় একত্র হইলেন ও গত বৎসরের সকল বিবরণ শুনিলেন ও ঐ সম্প্রদায়ের অন্তঃপাতী যে চারি জন কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন সে চারি জনের বদলিতে অন্য চারি জন প্রবৃত্ত হইলেন সে চারি জনের মধ্যে তিন জন ইংগ্লণ্ডীয় এক জন এতদ্দেশীয় তিনি শ্রীযুত রাজা গোপীমোহন দেব তাঁহার বদলে তাঁহার পুত্র শ্রীযুত বাবু রাধাকান্তদেব তাঁহার এক কর্ম্মকর্ত্তা হইয়াছেন।

গঙ্গাসাগর উপদ্বীপের বন কাটিয়া সে স্থান সুন্দর প্রস্তুত হইতেছে শ্রীযুত জন পামর সাহেব ঐ উপদ্বীপের দক্ষিণ ভাগ সমুদায় বিশ বৎসরের কারণ বিনা করে ইজারা করিয়া লইয়াছেন ও এই করার করিয়াছেন যে এই বিশ বৎসরের মধ্যে গঙ্গাসাগরে লোকবসতি করাইব ও নানা ক্ষেত্রে শস্যাদি উৎপন্ন করাইব। এবং শ্রীযুত রাজা গোপীমোহন দেব ও শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর এই দুই জনে মিলিয়া ঐ করারে সেখানকার উত্তর পশ্চিম কোণ গঙ্গার তীর আড়াই ক্রোশপর্য্যন্ত ভূমি লইয়াছেন।

এইং সকল কারণ দেখিয়া আমারদের এমত ভরসা হয় যে গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ অতিশীঘ্র পুনর্ব্বার মনুষ্যেরদের অধিকারে আসিবে।

—

বন্যা।

এই বৎসর গঙ্গাতে বন্যার প্রাদুর্ভাব বড় বুঝা যায় না কিন্তু সমাচার পাওয়া গেল যে বর্দ্ধমান প্রদেশে দামোদর নদেতে বন্যা অতিশয় আসিয়া তৎপ্রদেশ জলপ্লাবিত হইয়াছে এবং গত সপ্তাহে বৃষ্টিও অতিশয় হইয়াছে তাহাতে সে দেশের উপকার অনেক হইয়াছে।

—

খরগোস ও তাহার মিত্রেরা।

এক খরগোস চিরকাল এক বনে বসতি করে ঐ খরগোস অন্য কোন পশুর সহিত বিরোধ বিসম্বাদ করে না ও কাহারো মন্দের কথাতেও থাকে না এবং সে বনের যাবৎ পশুরা তাহাকে ভাল বাসে ও সকলেরি সহিত তাহার পরম মিত্রতা এই রূপে কিছু কাল যায়। এক দিন ঐ বনে স্বীকারিরা স্বীকার করিতে আইল

সমাচার দর্পণ।

ও তাহারদের সহিত অনেক কুকুর আইল। ঐ খরগোস দূরহইতে আপনার প্রাণনাশক স্বীকারিরদের কোলাহল শুনিয়া ভীত হইল কিন্তু তাহার মনে ভরোসা আছে যে এই বনে আমার অনেকং মিত্র আছে তাহারা অবশ্য এ বিপৎকালে আমার রক্ষা করিবে। ইত্যোমধ্যে ভয়ানক শব্দ করিয়া কুকুরেরা ঐ খরগোসকে আক্রমণ করিতে ধাবমান হইল। খরগোসও প্রাণভয়ে অনেক ক্ষণপর্য্যন্ত দৌড়িয়া শ্রান্ত হইয়া অর্দ্ধমৃতবৎ প্রায় আর চলিতে অসমর্থ হইল ইত্যবসরে তাহার পুরান মিত্র ঘোড়া ঐ পথে যাইতেছে দেখিয়া খরগোস কতক আশ্বস্ত হইয়া কহিল যে হে মিত্র আমার এই বিপৎকাল উপস্থিত এ সময়ে আমাকে রক্ষা কর তোমার পৃষ্ঠের উপরে আমাকে আরোহণ করিতে দেও তবে কুকুরহইতে রক্ষা পাইব। ঘোড়া উত্তর করিল যে হায় তোমার দুঃখ দেখিয়া আমার অতিশয় দয়া হয় ভাবনা নাই পশ্চাৎ তোমার সকল মিত্র আসিতেছে। পরে এক বলবান বৃষ আইল তাহাকেও ঐ রূপ কাতর বাক্য কহিল। সে কহিল যে এই বনের মধ্যে সকলে জানে যে আমি তোমাকে কেমন প্রেম করি অতএব তাহার মত তোমাকে কহি অমুক বৃক্ষের নীচে এক গাবী আমার অপেক্ষাতে আছেন আমি বিলম্ব করিতে পারি না তুমি ইহাতে ক্ষুব্ধ হইও না তোমার সহিত আমার বড় প্রীতি দেখ পশ্চাৎ ছাগল আসিতেছে তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ কর। পরে ঐ খরগোস ছাগলের নিকটে গিয়া ঐ রূপ কহিল। তাহাতে ছাগল কহিল যে আমিও শ্রান্ত আমার চক্ষু ভারী ও আমি মস্তক স্থির রাখিতে পারি না কিন্তু ভয় নাই পশ্চাৎ মেষ আসিতেছে। মেষ কহিল আমি আপনি দুর্ব্বল আপন রোমের ভার সহিতে পারি না ও যেমন কুকুরহইতে তোমার ভয় তেমন আমারও ভয়। পরে সে দুঃখী খরগোস গোবৎসকে কহিল হে মিত্র আমাকে মৃত্যুহইতে রক্ষা কর। সে কহিল যে আমি দুর্ব্বল হইয়া এমত কর্ম্ম করিব যে কর্ম্ম আমাহইতে বলবানেরা করিল না যদি আমি তোমাকে উদ্ধার করি তবে আমার ঐ সকল মিত্রেরা কি কহিবে তুমি জান যে আমি তোমাকে কেমন প্রেম করি কিন্তু অতিপ্রিয় ব্যক্তিও ভিন্ন হইবেই সেলাম দেখ কুকুর আগতপ্রায়।

পৃথিবীর মধ্যে এমত স্থান নাই যে ইহার অভিপ্রায় না দেখা যায়।

ভূত।

ইংগ্লণ্ড দেশে মৃত্তিকার মধ্যে কোনং স্থানে পাথরের কয়লা আছে যাহার ভূমিতে ঐ প্রকার কয়লা থাকে সে তাহা খুদিয়া কয়লা বাহির করিয়া বিক্রয় করে তাহাতে কোনং স্থানে মৃত্তিকার মধ্যে এক ক্রোশপর্য্যন্ত লোকেরা খনন করিয়া কয়লা বাহির করে এই রূপ কয়লার আকর অনেকের ভূমিতে আছে ও তাহাতে অনেকের যথেষ্ট লাভ হয়। ঐ কয়লার আকরে ভূত থাকে এমত প্রবাদ লোকে কহে। এক জনের চাকরেরা ঐ কয়লা বাহির করিতে প্রত্যহ যায় কিন্তু আলস্যপ্রযুক্ত দুষ্টতা করিয়া আপন মুনীবকে কহিল যে হে মহাশয় আমরা ঐ আকরে যাইতে পারিব না যেহেতুক সেখানে আজি অনেক ভূত দেখিয়া আমরা ভয় পাইয়াছি। এই শঠতার কথা শুনিয়া তাহার মুনীব কহিল যে আমি নিশ্চয় জানি যে ব্যক্তি দুষ্ট হয় তাহার নিকটেই ভূত আইসে কিন্তু আমার যে চাকরের নিকটে ভূত আসিবে সে চাকরকে অতিদুষ্ট করিয়া জানিব তাহাকে তখনি চাকরিহইতে দূর করিব। এই কথাতে তারপর আর কখনও ভূত দেখা গেল না।

আশ্চর্য্য কবর।

সম্প্রতি আমেরিকা দেশে এক নদীর তীর খনন করিতে এক কবরস্থান প্রাপ্ত দেখা গিয়াছে সে এক প্রকার আশ্চর্য্য। সেখানে যত মৃত লোক আছে তাহারদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবিকৃত আছে কিন্তু স্পর্শ করিবামাত্র সে সকল চূর্ণ হইয়া যায়। দেখা গেল যে পূর্ব্বাস্য করিয়া তাহারদিগকে কবরে রাখা গিয়াছিল। সেখানে যত মৃত লোক পাওয়া গেল তাহারা দুই হাতের অধিক লম্বা কেহ নয় এবং তাহারদের মস্তক ও দন্ত প্রভৃতি সকলি ইদানীন্তন মনুষ্যেরদের মস্তক ও দন্তের মত কেবল দীর্ঘতাতে নূন ইহাতে অধিক আশ্চর্য্যজ্ঞান হয়। এই অনুমান হয় যে তৎপ্রদেশে তৎকালীন লোকেরদের এই রূপ আকার ছিল যেহেতুক পৃথিবীর মধ্যে এমন কবরস্থান নাই যে সেখানে কেবল মৃত বালকেরদিগকে রাখে এবং বালকের মস্তক ও দন্ত স্বভাবতঃ ক্ষুদ্র হয়। ৬

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহেং কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসেং এক টাকা যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকটে সমাচার দর্পণ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক।

সমাচার দর্পণ

৬৯ সংখ্যা। শনিবার। ১১ সেপ্তম্বর সন ১৮১৯। ২৭ ভাদ্র সন ১২২৬।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে ॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা আট আনা ডিস্কৌণ্ট। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা বারো আনা ডিস্কৌণ্ট।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

১১	সেপ্তম্বর	শনিবার	২৭	ভাদ্র
১২	ঐ	রবিবার	২৮	ঐ
১৩	ঐ	সোমবার	২৯	ঐ
১৪	ঐ	মঙ্গলবার	৩০	ঐ
১৫	ঐ	বুধবার	৩১	ঐ
১৬	ঐ	বৃহস্পতিবার	১	আশ্বিন
১৭	ঐ	শুক্রবার	২	ঐ

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে।

যেং মোকামে যাহারং নিকটে এই সমাচার দর্পণ প্রতিসপ্তাহে পাঠান যাইতেছে বুঝিতে পারি যে তাঁহারদের মধ্যে প্রায় যোগ্য কেহং এই মোকামহইতে আপনং ঘরে যাইবেন অতএব তাহারদিগের কাগজ কোন তারিখ অবধি কোন তারিখপর্য্যন্ত কোন মোকামে পাঠাইতে হইবেক তাহার তারিখ বদ্ধ সমাচার এই হরকরার মারফৎ আগামি সপ্তাহে মোকাম শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় পাঠাইবেন ইহার লিখিত সমাচার না পাইলে যাহার কাগজ যেখানে পাঠান যাইতেছে তাহার কাগজ সেইখানে পাঠান যাইবেক ইতি।

নিমকের ইস্তাহার।

নিমকদপ্তরহইতে ইস্তাহার প্রকাশ হইয়াছে যে সোমবার ২০ সেপ্তম্বর তারিখে ও তাহার পর দিন যে পর্য্যন্ত নিকাশ না হয় তাবৎ মোং কলিকাতায় এক্সৈঞ্জ ঘরে কোম্পানির তের লক্ষ মোন নিমক বিক্রয় হইবেক প্রতিলাটে এক হাজার মোন বিক্রয় হইবেক প্রতি মোন বিরাশী সিক্কার ওজন ও বায়নার কারন এক টাকা দাখিল করিতে হইবেক। যেং স্থানে নিমক বিক্রয় হইবেক তাহার বেওরা নীচের লিখিত মত দেখিবা।

হিজলি	৩০০০০০
তামলুক	২০০০০
চব্বিশপরগণা	২০০০০০
ভুলুয়া	১২০০০০
চাটীগ্রাম	৩০০০০
সালিখা	০
কটকপাঙ্গা	২০১৩৩৪
কটককরকচ	৮১২
মান্দরাজ পরিমিট	২৬৮৮৯
মক্কা	২১৩
সন্ধবক্ষেয়	৪৯২
ক্রোকা	১৪৭
নারায়ণগঞ্জ	৪৮০

সমাচার দর্পণ।

ভুমিকম্প।

মোং বোম্বইয়ের নিকটে ভুজ নামে এক শহরে ১৩ জুন অবধি ১৭ জুলাই পর্য্যন্ত প্রায় প্রতিদিন ভুমিকম্প হইতেছিল কোন ভূকম্প ক্ষুদ্র কোনটা বা বৃহৎ তাহাতে গনকেরা নানা প্রকার মিথ্যা দৈবী কথা কহিয়া লোকেরদিগকে প্রতারনা করিয়া ধন লইয়াছে। এক দিন এক বুজুরুক ফকীর ইংগ্লণ্ডীয়েরদের ছাওনির মধ্যে আসিয়া সিপাহীরদিগকে কহিল যে তোমরা শীঘ্র মরিবা যে ভুমিকম্প হইতেছে ইহাতে তোমারদের মৃত্যু হইবেক অতএব আমি তোমারদের কারন প্রার্থনা করিয়া তোমারদিগকে বাঁচাইব। এইং রূপ প্রতারনা বাক্য অনেক কহিয়া অনেক টাকা লইল। শেষে লোকেরা তাহার প্রতারনা বুঝিয়া তাহাকে ছাওনিহইতে দূর করিয়া দিল।

রাজ কর্ম্মোনিয়োগ।

২৮ আগস্ত শ্রীযুত এফ স্লির্লিং সাহেব বন্দেলখণ্ডে ও নর্ম্মদানদীর উভয় পার্শ্বে জয়লব্ধ দেশে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধ্যক্ষের পেস্কার।

শ্রীযুত জন সিমসন সাহেব বন্দেলখণ্ডে ও নর্ম্মদা নদীর উভয় পার্শ্বে জয়লব্ধ দেশে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধ্যক্ষের দ্বিতীয় পেস্কার।

ওলাওঠা।

সমাচার পাওয়া গেল যে বোম্বই প্রদেশে ওলাওঠা রোগ অতিবর্দ্ধিষ্ণু হইয়াছে এবং দক্ষিণে কোঙ্কণ দেশেও ওলাওঠা রোগেতে অনেক লোক মরিতেছে তাহার রীতি এই এক দিন অল্প এক দিন অতিশয় বাড়ে। এবং লঙ্কাদ্বীপে পূর্ব্বে অনেক রাক্ষস

সমাচার দর্পণ।

ছিল এখন ওলাওঠারূপ রাক্ষসে অনেক লোককে খাইতেছে।

তীর্থ।

গৌন্দ দেশে পঞ্চমুনি নামে এক মহা পর্ব্বত আছে তাহার মধ্যে এক মহাগুহা সেখানে এক শিবমূর্ত্তি আছেন এবং ঐ পর্ব্বতে এক কূপ আছে ঐ পর্ব্বতহইতে ঐ কূপের মধ্যে বিন্দু২ জল সর্ব্বদা পড়ে সেই কূপেতে স্নানার্থ ও সে তীর্থদর্শনার্থ বৎসর২ অনেক২ লোক যাত্রা হয় ও সে তীর্থ অতিপ্রসিদ্ধ এবং সেখানে স্ত্রীলোকেরা কেবল স্নান পূজার্থে যায় না কিন্তু তাহারা যদর্থে যায় তাহা শুনিলে দয়ালু লোকেরা কর্ণে হাত দেয়। যখন কোন স্ত্রী বন্ধ্যা নিশ্চয় হয় তখন সে ঐ পর্ব্বতে শিবের নিকটে যায় ও নানাবিধ পুষ্পাদি দ্বারা শিব পূজা করিয়া শেষে প্রার্থনা করে যে হে মহাদেব তোমার প্রসাদাৎ আমার যদি সন্তান জন্মে তবে প্রথম জাত সন্তানকে এই পর্ব্বতহইতে এই কূপের মধ্যে গড়াইয়া ফেলিয়া দিব। এই রূপ মানন করিয়া সে স্ত্রীরা ঘরে যায়। দৈবাৎ যদি তাহারদের মধ্যে কাহারো সন্তান জন্মে তবে ঐ রূপ প্রথম জাত সন্তানকে ঐ মহাপর্ব্বতের উপরহইতে গড়াইয়া ফেলিয়া দেয় বালক তখনি মরিয়া কূপের মধ্যে পড়ে। এমত বৎসর নাই যে সেখানে এক দুই বালক এই রূপে না মরে।

কতক মাস হইল এক স্ত্রী লোক সেখানে আইল ও কহিল যে আমার মাতা এই স্থানে আমাকে পর্ব্বতের উপরে ফেলিতে মানন করিয়াছিলেন তিনি দয়াপ্রযুক্ত আমাকে ফেলিতে পারেন নাই অতএব আমি আপনি পড়িয়া মরিতে আসিয়াছি নতুবা আমার মাতার পাপ হইবে। ইহা কহিয়া ঐ স্ত্রী যেখানহইতে কূপের মধ্যে পড়িতে হইবে এমন স্থানে প্রস্তুতা হইয়া বসিয়াছে ইতোমধ্যে তদ্দেশবাসি সাহেবেরা ঐ সম্বাদ শুনিয়া সেখানে গেলেন ও দেখিলেন ঐ স্ত্রীর বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসর ও তাহার হাতে এক ছুরি ও এক আয়না ও এক নারিকেল ফল সে স্ত্রী কৃষ্ণবর্ণা ও অতি কদাকারা এবং সে স্ত্রী মধ্যে২ দেব ভক্তাং এই শব্দ করিয়া উঠিতেছে ঐ সাহেবেরা তাহার মরণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে স্ত্রী উত্তর করিল যে আমার বিবাহ হইয়াছিল কিছু দিন পরে আমার স্বামী মরিল পরে কিছু দিন বিলম্বে আর এক স্বামী করিলাম সেও মরিল। তাহাতে আমি পাগল হইয়া সর্ব্বত্র গমনাগমন করি ও যেখানে পাই সেইখানেই খাই ইহাতে আমার জাতি গেল ও জ্ঞাতিকুটুম্বিরা আমাকে ত্যাগ করিল। পরে আমার মনে পড়িল যে আমার মাতা আমার বিষয়ে এই মহাদেবের নিকটে মানন করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা সিদ্ধ করেন নাই তৎপ্রযুক্ত আমার এত দুরবস্থা হইতেছে অতএব আমি আপন মাতার মানন পূর্ণ করিতে উদ্যোগ করিয়াছি। পরে ঐ সাহেব লোকেরা ও ব্রাহ্মণেরা তাহাকে ঐ রূপে মরিতে অনেক বারণ করিল। সে তাহা মানিল না বরং সে স্ত্রী ক্রুদ্ধা হইয়া আপন হাতের নারিকেল ফেলিয়া এক ব্রাহ্মণকে মারিল কিন্তু নারিকেল ব্রাহ্মণের গায়ে না লাগিয়া এক পাথরে লাগিয়া ভাঙ্গিয়া গেল। পরে সাহেবেরা তাহার নিতান্ত মরণেচ্ছা বুঝিয়া ক্ষান্ত হইয়া সেখানহইতে গেলেন। পরে ঐ স্ত্রী মরিবার কারণ উঠিয়া পড়িবার পূর্ব্বক্ষণে পর্ব্বতের উপরহইতে কূপের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র আতঙ্কে মূর্চ্ছাপন্না হইয়া পর্ব্বতের উপরেই পড়িল। তখন শ্রীযুত করনল আদম্স সাহেবের জমাদার তাহাকে ধরিয়া নানা শুশ্রূষা দ্বারা তাহার মূর্চ্ছাত্যাগ করাইল এবং নানা মিষ্ট কথাদ্বারা তাহাকে বুঝাইল ও অনেক২ প্রলোভ দেখাইয়া শ্রীযুত আদম্স সাহেবের নিকটে লইয়া গেল। সাহেবও তাহাকে যথেষ্ট পারিতোষিক দিয়া তাহার অপমৃত্যু বারণ করিলেন। সে দেশ নাগপুরের রাজার অধীন কিন্তু ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকৃত নহে।

কলিকাতায় স্কুল সোসাইটির ইস্তাহার।

গত সপ্তাহে শনিবারে ১০ ভাদ্র মোং কলিকাতার শ্রীযুত রাজা গোপীমোহন দেবের বাটীতে কলিকাতার বাঙ্গালা পাঠশালার বালকেরদের ইস্তাহার হইয়াছে পূর্ব্বে নিজ কলিকাতা ও শ্রীরামপুর ও চুঁচুড়া প্রভৃতি নগরের পণ্ডিত ও ভাগ্যবান লোকেরদের আহ্বানার্থ এক২ পত্র গিয়াছিল তাহাতে অনেক২ পণ্ডিত ও জ্ঞানবান অথচ ভাগ্যবান ইংগ্লণ্ডীয় লোক ও বাঙ্গালি লোকেরদের সমাগম হইয়াছিল এবং দেড় শত বালক সেখানে প্রত্যেকে ইস্তাহার দিয়াছিল তাহাতে সে সকল বালকেরদিগকে লিখা পড়াতে উপযুক্ত দেখিয়া সকলে সন্তুষ্ট হইলেন ও তাহারদের শিক্ষকেরা প্রতিজন সরকারহইতে উপযুক্ত পারিতোষিক পাইয়া পরিতুষ্ট হইল। ঐ ইস্তাহার সাড়ে তিন দণ্ডের সময়ে আরম্ভ হইয়া ছয় ঘণ্টাপর্য্যন্ত হইয়াছিল।

শ্রীযুত বাজিরাও পেশোয়া।

শ্রীযুত বাজিরাও পেশোয়া মহারাজের সহিত ইংগ্লণ্ডীয়েরদের যুদ্ধারম্ভ কালে তিনি যখন আপন দেশহইতে পলায়ন

করেন তখন তাঁহার হাতে কিঞ্চিৎ সম্পি
ত ধন ছিল তাহা লইয়া যাইতে পারি
লেন না পরন্তু গোপনে রাখিয়া যাইবার
অনেক চেষ্টান্বিত হইয়া মোং বোম্বাই
য়ের এক মহাজনের নিকটে গুপ্ত ভাবে
ন্যস্ত করিয়া আপনি গুপ্ত হইলেন কিছু
কাল পরে সে বিষয় শ্রীশ্রীযুতের নিকটে
প্রকাশিত হইল তাহাতে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের
এই ব্যবস্থা আছে যে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহি
ত যে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয় তাহার টাকা
যদি ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকৃত দেশে
থাকে তাহা ইংগ্লণ্ডীয়েরা ক্রোক ক
রিতে পারেন কিন্তু সে টাকা ইংগ্লণ্ডীয়েরা
বাসনা করিলে লইতে পারিতেন তাহা
আপনারা না লইয়া বোম্বইয়ের আদালতে
সেই মহাজনের নামে কোম্পানি বাহাদুর
নালিস করিলেন পরে সে বিষয় উভয় প
ক্ষীয় সাক্ষিরদের দ্বারা কোম্পানি বাহাদুর
জয়ী হইয়াছেন।

মোরক্কোর সুন্দরবিচার।

কতক দিন হইল আমেরিকা দেশের মো
রক্কো নামে রাজ্যে সেখানকার এক জন
ধনবান য়িহুদী লোক এক ব্যক্তি মুসল
মান মহাজনকে আপনার কারণ পোশা
কী বস্ত্র আনিতে আজ্ঞা করিল। পরে
ঐ মহাজন বহুমূল্য জরদ রঙ্গের বস্ত্র
আপন টাকায় ক্রয় করিয়া ঐ য়িহুদী
লোকের নিকটে উপস্থিত হইল। পরে
সেই য়িহুদী লোক অনেক ক্ষণপর্য্যন্ত ঐ
কাপড় দেখিয়া অনেক বিবেচনা করিয়া
সে কাপড় ফিরাইয়া দিল ও কহিল যে
এই কাপড় আমার পসন্দ হইল না অত
এব আমার প্রয়োজন নাই। পরে ঐ
মহাজন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইল অনন্তর
সে বিবেচনা করিয়া তথাকার বাদশাহের
নিকটে নালিস করিলে বাদশাহ উত্তর
করিলেন যে যদি য়িহুদী লোক তোমার
কাপড় পসন্দ না করে ও না ক্রয় করে
তবে আমি তাহার কি করিতে পারি।
ঐ মহাজন ইহাতে আরো ভাবিত হইয়া
আপন ঘরে গেল যেহেতুক সে আপন
সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া সে বস্ত্র ক্রয় করিয়া
আনিয়াছিল তাহা অন্যত্র বিক্রয় হওয়া
ভার। কিছু দিন পরে বাদশাহ ঐ
শহরে ঢেঁড়োরা ফিরাইলেন ও আজ্ঞা
করিলেন যে জরদ রঙ্গের পোশাক ও
কাল পাগড়ী যে য়িহুদী লোক ধারণ না
করিবে তাহার অবশ্য প্রাণদণ্ড হইবেক।
এই আজ্ঞা হইবামাত্র তাবৎ য়িহুদী লো
কেরা ঐ মহাজনের নিকটে গিয়া বরং
অধিক মূল্য দিয়াও সে সমুদয় জরদ
রঙ্গের বস্ত্র ক্রয় করিয়া লইল। ইহাতে
ঐ মহাজনের যথেষ্ট লাভ হইল।

নৌকায় ডাকাইতি।

গত ২৭ এপ্রিল তারিখে বিলাইতী জি
নিস বোঝাই এক নৌকা পশ্চিম দেশে
যাইতেছিল ও শুঁতির মোহনায় সেই
নৌকাতে রাত্রিকালে কতক ডাকাইতেরা
আসিয়া পড়িল প্রথম তিন জন দাঁড়িকে
আঘাতী করিয়া তাহারদের সর্ব্বস্ব লইল
পরে মাঝি ও চৌকীদারের সর্ব্বস্ব লইয়া
বিলাইতি জিনেসের সিন্দুক ভাঙ্গিল তাহা
তে কেবল সরাপ ছিল তাহা লইয়া তাহা
রা পলায়ন করিল পরে সেখানকার থানা
দারকে সমাচার দেওয়া গেল থানাদার
আসিয়া অনেক তদারক করিল ও জজ
সাহেবের নিকটে সমাচার দিলে তিনি
সর্ব্বত্র ইস্তাহার দিলেন কোন প্রকারে সেই
ডাকাইত ধরা যায় পরে তাহার কি হই
য়াছে তাহা জানা যায় নাই।

গঙ্গার ভাঙ্গন।

কতক দিন হইল এক নৌকা কলি
কাতাহইতে পশ্চিম দেশে যাইতেছিল
তাহাতে অনেক ডালর ছিল পরে গয়
সাবাদের নিকটে দাঁড়িরা গুন টানিয়া
যাইতেছিল এই সময়ে গঙ্গার ভাঙ্গনে
কাছাড় ভাঙ্গিয়া পড়িল তাহাতে নৌকা
তখনি জলে ডুবিয়া গেল তাহাতে এক
ব্যক্তি ব্রজবাসী মরিল ও ডালরের অন্বে
ষণ করিতেছে বটে কিন্তু অনুমান হয়
সে ডালরের অন্বেষণ কদাচ পাইতে পারি
বেক না।

আশ্চর্য্য শিল্প।

সম্প্রতি আশী বৎসর হইল এক জন
শিল্পী ইংগ্লণ্ডদেশে এই এক আশ্চর্য্য শিল্প
করিয়াছিল একটা খানার মেজ তাহাতে
দুই জন বসিয়া আছে এবং খানার বা
সন চৌয়াল্লিশখান ও তিন শত ছাঁচি চা
মচ এবং দুই চারি জন খেদমৎগার ও
কতক আয়না ও তাস খেলিবার মেজ
ও তাহার সরঞ্জাম ও বারোখান চৌকী
এই সকল অতিক্ষুদ্র করিয়া নির্ম্মাণ করিয়া
একটা তেতুলের খোসার মধ্যে ঐ সকল
বসাইয়াছে অতএব এমত আশ্চর্য্য কারি
গরি করিয়াছিল।

নূতন সমাচার।

গত রবিবারে ইংগ্লণ্ডহইতে দুই জাহাজ
মোং কলিকাতাতে পঁহুছিয়াছে সেই
দুই জাহাজ তিন মাস নয় দিন ইংগ্লণ্ড
ছাড়িয়াছিল তাহার অতিশীঘ্র পঁহুছনে
তে আশ্চর্য্য বোধ হইল। ঐ জাহাজে
এই সমাচার আসিয়াছে যে কোম্পানি
বাহাদুর কলিকাতার শ্রীশ্রীযুতকে বিশ
বৎসরপর্য্যন্ত প্রতিবৎসর চল্লিশ হাজার
টাকা পারিতোষিক দিবার কল্প করিয়া
ছিলেন এই বিষয় আমরা পূর্ব্বেও ছাপা
ইয়াছিলাম। ঐ বিষয় ইংগ্লণ্ডে বাদশাহের

সমাচার দর্পণ।

ওকীলের নিকটে কোম্পানি বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তাহাতে ঐ ওকীল কহিলেন যে বাঙ্গালা রাজ্যে তোমারদের অধিকার আর পোনর বৎসরপর্য্যন্ত আছে এই পোনর বৎসর তোমরা দিতে পারিবা তাহার পর পাঁচ বৎসর তোমরা কোথাহইতে দিবা। ইহা শুনিয়া কোম্পানি মনে করিতেছেন যে শ্রীশ্রীযুতকে বিশ বৎসরের দেয় টাকা হিসাব করিয়া একেবারে দেন কিন্তু তাহার স্থির হয় নাই।

ইংল্লণ্ডে লোকেরা এই বৎসর অনুমান করিতেছে যে এই বৎসর আটার কোটি টাকা কর্জ ব্যতিরেকে সরকারের খরচ চলিবে না যেহেতুক রাজ্যে যে রাজস্ব উৎপন্ন হইতেছে তাহাতে এ বৎসর খরচ কুলাইবে না।

জর্মনি দেশহইতে সমাচার আসিয়াছে যে সেখানকার লোকেরা বোনাপার্ত্তের বিষয় কিঞ্চিৎ সন্ধান করিয়াছে। বোনাপার্ত্ত এক উপদ্বীপে কএদের মত আছেন তাঁহার নিকটে কেহই পত্রাদি পাঠাইতে পারে না ও তিনিও কাহাকেও পত্রাদি লিখিতে পারেন না কিন্তু সমাচার কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠাইতে হুকুম আছে অতএব তিনি সমাচার পত্র পাইয়া দেশের বৃত্তান্ত জানিতে পান। ঐ সমাচার পত্র ছাপাকারিরদের সহিত তাঁহার যোগ আছে ছাপাকারিরা সমাচারপত্র যে ছাপা করে তাহাতে দ্ব্যর্থ করিয়া বোনাপার্ত্তের অভিমত সমাচার সঙ্কেতক্রমে ছাপে তাহাতে সামান্য লোকেরা সামান্য সমাচার জ্ঞান করে কিন্তু বোনাপার্ত্ত প্রকৃত অর্থ বুঝেন। বোনাপার্ত্তের অদ্যাপি এইরূপ বুদ্ধির প্রাখর্য্য। এবং অনুমান হয় যে আপন মনোগত বৃত্তান্ত তাহারদিগকে অন্য কোন উপায় দ্বারা তিনি জানান। জর্ম্মনির লোকেরা বোনাপার্ত্তের এই রূপ বুদ্ধিকৌশল বা স্থির করিয়াছে।

মিথ্যা নোট বারণ।

ইংগ্লণ্ড দেশে বাঙ্কনোট আট টাকার অনেক আছে ও ষোল টাকারও আছে কিন্তু অন্য টাকার নোট অল্প সেখানে অনেকং দুষ্ট লোকেরা মিথ্যা বাঙ্কনোট করিয়া বাজারে বিক্রয় করে ও আপনারদের লাভ করে ইহার বারণ করিবার কারণ অনেক দিন পর্য্যন্ত অনেক উপায় চেষ্টা হইতেছে কিন্তু সংপ্রতি কতক বুদ্ধিমান লোকেরা এই পরামর্শ স্থির করিয়াছে যে বাঙ্কনোটেতে যে জলের দাগ আছে ঐ দাগেতে এমন কোন কারিগরি করা যায় যে তাহাতে লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। লক্ষ টাকা ব্যয় ব্যতিরেকে সে দাগ কখনও সিদ্ধ না হয় তবে যে ব্যক্তি মিথ্যা নোট করিবে তাহার সে নোট ঐ দাগ বিনা গ্রাহ্য হইবে না সে দাগও লক্ষ টাকা ব্যতিরেকে হইতে পারে না অতএব সে দুষ্ট লোকেরা এমত নির্ব্বোধ নয় যে লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া অল্প লাভ করিবে। এই পরামর্শ স্থির হইয়াছে।

আশ্চর্য্য বালক।

আমেরিকা দেশে আশ্চর্য্য এক বালক জন্মিয়া চৌদ্দ বৎসরবয়স্ক হইয়াছে তাহার পিতামাতা অতিদুঃখী ছিল ঐ বালক সর্ব্বদা বাল্য খেলাতে আশক্ত থাকিত। লিখা পড়া কখন করিত না এবং জ্ঞানবান লোকের সহিত আসঙ্গও করিত না কিন্তু তাহার সাত বৎসর বয়সের সময়ে তাহার পিতা কোন বিষয়ের একটা হিসাব করিতেছিল ঐ বালক তাহা শুনিবামাত্র তৎক্ষণে সে হিসাব করিল ইহাতে তাহার পিতা অতিশয় আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া অনেক লোকের নিকটে তাহাকে লইয়া গেল তাহাতে সকলেই আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল যেহেতুক যে কোন ব্যক্তি তাহাকে যে হিসাব দিত তাহা সে শুনিবামাত্র সে হিসাব স্থির করিয়া বলিত। পরে এক দিবস সে বালক সিপাহীর মত খেলা করিতেছিল ও একটা নিশান হাতে করিয়া দৌড়িতেছিল। এই কালে এক জন সাহেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে আমার বয়ঃক্রম আটত্রিশ বৎসর হইয়াছে ইহাতে কত বিপল আছে। ইহা শুনিয়া সেই বালক খেলা করিতেং মনোযোগ না করিয়া তৎক্ষণে সে হিসাব করিয়া উত্তর করিল। পরে সাহেব হিসাব করিয়া দেখিলেন যে বালক যে হিসাব করিল সে প্রকৃত হইল পরে আর এক জন সাহেব এক বিষয়ে অধিক অঙ্কের অতি দুষ্কর একটা হিসাব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া তাহাকে বিষয়মাত্র জিজ্ঞাসা করিল। তাহা শুনিয়া তৎক্ষণে সে হিসাব করিয়া দিল সে হিসাব সাহেবের হিসাবের সহিত তফাত পড়িলে সাহেব কহিল যে তুমি ভুলিয়াছ তৎক্ষণে বালক কহিল যে আমি ভুলি নাই সাহেব ভুলিয়াছেন পরে সাহেব পুনর্ব্বার এক ঘণ্টা শ্রম করিয়া হিসাব করিলেন। তাহাতে সাহেবের ভুল নিশ্চয় হইয়া বালকের হিসাব সত্য হইল এমত আশ্চর্য্য দেখিয়া আমারদের বোধ হয় যে আমরা যে প্রকারে হিসাব করি সে রূপে সে করে না কিন্তু ঈশ্বরদত্ত কোন নূতন পথ পাইয়া থাকিবেক।

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহেং কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসেং এক টাকা যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকটে সমাচার দর্পণ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক।

সমাচার দর্পণ

৭০ সংখ্যা। শনিবার। ১৮ সেতম্বর সন ১৮১৯। ৩ আশ্বিন সন ১২২৬।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে ॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা ছয় আনা ডিসকৌণ্ট। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা দশ আনা ডিসকৌণ্ট।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

১৮	সেতম্বর	শনিবার	৩	আশ্বিন
১৯	ঐ	রবিবার	৪	ঐ
২০	ঐ	সোমবার	৫	ঐ
২১	ঐ	মঙ্গলবার	৬	ঐ
২২	ঐ	বুধবার	৭	ঐ
২৩	ঐ	বৃহস্পতিবার	৮	ঐ
২৪	ঐ	শুক্রবার	৯	ঐ

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে।

যে২ মোকামে যাহার২ নিকটে এই সমাচার দর্পণ প্রতিসপ্তাহে পাঠান যাইতেছে বুঝিতে পারি যে তাঁহারদের মধ্যে পূজা যোগে কেহ২ এই মোকামহইতে আনন২ দেরে যাইবেন অতএব তাঁহারদিগের কাগজ কোন তারিখ অবধি কোন তারিখপর্য্যন্ত কোন মোকামে পাঠাইতে হইবেক তাহার তারিখ বন্ধ সমাচার এই হরকরার মারফৎ আগামি সপ্তাহে মোকাম শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় পাঠাইবেন ইহার লিখিত সমাচার না পাইলে যাহার কাগজ যেখানে পাঠান যাইতেছে তাহার কাগজ সেইখানে পাঠান যাইবেক ইতি।

কোম্পানির ইস্তাহার।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে ৫০০ পাঁচ শত রিম পাটনাই কাগজ সরবরাহ কারণ কন্‌ত্রাক্টর দরখাস্ত যে কেহ করিবেক দরখাস্তের খামে মোহর করিয়া ও শিরনামায় কাগজের দরখাস্ত এমত লিখিয়া নাগাইদ ২৭ আক্‌টোবর আগত পর্য্যন্ত মিলিটারি আফিসের মোক্তিয়ারকার সুপরেনটেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট দরখাস্ত দাখিল করিতে হইবেক মাফিক তপসীল।

১ দফা। কাগজের রকম নমুনা মাফিক দিতে হইবেক ঐ নমুনা মোকাম আলিপুরে মিলিটারি আফিসে দরখাস্ত করিলে দেখিতে পাইবেক।

২ দফা। একরারি লিখন সহি করনের পর অর্দ্ধেক ২৫০ আড়াই শত রিম আমদানি আরম্ভ পাঁচ দিবসের মধ্যে করিতে হইবেক বাকী অর্দ্ধেক ২৫০ আড়াই শত রিম দাঁড়া মত এক মাস অন্তে দাখিল করিতে হইবেক।

৩ দফা। দরখাস্তের সহিত ১ এক একরারি লিখন এক মাতবর লোকের দস্তখতে দাখিল করিতে হইবেক কারণ মাতবর লোক কবুল রাখে যদ্যপি কনত্রাক্টর অন্যমত করে কিম্বা কর্ম্মের খতরা করে তবে ঐ মাতবর লোক দাইক হইবেক।

৪ দফা। কনত্রাক্ট তৃতীয় অংশের এক অংশ টাকা একরারনামা দস্তখত হইলে কনত্রাক্টরকে দেওয়া যাইবেক আর বাকী তৃতীয় অংশের দুই অংশ টাকা কনত্রাক্টর বেবাক সরবরাহ হইলে দেওয়া যাইবেক।

৫ দফা। সুপরেনটেণ্ডেণ্ট সাহেব যে সকল কাগজ নমুনায় ও মাপে নিরস মালুম করিবেন তাহা ফিরাইয়া দিবেন।

হুকুম বোর্ডরিবিনিও।

স্কুলবুক সোসয়িটীর ইস্তাহার।

কলিকাতার স্কুলবুক সোসয়িটী ইস্তাহার দিয়াছেন যে মোকাম টওনহালেতে ইং২১ সেতম্বর রোজ মঙ্গলবার বাং ৬ আশ্বিন বেলা সাড়ে নয় ঘড়ীর সময়ে কলিকাতা স্কুলবুক সোসয়িটির সতরাচর মজলিস মকরর হইবেক যাহার ইচ্ছা হয় এমত কার্য্যে ঐ সময়ে ঐ বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। ইতি তারিখ ১৬ সেতম্বর বাঙ্গালা১ আশ্বিন বৃহস্পতিবার।

সমাচার দর্পণ।

কাশ্মীর দেশ।

লাহোরের আখবারদ্বারা সমাচার পাওয়া গেল যে কাশ্মীর দেশ শ্রীযুত রনজিৎ সিংহ বাহাদুরের অধীন হইয়াছে রনজিৎ সিংহ সেখানে দেওয়ানচন্দ্রকে পাঠাইয়াছেন ঐ দেওয়ানচন্দ্র কাশ্মীর দেশের প্রজারদেরহইতে অনেক২ রাজস্ব আদায় করিতেছেন। পূর্ব্বে যখন কাশ্মীর দেশ মহমুদ উজীর খাঁয়ের অধীন ছিল তখন যত রাজস্ব উৎপন্ন হইত এখন

সমাচার দর্পণ।

অতোধিক রাজস্ব উৎপন্ন হইতেছে ই হাতে শ্রীযুত রনজিৎ সিংহ অতিমান ন্দিত হইয়াছেন।

কাবোল দেশ।

ঐ আখবারের দ্বারা ইহাও শুনা গেল যে ঐ মহম্মুদ ওজীমখাঁ পেশোর শহর ছাড়িয়া কাবোলে গিয়াছেন এখন পেশোর শহর অস্বামিক হইয়াছে এখন যদ্যপি শাহ সুজা এই সমাচার পান তবে অবশ্য তিনি সসজ্জ হইয়া আসিয়া পেশোর শহর অধিকার করিবেন।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

১০ আগস্ত শ্রীযুত এস ডি গার্ডন সা হেব ঢাকাজালালপুরের রেজেষ্টর হইয়া ছেন।

বসন্তরোগ।

শাহাবাদ পরগনার শিবপুর গ্রামে সম্প্র তি পুনর্ব্বার বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাব হই য়াছে তাহাতে প্রায় প্রতিদিন দুই চারি জন মরিতেছে এই কারণ গ্রামস্থ সকলে উদ্বিগ্ন হইয়াছে।

খুন।

হুগলি জেলার মধ্যবর্ত্তি জাম গ্রাম নি বাসী শ্রীযুত স্বরূপচন্দ্র দত্ত ও শম্ভুচন্দ্র দত্ত ইহারা দুই ভাই পৃথক। পরে সন ১৮১৯ সালে ১৯ আগস্ত তারিখে দ্বিতীয় প্রহর রাত্রির সময়ে ঐ শম্ভুচন্দ্র দত্ত স্বরূপচন্দ্র দত্তের বাটী গিয়াছিল এমত সময়ে তা হার বাটীর চৌকীদার জিজ্ঞাসা করিল যে কে তুমি। শম্ভুচন্দ্র দত্ত তাহার কিছুই উত্তর করিলেক না। ইহাতে চৌকীদার চোরজ্ঞানে রাগান্বিত হইয়া ঐ শম্ভুচন্দ্র দত্তের অঙ্গে তরবাল মারিল। তাহাতে ঐ দত্ত ভূমিতে পতিত হইয়া কহিল যে ওরে আমি শম্ভুচন্দ্র দত্ত। অপর চৌকীদার কহিল যে মহাশয় আমি কি করিব আমি মহাশয়কে চোরজ্ঞান করিয়া মারি য়াছি। পরে গ্রামের অনেকং লোক আসিয়া দেখিল ও ঐ ভূমিপতিত শম্ভুচন্দ্র কে বারং ডাকিতে লাগিল। তাহাতে তাহার উত্তর না পাইয়া দেখে যে সে মরি য়াছে। পরে তাহারা পাণ্ডুয়ার দারোগা কে সমাচার দিল। দারোগা আসিয়া গ্রামে সকল বিবরণ শুনিয়া শম্ভুদত্তকে জ্বালাইতে হুকুম দিল ও ঐ চৌকীদারকে কএদ করিয়া হুগলি জেলায় চালান করিল।

ধান্য লুট।

শাহাবাদ পরগনার মৌজে সুসুনা গ্রামে ভাদ্র মাসের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত অনা বৃষ্টি প্রযুক্ত প্রায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া ছিল। পরে গ্রামস্থ যে অনেকং লোকের ধান্যের গোলা ছিল অন্য লোকেরা সে সকল গোলা ভাঙ্গিয়া আপনং প্রাণ ধার ণের উপায় করিতেছিল এবং সে গ্রামের নিকটবর্ত্তি গ্রামেও এইং রূপ ব্যবহার হই তেছিল কিন্তু সম্প্রতি বৃষ্টি হওয়াতে সে সকল স্থগিত হইয়াছে।

ঝড়।

১১ সেপ্তম্বর তারিখে জেলা বর্দ্ধমানের মধ্যবর্ত্তি শাঁখারি গ্রামে অত্যন্ত ঝড় হই য়াছিল। তাহাতে গ্রামের বড়ং বৃক্ষা দির উৎপাটন হইয়াছে এবং প্রায় এক শত ঘর উড়িয়া গিয়াছে গ্রামের অতিপ্রা চীন লোকেরা কহিলেক যে আমরা কে বল এক গ্রামে এমত ঝড় কখনও দে খি নাই।

টাঁকশালের চুরি।

শাহাবাদ পরগনার মধ্যবর্ত্তি গোবিন্দ পুর গ্রামের গোকুলচন্দ্র রায় তিনি টাঁক শালের মুহুরির ছিলেন গত শ্রাবণ মাসে তিনি এক দিবস টাঁকশাল হইতে আসি বার সময়ে কিঞ্চিৎ স্বর্ণ চুরি করিয়া আপ নার আঙ্গরাখার মধ্যে করিয়া বাটী আ নিতেছিলেন। পরে দ্বারী এক জন সি পাহী কহিল যে তুমি আপন বস্ত্র সকল ঝাড়া দিয়া যাও। তাহাতে রায় বস্ত্র ঝাড়া দিলে কিঞ্চিৎ স্বর্ণ তাহার আঙ্গ রাখার মধ্যহইতে পড়িল। তাহাতে ঐ সিপাহী স্বর্ণ সমেত ঐ রায়কে হুজু রে লইয়া গেল তাহাতে হুজুরের হুকুম মতে ঐ রায়কে কএদ রাখা গিয়াছে।

চুরি।

কমলদাস নামে এক ব্যক্তি বৈরাগী বর্দ্ধমান শহরের মধ্যে ভিক্ষা করিয়া কাল যাপন করিত ৩ আগস্ত তারিখে ঐ শহরের কমলাকান্ত সরকারের বাসায় চাবি ভাঙ্গিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বস্ত্রপ্রভৃতি নানা সামগ্রী লইয়া যাইতে ছিল পথে দুই জন বেশ্যা তাহাকে দেখি য়া কহিল যে তুমি কেন চাবি ভাঙ্গিয়া সামগ্রী লইয়া যাইতেছ। বৈরাগী ইহা শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল। পরে বেশ্যা দারোগার নিকটে সমাচার দিবা মাত্র দারোগা ঐ দুই জন বেশ্যার সহিত ঐ বৈরাগীকে জজসাহেবের নিকটে পাঠা ইল। জজ সাহেব সুরথাল করিয়া দুই বেশ্যাকে খালাস করিয়া দিয়া ঐ বৈরা গীকে কএদ রাখিয়াছেন।

তাম্র টাকার ব্যবসায়।

কাঞ্চনগর গ্রামের কৃষ্ণমোহন পোত দার মোং কৃষ্ণনগরের এক পোতদারের

সহিত সাহিত্য করিয়া তাম্র টাকার ব্যবসায় করিতে। অল্পদিন হইল কোন গয়েন্দার দ্বারা ধরা পড়িয়া ঐ দুই জন দুই জেলাতে কএদ রহিয়াছে।

নূতন পুস্তক।

সম্প্রতি দুই তিন বৎসর হইল মোং কলিকাতার হিন্দুদের শাস্ত্রসিদ্ধ সহমরণের বিষয়ে কেহ২ প্রতিবাদী হইয়াছেন তন্নিমিত্ত কলিকাতার শ্রীযুত বাবু কালাচাঁদ বসুজা এক নূতন পুস্তক রচনা করিয়া ছাপাইয়াছেন। সে পুস্তকে সহমরণনিষেধিকের কথা ও স্বমতসিদ্ধ মুনি প্রণীত বচন ও তাহার প্রত্যুত্তর স্বরূপ সহমরণবিধায়কের বাক্য ও তাহারও স্বমতসিদ্ধ মুনি প্রণীত বচন আছে এবং বাঙ্গালা ভাষাতে তাহার তর্জমা আছে এবং সেই বিষয়ের ইংরাজী ভাষাতে পৃথক্ এক কেতাব অতি সুন্দররূপে তর্জমা। এই পুস্তক অত্যল্প দিন প্রকাশ হইয়াছে।

হেষ্টিংস সাহেব বাহাদুর।

গত বৎসরে হেষ্টিংস সাহেব মরিয়াছেন যে হেষ্টিংস সাহেবের নাম এতদ্দেশে এমত খ্যাত যে বালকপর্য্যন্ত জানে। গত সোমবারে কলিকাতাস্থ যাবদীয় ভাগ্যবান ইংগ্লণ্ডীয়েরা টৌনহলে অর্থাৎ সাধারণ ঘরে একত্র হইয়াছিলেন তাহার কারণ এই যে হেষ্টিংস সাহেবের সম্ভ্রমার্থ মোকাম কলিকাতায় কোন চিহ্ন স্থাপিত করেন। ঐ দিন সেই ঘরে অনেক২ জ্ঞানবান লোকেরা হেষ্টিংস সাহেবের শত২ প্রশংসাসূচক কথা কহিলেন ও যে২ রূপে হেষ্টিংস সাহেব এই দেশ কোম্পানির অধিকারে আনিলেন ও নানা প্রকার বিরোধি শান্তি করিলেন ও যে২ ব্যবহার করিলেন সে সকল বিষয়ে তাঁহারা প্রশংসা করিলেন। তাহার মধ্যে এক সাহেব এই রূপ কহিলেন যে আমি এই দেশে না ভ্রমণ করিয়াছি এমত স্থান প্রায় নাই কিন্তু সর্ব্বত্রই হেষ্টিংস সাহেবের নাম শুনিয়াছি এবং আমি এক প্রাচীন লোককে দেখিয়াছি যে সে আপন বালককে হেষ্টিংস সাহেবের নাম শিক্ষা করাইতেছিল এবং কোন২ স্থানে এমন বৃদ্ধ লোক দেখিয়াছি যে সে আপন দেবতা নমস্কার করিবার কালে হেষ্টিংস সাহেবের নাম উচ্চারণ করিতেছে। সেই সময়ে শ্রীযুত পামর সাহেব কহিলেন যে আটার শত দুই সালে যখন হেষ্টিংস সাহেবের মোকদ্দমা সাড়ে সাত বৎসরপর্য্যন্ত ইংগ্লণ্ডে হইয়া সাঙ্গ হইল তখন সুবে অযোধ্যার নবাব ওজীর শাহ আদাতালী হেষ্টিংস সাহেবকে যাবৎজীবন বৎসর২ ষোল হাজার টাকা পাঠাইয়া দিতে বাসনা করিয়াছিলেন। পরে তৎকালীন কলিকাতার বড় সাহেব লর্ড মর্নিংতন বাহাদুর ও কোম্পানি বাহাদুর তাহাতে সম্মত ছিলেন কিন্তু হেষ্টিংস সাহেব আপনি স্বীকৃত হইলেন না। এই২ রূপে নানাপ্রকার কথোপকথন হইয়া শেষে ঐ একত্র মিলিত সাহেব লোকেরা ইহা স্থির করিলেন যে এই সমুদায় ভারতবর্ষের মহারাজধানী কলিকাতা নগরে মহাকীর্ত্তিশালী হেষ্টিংস সাহেবের এক মূর্ত্তি থাকে এবং সেই মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে যে ব্যয় হইবেক সেই ব্যয়নীয় টাকার নিমিত্ত ভারতবর্ষের তাবৎ ভাগ্যবান লোকেরদিগকে আহ্বান করেন যে তাঁহারা সেই বিষয়ের চান্দার ফর্দ্দে আপন২ নাম স্বাক্ষর করেন।

এবং এই মত যখন লর্ড কর্ণওয়ালিস মোকাম গাজীপুরে মরিয়াছিলেন তখন তাঁহার শবের উপরে এক মহাকবর গাঁথা গিয়াছে. তাহার ব্যয়ের কারণ তদ্দেশবাসী কি হিন্দু কি মুসলমান কি ইংগ্লণ্ডীয় সকলেই উপযুক্তমত টাকা দিয়াছিলেন সে কবর মোকাম গাজীপুরে অদ্যাপি জাগরূক আছে।

সিপাহির দৌরাত্ম্য।

রজপুতানা দেশে নিমচ মোকামে তৎপ্রদেশীয় এক সিপাহী চুরি করিয়াছিল তাহা প্রকাশ হইলে শ্রীযুত মেজর বংশ সাহেব সে বিষয়ের শাস্তি দিবার কারণ তাহাকে বেত মারিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন। এই আজ্ঞা পাইয়া তাহাকে বেত মারিবার উদ্যোগ হইতেছিল ইত্যবসরে ঐ চোর সিপাহী মেজর বংশ সাহেবকে একাকী দেখিয়া আপনি দৌড়িয়া গিয়া তাহাকে ধরিল ও আপনার কোমরে কাটার ছিল তাহার দ্বারা তাহাকে তিনবার মারিল কিন্তু তাহাতে মেজর সাহেব মরিলেন না পরে চতুর্দিকস্থ লোকেরা দূর হইতে তাহা দেখিয়া শীঘ্র আসিয়া ঐ চোর সিপাহীকে কাটিয়া খণ্ড২ করিল।

নাগপুরের সমাচার।

নাগপুর মোকামে এখনও তণ্ডুলাদি দুর্মূল্য আছে সেখানে যে দরিদ্র লোকের দিগকে পুণ্যার্থে তণ্ডুলাদি দেওয়া যাইতেছে এই জনরব শুনিয়া চতুর্দিক হইতে দরিদ্র লোক সেখানে আসিতেছে।

মোং নাগপুরে রাজসরকারে বিশ হাজারের অধিক লোক দিবারাত্রি রাস্তার কর্ম্ম করিতেছে।

এবং ঐ মোকামে ইংগ্লণ্ডীয়েরা প্রতিদিন ষোল শত দরিদ্র লোকেরদের আহারীয় দ্রব্য বিতরণ করিতেছেন।

বহরমপুর।

মো° বহরমপুর হইতে সমাচার আসিয়াছে যে সেখানে অদ্যাপি তণ্ডুলাদি দুর্ম্মূল্য আছে পূর্ব্বে যে চালু টাকায় চল্লিশ শের ছিল সে চালু এখন টাকায় আটার শের হইয়াছে এবং যে বুট টাকায় পচিশ শের ছিল সে টাকায় বার শের এখন হইয়াছে।

খুন।

কতক দিন হইল মো° বহরমপুরে এক স্ত্রী লোক এই রূপে খুন হইল। তাহার নিকটে পোনর শত টাকা ও কিঞ্চিৎ অলঙ্কার ছিল সে সকল মৃত্তিকার নীচে পুতিয়া রাখিয়াছিল। ডাকাইতেরা তাহার সন্ধান পাইয়া যে সময়ে তাহার স্বামী ঘরে ছিল না সেই সময়ে তাহারা সে স্ত্রী লোকের ঘরে গেল ও তাহার গলে দড়ি দিয়া ও মুখে কাপড় জড়াইয়া তাহাকে খুন করিয়া সে সকল লইয়া গেল। তাহার প্রতিবাসী লোক ইহার কিছু সন্ধান পাইল না। পরে তাহার স্বামী আসিয়া দেখিল যে আপন স্ত্রী মরিয়া রহিয়াছে ও ঘরের মধ্যে গর্ত্ত আছে তাহাতে নিশ্চয় করিল যে ডাকাইতেরা এ কর্ম্ম করিয়াছে।

মরণ।

এক মাস হইল পুলোপিনাঙ্গ শহরের বড় সাহেব করনল বানেরমান সাহেব মরিয়াছেন তিনি পূর্ব্বে দক্ষিণ দেশে অনেক যুদ্ধ করিয়াছেন পরে ইংগ্লণ্ডে গিয়া কোম্পানির চব্বিশ জন অধ্যক্ষেরদের মধ্যে এক জন হইয়াছিলেন। কুড়ি মাস হইল পুলোপিনাঙ্গের বড় সাহেব হইয়া আসিয়াছিলেন।

এই বিষয়ে এক আশ্চর্য্য এই যে ঐ পুলোপিনাঙ্গের বড় সাহেব হইয়া যিনি২ ইংগ্লণ্ড হইতে আসিয়াছিলেন তাহারদের মধ্যে কেবল দুই জন মাত্র বাঁচিয়া পুনর্ব্বার ইংগ্লণ্ডে গিয়াছেন আর সকলেই মরিয়াছেন তাহার মধ্যে কেহ২ সেখানেই মরিয়াছেন কেহ২ বা সেখান হইতে পীড়িত হইয়া সমুদ্র বায়ু সেবনার্থ সমুদ্রে গিয়া মরিয়াছেন।

সর্প চিকিৎসক।

নবহলাণ্ড দেশে ইংগ্লণ্ডীয় লোক ব্যতিরেকে সকল লোক এমত বন্য যে তাহারদেরহইতে বন্য পৃথিবীতে আর নাই। কতক দিন হইল সেখানে এক জন সিফাহিকে সর্পে দংশন করিল তাহাতে তাহার শরীর দুই পলের মধ্যে ফুলিল ও সে মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পড়িল। তাহার আত্মীয় লোকেরা তাহাকে দেখিয়া নিশ্চয় করিল যে এ কদাচ বাঁচিবে না। তৎসময়ে সেই ছাওনিতে নব হলাণ্ডীয় এক লোক ছিল সে তাহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ সেখানে আইল ও এক গাছের ছাল আনিয়া ঐ সর্পদংশনস্থানে শক্ত করিয়া এমত বান্ধিল যে সে জ্ঞান করিল যে আমার পা অস্ত্রের দ্বারা কাটিয়া ফেলিল। পরে সে চিকিৎসক দুই তিন পলপর্য্যন্ত তাহার পা মর্দ্দন করিতে২ নীচে টানিতে লাগিল। তাহাতে দংশনস্থান স্ফীত হইল। পরে সেই স্থান দুই অঙ্গুলি দিয়া ধরিয়া তীক্ষ্ণ ছুরি দ্বারা কাটিয়া ফেলিল ও ক্ষত স্থানে চুষিলে যে দুষ্ট রস নির্গত হইল তাহা থুথু করিয়া ফেলিল ও সেই ব্যক্তিকে কহিল যে তুমি বাঁচিলা বিষ নির্গত হইল। সে ব্যক্তিও আপনাকে সুস্থ জ্ঞান করিল ও তুষ্ট হইয়া আপনার যে যৎকিঞ্চিৎ সঞ্চিত চল্লিশ টাকা ছিল তাহা ঐ চিকিৎসককে দিল।

ছবির ওপরে মূর্ত্তি।

ইংগ্লণ্ডে এক ব্যক্তির অত্যুত্তম ষোল হাজার নানা প্রকার ছবি আছে সে সকলের মূল্য বার লক্ষ পচিশ হাজার টাকা অতএব তাহা বিক্রয় করা দুষ্কর সেপ্রযুক্ত ঐ ছবিকর্ত্তা সে সমুদয় ছবির ওপরে মূর্ত্তি দিয়াছে তাহার চব্বিশ টাকা করিয়া এক২ টীকিট হইয়াছে সকল টীকিট পুরা হইলেই আরম্ভ হইবেক।

বিদূষক অর্থাৎ মস্করা।

বোনাপার্ত্তের প্রভুত্ব সময়ে তাঁহার সহিত এক জন ইংগ্লণ্ডীয় সিফাহী ছিল সে অতিমস্করা সে অনেক২ যুদ্ধে ফিরিয়াছে এবং দেখিয়াছে যে যে লোকেরদের পা কাটা যায় তাহারদের পুনর্ব্বার কাষ্ঠের পা করিয়া দেয় তাহারা সেই পায়ের দ্বারা কোন প্রকারে গমনাগমন করে। পরে ঐ মস্করা সিফাহী আপন স্ত্রীর নিকটে পালিত এক শূকরের বাচ্চা ছিল তাহার কিরূপে এক পা নষ্ট হইয়াছিল তাহাতে ঐ ব্যক্তি তাহার কাষ্ঠের পা করিয়া দিয়াছিল। দৈবাৎ সে ঐ পায়ের দ্বারা গমনাগমন করিতে লাগিল।

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে২ এক টাকা যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকটে সমাচার দর্পণ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক।

সমাচার দর্পণ

৭১ সংখ্যা। শনিবার। ২৫ সেপ্তম্বর সন ১৮১৯। ১০ আশ্বিন সন ১২২৬।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্ত সমাচারস্য দর্পণে॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা ছয় আনা ডিস্‌কৌণ্ট। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা দশ আনা ডিস্‌কৌণ্ট।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

২৫	সেপ্তম্বর	শনিবার	১০	আশ্বিন
২৬	ঐ	রবিবার	১১	সপ্তমী পূজা
২৭	ঐ	সোমবার	১২	মহাষ্টমী
২৮	ঐ	মঙ্গলবার	১৩	মহানবমী
২৯	ঐ	বুধবার	১৪	বিজয়া
৩০	ঐ	বৃহস্পতিবার	১৫	ঐ
১	আক্‌টোবর	শুক্রবার	১৬	ঐ

কোম্পানির ইস্তাহার।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে ৫০০ পাঁচ শত রিম পাটনাই কাগজ সরবরাহ করণ কন্‌ত্রাক্টর দরখাস্ত যে কেহ করিবেক দরখাস্তের খামে মোহর করিয়া ও শিরনামায় কাগজের দরখাস্ত এমত লিখিয়া নাগাইদ আগত ২৭ আক্‌টোবর পর্য্যন্ত ষ্ট্যাম্প আফিসের মোক্তিয়ারকার সুপরেনটেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট দরখাস্ত দাখিল করিতে হইবেক মাফীক তপসীল।

১ দফা। কাগজের রকম নমুনা মাফিক দিতে হইবেক ঐ নমুনা মোকাম আলিপুরে ষ্ট্যাম্প আফিসে দরখাস্ত করিলে দেখিতে পাইবেক।

২ দফা। একরারি লিখন সহি করণের পর অর্দ্ধেক ২৫০ আড়াই শত রিম আমদানি আরম্ভ পাঁচ দিবসের মধ্যে করিতে হইবেক বাকী অর্দ্ধেক ২৫০ আড়াই শত রিম দাঁড়া মত এক মাস অন্তে দাখিল করিতে হইবেক।

৩ দফা। দরখাস্তের সহিত ১ এক একরারি লিখন এক মাতবর লোকের দস্তখতে দাখিল করিতে হইবেক কারণ মাতবর লোক কবুল রাখে যদ্যপি কনত্রাকটর অন্যমত করে কিম্বা কর্ম্মের খতরা করে তবে ঐ মাতবর লোক দাইক হইবেক।

৪ দফা। কনত্রাক্ট তৃতীয় অংশের এক অংশ টাকা একরারনামা দস্তখত হইলে কনত্রাকটরকে দেওয়া যাইবেক আর বাকী তৃতীয় অংশের দুই অংশ টাকা কনত্রাকটর বেবাক সরবরাহ হইলে দেওয়া যাইবেক।

৫ দফা। সুপরেনটেণ্ডেণ্ট সাহেব যে সকল কাগজ নমুনায় ও মাপে নিরস মালুম করিবেন তাহা ফিরাইয়া দিবেন।

হুকুম বোর্ডরিবিনিও।

সমাচার দর্পণ।

রাজ কর্ম্মেনিয়োগ।

৩ সেপ্তম্বর শ্রীযুত টি পাকেনহাম সাহেব কটকের কালেক্তর।

১৭ সেপ্তম্বর শ্রীযুত জন ফিন্‌লেক সাহেব ফরক্কাবাদের হাসিলের কালেক্তর।

শ্রীযুত সি ফিল্পিপ্স সাহেব চব্বিশপরগনার পূর্ব্ব ভাগের নিমক দপ্তরের অধ্যক্ষের পেস্কার।

শ্রীযুত দবলিও এন গারেট সাহেব বর্দ্ধমানের কালেক্তরের পেস্কার।

শ্রীযুত এচ এ ওলোয়স্ন সাহেব আঙ্গিপুরের কমরস্যাল রেসিদেণ্ট অর্থাৎ বানিজ্য দপ্তরের অধ্যক্ষ।

শ্রীযুত ই মার্চবাঙ্কস সাহেব মালদহের কমরস্যাল রেসিদেণ্ট অর্থাৎ বানিজ্য দপ্তরের অধ্যক্ষ।

কোম্পানির কর্জ।

১৮১৯ সাল ২৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে ইংগ্লণ্ডে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের ঘরে কোম্পানির কর্জের বিষয় এই প্রকাশ হইল যে বাঙ্গালাতে কোম্পা[illegible]র কর্জ শুদের উপর চাব্বিশ কোটী আটাইশ লক্ষ টাকা এবং বিনাশুদে তিন কোটী তিরানব্বই লক্ষ টাকা।

মন্দরাজেতে শুদের উপর দুই ক্রোর সাঁইত্রিশ লক্ষ টাকা ও বিনাশুদে তিরাশী লক্ষ টাকা। বোম্বাইতে শুদের উপর একান্ন লক্ষ টাকা ও বিনাশুদে পঁচিশ লক্ষ টাকা। সর্ব্বশুদ্ধা এই ভারতখণ্ডে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের কর্জ চৌত্রিশ কোটী টাকা।

ইংগ্লণ্ডের রাজকর।

ইংগ্লণ্ড দেশেতে গত বৎসর তিপ্পান্ন কোটী ছাপ্পান্ন লক্ষ টাকা রাজকর উৎপন্ন হইয়াছে। তাহার মধ্যে কেবল লবণেতে তিন কোটী টাকা উৎপন্ন হইয়াছে এবং

সমাচার দর্পণ।

ইংগ্লণ্ডে বাদশাহের আজ্ঞাতে এক মহামূর্ত্তি খোলা হয় তাহাতে সকল খরচ হইয়া বিশ লক্ষ টাকা লাভ থাকে এই টাকাও রাজকরের মধ্যে গণ্য যায়।

ইংগ্লণ্ডের শেষ সমাচার।

২৬ মে তারিখে এক জাহাজ ইংগ্লণ্ড ছাড়িয়া এই সপ্তাহে মোকাম কলিকাতায় পঁহুছিয়াছে তাহার দ্বারা এই শুনা গেল যে ইংগ্লণ্ডের বাদশাহের চতুর্থ পুত্রের এক কন্যা জন্মিয়াছে ঐ কন্যা জন্মিবার সময় তাহার নিকট অন্য এক কুঠরীতে বাদশাহের সম্ভ্রান্ত লোক আট জন ছিল এবং কন্যা জন্মিবামাত্র তাহারদিগকে দেখান গেল পরে তাহারা ঐ কন্যার বিষয় এক কেতাবে লিখিল এবং আপনং নাম সহি করিয়া মোহর করিল যে ইনি নিঃসন্দেহ বাদশাহের পৌত্রী ইহা আমরা দেখিলাম।

অনুমান হয় এই যে কন্যা জন্মিয়াছেন ইনি পরে রাণী হইবেন যেহেতুক এই কন্যার পিতার জ্যেষ্ঠেরদের সন্তান নাই অতএব বাদশাহ পরলোকগামী হইলে পর ঐ নিঃসন্তানেরা বাদশাহ হইবেন এবং তাহারদের পর এই কন্যার পিতা বাদশাহ হইবেন এবং তাহারপর এই কন্যা রাণী হইতে পারেন।

নৌকা ডুবি।

গত রবিবার সাড়ে দশ ঘণ্টা রাত্রির সময়ে দুই জন সাহেব এক ডিঙ্গিতে আরোহণ করিয়া পার হইতেছিলেন কিন্তু অত্যন্ত স্রোতপ্রযুক্ত ঐ ডিঙ্গি এক জাহাজের নীচে লাগিয়া তৎক্ষণাৎ ভগ্ন হইয়া ডুবিয়া গেল এবং সাহেবেরাও জাহাজের নীচে গেলেন পরে আর উঠিলেন না।

আশ্চর্য্য বন্দুক।

ফ্রান্স দেশে পারিস শহরে এক ব্যক্তি এক প্রকার বন্দুকে সৃষ্টি করিয়াছে তাহার আশ্চর্য্য এই যে ঠিক দুই প্রহর বেলার সময়ে ঐ বন্দুক আপনি আওআজ হয়। এবং যদি এমত শীত হয় যে বরফ পড়িয়া ঐ বন্দুকের চতুর্দ্দিগে প্রায় আচ্ছাদন করে তথাচ যদি দুই প্রহরের সময় সূর্য্য আপন তেজ প্রকাশ করে তবে বন্দুকহইতে অনায়াসে আওআজ হয়।

হয়দরাবাদ।

হয়দরাবাদহইতে সমাচার আসিয়াছে যে অন্যং বৎসরহইতে এই বৎসর ত দেশে বন্যার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে তাহাতে ইতর লোকেরদের ভক্ষোপযুক্ত দ্রব্যের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে।

এই সমাচারদ্বারা আরও শুনা গেল যে রোনারাও নামে এক ব্যক্তি বড় জমিদার তিনি হয়দরাবাদের নৈজামের অতি বিপক্ষ ছিলেন কিন্তু এখন তিনি সে স্বভাব ত্যাগ করিয়াছেন তাহাতে তদ্দেশে শান্তি হইয়াছে।

মিরট।

মিরটের সমাচার দ্বারা এই জানা গেল যে সে দেশে পুনর্ব্বার ওলাওঠা রোগ বৃদ্ধি হইয়াছে এবং বাদশাহী সৈন্যের মধ্যে চল্লিশ জন এক দিনে ঐ রোগে মরিয়াছে।

অযোধ্যা।

অযোধ্যাতে স্বরূপ দেওআন সিংহ নামে দারকার এক জন জমিদারকে কোন দোষের কারণ নবাব ওজীর অযোধ্যাহইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন পরে ঐ ব্যক্তিকে গরীব দেখিয়া তাহার আত্মীয় লোকেরা তাহাকে পাঁচ হাজার টাকা চান্দা করিয়া দিয়াছিল। নবাব ওজীর এই সমাচার শুনিয়া পুনর্ব্বার তাহাকে দেশহইতে দূর করিয়া দিয়াছেন এই বিষয়ে ইংগ্লণ্ডীয়েরা বড় দোষ দিতেছেন যেহেতুক ঐ নবাব পূর্ব্বে অনেকং জমিদারকেও তাড়াইয়া দিয়া পুনর্ব্বার তাহারদিগকে আনিয়া বেতন দিতেছেন কিন্তু এ ব্যক্তি অতি ভাল মানুষ তথাপিও ইহার ভাগ্যে তিনি প্রসন্ন হইলেন না। এবং সে দেশে এই এক কুব্যবহার ছিল যে কাহারো অধিক সন্তান হইলে তাহা নষ্ট করিত কিন্তু এই ব্যক্তি সে ব্যবহার দূর করিয়াছে।

চট্টগ্রাম।

১৪ সেপ্তম্বর তারিখে মোকাম চট্টগ্রামে দুইবার ভূমিকম্প হইয়াছিল কিন্তু সে ভূমিকম্পের বিষয়ে আর কোথাওহইতে কিছু শুনা যায় নাই।

দানাপুর।

মোকাম দানাপুরে ওলাওঠা রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে এবং এক রাত্রে পাঁচ জন লোক এক বিছানায় শয়ন করিয়াছিল কতক রাত্রে ওলাওঠা হইয়া দুই ঘড়ীর মধ্যে পাঁচ জনই মরিয়াছে। এবং অন্য এক ঘরে স্ত্রীপুরুষ দুইজন শয়ন করিয়াছিল কতক রাত্রে এক গক্ষুরা সর্প আসিয়া ঐ স্ত্রীর হস্তের অঙ্গুলিতে ও পুরুষের স্কন্দেশে দংশন করিল তাহাতে ঐ স্ত্রী মরিয়াছে ও পুরুষ বাঁচিয়াছে কিন্তু তাহারা ঐ স্ত্রীকে তিন দিন পর্য্যন্ত দাহ করে নাই যেহেতুক পূর্ব্বে তাহারদের দেশে এক ব্যক্তি চিকিৎসক আসিয়া তিন দিনের মৃতকে যে বাঁচাইল এইরূপ জনরব ছিল তৎপ্রযুক্ত তাহারা সে স্ত্রীকে তিন দিন রাখিয়া ঐ চিকিৎ

সন্ধের চেষ্টায় লোক পাঠাইল কিন্তু পাইল না।

সন ১৮১৯ সাল। ব্যবস্থা ৭।

৯ জুলাই সন ১৮১৯ ইং অথবা ২৬ আষাঢ় ১২২৬ বাং অথবা ২ শ্রাবণ ১২২৬ ফসলী অথবা ২৭ আষাঢ় ১২২৬ বিলাইতি অথবা ২ শ্রাবণ ১৮৭৬ সম্বৎ অথবা ১৫ রমজান ১২৩৪ শাল হিজরী তারিখে শ্রীশ্রীযুত গবরনর জেনেরাল বাহাদুর সভাতে বসিয়া এই ব্যবস্থা স্থির করিলেন যে জজ সাহেবের দ্বারা কতক দোষের দণ্ড দেওয়া যাইবেক এবং সেই২ দোষের নিমিত্ত কিরূপ দণ্ড উপযুক্ত ইহা প্রকাশার্থে এই ব্যবস্থা স্থির করা গিয়াছে।

শ্রীশ্রীযুতের নিকট সমাচার পঁহুছিয়াছে যে এ রাজ্যের কোন২ প্রদেশে ও নগরে ও গণ্ডগ্রামাদিতে কোন২ লোকেরা গৃহস্থ লোকেরদের স্ত্রী কিম্বা কন্যারদিগকে স্ব স্বগৃহহইতে হরণ করিবার জন্য কুইচ্ছুক লোকেরদিগকে অধিক স্ত্রীরদিগকে প্রবৃত্ত করায় যেন তাহারা কুমন্ত্রণাদ্বারা ঐ সকল স্ত্রীরদিগকে বাহির করিয়া কসবি অথবা উপস্ত্রী করিয়া দেয় কিম্বা আর কোন দুষ্কর্ম্মে নিযুক্ত করায় তাহাতে ঐ স্ত্রীরদের অতিশয় দুঃখ ঘটে এবং ঐ স্ত্রীর পিতার ও স্বামির অনেক ক্ষতি হয় এবং তাহার বংশের যে সুখ ও শান্তি তাহা নাশ হয়।

শ্রীশ্রীযুতের নিকট আরও এই সমাচার পঁহুছিয়াছে যে কোন২ স্বামী ও পিতারা অনেক২ বার আপনারদের পরিজনেরদিগকে ত্যাগ করে এবং ধনবান হইয়াও তাহারদের প্রতিপালনার্থ কিছু ধন দেয় না ইহাতে ঐ স্ত্রী ও বালকেরদের অতিশয় দুঃখ হয় এবং পিতারা আপনার উপপত্নীজাত সন্তানেরদিগকে ত্যাগ করিয়া তাহারদের প্রতিপালনার্থে কিছু ধন দেয় না ইহাতে তাহারা যথেষ্ট দুঃখ পায়। অতএব এই দুই দোষ দমনার্থে এই উপায় স্থির হইল যে ঐ দোষের শীঘ্র এস্তাহাম ও দণ্ড জেলার জজ ও শহরের জজ ও ছোট জজ সাহেবের নিকট হয় এবং রীত্যনুসারে এই দোষের বিষয়ও আপিল হয় এবং ইহাও শ্রীশ্রীযুতের বিচারে ভাল লাগে যে কারিগর লোক ও মাহিনার চাকর লোকেরদের যে দোষের বিষয়ে পূর্ব্বকৃত ব্যবস্থাতে কিছু লিখা নাই সেই২ দোষও যেন জজ সাহেব আদির নিকট পঁহুছে। এবং কারিগর লোক ও মাহিনার চাকর লোকেরদের মনিবের স্থানে যে যথার্থ পাওনা থাকে তাহাও বজায় রাখে এই হেতুক শ্রীশ্রীযুত সভাতে বসিয়া এই ব্যবস্থা স্থির করিয়াছেন এবং সুপ্রিম কোর্টওলোমের অধীন যত প্রদেশ আছে সে সকল প্রদেশে এই ব্যবস্থা প্রকাশ হইলেই এই রীতি চলিবেক।

দ্বিতীয়। যদি কোন ব্যক্তি কোন জেলা কি নগরের আদালতের শাসনের অধীন থাকে এবং যদি ঐ ব্যক্তি ঐ জেলার জজ কিম্বা নগরের জজ কিম্বা ছোট জজের নিকটে কোন বিবাহিতা স্ত্রী যে আপন স্বামির আশ্রয়ে থাকে কিম্বা তাহার অনুমতিতে অন্যের আশ্রয়ে থাকে কিম্বা কোন অবিবাহিতা স্ত্রীর রজস্বলার পূর্ব্ব অর্থাৎ ষোলের বৎসরের মধ্যে যে আপন পিতা কিম্বা আপন টরনির ঘরে থাকে কিম্বা তাহারদের অনুমতিতে আর কাহারও ঘরে থাকে এই মত বিবাহিতা কিম্বা অবিবাহিতা স্ত্রীকে কসবি কিম্বা উপস্ত্রী কিম্বা আর কোন দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইবার নিমিত্ত ঐ বিবাহিতা কিম্বা অবিবাহিতা স্ত্রীর স্বামির কিম্বা পিতার কিম্বা টরনির হুকুম ব্যতিরেকে কুমন্ত্রণা দ্বারা ঐ স্ত্রীরদিগকে হরণ করে কিম্বা আর কোন ব্যক্তিকে হরণ করিতে প্রবৃত্ত করায় ও সে বিষয়ে যদি ঐ ব্যক্তি নিশ্চয় দোষী হয় তবে তাহার অপরাধের উপযুক্ত জরিমানা হইবে অথবা কএদ থাকিবেক কিন্তু ১৮০৭ সালে নবম আইনের ১৯ পর্ব্বে যে২ পরাক্রম জজ সাহেবেরদিগকে দেওয়া গিয়াছে তদনুসারে দণ্ড হইবে তাহার অধিক হইবে না অর্থাৎ ছয় মাস কএদ কিম্বা দুই শত টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইবেক। এবং যদি সে জরিমানার টাকা না দেয় তবে ঐ ব্যক্তি আরও ছয় মাসপর্য্যন্ত কএদ থাকিতে পারে। যদি কোন ব্যক্তির এই বিষয়ে যে দোষ সে ইহাহইতে অধিক দণ্ডের উপযুক্ত হয় তবে তাহার মোকদ্দমা কোর্ট আপিলে ও সরকেট আদালতে হইবেক। এবং ঐ সরকেট আদালতে তাহার বিষয় এমত নালিশ হইলে ১৮১৭ সালের সপ্তম আইনের ছয় পর্ব্বে যে কথা লিখিত আছে তদনুসারে হইবেক।

তৃতীয়। যে কোন ব্যক্তি জেলার কিম্বা নগরের আদালতের অধীন আছে কিন্তু আপন স্ত্রী ও সন্তানেরদের প্রতিপালনোপযুক্ত ধন থাকিয়াও যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক সে তাহারদিগকে ত্যাগ করে কিম্বা তাহারদের প্রতিপালনার্থে কোন উপায় না করে তবে যে স্থানে ঐ ব্যক্তি তাহারদিগকে ত্যাগ করে ও নিরাশ্রয় রাখে সেই জেলার কিম্বা নগরের জজের নিকট যদি এ বিষয় প্রমাণ হয় তবে তাহার সঙ্গত্যনুসারে ঐ স্ত্রী পুত্রের প্রতিপালনার্থে উপায় করিতে হুকুম দেওয়া যাইবেক। এবং যদি সে ব্যক্তি হুকুম পাইয়া না দেয় তবে আদালতে দোষী হইবে ও এক মাস পর্য্যন্ত কএদ থাকিবে। এবং পুনশ্চ যতবার হুকুম না মানিবে এই মত প্রমাণ হইলে ততবার দণ্ডিত হইবেক কিন্তু যদি স্ত্রী ব্যভিচারিণী

সমাচার দর্পণ।

কিম্বা অন্য কোন দুষ্কর্ম্মান্বিতা হইয়া থাকে যে তাহাতে তাহার স্বামির লজ্জা হয় তবে এই ব্যবস্থা মত ঐ স্বামির দণ্ড হইবে না।

চতুর্থ। যেমত আপন বিবাহিতা স্ত্রীর সন্তানেরদিগকে প্রতিপালন না করিলে দণ্ড হইবেক উপপত্নীজাত পুত্রকেও প্রতিপালন না করিলে সেই রূপ দণ্ড হইবে এবং যে কোন উপপত্নী সগর্ভা থাকে কিম্বা তাহার শিশু বালক থাকে এমন সময়ে যদি ঐ উপপত্নীকে ত্যাগ করে তবে জজ সাহেব আপন বিবেচনানুসারে তাহাকে প্রতিপালন করিতে আজ্ঞা দিবেন।

পঞ্চম। যে কোন কারিগর ইচ্ছাপূর্ব্বক কতক দিনের কারণ কোন বন্দোবস্ত করিবেক কিম্বা কোন কর্ম্মের জন্য বন্দোবস্ত করিবেক এবং উপযুক্ত কারণ না হইলে ঐ বন্দোবস্তের সময় কিম্বা ঐ বন্দোবস্তের কর্ম্ম সাঙ্গ না করিয়া আপন মনিবহইতে পলায়ন করে তবে তাহাকে দোষী গণা যাইবে এবং কোন জজ কিম্বা ছোট জজের নিকট ঐ বিষয় প্রমাণ হইলে সে এক মাস কএদ হইবে। আরও ঐ ব্যক্তিকে তাহার বন্দোবস্তের সময়ের পূর্ণ করিতে ও অবশিষ্ট কর্ম্ম সমাপ্ত করিতে ঐ জজ কিম্বা ছোট জজ সাহেব উপযুক্ত বুঝিয়া হকুম দিবেন। আরও যদি কোন ব্যক্তি এই হকুম পাইয়া তাহা পূর্ণ না করে তবে সে দুই মাস কএদ থাকিবেক।

ষষ্ঠ। যদি কোন ঘরের চাকর কতক দিনের কারণ করার করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় কিম্বা ঘরের কোন কর্ম্ম নির্ব্বাহ পর্য্যন্ত করার করিয়া চাকর হয় কিম্বা কোন করার না করিয়া চাকর হইয়া মাসং মাহিনা লয় ইহারা উপযুক্ত কারণ না হইলে যদি করারের সময় পূর্ণ না করিয়া কিম্বা যে কোন বিশেষ কর্ম্মনির্ব্বাহের নিমিত্ত চাকর হইয়াছিল সে কর্ম্ম সম্পূর্ণ না হইতে কিম্বা মাসমাহিনার চাকর পোনর দিন অগ্রে সমাচার না দিয়া অমনি চলিয়া যায় এইরূপ প্রমাণ হইলে তাহারদের দণ্ড পূর্ব্ব কথিত মত হইবে।

দ্বিতীয়। ঐরূপে কোন মনিব কিম্বা আর কোন ব্যক্তি যে কতক দিনের কারণ করার করিয়া চাকর রাখে তাহাকে উপযুক্ত কারণ না পাইলে কিম্বা চাকরের ইচ্ছা না হইলে সেই করারের মধ্যে চাকরকে ছাড়াইতে পারিবে না কিম্বা যদি কোন বিশেষ কর্ম্ম নির্ব্বাহ কারণ চাকর রাখে তাহাতে তাহার উপযুক্ত কারণ না দেখিয়া ও তাহার ইচ্ছা না হইলে সে কর্ম্ম নির্ব্বাহপর্য্যন্ত তাহাকে ছাড়াইতে পারিবে না কিম্বা মাস মাহিনার যে চাকর রাখে তাহাতে তাহার উপযুক্ত কারণ না দেখিয়া কিম্বা পোনর দিন আগে সমাচার না দিয়া তাহাকে ছাড়াইতে পারিবে না যদি ছাড়ায় তবে ঐ চাকরকে পোনর দিনের মাহিনা দিতে হইবে।

তৃতীয়। ১৮১৪ সালে প্রথম আয়িনের আটার পর্ব্বের অনুসারেতে আট আনা দরের ষ্টাম্প কাগজের উপরেতে যদি ঐ বিষয় নালিশ করা যায় তবে জজ সাহেব কিম্বা ছোট জজ সাহেব এই ব্যবস্থার অনুসারে কর্ম্ম করিবেন যদি কোন চাকরকে পূর্ব্বোক্ত মত নিরপরাধে ছাড়ায় তবে জজ সাহেব তাহার মনিবহইতে পোনর দিনের মাহিনা লইয়া ঐ চাকরকে দেওয়াইবেন ও ঐ চাকরের কর্ম্ম ছাড়িবার সময় যে বাকী মাহিনা থাকিবে তাহাও দেওয়াইবেন আর নিরূপিত সময় কিম্বা নিরূপিত কর্ম্মের সম্পূর্ণ না হইতে যদি মনিব চাকরকে ছাড়ায় তাহাতে ঐ চাকরের যে ক্ষতি হয় তদনুসারে জজ সাহেব বিবেচনা মত তাহার মনিবহইতে তাহাকে টাকা দেওয়াইবেন।

চতুর্থ। যদি কোন চাকর এমত দোষ করে যে জজ সাহেব কিম্বা ছোট জজ সাহেবের বিচারে সে দোষের কারণ তাহাকে ছাড়ান উপযুক্ত হয় তবে ছাড়াইবার দিনপর্য্যন্ত তাহার যে মাহিনা পাওনা থাকে কেবল তাহাই দেওয়াইবেন বেশি পাইবেক না। কিন্তু যদি কোন কারিগরকে কিম্বা কোন চাকরকে মনিব অতিশয় মারপিট করে কিম্বা তাহার মাহিনা বাকী রাখে ও এমত কোন দৌরাত্ম্য করে যে তাহাতে জজ সাহেবের বিচারে তাহার মনিবের নিকট তাহার থাকা উপযুক্ত নহে এমত কারণ হইলে যদি চাকর নিরূপিত সময় পূর্ণ না করিয়া কিম্বা নিরূপিত কার্য্য সম্পন্ন না করিয়া কিম্বা পোনর দিন অগ্রে সমাচার না দিয়া ছাড়িয়া যায় তবে ঐ চাকর আদালতে দোষী হইবে না ও দণ্ড হইবে না।

সপ্তম। এই ব্যবস্থানুসারে জজ সাহেব যে সাজার হকুম দিবেন সে হকুম কোর্ট আপিলের অপেক্ষা রাখিবে।

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতি সপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনাবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহেং কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসেং এক টাকা যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকটে সমাচার না পৌঁছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাহার নিকটে পাঠান যাইবে।

সমাচার দর্পণ

২ সংখ্যা। শনিবার। ২ আক্টোবর সন ১৮১৯। ১৭ আশ্বিন সন ১২২৬।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে ॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা ছয় আনা তিনকৌণ্ঠ। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা দশ আনা তিনকৌণ্ঠ।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

২	আক্টোবর	শনিবার	১৭	আশ্বিন
৩	ঐ	রবিবার	১৮	ঐ
৪	ঐ	সোমবার	১৯	ঐ
৫	ঐ	মঙ্গলবার	২০	ঐ
৬	ঐ	বুধবার	২১	ঐ
৭	ঐ	বৃহস্পতিবার	২২	ঐ
৮	ঐ	শুক্রবার	২৩	ঐ

কোম্পানির ইস্তাহার।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে ৫০০ পাঁচ শত রিম পাটনাই কাগজ সরবরাহ কারণ কনত্রাক্টর দরখাস্ত যে কেহ করিবেক দরখাস্তের খামে মোহর করিয়া ও শিরনামায় কাগজের দরখাস্ত এমন লিখিয়া লাগাইদ আগত ২৭ আকটোবর পর্য্যন্ত ষ্ঁয়াম্প আফিসের মোক্তিয়ারকার সুপরেনটেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট দরখাস্ত দাখিল করিতে হইবেক মাফীক তপসীল।

১ দফা। কাগজের রকম নমুনা মাফিক দিতে হইবেক ঐ নমুনা মোকাম আলিপুরে ষ্ঁয়াম্প আফিসে দরখাস্ত করিলে দেখিতে পাইবেক।

২ দফা। একরারি লিখন সহি করনের পর অর্দ্ধেক ২৫০ আড়াই শত রিম আমদানি আরম্ভ পাঁচ দিবসের মধ্যে করিতে হইবেক বাকী অর্দ্ধেক ২৫০ আড়াই শত রিম দাঁড়া মত এক মাস অন্তে দাখিল করিতে হইবেক।

৩ দফা। দরখাস্তের সহিত ১ এক একরারি লিখন এক মাতবর লোকের দস্তখতে দাখিল করিতে হইবেক কারণ মাতবর লোক কবুল রাখে যদ্যপি কনত্রাকটর অন্যমত করে কিম্বা কর্ম্মের খতরা করে তবে ঐ মাতবর লোক দাইক হইবেক।

৪ দফা। কানত্রাকট তৃতীয় অংশের এক অংশ টাকা একরারনামা দস্তখত হইলে কনত্রাকটরকে দেওয়া যাইবেক আর বাকী তৃতীয় অংশের দুই অংশ টাকা কনত্রাকটর বেবাক সরবরাহ হইলে দেওয়া যাইবেক।

৫ দফা। সুপরেনটেণ্ডেণ্ট সাহেব যে সকল কাগজ নমুনায় ও মাপে নিরস মালুম করিবেন তাহা ফিরাইয়া দিবেন।

হুকুম বোর্ডরিবিনিও।

সমাচার দর্পণ।

চণ্ডালগড়।

১৯ সেতম্বর তারিখে চণ্ডালগড়ের সমাচারদ্বারা শুনা গেল যে সেখানে বুট অরহর প্রভৃতি তাবৎ ভুসা জিনিস দুর্মূল্য হইয়াছে তাহাতে তদ্দেশীয়েরা কহে যে অতিবৃষ্টিপ্রযুক্ত এই সকল দ্রব্য ভাল জন্মায় নাই কিন্তু যদি অতিবৃষ্টি কারণ হইত তবে তণ্ডুল ওয়ারা হইত। সেখানে এখন তণ্ডুলের মোন সাড়ে চারি টাকা বিক্রয় হইতেছে। তাহার কারণ এই যে সেখানকার মাহাজন লোক দুই তিন জনে অনেক তণ্ডুল আপন২ গোলাজাত করিয়া রাখিয়াছে অতিশয় দুর্ম্মূল্য না হইলে সে সকল তণ্ডুল বিক্রয় করিবে না।

আরও শুনা গেল যে ত্র্যম্বকজী দাংলিয়া যিনি পেসোয়াকে নানা প্রকার কুমন্ত্রণা দিয়া ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত বিরোধ জন্মাইয়াছিলেন তিনি এক্ষণে ইংগ্লণ্ডীয় কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছেন। এবং যোং চণ্ডালগড়ে উত্তম এক রাজকারাগৃহ নির্ম্মাণ হইতেছে প্রস্তুত হইলেই এই ত্র্যম্বকজী সেই কারাগৃহে বিরাজ করিবেন অনুমান হয় যে এই মাসের শেষে তিনি সেখানে পঁহুছিবেন।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

১৭ সেতম্বর শ্রীযুত টি এ স সাহেব বাঙ্গালার পুলিসের অধ্যক্ষের পেস্কার।

ভূমিকম্প।

কচ্ছ দেশে পুনর্ব্বার ভূমিকম্প হইতেছে এবং এই বিষয়ে সে দেশে হাস্যাস্পদ হইয়াছে যেহেতুক সেখানে প্রায় নিত্য ভূমিকম্প হইতেছে ইহাতে তদ্দেশীয়েরা কেহ২ কহে যে এই কচ্ছ দেশ পৃথিবী ছাড়া

সমাচার দর্পণ।

এবং পৃথিবীর সহিত কেবল এক রজ্জুতে ঝুলান সমুদ্রের ভাসিতেছে কেহ২ কহে যে পৃথিবী ছাড়া কচ্ছদেশ সমুদ্রে ভাসিতে২ আরব দেশে যাইতেছে তৎপ্রযুক্ত নিত্য ভুমিকম্প হয়।

কাশ্মীর।

লাহোরের আখবার অর্থাৎ সমাচার দ্বারা শুনা গেল যে কাশ্মীরের রাজা শ্রীযুত রনজিৎ সিংহের জয়ের বিষয়ে তদ্দেশীয় লোকেরদের মধ্যে অদ্যাপিও জনরব হইতেছে। দেওয়ানচন্দ্র নামে এক ব্যক্তি শ্রীযুত রনজিৎসিংহের প্রধান সেনাপতি সে দেশ জয় করিলেন কিন্তু এখন ঐ দেওয়ানচন্দ্র কাশ্মীরের ভোলানাথ সিংহের সহিত যুদ্ধেতে ভীত হইয়া আপন মনিবের নিকট পত্র লিখিলেন যে তিনি সসৈন্য আসিয়া ঐ ভোলানাথ সিংহের সহিত যুদ্ধ করেন। তাহাতে রনজিৎ সিংহ আপনি লাহোরহইতে না বাহিরাইয়া মতিরাম নামে এক জন সেনাপতিকে পাঁচ শত সিপাহী দিয়া তাহার নিকট পাঠাইয়াছেন। এবং কাশ্মীরে গোপাল সিংহ নামে এক জন সল্লোক তাহার আত্মীয় তাহার ভ্রাতারদিগকে কাশ্মীর শহরের দেওয়ানি ও ফৌজদারি কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন এবং কাশ্মীর শাসনার্থে যে সকল চাকর লোক নিযুক্ত আছে তাহারদের মাহিনা ও আর২ বাজেখরচে এখন প্রায় প্রতিমাস দুই লক্ষ টাকা ব্যয় হইতেছে। রনজিৎ সিংহ সেখানে দুই হাজার ঘোড়সওয়ার রাখিয়াছেন তথাচ তদ্দেশীয়েরা তুষ্ট নহে। এবং শীকেরা নিত্য আসিয়া সেখানে দৌরাত্ম্য করিতেছে আরও সেখানকার লোকেরা এ ভরসা রাখে যে ঐ ভোলানাথ সিংহ আসিয়া পুনর্ব্বার রনজিৎ সিংহকে দূর করিয়া দিবে এই কারন তাহারা ইহার রাজ্যে বড় সম্মত নহে।

লাহোর ও কাশ্মীরের মধ্যবর্ত্তী যে সকল পর্ব্বতীয় লোক তাহারা শীকেরদের প্রতিকূল এবং ঐ সকল পর্ব্বতীয় লোকেরদের মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র২ রাজা আছে। শ্রীযুত রনজিৎসিংহ দৌরাত্ম্য করিয়া তাহারদের স্থানে কর লইতেছেন এইহেতুক তাহারা রনজিৎসিংহেরও প্রতিকূল আছে। যখন রনজিৎ সিংহের সৈন্য সেখানে না থাকে তখনি তাহারা রাজকর বন্ধ করে।

কাবোলের বিষয় এই শুনা গেল যে মহমুদ ওজিমখাঁ যিনি পেসোর দখল করিয়াছিলেন তিনি আপন আত্মীয় এক লোকের হাতে পেসোর দেশ সমর্পন করিয়া আপনি কাবোল গিয়াছেন শ্রীযুত রনজিৎসিংহ এখন এমন উদ্যোগ করিতেছেন যে বর্ষা গেলে তিনি পুনর্ব্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পেসোর দেশ দখল করিবেন।

হিন্দুস্থানের প্রাচীন নগর।

আট শত বৎসর হইল মুসলমানেরা প্রথম উত্তর ও পশ্চিম দেশহইতে আসিয়া ক্রমে২ দক্ষিণ দেশ জয় করিল যখন তাহারা এ দেশে আইল তখন পশ্চিম দেশে অনেক২ মহানগর ছিল সেই সকল নগরের কিছু২ বিবরন আমরা সংক্ষেপে লিখি।

পঞ্জাব দেশ যেখানে এখন শীকেরা বসতি করে তাহার রাজধানী নগর লাহোর সে এমত প্রাচীন যে কেহ২ অনুমান করে যে সে নগর দুই হাজার দুই শত বৎসর স্থাপিত হইয়াছে এবং চীন প্রভৃতি পূর্ব্ব দেশের তাবৎ বানিজ্যদ্রব্য লাহোর দিয়া পশ্চিম দেশে যাইত তাহাতে সে নগর অতিশয় বর্দ্ধিষ্ণু ও ধনাঢ্য ছিল। যখন গজনেনের রাজা মহমুদ সেই নগরের রাজা জয়পালকে পরাজয় করিয়া ঐ নগর দখল করিল তখন ঐ রাজার গলায় ষোল গাছ মতির মালা পাইল তাহার এক২ গাছ মালার মূল্য এক লক্ষ আশী হাজার টাকা এবং ঐ রাজা মুসলমানকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া অতিশয় খিদ্যমান হইলেন যেহেতুক সে দেশের এই এক ব্যবহার ছিল যে যে রাজা দুইবার মুসলমানের স্থানে পরাজিত হইবে সে আর কখন রাজসিংহাসনে বসিতে পারিবে না ঐ জয়পাল রাজা পূর্ব্বে একবার মুসলমানকর্ত্তৃক পরাজিত ছিলেন তাহাতে তিনি আপনার অতিশয় দুর্দ্দশা ভাবিয়া অগ্নিপ্রবেশ করিলেন।

দিল্লীর উত্তর হিমালয় পর্ব্বতে নাগরকোট নামে এক মহা প্রসিদ্ধ স্থান ছিল এবং ভীম নামে সেখানকার রাজা ছিলেন তাহারকর্ত্তৃক স্থাপিত পর্ব্বতের উপর এক মহা কিল্লা ছিল সেই কিল্লার মধ্যে এক প্রসিদ্ধ মন্দির ছিল তাহার চতুর্দ্দিকে অনেক টোল ছিল এবং নানা দিক দেশ হইতে অনেক২ রাজা ও ভাগ্যবান লোকেরা আসিয়া ঐ মন্দিরে পূজা করিত ও দর্শন করিত এবং এই সকল রাজারদের দানেতে ঐ স্থান এমন ধনাঢ্য হইল যে ঐ মন্দিরেরর ওয়াক প্রভৃতি স্বর্ণেতে মণ্ডিত ছিল এবং ঐ কিল্লা এমত দৃঢ় ছিল যে অন্য২ রাজারা আপনারদের ধনাদি আনিয়া ঐ কিল্লার মধ্যে রাখিয়া নির্ভয়ে থাকিত এবং মন্দিরের নীচে এমন এক গর্ত্ত ছিল তাহাতে মনিমুক্তা প্রভৃতি গাড়িয়া রাখিত। গজনেনের রাজা মহমুদ এই সকল বিষয় শুনিয়া তাহা দখল

সমাচার দর্পণ।

করিতে চাহিল এবং নানা উদ্যোগের পর সেখানকার ব্রাহ্মণেরা আর কোন উপায় না দেখিয়া ঐ কিল্লা তাহাকে দিল পরে ঐ মহমুদ সেখানে বিস্তর লুট করিয়া সাত লক্ষ মোহর ও সাতশত মোন সোনা রূপার বাসন ও চল্লিশ মোন নির্ম্মল স্বর্ণ ও দুই হাজার মোন রূপা এবং মণি মুক্তা এত পাইল যে তাহা গণনা করিতে না পারিয়া ওজন করিয়া লইল তাহাতে বিশ মোন হইল। গজনেনের রাজা মহমুদ এই লুটের পর আপনার দেশে গিয়া এক মাঠের মধ্যে ঐ সকল দ্রব্য রাখিয়া আপন দেশস্থ লোকেরদিগকে দেখাইল যে আমি হিন্দুরদের দেবালয় ও কিল্লা লুট করিয়া এই সকল দ্রব্য আনিয়াছি।

দিল্লীহইতে পোনর ক্রোশ অন্তর তানেশ্বর নামে এক মহানগরে প্রসিদ্ধ এক মন্দির ছিল যখন কুরুপাণ্ডবে যুদ্ধ হইয়াছিল তখন সে মন্দির গ্রথিত ছিল এবং তাহার নীচে দিয়া সরস্বতী নদী বহে ও তাহার নিকটে কুরুক্ষেত্রের হ্রদ আছে মহাভারতে যে কুরুপাণ্ডবে যুদ্ধ লিখা আছিল সে যুদ্ধ এই স্থানের চতুর্দ্দিকে হইয়াছিল ও ভারত রাজার রাজধানী যে হাস্তিনাপুর সেও ইহার নিকট। মুসলমানেরা যেমন মক্কা শহর মানে হিন্দু লোকেরা সেই প্রকার তানেশ্বর নগর মানিত এই জন্য হিন্দুর তাবৎ রাজা এই মন্দির রক্ষার্থে উদ্যোগী হইয়াছিল কিন্তু মহমুদ তাহারদিগকে শীঘ্র জয় করিয়া তানেশ্বর বেষ্টন করিলেন ও দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে সে শহর আক্রমণ করিয়া আপন সৈন্যেরদিগকে লুট করিতে আজ্ঞা দিলেন সৈন্যেরা আজ্ঞা পাইয়া তাবৎ মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিল ও সকল মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া সেখানে যত দ্রব্য পাইল সে সকল লুট করিল যেমন মণি মুক্তা প্রবালাদিতে ঐ শহর পূর্ণ দেখিয়া সূর্য্যোদয় হইল ততোধিক হাহাকার ও ক্রন্দন ও শোকেতে পূর্ণ দেখিয়া সূর্য্য অস্ত গেলেন।

সেখানে জগৎ সোমের এক প্রাচীন মূর্ত্তি ছিল সে মূর্ত্তি সেখানে না ভাঙ্গিয়া আপন দেশে লইয়া গিয়া অনেক লোকের সম্মুখে খণ্ড২ করিয়া ভাঙ্গিল এবং প্রত্যেক খণ্ড লইয়া আপনারদের মন্দিরের সোপান করিয়া দিল। ভীম শহর হইতে তানেশ্বরে অধিক ধন লাভ হইল না কিন্তু অনেক মুক্তা পাইলেন এবং তাহার মধ্যে এত বড় ও বহুমূল্য এক মুক্তা পাইলেন যে তাহার বিষয় ইতিহাসবেত্তারা যে রূপ লিখিয়াছেন তাহাতে প্রায় প্রত্যয় হয় না।

যখন গজনেনের রাজা মহমুদ তানেশ্বর লুট করিতে ছিলেন তখন অনেক রাজা তদ্রক্ষার্থে আসিয়াছিলেন তাহার মধ্যে দিল্লীর রাজারাও ছিলেন তাহা দেখিয়া মহমুদ দিল্লীর রাজার উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার রাজ্যে চড়াও করিয়া দিল্লী শহর আক্রমণ করিতে আইলেন দুই হাজার বৎসর হইল দিল্লু নামে এক ব্যক্তি ঐ শহর গাঁথিয়াছিল তাহাতে তাহার নাম দিল্লী হইল এই শহর অনেক কাল স্বরাজাধীন থাকিয়া শেষে লাহোরের রাজা পাল বংশের অধীন হইল পরে অতি রম্য স্থান দেখিয়া মুসলমানেরা সেখানে আপনারদের রাজধানী করিল।

যে স্থানে দিল্লী শহর গ্রথিত হইল পূর্ব্বে সেখানে ইন্দ্রপথ নামে এক নগর ছিল সে ইন্দ্রপথও পূর্ব্বে হিন্দুস্থানের রাজধানী ছিল তৎকালে কনোজ শহর অতিপ্রবল ছিল যেমন ক্রমে দিল্লী শহর বর্দ্ধিষ্ণু হইতে লাগিল তেমন কনোজ শহর হ্রাস হইতে লাগিল। মহমুদ এত শীঘ্র দিল্লীতে গেলেন যে রাজা সৈন্য একত্র না করিতেই তিনি শহর আক্রমণ করিলেন এবং সেখানে যে বিষ্ণুপতাকা ছিল তাহা নামাইয়া আপনার পতাকা উড়াইয়া দিল পরে আপন সৈন্যেরদিগকে হুকুম দিয়া রাজগৃহ লুট করিল ও তাহাতে যে সকল বহুমূল্য দ্রব্য পাইল তাহা গাড়ি বোঝাই করিয়া আপন শহর গজনেনে পাঠাইয়া দিল ও আর২ ক্ষুদ্র২ ঘর সকল লুট করিয়া লইতে আপন চাকরেরদিগকে আজ্ঞা দিলেন।

দুই তিন বৎসর পরে মহমুদ শাহের আশা নিবৃত্তি না হইলে তিনি পুনর্ব্বার ভারতবর্ষে লুট করিবার নিমিত্ত আইলেন এবং আসিয়া প্রথম মথুরা জয় করিলেন। মথুরা আগরাহইতে ষোল ক্রোশ অন্তর সে নগর ধন ও ঐশ্বর্য্যাদিতে প্রসিদ্ধ ছিল যখন মহমুদ মথুরায় গেলেন তখন সেখানকার লোকসংখ্যা অনেক ছিল যেহেতুক সে শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান এই কারণ নানা দিগদেশীয় লোকেরা সেখানে গিয়া বসতি করিত এবং নানা দেশীয় রাজারা ও ভাগ্যবান লোকেরা ঐ শহরে আসিয়া বিস্তর২ দান করিত ও ঐ শহর অনেক কালপর্য্যন্ত সুস্থির ছিল অন্য কেহ দখল করিতে আইসে নাই তাহাতে ধনেতে পরিপূর্ণ ছিল। মহমুদ প্রথম ঐ নগর দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন ও ভাবিলেন যে এ অতি মনোরম ও আশ্চর্য্য স্থান কিঞ্চিৎকাল পরে তিনি আপন সৈন্যেরদিগকে একেবারে লুট করিতে আজ্ঞা দিলেন পরে তাহারা শীঘ্র নগর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বিপক্ষ সৈন্যের দিগকে দূর করিয়া শহর আক্রমণ করিয়া লুট করিতে আরম্ভ করিল। তাহাতে শহরের মধ্যে মহাহাহাকার

সমাচার দর্পণ।

ভুঙ্গিল। এবং সৈন্যেরা মন্দিরেতে যে সকল স্বর্ণ রূপ্যাদি পাইল তাহা লইয়া কতক ভাঙ্গিয়া ফেলিল ও কতক দাহ করিল পুরোহিতেরদিগকে ও মন্দিরের মধ্যে যেখানে যত স্ত্রী লোকেরদিগকে পাইল তাহারদিগকে খুন করিল ও দেবালয়ের নাম ও রাখিল না। যে ধন মহমুদ মথুরাতে পাইল সে অশেষ। রাজগৃহ এবং বড়২ ওমরাও লোকেরদের ঘরে যে সকল ধন পাইল তদ্ভিন্ন পাঁচ স্বর্ণের প্রতিমা পাইল তাহার এক২ প্রতিমার চক্ষুতে যে মুক্তা বসান ছিল তাহার মূল্য পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং আর এক প্রতিমার মধ্যে এক নীলমণি প্রস্তর পাইল তাহার পরিমাণ চারি শত তোলা এবং যখন তাহারা ঐ মূর্ত্তি ভাঙ্গিল তখন আটানব্বই হাজার তিন শত তোলা নির্ম্মল স্বর্ণ তাহাতে পাইলেন ইহা ছাড়া এক শত রূপার প্রতিমা পাইল ও সে সকল এক শত উটের পৃষ্ঠে বোঝাই করিয়া গজনেন শহরে পাঠাইয়া দিল।

মহমুদ বিশ দিনপর্য্যন্ত মথুরাতে রহিলেন এবং তিনি সেখানে থাকিতেই অকস্মাৎ এক দিন অগ্নি লাগিয়া ঐ শহরের অর্দ্ধেক প্রায় দগ্ধ হইয়া গেল পরে তিনি আপন স্থানে প্রস্থান করিলেন। যে সকল ধন ভীম শহরে ও তানেশ্বর শহরে ও মথুরাতে পাইলেন সেই সকল ধন দিয়া আপন শহর গজনেন অতিসুশোভিত করিলেন। এবং মসজিদ ও রাজপথ প্রভৃতি অতিসুন্দর করিয়া গাঁথাইলেন তাহা দেখিয়া অন্য২ ভাগ্যবান লোকেরা ও সেই মত আপন২ ঘর গাঁথাইতে লাগিল ও অল্প দিনের মধ্যে ভারতবর্ষের তাবৎ ধন সেখানে যাওনে সে এমন বর্দ্ধিষ্ণু হইল যে তাহার নাম স্বর্গীয় কন্যা হইল ও সেখানে তিনি আরবী বিদ্যা অভ্যাসের কারণ অনেক মদরসা স্থাপন করিলেন ও অনেক২ জ্ঞানবান লোকেরদিগকে সেখানে আনাইয়া বেতন দিয়া রাখিলেন ও নানা দেশহইতে নানা প্রকার পুস্তক আনাইয়া পাঠ করাইতে লাগিলেন এই সকল যে তিনি করিলেন সে কেবল ভারতবর্ষের লুটিত ধন এবং এই যে মহা শহর তিনি গাঁথিয়াছিলেন সে শহরও এখন লুপ্ত হইয়াছে।

কলিকাতা।

গত সপ্তাহে আমরা প্রকাশ করিয়াছি যে নৌকা ডুবিতে দুই জন সাহেব লোক মারা পড়িয়াছে এই সপ্তাহে এক জন গোরা মিস্ত্রী এক নৌকায় চড়িয়া আপন জাহাজের নিকট গেল এবং উপরহইতে যে রসি ফেলিয়া দিল তাহা ধরিতে না পারাতে নৌকা জাহাজে লাগিয়া উলটিয়া গেল তাহাতে ঐ গোরা মিস্ত্রী এবং নৌকার দাঁড়ি মাজিরা ডুবিয়া মরিয়াছে। এই সময় কলিকাতায় নৌকাযোগে গমনাগমন করা অতিদুঃসাধ্য যেহেতুক অতিশয় স্রোত এবং অনেক জাহাজ আর তাহার মধ্যে জোট২ নৌকার উপর অনেক লোক আরোহণ করিয়া সর্ব্বদা গমনাগমন করিতেছে ইহাতে যে অধিক লোক নৌকাডুবিতে না মরে এই আশ্চর্য্য।

চন্দ্রগ্রহণ।

আগামী ৩ অক্টোবর বাঙ্গালা ১৮ আশ্বিন রবিবার অতিবড় চন্দ্র গ্রহণ হইবেক তাহার সময় রাত্রি ৩। ৪২ তিন দণ্ড বেয়াল্লিশ পল গত হইলে ঈশান কোণে গ্রাসারম্ভ হইয়া সাত দণ্ড সতের পলের সময় সর্ব্বগ্রাস হইয়া নয় দণ্ড এক চল্লিশ পলপর্য্যন্ত থাকিয়া পরে চন্দ্র ক্রমে২ দৃশ্য হইয়া তের দণ্ড পোনের পলেরকালে গ্রাসহইতে মুক্ত হইবেন। রেবতী মীন রাশিতে গ্রহণ হইবেক।

মেষ মিথুন কর্কট সিংহ কন্যা মীন এই রাশিস্থ জনেরদের এ গ্রহণ দৃশ্য নহে। এতদ্ভিন্ন আর সকলের দৃশ্য।

আশ্চর্য্য চুরি।

১১ আশ্বিন রবিবার সপ্তমী পূজার দিবস দুই প্রহর রাত্রির সময় শ্রীরামপুর শ্রীযুত বাবু রাঘবরাম গোস্বামির বাটীতে নাচ দেখিতে অনেক২ নিমন্ত্রিত ভাগ্যবান লোক ও সাহেব লোকেরদের আগমনে বড় মজলিশ হইয়াছিল সেই মজলিশের মধ্যে এক স্থানে দুইটা সোনার গোলাপ পাস ও দুইটা সোনার আতরদান ছিল এ চারি জিনিস দুই জন ব্রজবাসীর জিম্মা ছিল তাহারদিগের সাক্ষাতে একটা আতরদান চোরে লইল তাহার মূল্য পাঁচ শত টাকা চোরে লওয়া মাত্র দ্বার বন্ধ করিয়া প্রত্যেক লোকের তলাসী লইল কোনরূপে কিছু ঠিকানা হইল না সে মজলিশে যেমত রোশনাই সে দিবসহইতেও অধিক প্রকাশিত ইহাতে কি রূপে লইল এই আশ্চর্য্য।

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতি সপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনাবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে২ এক টাকা যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকটে সমাচার না পৌঁছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাহার নিকটে পাঠান যাইবে।

সমাচার দর্পণ

৭৩ সংখ্যা । শনিবার । ৯ আক্টোবর সন ১৮১৯ । ২৪ আশ্বিন সন ১২২৬ ।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ । বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে ॥

কোম্পানির কাগজ ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা বার আনা ডিসকৌণ্ট । বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা এক টাকা ডিসকৌণ্ট ।

সপ্তাহের পঞ্জিকা ।

৯	আক্টোবর	শনিবার	২৪	আশ্বিন
১০	ঐ	রবিবার	২৫	ঐ
১১	ঐ	সোমবার	২৬	ঐ
১২	ঐ	মঙ্গলবার	২৭	ঐ
১৩	ঐ	বুধবার	২৮	ঐ
১৪	ঐ	বৃহস্পতিবার	২৯	ঐ
১৫	ঐ	শুক্রবার	৩০	ঐ

সমাচার দর্পণ।

নূতন কর্জ।

১ আক্টোবর তারিখে শ্রীশ্রীযুত গবর্ণর জানরেল বাহাদুর এক ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন যে কোম্পানি বাহাদুরের কারণ নূতন কর্জ লওয়া যাইবে তাহার সুদ বৎসরং শতকরা ছয় টাকার হিসাবে দেওয়া যাইবে। যে কোন ব্যক্তি যে কোন স্থানে এই কর্জ দিতে বাসনা করে অর্থাৎ বাঙ্গালাতে কিম্বা বোম্বাইতে কিম্বা মান্দ্রাজেতে সে ব্যক্তি সেইং স্থানে কোম্পানী সম্পর্কীয় সাহেব লোকেরদের নিকটে অথবা কলিকাতায় ত্রেজরিতে টাকা দাখিল করিলে কোম্পানির কাগজ পাইবে। এবং যেপর্য্যন্ত আর এক নূতন ইস্তাহার বাহির হইয়া এই হুকুম অন্যথা না হইবে সে পর্য্যন্ত টাকা লওয়া যাইবে।

শ্রীশ্রীযুত বক্ত সাহেব ।

৮ জুন তারিখে এক জাহাজ ইংগ্লণ্ড ছাড়িয়া সেপ্তম্বর মাসে মোং বোম্বাইতে পঁহুছিয়াছে তাহার দ্বারা শুনা গেল যে শ্রীশ্রীযুত পিণ্ডারিরদের সহিত ও বাজিরাও পেসোয়ার সহিত যুদ্ধেতে যে জয়ী হইয়াছেন এইপ্রযুক্ত কোম্পানির অধ্যক্ষেরা বৎসরং চল্লিশ হাজার টাকা শ্রীশ্রীযুতকে পারিতোষিক দিতে কল্প করিয়াছিলেন কিন্তু এখন তাহা অন্যথা করিয়া একেবারে চারি লক্ষ আশী হাজার টাকা পারিতোষিক দিতে স্থির করিয়াছেন।

লর্ড মারিঙ্গ্টন সাহেব যখন টিপুসুলতানের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া শ্রীরঙ্গপত্তন অধিকার করিলেন তখন কোম্পানির অধ্যক্ষেরা এই সমাচার শুনিয়া তাহাকে বৎসরং চল্লিশ হাজার টাকা পারিতোষিক দিলেন তাহা তিনি অদ্যাপিও ভোগ করিতেছেন।

লর্ড ক্লিব সাহেব যখন মোং পলাসিতে নবাব সেরাজদ্দৌলার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে জয় করিলেন এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরদের পরাক্রম দৃঢ় করিলেন তখন কোম্পানির অধ্যক্ষেরা তাহাকে বৎসরং আড়াই লক্ষ টাকার জায়গীর দশবৎসরের কারণ দিলেন। এবং যখন তিনি দিল্লীহইতে দেওআনি কর্ম্ম আনিলেন তখন ঐ জায়গীর আর দশ বৎসরের কারণ দিলেন।

মাসুল চুরি ।

মোকাম চুঁচুড়া শহরের কোনহ এক ভাগ্যবান লোক অন্য এক জনের সহিত যোগ করিয়া পূজার খরচের কারণ কাপড় ক্রয় করিতে বোড়াইর হাটে লোক পাঠাইলেন এবং এই পরামর্শ করিলেন যে কাপড় ক্রয় করিয়া এক পালকী বোঝাই করিয়া চারি জন ব্রজবাসী আড়দলী দিয়া আনিলে মাসুল দিতে হইবে না ও অনায়াসে কাপড় আসিবে। এই পরামর্শ স্থির হইলে তাহার কোন বিপক্ষ লোক হুগলির কষ্টমহৌসেতে গিয়া এই সকল বৃত্তান্ত কহিয়া দিল পরে সাহেব লোকেরা ইহা শুনিয়া সকল দারোগারদিগকে সমাচার দিয়া সতর্ক করিয়া দিলেন। যখন উভয়ের লোক হাটে গিয়া কাপড় ক্রয় করিয়া ঐ রূপে আনিতে ছিল। তখন মোকাম তালডাঙ্গার চৌকিদারেরা ঐ পালকী আটক করিয়া কহিল যে তলাসী দিয়া যাইতে হইবে তাহাতে ব্রজবাসীরা কহিল যে বাবুরদের বাটীর স্ত্রীলোকেরা পূজায় যাইতেছেন এ পালকীর তলাসী দিব না চৌকিদার কহিল আমারদের সন্দেহ হয় তলাসী না দিলে যাইতে পাইবা না পরে ব্রজবাসীরা শক্ত উত্তর করিয়া কহিল যে জনানা সওআরির তলাসী লইতে কে তোমাকে হুকুম দিয়াছে আমরা কদাচ তলাসী দিব না চৌকিদার কহিল যদি জনানা সওয়ারি তবে কোন স্ত্রী লোক দ্বারা তলাসী লইব ইহা শুনিয়া ব্রজ

সমাচার দর্পণ।

বাসীরা আর উত্তর করিতে না পারিয়া ভয়যুক্ত আপন মনিবের নিকট সমাচার পাঠাইল ও চৌকিদারের নিকট কবুল করিল। তাহার মনিব ইহা শুনিয়া দারোগার নিকট লোক পাঠাইয়া তাহার সহিত ঐক্য করিয়া অনুমান সতের টাকার কাপড় থানাতে রাখিয়া বাকী সকল কাপড় খালাস করিয়া আনিল। পরে দারোগা কেবল ঐ কএক থান কাপড় হুগলিতে চালান করিয়া লিখিল যে এ পালকীতে জনানা সওয়ারি ছিল কিন্তু তাহার বিছানাতে এই কএক থান কাপড় মাত্র পাওয়া গিয়াছে ইহা শুনিয়া সাহেব দারোগাকে তাহার শঠতা জানাইলে দারোগা কহিল জনানা সওয়ারি আটক রাখিতে হুকুম নাই এ কারণ কাপড় রাখিয়া সওয়ারি ছাড়িয়া দিয়াছি। পরে গোএন্দা কহিল যে ঐ পালকীর ঠিকা বেহারার দিগকে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পাইবেন ঐ বেহারারদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কহিল যে এ পালকীতে মনুষ্য ছিল না কেবল কাপড় ছিল এই কথা প্রমাণে ঐ দারোগা কয়েদ হইয়াছে তাহার শেষ জানা যায় নাই।

—

বাণিজ্য।

তুলার ক্রয় বিক্রয় এই সপ্তাহের মধ্যে প্রায় কিছু হয় নাই যে অল্প হইয়াছে সে কেবল চীন দেশের বাণিজ্যের কারণ ক্রয় হইয়াছে এবং তাহাতে মূল্যের কিছু অন্যথা হয় নাই।

—

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

৪ আকটোবর শ্রীযুত জে দবলিও টেম্পুর সাহেব মুজাপুরের জজের পেস্কার।

স্পানিয়া।

ইংগ্লণ্ডের শেষ সমাচারদ্বারা শুনা গেল যে আমেরিকার নিকট কুবা নামে যে অতিবড় ও উর্ব্বরা উপদ্বীপ সে উপদ্বীপ স্পানিয়ার রাজার নিকটহইতে ইংগ্লণ্ডীয়েরা ক্রয় করিয়াছে কিন্তু সে কত মূল্যে বিক্রয় করিয়াছে তাহা অদ্যাপি প্রকাশ হয় নাই।

—

নীল।

এই বৎসর নীলের কৃষি প্রায় এখন সমাপ্ত হইয়াছে এবং নানা জেলাহইতে সে বিষয় সমাচার আসিতেছে কোনং জেলাতে যেখানে অন্যং বৎসর ভাল নীল জন্মাইত সেইং জেলায় এ বৎসর প্রায় কিছুই জন্মে নাই কেবল নোকসান মাত্র। এই মত তিরহুত ও ঢাকার নিকটস্থ কুটীতে নোকসান হইয়াছে কিন্তু কোনং জেলাতে এত নীল জন্মিয়াছে যে দশ বৎসরপর্য্যন্ত সে সকল কুটীতে এত নীল জন্মে নাই। এবং কোনং স্থানে সকল নীলগাছ কাটিয়া সুমার করিতে পারে নাই অন্যং বৎসর যেখানে দুই শত মোন নীল জন্মান ভার হইত সেখানে এ বৎসর আট নয় শত মোন নীল জন্মিয়াছে তাহাতে সেইং নীলকরেরদের এত লাভ হইয়াছে যে আট দশ বৎসরপর্য্যন্ত তাহারা যে সকল কর্জ করিয়া নোকসান দিয়াছে তাহা এইবার শোধি করিতে পারিবে কিন্তু সে বিষয়ে এই এক সন্দেহ আছে যে এত নীল জন্মাওনেতে পাছে তাহার মূল্য ন্যূন হয়। এই বৎসর অনেক বিলম্বে বন্যা আসিয়াছে তাহাতে নির্বিঘ্নে নীল গাছ জন্মিয়াছে যে সকল নীল বীজ নিম্ন ভূমিতে বপন করিয়া তাহার এক কাট পাইবারও ভরসা প্রায় রাখিত না কিন্তু এই বৎসর সেই সকল নিম্ন ভূমিতে কোনং স্থানে দুই কাট ও কোনং স্থানে তিনকাট হইয়াছে। অন্যং বৎসর যে রূপ বন্যার প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে এ বৎসর তাহার কিছু ন্যূন নাই গত বৎসরের সমান বন্যা হইয়াছে।

—

মথুরা।

১৪ সেপ্তম্বর তারিখে মথুরার পত্রদ্বারা শুনা গেল যে পিণ্ডারিরা পুনর্ব্বার একত্র হইয়া গুজরাট দেশ লুঠ করিতেছে কিন্তু এই সমাচার শুনিবামাত্র মান্দরাজের ঘোড়সওআর ও বাঙ্গালার ঘোড়সওআরেরদিগকে হুকুম হইয়াছে যে তাহারা অতিশীঘ্র গিয়া ঐ দুষ্ট পিণ্ডারিরদিগকে দূর করে।

—

নাগপুর।

নাগপুরের সমাচারপত্রদ্বারা শুনা গেল যে সেখানে যে দুঃখী লোকেরদের অন্নাচ্ছাদনের অতিশয় দুঃখ ছিল তাহা এখন ক্রমে অবসান হইতেছে কিন্তু জোয়ারি নামে এক প্রকার শস্য দুঃখী লোকেরদের আহারের নিমিত্ত হইয়া থাকে তাহা এ বৎসর ভালরূপে জন্মে নাই কিন্তু সেখানকার রাজা ও ইংগ্লণ্ডীয়েরা উপযুক্ত কর্ম্ম দিয়া তাহারদের দুঃখ বিমোচন করিতেছেন। এবং সেখানে দুর্ভিক্ষ হইয়া লোকেরা ক্লেশ পাইতেছে কিন্তু পূর্ব্বে যে ওলওঠা রোগ ছিল তাহা এখন নিবৃত্ত হইয়াছে।

—

মুরশেদাবাদ।

১০ সেপ্তম্বর বৃহস্পতিবার বাঙ্গালার

নবাব ভেলাভাসান পরবের সময় তাবৎ ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে আপন ঘরে নিমন্ত্রণ করিয়া অনেক আমোদ করিয়া খাওয়াইয়াছেন। দশ দণ্ড রাত্রির সময় তাহার রাজগৃহে এক তোপ ছোড়া গেল এবং অন্যং স্থানে যে পাঁচ তোপ ছিল তাহাও এক কালে ছোড়া গেল তোপ ছাড়িবা মাত্র গঙ্গার ওপারে রৌশনী বাগ নামে স্থানেতে যে সকল রোশনাই প্রস্তুত ছিল তাহা একেবারে জ্বালাইল এবং জলের ওপর যে সকল ছোটং ভেলাতে রোশনাই প্রস্তুত ছিল তাহাও ঐ সময় জ্বালাইল শেষে প্রধান ভেলাতে অগ্নি দিল। সে প্রধান ভেলা এই মত নির্ম্মিত প্রথম জলের ওপর মাড়বান্ধা তাহার ওপর ঘর সে ঘরের চতুর্দ্দিকে দেওয়াল ও চারি দিগে চারি দ্বার এবং চারি কোনে চারিটা চূড়া এই সকল কেবল বাতিতে নির্ম্মিত। এবং কোনং স্থানে নানা প্রকার রঙ্গের অভ্রেতে বিচিত্র তাহার চারি দ্বারে চারি জন লোক গন্ধক জ্বালাইবার কারণ নিযুক্ত ছিল যখন এই সকল বাতি জ্বালাইয়া ঐ ভেলা ভাসাইয়া দিল তখন অত্যন্ত শোভা করিয়া গঙ্গার ওপরে গমন করিতে লাগিল এবং নবাবের ঘরের নিকট পঁহুছিলে তাহারা যত পটকা ইত্যাদি আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিল সে সকল এককালে ছাড়িল। এই সকল হইলে পর নবাব আপন ঘরে অনেক লোকের সহিত একত্র খানা খাইলেন।

হিন্দুস্থানের প্রাচীন নগর।

গত সপ্তাহে হিন্দুস্থানের চারি প্রাচীন নগরের বিবরণ লিখিয়াছি কিন্তু তাহার অবশিষ্ট যে দুই নগর অর্থাৎ কনোজ ও গুজরাটের মধ্যে সোমনাথ তাহার বিবরণ সংক্ষেপে লিখা যাইতেছে। কোন সময় কনোজ নগর গ্রথিত হইয়াছে তাহার কিছু নিশ্চয় নাই কিন্তু মহাভারতে লিখিত আছে যে পূর্ব্বে অযোধ্যা পোনর শত বৎসরপর্য্যন্ত হিন্দুস্থানের রাজধানী ছিল তাহার পর কোন এক রাজা অনুমান দুই হাজার আট শত বৎসর হইল কনৌজ শহর গাঁথিয়াছে কিন্তু এই সকল প্রাচীন গণনাতে কাল ক্রমে অঙ্কের ভ্রম হইতে পারে তথাপি যে কনৌজ শহর অতিপ্রাচীন ইহার সন্দেহ নাই। অনুমান দুই হাজার এক শত বৎসর হইল সিংহল নামে এক ব্যক্তি কনৌজের রাজা ছিলেন তিনি যেমত ঐশ্বর্য্য রাজ্য করিলেন সেমত প্রায় তাহার পূর্ব্বে কেহ করে নাই এবং যখন পারস দেশের রাজার সহিত তাহার বিরোধ হইল তখন এই রাজার সহিত চারি হাজার হস্তি ও এক লক্ষ ঘোড়সওয়ার ও চারি লক্ষ পদাতিক সৈন্য যুদ্ধ করিতে গিয়াছিল।

বার শত বৎসর হইল কনৌজ শহর এমত প্রবল ছিল যে সেখানে ত্রিশ হাজার দোকান কেবল পান বিক্রয় করিত এবং ষাটি হাজার বাদ্যকর লোক ছিল এই দুই দৃষ্টান্তে বুঝা যায় যে সে কেমন আশ্চর্য্য নগর। আট শত বৎসর হইল যখন গজনেনের রাজা মহমুদ ঐ নগর লুট করিতে বাসনা করিল তখন অনেক সৈন্য লইয়া তিন মাসের পথ ঘুরিয়া কনৌজের ওত্তরদিকস্থ পর্ব্বত দিয়া অকস্মাৎ নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইল তৎকালের ইতিহাসবেত্তারা লিখিয়াছেন যে যখন মহমুদ প্রথম ঐ শহরের নিকটে গেলেন তখন তিনি দেখিলেন যে এই মহা নগরের মস্তক স্বর্গ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়াছে। এবং সৌন্দর্য্যেতে ও দৃঢ়তাতে তাহার তুল্য আর কোন নগর দেখেন নাই। সে সময় কোরা নামে এক ব্যক্তি কনৌজের রাজা ছিলেন তিনি অত্যৈশ্বর্য্যেতে কালযাপন করিতেন কিন্তু মহমুদের সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়া ভয়যুক্ত আপন নগরের চাবি আনিয়া নগরের বাহিরে মহমুদের হাতে সমর্পণ করিলেন। তখন মহমুদ নগর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যত ধন ও মুক্তা ও বহুমূল্য প্রস্তরপ্রভৃতি পাইল সে সকল উটের পৃষ্ঠে বোঝাই করিয়া আপন শহর গজনেনে পাঠাইয়া দিল তদবধি ঐ মহা নগর কনৌজ ক্রমেং হ্রাস হইতেছে এবং এখন প্রায় তাহার কিছুই নাই।

গুজরাট শহরের মধ্যে সোমনাথ নামে অতিপ্রসিদ্ধ এক শিব ছিলেন এবং তাহার চতুর্দ্দিকস্থ দেশের মধ্যে আর কোন এমন প্রসিদ্ধ মূর্ত্তি ছিল না। ও নানা দেশীয় রাজারা ঐ শিবের চতুর্দ্দিকে দুই হাজার গ্রাম দেবোত্তর দিয়াছিল তাহার সেবাতে দুই হাজার ব্রাহ্মণ নিযুক্ত ছিল। সে শিবের মন্দির সমুদ্রতীরে গ্রথিত ও মন্দিরের মধ্যে ছাপ্পান্নটা বড়ং থাম প্রত্যেক থাম স্বর্ণেতে মণ্ডিত ও স্থানেং মণি মুক্তাতে খচিত। এবং রাত্রিকালে মন্দিরের মধ্যে কেবল এক প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখিত তাহাতে ঐ সকল মণির কিরণেতে তাবৎ ঘরে আলো হইত। এই মন্দিরের মধ্যস্থানে সোমনাথের মূর্ত্তি ছিল সে পঞ্চাশ হাত ওচ্চ ও এক পাথরে নির্ম্মিত কিন্তু তাহার মধ্যে সাতচল্লিশ হাত মৃত্তিকার মধ্যে পোঁতা ছিল ও তিন হাত বাহিরে ছিল। ছয় শত ক্রোশ

সমাচার দর্পণ।

অন্তরহইতে গঙ্গাজল আনিয়া প্রতিদিন সোমনাথের স্নান করাইত। এবং সে স্থানকার ব্রাহ্মণেরা কহিত যে কলিযুগের আরম্ভাবধি এই মূর্ত্তি এখানে আছেন সে সময় হিন্দুস্থানের মধ্যে কেবল এই মন্দির ভিন্ন সকল প্রসিদ্ধ নগরেই গজননের রাজা মহমুদ লুট করিয়া আপন রাজধানীতে লইয়া গিয়াছিল। এই মন্দিরও লুট করিতে বাসনা ছিল কিন্তু করে নাই। পরে যখন সেখানকার ব্রাহ্মণেরা কহিল যে দিল্লী ও কনৌজ এই দুই শহর যে লুট হইয়াছে তাহার কারণ এই যে তাহারা কখনও সোমনাথের সেবার কারণ কিছু দেয় নাই যদি মহমুদ এখানে আইসে তবে এক পলের মধ্যে তাহার তাবৎ সৈন্য নাশ হইবে। এই কথা শুনিয়া মন্দির লুট করিতে মহমুদের আরও ইচ্ছা হইল এবং তাহার সকল সৈন্য লইয়া সেখানে আসিয়া পঁহুছিল যখন মন্দিরের নিকট গেল তখন মন্দিরের উপরহইতে এক ব্যক্তি তূরী ধ্বনি করিয়া বলিল যে মহমুদের সকল সৈন্য নাশ করিবার কারণ সোমনাথ এখানে অনিয়াছেন অতএব সকল হিন্দুলোক তোমরা তফাত হও ইহারা ভিতরে আইলেই নাশ হইবে কিন্তু মহমুদ তাহা না শুনিয়া আপন সৈন্যের দিগকে যুদ্ধ করিতে আজ্ঞা দিল সে স্থানকার ব্রাহ্মণেরদের ও আর২ লোকেরদের সহিত দুই দিনপর্য্যন্ত যুদ্ধ করিল ঐ সকল ব্রাহ্মণেরা পরাজিত হইয়া নৌকারোহণ করিয়া সিংহল দ্বীপে পলায়ন করিল এবং মহমুদ চতুর্দ্দিকে সৈন্য রাখিয়া আপনি মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিল এই প্রাচীন মন্দিরে প্রবেশ করিবার সময় প্রায় তাহার মনে ভয় ও চমৎকার লাগিল পরে ঐ মূর্ত্তির নিকট গিয়া আপন তলবার লইয়া তাহার নাশিকা কাটিল ও আর২ মুসলমানেরদিগকে মূর্ত্তি ছেদন করিতে আজ্ঞা দিল ইহাতে ব্রাহ্মণেরা তাহাকে অনেক মিনতি করিল ও অনেক কোটি টাকা দিতে চাহিল যেন মূর্ত্তি ছেদন না করে কিন্তু মহমুদ তাহা না শুনিয়া ছেদন করিতে আজ্ঞা দিল পরে মূর্ত্তি ছেদন করিয়া তাহার উদরের মধ্যে এত মুক্তা ও বহুমূল্য প্রস্তরাদি পাইল যে তাহাতে ঐ ব্রাহ্মণেরা যত কোটি টাকা দিতে চাহিয়াছিল তাহাহইতে অধিক হইল সে সকল লইয়া গজননে পাঠাইয়া দিল এবং ঐ মন্দিরের মধ্যে যে আর ক্ষুদ্র২ দুই হাজার মূর্ত্তি ছিল সে সকল লইয়া আপনারদের মন্দিরের সোপান করিবার কারণ আর২ মুসলমানেরদিগকে দিল। হিন্দুস্থানের মধ্যে এমন প্রসিদ্ধ নগর কিম্বা দেবালয় ছিল না যে মহমুদ লুট না করিয়াছিল এবং এই সকল লুটিত বস্তুদ্বারা অল্প দিনের মধ্যে আপন শহর গজনেন প্রায় কনৌজ শহরের তুল্য ঐশ্বর্য্যশালি করিয়াছিল।

ইতিহাস।

এক ব্যক্তি আখন ও তাহার পড়ুয়া দুই জনে কোন দেশান্তর যাইতেছিল কতক দূরে গিয়া এক মাঠের মধ্যে দেখিল যে অনেক লোক একত্র হইয়া কোলাহল করিতেছে ইহা দেখিয়া ঐ আখন ও পড়ুয়া দুই জনে জিজ্ঞাসা করিল যে তোমরা অনেক লোক এখানে এ প্রকার কেন আছ তাহারা কহিল যে আমারদের দেশের বাদশাহ মরিয়াছেন সে কারণ সকল লোকের নামে গুলিবাট হইয়া যাহার অদৃষ্টে গুলি পড়িবে সেই বাদশাহ হইবে ইহা শুনিয়া ঐ দুই জনও আপন২ নাম লিখিয়া দিল। আখন পড়ুয়াকে জিজ্ঞাসা করিল যে যদি ঈশ্বর তোমাকে বাদশাহ করেন তবে তুমি কি কর সে কহিল যে আমি শিষ্টের প্রতিপালন ও দুষ্টের দমন করি এবং মানি লোকের মান রাখি ও তোমাকে উত্তম সিংহাসনে বসাইয়া অনেক প্রকার সেবা করি। পড়ুয়া জিজ্ঞাসা করিল যদি তুমি বাদশাহ হও তবে কি কর সে কহিল যে যে সকল লোক জায়গীর ভোগ করিতেছে তাহারদের জায়গীর সমস্ত কাড়িয়া লই এবং যাহারদের অনেক ধন আছে সে সকল লইয়া আপনার ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি করি। ঈশ্বরেচ্ছাক্রমে ঐ পড়ুয়ার নামে গুলি পড়িলে সে বাদশাহ হইল এবং পূর্ব্বোক্ত মত আপন আখনকে সুখে রাখিয়া শিষ্টের প্রতিপালন ও দুষ্টের দমন করত বাদশাহী করিতে লাগিল। কিন্তু ঐ আখন সর্ব্বদা তাহাকে কুমন্ত্রণা দিয়া কহে যে এই সকল জায়গীর কাড়িয়া লও এবং ধনী ব্যক্তির ধন লুটিয়া লও যে তোমার বাদশাহী আরও বাড়িবে কিন্তু দিনে এই প্রকার কহিতে২ এক দিন ঐ পড়ুয়া কহিল যে মহাশয় যাহা কহিতেছেন তাহাতে ঈশ্বরের ইচ্ছা নাই যদি ঈশ্বরের এমন ইচ্ছা হইত তবে তোমার নামেই গুলি পড়িত এই উত্তর শুনিয়া ঐ আখনের জ্ঞানোদয় হইল।

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতি সপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনাবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে২ এক টাকা যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকটে সমাচার না পৌঁছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাহার নিকটে পাঠান যাইবে।

সমাচার দর্পণ

৭৪ সংখ্যা। শনিবার। ১৬ আক্টোবর সন ১৮১৯। ১ কার্ত্তিক সন ১২২৬।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা এক টাকা বার আনা ডিস্কৌণ্ট। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা দুই টাকা আট আনা ডিস্কৌণ্ট।

সপ্তাহের পত্রিকা।

১৬	আক্টোবর	শনিবার	১	কার্ত্তিক
১৭	ঐ	রবিবার	২	ঐ
১৮	ঐ	সোমবার	৩	শ্যামাপূজা
১৯	ঐ	মঙ্গলবার	৪	ঐ
২০	ঐ	বুধবার	৫	ভ্রাতৃদ্বিতীয়
২১	ঐ	বৃহস্পতিবার	৬	ঐ
২২	ঐ	শুক্রবার	৭	ঐ

সমাচার দর্পণ।

বোম্বাই।

বোম্বাইহইতে সমাচার আসিয়াছে যে বোম্বাইর নিকটস্থ অমরহতী নামে স্থানেতে ওলাওঠা রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। যখন সেখানে অতিশয় বৃষ্টি হয় ও দক্ষিণ পশ্চিমদিগহইতে বায়ু বহে তখন সেখানে ওলাওঠা রোগ বৃদ্ধি পায় এবং ঐ বায়ু যখন উত্তর দিগহইতে বহে ও বৃষ্টি বন্ধ হয় তখন সে পীড়া নিবৃত্তি হয়।

সুলতানপুর।

অযোধ্যার নিকট সুলতানপুরহইতে সমাচারপত্রদ্বারা জানা গেল যে সেখানে অনাবৃষ্টিপ্রযুক্ত সকল প্রকার শস্য দুর্মূল্য হওয়াতে অতিশয় দস্যু ভয় হইয়াছে এবং ডাকাইতেরা গ্রামস্থ চৌকিদারেরদিগকে মানে না ও তাহারদের সহিত যুদ্ধ করিয়া গ্রামে ডাকাতি করে। কিন্তু কেবল সিপাহী দেখিলে পলায়ন করে।

নর্ত্তকী।

শহর কলিকাতায় নিকী নামে এক প্রধান নর্ত্তকী ছিল কোন ভাগ্যবান লোক তাহার গান শুনিয়া ও নৃত্য দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া এক হাজার টাকা মাসে বেতন দিয়া তাহাকে চাকর রাখিয়াছেন।

মৌ।

ইলাহাবাদের পত্রদ্বারা শুনা গেল যে তন্নিকটবর্ত্তি মৌ নামে স্থানে অতিবৃষ্টিপ্রযুক্ত সেখানকার শস্যাদি সকল নষ্ট হইয়াছে এবং তাহার দক্ষিণ দেশেরও সেই রূপ সমাচার শুনা যাইতেছে তাহাতে শ্রীযুক্ত জেনেরাল ডবতন সাহেবের সৈন্যের সঙ্গে যে সকল মুটিয়া মজুর ইত্যাদি লোক চলে তাহারদের অতিশয় দুঃখ হইয়াছে এবং তাহারদের উপকারের নিমিত্ত ঐ জেনেরাল এবং অন্য২ ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতিরা একটা নির্বন্ধ স্থির করিয়াছেন ঐ নির্বন্ধে জেনেরাল সাহেব প্রথম আপন নামে এক হাজার টাকা স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং অন্য২ সেনাপতিরা আপনারদের সংগত্যনুসারে দিয়াছেন। ইহা ভিন্ন যেখানে যে শস্য ছিল তাহা জেনেরাল সাহেব আপনি ক্রয় করিয়া সেখানে রাখিয়াছেন এবং এক২ ব্যক্তিকে প্রতিদিন অর্দ্ধসেরের পরিমাণ তণ্ডুল দিয়া প্রায় বার হাজার লোককে বাঁচাইতেছেন।

বারুদ।

মিসর দেশেতে অনুমান চারি বৎসর হইল ইউরোপহইতে অতিশয় জ্ঞানবান এক ব্যক্তি সেখানকার বাদশাহের নিকট গিয়া চাকর হইল এবং সে দেশ পূর্ব্বে অতি অব্যবস্থিত ছিল এই ব্যক্তি গিয়া অবধি সে দেশে ইউরোপহইতে ও অন্য২ দেশহইতে নানাপ্রকার বাণিজ্য হইতেছে এবং অন্য২ দেশহইতে বন্দুক ও গুলি ইত্যাদি যুদ্ধোপযুক্ত সামগ্রী আয়োজন করিতেছে সেখানে কাষ্ঠ অতি দুষ্প্রাপ্য তাহাতে ঐ ব্যক্তি এমন কোনহ যন্ত্র করিয়াছে যে সে সূর্য্যের উত্তাপে অগ্নির মত উত্তপ্ত হয় এবং তাহার দ্বারা বারুদ প্রস্তুত করিতেছে।

বিদ্যার চর্চ্চা।

এক বৎসরের মধ্যে ইংগ্লণ্ড দেশে ইতর লোকের মধ্যে এমত বিদ্যার চর্চ্চা হইয়াছে যে ইহার পূর্ব্বে কোন দেশে এ প্রকার হয় নাই। কলিকাতাস্থ প্রায় সকল লোকেই জ্ঞাত আছে যে কিপ্রকার দুর্গতিতে কেতাব বিক্রয় হয় এবং আমরাও সে বিষয় অল্প২ জ্ঞাত আছি কিন্তু ইংগ্লণ্ডে গত এক বৎসরের মধ্যে এক কেতাব এগার হাজার বিক্রয় হইয়াছে অন্য এক কেতাব বার হাজার অন্য এক শতর হা

আর তিন শত এবং ভূগোলবিষয়ক এক কেতাব তেইশ হাজার তিন শত এবং বালকেরদের শিক্ষার্থে স্পেলিং বুক অর্থাৎ লিপিধারা এক লক্ষ সাত হাজার কেতাব সম্বৎসরে বিক্রয় হইয়াছে যদি কলিকাতায় ইতর লোকেরদের এমত বিদ্যার চর্চা হইত তবে চোরবাগান ভিন্ন সকল বাজারেই এক২ ছাপাখানা হইত।

আশ্চর্য্য বস্ত্র।

এতদ্দেশীয় লোকেরা জ্ঞাত আছেন যে ইংগ্লণ্ডীয়েরা কোন কাপড়কে আঙ্কিট করিয়া বলেন যাঁহারা না জানেন তাঁহারদের জ্ঞাপনার্থে আমরা লিখি যে জামার ন্যায় দুই হাত ভিন্ন বুক ও পৃষ্ঠ দেশ আবৃত থাকে। ইংগ্লণ্ড দেশে এক ব্যক্তি এমন এক আঙ্কিট সৃষ্টি করিয়াছে যে সে দোহারা চর্ম্মেতে নির্ম্মিত এবং তাহার মধ্যে বাতাস খেলে যে ব্যক্তি এই আঙ্কিট প্রস্তুত করিল সে প্রথম আপনি আঙ্কিট পরিয়া জলের মধ্যে অবগাহন করিল এবং তাহার চাকরকে আপন পৃষ্ঠে বসাইয়া অনায়াসে জলের উপর যাইতে লাগিল।

আশ্চর্য্য পদাতিক।

ছয় মাস হইল ইংগ্লণ্ড দেশে এক যুবা লোক এমত আশ্চর্য্য রূপে এক গাড়ির সঙ্গে দৌড়িল যে প্রথম এক ঘণ্টাতে সাড়ে পাঁচ ক্রোশ দৌড়িল এবং যখন ঘোড়া বদল হইল তখন সে ব্যক্তি বিশ্রাম করিল না ঘোড়া বদল হইলেই পুনর্ব্বার তাহার সঙ্গে দৌড়িতে লাগিল এই মত দুই প্রহর বেলার সময় দৌড়িতে আরম্ভ করিয়া দুই দণ্ড রাত্রিপর্য্যন্ত সওয়া দুই প্রহরের মধ্যে ত্রিশ ক্রোশ পথ দৌড়িয়াছিল। যখন শহরে পঁহুছিল তখন সে ক্লান্ত না হইয়া শহরের রাস্তা ও নানা প্রকার ঘর সকল দর্শন করিয়া বেড়াইতে লাগিল। দৌড়িবার সময় সে আপন মুখে কেবল এক ছোট বেত মাত্র রাখিয়াছিল যেন তাহাতে মুখ কিছু খোলা থাকে ও অনায়াসে নিশ্বাস মুখ দিয়া নির্গত হয়।

হয়দরাবাদ।

হয়দরাবাদের সমাচারদ্বারা শুনা গেল যে করমিল্লা নামে কিল্লার অধ্যক্ষ হয়দরাবাদের নবাবকে রাজকর দেওয়া বন্ধ করিয়া কহিয়াছে যে আর তাঁহার অধীন থাকিব না ইহাতে হয়দরাবাদের নবাব পাঁচ হাজার সৈন্য দিয়া ঐ কিল্লা দখল করিতে জেনেরাল ওবন সাহেবকে পাঠাইয়াছেন। এই সমাচার শুনিয়া সেই কিল্লাদার অনেক সৈন্য সংগ্রহ করিতেছে ও সকল দেশ লুট করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতেছে। এই কিল্লাদার পাঁচ বৎসর অবধি আপন পিতা মাতাকে কিল্লাহইতে তাড়াইয়া দিয়াছে তাঁহারা এখন হয়দরাবাদে আছে সেই কিল্লা হয়দরাবাদের নিশ্চয় পশ্চিম এক শত পোনর ক্রোশ অন্তর পুনা শহরের নিকট সে কিল্লা প্রস্তরেতে গ্রথিত কিন্তু বড় শক্ত নহে। এবং তদ্দেশীয়েরা অনুমান করে যে ঐ কিল্লাদার কদাচ নবাবের সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে না তাহারা কিল্লায় পঁহুছিলে আপন ইচ্ছায় নবাবী সৈন্যের হাতে কিল্লা সমর্পণ করিবে।

হয়দরাবাদে দুর্ভিক্ষের বিষয় অতিশয় ভাবনা হইতেছে ও সেখানে যে সকল ইংগ্লণ্ডীয়েরা আছেন তাঁহারা ভক্তি কইদ্ব দেশে যেখানে২ ধান্যের গোলা আছে সেইখানহইতে ধান্য ক্রয় করিয়া হয়দরাবাদে ন্যস্ত করিয়া রাখিতেছেন। যদি দুর্ভিক্ষ হয় তবে ঐ সকল ধান্য দুঃখী লোকেরদিগকে বিনামূল্যে দিবেন।

আত্ম হত্যা।

৭ অক্টোবর বৃহস্পতিবার মোং কলিকাতার পটলডাঙ্গায় শাঁকারি টোলায় রামমণি নামে এক হিন্দু স্ত্রীলোক আপন ঘরে গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে ইহার পূর্ব্বে আটার মাস তাহার পুত্র মরিয়াছিল সেই শোকে সে সর্ব্বদা বলিত যে আমি এ শোক সহ্য করিতে পারি না ইহাতে আমি আত্মহত্যা হইব পুনঃ২ এই কথা কহাতে লোকেরা প্রায় বিশ্বাস করিত না কিন্তু শেষে সকলে দেখিল।

সুপ্রিমকোর্ট।

সুপ্রিমকোর্টের এক ইস্তাহার প্রকাশ হইয়াছে তাহারদ্বারা শুনা গেল যে সুপ্রিমকোর্টের তৃতীয় সিসিন শুক্রবার ২২ অক্টোবর তারিখে খোলা যাইবে।

আশ্চর্য্য ওন্দুর।

গত বৎসরে ইংগ্লণ্ড দেশে এক জন সাহেবের নিকট অন্য এক ব্যক্তি ভাল তৈল এক কলসি পাঠাইল কিন্তু তখন সাহেবের তৈল খরচ করিবার আবশ্যক ছিল না তাহাতে আপন গুদামে ছোট এক সিন্দুকের মধ্যে কলসি সুদ্ধা রাখিলেন কিছু দিন পরে ঐ সাহেব এক দিন আপন গুদামে গিয়া দেখিলেন যে তৈল অনেক কমিয়াছে ইহাতে অনুমান করিলেন যে কোন জন্তুতে এ তৈল খায় তাহার সন্দেহ নাই আমি আদ্য ধরিব কিঞ্চিৎকাল পরে দেখিলেন যে বড়২ তিনটা ওন্দুর আসিয়া একটা সেই সিন্দুকের কিনারায়

ও আর একটা তাহার পা ধরিয়া কলসির গলায় ও আর একটা তাহার পুচ্ছে চড়িয়া আপন লেজ দিয়া তৈল তুলিয়া খাইতে লাগিল তাহার খাওয়া হইলে সে ওপরে গিয়া অন্য একটাকে পাঠাইয়া দিল ও সেই খানে আপনি থাকিল এই রূপে পরস্পর সকলেই খাইয়া গেল অল্প দিনে এত তৈল খাইয়াছিল যে শেষে তিনটা ওন্দুরে যোড় দিয়াও তাহারদের লেজে তৈল নাগাল পাওয়া ভার হইল।

শ্রীযুত রনজিৎসিংহ।

লাহোরের আখবর অর্থাৎ সমাচার পত্র দ্বারা শুনা গেল যে সিন্ধুনদীর নিকটস্থ আটক নামে কিল্লার অধ্যক্ষ শ্রীযুত রনজিৎসিংহের নিকট এই সমাচার পাঠাইয়াছেন যে যদি এই সময়ে পেসৌর শহরে কিছু সৈন্য পাঠাও তবে অনায়াসে পেসৌর দখল হইতে পারে যেহেতুক মহম্মদ ওজিম খাঁ সে শহরে অতল্প সৈন্য রাখিয়া কাবোল গিয়াছে এবং যে সৈন্য রাখিয়া গিয়াছে তাহারাও যুদ্ধে নিপুণ নহে কিন্তু রণজিৎসিংহ তাহার নিকট লিখিয়াছেন যে এখন বর্ষাকাল ও কাশ্মীর শহরের লোকেরা সর্ব্বদা ব্যস্ত আছে এই দুই শেষ হইলে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব।

পাঞ্জাবের দক্ষিণ পশ্চিম ভাগে কতক জমিদারেরা শ্রীযুত রনজিৎসিংহকে রাজকর দেয় নাই এবং তাহারা এই কহিতেছে যে অতি দুর্ব্বৎসর শস্যাদি সুন্দর মত জন্মে নাই অতএব আমরা রাজকর দিতে পারিব না তাহাতে শ্রীযুত রনজিৎসিংহ পূর্ব্ব রীত্যনুসারে তাহারদের স্থানে কর লইতেছেন অর্থাৎ এক২ জমিদারের নিকট পাঁচ শত ঘোড়সওয়ার পাঠাইতেছেন।

খুন।

গত শনিবার ৯ আক্টোবর তারিখে পটল ডাঙ্গার মলঙ্গাতে মানিক নামে এক মুসলমানের কন্যা খুন হইয়াছে তাহার বিস্তারিত এই সনাওল্লা নামে এক জন খেজমতগারের সহিত ঐ কন্যার সম্বন্ধ পত্র হইয়াছিল পোনর দিন হইল ঐ খেজমতগার কন্যার মাতার নিকট গিয়া বিবাহ দিতে ত্বরা করিল এবং কহিল যে এই পক্ষের মধ্যে শুভকর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হইবে তাহাতে কন্যার মাতা কহিল যে আমি এই পক্ষের মধ্যে বিবাহ দিতে পারি না কিন্তু দিব্য করিতেছি যে এই মহরমের মধ্যে বিবাহ দিব তাহার মরণের দিন বৈকালে ঐ কন্যা ও তাহার মাতা বেড়াইয়া রাত্রে আপন ঘরে শয়ন করিয়াছিল। কতক রাত্রে কন্যার ছটপটা নিতে ও শরীরে রক্ত লাগাতে কন্যার মাতা উঠিল এবং জ্যোৎস্নাতে দেখিল যে সনাওল্লা এক ছোরা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে পরে আপন কন্যার নিকট গিয়া দেখিল যে তাহার গলা কাটিয়া খুন করিয়াছে। সনাওল্লা যখন দেখিল যে কন্যার মাতা আমাকে দেখিয়াছে তখন জনরব না হইতে২ ঐ বাটীতে আর এক ছোট ঘরে প্রবেশ করিয়া আপন গলায় ছুরি দিল কিন্তু মরিল না পরে থানাদার আসিয়া এই সকল দেখিয়া ঐ ব্যক্তিকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দিল এবং ঔষধি দিয়া তাহাকে কিঞ্চিৎ সুস্থ করিয়া কলিকাতার জেলখানায় কয়েদ রাখিয়াছে আগামী সিসিলে তাহার মোকদ্দমা হইবে।

বোম্বাটিয়া।

বোম্বাইর নিকটস্থ সমুদ্রে আরবীর বোম্বাটিয়ারা সর্ব্বদা দৌরাত্ম্য করিয়া বাণিজ্যের জাহাজ সকল চলিতে দেয় না তাহারদের নাম জসামী বোম্বাটিয়া তাহারা এমত দুর্জন যে দূর হইতে যদি কোন জাহাজের লোকেরা তাহার দিগকে দেখে তবে তৎক্ষণাৎ আপনারদের জাহাজ লইয়া পলায় যেহেতুক তাহারদের সম্মুখে জাহাজ পড়িলে কোন লোকের বাঁচিবার ভরোসা থাকে না অনেক বার ইংগ্লণ্ডীয়েরা তাহারদিগকে তাড়াইয়া দিয়া পায় সুগম করিয়াছিল কিন্তু যখন শাসন করা যায় তখন তাহারা পলায় কিছু কাল পরে পুনর্ব্বার আইসে বার বার এই রূপ হওয়াতে ইংগ্লণ্ডীয়েরা এই বার অনেক জাহাজ সসজ্জ করিয়া তাহারদিগকে একেবারে উচ্ছিন্ন করিতে পাঠাইয়াছে।

বাণিজ্য।

গত সপ্তাহে অন্য২ দেশহইতে কিছু তুলা কলিকাতায় আইসে নাই এবং গত দুই সপ্তাহের মধ্যে কেবল পাঁচ হাজার মোন তুলা কলিকাতায় আসিয়াছে। ইহাতেও তাহার মূল্য প্রতি মোন চারি আনা করিয়া ন্যূন হইয়াছে।

এখানকার তুলা চীন দেশে ও ইংগ্লণ্ড দেশে অধিক যায় গত বৎসরহইতে এ বৎসর ঐ দুই দেশেতে অতিঅল্প তুলা গিয়াছে গত বৎসর চীন দেশে বাষট্টি হাজার এক শত সাতান্ন গাঁটি গিয়াছিল এ বৎসর কেবল বিশ হাজার তিন শত চৌচল্লিশ গাঁটি গিয়াছে এবং গত বৎসর ইংগ্লণ্ডে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার আট শত তিরানব্বই গাঁটি গিয়াছিল এ বৎসর কেবল তেইশ হাজার এক শত ছয় গাঁটি গিয়াছে।

এ বৎসরের উৎপন্ন নীল অত্যল্প বাজারে পৌঁছিয়াছে কতক নীল এক শত

চল্লিশ টাকা করিয়া মোন বিক্রয় হইয়াছে এবং কতক উত্তম নীলের কারণ এক শত পঁয়ষট্টি টাকা করিয়া মোন দিতে চাহিয়াছিল তাহাতেও স্বীকৃত হয় নাই।

তণ্ডুলের মূল্য সমভাবে আছে গমের মূল্য প্রতি মোন দুই আনা অধিক হইয়াছে।

এই সপ্তাহে কাপড় অনেক আমদানী হইয়াছে কিন্তু তাহার মূল্য কিছু অন্যথা হয় নাই।

সোরার মূল্য সমভাবে আছে রেসমের মূল্য পূর্ব্বহইতে কিছু ন্যূন হইয়াছে।

গোলমরিচের মূল্য পূর্ব্বহইতে প্রতি মোন এক টাকা অধিক হইয়াছে।

ইতিহাস।

এক মাঠেতে অনেক মেষ চরিতেছিল পর্ব্বতহইতে এক জটায়ু পক্ষ আসিয়া একটা মেষকে চঞ্চুতে করিয়া লইয়া গেল তাহা দেখিয়া এক কাক আপন পরাক্রম প্রকাশ করিবার জন্যে অতিগর্ব্ব করিয়া আর এক মেষের উপর পড়িবামাত্রে মেষের লোমেতে তাহার সকল নখ জড়াইয়া আপনি পলাইতে অসমর্থ হইল পরে মেষের রক্ষকেরা আসিয়া ঐ কাককে মারিয়া ফেলিল। এই ইতিহাসের তাৎপর্য্য এই যে আপন পরাক্রমানুসারে কর্ম্ম করা উচিত।

হিংসুক ও কৃপণ।

এক ব্যক্তি হিংসুক ও আর এক ব্যক্তি কৃপণ এই দুই জন অতি সুদরিদ্র এক সময় তাহারা দুই জনেই তপস্যারম্ভ করিল অনেক দিন গেলে এক দূত তাহারদের নিকট আসিয়া কহিল যে তোমারদের প্রার্থনা সিদ্ধ হইবে কিন্তু প্রথম ব্যক্তি যাহা প্রার্থনা করিবে দ্বিতীয় ব্যক্তির তাহাহইতে দ্বিগুণ হইবে ইহা শুনিয়া কৃপণ ভাবিল যে আমি আগে চাহিব না এই ব্যক্তি যত চাহিবে আমি তাহার দ্বিগুণ পাইব পরে হিংসুক ভাবিল যদি আমি অর্থ চাহি তবে আমি যত পাইব এ ব্যক্তি না চাহিয়া তাহার দ্বিগুণ পাইবে এ আমার অসহ্য এই রূপ অনেক বিবেচনা করিয়া কহিল যে আমার এক চক্ষু গিয়া ওখানে দশটা কূপ হউক তাহাতে ইহার দুই চক্ষু গিয়া ওখানে বিশ কূপ হইবে।

এক ব্যাঘ্র ও এক মনুষ্য।

এক পলাতকা বাটীতে অতিশয় বন হইয়া সে বনে এক ব্যাঘ্র ছিল দৈবাৎ সে ব্যাঘ্র লতাতে বদ্ধ হইয়া নানা প্রকার চেষ্টা করিয়া আপনাকে ছাড়াইতে অশক্ত হইল পরে তদ্গ্রামস্থ এক লোক ঐ স্থানে কূপ আছে পূর্ব্বে জানিত তদনুসারে সে কূপের নিকটে গিয়া দেখিল যে এক ব্যাঘ্র বদ্ধ আছে। ব্যাঘ্রও তাহাকে দেখিয়া নানা প্রকার মিনতি করিয়া কহিল যে হে মনুষ্য তুমি আমাকে বন্ধনহইতে মুক্ত কর ইহাতে তোমার যথেষ্ট ধর্ম্ম হইবেক ও আমি কিম্বা আমার জাতিমাত্রে তোমাকে কখন ভক্ষণ করিব না এই সত্য করিলাম। পরে ঐ ব্যক্তি ব্যাঘ্রকে কাতর দেখিয়া অনেক বিবেচনা করিয়া ব্যাঘ্রকে বন্ধনহইতে মুক্ত করিল। ব্যাঘ্র মুক্ত হইয়া ঐ ব্যক্তিকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলে ঐ ব্যক্তি কহিল যে এ তোমার ধর্ম্ম নহে তুমি সত্য করিয়াছ যে আমাকে ভক্ষণ করিবা না ব্যাঘ্র কহিল বিলক্ষণ তুমি অতি মূঢ় আমি জাতি ব্যাঘ্র আমার ধর্ম্মই বা কি সত্যই বা কি তোমার সহিত খাদ্য খাদক সম্পর্ক ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন অতএব তাহা কখন অন্যথা করিতে পারি না পরে ঐ ব্যক্তি কহিল যে হে ব্যাঘ্র অবিচারে আমাকে ভক্ষণ করিও না বিচার করিয়া যে হয় করহ এই সময় অন্য এক জ্ঞানবান পুরুষ দৈবাৎ সেই স্থানে উপস্থিত হইল ও তাহাকে দেখিয়া উভয়ে মধ্যস্থ মানিয়া আপনং বৃত্তান্ত কহিলে সে জ্ঞানবান ঐ মনুষ্যকে কহিল যে তুমি ব্যাঘ্রের খাদ্য বটে ব্যাঘ্রকে যে বন্ধনহইতে মুক্ত করিয়াছ এ নিমিত্ত তোমার এই উচিত দণ্ড। এই কথা মনুষ্যকে কহিয়া ব্যাঘ্রকে কহিল যে হে ব্যাঘ্র এ ব্যক্তি তোমার খাদ্য বটে কিন্তু আর এক ব্যাঘ্র এই রূপে আমাকে কহিল যে ঐ ব্যক্তিকে আমার নিকটে আনিয়া দেহ আমি ভক্ষণ করিব ইহা শুনিয়া ব্যাঘ্র কহিল যে সে অন্য ব্যাঘ্র কোথায় তাহার নিকট আমি যাইব পরে ঐ দুই জন ব্যাঘ্রের সঙ্গে ঐ কূপের নিকট যাইয়া কূপ মধ্যে ব্যাঘ্রকে দেখাইল ব্যাঘ্র আপন প্রতিবিম্ব দেখিয়া মহাক্রোধে ঘোর শব্দ করিল তাহাতে একটা প্রতিধ্বনিও শুনিল ও প্রতিবিম্বকে ক্রোধান্বিত দেখিয়া ব্যাঘ্র তাহার উপর ঐ কূপের মধ্যে পড়িল পরে ঐ জ্ঞানবান মনুষ্য ঐ লোকের মুখে চপেটাঘাত করিয়া কহিল খলের উপকার করা কখন কর্ত্তব্য নহে।

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতি সপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনাবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহেং কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসেং এক টাকা যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকটে সমাচার না পৌঁছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাঁহার [illegible]

সমাচার দর্পণ

৭৩ সংখ্যা। শনিবার। ২৩ আক্টোবর সন ১৮১৯। ৮ কার্ত্তিক সন ১২২৬।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তমিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা এক টাকা বার আনা ডিস্কৌণ্ট। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা চারি টাকা ডিস্কৌণ্ট।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

২৩	আক্টোবর	শনিবার	৮	কার্ত্তিক
২৪	ঐ	রবিবার	৯	ঐ
২৫	ঐ	সোমবার	১০	ঐ
২৬	ঐ	মঙ্গলবার	১১	ঐ
২৭	ঐ	বুধবার	১২	ঐ
২৮	ঐ	বৃহস্পতিবার	১৩	ঐ
২৯	ঐ	শুক্রবার	১৪	ঐ

সমাচার দর্পণ।

ইস্তাহার।

২১ আক্টোবর তারিখে শ্রীশ্রীযুতের আজ্ঞাতে এক ইস্তাহার হইয়াছে যে কোম্পানির এই দেশের কর্জ্জ পরিশোধনার্থে যে সাহেব লোকেরা নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারদের নিকট যে ব্যক্তি কোম্পানির কাগজ দাখিল করিয়া টাকা লইতে চাহে তাহারা মোং কলিকাতায় শ্রীযুত গ্লান সাহেবের নিকট চিঠী লিখিবে এবং সে চিঠীর মধ্যে এই লিখিবে যে কি দরে তাহারা কোম্পানির কাগজ বিক্রয় করিতে পারে।

শ্রীশ্রীযুত।

ইংগ্লণ্ডের শেষ সমাচারদ্বারা শুনা গেল যে শ্রীশ্রীযুত এখন যে এ দেশের কর্ম্ম চালাইতেছেন তাহাতে ইংগ্লণ্ডের অধ্যক্ষেরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া এই হুকুম দিয়াছেন যে যত দিন শ্রীশ্রীযুতের বাসনা তত দিন বাঙ্গালায় থাকিয়া বড়সাহেবী করিবেন। অন্যান্য বড় সাহেবেরা পাঁচ ছয় বৎসরপর্য্যন্ত এ দেশে থাকিয়া পুনর্ব্বার ইংগ্লণ্ডে গিয়াছেন।

হস্তকলম।

ইংগ্লণ্ড দেশে যে মহাবাঙ্ক আছে তাহার নোট অসংখ্য তাহার মধ্যে মিথ্যা নোট প্রায় বিশ হাজার প্রস্তুত হইয়াছে এই নিমিত্ত বাঙ্কের অধ্যক্ষেরা এই পরামর্শ স্থির করিয়াছেন যে আর এক প্রকার নূতন মোহর তাহাতে করা যাইবে যে সে মোহর অন্যের করা অতি দুষ্কর এবং যদিও অতি কষ্টে করিতে পারে তবে ঐ মোহর করিতে এত ব্যয় হইবে যে তাহারদের নোট করাতে কিছু লাভ থাকিবেক না।

বোম্বাটিয়া।

আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে ফ্রান্স দেশের ওপারে ভূমধ্যস্থ সমুদ্রের দক্ষিণ তীরে চারি পাঁচটা স্থান মুসলমানেরদের আছে তাহারা সর্ব্বদা সেখানে দস্যুবৃত্তি করিত এবং জাহাজস্থ গোরারদিগকে ধরিয়া তাহারদের পায়ে জিঞ্জির দিয়া বাজারে বিক্রয় করিত তাহাতে ঐ সকল গোরা লোক কেনা গোলাম হইয়া পশুর মত শ্রম করিত এবং নানা প্রকার দুঃখ পাইত। অতএব বৎসর হইল ইংগ্লণ্ডীয়েরা এই দৌরাত্ম্য আর সহিতে না পারিয়া বারখান প্রধান যুদ্ধের জাহাজ সেই খানে পাঠাইলেন এবং এই হুকুম দিলেন যে তাহারদের কিল্লা ও জাহাজ সকল নষ্ট করিয়া তাহারদের অধ্যক্ষের সহিত এই বন্দোবস্ত করে যেন তাহারা আর কখনও এ প্রকার দৌরাত্ম্য না করে। পরে ইংগ্লণ্ডীয় জাহাজ সেখানে গিয়া অবিশ্রান্ত নয় ঘণ্টাপর্য্যন্ত শত্রুরদের উপর গুলি মারিল তাহাতে বোম্বাটিয়ারদের জাহাজের এক কাটও থাকিল না এবং যে কিল্লা ছিল তাহাতে এক ইটের উপর আর এক ইট থাকিল না। সংপ্রতি এক কেতাব ছাপা হইয়াছে তাহারদ্বারা জানা গেল যে ঐ নয় ঘণ্টা যুদ্ধে আটার হাজার পাঁচ শত চল্লিশ মোন বারুদ ব্যয় হইয়াছে।

কচ্ছ দেশ।

কচ্ছ দেশে অবিশ্রান্ত এক দিন ও দুই রাত্রিপর্য্যন্ত এক মহাঝড় ও অতিশয় বৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে সেখানকার বৃক্ষ সকল সমূলে উৎপাটন হইয়াছে ও অনেক শস্যক্ষেত্র ডুবিয়া গিয়াছে এবং এই ঝড়ে অধিক মনুষ্য নষ্ট হয় নাই কিন্তু মহিষ ছাগ আর পশু বিস্তর মারা পড়িয়াছে ও গাড়ি সকল প্রায় এক ক্রোশ দেড় ক্রোশ দূরে উড়িয়া গিয়াছে।

বিদ্যার ফল।

ইংগ্লণ্ড দেশে এখন যে এক জন অতি সুন্দর কাব্যকারক আছে সে গত বার বৎসরের মধ্যে আপন কৃত গ্রন্থ বিক্রয় দ্বারা পাঁচ লক্ষ সত্তরি হাজার টাকা লাভ করিয়াছে। এ দেশে পূর্ব্বে কোন ব্যক্তি কোন গ্রন্থ রচনা করিলে রাজারা কিম্বা বাদশাহেরা টাকা দিতেন। কিন্তু এ ব্যক্তি যে এত লাভ করিয়াছে সে রাজা কিম্বা ভাগ্যবান লোকেরদের দত্ত নহে কিন্তু সাধারণ লোকেরদের মধ্যে তাহার পুস্তকের এমত চলন যে প্রায় তাবৎ লোকেই এ পুস্তক ক্রয় করিয়াছে তাহাতে তাহার এত লাভ হইয়াছে।

বাষ্পের জাহাজ।

সংপ্রতি ইংগ্লণ্ড দেশে বাষ্পের দ্বারা জাহাজ চালান যাইতেছে এবং পূর্ব্বে যে রীতি ছিল তাহা এখন প্রায় লোপ হইতেছে। ইংগ্লণ্ড উপদ্বীপহইতে আইর্লণ্ড উপদ্বীপে গমনার্থে এক জাহাজ বাষ্পদ্বারা চালান যাইতেছে সে প্রতিদিন ইংগ্লণ্ড হইতে আইর্লণ্ডে যায় এবং তাহাতে যে বাষ্পের কল আছে সে ষাটি ঘোড়ার শক্তি ধারণ করে।

অন্য একটা বাষ্পের জাহাজ আছে সে ইংগ্লণ্ডহইতে কোপনহেগেন অর্থাৎ দিনামারের দেশে নিত্য যাতায়াত করিতেছে।

ইংগ্লণ্ড দেশহইতে আমেরিকা দেশ দেড় হাজার ক্রোশ অন্তর সে পথে যে বাষ্পের জাহাজ যায় এই সকলহইতে আশ্চর্য্য। সকল বাষ্পের জাহাজের পালু নাই ও দাঁড় নাই কেবল কয়লামাত্র সরঞ্জাম সে কয়লা জ্বালাইলে তাহার বাষ্প দ্বারা অনায়াসে চলে বাতাস না থাকিলেও রাত্রি দিন সমান চলে। কখন একো২ ন্যূনাধিক্য হয় না।

নীলগিরিপর্ব্বতীয় লোকেরদের বিবরণ।

এই পর্ব্বত মান্দরাজের নিকট সেখানকার লোকেরা অতিআশ্চর্য্য তাহারদের পুরোহিতের নাম গুরুগাল এবং বৎসর অন্তর তাহারা ঐ গুরুগালকে এক কুড়াল ও একখান বস্ত্র ও একখান কোদাল দেয় যদি কেহ না দেয় তবে তাহারা অনুমান করে যে ঐ গুরুগাল ব্যাঘ্রকে এই লওয়ায় যেন ঐ লোককে সে ভক্ষণ করে। গুরুগাল বৎসর অন্তর এক বার আসিয়া যে সকল লোকের নিকট এই২ দ্রব্য পায় তাহাকে একটু ধূলাপড়া দেয় যখন ঐ পর্ব্বতীয় লোকেরা বনের মধ্যে প্রবেশ করে তখন তাহারা ঐ ধূলা আপনারদের সম্মুখে ছড়ায় ও বলে যে এই ধূলা ছড়াইলে ব্যাঘ্র নিকটে আসিতে পারে না। তাহারা অতিশয় ভোক্তা একং জন প্রায় দুই সের তণ্ডুলের অন্ন ভক্ষণ করিতে পারে। তাহারদের বিবাহ হইবার সময় সম্বন্ধ স্থির হইলে বর কন্যা একত্র হইয়া বনমধ্যে প্রবেশ করে এবং সেখানে এক আলুগাছের উপর দুই জনে হাত দিয়া সে গাছ উপড়ায় তাহাতে তাহারদের বিবাহ সিদ্ধ হয়।

তাহারা এই জানে যে ব্যাঘ্রের মুখ বন্ধ করা এবং শস্য উৎপন্ন করা কেবল পুরোহিতের সাধ্য। ইহাতে তাহারদের দেশে পুরোহিতেরদের অতিশয় সংভ্রম এবং পুরোহিত যাহাকে আশীর্ব্বাদ দেয় সে নির্ভয়ে বনে ভ্রমণ করে।

সেই পর্ব্বতের মধ্যে এক ছোট পাহাড় আছে তাহাহইতে এক নদী নির্গতা হইয়াছে এবং আর এক স্থানে ঐ নদী এক ছোট পাহাড়ের নীচে দিয়া চলে তাহার নিকট অনেক মনুষ্য ও ঘোড়া ও হস্তি প্রভৃতির পায়ের চিহ্ন আছে সেখানে রাত্রিকালে নানা প্রকার মজবাদ্যের ন্যায় শব্দ হয় কখন২ বন্দুকের আওয়াজের মত শব্দ হয় কিন্তু সেখানে লোক নাই এবং ঐ পর্ব্বতীয় লোকেরা মাসান্তর একবার ঐ খানে নৈবেদ্য লইয়া গিয়া পূজাদি করে। তাহারা জানে যে যদি গুরুগাল আশীর্ব্বাদ করেন তবে সেখানকার বনপশুরা তাহারদের হিংসা করিতে পারে না কিন্তু সে মিথ্যা কখন২ তাহারা ঐ বনে মারাপড়িয়া থাকে। সেখানকার লোকেরা তাম্রবর্ণ স্ত্রী লোকেরা আপনার মাথার উপর অত্যল্প চুল বান্ধে বাকি চুল কপালের উপর দিয়া চক্ষুপর্য্যন্ত আনিয়া রাখে চুল আচড়াইয়া ঘাস দিয়া বান্ধে যদি অন্য পুরুষের সহিত কোন স্ত্রীর সংসর্গ হয় ও সে তাহার বাটীতে গিয়া দশ পোনর দিন থাকে তবে তাহার স্বামী তাহার উপর ক্রুদ্ধ হয় না তাহারদের মধ্যে দশ২ লোকের উপর একং জন অধ্যক্ষ আছে সকলে তাহার আজ্ঞা মানে। সে পর্ব্বতে উঠিতে কেবল দুই পথ আছে সে পথ এমন অল্প প্রস্থ যে ঘোড়া কি পালকী কিছু যাইতে পারে না।

আগরার তাজ অর্থাৎ শাহজাহানের কবর।

যে২ অট্টালিকা এখন পৃথিবীমধ্যে আছে সে সকলের মধ্যে শাহজাহানের কবর অতি আশ্চর্য্যরূপে গ্রথিত তাহার নাম তাজমহল। সে আগরার কিল্লাহইতে দেড় ক্রোশ অন্তর সে তাজবাটী ছয় শত হাত দীর্ঘ দুই শত চল্লিশ হাত প্রস্থ তাহার চতুর্দ্দিকে প্রাচির বেষ্টিত সে প্রাচিরের মধ্যদিগে লাল পাথরে গ্রথিত। প্রাচিরের দ্বারহইতে চৌদ্দ হাত অন্তরে শ্বেত পাথরেতে নির্ম্মিত এক বৃহৎ মেজে সে বার হাত উচ্চ এবং ছয় শত হাত চতুষ্কোণ

তাহার চারি কোণেতে চারি গুম্বেজ সে সকল শ্বেত প্রস্তরেতে নির্ম্মিত এবং যেখানে যোড় আছে সেই২ স্থানে নীল পাথর বসাইয়া দিয়াছে যেন যোড় দেখা না যায়। প্রকৃত তাজ এক শত কুড়ি হাত চতুষ্কোণ তাহার ওপরে এক খিলান সে আন্দে সাত চল্লিশ হাত তাহার বাহিরেতে সকল শ্বেত পাথর এবং যেখানে দ্বার কিম্বা খিড়কী আছে সেখানে নানা প্রকার রঙ্গের প্রস্তরদ্বারা ফুলের ঝাড়। যখন তাহার মধ্যে প্রবেশ করা যায় তখন মনে চমৎকার লাগে। সে কামরা আটকোণ তাহার বাহিরে এক কার্নিশ আছে সে কার্নিশ নানা প্রকার পাথরেতে সুশোভিত তাহার খিড়কী বার হাতের কম ওচ্চ নহে এবং প্রত্যেক খিড়কীর ওপর আরবী হরফ লিখা সে হরফ প্রস্তরেতে কৃত যেখানে২ হরফ সেই২খানে সেই মত কালা পাথর বসাইয়া হরফ করিয়াছে এবং সে হরফ এমন খোশখত ও আশ্চর্য্যরূপে নির্ম্মিত যে যে লোক তাহা দেখে সে চমৎকৃত হয় এবং খিড়কীর ওপর যে সকল ফুল আছে সে দূরহইতে প্রকৃত ফুল বোধ হয় কিন্তু নিকটে গেলে দেখা যায় যে সে প্রত্যেক পাকড়ি ভিন্ন২ পাথরেতে নির্ম্মিত এবং ফুলের যেখানে যেমন রঙ্গ সেখানে সেই রঙ্গের প্রস্তর দিয়া প্রস্তুত করিয়াছে। এবং দুঃখী লোকেরদের বাসের কারন তাহার চতুর্দ্দিকে অনেক ঘর ও বাগান আছে।

সেই মধ্যস্থানের কামরাতে শাহজাহানের বেগমের কবর সেই কবর শ্বেত পাথরে নির্ম্মিত এবং তাহার ওপর নানা প্রকার ঝাড় ও খোদকারী করা তাহার নিকট শাহজাহানের কবর সেও সেই মত সুশোভিত। এই কামরাতে তাহারদের শব নাই কিন্তু কামরার নীচে খিলান আছে সেই খিলানের মধ্যে তাহারদের শব আছে সেস্থানও এইপ্রকার সুশোভিত। যমুনার ওপারে এই তাজের মত আর এক তাজ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা সমাপ্ত হয় নাই কেবল বুনিয়াদ মাত্র হইয়াছিল তাহা অদ্যাপিও আছে শাহজাহানের ইচ্ছা ছিল যে তিনি আপনার নিমিত্তে এমন আর এক তাজ করেন কিন্তু তাহা শেষ না হইতে তাহার বিপদ ওপস্থিত হইল। এই তাজ তাহার বেগমের নিমিত্তে করিয়াছিলেন ১৬৩১ শনে তাহার বেগম মরেন এবং এই তাজ এগার বৎসরে গাথিত হইয়াছে তাহার পর তাহার পুত্র আওরঙ্গজেব তাহাকে সিংহাসনহইতে নামাইয়া আপনি বাদশাহ হইল এবং সা৭ বৎসরপর্য্যন্ত তাহাকে ঐ তাজের সম্মুখে আগরার কিল্লাতে কএদ রাখিল সাত বৎসরের পর তাহার মৃত্যু হইল এবং ঐ বেগমের তাজে তাহাকে কবর দিল। শাহজাহান যে সাত বৎসর কএদ ছিলেন এই কারণ তিনি অন্য তাজ আপনার নিমিত্তে আরম্ভ করিয়া সমাপ্ত করিতে পারেন নাই কেবল বুনিয়াদ হইয়াছিল। এই তাজমহল নির্ম্মাণ করিতে ষাটি লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য।

গত মাসে কতক ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য মুজাপুরহইতে কাশীপর্য্যন্ত গেল এবং সেখানে কোম্পানি বাহাদুরের যে বত্রিশ লক্ষ টাকা ছিল সে টাকা সরকারী ব্যয়ের নিমিত্ত তাহারা সঙ্গে করিয়া কানপুরে লইয়া গেল।

নসীরাবাদ।

নসীরাবাদহইতে ২৮ সেতম্বর তারিখের সমাচারপত্রদ্বারা শুনা গেল যে সেতম্বর মাসে সেখানকার প্রায় তাবৎ লোক অসুস্থ ছিল তাহার কারণ তাহারা এই অনুমান করে যে সেখানে সকল প্রকার ক্ষুদ্র২ বৃক্ষ অতিশীঘ্র বাড়ে বাঙ্গলাতেও সেইরূপ। তাহাতে অনেক২ লোকেরদের পীড়া হয় যেহেতুক বর্ষাকালে বন্যা আসিয়া ঐ সকল ঘাস ডুবিয়া যায় সেতম্বর মাসে যখন বন্যা হ্রাস হয় তখন ঐ সকল ঘাস পচিয়া গিয়া অতিশয় দুর্গন্ধ হয় এবং সূর্য্যের তেজ সে সময় অতিপ্রখর হইয়া সকল পরমাণু আকর্ষণ করে ও সে সকল আকাশে ব্যাপে তাহাতে অনেক২ লোকের পীড়া জন্মে। দিল্লীর ওত্তর পশ্চিমদিগে রিবাড়ী নামে যে স্থান আছে সেখানে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যের ছাওনি আছে এবং এই সময় সেখানে কোন পীড়া হয় না যেহেতুক সেখানে তৃণাদি জন্মে না ও সেখানকার ভূমি কেবল বালিময়।

গারোআরা।

গারোআরাহইতে ৫ আক্টোবর তারিখে সমাচার আসিয়াছে যে সেখানে বড় দুর্ভিক্ষ হইয়াছে কিন্তু সে সকল কেবল সেখানকার মহাজন লোকেরদের দোষ যেহেতুক সেখানে অতিসুন্দর মত শস্য জন্মিয়াছে। যখন ইংগ্লণ্ডীয়েরা সেখানে প্রথম গেল তখন সেখানে ফি টাকায় তিন মোন পাঁচ সের দানা ও দুই মোন ময়দা বিক্রয় হইত। এখন সেখানে দানা আট সের ও ময়দা সাড়ে সাত সের করিয়া বিক্রয় হইতেছে এবং এই অনুসারে সকল শস্যই দুর্মূল্য হইয়াছে কোন২ সময়ে তাহাও পাওয়া যায় না।

সমাচার দর্পণ।

আক্টোবর মাসে এ দেশে যেং আশ্চর্য্য কর্ম্ম হইয়াছে সে এই।

২ আক্টোবর ১৭৪১ সনে মান্দরাজে এক মহাঝড় হইয়া ফরাশিসরদের কুড়ি খান জাহাজ এবং অন্যং দেশীয়েরদের অনেক জাহাজ ডুবিয়া গিয়াছে।

৫ আক্টোবর ১৮০৫ সনে মোকাম গাজীপুরে লর্ড কর্ণওয়ালিশ সাহেব এতদ্দেশের বড় সাহেব মরেন।

১০ আক্টোবর ১৭৭৮ সনে মহারাষ্ট্রেরদের সহিত যুদ্ধারম্ভ হয় এবং ফরাশিসেরদের ফুলচেরি নামে স্থান ইংগ্লণ্ডীয়েরা দ্বিতীয়বার অধিকার করে।

১১ আক্টোবর [illegible]৬ সনে কলিকাতায় এমত এক ঝড় হয় যে কোম্পানির আট খান জাহাজ এবং অন্যং দেশীয়েরদের ত্রিংশ খান জাহাজ ও ত্রিংশ হাজার লোক মারা যায়।

১২ আক্টোবর ১৮০৪ সনে চান্দোরের কিল্লা ইংগ্লণ্ডীয়েরা অধিকার করে।

১৪ আক্টোবর ১৮০৩ সনে কটক জিলা নাগপুরের রাজার হাতহইতে ইংগ্লণ্ডীয়েরা অধিকার করে।

১৪ আক্টোবর ১৭৮২ সনে মান্দরাজে এমন এক ঝড় হইল যে তণ্ডুল বোঝাই জাহাজ সকল ডাঙ্গায় তুলিয়া ফেলিল তাহাতে অনেক তণ্ডুল নোকসান হইয়া দুর্ভিক্ষ হইল ঐ দুর্ভিক্ষে দশ হাজার লোক মরিল।

১৫ আক্টোবর ১৮১৫ সনে বোনাপার্ত সান্তহেলেনা ওপদ্বীপে আপনার কএদ স্থানে পঁহুছে।

১৬ আক্টোবর ১৮০৩ সনে নর্ম্মদা নদীর তীরে বুরানপুর নামে কিল্লা ইংগ্লণ্ডীয়েরা অধিকার করে।

১৭ আক্টোবর ১৮০৩ সনে আগরার কিল্লা ইংগ্লণ্ডীয়েরা অধিকার করে।

২০ আক্টোবর ১৭৯৯ সনে কচিন দেশ ইংগ্লণ্ডীয়েরা অধিকার করে।

২১ আক্টোবর ১৭৬১ সনে মান্দরাজে সতর ঘণ্টাপর্য্যন্ত এক মহাঝড় হইয়াছিল তাহাতে সেখানকার সকল জাহাজ ও সকল লোক মারা গেল।

২১ আক্টোবর ১৮০৩ সনে আশীর গড় ইংগ্লণ্ডীয়েরা প্রথমবার অধিকার করে।

২৫ আক্টোবর ১৮০৪ সনে ইংগ্লণ্ডীয়েরা গালনা কিল্লা অধিকার করে।

চণ্ডাল গড়।

চণ্ডালগড়হইতে ১৪ আক্টোবর তারিখের সমাচারদ্বারা শুনা গেল যে সেখানে শীতারম্ভ হইয়াছে ও বরফ পড়িতেছে। এবং সেখানকার লোকেরা এখন ভরসা করিতেছে যে এই বৎসর সেখানে অতিশয় শস্য জন্মিবে। এবং সেখানকার প্রাচীন লোকেরা কহে যে আমরা কখনও এপ্রকার দেখি নাই যেমন এই বৎসর শর্ষা ইত্যাদি ক্ষুদ্রং শস্য জন্মিয়াছে এবং এখন সে সকল ক্ষেত্র পুনর্ব্বার অন্য বীজ বপন করিবার উপযুক্ত হইয়াছে তথাচ সেখানে কোন দ্রব্য সস্তা নহে। এবং গরীব লোকেরা আপনারদের ক্ষেত্রজ শস্য সকল খাইয়া ফেলিয়াছে এখন বীজের কারণ শস্য ক্রয় করা তাহারদের অতি দুঃসাধ্য যেহেতুক মহাজন লোকেরা অতিশয় দুর্ম্মূল্যে সকল দ্রব্য বিক্রয় করিতেছে। ইহাতে ভয় হয় যে বীজাভাবে সুন্দর মত কৃষিকর্ম্ম হইবে না এবং পুনর্ব্বার আরও দুর্ভিক্ষ হইবে।

আশ্চর্য্য মরণ।

গত ১৫ আক্টোবর শুক্রবার তারিখে সাড়ে পাঁচটা বেলার সময় মোকাম চানকে এক সাহেবের কবর হইতেছিল তাহা দেখিতে শ্রীরামপুরস্থ অনেক লোক গঙ্গাতীরে জমাএত হইয়াছিল এই কালে এক জন হিন্দুস্থানীয় মহাজন শ্রীরামপুরের বান্ধাঘাটে বসিয়া হরিনামের মালা জপ করিতেছিল এবং চানকের জনতা দেখিতেছিল এই সময়ে অকস্মাৎ ঢুলিয়া পড়িল ইহা দেখিয়া তাহার অনুরক্ত লোকে তাহাকে ধরিয়া গঙ্গাজলে অন্তর্জল করিলে তাহার প্রাণত্যাগ হইল।

একশীকারি আর সর্প।

এক শীকারি বন্দুকদ্বারা একটা কপোতকে মারিতে আক্রমণ করিতেছিল ইতোমধ্যে এক সর্পের গাত্রে তাহার পদাঘাত হইবামাত্র সর্প তাহাকে দংশন করিল শীকারি সর্পের দংশন জ্বালাতে অতিপীড়িত হইয়া ভূমিতে পড়িবামাত্রে কপোত পলায়ন করিল শীকারি বিষের জ্বালাতে মরিল।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে নিরপরাধে কাহারো হিংসা করিতে বাসনা করিলে আপনার ক্ষিতি হয়। ৺

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতি সপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাঁহার লওনাবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহেং কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসেং এক টাকা যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকটে সমাচার না পোঁছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাহার নিকটে পাঠান যাইবে।

সমাচার দর্পণ

৭১ সংখ্যা। শনিবার। ৩০ অক্টোবর সন ১৮১৯। ১৫ কার্ত্তিক সন ১২২৬।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তমিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা এক টাকা চৌদ্দ আনা ডিস্কৌণ্ট। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা দুই টাকা চারি আনা ডিস্কৌণ্ট।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

৩০	আক্টোবর	শনিবার	১৫	কার্ত্তিক
৩১	ঐ	রবিবার	১৬	ঐ
১	নবেম্বর	সোমবার	১৭	ঐ
২	ঐ	মঙ্গলবার	১৮	ঐ
৩	ঐ	বুধবার	১৯	ঐ
৪	ঐ	বৃহস্পতিবার	২০	ঐ
৫	ঐ	শুক্রবার	২১	ঐ

সমাচার দর্পণ।

অযোধ্যার রাজা।

পূর্ব্বে নবাব শুজাওদ্দৌলা শাহ আলম বাদশাহের ওজীরী কর্ম্ম করিতেন তৎপ্রযুক্ত ওজীর নবাব তাঁহার খ্যাত নাম ছিল এবং তাঁহার পুত্র নবাব আসফদ্দৌলা ও নবাব সহদাতালীও সেই নামে খ্যাত ছিলেন সম্প্রতি নবাব শুজাওদ্দৌলার পৌত্র নবাব সহদাতালীর পুত্র নবাব গাজুদ্দীন হয়দরকে শ্রীশ্রীযুত অযোধ্যার রাজা নামে খ্যাত করিয়াছেন। ঐ নবাব সাহেবেরা ইহার পূর্ব্বে যত দিন ঐ নামে খ্যাত ছিলেন তত দিন অন্যের অধীন ছিলেন কিন্তু এখন নবাব গাজুদ্দীন হয়দর অযোধ্যার রাজা নামে স্বতন্ত্র রাজা হইলেন এখন তাঁহার উপরে অন্যের কর্তৃত্ব থাকিল না।

মোং লক্ষ্ণৌতে এই বিষয় হওনের জনরব পূর্ব্বে হইয়াছিল কিন্তু শ্রীশ্রীযুতের অনুজ্ঞা ব্যতিরেকে প্রকৃত কর্ম্ম হইয়াছিল না পরে ৯ আক্টোবরে ঐ নবাব সাহেব শ্রীশ্রীযুতের অনুজ্ঞাতে সিংহাসনে বসিয়া অযোধ্যার রাজা নামে খ্যাত হইয়াছেন। ঐ তারিখে শ্রীযুত জেনেরাল মার্সল সাহেব ও তাঁহার অধীন তাবৎ সৈন্য ও সেখানকার উকীল শ্রীযুত মক্কিতন সাহেব মোং লক্ষ্ণৌতে হাতীর উপরে আরোহণ করিয়া নবাব ওজীরের ফরীদবক্স নামে খ্যাত রাজগৃহে গেলেন এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সৈন্য ও নবাবের সৈন্য ঐ রাস্তাতে দুই দিকে সারি২ দাঁড়াইল পরে ইংগ্লণ্ডীয় সাহেবেরা নবাব ওজীরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরস্পর মিলিলেন। পরে নবাব ওজীর অতৈশ্বর্য্যরূপে আপনারদের দরগায় গেলেন ও সেখানে আপনারদের শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়া করিয়া ফিরিয়া আইলেন ও আপন রাজগৃহে বসিয়া তাবৎ ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত যথাযোগ্য আহার করিলেন। পরে আহার করিয়া তাহারা সকলে বারদুয়ারি ঘরে গেলে নবাব ওজীর গাজুদ্দীন হয়দর যখন আপন নূতন সিংহাসনের পশ্চাদ্বর্ত্তি দ্বার দিয়া ঐ ঘরে উপস্থিত হইলেন তখন তাহার এক জন প্রাচীন চাকর সূর্য্যরশ্মির ন্যায় তেজস্বী নানাবিধ মনি মুক্তা প্রবালাদিতে ভূষিত এক স্বর্ণ মুকুট লইয়া সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং ঐ নবাব সাহেবের হস্তে তাহা অর্পণ করিল। তিনি ঐ মুকুট লইয়া সিংহাসনে বসিলেন ও আপন মস্তকে দিলেন তৎক্ষণাৎ ইংগ্লণ্ডীয়েরা তাঁহাকে সেলাম করিল ও তাঁহার চাকর লোক ও জমীদার লোক ও লক্ষ্ণৌ শহরের তাবৎ লোক তাঁহাকে সেলাম ও সম্ভ্রম করিল ও নানা প্রকার তোপ হইল। সেই দিনে দিবা রাত্রে ঐ শহরে নাচ ও গান ও বাদ্যপ্রভৃতি প্রজালোকেরদের বহুবিধ আমোদ হইল এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরা ও অন্য২ ওমরা লোকেরা তাঁহাকে অযোধ্যার রাজা বলিয়া সম্বোধন করিয়া সমাদর করিল তখন তিনি ত্রিশ হাজার টাকার মুক্তা তাহারদের উপরে ছড়াইয়া দিলেন তাহারা আপনং ইচ্ছাপূর্ব্বক সে সকল মুক্তা গ্রহণ করিলেন।

নূতন গ্রন্থ সমাপ্ত।

শ্রীযুত ডক্তর উলসন সাহেব এক দিকে সংস্কৃত ও আর এক দিকে ইংরাজী এই রূপ এক অভিধান গ্রন্থ অনেক গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিয়া বহু পরিশ্রম পূর্ব্বক বহু দিনের পর সমাপ্ত করিয়াছেন সে গ্রন্থ এগার শত ষোল পৃষ্ঠ সে অদ্ভুত গ্রন্থ তাহাতে সংস্কৃত যাবৎ শব্দ ও তাহার ইংরাজী ভাষা ও এক২ শব্দের দুই তিন প্রকার অর্থ ও নানা কোষ প্রমাণ দিয়া সকল শব্দার্থ সপ্রমাণীকৃত সে গ্রন্থ লোকেরদের দৃষ্টি গোচর হইলেই তাহার গুণ প্রকাশ হইবেক লিখিয়া কত জানাইব। তাহার মূল্য

ইংরাজী কাগজে এক শত টাকা ও পাঁচ লাই কাগজে আশী টাকা।

পশ্চিম হিন্দুস্থান।

রজপুতানা দেশহইতে সমাচার আসিয়াছে যে এই বৎসর সেখানে যে বর্ষা হইয়াছে তাহাতে শস্যাদির অনেক উপকার হইবে সেখানকার ভূমি উর্ব্বরা কিন্তু গত দশ বৎসর পিণ্ডারিরদের উৎপাতে কৃষকেরা পলায়ন করিয়াছিল তৎপ্রযুক্ত শস্যাদি তাদৃক উৎপন্ন হইত না। পিণ্ডারিরা সে দেশের নানা দুরবস্থা করিয়াছিল সেখানকার কূপ সকল বন্ধ করিয়াছিল ও জলের পথ বন্ধ করিয়াছিল ও উত্তম বৃক্ষাদি সকল কাটিয়া রন্ধনের কাষ্ঠ করিয়াছিল এইং রূপ নানা দৌরাত্ম্য দশ বৎসরপর্য্যন্ত সে দেশে ছিল কিন্তু এখন তাহার উপশম হইয়াছে বটে তথাপি অনেক দিনের অপচয় অল্প দিনে উপচয় হইতে পারে না।

উদয়পুর এখন অতিসুশৃঙ্খল রূপে চলিতেছে যেহেতুক সে দেশে যে ইংগ্লণ্ডীয় উকীল সাহেব আছেন তাঁহার পরামর্শে উদয়পুরের রাজা রাজকর্ম্ম করিতেছেন ইহাতে চতুর্দ্দিকহইতে প্রজারা আসিয়া তাঁহার রাজ্যে বসতি করিতেছে।

চুরি।

X এক ব্রাহ্মণ যোকাম বল্লভপুরে রাধাবল্লভ দেবের বাটীতে অতিথি হইয়া তিন দিন ছিল অনন্তর ২৮ আক্টোবর ১৩ কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার দিনে নয় ঘণ্টা সময়ে পূজক ব্রাহ্মণ রাধাবল্লভ দেবকে স্নান করাইবার কালে তাঁহার তাবৎ অলঙ্কার খসাইয়া এক স্থানে একত্র করিয়া রাখিয়া স্নান করাইতেছিল পরে স্নানাবসানে পূজক ব্রাহ্মণ কোন কর্ম্মের কারণ অন্য ঘরে গিয়াছিল ইত্যবসরে ঐ অতিথি ব্রাহ্মণ অনুমান হাজার বার শত টাকার সেই তাবৎ অলঙ্কার লইয়া পলাইল পরে তৎক্ষণাৎ তাহার অন্বেষণার্থ চতুর্দ্দিকে অনেকং লোক গিয়াছিল কিন্তু চোর ধরা পড়ে নাই।

ভাগ্যোদয়।

ইংগ্লণ্ড দেশে এক মহাজনের এক কেরাণী কতক দিন হইল এক যুবতি স্ত্রীকে বিবাহ করিল। এবং তাহার সঙ্গে বত্রিশ লক্ষ টাকা পাইল কিছু দিন পরে তাহার এক জ্ঞাতি তাহাকে আর চব্বিশ লক্ষ টাকা দিয়া মরিল। অতএব সে অল্প দিনের মধ্যে স্ত্রী ও ক্রমেং ছাপ্পান্ন লক্ষ টাকা পাইয়া ভাগ্যবান হইল।

কনস্তান্তীনোপল।

কনস্তান্তীনোপল শহরে এখন বড় উপদ্রব হইতেছে ও তথাকার বাদশাহের পরাক্রম কিছু ন্যূন হইতেছে তাহাতে ঐ বাদশাহ আপনার বিপরীতকারী এক জন ওমরার মস্তক ছেদন করিল ও লোকেরদের ভয় প্রদর্শনের কারণ তাহার শব রাজপথে লটকাইয়া দিল।

পাগলের দৌরাত্ম্য।

ফ্রান্স দেশে এক ব্যক্তি অতিভাগ্যবান যুবা লোক ও তাহার স্ত্রী পুত্রাদি ছিল দৈবাৎ সে ব্যক্তি পাগল হইয়াছিল পরে তাহার আত্মীয় লোকেরা আসিয়া তাহাকে শহরের মধ্যে লইয়া গেল ও তাহার চিকিৎসা করিল তাহাতে জ্ঞান হইল যে সে পাগল ভাল হইয়াছে অতএব তাহাকে ছাড়িয়া দিল এবং সে আপন পরিজন লইয়া আপন দেশে গেল পরে গত ১০ জুন তারিখে সে আপন স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া আপন গুদামে গেল ও সেখানে অনেক ক্ষণপর্য্যন্ত রহিল ইহাতে তাহার স্ত্রীর ভগিনী তাহারা কি করিতেছে তাহা দেখিতে সেখানে গেল। পরে তাহার চাকর লোকেরা তাহার বিলম্ব দেখিয়া কোন মন্দ বিষয় বিতর্ক করিয়া সেখানে গেল এবং দেখিল যে ঐ পূর্ব্ব পাগল ব্যক্তি আপন স্ত্রীর ও তাহার ভগিনীর গলা ছুরি দিয়া কাটিয়া ফেলিয়া ঐ গুদামের এক কোণাতে বসিয়া হাসিতেছে। ইহাতে লোকের অনুভবে এই আইসে যে তাহার বায়ুরোগ নিবৃত্তি হইয়াছিল না।

মিথ্যানোট প্রাপ্তি।

১২ জুন তারিখে ফ্রান্স দেশের রাজধানী শহর পারিশে পুলিসের বরকন্দাজেরা এক দিন বুঝিল যে এই ঘরের মধ্যে চোরা জিনিস আছে ইহা বুঝিয়া তাহা অন্বেষণ করিল কিন্তু সেখানে এক ঘোড়ার জিন বিনা আর কিছু পাইল না পরে তাহারদের মধ্যে এক জন কৌতুক করিয়া সে জিন ওল্টাইল ও তাহার মধ্যে চারি লক্ষ টাকার হস্তকলমের নোট পাইল। যাহারা এ কর্ম্ম করিয়াছে তাহারা অদ্যাপি ধরা পড়ে নাই।

নূতন প্রকার তৈল।

ইউরোপের নাপল্স শহরের সমাচার আসিয়াছে যে সেখানে দ্রাক্ষা ফলের মধ্যে যে বীচি আছে তাহাতে এক জন নূতন প্রকার তৈল নির্গত করিতেছে সে তৈলের এই গুণ যে তাহাতে যে প্রদীপ জ্বলে তাহার ধূম নির্গত হয় না। অতএব দ্রাক্ষার ফলে মদিরা ও তাহার বীচিতে তৈল জন্মিতেছে।

সমাচার দর্পণ।

গুপ্ত শত্রু।

১৭ জুন তারিখে পারিশ শহরে এক জন ভাগ্যবান লোকের নিকটে এক ব্যক্তি আসিয়া এক ক্ষুদ্র সিন্দুক দিল ও কহিল যে তুমি অমুক ঘণ্টার সময়ে ইহা খুলিও। ইহাতে ঐ ভাগ্যবান ব্যক্তি বুঝিল যে ইহাতে কোন দোষ থাকিতে পারে পরে তখনি সিন্দুক খুলিতে চেষ্টান্বিত হইল ও সিন্দুক কিছু দূরে রাখিয়া অল্পেং খুলিল ও দেখিল যে তাহার মধ্যে গুলি ও বারুদ আছে। সে সিন্দুক এমত প্রস্তুত করিয়াছিল যে যে ব্যক্তি খুলিবেক সে তখনি মারা পড়িবেক যেহেতুক খুলিবার সময়ে ঐ সিন্দুকের মধ্যে লৌহ ও প্রস্তরে লাগিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হইয়া নীচে বারুদে পড়ে তাহাতেই যে খোলে তাহার সর্ব্বনাশ হয় ইহাতে সে ব্যক্তি দেখিল যে আমাকেই মারিবার কারণ এই প্রকার করিয়াছিল। পরে এই সমাচার পুলিসে দিবামাত্র পুলিসের লোক ঐ দুষ্ট লোককে অন্বেষণ করিতেছে।

সমুদ্রের স্রোত।

দুই বৎসর হইল যখন ইংগ্লণ্ডীয়েরদের জাহাজ উত্তর কেন্দ্র দর্শনার্থে গিয়াছিল তখন তাহারা যেপর্য্যন্ত আসিয়াছিল তাহার বিবরণ লিখিয়া এক বোতলের ভিতর ভরিয়া মুখ বন্ধ করিয়া সমুদ্রের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছিল সেই বোতল সমুদ্রের স্রোতে ভাসিতেং এই বৎসর ঐর্লণ্ড দেশে পহুছিয়াছে ইহাতে হিসাব করিয়া জানা গেল যে সমুদ্রের স্রোত প্রতিদিন চারি ক্রোশ করিয়া চলিয়াছিল।

বাষ্পের জাহাজ।

আমেরিকা দেশে দিনেং বন কাটাইয়া লোক বসতি হইতেছে সে দেশে অতি বড় অনেক নদী আছে এবং সেইং নদীতে বাষ্পের জাহাজ বাণিজ্যের কারণ দিবারাত্রি চলিতেছে তাহাতেই সে দেশ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিষ্ণু হইতেছে সেখানে বাণিজ্যের এক বড় স্থানহইতে এক হাজার ক্রোশ দূর বাণিজ্যের অন্য বড় স্থান তাহার মধ্যে নৌকার পথ আছে ও বাষ্পের নৌকা সেই দুই স্থানে নিত্য গমনাগমন করে সেই এক হাজার ক্রোশ পথ বাষ্পের নৌকা উজানে ত্রিশ দিনে পঁহুছে এবং ভাটীয় তাহার অর্দ্ধেক সময়ে আইসে যদি এতদ্দেশে সেই রূপ নৌকাসৃষ্টি হইত তবে এখানহইতে পাটনা শহর আড়াই শত ক্রোশ কিন্তু সে নৌকাদ্বারা সাত দিনে উজানে যাইতে পারা যাইত ও তাহার অর্দ্ধেকেতে আইসা যাইত।

ডাক বেহারা।

পূর্ব্বে লোকের প্রয়োজনানুসারে কোম্পানি উপযুক্ত মূল্য লইয়া ডাক বেহারা দিতেন তাহাতে কোনং স্থানে দেড় টাকা ক্রোশ ছিল ও কোনং স্থানে তাহার অধিকও ছিল কিন্তু সংপ্রতি কোম্পানি হুকুম করিয়াছেন যে এক ক্রোশ যাইতে এক টাকার অধিক লাগিবেক না এবং তাহার মধ্যে তৈল ও মসাল ইত্যাদি সকল খরচ।

ফারসী রাজার উকীল।

ফারসী দেশের বাদশাহ ইংগ্লণ্ডের বাদশাহের নিকটে এক উকীল পাঠাইয়াছেন তিনি এখন লণ্ডন্ শহরে আছেন এবং সেখানকার লোক ঐ উকীলকে দেখিতে যায় ও তাহার সঙ্গে চরকাসিয়া দেশের এক স্ত্রী আছে তিনি তাহাকে দেখিতে কোন লোককে দেন না। ঐ স্ত্রী উকীলের সহিত আহার করে না কিন্তু ঐ উকীল আহারীয় দ্রব্য তাহার নিকটে দুই জন লোকের দ্বারা পাঠায় সে দুই লোক সে স্ত্রীর দ্বারে আহার দ্রব্য লইয়া উপস্থিত হইলে সে স্ত্রীর নিকটহইতে দুই জন খোজা আসিয়া তাহা লইয়া সে স্ত্রীকে দেয়। তাহার নিকটে চারি জন খোজা পরিচারক আছে তদ্ভিন্ন তাহার কাছে অন্য যাইতে পারে না তাহার পোশাক অতিবহুমূল্য এবং তাহার ঘোড়ার সজ্জা লাগাম জীন প্রভৃতি সকল বহুমূল্য সে সজ্জা হীরা মনিতে ও স্বর্ণে খচিত এবং তাহার ঘোড়ার গলায় স্বর্ণময় জিঞ্জির আছে সে উকীল ইংগ্লণ্ডের বাদশাহের নিকটে অত্যুত্তম এক ঘোড়া উপঢৌকন আনিয়াছে।

বড় সাহেব।

পূর্ব্বে আমরা লিখিয়াছিলাম যে শ্রীযুত এলফিনস্তন সাহেব মোকাম বোম্বয়ের বড় সাহেব হইবেন কিন্তু এখন শুনা যাইতেছে যে শ্রীযুত এল ফিনস্তন সাহেব মান্দরাজের বড় সাহেব হইবেন ও শ্রীযুত সর জন মালকম সাহেব বোম্বয়ের বড় সাহেব হইবেন।

যুদ্ধের ব্যয়।

বোনাপার্ট্টের সহিত যুদ্ধে এবং তাহার পূর্ব্বে তাহার অগ্রাধিকেরদের সহিত যুদ্ধে এক হাজার ছয় শত বত্রিশ কোটি টাকা ইংগ্লণ্ডীয়েরদের ব্যয় হইয়াছিল এই টাকা যদি স্বর্ণের মোহর করিয়া ওজন করা যায় তবে সাতর হাজার এক শত মোন ওজন হয় ও যদি সাড়ে চারি মোন

স্বর্ণে এক গাড়ী বোঝাই করা যায় তবে তিন হাজার আট শত গাড়ী বোঝাই হয় যদি সেই টাকার স্বর্ণের তার করা যায় তবে তাবৎ পৃথিবী বেষ্ঠন করা যায় যদি সেই টাকার রূপা গাড়ীতে বোঝাই করা যায় তবে ছেহত্তর হাজার গাড়ী বোঝাই হয়। এবং যদি সেই সকল গাড়ী সারি২ করিয়া রাখা যায় তবে চারি শত বত্রিশ ক্রোশ ভূমি ব্যাপে। ফ্রান্স ও স্পানিয়া ও জর্মনি ও দিনামার ও হলাণ্ড ও রুষিয়া ও আমেরিকারদের ঐ যুদ্ধে ব্যয় যদি গণনা করা যায় তবে কত হয় তাহা জানা যায় না।

নুতন গাড়ী।

ইংগ্লণ্ড দেশে পাঁচ মাস হইল এক ব্যক্তি এক নুতন প্রকার গাড়ী সৃষ্টি করিয়াছে বিনা ঘোড়ায় সে চলে। তাহার মধ্যখানে এক জনের বসিবার স্থান আছে তাহার সম্মুখে এক জন বসিয়া হালি ধরিয়া থাকে এবং গাড়ীর পশ্চাদ্ভাগে এক জন বসিয়া এক কল ঘুরায় তাহাতে গাড়ী শীঘ্র২ চলে সে গাড়ী এক দণ্ডে চারি ক্রোশ চলে কিন্তু প্রতিদিন চলিতে হইলে আড়াই দণ্ডে চারি ক্রোশ অবাধে চলিতে পারে এবং সে এমত হালকা যে সে সকল সুদ্ধ পঞ্চাশ শেরের অধিক ভারী নহে।

জায়গীর।

ইংগ্লণ্ডীয়েরা গত যুদ্ধকালে যে সকল ঘোড়সোয়ারেরদিগকে চাকর রাখিয়াছিলেন পরে যুদ্ধ নিবৃত্তি হইলে পুনর্ব্বার তাহারদের এক ভাগ বিদায় করিয়াছিলেন এবং ভাণ্ডিয়েরদের দেশে তাহারদের প্রতি জনকে বিনা রাজকরে পঞ্চাশ বিঘা করিয়া জমী জায়গীর দিতে স্বীকার করিলেন কিন্তু তাহারদের মধ্যে কোন লোক তাহা লইল না। এই নিমিত্ত তাহারা তাহা হেয়জ্ঞান করিল প্রথম সেখানে কোন প্রকারে জল পাওয়া যায় না এবং সেখানে জল ব্যতিরেকে কোন শস্যাদি জন্মে না এবং প্রথমাবধি সেখানে বন ও ডাকাতি স্থান ও তিন শত হাত না খুদিলে সেখানে জল পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় যদ্যপি সেখানে শস্যাদি জন্মিত তথাপি নিত্য সেখানে যুদ্ধ করিতে হয় যেহেতুক সেখানকার চতুর্দ্দিকে ডাকাইতেরা ঝাঁকে২ বিলি আছে। তৃতীয় তাহারা এই কহিল যে শ্রীশ্রীযুত যদি সে দেশ ব্যতিরিক্ত অন্যত্র সে ভূমির চতুর্থাংশ দিতেন তথাপি আমরা খুসী হইতাম।

ইতিহাস।

এক পক্ষী এক কৃষকের ধান্য ক্ষেত্রে বাসা করিয়া বাস করে এবং তাহার দুই তিনটা বাচ্চাও থাকে। ঐ পক্ষী প্রতিদিন আহারের কারণ অন্য২ স্থানে যায় কিছু দিন পরে ঐ ক্ষেত্রের ধান্য পক্কপ্রায় দেখিয়া ঐ পক্ষী চিন্তিত হইয়া এক দিন আপন বাচ্চারদিগকে কহিল যে আমি আহারার্থে প্রতিদিন অন্য২ ক্ষেত্রে যাই এখানে থাকি না যদি কোন দিন কেহ আসিয়া কোন কথা কহে তাহা তোমরা আমাকে জানাইও। পরে এক দিন ঐ ক্ষেত্রের স্বামীরা পিতা পুত্রে ক্ষেত্রে আসিয়া ধান্য পক্ক দেখিয়া কহিল যে ধান্য সুপক্ক হইয়াছে কল্য আত্মীয় লোকেরদিগকে ডাকিয়া ধান্য কাটিতে হইবেক। ইহা পক্ষির বাচ্চারা শুনিল পরে পক্ষী বাসায় আইলে সেই কথা তাহাকে কহিল। তাহা শুনিয়া পক্ষী উদ্বিগ্ন না হইয়া কহিল যে ভাল ক্ষতি নাই কল্য যে কথোপকথন হইবে তাহাও তোমরা আমাকে জানাইও।

পর দিন ঐ কৃষকেরা পিতা পুত্রে ঐ ক্ষেত্রে আসিয়া কহিতে লাগিল যে হায় আত্মীয়েরদিগকে ডাকিলাম তাহারা কেহই আইল না ভাল কল্য জ্ঞাতি কুটুম্বেরদিগকে ডাকিয়া ধান্য কাটিতে হইল এই কথাও পক্ষির বাচ্চারা শুনিল পরে পক্ষী বাসায় আইলে বাচ্চারা সে কথাও তাহাকে শুনাইল তাহাতে পক্ষী কহিল যে হউক উদ্বেগের বিষয় নহে ভাল কল্য যে কথা বার্ত্তা হইবে তাহাও আমাকে তোমরা জানাইও। পরে সে দিন ঐ কৃষকেরা পিতা পুত্রে আসিয়া ক্ষেত্রের নিকটে কহিল যে হায় কি হইবে জ্ঞাতি কুটুম্বেরাও আইল না দূর হউক কল্য আমরা পিতা পুত্রেই আসিয়া এই ধান্য কাটিব। ইহাও ঐ বাচ্চারা শুনিল কিঞ্চিৎ পরে পক্ষী বাসায় আইলে বাচ্চারা কহিল যে কল্য কৃষকেরা পিতা পুত্রে আসিয়া ধান্য কাটিবে। ইহা শুনিয়া পক্ষী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইল ও সেখানহইতে বাসা উঠাইয়া আপন বাচ্চারদিগকে লইয়া অন্যত্র গেল ও সেখানে বাসা করিয়া কাল যাপন করিতে লাগিল।

এই কথার তাৎপর্য্য এই যে আপন কর্ম্ম আপন হাতে করিলেই নিষ্পন্ন হয় অন্যের দ্বারা কদাচ হয় না।

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতি সপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনাবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে২ এক টাকা যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাঁহার নিকটে সমাচার না পৌঁছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে [illegible]

সমাচার দর্পণ

৭৭ সংখ্যা। শনিবার। ৬ নবেম্বর সন ১৮১৯। ২২ কার্ত্তিক সন ১২২৬।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে ॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা এক টাকা দশ আনা ডিস্কৌণ্ট। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা এক টাকা চৌদ্দ আনা ডিস্কৌণ্ট।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

৬	নবেম্বর	শনিবার	২২	কার্ত্তিক
৭	ঐ	রবিবার	২৩	ঐ
৮	ঐ	সোমবার	২৪	ঐ
৯	ঐ	মঙ্গলবার	২৫	ঐ
১০	ঐ	বুধবার	২৬	ঐ
১১	ঐ	বৃহস্পতিবার	২৭	ঐ
১২	ঐ	শুক্রবার	২৮	ঐ

ইস্তাহার।

কলিকাতা ১ নবেম্বর ১৮১৯ সাল।

পূর্ব্বে আমারদের রাজমহীতে মঙ্গলুল বাঙ্কে আমারদের অংশদার অধ্যক্ষ ও তাহার কর্ম্মকারী যে শ্রীযুত জর্জ বালার্ড সাহেব ইনি পূর্ব্বে কোম্পানি বাহাদুরের চিকিৎসাকর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন ইহাকে এবং পূর্ব্বে কোম্পানি বাহাদুরের রাজকর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন যে শ্রীযুত জেম্স চার্লস কোলব্রুক সদেলান্দ সাহেব এই দুই সাহেব আমারদের বাঙ্ক কর্ম্মে ও এজেণ্ট কর্ম্মে অদ্য হিস্সাদার হইয়া নিযুক্ত হইলেন।

অতএব আমারদের সম্প্রদায়ের অন্তঃপাতী এই২ সকল লোক।

শ্রীযুত হেনরি আলেক্‌জান্দর সাহেব।
ও শ্রীযুত জন মল্লার্তন সাহেব।
ও শ্রীযুত জেম্স যঙ্গ সাহেব।
ও শ্রীযুত তমস ব্রাকেন সাহেব।
ও শ্রীযুত জর্জ বালার্ড সাহেব।
ও শ্রীযুত জেম্স চার্লস কোলব্রুক সদেলাণ্ড সাহেব।

স্বাক্ষরকারী আলেক্‌জান্দর কোম্পানি।

ইস্তাহার।

কতক বৎসর ইংগ্লণ্ডীয় চিকিৎসকের নিকটে চিকিৎসার কর্ম্ম করিয়াছে এবং আপনার চিকিৎসা পাণ্ডিত্যের নিদর্শন দেখাইতে পারে এমন কোনহ এতদ্দেশীয় চিকিৎসক যদি কোঁচবেহারে যাইতে বাঞ্ছা করে তবে সে মোকাম শ্রীরামপুর ছাপাখানাতে আইসুক অথবা মোকাম কলিকাতা শ্রীযুত ফার্গসন ক্লার্ক কোম্পানির নিকটে আইসুক।

সমাচার দর্পণ।

খুন।

গত শনিবার বৈকালে মহর্‌রমের সময়ে মোং চানকে মুসলমানেরা আপনারদের মধ্যে কাজিয়া করিয়াছিল তাহাতে ঐ তারিখে তরবালদ্বারা তিন জন খুন হইয়াছে।

ওলাওঠা।

গত শনিবারে মোং কলিকাতা মুসলমানেরদের মহর্‌রমে বার জন যুবা ও তিন জন ছোকরা বাদ্যকর বাদ্য করিতে আসিয়াছিল পরে তাহারদের সকলের ওলাওঠা এককালে হওয়াতে এক জন মরিলে তৎক্ষণাৎ এক সাহেবের নিকটে সে সমাচার গেল ঐ সাহেব আসিয়া ঔষধি দ্বারা বাকী চৌদ্দ জনকে সুস্থ করিয়াছে।

ভূমিকম্প।

মোং চাটিগ্রামে ১৩ আক্টোবর অবধি বিশ দিনপর্য্যন্ত চারিবার ভূমিকম্প হইয়াছে।

দরবার।

গত বুধবারে মোকাম কলিকাতাতে শ্রীশ্রীযুতের ঘরে দরবার হইয়াছিল অর্থাৎ কলিকাতাস্থ তাবৎ ভাগ্যবান লোক ও অন্যান্য স্বদেশীয় রাজা ও জমীদার প্রভৃতিরদের উকীলেরা ঐ তারিখে শ্রীশ্রীযুতের নিকটে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। এই প্রকার দরবার সম্বৎসরে দুই এক বার হয় এই দরবার ব্যতিরিক্ত অন্য দরবার হইয়া থাকে তাহাতে কেবল ইংগ্লণ্ডীয়েরা শ্রীশ্রীযুতের সাক্ষাৎ করিতে যান।

বোম্বই।

মোকাম বোম্বইতে হিসাব করিয়া

সমাচার দর্পণ।

জানা গেল যে গত এক বৎসর পোনের দিনে সেখানে চব্বিশ হাজার দুই শত সাতাইশ লোকের ওলাওঠা হইয়াছিল তাহার মধ্যে চৌদ্দ শত পঞ্চাশ লোক কোম্পানির চিকিৎসকের চিকিৎসাদ্বারা নীরোগ হইল কিন্তু অবশিষ্ট লোক মারা পড়িল ইহাতে দেখা গেল যে বাইশ হাজার লোকের অধিক লোক কোম্পানির অনুগ্রহেতে রক্ষা পাইয়াছে যদি ইহাতে কোম্পানি বাহাদুরের চেষ্টা ও মনোযোগ না থাকিত তবে অনেক লোক মরিত। ইহাতে দেখা যায় যে এতদ্দেশের প্রতি কোম্পানির কি পর্য্যন্ত অনুগ্রহ ও উপকার চেষ্টা।

গঙ্গা সাগর।

এখন বর্ষা নিবৃত্তি হওয়াতে গঙ্গা সাগরের বন কাটিবার উদ্যোগ পুনর্ব্বার বলবান্ হইল অনুমান হয় যে আগামি বর্ষা আগমন পর্য্যন্ত প্রকৃত গঙ্গাসাগর উপদ্বীপের বন কাটা সমাপ্ত হইবে এবং শ্রীযুত পামর সাহেব যে ভাগ লইয়াছেন তাহার অধিক ভাগ ইহার মধ্যে কাটান হইবে।

আরোগ্যের কারণ গঙ্গাসাগরে যে স্থান প্রস্তুত করিতে কল্প হইয়াছে তাহাতে যেং সাহেব লোকেরা চেষ্টিত আছেন তাহারা গত বুধবারে সকলে একত্র এক পরামর্শ হইয়া সেই ঘর গাঁথিতে স্থির করিয়াছেন।

জাহাজ।

৪ নবেম্বর তারিখে মোং কলিকাতায় এক শত তেষট্টি জাহাজ ছিল তাহার মধ্যে এগার আমেরিকার জাহাজ ও সাত ফ্রান্সীয়েরদের জাহাজ পাঁচ পোর্তুগীশেরদের দুই দিনামারেরদের পোনের আরব দেশীয়েরদের। অবশিষ্ট ইংগ্লণ্ডীয়েরদের তাহার মধ্যে চৌয়াল্লিশ জাহাজের কেরায়া হয় নাই।

মান্দরাজের সৈন্য।

সকল লোক অবগত আছে যে ভারতবর্ষে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের তিন সদর স্থান কলিকাতা ও মান্দরাজ ও বোম্বই এবং মান্দরাজ ও বোম্বই এই দুই স্থানের অন্তঃপাতী যত সৈন্য আছে সে সকল সেখানকার এক জন প্রধান সেনাপতির অধীন সে সেনাপতিও কলিকাতার শ্রীশ্রীযুতের অধীন এবং শ্রীশ্রীযুত আপন ইচ্ছানুসারে মান্দরাজ ও বোম্বইয়ের সৈন্য যেখানে সেখানে পাঠাইতে পারেন এখন মান্দরাজে ঘোড়সোয়ার ও তোপখানা ছাড়া পদাতিক সৈন্য পঞ্চাশ হাজার চারি শত আছে তাহার খরচ প্রতিমাসে আট লক্ষ সাত চল্লিশ হাজার টাকা অতএব বৎসরে এক কোটি এক লক্ষ চৌষট্টি হাজার টাকা ব্যয় হয় ইহা ছাড়া ঘোড়সোয়ারের ও তোপখানার খরচ আছে।

শ্রীযুত রণজিৎ সিংহ।

লাহোরের আকবারদ্বারা শুনা গেল যে শ্রীযুত রণজিৎ সিংহ বাহাদুরের প্রধান চাকর দেওয়ানচন্দ্র কাশ্মীরে যাইতে পঞ্জাবপর্য্যন্ত পঁহুছিয়াছে। কাশ্মীরের জমীদারেরদের সহিত রণজিৎ সিংহের লোকের কিছু বিবাদ হইয়াছিল তন্নিমিত্তে দেওয়ানচন্দ্রকে তিনি সেখানে পাঠাইয়াছেন। দেওয়ানচন্দ্রের সহিত যে শীকের সৈন্য কাশ্মীরে গিয়াছিল তাহার মধ্যে কতক সৈন্য সেখানহইতে পলাইয়াছে তাহাতে রণজিৎ সিংহ কাশ্মীরের নাজীম মোতিচন্দ্রকে হুকুম করিলেন যে কাশ্মীরের যত পাহাড়ের উপরে পথ আছে সেইং পথে চৌকী রাখ যে শীকের সৈন্য না পলায়।

অকালকান্ত নামে এক নানকের মন্দিরে রণজিৎ সিংহ বিশ হাজার টাকা দিয়াছেন এবং কাশ্মীর অধিকার করিবার কালে রাজা সারচন্দ্র রণজিৎ সিংহের অনেক সাহায্য করিয়াছিল তৎপ্রযুক্ত তিনি তাহাকে পাঁচ হাজার টাকা বখশিশ দিয়াছেন। এবং রণজিৎ সিংহ কামানের গুলি করিবার নিমিত্তে দুই হাজার মোন লৌহ খরিদ করিতে হুকুম দিয়াছেন।

রণজিৎ সিংহ কামানের যে নূতন গুলি করিয়াছেন প্রথম তাহার পরীক্ষা কালে বাইশ লোক আঘাতী হইয়াছে।

রণজিৎসিংহ মোং কাশ্মীরে আপনার নিমিত্ত অতি সুশোভিত রাজগৃহ করিবার কারণ দুই শত মজুতরাম সেখানে পাঠাইয়াছেন।

সাধারণ পাঠশালা।

১৮১১ সনে ইংগ্লণ্ডে ধর্ম্মার্থে বাতার পাঠশাল ছিল তাহাতে আট হাজার শিষ্য ছিল এখন এই সত্র বৎসরের মধ্যে চৌদ্দশত সাতার ধর্ম্মার্থে পাঠশাল সেই দেশে হইয়াছে ও সে পাঠশালাতে দুই লক্ষ শিষ্য বিনা মূল্যে বিদ্যা পাইতেছে।

গত বড় সাহেবের বেতন।

শ্রীযুত লর্ড মিণ্টর পূর্ব্বে শ্রীযুত সর জন বার্লো সাহেব কতক দিন পর্য্যন্ত মোকাম কলিকাতার বড় সাহেবী করিয়াছেন তিনি এখন ইংগ্লণ্ডে আছেন এখন শ্রীশ্রীযুত কোম্পানির অধ্যক্ষ সাহেবেরা তাঁহাকে যাবজ্জীবন প্রতিমাসে এক হাজার টাকা

সমাচার দর্পণ।

করিয়াবারিতে ত্রিশ দিতে স্বীকার করিয়াছেন।

হয়দরাবাদ।

আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে হয়দরাবাদের অন্তঃপাতী করমিল্লা নামে কিল্লার কিল্লাদার কণ্ডেরাও হয়দরাবাদের নবাবকে রাজকর দেয় না ও কিল্লা দেয় না তাহাতে নবাব ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতির অধীন যে নিজ সৈন্য তাহা সেখানে পাঠাইয়াছেন এখন সে কর্ম্মের শেষ শুনাগেল। যে ৬ আকটোবর তারিখে ঐ সকল সৈন্য তাহার কিল্লার সম্মুখে পঁহুছিল পরে কণ্ডেরাও তাহারদের নিকটে এক উকীল দ্বারা ইহা কহিয়া পাঠাইল যে তোমরা যদি আমার সহিত যুদ্ধ না করিয়া ফিরিয়া যাও তবে চারি লক্ষ টাকা দিব যদ্যপি যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হও তবে আমি প্রাণপণপর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া তোমারদের এক প্রাণিকেও রাখিব না। সেনাপতি কহিল যে যদি বিনা বন্দোবস্তে তুমি আপনাকে ও কিল্লা আমারদের হাতে সমর্পণ কর তবে তোমাকে ক্ষমা করিব নতুবা কদাচ ক্ষমা করিব না। পরদিন প্রত্যুষে কণ্ডেরাও ও তাহার সহিত ছয় জন ঘোড়সোআর কিল্লাহইতে পলায়ন করিল এবং সেনাপতিরা তৎক্ষণাৎ কিল্লা আপনারদের দখলে আনিল। এই কর্ম্মে যে এমত পর্য্যবসান হইল এ অতি সৌভাগ্য যেহেতুক সে কিল্লা অতিশক্ত ও যদি কণ্ডেরাও যুদ্ধ করিত তবে অনেক কাল বিলম্ব ও অনেক ব্যয় হইত ও অনেক লোক মারা পড়িত ও সে কিল্লার চতুর্দ্দিকের প্রাচীর প্রস্তরে নির্ম্মিত ও তাহার চতুর্দ্দিকে বড় এক নরদামা ছিল। কণ্ডেরাও এখন সিন্ধিয়ার এক কিল্লাতে পলাইয়া কালযাপন করিতেছে ও হয়দরাবাদের নবাবের লোক তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে।

ইংগ্লণ্ডে পাগল।

ইংগ্লণ্ডে মহাসভার নিকটে ফর্দ্দ দাখিল করা গিয়াছে যে এগার শত আপ্পান্ন পাগল কএদ আছে তাহার মধ্যে ছয় শত পঞ্চান্ন পুরুষ ও পাঁচ শত এক স্ত্রী লোক। ইংগ্লণ্ডে বাদশাহের আজ্ঞাতে পাগল লোকেরদিগকে কএদ করিবার কারণ অষ্টাশীখান ঘর আছে এবং তাহাতে দুই হাজার পাঁচ শত পঁয়তাল্লিশ লোক কএদ আছে এবং আপনং আত্মীয় ও কুটুম্বেরদের নিকটে যেং পাগল কএদ আছে তাহারদের গণনা করিলে চারি হাজার পাগল ইংগ্লণ্ডে পাওয়া যায়।

বাজারভাও।

তুলা। তুলার দাম সাবেক মত আছে এখন তল্পং খরিদ হইতেছে।

নীল। নীলের আমদানী ক্রমে২ হইয়াছে কিন্তু তাহা বিস্তর বিক্রয় হয় নাই তাহাতে মানিক সাহেবের কৃত মোং জঙ্গীপুরের তিন শত সিন্দুক নীল ফিমোন এক শত পঁয়ষট্টি টাকায় বিক্রয় হইয়াছে।

কাপড়। কাপড়ের দাম তফাৎ হয় নাই কেবল অহল্যাবাদের শান ও মহমুদী ও খাসার দাম কমিয়াছে।

তণ্ডুলাদি। তণ্ডুলাদির মূল্য কিছু কমে নাই কিন্তু উত্তম তণ্ডুলের মূল্য কিঞ্চিৎ বাড়িয়াছে।

সুপারি। সুপারির মোন প্রতি চারি আনা কমিয়াছে।

চিনি। চিনির মূল্য তফাত হয় নাই কিন্তু চিনির প্রয়োজন অধিক হইয়াছে।

সোরা। সোরার দাম পূর্ব্ববৎ আছে।

বলুন।

পাঁচ মাস হইল ইটালি দেশে এক স্ত্রী লোক বলুন প্রস্তুত করিয়া সকল লোকের সম্মুখে তাহার উপরে আরোহণ করিয়া আকাশে উঠিল কিন্তু কতক দূর পঁহুছিয়া অকস্মাৎ সেই বলুনে অগ্নি হইয়া বলুন ফাটিয়া ঐ স্ত্রীলোক রাস্তায় পড়িল তাহাতে তাহার মস্তক ভাঙ্গিয়া মরিয়া গেল। অনেক লোক তাহাকে দেখিতে আসিয়াছিল তাহারা তাহার এই বিপৎ দেখিয়া তাহার সন্তানেরদের প্রতিপালনার্থে সকলে কিঞ্চিৎ২ করিয়া টাকা দিল।

মুরশেদাবাদ।

শাহ অকবর বাহাদুর আপন পিতা হুমায়ু বাদশাহের মরণানন্তর পোনের শত ছাপ্পান্ন সালে দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া পঞ্চাশ বৎসর রাজ্য করিলেন তিনি আপন অধীন দেশ সুবাতে বিভাগ করিয়া প্রত্যেক সুবাতে আপনার তরফ একং নায়েব রাখিলেন ক্রমে২ তাহারাই নবাব নামে খ্যাত হইলেন। বাঙ্গালা ও বেহার ও ওড়িস্যা এই তিন সুবার রাজধানী যে শহর মুরশেদাবাদ সে এখন কালক্রমে ক্ষয় পাইতেছে এবং বাঙ্গালা ও বেহার ও ওড়িস্যার নায়েব নাজীম ও বাঙ্গালার জজের কর্ম্ম ও কালেক্টরি কর্ম্মকারী ও হেষ্টিংস সাহেব ও টেন্‌মৌথ সাহেব ও কর্ণয়ালীস সাহেবের আমলে এই সকল কর্ম্মের সরবরাহকারী যে নবাব মুজঃফরজঙ্গ বাহাদুর তাহার নওসখ অর্থাৎ স্থান যে মুরশেদাবাদ শহর সে এখন নির্নাম হইতেছে।

অতএব যিনি এখনকার নবাব দিলাবজঙ্গ বাহাদুর আছেন ইহার বাটীর চতুর্দ্দিকে অনেক বাঁশ ও জঙ্গল প্রভৃতি হইয়াছে তাহা কাটাইয়া অনেক২ ইংগ্লণ্ডীয় সাহেবেরা শহর সুশোভিত করিতেছেন এবং শহরের মধ্যে অনেক২ নিরর্থক ঝিল ছিল তাহার জল উঠাইয়া ফেলিয়া সমভূমি করিতেছেন এবং পূর্ব্বে যে অপূর্ব্ব শোভাকর আয়নামহল ছিল তাহা বেমেরামতে প্রায় লুপ্ত হইয়াছে তৎপ্রযুক্ত তাহার বদলে সেই রূপ সুন্দর এক আয়নামহল করিয়া দিতেছেন।

আশ্চর্য্য ডাকাতি

কতক বৎসর হইল ইংগ্লণ্ড দেশে ঘোড়ার উপরে আরোহণ করিয়া রাত্রিযোগে এক ডাকাইত রাস্তায় এক সাহেবের উপরে আক্রমণ করিয়া ষোল শত টাকা লইয়া পলাইল। পরে ঐ সাহেবের তিন চারি জন ঘোড়সোয়ার চাকর ঐ ডাকাইতের পশ্চাতে দৌড়িল পরে এক গ্রাম হইতে আর এক গ্রাম ও সে গ্রামহইতে অন্য গ্রাম এই২রূপে নানা গ্রামে তাহার পশ্চাতে২ দৌড়িয়া শেষে তাহারা সে ডাকাইতকে ধরিয়া কএদ করিল।

পরে এক জন অতিজ্ঞানবান উকীল ঐ ডাকাইতের নিকটে গেল ও তাহাকে কহিল যে শুন তুমি যদি এই ডাকাইতির বিষয় আমাকে সত্য কহ তবে তোমাকে আমি এই দায়হইতে অবশ্য রক্ষা করিব ও তোমার স্থানে কিছু লইব না। পরে ঐ ডাকাইত সে বিষয় আপনি সত্য কথা কহিল যে আমি সত্য ডাকাইতি করিয়াছি ও ঐ সাহেবের ষোল শত টাকা লইয়াছি। তখন ঐ উকীল কহিল যে তোমার ঐ ষোল শত টাকার মধ্যহইতে আমাকে পোনের শত টাকা দেও তোমাকে খালাস করিয়া এই টাকার হিসাব তোমাকে দিব। পরে সে ব্যক্তি উকীলকে পোনের শত টাকা দিল। উকীল টাকা পাইয়া তাহার উপকারের উপায় চেষ্টা করিতে লাগিল। পরে যখন সেই মোকদ্দমার অদালত হইতে লাগিল তখন ফরিয়াদী সাহেব সে বিষয় সাবুদ করিবার নিমিত্ত আপন চাকরেরদিগকে অদালতে হাজীর করিল। তাহারা হাজীর হইয়া সাক্ষ্য দিল যে এই ব্যক্তিকে এক ঘোড়ার উপর সোয়ার হইয়া যাইতে দেখিলাম ও ইহার পশ্চাৎ২ আমরা দৌড়িলাম ও অনেক ক্ষণ পরে ইহাকে ধরিলাম ও সে ঘোড়া আমারদের জানা আছে দেখিলে চিনিতে পারি। এইরূপ কথা হওয়াতে সকলে বুঝিল যে এই ব্যক্তির দোষ নিশ্চয় হইল।

পরে তাহার ঐ উকীল তাহার এইরূপ কথার প্রত্যুত্তর করিল যে এই সাহেব যে এমন দোষী ব্যক্তিকে অদালতে উপস্থিত করিয়া শাজা দেওয়ান এ অতি উপযুক্ত কিন্তু ইনি লোক ভুলিয়াছেন যাহাকে এই কর্ম্মে দোষী নিশ্চয় করিয়াছেন সে এ ব্যক্তি নহে ইহার সুদৃঢ় প্রমাণ আমি দিব। দেখ এক বর্ণ ও এক প্রকার সহস্র২ ঘোড়া পাওয়া যায় অতএব কেবল ঘোড়ার দৃষ্টান্তে এ ব্যক্তির দোষ নিশ্চয় হইতে পারে না তোমরা নীচে আসিয়া দেখ যে নীচে চারি ঘোড়া বান্ধা আছে তাহার মধ্যে দোষী ব্যক্তির কোন ঘোড়া সাক্ষিরা নিশ্চয় করুন। পরে ঐ সাক্ষিরা নীচে গিয়া ঐ চারি ঘোড়া দেখিল কিন্তু দোষি ব্যক্তির ঘোড়া নিশ্চয় করিতে পারিল না। পরে সকলে উপরে অদালত ঘরে আসিয়া বসিলে ঐ উকীল পুনর্ব্বার কহিতে লাগিল যে দেখ সাক্ষিরা কহিল যে অমুক রাত্রিতে নয় ঘণ্টার সময় জ্যোৎস্না উঠিলে এ ব্যক্তি চুরি করিয়াছে ঐ রোজ নয় ঘণ্টার সময়ে কখনও জ্যোৎস্না নহে তার চারি ঘণ্টা পরে জ্যোৎস্না উঠিলে এই পঞ্জিকা দেখ ইহা কহিয়া জজ সাহেবের হস্তে পঞ্জিকা দিল। জজ সাহেব পঞ্জিকা দেখিয়া সে কথাতে বিশ্বাস করিলেন পরে জজ সাহেব অন্য পঞ্জিকা দেখিতে চাহিলেন তাহাতে অদালতের মধ্যে দুই তিনখান আর পঞ্জিকা ছিল তাহাও ঐ উকীল জজকে দেখাইল তাহাতে জজ সাহেব আরো বিশ্বাস করিলেন ও সাক্ষিরদের কথা বেমঞ্জুর করিলেন এবং জুরিরা এই সকল শুনিয়া তাহাকে খালাস করিলেন।

তাহার মাসেকের পর জজ সাহেব এক প্রকৃত পঞ্জিকা পাইলেন ও সেই তারিখে সায়ংকালে চন্দ্রোদয় জানিয়া উকীলের কথা অপ্রামাণ্য জ্ঞান করিলেন কিন্তু সে অদালত অন্যথা করিলেন না। পরে ঐ উকীল সেই পোনের শত টাকা ঐ দোষী ব্যক্তিকে এই রূপে হিসাব দিল যে তোমার স্থানে যে পোনের শত টাকা লইয়াছিলাম তাহার কতকেতে তিন ঘোড়া কিনিয়াছি আর কতক টাকাতে ছয়খান নূতন মিথ্যা পঞ্জিকা ছাপা করিয়াছি। এই২ উদ্যোগে তোমারে রক্ষা করিয়াছি।

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতি সপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনাবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে২ এক টাকা যিনি স্বাক্ষর করিয়া

সমাচার দর্পণ

৭৮ সংখ্যা। শনিবার। ১৩ নবেম্বর সন ১৮১৯। ২৯ কার্ত্তিক সন ১২২৬।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্ত সমাচারস্য দর্পণে ॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা এক টাকা দশ আনা ডিস্কৌণ্ট। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা এক টাকা চৌদ্দ আনা ডিস্কৌণ্ট।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

১৩	নবেম্বর	শনিবার	২৯	কার্ত্তিক
১৪	ঐ	রবিবার	৩০	সংক্রান্তি
১৫	ঐ	সোমবার	১	অগ্রহায়ণ
১৬	ঐ	মঙ্গলবার	২	ঐ
১৭	ঐ	বুধবার	৩	ঐ
১৮	ঐ	বৃহস্পতিবার	৪	ঐ
[illegible]	ঐ	[illegible]	৫	ঐ

ইস্তাহার।

কলিকাতা ১ নবেম্বর ১৮১৯ সাল।

পূর্ব্বে আমারদের রাজমহীতে মফস্সল কুঠী বাঙ্কে আমারদের অংশদার অধ্যক্ষ ও তাহার কর্ম্মকারী যে শ্রীযুত জর্জ বালার্ড সাহেব ইনি পূর্ব্বে কোম্পানি বাহাদুরের চিকিৎসাকর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন ইহাকে এবং পূর্ব্বে কোম্পানি বাহাদুরের রাজ কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন যে শ্রীযুত জেম্স চালর্স কোলব্রুক সদের্লাণ্ড সাহেব এই দুই সাহেব আমারদের বাঙ্ক কর্ম্মে ও এজেণ্ট কর্ম্মে অদ্য হিস্সাদার হইয়া নিযুক্ত হইলেন।

অতএব আমারদের সংপ্রদায়ের অন্তঃপাতী এইং সকল লোক।

শ্রীযুত হেনরি আলেক্জান্দর সাহেব।

ও শ্রীযুত জন মক্লার্তন সাহেব।

ও শ্রীযুত জেম্স যঙ্গ সাহেব।

ও শ্রীযুত তমস ব্রাকেন সাহেব।

ও শ্রীযুত জর্জ বালার্ড সাহেব।

ও শ্রীযুত জেম্স চার্ল্স কোলব্রুক সদের্লাণ্ড সাহেব।

স্বাক্ষরকারী আলেক্জান্দর কোম্পানি।

ইস্তাহার।

কতক বৎসর ইংগ্লণ্ডীয় চিকিৎসকের নিকটে চিকিৎসার কর্ম্ম করিয়াছে এবং আপনার চিকিৎসা পাণ্ডিত্যের নিশান দেখাইতে পারে এমন কোনহ এতদ্দেশীয় চিকিৎসক যদি কোঁচবেহারে যাইতে বাসনা করে তবে সে মোকাম শ্রীরামপুর ছাপাখানাতে আইসুক অথবা মোকাম কলিকাতা শ্রীযুত ফার্গসন ক্লার্ক কোম্পানির নিকটে আইসুক।

সমাচার দর্পণ।

পোষ্যপুত্র।

শুনা যাইতেছে যে নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ মহাশয় শ্রীশ্রীযুত গিরীশচন্দ্ররায় বাহাদুর আপনার ঔরস সন্তানানুৎপত্তিপ্রযুক্ত পোষ্য পুত্র লইয়াছেন।

মোহনা কাটা।

এই পৃথিবীর মধ্যে দুই স্থান আছে তাহার উভয় পার্শ্বে সাগর মধ্যে মৃত্তিকা সে মৃত্তিকা ত্রিশ ক্রোশের অধিক লম্বা নয় কিন্তু যদি কোন জাহাজ ঐ ত্রিশ ক্রোশ মৃত্তিকা ঘুরিয়া আসিতে চাহে তবে তাহার দেড় হাজার ক্রোশ ঘুরিতে হয় তাহাতে দুই মাস লাগে। যদি ঐ মৃত্তিকা কাটিয়া এক মোহনা করা যায় তবে দেড় হাজার ক্রোশ ঘুরিতে হয় না এবং বানিজ্যেরও অত্যন্ত উপকার হয়।

তাহার এক স্থান মিসর দেশে যখন বোনাপার্ত মিসর দেশে ছিলেন তখন তাহার বাসনা ছিল যে ঐ মোহনা কাটিয়া আপন সুখ্যাতি বৃদ্ধি করেন কিন্তু তাহার সে বাসনা পূর্ণ না হইতে তিনি সে দেশ হইতে আপন দেশে গেলেন। সংপ্রতি এই সপ্তাহে শুনা গেল যে ইদানীন্তন মিসর দেশের বাদশাহ সেই মোহনা কাটাইবার নিমিত্ত পঞ্চাশ হাজার মজুর প্রতিদিন খাটাইতেছেন। এ কর্ম্ম অতিদুষ্কর এবং যদি এই কর্ম্ম সমাপ্ত হয় তবে এ দেশের বানিজ্যের অশেষ উপকার হইবে যেহেতুক এ দেশহইতে জাহাজ ইংগ্লণ্ড দেশে অত্যল্প দিনে যাইতে পারিবে। এবং জাহাজ ভাড়ার আধিক্যপ্রযুক্ত এই দেশোৎপন্ন যেং বস্তু ইংগ্লণ্ডে লইয়া যাওয়া যায় না সেং বস্তু ইংগ্লণ্ডে অনায়াসে লইয়া যাবেক যেহেতুক গন্তব্য পথ ন্যূন হইলে জাহাজের ভাড়াও ন্যূন হইবেক। এই যে স্থান কাটাইতেছে তাহার নাম সুএজ।

সমাচার দর্পণ।

তাহার দ্বিতীয় স্থান ওত্তর ও দক্ষিণামেরিকার মধ্যবর্ত্তী সেই স্থান ত্রিশ ক্রোশের অধিক লম্বা নহে তাহার ওত্তরে ওত্তরামেরিকা দক্ষিণে দক্ষিণামেরিকা তাহার পূর্ব্বে এক মহাসাগর ও পশ্চিমে এক মহাসাগর। আমেরিকার লোকেরা সে স্থান কাটিবার নিমিত্ত অতিশয় ওদ্যোগ করিতেছে যদি সেখানে একটা খাল কাটা যায় তবে তাহার চতুর্দ্দিকস্থ নানা দেশের বানিজ্যের অধিক ওপকার হইবেক। এই দুই মোহনা যে কাটিবেক সে ব্যক্তি চিরজীবী হইবেক যেহেতুক তাহাকে কেহ বিস্মৃত হইবেক না।

মহর্রম।

মোং মীরজাপুরে মুসলমানেরদের গত মহর্রমেতে অনেকং বাজী পোড়ান গিয়াছিল তাহাতে মুসলমানেরা পথে যাইতেং ক্ষুদ্রং বাজী পোড়াইতেছিল এবং এক বাজীর দোকানে বারুদ ছিল সেখানে এক জন বন্দুক লইয়া বারুদ খরিদ করিয়া ঐ বন্দুক পুরিতেছিল পরে ঐ ব্যক্তির স্থানে আগুন ছিল সেই আগুন বারুদে লাগিয়া ঐ দোকানঘর ওড়িয়া গিয়াছে তাহাতে তিন জন আঘাতী হইয়াছে দুই বালক ও দুই বৃদ্ধ মৃতপ্রায় হইয়াছে।

মহারাজ আনন্দরাও গুইকার রাজা।

বোম্বইয়ের নিকটস্থ দেশের রাজা মহারাজ আনন্দরাও বাহাদুর পঞ্চান্ন বৎসরবয়স্ক হইয়া অক্টোবর মাসের প্রথম তারিখে লোকান্তরগত হইয়াছেন তাহার সম্ভ্রমার্থে তাহার বয়ঃক্রমানুসারে মোং বোম্বইতে পঞ্চান্ন তোপ হইয়াছে।

চান্দনি চকের বাজার।

৮ নবেম্বর তারিখে বড় অদালতের শ্রীযুত ই সি মাকনাতন সাহেব ইস্তাহার দিয়াছেন যে চান্দনি চকের বাজার এক বৎসরের কারণ ইজারা দিবেন।

আত্মহত্যা।

এই বৎসরের প্রথম চারি মাসে ফ্রান্স দেশের রাজধানী পারিশ শহরে এক শত চৌত্রিশ জন আত্মঘাতী হইয়া মরিয়াছে। তাহার মধ্যে তেত্রিশ জন স্ত্রী লোক। এই এক শত চৌত্রিশ জনের মধ্যে চৌষট্টি জন বিবাহিত বাটি জন অবিবাহিত। এবং তাহারদের মধ্যে পঞ্চাশ জন মনুষ্য জন্ম তুচ্ছ জ্ঞান করে আর অবশিষ্ট লোক কেহ জুয়াচুরি করিয়া আপন সর্ব্বস্ব হারাইয়াছে এবং কেহ বেশ্যালয়ে কোন প্রকারে অপমানিত হইয়াছে ইত্যাদি বিবিধপ্রকার। তাহারদের চত্ত্বারিংশ জন আপন ইচ্ছাপূর্ব্বক জলে ডুবিয়া মরিয়াছে অবশিষ্ট লোক অন্যং প্রকারে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে।

নুতন প্রকার তৈল।

আমেরিকার সমাচার পত্রে জানা গেল যে সেখানে এমত আলকাতরা প্রস্তুত হইতেছে যে অত্যুত্তম তৈলের মত তাহা জ্বলান যায়।

আশ্চর্য্য আলোক।

ইংগ্লণ্ড দেশে লেম্বর নামে এক সাহেব অনেক বৎসর পর্য্যন্ত ঘরে নুতন প্রকার আলো করিবার চেষ্টা করিতেছিল কিন্তু অনেক দিনের পর সে কর্ম্ম সিদ্ধ হইয়াছে। তাহার প্রকরণ এই যে ঘরে আলো করিতে হইবে সেই ঘরে দুইখান নুতন প্রকার আয়না পরস্পর সম্মুখাসম্মুখি করিয়া রাখে এবং সেই ঘরের বাহিরে জ্বলন্ত বাতী রাখে এবং ঐ ঘরের দেওয়ালে অতিসূক্ষ্ম ছিদ্র রাখে তাহার দ্বারা ঐ বাতীর যৎকিঞ্চিৎ তেজ ঐ একখান আয়নাতে লাগে এবং ঐ আয়নার প্রতিবিম্ব দ্বিতীয় আয়নাতে পড়ে তাহাতে ঐ ঘরে অত্যুজ্জ্বল আলো হয় এবং সে ঘরে কোন দ্রব্যের ছায়া পড়ে না সে আলোর এই গুণ যে ঘরে ধূম হইতে পারে না এবং সে ঘরের সকল স্থানেতেই সমান আলো ন্যূনাতিরেক নাই। ঐ প্রকার আলো গাড়িতেও করে সে গাড়ী চলিবার সময়ে ঐ প্রকার আয়নার আলো গাড়ীহইতে দেড় শত হাত ভূমি ব্যাপে ও দেড় শত হাতের মধ্যে অতিক্ষুদ্র ছাপার অক্ষরও অনায়াসে পড়া যায় অতএব তাহাতে গাড়ীর অত্যন্ত ওপকার হয় যেহেতুক গাড়ীর চতুর্দিক্ তাবদ্বস্তু দেখা যায়। এখনকার বাতীতে সেমত আলো হয় না।

বানিজ্য।

গত বৎসরে আমেরিকীয়েরা চীন দেশহইতে তথাকার ওৎপন্ন বস্তু [illegible] কোটি টাকার ক্রয় করিয়া আপন দেশে লইয়া গিয়াছে এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরা চীন দেশহইতে ততোধিক টাকার বস্তু ক্রয় করিয়া আপন দেশে আনিয়াছে। এতদ্ভিন্ন এই দেশে ও অন্যং দেশে চীন দেশহইতে জিনিস যায়। ইহাতে দেখা যায় যে চীন দেশ কত বড় ও তাহাতে কত জিনিস ওৎপন্ন হয় ও অন্যং দেশহইতে সেখানে বানিজ্যার্থে কত টাকা যায়।

ভূমিকম্প।

২৬ কার্ত্তিক ১০ নবেম্বর বুধবার রাত্রি দুই প্রহর এক ঘণ্টার সময় ভূমিকম্প হইয়াছে।

রূপার আকর।

কতক বৎসর হইল ইংগ্লণ্ড দেশে এক জন চারি হাজার টাকাতে নয় বিঘা জমী ক্রয় করিল গত বৎসরে দেখা গেল যে সেই জমীতে এক রূপার আকর আছে। এখন সমাচার পাওয়া গেল যে সেই ব্যক্তি ঐ জমী বৎসর এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা করারে একুইশ বৎসরের কারণ অন্যকে ইজারা দিয়াছে।

শ্রীশ্রীযুতের ব্যবস্থা।

মোং ফোর্ট ওইল্যামে সন ১৮ ১৯ সালের ২৯ আক্টোবরে শ্রীশ্রীযুত মারক্কুইস হেষ্টিংস গবরনর জেনেরাল বাহাদুর কলিকাতার ছোট অদালতের বিষয় এই২ আজ্ঞা স্থির করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

পূর্ব্বে ঐ ছোট অদালতে আড়াই শত টাকার অধিক মোকদ্দমার নালিস হইত না এখন চারি শত টাকাপর্য্যন্ত মোকদ্দমা হইবেক।

পূর্ব্বে ঐ অদালতে তিন জন সাহেব অধ্যক্ষ হইয়া মোকদ্দমা করিতেন এখন সেখানে চারি জন সে কর্ম্মে বসিবেন।

যখন কোন মোকদ্দমা সে অদালতে প্রবৃত্ত করা যায় তখন যদি সে মোকদ্দমাতে ঐ চারি জন অধ্যক্ষ সাহেবেরদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয় অথবা তাহারদের মধ্যে দুই জন এক পক্ষপাতী ও অন্য দুই জন অন্য পক্ষপাতী হন তবে তাহারদের মধ্যে প্রবীন অধ্যক্ষ যে পক্ষাবলম্বী হইবেন সেই পক্ষ স্থির হইবেক।

এবং পূর্ব্বে কোন২ মোকদ্দমাতে কোন২ দিন নিরূপিত ছিল কিন্তু এখন তাহা না হইয়া ঐ চারি সাহেবেরা ইচ্ছানুসারে মোকদ্দমা যে দিন করিতে আজ্ঞা করিবেন সেই দিন সেই মোকদ্দমা করিবেন যেন ঐ সাহেবেরদের হাতে অনেক মোকদ্দমা পড়িয়া না থাকে এবং মোকদ্দমার নিষ্পত্তি শীঘ্র হয়।

এবং আসামীর কএদের বিষয় এই নিরূপণ স্থির হইল যখন খরচা সুদ্ধ দশ টাকার ঊর্দ্ধ মোকদ্দমা না হয় তখন আসামীকে এক মাসপর্য্যন্ত কএদ করিতে পারিবেক ইহার অধিক দিন কএদ রাখিতে পারিবেক না। যখন খরচা সুদ্ধ পঞ্চাশ টাকার অধিক মোকদ্দমা না হয় তখন চারি মাসের ঊর্দ্ধ আসামীকে কএদ রাখিতে পারিবেক না। এবং যখন খরচা সুদ্ধ দুই শত টাকার ঊর্দ্ধ মোকদ্দমা না হয় তখন আট মাস পর্য্যন্ত আসামীকে কএদ রাখিতে পারে এবং খরচা সুদ্ধ দুই শত টাকার ঊর্দ্ধ হইলে এক বৎসর কএদ রাখিবেক।

কএদী আসামীর খোরাকীর বিষয় এই স্থির হইল যে যে কোন ফরিআদী ডিক্রী পাইয়া আসামীকে কএদ রাখে তাহার খোরাকী প্রতিদিন দেড় আনা করিয়া দিতে হইবেক এবং আসামীকে কএদ করিলে তিন দিনের পর কএদী আসামীর এক মাসের খোরাকী অদালতে দাখিল করিতে হইবেক। এবং সে ব্যক্তি যত দিন কএদ থাকিবেক তত দিনের খোরাকী এই রূপে আগে অদালতে দাখিল করিতে হইবেক।

যদি কোন ফরিআদী এই লিখিত সময়ের মধ্যে কএদী আসামীকে খোরাকী না দেয় এবং আসামী অদালতে ফরিআদীর নামে ঐ বিষয় নালিস করে ও সাবুদ করিয়া দেয় তবে ঐ দিন অবধি আসামী খালাস পাইবেক।

এবং যদি কোন ফরিআদী অদালতে নালিস করিয়া আপনার পাওনার ডিক্রী পায় ও তাহাতে যদি আসামী আপনার যথাসর্ব্বস্ব আনিয়া পাওনাদারকে দেয় তাহাতে যদি তাহার সকল দেনা শোধ না হয় তবে যে বাকী থাকিবেক তদনুসারে সাহেবেরদের বিবেচনামত সে ব্যক্তি কএদ রহিবেক।

যদি কোন আসামী আপনার দেনা স্থির হইলে পাওনাদারের সহিত কীস্তিবন্দি করে ও মাতবর জামীন দেয় তবে সে খালাস হইতে পারে।

এবং যদি কোন আসামী আপনার সকল দেনা শোধ না করিতে কোন প্রকারে খালাস পায় তবে তাহার সকল সম্পত্তি ও সে যাহা তৎকালে উপার্জন করিবে তাহাও ক্রোক রাখিতে পারে যাবৎপর্য্যন্ত তাহার সমুদয় দেনা শোধ না হয়।

ইংগ্লণ্ডের বাদশাহের যে অদালত সুপ্রীম কোর্ট তাহার অধীন পূর্ব্বে যেমন ছোট অদালত ছিল তেমন এখনও থাকিবেক।

এই ব্যবস্থা ডিসেম্বর মাসের প্রথম তারিখ অবধি মঞ্জুর হইবেক।

এই অদালতে ফরিয়াদী ও আসামীর যে খরচ হইত তাহা পরিবর্ত্ত হইল এবং এই রূপ নূতন ধারাতে সে স্থির হইল।

দশ টাকার নীচের মোকদ্দমা আপোসে রফা হইলে ফি টাকায় দুই আনা খরচা। যদি মোকদ্দমা ডিসমিস হয় তবে ফি টাকায় তিন আনা। ও মোকদ্দমার ডিক্রী হইলে ফি টাকায় চারি আনা। প্রত্যেক সপীনায় চারি আনা। প্রত্যেক ওয়ারিণে আট আনা। আসামী

সমাচার দর্পণ।

কিম্বা ফরিআদীর মধ্যে যাহার ইচ্ছাতে মোকদ্দমার বিলম্ব হয় সে দুই আনা খরচ দিবেক। দশ টাকার নীচের কোন মোকদ্দমাতে কমীসেন লওয়া যাইবেক না।

যদি দশ টাকা অবধি চল্লিশ টাকা পর্য্যন্ত মোকদ্দমা হয় এবং নালিসের পর আপোসে রফা হয় তবে খরচা এক টাকা। যদি ডিসমিস হয় তবে দেড় টাকা ও ডিক্রী হইলে দুই টাকা। প্রত্যেক সপীনায় চারি আনা ও ওয়ারিনে আট আনা ও যাহার ইচ্ছাতে মোকদ্দমার দেরি হয় তাহার চারি আনা খরচ পড়িবেক।

চল্লিশ টাকা অবধি আশী টাকাপর্য্যন্ত মোকদ্দমার নালিস হইয়া আপোসে রফা হইলে তিন টাকা খরচা। ডিসমিস হইলে চারি টাকা। ও ডিক্রি হইলে ছয় টাকা। প্রত্যেক সপীনায় আট আনা প্রত্যেক ওয়ারিনে এক টাকা এবং যাহার ইচ্ছাতে মোকদ্দমার দেরী হয় তাহার আট আনা খরচ।

আশী টাকা অবধি দেড় শত টাকা পর্য্যন্ত মোকদ্দমা আপোসে রফা হইলে চারি টাকা এবং ডিসমিস হইলে ছয় টাকা ও ডিক্রী হইলে আট টাকা ও সপীনায় আট আনা ও ওয়ারীণে এক টাকা। যাহার ইচ্ছাতে মোকদ্দমার দেরি হয় তাহার এক টাকা।

দেড় শত টাকা অবধি তিন শত টাকা পর্য্যন্ত মোকদ্দমা আপোসে রফা হইলে আট টাকা। ও ডিসমিস হইলে দশ টাকা ও ডিক্রী হইলে ষোল টাকা খরচা। প্রত্যেক সপীনায় এক টাকা ও ওয়ারিণে দুই টাকা। মোকদ্দমার দেরিতে দুই টাকা।

তিন শত টাকা অবধি চারি শত টাকা পর্য্যন্ত মোকদ্দমা আপোসে রফা হইলে দশ টাকা ডিসমিস হইলে বার টাকা ও ডিক্রী হইলে কুড়ি টাকা। সপীনায় এক টাকা ও ওয়ারিণে দুই টাকা। মোকদ্দমার বিলম্বে তিন টাকা।

মোকদ্দমাতে এইং খরচ ছাড়া আপোসে রফা হইলে শত করা পাঁচ টাকা খরচ লাগিবেক এবং আপোসে রফা না হয় যে মোকদ্দমা তাহাতে এই খরচ ছাড়া শত করা দশ টাকা খরচ লাগিবেক।

ইতিহাস।

এক মালাকার এক স্থানে বাস করে তাহার বাটীর নিকটস্থ এক জঙ্গলে এক মহাসর্প থাকে। মালাকার প্রতিদিন সর্পকে দুগ্ধ আহার দেয়। সর্প আসিয়া দুগ্ধ পান করিয়া সেই পাত্রে প্রতিদিন একটী স্বর্ণ মোহর দেয়। কিছু কালানন্তরে ঐ মালাকার বিবেচনা করিয়া আপন পুত্রকে ডাকিয়া কহিল যে ঐ জঙ্গলের মধ্যে এক মহাসর্প আছে তাহাকে প্রতিদিন দুগ্ধ আহার দিবা তাহাতে একটী স্বর্ণ মোহর প্রতিদিন পাইবা। ইহা শুনিয়া মালাকারের পুত্র এক বাটীতে দুগ্ধ লইয়া জঙ্গলের নিকট রাখিয়া সর্পকে ডাকিলে সর্প আসিয়া দুগ্ধ পান করিয়া ঐ বাটীতে একটী মোহর দিল। পরে মালাকারের পুত্র অধিক মোহর যাজ্ঞা করিল। সর্প তাহা না দিয়া স্বস্থানে গমন করিল। ইহাতে মালাকারের পুত্রের অন্তঃকরণে ক্রোধ জন্মিল। পরে এক সময়ে মালাকার আপন স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া কোন মহাযোগে গঙ্গাস্নানে গমন করিল সেই দিবস মালাকারের পুত্র দুগ্ধ লইয়া সর্পের নিকট চলিল ও পূর্ব্ব ক্রোধ স্মরণ করিয়া একটা দণ্ড হস্তে লইল। পরে দুগ্ধ রাখিয়া পূর্ব্বমত সর্পকে ডাকিলে সর্প আসিয়া দুগ্ধ পান করিতে প্রবৃত্ত হইল। এ সময়ে মালাকারের পুত্র ঐ সর্পকে দণ্ডাঘাত করিল তাহাতে সে সর্পের কিছুই হইল না কিন্তু সর্প ক্রোধান্বিত হইয়া মালাকারের পুত্রকে দংশন করিবামাত্র তাহার প্রাণ ত্যাগ হইল। পরে তাহার স্ত্রী আসিয়া কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিয়া সহগামিনী হইল। এই কালে মালাকার গঙ্গা স্নান করিয়া বাটীতে আসিয়া পুত্রের সর্পাঘাতে মৃত্যু শুনিয়া অনেক শোক করিল। পরে সর্পের নিকট গিয়া সর্পকে ডাকিলে সর্প আসিয়া সকল বৃত্তান্ত কহিল। মালাকার ইহা শুনিয়া অতিকাতর হইয়া কহিল যে হে সর্প আমার পুত্র যেমত কর্ম্ম করিয়াছিল তাহার মত ওপযুক্ত হইয়াছে অতএব এখন আপনি পূর্ব্বমত অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া আমাকে প্রতিপালন করহ। পরে সর্প কহিল হে মালাকার তুমি অতিঅজ্ঞান তোমার সহিত আমার আর কখন প্রীতি জন্মে না শুন।

মালাকার চিতাং পশ্য পণ্য ভগ্নশিরো মম
ভগ্নস্নেহেষু যা প্রীতির্নসা কল্যানদায়িকা।

এই কবিতা পাঠ করিয়া সর্প স্বস্থানে গমন করিল।

এ কথার তাৎপর্য্য এই।

প্রীতিভঙ্গ হৈলে যদি পুনঃ প্রীতি হয়।
কদাচিৎ নাহি হয় তাহে শুভোদয়॥

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতি সপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাঁহার লওনাবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহেং কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসেং এক টাকা যিনি স্বাক্ষর করিয়া

৭৯ সংখ্যা । শনিবার । ২০ নবেম্বর সন ১৮১৯ । ৬ অগ্রহায়ণ সন ১২২৬ ।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ । বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে ॥

কোম্পানির কাগজ ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা দুই টাকা ডিসকৌণ্ট । বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা দুই টাকা আট আনা ডিসকৌণ্ট ।

সপ্তাহের পত্রিকা ।

২০	নবেম্বর	শনিবার	৬	অগ্রহায়ণ
২১	ঐ	রবিবার	৭	ঐ
২২	ঐ	সোমবার	৮	ঐ
২৩	ঐ	মঙ্গলবার	৯	ঐ
২৪	ঐ	বুধবার	১০	ঐ
২৫	ঐ	বৃহস্পতিবার	১১	ঐ
২৬	ঐ	শুক্রবার	১২	ঐ

ইস্তহার ।

১২ নবেম্বর তারিখে শ্রীশ্রীযুত ইস্তাহার দিয়াছেন যে জানুয়ারি মাসের প্রথম তারিখ অবধি বেহার ও ভাগলপুর ও রামগড় ও সারন ও শাহাবাদ ও তীরহুতের কালেক্তর সাহেবেরা যত খাজানা কোম্পানিতে দাখিল করিবেন তাহার তিন ভাগের এক ভাগ বাঙ্গাল বাঙ্কনোট দাখিল করিতে পারিবেন অবশিষ্ট খাজানা রোক টাকা দাখিল করিতে হইবেক এবং আরং কোন বিষয়ের টাকা দাখিল করিতে হইলে নগদ টাকা অথবা বাঙ্গাল বাঙ্কনোট যেমন ইচ্ছা তাহা দাখিল করিতে পারিবেন ।

সমাচার দর্পণ ।

অস্ত্রাভেদ্য পোশাক ।

জর্ম্মানি দেশে এক ব্যক্তি এমত এক প্রকার অস্ত্রাভেদ্য পোশাক সৃষ্টি করিয়াছে যে তাহাতে বন্দুকের গুলি লাগিবা মাত্র অমনি সরিয়া পড়ে ভিতরে প্রবিষ্ট হয় না । প্রুষিয়ার রাজা ঐ ব্যক্তিকে চল্লিশ হাজার টাকা দিয়া ঐ বিদ্যা বন্দ করিয়াছে অর্থাৎ অন্যকে শিখাইতে বারণ করিয়াছে কেবল আপন পক্ষীয় দুই এক জনকে মাত্র শিখাইতে আজ্ঞা দিয়াছে ।

পত্র প্রেরণ ।

ইংগ্লণ্ড দেশে বাদশাহের উজীর এই বাসনা করিয়াছিলেন যে ইংগ্লণ্ড দেশের মধ্যে মফস্বল শহরহইতে রাজধানী শহরে অতিশীঘ্র বানিজ্যের পত্রাদি পঁহুছে তাহার নিমিত্তে ঐ উজীর এক প্রকার গাড়ি সৃষ্টি করিয়াছেন সে গাড়িতে কেবল এক জন সারথি ও পত্রাদির খবরদারির কারণ এক জন কোমরবান্ধা লোক থাকে ও তাহাতে দুই ঘোড়া যুক্ত করা যায় । সে গাড়ি প্রতিদিন আড়াই দণ্ডে সাড়ে পাঁচ ক্রোশ গমন করে । এবং সে গাড়ি এক শত ক্রোশ গমন করিতে হইলে আটার বার আটার স্থানে ঘোড়া বদল করিতে হয় তাহাতে পোনর মিনিট কাল মাত্র পথে বিলম্ব হয় এবং আটার ঘণ্টায় সে এক শত ক্রোশ চলে ।

নেপাল ।

মোং নেপালহইতে সমাচার আসিয়াছে যে তৎপ্রদেশে পাহাড়ের উপর ওলাওঠা রোগের বড় প্রচার হইয়াছে এবং তদ্দেশীয় যেং লোকেরা ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সিফাহী হইয়াছে সে বার শতাদমি হইার মধ্যে দুই দিনে সত্তরি জন লোক ঐ রোগে মরিয়াছে ও সেখানে ওলাওঠা রোগ যাহারং হইতেছে কোন প্রকার ঔষধেও তাহারদের উপশম হইতেছে না ।

শস্য দুর্ম্মূল্য ।

মোং মুরশেদাবাদহইতে সমাচার আসিয়াছে যে সেখানে ভুসা জিনিস অর্থাৎ দানা দুর্ম্মূল্য আছে সেখানে জিনিসের অপ্রতুল নাই কিন্তু মহাজন লোকেরা গোলাহইতে বাহির করিয়া বিক্রয় করে না কিন্তু পশ্চিম দেশে হৈমন্তিক শস্য যথেষ্ট উৎপন্ন হইয়াছে তাহাতে ভরসা হয় যে মহাজনেরা কৃপণতা করিলেও সেইং জিনিস দুর্ম্মূল্য রহিবে না ।

ত্র্যম্বকজী দাংলিয়া ।

মোং চণ্ডালগড়হইতে সমাচার আসিয়াছে যে শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বাজিরাও পেশোয়ার দেওয়ান শ্রীযুত ত্র্যম্বকজী দাংলিয়া চণ্ডালগড়ে পঁহুছিয়াছেন এবং শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর তাহার বাসের নিমিত্ত চণ্ডালগড়ের কিল্লাতে যে ঘর প্রস্তুত করিয়াছেন সে অত্যুত্তম ঘর ও তাহা দেখিয়া দাংলিয়াজী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন । ঐ মহারাজ বাজিরাও পেশোয়া

ও তাঁহার দেওয়ান দাংলিয়াজী এই দুই জন পূর্ব্বে তাবৎ মহারাষ্ট্রেরদের মহা রাজধানী পুনা শহরে অবস্থিতি করিয়া তাবৎ মহারাষ্ট্রেরদের ওপরে প্রভুত্ব করিয়া কালযাপন করিতেন তাঁহারা এখন ইংগ্লণ্ডীয়েরদের বশতাপন্ন হইয়া এক জন কানপুরের নিকটে দ্বিতীয় জন চণ্ডালগড়ে থাকিলেন ইহাতে তাঁহারদের কেবল পরাক্রম হানিমাত্র হইয়াছে সুখহানি হয় নাই। কিন্তু যদি হিন্দুস্থানীয় কোন রাজারা এই রূপ আপন বিপক্ষ লোকেরদিগকে কএদ করিতেন তবে তাহারদের কি রূপ দুর্দ্দশা করিতেন তাহা জানা যায় না।

আশ্চর্য্য আত্মহত্যা।

মাস পাঁচেক হইল জর্ম্মনি দেশে দুই জন বন্ধু পরস্পর পরামর্শ করিয়া অন্য গ্রামে এক চৌবাড়ীতে পাঠার্থে গেল। কিছু দিন পরে সেখানে অতিসুন্দরী এক কন্যাকে দেখিয়া প্রথম এক জনের বিবাহ বাসনা হইল। পরে দ্বিতীয় ব্যক্তিরও ঐ কন্যাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইল এই রূপে দুই জনই ঐ কন্যার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী হইল। কিছু দিন পরে উভয়ের মনোরথ উভয়ে জ্ঞাত হইয়া পরস্পর ক্রোধেতে উভয়েরি যুদ্ধ করণেচ্ছা হইল। পরে ঐ দুই বন্ধু আপন২ মনে বিবেচনা করিল যে বন্ধু ব্যক্তিকে এই রূপ মারণ কর্ত্তব্য নহে। ইহা ভাবিয়া তাহারা এই বন্দোবস্ত করিল যে আইস আমরা দুই বন্ধু তাস খেলা করিতে বসি ইহার মধ্যে যে জন খেলাতে হারিবেক সেই আপনাকে আপনি খুন করিবেক অবশিষ্ট যে জীবৎ থাকিবেক সেই ঐ কন্যাকে বিবাহ করিবেক। এই নির্ব্বন্ধ করিয়া দুই জন তাস খেলা করিতে বসিল। পরে এক ব্যক্তি খেলাতে হারিবামাত্র সে আপনি আপনাকে গুলি করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিল অপর ব্যক্তি প্রাণ পাইল।

অপমৃত্যু।

মোকাম বলাগড়ের নিকটবর্ত্তি শ্রীপুর গ্রামে প্রতিবৎসর কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে বারোএয়ারি পূজা হইয়া থাকে। তাহাতে অনেক২ সমারোহ হয়। এবং বাজী পোড়ানের অনেক বাহুল্য হইয়া থাকে। সংপ্রতি গত পূজার দিন রাত্রিতে ঐ স্থানের এক পুষ্করিণীতে নানাপ্রকার বাজীর দ্বারা দুই জাহাজ করিয়াছিল সে দুই জাহাজের পরস্পর প্রকৃত জাহাজের যুদ্ধের মত যুদ্ধ হইয়াছিল তাহার কৌতুক কত লিখিব। যখন ঐ দুই জাহাজের যুদ্ধ নিবৃত্ত হইল তখন তাহার অবশিষ্ট বাজী প্রভৃতি নাবিক লোকেরা লইয়া যাইতেছিল তাহার মধ্যে এক ব্যক্তি অবোধ নাবিক দুইটা বোম আপনি লইয়া আপনার কোঁচড়ে রাখিয়াছিল কিন্তু ঐ দুই বোমের মধ্যে অগ্নিসংযোগ হইয়াছিল তাহা বাহিরে প্রকাশ ছিল না ঐ ব্যক্তি আপন কোঁচড়ে রাখিবামাত্র ঐ দুই বোম ছুটিয়া তাহার মস্তক ওড়াইয়া লইয়া গেল কবন্ধ শরীর ভূমিতে পড়িয়া রহিল।

আশ্চর্য্য আয়ু।

মাস পাঁচেক হইল ইংগ্লণ্ড দেশে কতক দুঃখি লোক পরের দ্বারে মজুরি করিতে গিয়াছিল তাহারদের মধ্যে এক জন স্ত্রী লোক ও তাহার চারি বৎসরবয়স্ক এক বালক ছিল ঐ স্ত্রী লোক কর্ম্ম করিতেছিল ইতোমধ্যে ঐ বালক হারাইল তাহাতে ঐ স্ত্রী ভাবিল যে আপন বালক অন্য কাহারো সহিত আপন ঘরে গিয়াছে। ইহা নিশ্চয় করিয়া ঐ স্ত্রীও ঘরে গেল সেখানে গিয়া চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিল কিন্তু বালক পাইল না। ইহাতে ঐ স্ত্রী অত্যন্ত কাতরা হইয়া আপন আত্মীয় লোকেরদিগকে এ বিষয় কহিলে তাহারাও পাহাড়ের ওপরে অন্বেষণ করিতে লাগিল। এই রূপে পাঁচ দিন গত হইল পরে ষষ্ঠ দিবসে তাহারদের মধ্যে এক জন বরফের ওপর এক ছোট্ট বালকের চরণ চিহ্ন দেখিল এবং কতক দূর গিয়া দেখিল যে ঐ বালক আপন হাত শিয়রে দিয়া বরফের ওপর শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছে। পরে তাহাকে জাগাইল এবং সে ওঠিল ও ঐ ব্যক্তির সহিত আপন পিতা মাতার নিকটে গেল ও তাহারদিগকে চিনিল এবং ছয় দিনের পর আহার করিয়া পূর্ব্ববৎ হইল। সে বালক যেখানে শুইয়াছিল সেখানে দেখা গেল যে কেবল তাহার দুই পা ভিজা স্থানে ছিল অতএব তাহার পা সরস স্থানে ছিল তাহাতেই তাহার শরীরে রস সঞ্চার ছিল তাহাতে ছয় দিন অনাহারেও মরিল না।

এই আশ্চর্য্য জীবন ঈশ্বরেচ্ছা ব্যতিরেকে হয় না যেহেতুক ঐ বালক ছয় দিন আর পাঁচ রাত্রি বরফময় স্থানে বিনা বস্ত্রে বিনা আহারে একাকী পাহাড়ের ওপরে রক্ষা পাইয়াছে।

নস্য।

প্রাচীন নস্যকারী ব্যক্তি দশ মিনিট অন্তরে একবার নস্য নাকে দেয় অতএব দশ মিনিটের মধ্যে এক মিনিট তাহার নস্য লইতে যায় তাহাতে হিসাব করা গেল যে তাহারদের দশ দিনের মধ্যে

এক দিন কেবল নস্য লইতে যায় এবং এক বৎসরের মধ্যে সাড়ে ছত্রিশ দিন ঐ কর্ম্মে যায় যদি সে ব্যক্তি চল্লিশ বৎসর নস্য লয় তবে তাহার চারি বৎসর কেবল সেই কর্ম্মে ক্ষয় পায়।

বলুন।

পূর্ব্বে আমরা ছাপাইয়াছিলাম যে ইতালি দেশে এক স্ত্রীলোক বলুনে উঠিয়া পড়িয়া মরিল। এখন তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ শুনা গেল যে ইহার পূর্ব্বে সে স্ত্রীলোক ছেহত্তরি বার বলুনদ্বারা আকাশে উঠিয়াছিল এই বারে যে সে আকাশে উড়িয়া মরিল তাহার কারণ এই ঐ স্ত্রীলোক আপনার সহিত নানা প্রকার ক্ষুদ্র২ বাজী লইয়া আকাশে উঠিতে২ কৌতুক প্রযুক্ত সেই ক্ষুদ্র বাজীতে আগুন দিতেছিল সে স্ত্রীলোক তাহার পূর্ব্ব দিনে আকাশের গতন দেখিয়া আপনার সঙ্গে অধিক বায়ু লইয়াছিল সে দিন সে ক্রমে২ ঐ বায়ু নির্গত করিতেছিল তাহার মধ্যে অতিক্ষুদ্র এক ছিদ্র হইতে বায়ু নির্গত হইয়া ঐ বাজীর অগ্নিতে লাগিবামাত্র বলুন ফাটিয়া ঐ স্ত্রীলোক নৌকাসুদ্ধ এক ঘরের উপরে পড়িল ও তাহার জোরে ঘর ফাটিয়া ঐ স্ত্রীলোক ঘরের মধ্যে পড়িল তাহাতে তাহার মাথা ফাটিয়া দুইখান হইয়া ঐ স্ত্রীলোক মারা পড়িল।

গুজরাত।

গুজরাত দেশের মধ্যে অনেক বানিয়া বৌদ্ধ আছে এবং তাহারদের মধ্যে এক বারা আছে যে তাহারা বৎসরের মধ্যে আট দিন উপবাস করে। দুই তিন মাস হইল তাহারদের মধ্যে এক জন আপন মনে স্থির করিল যে আমি এক মাসপর্য্যন্ত উপবাস করিব। তাহাতে সে ব্যক্তি প্রথম চারি দিন কিঞ্চিৎ২ আহার করিয়াছিল কিন্তু এক মাসের অবশিষ্ট ছাব্বিশ দিন কেবল তপ্ত জল খাইয়াছিল এক মাসের পর সে ব্যক্তি মানস করিল যে আমি তপ্ত জল ব্যতিরেকে যাবজ্জীবন কিছু খাইব না। পরে সে ব্যক্তি ছেষট্টি দিনপর্য্যন্ত ঐ নিয়মে থাকিয়া সাতষট্টি দিনে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। যখন সে মরিল তখন তাহার শরীরে কেবল অস্থিমাত্র ছিল সে মরিলে সকল বৌদ্ধেরা একত্র হইয়া মহাসমারোহপূর্ব্বক তাহার শেষ ক্রিয়া করিল তাহাতে গুজরাত দেশের মধ্যে সকলেই তাহাকে সিদ্ধ পুরুষ করিয়া কহে ও মানে।

নূতন বাদ্য।

কতক দিন হইল ইংগ্লণ্ড দেশহইতে এক প্রকার নূতন বাদ্যের যন্ত্র মোং কলিকাতায় আসিয়াছে সে বাদ্যের যন্ত্র শ্রীশ্রীযুতের ঘরের সম্মুখে থাকে তাহাতে এক চাবি আছে সেই চাবি ঘুরাইলে ক্রমে দুই শত প্রকার পৃথক বাদ্যযন্ত্র হয় এবং ইংগ্লণ্ড দেশে প্রসিদ্ধ যে২ কতক গান আছে সে গান পৃথক২ ঐ বাদ্যেতে বাজে এবং সেই২ গানের মধ্যে যখন তুরী বাজাইতে হয় তখন তুরী আপনি বাজে ও যখন বাঁশী বাজাইতে হয় তখন আপনি বাঁশীর শব্দ হয় এবং যখন ঢোল বাজাইতে হয় তখন আপনি সে ঢোল বাজে ইত্যাদি নানা প্রকার বাদ্য একবার মাত্র চাবি ঘুরাইলেই বাজে। সে বাদ্য যখন যে শুনে সে তখনি চমৎকৃত হয় যেহেতুক একবারমাত্র সে যন্ত্র স্পর্শ করিলে দ্বিতীয়বার স্পর্শ করিতে হয় না কিন্তু দুই ঘণ্টাপর্য্যন্ত নানা প্রকার বাদ্যের মিষ্ট স্বর নির্গত হইতে থাকে।

জবল পুর।

মহারাষ্ট্র দেশের অন্তঃপাতি জবলপুরহইতে সমাচার আসিয়াছে যে সেই খানে সকল শস্য দুর্মূল্য ও দুর্ল্লভ তৎপ্রযুক্ত সেখানকার সোয়ারির ঘোড়া চারি শের দানা পূর্ব্বে পাইত এখন তাহা কম্ম করিয়াছে তথাপি সেখানকার সকল ঘোড়ার আহার একত্র কোথাও পাওয়া যায় না।

গত মাসে তণ্ডুল আর দানা টাকায় আট শের বিক্রয় হইয়াছিল।

ইংগ্লণ্ডীয়েরদের উকীল সাহেব মোং সাগর শহরে ও তাহার চতুর্দ্দিকে দশ হাজার টাকার ধানের বীজ ক্রয় করিবার কারণ টাকা পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু তৎপ্রদেশে বীজ পাওয়া গেল না।

কিন্তু ক্ষেত্রে যে শস্য উৎপন্ন হইয়াছে সে অদ্যাপি সুন্দর মত আছে এবং নর্ম্মদা নদীর উভয় পার্শ্বে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকারে যে২ ভূমি আসিয়াছে সে২ ভূমির মধ্যে সহস্র২ বিঘা ভূমিতে কখনও লাঙ্গল সম্পর্ক হইয়াছিল না ইংগ্লণ্ডীয় উকীল সাহেব সে তাবৎ ভূমিতে কৃষি করাইতেছেন অতএব সেই২ ভূমির ফসল যদি হয় তবে তদ্দেশীয় লোকেরদের আহারের বিষয় কোন ভাবনা থাকিবেক না।

মুরশেদাবাদ।

মুরশেদাবাদহইতে সমাচার আসিয়াছে যে সেখানে ভূমিকম্পের বেগ অতি

পয় কিন্তু সেখানকার লোকেরা কহে যে সেখানে তিনবার পৃথিবীর কম্পন হইয়াছিল কিন্তু এতদ্দেশে দুই বারের অধিক জ্ঞান হইয়াছিল না।

মহীমন সিংহ।

মহীমনসিংহহইতে সমাচার আসিয়াছে যে ২৩ নবেম্বর তারিখে এতদ্দেশে যে ভূমিকম্প হইয়াছিল সে ভূমিকম্প সেই তারিখে সেখানেও হইয়াছিল কিন্তু যেমন দুই নৌকা বেগে পরস্পর লাগালাগি হয় তাহার মত সেখানে সে ভূমিকম্পের বেগ লোকেরা জ্ঞান করিয়াছিল।

কলিকাতা।

মোং কলিকাতার চড়কডাঙ্গায় সাঁতার বাগানে ভগীরথ নামে এক ব্যক্তি হিন্দু জাতি আপন গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে সাহেবদের প্রমুখাৎ শুনা গেল যে ঐ ব্যক্তি অতিশয় মাতোয়ালা ছিল এবং নিত্য সে কহিত যে আমি আপনি আপনাকে খুন করিব এবং তাহার মরণের পূর্ব্ব দিনে অনেক মদ খাইয়া আপন ঘরে পড়িয়া রহিল কিন্তু পর দিন প্রাতে তাহার স্ত্রী উঠিয়া দেখিল যে সে আপন গলায় দড়ি দিয়া মরিয়া রহিয়াছে পরে তাহার গলার দড়ি কাটিয়া তাহাকে নামাইয়া অনেক যত্ন করা গেল তাহাতে দেখা গেল যে সে নিতান্ত মরিয়াছে।

এই সপ্তাহের বাজার ভাও।

জালুন তুলা আটার টাকা মোন।

কাজোড়া তুলা সতর টাকা মোন।

পাটনাই তণ্ডুল তিন টাকা বার আনা মোন।

পাজুড়ি তণ্ডুল উত্তম তিন টাকা দুই আনা মোন।

মরীয় তণ্ডুল দুই টাকা দশ আনা মোন।

মুগী তণ্ডুল উত্তম এক টাকা বার আনা মোন।

মরীয় তণ্ডুল এক টাকা এগার আনা মোন।

বালাম তণ্ডুল এক টাকা তের আনা মোন।

নীল উত্তম এক শত ষাটি টাকা মোন।

এই সপ্তাহে তুলার ক্রয় বিক্রয় অত্যল্প হইয়াছে এবং গত সপ্তাহহইতে তুলার দর ফি মোন ছয় আনা অধিক মূল্য হইয়াছে।

এক মুসলমান আর ছাগল।

এক ব্যক্তি মুসলমান বাজারহইতে আপন আহারের কারণ একটি ছাগল ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেছিল। তাহা দেখিয়া তিন জন প্রতারক ঐ ছাগল তাহার স্থানে লইবার কারণ তাহার পশ্চাৎ২ গমন করিল এবং কতক দূরে গিয়া কেহ কহিল যে এ কি আশ্চর্য্য মুসলমান হইয়া শূকর স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইতেছে। ইহা শুনিয়া মুসলমান সন্দিগ্ধ হইয়া আপন স্কন্ধহইতে ছাগল নামাইয়া দেখিল যে প্রকৃত ছাগল বটে। পরে তাহার কথা অগ্রাহ্য করিয়া যাইতে লাগিল। কতক দূর গেলে আর এক ব্যক্তি কহিল অরে দুরাত্মা মুসলমান শূকর লইয়া যাইতেছ। তাহাতে মুসলমান আপন স্কন্ধহইতে ছাগল নামাইয়া কহিল যে তুমি কি কারণ শূকর কহিলা এই দেখ ছাগল। বঞ্চক কহিল তোমার ভ্রম হইয়াছে আমি দেখিতেছি শূকর তাহাতে মুসলমান ঐ ছাগলের এ দিগ ও দিগ সুন্দররূপে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল যে শূকর নহে। পরে আপনা আপনি কহিতে লাগিল যে ইহারা উন্মত্ত হইয়াছে নতুবা আমার ক্রীত ছাগলকে কেন শূকর কহিতেছে মুসলমান এই স্থির করিয়া পুনর্ব্বার ছাগল লইয়া যাইতে লাগিল কিঞ্চিৎ দূর গেলে ঐ প্রতারকের দর এক জন অগ্রগামী হইয়া মুসলমানের বস্ত্র ধারণ করিয়া তাহার সম্মুখে গিয়া কহিল যে অরে নাপাক কুলাঙ্গার তুই আমাদের অত্যন্ত ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতেছিস কাজির নিকট কহিয়া তোর শাস্তি দিব। এই কথা শুনিয়া মুসলমান বিবেচনা করিল যে এত লোকে যে কহিয়াছিল তাহাতে আমার প্রত্যয় হয় নাই কিন্তু এখন আমার জাতেই কহিতেছে অতএব বুঝি আমার দৃষ্টির বৈলক্ষণ্য ও জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকিবেক যাহা হউক সাধ্য কি মিথ্যা অন্য রব হইলে অবশ্য ধর্ম্মের হানি হইবেক। ইহা বিবেচনা করিয়া ছাগল পরিত্যাগ করিয়া গেল। পরে ঐ বঞ্চকেরা মহাহৃষ্ট হইয়া ছাগল লইয়া ভক্ষণ করিল।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে অনেকের আসাধ্য কোন কর্ম্ম নাই এক পরামর্শে অনেক লোক অন্যায়কেও ন্যায় করিতে পারে।

এই সমাচার দর্পন শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতি সপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে২ এক টাকা যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকটে কাগজ না পৌঁছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাহার নিকটে পাঠান যাইবে।

সমাচার দর্পণ

সংখ্যা। শনিবার। ২৭ নবেম্বর সন ১৮১৯। ১৩ অগ্রহায়ণ সন ১২২৬।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্ত সমাচারস্য দর্পণে॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা দুই টাকা ডিস্কৌণ্ট। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা দুই টাকা আট আনা ডিস্কৌণ্ট।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

[illegible]	নবেম্বর	শনিবার	১৩	অগ্রহায়ণ
৮	ঐ	রবিবার	১৪	ঐ
৯	ঐ	সোমবার	১৫	ঐ
[illegible]	ঐ	মঙ্গলবার	১৬	ঐ
[illegible]	দিসেম্বর	বুধবার	১৭	ঐ
[illegible]	ঐ	বৃহস্পতিবার	১৮	ঐ
[illegible]	ঐ	শুক্রবার	১৯	ঐ

ইস্তাহার।

১২ নবেম্বর তারিখে শ্রীশ্রীযুত ইস্তাহার দিয়াছেন যে জানুয়ারি মাসের প্রথম তারিখ অবধি বেহার ও ভাগলপুর ও রামগড় ও সারন ও শাহাবাদ ও তীরহুতের কালেক্টর সাহেবেরা যত খাজানা কোম্পানিতে দাখিল করিবেন তাহার তিন ভাগের এক ভাগ বাঙ্গাল বাঙ্কিনোট দাখিল করিতে পারিবেন অবশিষ্ট খাজানা রোক টাকা দাখিল করিতে হইবেক এবং আর২ কোন বিষয়ের টাকা দাখিল করিতে হইলে নগদ টাকা অথবা বাঙ্গাল বাঙ্কিনোট যেমন ইচ্ছা তাহা দাখিল করিতে পারিবেন।

সমাচার দর্পণ।

কলিকাতা।

গত সপ্তাহে সুপ্রিমকোর্টের গ্রাণ্ডজুরি সাহেবেরা মিসিল করিয়া শ্রীযুত জজ সাহেবের নিকটে পশ্চাৎ লিখিত বিষয় দরখাস্ত করিয়াছেন। যে সুপ্রিমকোর্টের গ্রাণ্ডজুরি সাহেব লোকেরদের এই রীতি আছে যে আপন কর্ম্ম সাঙ্গ করিয়া কলিকাতার সর্ব্বত্র যেখানে যেমত অন্যায় দেখেন তাহা জজ সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করেন।

এই বৎসর তাহারা এই এক বিষয় দরখাস্ত দিয়াছেন যে বাজারের ইজারদারেরা এই মত অন্যায় করিতেছে যে আপন ইজারার মধ্যে কোন রাস্তা দিয়া কোন স্থানের ব্যাপারি লোকেরা কোন দ্রব্য বিক্রয় করিতে কোন স্থানে লইয়া যায় ইজারদারেরা তাহারদিগকে পাকড়া করিয়া সেই সকল দ্রব্যের মাসুল লয় ইহাতে গ্রাণ্ডজুরি সাহেবেরা আদালতে দেখিলেন যে একত্রিংশ বৎসর হইল এক স্থানে এইরূপ তহবাজারি সবব করিয়া মাসুল লইয়াছিল তাহাতে শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেবের জাতনার হইলে তাঁহার হুকুম হইল যে এরূপ মাসুল কেহ লইতে আর পারিবেক না কিন্তু কাল ক্রমে এ সকল নীতি লোপ হইল এখন বড় বাজারে এবং অন্য২ বাজারে তহবাজারি সববে এইরূপ মাসুল লইতেছে কিন্তু তহবাজারী এরূপ নহে অন্যত্র হইতে দ্রব্যাদি আনিয়া যাহার ভূমিতে বসিয়া ক্রয় বিক্রয় করে তাহার মাসুল লওয়া সর্ব্বথা কিন্তু যাহার মৃত্তিকা দিয়া ব্যাপারিরা দ্রব্য লইয়া যায় তাহাকে মাসুল দেওনের বিষয় কি।

শ্রীযুত সইজীরাও মহারাজ।

দুই এক সপ্তাহ হইল বোম্বইর নিকট গুইকার দেশের অধিপতি আনন্দরাও মহারাজের মৃত্যু সমাচার গিয়াছে তাহার পরে সেই রাজ্যে সংপ্রতি যে ব্যক্তি অভিষিক্ত হইয়াছেন তাহার সমাচার দেওয়া যাইতেছে। ঐ আনন্দরাও মহারাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সইজীরাও গুইকার রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন কিন্তু যদি ইংগ্লণ্ডীয়েরদের উপকার তাহার দ্বারা না থাকিত তবে তিনি কোন প্রকারে তিষ্ঠিতে পারিতেন না যেহেতুক তাঁহার বিপক্ষ অনেক ও আপনার পরিবারও অনেক ইহাতে তাহার অনেক বিপ্রতিপত্তি হইত। আনন্দরাও দুই ক্রোর টাকা রাখিয়া মরিয়াছেন সে টাকার উপরে তাহার পরিবারেরা সর্ব্বদা চক্ষু রাখিয়াছে তৎপ্রযুক্ত ইংগ্লণ্ডীয়েরা সে টাকা আপন হাতে রাখিয়াছেন তাহার পরিবারের মধ্যে যথার্থ ভাগ করিয়া দিবেন।

গত পিণ্ডারিরদের যুদ্ধের লুট।

পিণ্ডারিরদের সহিত গত যুদ্ধে কেবল সাত হাজার টাকামাত্র পাওয়া গিয়াছে সেও কেবল ক্ষুদ্র২ ঘোড়া ও গরু বিক্রয় দ্বারা। এবং ছাওনিতে আর২ যে ধন ছিল

তাহা যে সৈন্যেরা লুট করিয়াছিল তাহারাই তাহা বাঁটিয়া লইয়াছে অবশিষ্ট এই মাত্র পাওয়া গিয়াছে। এই টাকা যদি সৈন্যের মধ্যে বাঁটিয়া দেওয়া যাইত তবে প্রতিজন আট২ আনা করিয়াও পাইত না। তৎকালে সৈন্যের মধ্যে এক সিপাহী কহিয়াছিল যে পিণ্ডারিরদের পশ্চাৎ২ দৌড়িতে আমারদের যে পায়ের জুতা ক্ষয় হইয়াছে এই লুটে তাহার মূল্যও আদায় হইল না।

—

বোম্বই।

এই মাসের প্রথমে বোম্বইর শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেবের সরকারি খরচের টাকার কিছু অনাটন হইলে তিনি এক ইস্তাহার দিলেন যে যে কেহ আমার এখানে টাকা কর্জ দিবেক আমি তাহাকে সে টাকা কলিকাতার বড় সাহেবের উপরে হুণ্ডী দিব সে সেইখানে টাকা পাইবেক এই ইস্তাহার দিবামাত্র তিন দিনের মধ্যে লোকেরা ত্রিশ লক্ষ টাকা নগদ দিয়া কলিকাতায় হুণ্ডী লইল।

—

সিংহলদ্বীপ।

কতক দিন হইল সিংহলদ্বীপের এক জেলার কালেক্টর সাহেব কোনহ স্থানে যাইতে তদ্দেশীয় এক জনের স্থানে আপন সোয়ারির বেহারা চাহিলে সে ব্যক্তি বেহারা দিতে পারিলেক না। পরে সাহেব তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে মারিতে২ সে খুন হইল পরে সেখানকার জজ সাহেব সে বিষয় জানিয়া তাহা গুপ্ত রাখিলেন। কিছু দিন পরে ওখাকার বড় সাহেব শুনিয়া জজ ও কালেক্টরকে তলপ করিয়া জজ সাহেবকে পদচ্যুত করিলেন ও কালেক্টর সাহেবকে পরে যত কয়েদ করিলেন এখন মিসিল হইয়া কি হুকুম হয় তাহা বলা যায় না।

—

নুতন লবন।

ইংগ্লণ্ড দেশে এক প্রকার নুতন লবন সৃষ্টি হইয়াছে তাহার গুণ এই সে লবন মাংসে দিলে মাংস দুষিত হয় না অধিক কাল হইলেও রসের বৈলক্ষণ্য হয় না। এক জন এক মেষ মারিয়া সেই লবনের মধ্যে রাখিয়াছিল এক বৎসরের পরে ওঠাইয়া আনিল তাহাতে রসের বৈলক্ষণ্য হইল না ও দুর্গন্ধও হইল না।

—

ভাগিরথী নদী।

সকল লোক জ্ঞাত আছেন যে ভাগীরথী নদীর জল ষাটি বৎসরের মধ্যে অনেক শুষ্ক হইয়াছে। ষাটি বৎসর হইল চৌয়াত্তুরী বন্দুকের দুই জাহাজ চন্দননগর পর্য্যন্ত গিয়াছিল এবং বিশ বন্দুকের এক জাহাজ সোং হুগলীপর্য্যন্ত গিয়াছিল এখন স্থানে২ এমত চড়া পড়িয়া শুষ্ক হইয়াছে যে কোনো প্রকারে কোনো সময়ে বড় জাহাজ সে মত চলিতে পারে না। এই সকল চড়া পড়িবার কারন এই যে বর্ষা গত হইলে মৎস্যধারকেরা স্থানে২ বাঁশ পোতে ও তাহার নিকটে মৃত্তিকা আটক হয় পরে বাঁশ তুলিয়া লইলেও সেই মৃত্তিকাতে ক্রমে মৃত্তিকা আটক হইয়া বড় চড়া হয়। এবং ভাগ্যবান লোকেরা স্থানে২ ঘাট বন্ধা করেন তাহাতে মৃত্তিকা জমা হইয়া চড়া পড়ে এইং কারণে ভাগীরথির ও মাথা ভাঙ্গা প্রভৃতির জল চৈত্র বৈশাখ মাসে এমন শুষ্ক হয় যে তাহাতে নৌকা গমনের পথও থাকে না ইহার উপায় কারন পূর্ব্বে করনল কৌলবুরুক সাহেব শ্রীশ্রীযুত গবরনর জেনেরাল বাহাদুরের নিকটে দরখাস্ত করিয়াছিলেন যে একটা লৌহযন্ত্র নৌকাতে রসী বান্ধিয়া জলের মধ্যে ফেলিয়া আকর্ষন করিলে চড়া ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু তাহার কিছুই হয় নাই। এই ক্ষনে এই উপায় আছে যে এখন ঘাট বান্ধিতে হইলে জলের মধ্যে কেহ না বান্ধেন এবং জালিয়ারাও জলের মধ্যে বাঁস না পোতে ইহা হইলেও যে আছে সে বজায় থাকে এই সমাচার ইংগ্লণ্ডীয় লিডপত্রের জানা গিয়াছে।

—

আত্মহত্যা।

চারি পাঁচ মাস হইল ইংগ্লণ্ড দেশে [illegible] বৎসর বয়স্কা এক স্ত্রী আপন [illegible] এক গাছের ডালে গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে তাহার দশা শুনিলে অতিশয় খেদ হয়। দেড় বৎসর হইল এক ব্যক্তি ভদ্র মনুষ্য তাহার কন্যাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল কিন্তু সে বিবাহের ব্যক্তি ধনহীন অতএব সে কহিয়াছিল যে আমি নির্ধন অতএব ভারতবর্ষে গিয়া ধনোপার্জন করিয়া আসিয়া বিবাহ করিব। ইহা কহিয়া সে পুরুষ সোং কলিকাতা আসিয়া নানা প্রকারে ধনোপার্জন করিয়া বহু সংপত্তি সঞ্চয় করিল। ইতোমধ্যে ঐ পুরুষের মিথ্যা মৃত্যু সম্বাদ সম্বলিত এক পত্র ইংগ্লণ্ডে গেল এবং সেই সমাচার শুনিয়া শোকযুক্ত সে কন্যার মাতা আত্মহত্যা করিল। তাহার পর দিবস সে পুরুষের আপন হস্তাক্ষরের পত্র সেখানে পঁহুছিল ইহাতে এই খেদ হয় যদি সে স্ত্রীলোক আর এক দিবস অপেক্ষা করিত তবে আত্মঘাতিনী হইত না।

—

অকস্মাৎ মৃত্যু।

তিন সপ্তাহ হইল কলিকাতার নিকটে

এক জাহাজে দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত নাচ হইয়াছিল সে দিন নাচওয়ালারা দুই প্রহর রাত্রিপর্য্যন্ত নাচ করিয়া আপন ঘরে গেল পর দিবস তাহারা সকলেই পীড়িত হইল পরে দুই সপ্তাহের মধ্যে তাহারদের তের জন মরিয়াছে আর জন কএক পীড়িত আছে তাহার কারণ অনুসন্ধান করা গেল যে সে জাহাজের মধ্যে মহিষের সতর হাজার সিংহ বোঝাই ছিল তাহার দুর্গন্ধযুক্ত এমত হইয়াছে তখন সে জাহাজ চলিয়া গিয়াছে তাহার ফিরান কারণ অন্য জাহাজ পাঠান গিয়াছিল কিন্তু তাহার দেখা পাওয়া যায় নাই।

লৌহ নৌকা।

সম্প্রতি ইংগ্লণ্ড দেশে এক জন শিল্পী লৌহময় এক নৌকা প্রস্তুত করিতেছে সে নৌকা প্রস্তুত হইলে কাষ্ঠের নৌকার মত চলিবেক এবং কাষ্ঠের নৌকাহইতেও ওজনে পাতল হইবেক।

ইংগ্লণ্ড দেশে যে মাসে সমুদায় লৌহ নির্ম্মিত নৌকা প্রস্তুত হইয়া ভাসান গিয়াছে সে নৌকা দীর্ঘ বিয়াল্লিশ হাত প্রস্থ আট হাত তাহাতে তিন শত ষাটি মোন বোঝাই হইতে পারে এবং এক হাতের কিঞ্চিৎ অধিক জল ভাঙ্গে।

আশ্চর্য্য গরু।

এমত বহুপ্রসূতি গরু কেহ কখনও দেখে নাই ও শুনেন নাই আটার শত পোনের সালের জুলাই মাসে তাহার পাঁচটা বাছুর হইল পরে ষোল সালের যে মাসে তিনটা বাছুর হইল পরে সতের সালের মার্চমাসে তিনটা বাছুর হইল আটার সালের মে মাসে দুইটা বাছুর হইল ও উনিশ সালের এপ্রিল মাসে তিনটা বাছুর হইল সাড়ে চারি বৎসরের মধ্যে ষোল সন্তান হইল তাহার মধ্যে যে শেষ তিন সন্তান তাহারা বাঁচিয়া আছে।

বড় বাজার।

ইংগ্লণ্ড দেশে একটা বড় বাজার আছে তাহাতে নানা প্রকার গাড়ি ও ঘোড়া ও গরু প্রভৃতি অনেক বিক্রয় হয় এবং অনেক লোক সেখানে একত্র হয়। এক দিন কতক লোক কতক গুলি ঘোড়া বিক্রয় করিতে আনিয়া সেই বাজারের এক স্থানে ঘোড়া বান্ধিল। এই কালে অতিশয় শিলাবৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল তাহাতে সকল লোক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল ঘোড়া সকলও শিলার আঘাত সহিষ্ণুতা করিতে না পারিয়া লাফালাফি করিয়া দড়াদড়ি ছিঁড়িয়া নানা দিকে চলিল পরে দুষ্ট লোকেরা সেই সকল ঘোড়া ধরিতে লাগিল. তাহা দেখিয়া যাহারদের ঘোড়া তাহারা বিবেচনা করিল যে ইহারা আমারদের ঘোড়া চুরি করিতে পারিতেছে আমরা কি রক্ষা করিতে পারিব না। এই বিবেচনা করিয়া ঐ শিলাবৃষ্টির মধ্যে আসিয়া তাহারা আপনং ঘোড়া ধরিল পরে ঐ দুষ্ট লোকেরদের সহিত অতিশয় যুদ্ধ হইতে লাগিল এ দিকে ঘোড়া সকল চিৎকার করিয়া লাফাইতে লাগিল ঐ সময় শিলাবৃষ্টি মেঘগর্জন অতিশয় হইতে লাগিল ইহাতে অনুমান হইল যে বুঝি নারদ গোস্বামী আসিয়া মিলিয়াছেন।

লৌহ সিন্দুক।

ইওরোপে মানুষ মরিলে কাষ্ঠের সিন্দুকে কবর দেওয়া যায় এমত রীতি পূর্ব্বাপর আছে কিন্তু এখন লোকেরা কবর খুদিয়া সিন্দুক ভাঙ্গিয়া মৃত শব লইয়া চিকিৎসক লোকেরদের নিকটে বিক্রয় করে। ইহাতে লোকেরা বিরক্ত হইয়া এক জন লৌহ সিন্দুকে কবর দেওনে প্রবৃত্ত হইলে ওথাকার অধ্যক্ষ বারণ করিয়াছে কিন্তু সেও জেদ করিয়াছে যে লৌহ সিন্দুকে অবশ্য কবর দিবেক ইহার মোকদ্দমা হইতেছে কিন্তু ইংগ্লণ্ডহইতে যে শেষ সমাচার আসিয়াছে তাহাতে ইহার শেষ লিখা নাই।

পর্ব্বতচলন।

ইওরোপ দেশের মধ্যে এক স্থানে একটা সামান্য পর্ব্বত ছিল তাহার নীচে একটা ঝোরা ছিল তাহার দ্বারা সর্ব্বদা জলের স্রোত বহিত পরে তাহার নিকটে একটা শহর পত্তন হইয়া মাল মসালা পড়িয়া সে ঝোরা বন্ধ হইয়া জল বন্ধ হইয়াছিল এখন সে পর্ব্বত যে দিকে নদী সেই দিকে ক্রমেং অল্প চলিতেছে। এ অতি আশ্চর্য্য ইহাতে লোকেরা অনুমান করে যে যাবৎ জল নির্গত হওনের পথ ছিল তাবৎ পর্ব্বত স্থির ছিল এখন সে জল বন্ধ হইয়া জলের জোরে পর্ব্বত চলিয়া একটা প্রাচীন রাস্তার উপরে আসিয়াছে তাহাতে লোকেরা সে রাস্তা ছাড়িয়া দক্ষিণ বাম দিয়া গমনাগমন করিতেছে আর সেই পর্ব্বত এমত স্থির রূপে চলিতেছে যে তাহার উপরের বৃক্ষ ও মৃত্তিকাদি কিছু মাত্র স্খলিত হয় না সে পর্ব্বত যে নদীর দিকে চলিতেছে যদি কোন রূপে বন্দ না হয় তবে শীঘ্র সেই নদীর মধ্যে পড়িবেক।

রুস্কা দেশের আশ্চর্য্য আয়ু।

গত বৎসরে রুস্কা দেশে এক স্থানে

সাত জন ডাকাইতি করিয়া একত্র ধরা পড়িল পরে অদালতে তাহারদের অপরাধ সাবুদ হইয়া দুই জনের গুলিরদ্বারা খুন আর পাঁচ জনের মস্তকচ্ছেদন করিয়া খুন হকুম হইল যাহারদের গুলি মারিয়া খুন কর্ত্তব্য হইল তাহার মধ্যে এক জন কহিল যে আমার স্থানে এমত অক্ষয় কবচ আছে যে আমি কোন রূপেই মরিব না তাহা তোমারদিগকে দেখাইব। পরে খুন করিবার সময়ে সে কহিল যে আমাকে এক বৃক্ষে বন্ধন করিয়া চারিবার চারি গুলি মারিবা ইহাতে যদি আমার মৃত্যু না হয় তবে আমি খালাস পাইব। ইহাতে হাকীম স্বীকার করিল ও সেই রূপ বৃক্ষে বন্ধন করিল। অনন্তর ঐ ডাকাইত আপন মুখহইতে থুতু লইয়া আপন পেটে একটা দাগ দিয়া হাসিয়া কহিল যে আইস গুলি মারহ। পরে এক গুলি মারিলে সে গুলি তাহার বাম দিক দিয়া গেল দ্বিতীয় গুলি মারিল সেও তাহার দক্ষিণ দিক দিয়া গেল তৃতীয় গুলি মারিল সেও তাহার পায়ের মধ্য দিয়া গেল চতুর্থ গুলি ওপর দিয়া গেল তাহার শরীরে এক গুলিও লাগিল না। তাহাতে হাকীম চমৎকৃত হইয়া তাহাকে খালাস করিয়া তাহাকে চাকরি দিল তাহার সঙ্গিকে এক গুলি মারিল পরে দ্বিতীয় গুলি মারিতেই সে তখনি মরিল। আর পাঁচ জনকে কদলী বৃক্ষের মত মস্তকচ্ছেদন করিয়া মারিয়া ফেলিল।

শ্রীযুত রাজা উদ্মন্ত সিংহ।

মুরশেদাবাদের শ্রীযুত রাজা উদ্মন্ত সিংহের মোং কলিকাতায় যে বাণিজ্যের কুঠী আছে তাহার জমা ও তাহার বাড়ী ও বাণিজ্যের মুনফা এবং কলিকাতার মোং পুকুরিয়াতে যে তাহার বাটী ও তাহার জমা ও নগদ এক লক্ষ টাকা এই সকল সম্পত্তি মোং মুরশেদাবাদের নসীবপুর মোকামে যে তাহার রঘুনাথের মন্দির আছে তাহার ব্যয়ের কারণ দিয়াছেন এবং তিনি আপন সকল দায়াদেরদিগকে ডাকিয়া এই বিষয়ে স্বাক্ষর করাইয়া দিয়াছেন।

কলিকাতা।

কলিকাতার বহুবাজারের কোম্পানির মদরসার নিকটে কোম্পানির এক গির্জা ঘর হইবেক তাহার আয়োজন হইতেছে এবং সে প্রস্তুত হইলে তাহাতে এক জন উপদেশক থাকিবে ও তাহার নিকটে এক ইংগ্লণ্ডীয় পাঠশালা হইবেক সেখানে অনেক বালক বিনামূল্যে বিদ্যা পাইবেক।

গুপ্ত পূজা।

মোং নবদ্বীপের পশ্চিম এক ক্রোশ ও পূর্ব্বস্থলীর দক্ষিণ এক ক্রোশ ব্রহ্মাণীতলা নামে এক প্রসিদ্ধ স্থান আছে সে স্থান কোন গ্রামের মধ্যে নহে ও গ্রামহইতে বিস্তর দূর নহে চারি দিকে মাঠ মধ্যে পাঁচ ছয়টা বট বৃক্ষ আছে তাহার মধ্যে এক ইষ্টকময় মঞ্চ ঐ মঞ্চের উপরে ব্রহ্মাণীর ঘট স্থাপন আছে তাহাতে ব্রহ্মাণীর পূজা প্রতিদিন হইয়া থাকে এবং প্রতিবৎসর সেখানে শ্রাবণ সংক্রান্তিতে বড় মেলা হইয়া থাকে তাহা পূর্ব্বে ছাপান গিয়াছে।

সম্প্রতি ২৯ কার্ত্তিক ১৩ নবেম্বর শনিবার রাত্রি যোগে ঐ ব্রহ্মাণীতলায় অত্যাশ্চর্য্য রূপ পূজা হইয়াছে তাহার বিবরণ এই অষ্টোত্তর শত ছাগ ও দ্বাদশ মহিষ বলিদান ও চেলীর শাড়ী ও সূতার শাড়ী বিশ পচিশখান ও প্রধান নৈবেদ্য আটখান তাহার প্রত্যেক নৈবেদ্যে অনুমান দুই২ মোন আতপ তণ্ডুল ও তদুপযুক্ত উপকরণাদি। এই২ সকল সামগ্রী দিয়া গুপ্তরূপে পূজা করিয়া গিয়াছে কিন্তু সে রাত্রিতে কেহই তাহার অনুসন্ধান পায় নাই পর দিনে প্রাতঃকালে তন্নিকটস্থ গ্রামের লোকেরা গিয়া দেখিল যে সেই২ নৈবেদ্য ও শাড়ী ও অষ্টোত্তর শত ছাগ মুণ্ড ও দ্বাদশ মহিষ মুণ্ড ইত্যাদি অবিকৃত আছে। এবং ছাগ ও মহিষের শরীর নাই কেবল বেদির উপরে মুণ্ড মাত্র এবং হাড়ি না পুতিয়া এই সকল বৃহৎ মহিষাদি বলিদান করিয়াছে। এই আশ্চর্য্য যে এত বৃহৎ কর্ম্ম এক রাত্রিতে নিষ্পন্ন করিয়াছে ইহা কেহ জানিতে পারে নাই। এবং ভাগ্যবান লোক ব্যতিরেকে এমত পূজা দিতে অন্যে পারে না এবং সে ভাগ্যবান ব্যক্তি কি নিমিত্তে অপ্রকাশ রূপে এমত মহাপূজা করিয়াছেন তাহার কারণ জানা যায় নাই। কিন্তু এই বিষয় মোং পূর্ব্বস্থলীর দারোগা এইমাত্র সন্ধান করিল যে সেই শনিবার অধিক রাত্রির সময়ে এক ব্যক্তি এক মুদীর দোকান হইতে লণ্ঠন জ্বালাইয়া লইয়া গিয়াছিল আর কিছু কেহ কহিতে পারিল না।

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতি সপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনাবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে২ এক টাকা যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকটে কাগজ না পৌঁছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাহার নিকটে পাঠান যাইবে।

সমাচার দর্পণ

৮১ সংখ্যা। শনিবার। ৪ দিসম্বের সন ১৮১৯। ২০ অগ্রহায়ণ সন ১২২৬।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা দুই টাকা ডিস্কৌণ্ট। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা দুই টাকা ছয় আনা ডিস্কৌণ্ট।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

৪	দিসেম্বর	শনিবার	২০	অগ্রহায়ণ
৫	ঐ	রবিবার	২১	ঐ
৬	ঐ	সোমবার	২২	ঐ
৭	ঐ	মঙ্গলবার	২৩	ঐ
৮	ঐ	বুধবার	২৪	ঐ
৯	ঐ	বৃহস্পতিবার	২৫	ঐ
১০	ঐ	শুক্রবার	২৬	ঐ

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে।

বমোজিব হুকুম সাহেবান বোর্ড পরিমিট নমক ও আফীম প্রথম দফা সন ১৮১৯ সাল ইংরেজী ৩১ দিসেম্বর মতাবক সন ১২২৬ সাল বাঙ্গালা ১৭ পৌষ রোজ শুক্রবার এগার ঘড়ি দিবসের সময়ে মোকাম কলিকাতার এক্সচেঞ্জ রুমে শ্রীযুত কোম্পানি ইংরেজ বাহাদুরের সন ১৮১৯ সালের আফীম নীচের তপসীল মাফিক বিক্রয় হইবেক।

তপসীল।

আসামী	সিন্দুক
বেহারের	১৬৭১
বারানসের	৩৩১
	২০০২

সরত নিলাম। ২ দফা আফীম মজকুর মুফর্‌রদ সিন্দুকে বিক্রয় হইবেক আর প্রত্যেক লাট পাঁচ সিন্দুকের হইবেক খরিদারান নিলামের সময় এক টাকা বায়না দস্তবদস্ত দিবেক আর পাঁচ দিবসের মধ্যে প্রতিলাটের কিম্মতের অন্দরে ফি শত দশ টাকা নগদ কিম্বা কোম্পানির কাগজ আমানত দাখিল করিবেক ইহাতে যে কেহ দাখিল না করে তাহারদিগের খরিদা লাট পুনর্ব্বার বিক্রয় করা যাইবেক তাহাতে নোকসান ও খরচা যে হবেক তাহা খরিদারানকে লাগিবেক কেফাইত যে হইবেক সে সরকারের হইবেক।

৩ দফা আফীমের কিম্মতের বেবাক টাকা নিলামের তারিখহইতে দুই মাহার মধ্যে দাখিল করিয়া আফীম খালাস করিবেক যে কেহ ইহা অন্যথা করে তবে ঐ বায়না ফি শত দশ টাকা ও বায়না মজকুর সরকারে জব্দ হইবেক এবং ঐ আফীম পুনর্ব্বার নগদ টাকায় বিক্রয়ের ইস্তাহার দেওয়া যাইবেক তাহার বিক্রয়ে যে নোকসান ও খরচা হইবেক তাহাও প্রথম খরিদানকে লাগিবেক কেফাইত যে হয় সে সরকারের হইবেক।

৪ দফা সকলকে প্রকৃত করা জানান যাইতেছে আগামী ফেব্রুআরীপর্য্যন্ত ওপরের লিখিত ভিন্ন আর আফীম বিক্রয় হইবে না ঐ ফেব্রুআরী মাসে সন ১৮১৮। ১৯ সালের বাঁকী আফীম আন্দাজ ২০০২ সিন্দুক নিলামে বিক্রী যাইবেক।

সমাচার দর্পণ।

রাজকর্ম্মেনিয়োগ।

১ আক্টোবর ১৮১৯ শাল শ্রীযুত জন ফেণ্ডাল সাহেব সদরদেওয়ানী অদালত ও নিজামত অদালতের প্রধান বিচারকর্ত্তা হইয়াছেন।

১২ নবেম্বর ১৮১৯। শ্রীযুত এচ টি ওএন সাহেব চব্বিশপরগনার বিচারকর্ত্তার পেস্কার হইয়াছেন।

২৬ নবেম্বর। শ্রীযুত ডবলিও লেঘর সাহেব সদরদেওয়ানি অদালত ও নিজামত অদালতের বিচারকর্ত্তা হইয়াছেন।

শ্রীযুত এ রস সাহেব মোং বাঁশবরেলির কোর্টআপীলের ও দাএরা অদালতের দ্বিতীয় বিচারকর্ত্তা।

শ্রীযুত সি এলিয়ট সাহেব বাঁশবরেলির কোর্টআপীলের ও দাএরা অদালতের তৃতীয় বিচারকর্ত্তা।

শ্রীযুত জে ও ওল্ড্‌হেম সাহেব বাঁশবরেলির কোর্টআপীলের ও দাএরা অদালতের চতুর্থ বিচারকর্ত্তা।

শ্রীযুত সি টি সিলি সাহেব কলিকাতার কোর্টআপীলের ও দাএরা কোর্টের দ্বিতীয় বিচারকর্ত্তা।

শ্রীযুত জি ফারবস সাহেব কলিকাতার কোর্টআপীলের ও দাএরা কোর্টের তৃতীয় বিচারকর্ত্তা।

শ্রীযুত এ বি টদ সাহেব কলিকাতার

সমাচার দর্পণ।

কোর্ট আপীলের ও দাএরা কোর্টের চতুর্থ বিচারকর্ত্তা।

শ্রীযুত অনরবল এডোয়ার্ড গার্ডনর সাহেব মোং নেপালের রাজার নিকটে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের পক্ষীয় উকীল।

শ্রীযুত জেম্‌স মার্চবাঙ্কস সাহেব বুন্দেলখণ্ডে ও সাগরে ও নর্ম্মদা নদীর উভয় পার্শ্বে লবুদেশে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের পক্ষীয় উকীল হইয়াছেন।

বোম্বই।

গত শনিবারে মোং কলিকাতায় সমাচার আসিয়াছে যে ১ নবেম্বর তারিখে শ্রীযুত মৌণ্ট ষ্টুআর্ট এলফিন্‌স্তন সাহেব বোম্বইএর বড় সাহেবি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন এই সাহেব পূর্ব্বে পুণাপ্রভৃতি শহরে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের পক্ষীয় উকীল ছিলেন শ্রীশ্রীযুত বাজিরাও পেশোয়া মহারাজ প্রভৃতির সহিত যখন ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অকৌশল হইয়াছিল তখন এই সাহেব নানা প্রকার সাম দান সন্ধি বিগ্রহদ্বারা সে সকল অসামঞ্জস্য সমাধান করিয়াছিলেন ও তদ্দেশীয়েরদের উপকারপূর্ব্বক সর্ব্বসমাবেশ করিয়াছিলেন এখন তিনি ঐ প্রদেশের বোম্বই শহরের বড় সাহেব হইয়াছেন।

নূতন পুস্তক।

সম্প্রতি মোং কলিকাতাতে শ্রীযুত বাবু রামমোহনরায় পুনর্ব্বার সহমরণবিষয়ক বাঙ্গলা ভাষায় এক পুস্তক করিয়াছেন এখন তাহার ইংরাজী হইতেছে সেও শীঘ্র সমাপ্ত হইবেক।

বসন্ত রোগ।

গত বৎসর মোং সিংহল দ্বীপে বসন্ত রোগগ্রস্ত হইয়া অনেক লোক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে তৎপ্রযুক্ত সেখানকার বড় সাহেব তৎপ্রদেশের ভারিং গ্রামে একং স্থান নিরূপণ করিয়াছেন ও সেইং স্থানে একং জন বসন্ত রোগ চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়াছেন এবং সর্ব্বত্র আজ্ঞা করিয়াছেন যে যখন যাহার বালকের বসন্ত রোগ হইবেক সেই ব্যক্তি আপন বালক লইয়া ঐ স্থানে ঐ নিযুক্ত চিকিৎসকের নিকটে যাইবেক ও সেই ব্যক্তি তাহার টীকা দিবেক ও চিকিৎসা করিবেক এবং টীকা দিলে আট দিনের পর সেইং ব্যক্তি সেই স্থানে ঐ চিকিৎসকের নিকটে আপন বালককে আনিবেক ও চিকিৎসক দেখিবেক যে টীকা দেওয়াতে কিছু উপকার হইয়াছে কি না যে ব্যক্তি আপন বালক লইয়া সেখানে না যায় ও যদি তাহার বালকের বসন্ত ভালো না হয় তবে তাহার সাজা হইবেক।

ওলাউঠা।

মোং মুরশেদাবাদহইতে সমাচার আসিয়াছে যে সে দেশে ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব পুনর্ব্বার হইয়াছে ঐ মোকামে সম্প্রতি এক ঘর গৃহস্থ ঐ রোগে সবংশ উচ্ছিন্ন হইয়াছে এবং এতদ্দেশেও মধ্যেং ঐ রোগ হইতেছে।

দুই বালকের সাহস।

এতদ্দেশে যেমন লোকেরদের বাঘের ভয় তেমন স্কাটলণ্ডদেশে ভালুকের ভয়। মাস পাঁচেক হইল এক বনের নিকটে এক বালক কতক গুলি মেষ চরাইতেছিল দৈবাৎ এক ভালুক আসিয়া এক মেষের উপরে আক্রমণ করিবামাত্র ঐ বালক ভালুককে শক্ত করিয়া ধরিল পরে আর এক ভালুক আসিয়া ঐ রূপ আর এক মেষের উপরে আক্রমণ করিবামাত্র মেষপালক বালক একাকী কি রূপে দুই ভালুককে ধরিতে পারে ইহাতে অতিব্যস্ত হইবামাত্র অন্য এক মেষপালিকা বালিকা ঐ বালকের ব্যস্ততা দেখিয়া তাহার সহকারিণী হইল। পরে ঐ দুই সাহসী বালিকা আর বালক দুই ভালুককে ধরিয়া রাখিল অনেক পরে অন্য লোকেরা আসিয়া ভালুক মারিয়া মেষ রক্ষা করিল ও ঐ দুই জনের সাহস ব্যাখ্যা করিল।

আশ্চর্য্য ডাকাইত ধরা।

আমতা পরগনার বাঁটুলো নামে এক গ্রামে এক জন গৃহস্থ লোক বাস করে। দুই সপ্তাহ হইল এক দিন অনুমান আড়াই প্রহর রাত্রির সময়ে ঐ গৃহস্থের বাটীতে ডাকাইত পড়িল। পরে বাটীর পুরুষ পরম্পরা পলায়ন করিল কিন্তু ঐ বাটীর এক স্ত্রী অনুমান তাহার বয়ঃক্রম ত্রিংশ বৎসর তাহার ঘরের দ্বারে যখন ডাকাইতেরা আঘাত করিতে লাগিল সে স্ত্রী তৎকালে উপায়ান্তর না দেখিয়া আপনি এক খড়্গ হস্তে ধরিয়া আপন ঘরের দ্বারের এক খালি কপাট খুলিয়া দিল অন্য খালি কপাটের ব্যবধানে আপনি রহিল। যখন যে ডাকাই ঐ ঘরে প্রবেশ করে তখনি তাহার মস্তক ছেদন করে এবং ঐ ছিন্ন শরীর ঘরের মধ্যে টানিয়া লয়। এই রূপ তিন চারি জনকে সংহার করিয়া আপনি বাহির হইল ও উন্মত্তার মত খড়্গহস্তা হইয়া চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিতেং যাহাকে সম্মুখে পায় তাহাকেই আঘাত করিতে লাগিল।

ঐ বাটীর সম্মুখে এক জালিয়ার বাটী ছিল সে জালিয়া ঐ সময়ে এক ছিলুম গাঁজা খাইয়া ইৎস্তক করিতে লাগিল যে কি রূপে ডাকাইত ধরা যায়। পরে অনেক বিবেচনা করিয়া আপন ঘরহই

সমাচার দর্পণ।

তে ফেপনা জাল বাহির করিয়া এক বৃক্ষের ব্যবধানে রহিল। যে দুই জন ধাঁত্তির পাইক সাক্ষাৎ অন্তকের মত বাটীর বাহিরে খেলিতেছিল তাহারা যখন খেলিতেং পরস্পর একত্র হইল তখন ঐ জালিয়া এককালে ঐ দুই জনের ওপরে ঐ ফেপলা জাল ফেলিল তাহাতে তাহারা জালবদ্ধ শৃগালের মত নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িল এবং জালিয়া তাহারদের ওপরে আপন শক্ত্যনুসারে লগুড় প্রহার করিতে ও শোর করিতে লাগিল। তাহাতে গ্রামীন লোকেরা আইলে কতক ডাকাইত আঘাতী হইয়া গিরা পড়িল ও কতক কাটা গেল ও কতক পলাইল।

আশ্চর্য্য শিল্প।

ইংগ্লণ্ড দেশে সতর বৎসরবয়স্ক এক বালক আছে তাহার শিল্প কর্ম্মে নৈপুন্য অতিআশ্চর্য্য সে এক সিন্দুক গড়াইয়াছে সে সিন্দুক দীর্ঘ সওয়া দুই হাত ও চৌড়া দেড় হাত আট অঙ্গুল ওচ্চ তাহার ওপরে একটী ছোট কাগজের কুঠরী আছে এবং তাহার নীচে কতক কাষ্ঠের পুত্তলিকা আছে তাহারদের স্বতন্ত্রং গুন ঐ সিন্দুকে এক চাকা ঘুরাইলে সেই সকল পুত্তলিকা স্বস্বকর্ম্ম করিতে আরম্ভ করে তাহাতে দেখা যায় যে এক তাঁতী মাকু ফিরাইতেছে ও চক্ষুতে তাহা দেখিতেছে এবং আর এক স্থানে এক সিফাহী এক জাহাজি খালাসির সহিত এক ভাটিয়ারখানাতে বসিয়া এক বাটীতে মদিরা চালিতেছে ও পান করিতেছে। এবং মেজের ওপরে করাঘাত করিলে তাহার চাকর অর্থাৎ এক বৃদ্ধ স্ত্রীলোক আসিয়া ওপস্থিত হয়। ইত্যাদি অনেকং শিল্প তাহাতে আছে।

গঙ্গার ওৎপত্তি স্থান।

দুই তিন বৎসর হইল শ্রীযুত ফ্রেজর সাহেব গঙ্গার ওৎপত্তি স্থান দেখিবার কারণ হিমালয় পর্ব্বতের ওপরে আরোহন করিয়াছিলেন ঐ সাহেব প্রথম দিল্লীহইতে মোং নাহান কিল্লাতে গমন করিয়াছিলেন পরে শর্ম্মুর ও যুবল ও হিন্দুর এইং প্রদেশ দিয়া শতদ্রু নদীপর্য্যন্ত পঁহুছিলেন পরে যমুনার তীরেং গিয়া যমুনার ওৎপত্তি স্থানপর্য্যন্ত গেলেন সেখান হইতে হিমালয় পর্ব্বতের ওপরে দুই তিন শৃঙ্গ ভ্রমণ করিয়া সকলহইতে প্রসিদ্ধ ভাগীরথী নামে যে গঙ্গার ধারা তাহার নিকট পঁহুছিলেন ও তাহার তীরেং গিয়া গঙ্গোত্তরীপর্য্যন্ত গেলেন। তাহার ওত্তরে আড়াই ক্রোশ রুদ্র হিমালয় সেই খানেই প্রকৃত গঙ্গার ওৎপত্তি স্থান সেখানে হিমানীপ্রযুক্ত কেহ যাইতেপারে না। ঐ রুদ্র হিমালয়ের পাঁচ শৃঙ্গ আছে সে হিমালয়ের অন্যং শৃঙ্গহইতে ওচ্চ এবং সে মৃত্তিকাহইতে দুই ক্রোশের অধিক ওচ্চ। ঐ পাঁচ শৃঙ্গেতে চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত যে স্থান সে বাটীর মত গোলাকার তাহাতে ঐ পাঁচ শৃঙ্গহইতে বরফ গলিয়া পড়ে ও সেই জল সেখানহইতে আড়াই ক্রোশ গঙ্গোত্তরীতে আইসে। অতএব গঙ্গোত্তরীপর্য্যন্ত লোকেরদের গমনাগমন কচিৎ আছে কিন্তু রুদ্র হিমালয় পর্য্যন্ত যাইতে কাহারো শক্তি হয় না। রুদ্র হিমালয় ও ব্রহ্মপুর ও বিষ্ণুপুর ও ওগ্রকণ্ঠ ও সূর্য্যারুণি ঐ পাঁচ শৃঙ্গের এইং পাঁচ নাম। এই হিন্দুস্থানের নানা প্রকারে ওপকারিণী ও পৃথিবীর মধ্যে অতিপ্রসিদ্ধা মহানদী গঙ্গার ওৎপত্তিস্থান এই। সেখানকার লোকেরা কহে রুদ্রহিমালয় মহাদেবের সিংহাসন। সেখানে এমত শীত যে এখানকার অতিগ্রীষ্ম কালেও সেখানে শীতপ্রযুক্ত নিশ্বাস গ্রহণ করা ভার। সেখানহইতে এক ক্রোশ অন্তরে সুমেরু পর্ব্বতের শৃঙ্গ দেখা যায় ও তাহার ওত্তরে কৈলাস পর্ব্বত সে এখন চীনের বাদশাহের অধীন।

এই সপ্তাহের বাজার ভাও।

আলুন তুলা আটার টাকা মোন।

কাচোড়া তুলা সতর টাকা ছয় আনা মোন।

পাটনাই তণ্ডুল তিন টাকা এগার আনা মোন।

পাজড়ি তণ্ডুল ওত্তম দুই টাকা চৌদ্দ আনা মোন।

মধ্যম পাজড়ি তণ্ডুল দুই টাকা ছয় আনা মোন।

মুগী তণ্ডুল ওত্তম এক টাকা এগার আনা মোন।

মুগী তণ্ডুল মধ্যম এক টাকা দশ আনা মোন।

বালাম তণ্ডুল ওত্তম এক টাকা তের আনা মোন।

গত সপ্তাহহইতে তুলার মূল্য আট আনা অধিক হইয়াছে। তাহার কারন বাজারে তুলার আমদানী অল্প। কেবল দশবার হাজার মোন বাজারে আছে।

নীল বিক্রয় এই সপ্তাহে অনেক হইয়াছে কিন্তু মূল্য অধিক হয় নাই।

কাপড়ের মূল্য গত সপ্তাহহইতে এই সপ্তাহে ন্যূনাতিরেক হয় নাই।

পাজড়ি ও মুগী তণ্ডুল গত সপ্তাহহইতে এই সপ্তাহে কিঞ্চিৎ অল্প মূল্য হইয়াছে।

চিনীর মূল্য কিঞ্চিৎ ন্যূন হইয়াছে কি

সমাচার দর্পণ।

স্ত আরবেরা অনেক চিনি ক্রয় করিতেছে।

রেশমের মূল্য অধিক হইয়াছে তাহা কিঞ্চিৎ২ বিক্রয় হইতেছে।

সোরার মূল্য সমান আছে।

লঙ্কা।

যেমন এই দেশে বিদ্যার চলন হইতেছে তেমন ভারতবর্ষের অন্য২ স্থানেও হইতেছে। আমরা সমাচার পাইয়াছি যে মোকাম সিংহলদ্বীপে তদ্দেশীয়েরদের নানা প্রকার বিদ্যা শিক্ষার্থে সেখানে এক বিদ্যালয় নিরূপণ হইবেক।

দানাপুর।

মোং দানাপুরে পূর্ব্বে ওলাউঠা রোগের অনেক প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল কিন্তু এখন তাহার অনেক শান্তি হইয়াছে এবং সেখানে অনেক গোরা সিপাহী অসুস্থ হইয়াছিল তাহারাও সুস্থ হইয়াছে সেখানে শস্যাদি দুর্ম্মূল্য প্রযুক্ত লোকেরদের কিছু কষ্ট হইয়াছিল এখন শস্যাদি হওয়াতে সে কষ্টও নাই। তথাকার সকল প্রজারা কহে যে যে রূপ শস্য জন্মিয়াছে ইহাতে দুর্ভিক্ষের ভয় মাত্র নাই।

যুদ্ধ।

মোং বোম্বই শহর হইতে যুদ্ধের কারণ সত্বর জাহাজ প্রস্তুত হইয়া সৈন্য লইয়া গিয়াছে সেই২ জাহাজে সাত হাজার সৈন্য গিয়াছে। কিন্তু কোন স্থানে যাইতেছে তাহার কিছু অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই কেহ২ অনুমান করে যে তত্তৎপ্রদেশীয় বোম্বাটিয়ারদের শাসন করিতে গিয়াছে তাহাও বড় স্থির বুঝা যায় না যেহেতুক কেবল বোম্বাটিয়ারদের দমনার্থ এত সৈন্য যাইবার বিষয় নহে হইতে পারে যে অন্য কর্ম্মোদ্দেশও আছে।

ধূমকেতু।

ইংগ্লণ্ডে ৩ জুলাইতে একটা ধূমকেতু দেখা গিয়াছে। যদি হিন্দুস্থানে ধূমকেতু দর্শন হইত তবে এতদ্দেশীয় লোক দুর্ভিক্ষাদির ভয় করিত।

বঙ্গলুরশহর।

কর্ণাটকদেশের নিকটবর্ত্তি মহীসুরেরাজ্যের অন্তঃপাতি বঙ্গলুর শহরে যে টাকা চলিতেছে সে টাকা কম তথাপি তথাকার লোকেরা অন্যত্র চালাইবার নিমিত্ত এত মেকি টাকা করিয়াছিল যে এক উষ্ট্রের পালানে দশ হাজার মেকি টাকা পাওয়া গিয়াছে।

আশ্চর্য্য চিকিৎসা।

লোকে কহে যে ভূষণাপরগণার নলিয়া নামে গ্রামের এক ব্রাহ্মণের প্রতি ঈশ্বরের এইরূপ প্রত্যাদেশ হইয়াছে যে তাহাতে যে২ রোগী তাহার নিকটে সুস্থ হইবার কারণ যায় তাহাকে সে হরিনাম শুনাইয়া ও হরিবোল বলাইয়া রোগমুক্ত করিতেছে এই শব্দ সর্ব্বত্র প্রকাশ হওয়াতে নানা দেশীয় মহারোগ ক্ষয় রোগ কাশ শ্বাস শূল প্রভৃতি রোগবিশিষ্ট লোক ও বন্ধ্যা মৃতবৎসাদি বিশ পঁচিশ হাজার নানা বিধ লোক প্রতি দিন পাঁচ সাত দিনের পথ হইতে তাহার নিকটে যাইতেছে। প্রত্যহ প্রাতঃকালে এক২ রোগের শতাবধি লোক এক২ মিসিল হইয়া এক স্থানে বসে এইরূপ তিন চারি রোগের তিন চারি মিসিল হইয়া বসিলে ঐ ব্রাহ্মণ প্রাতঃস্নান করিয়া এক২ মিসিলের মধ্যে আসিয়া প্রত্যেক মিসিলে হরি বোল শব্দ উচ্চৈঃস্বরে করিলে সকল লোকই হরি বোল২ শব্দ করে এই রূপ দুই প্রহর পর্য্যন্ত হইলে পরে আপন২ স্থানে সকলে যায় কিন্তু এই রূপ চিকিৎসা করিয়া অনেকের অনেক রোগ দূর করিয়াছে সে ব্রাহ্মণ কাহারো স্থানে কিছু স্পৃহা করে না বরং তাহার পৈতৃক তিনখানি প্রাচীন গৃহ ছিল তাহাও এই রোগি লোকের জনতা প্রযুক্ত উচ্ছিন্ন হইয়াছে এখন সে ব্রাহ্মণ আপন পরিজনের সহিত ঐ গ্রামের এক জন ভাগ্যবান লোকের বাটীতে রহিয়াছে সেখানেও ঐ রূপ জনতা হইতেছে সে ব্রাহ্মণ যদি কাহারো স্থানে কিছু লইত তবে অনেক লইতে পারিত।

এক জন জন্মাবধি মূক ও বধির ছিল তাহার কর্ণে উচ্চৈঃস্বরে হরিবোল বার২ শুনাইলে ঐ ব্যক্তি কর্ণে শুনিয়া কষ্টেতে পাঁচ সাত বার হরিবোল বলিয়া সুস্পষ্ট হরিবোল বলিল এই২ রূপ অনেকের অনেক ব্যাধি ভাল হইয়াছে। ইত্যাদি অনেক কথা অনেক লোকেরদের প্রমুখাৎ শুনা যাইতেছে।

এই প্রকার জনরব শুনাতে জ্ঞান হয় যে ঐ ব্রাহ্মণ অন্য কোন চিকিৎসার উপায় পাইয়া থাকিবেক নতুবা বিনা ঔষধে কেবল নামের গুণে রোগমুক্তি হয় ইহা বুদ্ধিতে আইসে না।

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতি সপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে২ এক টাকা যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকটে কাগজ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাহার নিকটে পাঠান যাইবেক।

সমাচার দর্পণ

৮২ সংখ্যা। শনিবার। ১১ দিসেম্বর সন ১৮১৯। ২৭ অগ্রহায়ণ সন ১২২৬।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্ত সমাচারস্য দর্পণে॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা দুই টাকা ডিস্কৌণ্ট। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা দুই টাকা ছয় আনা ডিস্কৌণ্ট।

সপ্তাহের পত্রিকা।

১১	দিসেম্বর	শনিবার	২৭	অগ্রহায়ণ
১২	ঐ	রবিবার	২৮	ঐ
১৩	ঐ	সোমবার	২৯	ঐ
১৪	ঐ	মঙ্গলবার	৩০	সংক্রান্তি
১৫	ঐ	বুধবার	১	পৌষ
১৬	ঐ	বৃহস্পতিবার	২	ঐ
১৭	ঐ	শুক্রবার	৩	ঐ

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে।

বমূজিব হুকুম সাহেবান বোর্ড পরিমিট নমক ও আফীম প্রথম দফা সন ১৮১৯ সাল ইংরেজী ৩১ দিসেম্বর মতাবক সন ১২২৬ সাল বাঙ্গালা ১৭ পৌষ রোজ শুক্রবার এগার ঘড়ি দিবসের সময়ে মোকাম কলিকাতার একস্চেঞ্জ ঘরে শ্রীযুত কোম্পানি ইংগ্লরেজ বাহাদুরের সন ১৮১৯ সালের আফীম নীচের তপসীল মাফিক বিক্রয় হইবেক।

তপসীল।

আসামী	সিন্দুক
বেহারের	১৬৭১
বারানসের	৩৩১
	২০০২

সকত্ত নিলাম। ২ দফা আফীম মজকুর মুজর্লম সিন্দুকে বিক্রয় হইবেক আর প্রত্যেক লাট পাঁচ সিন্দুকের হইবেক খরিদারান নিলামের সময় এক টাকা বায়না দস্তবদস্ত দিবেক তার পাঁচ দিবসের মধ্যে প্রতিলাটের কিম্মতের অন্দার ফি শত দশ টাকা নগদ কিম্বা কোম্পানির কাগজ আমানত দাখিল করিবেক ইহাতে যে কেহ দাখিল না করে তাহারদিগের খরিদা লাট পুনর্ব্বার বিক্রয় করা যাইবেক তাহাতে নোকসান ও খরচা যে হবেক তাহা খরিদারানকে লাগিবেক কেফাইত যে হইবেক সে সরকারের হইবেক।

৩ দফা আফীমের কিম্মতের বেবাক টাকা নিলামের তারিখহইতে দুই মাহার মধ্যে দাখিল করিয়া আফীম খোলাস করিবেক যে কেহ ইহা তামাসা করে তবে ঐ বায়না ফি শত দশ টাকা ও বায়না মজকুর সরকারে জব্দ হইবেক এবং ঐ আফীম পুনর্ব্বার নগদ টাকায় বিক্রয়ের ইস্তাহার দেওয়া যাইবেক তাহার বিক্রয়ে যে নোকসান ও খরচা হইবেক তাহাও প্রথম খরিদারানকে লাগিবেক কেফাইত যে হয় সে সরকারের হইবেক।

৪ দফা সকলকে প্রকৃত রূপ জানান যাইতেছে আগামী ফেব্রুআরীপর্য্যন্ত ওপরের লিখিত ভিন্ন আর আফীম বিক্রয় হইবে না ঐ ফেব্রুআরী মাসে সন ১৮১৮। ১৯ সালের বাঁকী আফীম আন্দাজ ২০০২ সিন্দুক নিলামে বিরা যাইবেক।

সমাচার দর্পণ।

বুহ্মা দেশ।

বুহ্মা দেশের সমাচার পাওয়া গেল যে সে দেশের রাজা ৫ জুলাই তারিখে লোকান্তরগত হইয়াছেন। তাহার মরণের পূর্ব্বে তৎপদাভিলাষি তাহার জ্ঞাতিরা এমন পরামর্শ স্থির করিয়াছিল যে ঐ রাজাকে ও তাহার উত্তাধিকারিকে বারুদের অগ্নির দ্বারা উড়াইয়া দেয়। এই নিমিত্ত তাহারা সকল আয়োজন করিয়াছিল কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায়তে সে দিন এমন মহা বৃষ্টি হইল যে তাহারদের সে সকল উদ্যোগ বিফল হইল। তাহার তিন দিন পরে ঐ রাজা রোগেতে লোকান্তরগত হইলেন এবং তাহার পৌত্র সে সিংহাসনে বসিয়া রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন ও আপন পিতামহের ও আপনার প্রাণ হননোদ্যত বিপক্ষেরদিগকে জলে ডুবাইয়া মারিলেন যেহেতুক সে দেশে রাজারদের এমত ব্যবস্থা আছে যে রাজবংশীয় লোকেরদিগকে অস্ত্রাদিদ্বারা বধ করা অনুপযুক্ত।

ঐ নূতন রাজা যে আপন জ্ঞাতিবর্গের দিগকে নিপাত করিয়াছে এই কর্ম্ম প্রশংসনীয় বড় নহে কিন্তু এক প্রকারে বড় অপ্রশংসনীয়ও নহে যেহেতুক যদ্যপি ঐ জ্ঞাতিবর্গেরা জীবদ্দশায় থাকিত তবে অবশ্য২ ইহারদের পরস্পর নিত্য যুদ্ধ হইত তবে ইহাহইতেও অধিক লোক মারা পড়িত।

যে ব্যক্তি এখন সিংহাসনাধিকারী হই য়াছেন ইনি সুজাতলোকেরদের প্রতি সদয় হইয়া তাহারদের অনেকং উপকার চেষ্টা করিতেছেন। ঐ মৃত রাজা আপন মর ণের পূর্ব্বে রঙ্গুন শহরের লোকেরদের স্থানে পঞ্চাশ হাজার টাকা লইবার কারণ আজ্ঞা করিয়াছিলেন তাহারাও সে টাকা মোং অমরপুরে আনিতেছিল ইতোমধ্যে ঐ রাজা মরিলেন এবং নূতন রাজা ঐ টা কার সমাচার শুনিয়া সে টাকা ফিরাইয়া দিলেন এবং যাহারদেরং স্থানহইতে সে. টাকা লওয়া গিয়াছিল সেইং লোকের দিগকে তাহা পুনর্ব্বার দেওয়াইলেন। ঐ নূতন রাজা আপন রাজ্যের রাজস্বর উপরে শতকরা পচিশ টাকা নূন লইতে ছেন।

মরণ।

৩ দিসেম্বর তারিখে গঙ্গাসার উপদী পের নিকটে কর সাহেব মরিয়াছেন তি নি মোং কলিকাতায় সদরদেওয়ানী অদা লতের এক বিচারকর্ত্তা ছিলেন ইনি অন্যং লোক অপেক্ষায় এতদ্দেশীয় লোকেরদের রীতি ব্যবহার ভাল জানিতেন যখন নাগপুরের রাজা রঘুজী ভোসলার স্থানে কোম্পানি বাহাদুর জিলা কটক পাইলেন তখন ঐ কর সাহেবকে কোম্পানিবাহা দুর সেখানকার সকল বিষয়ের মোক্তি য়ার করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। পরে ইনি সদরদেওয়ানী অদালতের কর্ম্ম পাইয়াছি লেন তাহার কতক বৎসর পরে জিলা কটকেতে জগবন্ধুপ্রভৃতি কতক দুষ্ট সৈন্য লুট দৌরাত্ম্য করিলে তাহারদের দমন করা গেল তথাপি সেখানে অনেক অসামঞ্জস্য ছিল তাহাতে শ্রীশ্রীযুত ঐ জিলা কটকের সর্ব্ব সমাবেশ করিবার কা রণ এই সাহেবকে তৎপ্রদেশের সমুদায় কর্ত্তৃত্ব দিয়া পাঠাইয়াছিলেন ইনি তৎপ্র দেশে সম্বৎসরপর্য্যন্ত থাকিয়া তথাকার সকল বন্দোবস্ত স্থির করিয়া সেখানকার পূজারদিগকে স্থির করিয়া কলিকাতায় আসিতেছিলেন পথে লোকান্তরগত হ ইয়াছেন।

চুরি।

মোং কলিকাতা বাগবাজারের রাস্তায় এক সিদ্ধেশ্বরীর সুসিদ্ধা প্রতিমা আছেন তাঁহার নিকটে অনেক ভাগ্যবান লোকে রা পূজা দেন এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা প্রতিদিন বিশ ত্রিশ জন চণ্ডীপাঠ ও স্তব কবচাদি পাঠ করেন এবং ধনবান লো কেরা স্বর্ণ রূপ্যাদি ঘটিত অনেক অল ঙ্কার তাঁহাকে দিয়াছেন এবং তাঁহার নি কটে অনেক লোক মানিত পূজা বলিদা নাদি অনেক করেন।

সম্প্রতি গত সপ্তাহে জোৎস্না রাত্রিতে অনুমান ছয় দণ্ড রাত্রির সময়ে এক চোর তাঁহার ঘরের জানালা ভাঙ্গিয়া অনুমান পাঁচ সাত হাজার টাকার তাঁহার স্বর্ণাল ঙ্কার চুরি করিয়াছে। পরে থানায় খবর হইলে বরকন্দাজেরা অনুসন্ধান করি তেং এক বেশ্যার ঘরে সেই অলঙ্কারের কতক পাইল এবং সে বেশ্যাকে তখনি কএদ করিল ঐ বেশ্যার সুমুখাৎ শুনা গে ল যে একব্যক্তি কর্ম্মকার জাতি চুরি করি য়াছে ঐ বেশ্যালয়ে তাহার গমনাগমন আছে কিন্তু সে কামার পলাইয়াছে সে ধরা পড়ে নাই।

আশ্চর্য্য অগ্নি।

ইংগ্লণ্ড দেশে কতক লোক শীতকালে এক দিন রৌদ্রে বসিয়া আহার করিতে ছিল তাহারদের সম্মুখে মেজ ছিল সে মেজের উপরে আহারীয় দ্রব্য ও গেলাসে মদিরাও ছিল সকলে ভোজন করিতেং অকস্মাৎ ধূমের গন্ধ পাইয়া অন্বেষণ ক রিতে লাগিল পরে সন্ধান করিয়া জানিল যে মেজের বনাতে অগ্নি কিন্তু কোথাহ ইতে মেজের বনাতে অগ্নি লাগিল ইহা অনুমান করিতেং জানা গেল যে সূর্য্যের রশ্মি ঐ মদিরার গেলাসে লাগিয়া অগ্নি হইয়া বনাতে লাগিয়াছে। পরে সকলে কৌতুক করিয়া ঐ অগ্নিতে চুরট ধরাইয়া খাইতে লাগিল।

কুক্কুরের জ্ঞান।

ইংগ্লণ্ড দেশে এক জন সাহেব এক দিন স্নানার্থে এক নদীতে গেল তাহার কুকুরও তাহার সঙ্গে নদীর তীরপর্য্যন্ত গেল। সাহেব নদীর মধ্যে অবগাহন করিয়া আর্দ্র বস্ত্র ত্যাগ করিয়া শুষ্ক বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক ঘরে আইল কিন্তু বিস্মৃতিক্রমে আপনার আর্দ্র বস্ত্র আনিল না। ঘরে আসিয়া অনেকক্ষণ পরে মনে হইয়া ঐ কুকুরের প্রতি ক্রোধপূর্ব্বক কহিল যে আ মার কাপড় কোথায় আনিস নাই। এই কথা কহিবামাত্র ঐ কুকুর সাহেবের এক চাকরের কাপড় কামড়াইয়া তাহাকে ধরি য়া সে নদীর তীরে দৌড়িয়া গেল সেখা নে গিয়া বালির মধ্যে পোতা কাপড় উঠাইয়া সাহেবের চাকরকে দিল। ইহা তে বুঝা যায় যখন বিস্মৃতিক্রমে সাহেব বস্ত্র ফেলিয়া আসিয়াছিল। ঐ কুকুর তখনি চোরভয়ে মৃত্তিকার মধ্যে বস্ত্র পুতিয়া রাখিয়া আসিয়াছিল।

অন্য এক সাহেব শীকার করিবার কারণ আপন মিত্রের নিকট এক কুকুর চাহিয়া আনিয়াছিল। সে সাহেব ঐ কুকুরদ্বারা অনেক শীকার করিল পরে ঐ কুকুরের পায়ে কণ্টক বিদ্ধ হওয়াতে

ক্ষত হইল। তাহাতে ঐ সাহেব বিবেচনা করিল যে ইহার পায়ের ক্ষত ভাল না করিয়া আমার মিত্রের নিকটে পাঠান কর্ত্তব্য নহে। অতএব কবিরাজদ্বারা তাহাকে সুস্থ করিয়া আপন মিত্রের নিকটে তাহাকে পাঠাইয়া দিল। কতক দিন পরে আর এক কুক্কুরের পায়ে ঐ রূপ ক্ষত হইয়াছে তাহাকে সঙ্গে করিয়া ঐ প্রথম কুকুর ঐ কবিরাজের নিকটে যাইল ও দ্বিতীয় কুকুরের পায়ে যে ক্ষত হইয়াছে তাহা মুখাদির ভঙ্গিমে ঐ কবিরাজকে জানাইল। কবিরাজ তাহা বুঝিয়া দ্বিতীয় কুকুরের পায়ে ক্ষত দেখিল এবং যেমন প্রথম কুকুরের ক্ষত ভালো করিয়াছিল সে মত দ্বিতীয় কুকুরের পায়ের ক্ষতও ঔষধাদিদ্বারা ভালো করিল।

নাচ।

গত মঙ্গলবার ৭ দিসেম্বর রাত্রিতে মোং কলিকাতার টৌনহালে অর্থাৎ সাধারণ ঘরে বড় নাচ ও খানা হইয়াছিল তাহার বিবরণ। শ্রীশ্রীযুতের স্ত্রী যাঁহা মাস হইল ইংগ্লণ্ডহইতে কলিকাতা মহা রাজধানীতে আসিয়াছেন তৎপ্রযুক্ত কলিকাতাস্থ তাবৎ ভাগ্যবান ইংগ্লণ্ডীয় সাহেব লোকেরা তাহার সম্ভ্রমার্থে আপনং ধন ব্যয় করিয়া সাধারণ ঘরে খানা ও নাচ করিয়াছিলেন। ঐ তারিখে নয় ঘণ্টা রাত্রির সময় শ্রীযুত ও তাঁহার পত্নী সেই স্থানে গেলেন ও তৃতীয়প্রহর রাত্রি পর্যন্ত সে স্থানে থাকিয়া সকলের সহিত আমোদ প্রমোদ অনেক করিলেন এবং পাঁচ ছয় শত সাহেব ও বিবি সেখানে একত্র হইয়া অনেক আমোদ করিলেন।

শ্রীযুত দৌদ্সবেল সাহেব।

সুপ্রীম কৌন্সিলের অন্তঃপাতী শ্রীযুত দৌদ্সবেল সাহেব সুপ্রীম কৌন্সলের কর্ম্মে ছিলেন তিনি সে কর্ম্ম ২৮ দিসেম্বর তারিখে ত্যাগ করিবেন তাহার কারণ এই যে ঐ কর্ম্মে তাঁহার পাঁচ বৎসর গত হইয়াছে সুপ্রীম কৌন্সলে যে তিন সাহেব শ্রীশ্রীযুতের সহিত একপরামর্শ হইয়া তাবৎ দেশের তাবৎ কর্ম্ম চালান সে তিন সাহেব ঐ কর্ম্মে পাঁচ বৎসরের অধিক থাকিতে পারেন না কিন্তু শ্রীশ্রীযুতের বিষয় এই রূপ আইন নাই কেহং ছয় বৎসর থাকেন কেহং সাত বৎসরও থাকেন।

নূতন কালেজ।

কলিকাতার পশ্চিমে গঙ্গার কোম্পানির বাগানের উত্তরে ইংগ্লণ্ডীয়দের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুত লার্ড বিসপ সাহেব এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যা শিক্ষার কারণ এক মহাবিদ্যালয় করিতে স্থির করিয়াছেন তাহার টাকা ও সামগ্রী সমবধান হইতেছে। কোম্পানির বাগানের উত্তরে অনুমান পঞ্চাশ ষাটি বিঘা ভূমি শ্রীশ্রীযুত তাহার নিমিত্ত দিয়াছেন সেখানে সংপ্রতি বড় এক ঘর প্রস্তুত হইবেক।

নূতন নৌকা।

ইংগ্লণ্ডে নূতন এক নৌকা সৃষ্টি হইয়াছে সে নৌকাতে অতিপ্রবল তুফানেও লোক মারা পড়ে না যেহেতুক সে নৌকা পালি ও মাস্তুল সমেত উলটাইয়া পড়িলেও পুনর্ব্বার তখনি পূর্ব্বমত হয় এবং তাহাতে জল পূর্ণ হইলেও আটার জন লোক অনায়াসে বাঁচিতে পারে অতএব এই নৌকা হওয়াতে অনেক লোক রক্ষা হইতেছে।

লোনা বৃষ্টি।

চারি পাঁচ মাস হইল ইংগ্লণ্ডে এক দিন বৃষ্টি হইয়াছিল সে বৃষ্টির জল সমুদ্রের জলের মত লোনা অনুভব হইল। বৃষ্টি হইলে কিছু কাল পরে দেখা গেল যে গাছের পাত্রের উপরে ঐ বৃষ্টির জল পড়িয়াছিল তাহাতে লবণ কণা রহিয়াছে। ইহার কারণ কেহই কিছু অনুমান করিতে পারিল না।

টেক্স।

ইংগ্লণ্ডহইতে সমাচার আসিয়াছে যে ইংগ্লণ্ডীয় বাদশাহের উজীর চা ও তামাকু ও কাওয়া ও নারিকেল ও মরিচ ও পশম এইং জিনিস বাবুদে দুই কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা নূতন টেক্স ইংগ্লণ্ডীয় লোকের উপরে স্থির করিয়াছেন।

এই সপ্তাহে অধিক সমাচার নাই সমাচার না আইলে আমরা কোথাহইতে সমাচার দিব তন্নিমিত্ত আমরা অন্যং কিছু আশ্চর্য্য সমাচার দি।

জাপান দেশে ধর্ম্মাধ্যক্ষ।

চীন দেশের নিকটস্থ জাপান নামে এক মহাদেশ আছে তদ্দেশীয়েরা কতক বৌদ্ধমতাবলম্বী কিন্তু সে দেশে ঈশ্বরারাধনা আশ্চর্য্য। তাহারদের মধ্যে এক জন প্রধান অধ্যক্ষ আছে যেমন ঐহিক বিষয়ে বাদশাহের পরাক্রম তেমন ঐ অধ্যক্ষের পারত্রিক বিষয়ে সেখানে পরাক্রম আছে। ঐ অধ্যক্ষের আপন পরিজন ব্যতিরেকে তাহার দর্শন অন্য কেহ করিতে পারে না। সম্বৎসরের মধ্যে এক দিন নিরূপিত আছে সেই দিনে ঐ অধ্যক্ষ এক ঘরের বারাণ্ডাতে আপন ইচ্ছাপূর্ব্বক গমনাগমন করে তাহার নীচেহইতে লোকেরা কেবল তাহার পা দর্শন করিতে পারে সে ব্যক্তি কেবল রেশমের বস্ত্র পরিধান করে সে বস্ত্র সূত্র কাটা অ

বধি শেষ বুনন পর্য্যন্ত অবিবাহিতা স্ত্রীর হাতে নিষ্পন্ন হয়। সে নিত্য নূতন পাত্রে ভোজন করে ভোজন করিলে তখনি সে পাত্র ভাঙ্গিয়া ফেলে যেহেতুক সে পাত্রে অন্যে ভোজন করিতে ব্যবস্থা নাই। সেখানকার লোকেরদের এমত দৃঢ় জ্ঞান আছে যে সে পাত্রে যে ভোজন করে সে তখনি মরে সে অধ্যক্ষ কখনও মৃত্তিকা ছোঁয় না যদি কোথাও যাইতে হয় তবে আপন চাকরেরদের স্কন্ধের ওপরে আরোহণ করিয়া যায়। তাহার ক্ষৌর কর্ম্ম ও নখ ছেদাদি কর্ম্ম তাহার নিদ্রা দশায় হয় অন্য সময়ে হুকুম নাই। সে দিবারাত্রি এক মুকুট মাথায় দিয়া সিংহাসনে বসিয়া থাকে লোকেরা জ্ঞান করে যে সে স্থির থাকিলে রাজ্য স্থির থাকে সে অস্থির হইলে রাজ্য অস্থির হয় এবং দিনের মধ্যে সে যে দিকে নড়ে সে দিকে দুর্ভিক্ষাদি হয় লোকেরা এমত জ্ঞান করে সে বারো স্ত্রীপর্য্যন্ত বিবাহ করিতে পারে সে ব্যক্তি প্রতিদিন নূতন কাপড় পরিধান করে তাহার ত্যক্ত কাপড়ে তাহার চাকরেরদের কোন ওপকার নাই যেহেতুক তাহারা জ্ঞান করে যে এই কাপড় আমরা পরিধান করিলে সদ্যো আমারদের মহা ব্যাধি হইবেক। এবং তাহার যে বার জন প্রধান চাকর আছে তাহারদেরো এইরূপ কতক২ সম্ভ্রম আছে।

হুগলী।

বাঙ্গলার মধ্যে অতিপ্রাচীন শহর হুগলী সে কলিকাতাহইতে ওত্তর তের ক্রোশ যখন দিল্লীর বাদশাহের অতিশয় পরাক্রম ছিল তখন হুগলী বড় প্রসিদ্ধ শহর ছিল যেহেতুক বাঙ্গালা দেশের তাবৎ বাণিজ্যের বস্তু হুগলীতে আমদানী রপ্তানী হইত এবং পূর্ব্বে ইংগ্লণ্ডীয় ও ফ্রান্সীয় ও হলাণ্ডীয় ও পোর্ত্তুগীশেরদের প্রথম কুঠী সেখানে হইয়াছিল। পরে ইংগ্লণ্ডীয় প্রভৃতিরদের পৃথক২ স্থানে পৃথক২ কুঠী হইল। দুই শত বত্রিশ বৎসর হইল ইওরোপীয়েরদের বাণিজ্যের কুঠী সেখানে ছিল সে সময়েতে হুগলীর মত তন্নিকটবর্ত্তি সাতগাঁও সেইরূপ ঐশ্বর্য্যশালী শহর ছিল এখন সে সকল ঐশ্বর্য্য লুপ্ত হইয়া কেবল কাগজি লোকেরদের দ্বারা তাহার নাম শুনা যায়। এক শত ঊনআশী বৎসর হইল ইংগ্লণ্ডীয়েরা সেখানে প্রথম বাণিজ্যের কুঠী করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার পূর্ব্বে আট বৎসর ইওরোপীয়েরদের সঙ্গে এতদ্দেশীয়েরদের বিরোধ হইয়াছিল সে সময়ে ঐ হুগলী শহর পোর্ত্তুগীশেরদের অধীন ছিল। পরে পোর্ত্তুগীশেরদের প্রতি দিল্লীর বাদশাহ কুপিত হইয়া তাহারদের দমনার্থে অনেক সৈন্য হুগলীতে পাঠাইলেন। বাদশাহের সৈন্যেরা সাড়ে তিন মাস হুগলী শহর ঘেরিয়া রহিল। তাহাতে পোর্ত্তুগীশেরা বাদশাহের লোকের নিকটে নম্র হইয়া বাদশাহী খাজানা দিতে স্বীকার করিল। তথাপি বাদশাহী সৈন্য তাহা না মানিয়া হুগলী শহর লুট করিল ও সেখানে যত পোর্ত্তুগীশেরদিগকে পাইল তাহারদিগকে খুন করিল। সে কালে সেখানে পোর্ত্তুগীশেরদের চৌষট্টি বড় জাহাজ ও সাতান্ন ক্ষুদ্র জাহাজ ও দুই শত শুলুপ ছিল তাহার মধ্যে এক ক্ষুদ্র জাহাজ ও দুইটা শুলুপ পলায়ন করিল অবশিষ্ট সকল নষ্ট হইল তাহার মধ্যে সকলহইতে বড় যে জাহাজ তাহাতে দুই হাজার লোক ছিল সে জাহাজের লোকেরা মনে ভাবিল যে এই জাহাজ বিপক্ষেরদের হাতে পড়িবেক সে কিছু নয়। অতএব তাহারা জাহাজে অগ্নি দিয়া জাহাজ সুদ্ধ আপনারা পুড়িয়া মরিল। সেখানে নৌকার সাঁকো ছিল সে সাঁকো সেই অগ্নিদ্বারা পুড়িয়া গেল এই গোলমালে ঐ ক্ষুদ্র এক জাহাজ ও দুই শুলুপ পলাইল।

এক শত তেত্রিশ বৎসর হইল ইংগ্লণ্ডীয় এক জন সিপাহী বাজারে নবাবের লোকের সহিত বিবাদ করিয়াছিল তাহাতে নবাবের লোক কতক সৈন্য আনিয়া ইংগ্লণ্ডীয় সিপাহীরদের সহিত যুদ্ধ করিল সে যুদ্ধে ইংগ্লণ্ডীয় সিপাহীরা জয়ী হইল নবাবী ষাটি জন সিপাহী মারা পড়িল। এতদ্দেশীয় লোকেরদের সহিত ইংগ্লণ্ডীয়েরদের যুদ্ধের প্রথমাঙ্কুর সেই হইল। পরে ইংগ্লণ্ডীয়েরা হুগলীর নীচে আপনারদের জাহাজ আনাইয়া তোপদ্বারা হুগলী শহরের পাঁচ শত ঘর জ্বালাইলেন ও ইংগ্লণ্ডীয়েরা হুগলীর নবাবের সহিত মিলিলেন তাহাতে দিল্লীর বাদশাহের সঙ্গে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের শত্রুতা দূর হইল কিন্তু ইংগ্লণ্ডীয়েরা বুঝিলেন যে এই অতি কঠিন স্থান এখানে থাকা কর্ত্তব্য নহে অতএব সেখানহইতে ওঠিয়া মোং কলিকাতাতে কুঠী করিলেন।

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে২ এক টাকা যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকট কাগজ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাহার নিকটে পাঠান যাইবেক।

সমাচার দর্পণ

৮৩ সংখ্যা। শনিবার। ১৮ দিসেম্বর সন ১৮১৯। ৪ পৌষ সন ১২২৬।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে ॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা দুই টাকা তিনকৌণ্ঠ। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা দুই টাকা ছয় আনা তিন কৌণ্ঠ।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

১৮	দিসেম্বর	শনিবার	৪	পৌষ
১৯	ঐ	রবিবার	৫	ঐ
২০	ঐ	সোমবার	৬	ঐ
২১	ঐ	মঙ্গলবার	৭	ঐ
২২	ঐ	বুধবার	৮	ঐ
২৩	ঐ	বৃহস্পতিবার	৯	ঐ
২৪	ঐ	শুক্রবার	১০	ঐ

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে।

বমূজিম হুকুম সাহেবান বোর্ড পরিমিট নমক ও আফীম প্রথম দফা সন ১৮১৯ সাল ইংরেজী ৩১ দিসেম্বর মতাবক সন ১২২৬ সাল বাঙ্গালা ১৭ পৌষ রোজ শুক্রবার এগার ঘড়ি দিবসের সময়ে মোকাম কলিকাতার এক্সচেঞ্জ ঘরে শ্রীযুত কোম্পানি ইংগ্‌রেজ বাহাদুরের সন ১৮১৯ সালের আফীম নীচের তপসীল মাফিক বিক্রয় হইবেক।

তপসীল।

আসামী	সিন্দুক
বেহারের	১৩৭১
বারানসের	৩৩১
	০০২

সরত নিলাম। ২ দফা আফীম মজকুর মুজর্লম সিন্দুকে বিক্রয় হইবেক আর প্রত্যেক লাট পাঁচ সিন্দুকের হইবেক খরিদারান নিলামের সময় এক টাকা বায়না দস্তবদস্ত দিবেক আর পাঁচ দিবসের মধ্যে প্রতিলাটের কিম্মতের অন্দরে ফি শত দশ টাকা নগদ কিম্বা কোম্পানির কাগজ আমানত দাখিল করিবেক ইহাতে যে কেহ দাখিল না করে তাহারদিগের খরিদা লাট পুনর্ব্বার বিক্রয় করা যাইবেক তাহাতে নোকসান ও খরচা যে হবেক তাহা খরিদারানকে লাগিবেক কেফাইত যে হইবেক সে সরকারের হইবেক।

৩ দফা আফীমের কিম্মতের বেবাক টাকা নিলামের তারিখহইতে দুই মাহার মধ্যে দাখিল করিয়া আফীম খালাস করিবেক যে কেহ ইহা অন্যথা করে তবে ঐ বায়না ফি শত দশ টাকা ও বায়না মজকুর সরকারে জব্দ হইবেক এবং ঐ আফীম পুনর্ব্বার নগদ টাকায় বিক্রয়ের ইস্তাহার দেওয়া যাইবেক তাহার বিক্রয়ে যে নোকসান ও খরচা হইবেক তাহাও প্রথম খরিদারানকে লাগিবেক কেফাইত যে হয় সে সরকারের হইবেক।

৪ দফা সকলকে প্রকৃত করা জানান যাইতেছে আগামী ফেব্রুআরীপর্য্যন্ত ওপরের লিখিত ভিন্ন আর আফীম বিক্রয় হইবে না ঐ ফেব্রুআরী মাসে সন ১৮১৮। ১৯ সালের বাঁকী আফীম আন্দাজ ২০০২ সিন্দুক নিলামে বিক্রী যাইবেক।

সমাচার দর্পণ।

ভূপাল।

এই সপ্তাহে সমাচার আসিয়াছে যে বন্দেলখণ্ডের নিকটবর্ত্তি ভূপাল দেশের নবাব যুবা ও জ্ঞানবান তিনি এই প্রকারে মরিয়াছেন তাহার হাতে বারুদপূর্ণ এক পিস্তল ছিল এই সময়ে তাহার বালিকা এক কন্যা আইল তাহার সহিত তিনি আমোদ করিতে ঐ পিস্তলে কিপ্রকারে অগ্নি সংযোগ হইয়া তাহার শরীরে লাগিল তাহাতে তাহার প্রাণত্যাগ হইল। তাহার স্ত্রী গর্ভবতী আছেন যদি তাহাতে পুত্র সন্তান জন্মে তবে সেই নবাব হইবে এই প্রত্যাশাতে সকল লোক স্থির আছে তথাকার রাজকীয় কর্ম্ম অমাত্যগণেরাই চালাইতেছে তাহাতে কোন বিঘ্নিত হয় নাই।

কৃষ্ণনগর।

মোং কৃষ্ণনগরের অন্তঃপাতি প্রদেশে ওলাউঠা রোগের পুনরাগমন হইয়াছে সেখানে তিন দিনের মধ্যে ঐ রোগে সাতানব্বই জন মরিয়াছে।

সেরীফের পদ।

আগামি বৎসরের অদালতের নিমিত্ত শ্রীযুত হরবট কম্পতন সাহেব সেরীফের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং শ্রীযুত ওলাম স্মোল্ট সাহেব তাহার পেস্কার হইয়াছেন।

সমাচার দর্পণ।

নূতন বারুদ।

ফ্রান্স দেশে এক ব্যক্তি নূতন প্রকার বারুদ সৃষ্টি করিয়াছে সে বিনা অগ্নি সংযোগে জ্বলে। গোলাস অতিশয় চূর্ণ করে ও তাহাতে আর২ কোন বস্তু মিশাল দিয়া বারুদ করে সে বারুদে অগ্নি জন্মে।

শিল্প।

ইওরোপীয় লোকেরদের শিল্পকর্ম্ম নৈপুণ্য দেখিয়া এতদ্দেশীয় লোকেরা তাহারদিগকে দেবতা জ্ঞান করে এবং ইতর লোকেরা স্বর্গ শিল্পকারী বিশ্বকর্ম্মা এই শব্দের অর্থেতে আপন২ জ্ঞানানুসারে কহে যে এই দেশ বাইশকর্ম্মা শিল্প বিদ্যা শিক্ষা করাইয়াছেন বিলাতে বিয়াল্লিশকর্ম্মা শিল্প শিক্ষা করাইয়াছেন অতএব এই দেশহইতে বিলাতে শিল্প বিদ্যা দ্বিগুণ কেন না হইবে। বাস্তবিক অনুভবও হয় যে ইওরোপহইতে এতদ্দেশে শিল্প কর্ম্ম ন্যূন তাহার এক কারণ এই।

ইওরোপে মধ্যে২ এমত নির্ব্বন্ধ হইয়া ইস্তাহার দেওয়া গিয়া থাকে যে যে কোন কষ্টসাধ্য অথবা বহু ব্যয়সাধ্য কর্ম্ম যদি কেহ কোন কলদ্বারা কিম্বা অন্য কোন উপায়দ্বারা সহজরূপ অথবা অল্পব্যয়ে নিষ্পন্ন করিতে পারে তবে সে এক হাজার কিম্বা দুই হাজার টাকা সরকারহইতে বখশিশ পাইবেক আর সাত বৎসর পর্য্যন্ত তাহার লাভ সে ভোগ করিবেক। এই রূপ ইস্তাহার দিলে সকল লোক ঐ লাভাকাঙ্ক্ষাতে সর্ব্বদা মনোযোগপূর্ব্বক সেই চিন্তা দিবারাত্রি করে তাহাতে অবশ্য জন্মে দুই জন তাহার এক সহজ উপায় করিতে পারে তাহা হইলে সে ব্যক্তি অনেক ধন পায় ইহাতে ঐ২ বিষয়ে অনেক লোকের উদ্যোগবৃদ্ধি হয় তৎপ্রযুক্ত ইওরোপে নূতন২ প্রকার শিল্প কর্ম্ম অধিক হয়।

ফ্রান্স দেশে নূতন কর্ম্ম বিষয়ে তথাকার অধ্যক্ষেরা আটত্রিশ হাজার টাকা বখশিশ দিবার ইস্তাহার দিয়াছেন।

যে ব্যক্তি কোন উপায়দ্বারা সেলাই করিবার সূঁই শীঘ্র নির্ম্মাণ করিতে পারে সে ব্যক্তি পোনের শত টাকা বখশিশ পাইবেক।

যে ব্যক্তি না ভিজাইয়া শোন প্রস্তুত করিতে পারে সে সাড়ে সাত শত টাকা পাইবেক।

যে ব্যক্তি হীরা ও মুক্তা কোন উপায়ে প্রকৃত হীরাও মুক্তার মত প্রস্তুত করিতে পারে সে ছয় শত টাকা বখশিশ পাইবেক।

যে ব্যক্তি পঙ্ক না লাগাইয়া কেবল জলের কলদ্বারা তৈল বাহির করিতে পারে সে হাজার টাকা পাইবেক।

যে ব্যক্তি দেবীনার ফলের দানা হাত না দিয়া বাহির করিতে পারে সে তিন শত টাকা পাইবেক।

এই২ প্রকার ইস্তাহার ফ্রান্স দেশে দেওয়া গিয়াছে ইহাতে অবশ্য কেহ২ ইহার কোন উপায় বাহির করিয়া বখশিশ পাইবেক।

আশ্চর্য্য বৃষ্টি।

কতক মাস হইল ইটালি দেশে রক্ত জল বৃষ্টি হইয়াছে এই রূপ বৃষ্টি অনুমান দেড় শত ক্রোশের মধ্যে হইয়াছিল। যে২ দ্রব্যদ্বারা সেই জল রক্ত বর্ণ হইল সে২ দ্রব্য সেখানকার জ্ঞানবান লোকেরা স্থির করিয়াছেন কিন্তু সে২ দ্রব্য সংযোগ আকাশে কিরূপে হইল ইহা কেহই স্থির করিতে পারেন নাই।

মরণ।

মোং শ্রীরামপুর ১৫ দিসেম্বর ১ পৌষ বুধবার বৈকালবেলা পাঁচ ঘণ্টার সময় এক জন দিনামার সাহেব আপন বাস ঘরে আপনি আপনাকে গুলি করিয়া মরিয়াছে। শেষে তাহার বিশেষ শুনা গেল যে ঐ শহরে তাহার এক আত্মীয় লোক আছে তাহার নিকটে আপন মরণের পূর্ব্বে এক পত্র লিখিয়াছিল তাহার বয়ান এই আমি তোমাকে যে পত্র লিখিতেছি এই পত্র যখন তুমি পাঠ করিবা তখন আমি পরলোক প্রাপ্ত হইব ও আমি আপন মিত্র লোকেরদের নিকটে যাইতেছি তুমিও এমনি করিও আর আমার যে সম্পত্তি আছে তাহাতে বুঝি আমার কবরের খরচ হইতে পারিবেক। এই পত্র লিখিয়া আপনি আপনাকে গুলি করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। ইহার কারণ কেহই কিছু অনুসন্ধান করিতে পারিল না।

গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ।

গঙ্গাসাগরের বন কাটাইবার কারণ যে২ সাহেব লোক সেখানে নিযুক্ত আছেন এবং অন্য২ যে লোক সেই কর্ম্মে আছে তাহারদের অনেকের পীড়া হইয়াছে তৎপ্রযুক্ত সে কর্ম্ম এখন অল্প হইতেছে।

কাশ্মীরের ছাগল।

সকল লোক অবগত আছে যে কাশ্মীর দেশের এক প্রকার ছাগলের লোমে শাল জন্মিয়া নানা দেশে যায়। ইওরোপের অন্তঃপাতি ফ্রান্স দেশের উজীরের বাসনা ছিল যে ঐ ছাগল আপন দেশে আনাইয়া শাল উৎপন্ন করিয়া তাহার বাণিজ্য করে এই নিমিত্ত দুই এক বৎসর

হইল তিনি আপন দেশীয় এক জন গুণযুক্ত লোক পছন্দ করিয়া খরচ পত্র দিয়া খুশকী পথে আপন দেশহইতে কাশ্মীরে পাঠাইয়াছিলেন সে ব্যক্তি সেখানে গিয়া তের শত আশী ছাগল সেখানে ক্রয় করিয়া আনিতেছিল কিন্তু কথীয়া দেশ হইতে আসিতে পথে অত্যন্ত শীতপ্রযুক্ত সে ছাগলের অর্দ্ধেক মরিল অবশিষ্ট যত ফ্রান্স দেশে পঁহুছিল তাহার মধ্যে আট পুরুষ ছাগল আর স্ত্রী কতক২ আছে সেখানে তাহারদের রক্ষা হইতেছে তাহারদের চিকিৎসার কারণ পৃথক্ এক জন নিযুক্ত হইয়াছে। যদি সেখানে সেই ছাগল বরাবর বাঁচিয়া থাকে ও তাহাতে শাল জন্মে তবে এতদ্দেশে পূর্ব্বাপেক্ষায় শাল সুলভ হইবেক।

—

পুলোপিনাঙ্গ।

পুলোপিনাঙ্গ শহরহইতে সমাচার আসিয়াছে যে তাহার নিকটস্থ বর্নিও নামে উপদ্বীপের এক প্রদেশে হলাণ্ডীয়েরা অর্থাৎ ওলন্দেজেরা বাণিজ্যের কুঠী করিয়াছিল এবং তথাকার নবাব সুলতান তাহারদিগকে কহিয়াছিল যে আমার পরলোকের পর আমার পুত্রকে আমার সিংহাসনে বসাইবা। এখন এমত শুনা যাইতেছে যে ওলন্দেজেরা তাহার ভ্রাতার সহিত নূতন বন্দোবস্ত করিয়া তাহাকে তাহার সিংহাসনে বসাইয়াছে।

সেই সকল উপদ্বীপে ওলন্দেজেরদের পরাক্রম বড় স্থির নহে আমরা শুনিতে পাই যে সে স্থানে সেই২ উপদ্বীপের লোকেরা উঠিয়া ওলন্দেজেরদিগকে মারিয়াছে কিন্তু ওলন্দেজেরদের সৈন্য সেই প্রদেশে অনেক আছে তাহাতে সেই প্রদেশীয়েরদের কিছু ভরসা নাই যে ওলন্দেজেরদিগকে তাহারা তাড়াইতে পারে।

মান্দরাজ।

মোং মান্দরাজে এই বৎসর অনাবৃষ্টিপ্রযুক্ত লোকেরদের অধিক ভয় হইয়াছে অন্য২ বৎসর যে রূপ বৃষ্টি হইয়া থাকে সেমত এই বৎসর হয় নাই সেখানে যত বৃষ্টির প্রয়োজন তাহার তিন ভাগের এক ভাগমাত্র হইয়াছে সে দেশে যত পুষ্করিণী সে সকল প্রায় আজি শুষ্ক হইয়াছে কিন্তু এরূপ সর্ব্বত্র নহে তাহার নিকট কর্টী দেশে উপযুক্ত বৃষ্টি হইয়াছে।

—

শাহশুজা।

সংপ্রতি সমাচার আসিয়াছে যে কাবুলের বাদশাহ শাহশুজা পূর্ব্বে শ্রীযুত রনজিৎ সিংহের নিকট কএদ ছিলেন এখন তিনি কোন সঙ্গতিতে সেখানহইতে পলায়ন করিয়া বোম্বইয়ের নিকটে সিন্ধু দেশে হয়দরাবাদে পঁহুছিয়াছেন তিনি অতিদুঃখীর মত কালক্ষেপ করিতেছেন তাহার সঙ্গে কেবল চল্লিশ জন মাত্র আছে তাহার বাসনা এই যে তিনি সিন্ধু দেশের রাজাকে সহায় করিয়া রনজিৎসিংহের সহিত যুদ্ধ করেন তাহার সে চেষ্টা বন্ধ্যা হইবেক যেহেতুক সিন্ধু দেশের রাজা অতিগরীব আর তাহার এমত সাহস হইবে না যে সে রনজিৎ সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করে।

পূর্ব্বকালে হিন্দুস্থানের মধ্যে অতিপ্রসিদ্ধ যে দুই হীরা তাহার একের নাম দরিয়ানুর দ্বিতীয়ের নাম কৈতুর সে দুই হীরা এই শাহশুজার হাতে ছিল তাহার একের মূল্য বার লক্ষ টাকা আর একটার মূল্য তিন লক্ষ টাকা। পূর্ব্বকালে এই দুই হীরা দিল্লীর রাজভাণ্ডারে ছিল যখন নাদরশাহ কাবুলের বাদশাহ দিল্লীর উপরে আক্রমণ করিয়াছিল তখন ঐ দুই হীরা সে কাবুলে লইয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি সে দুই হীরা রনজিৎসিংহের হাতে পড়িয়াছে।

—

নীল।

সম্প্রতি শ্রীশ্রীযুত ইস্তাহার দিয়াছেন যে কোম্পানি বাহাদুর অনেক নীল খরিদ করিয়া ইংগ্লণ্ডে চালান করিবেন।

—

বর্দ্ধমানের বিবরণ।

বর্দ্ধমান জিলার সীমা এই উত্তর রাজমহী ও বীরভূম দক্ষিণসীমা মেদিনীপুর ও হুগলী জিলা ও পূর্ব্বে গঙ্গা ও পশ্চিমে মেদিনীপুর জিলা ও পাচেটি। পঁয়ত্রিশ বৎসর হইল এই জিলা মাপা গিয়াছিল তাহাতে দেখা গিয়াছে দুই হাজার পাঁচ শত সাতাশী চতুরস্র ক্রোশ। ঐ বর্দ্ধমান ষাট বৎসর ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধীন হইয়াছে সে এমত উর্ব্বরা ভূমি যে বাঙ্গালা ছাড়া হিন্দুস্থানেরমধ্যে তেমন আর নাই এবং খড়িদা ও মেদিনীপুর ও পাচেট ও বীরভূমি ইহারদের জঙ্গলের মধ্যে ঐ বর্দ্ধমান আছে ইহাতে জ্ঞান হয় যে চতুর্দ্দিকে মহাবনে বেষ্টিত এক মহাপুষ্পোদ্যান।

মহারাজার অধিকারে ষোল শত চতুরস্র ক্রোশ ভূমি সে অত্যুৎকৃষ্ট স্থান এবং ভূমি উর্ব্বরা লোকেতে পরিপূর্ণ। সতর শত বাইশ সনে অর্থাৎ সাতানব্বই বৎসর হইল মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্ররায় বাহাদুর অতিপ্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন তাহার অনেক কীর্ত্তি এতদ্দেশে আছে। সতর শত নব্বই সনে রাজা কোম্পানিকে বত্রিশ লক্ষ টাকা রাজকর দিলেন এবং সতর শত চৌরাশী সনে তাবৎ জিলার রাজকর সাড়ে তেতাল্লিশ লক্ষ ছিল সেই জিলার মধ্যে তিন প্রধান নগর বর্দ্ধমান ও

সমাচার দর্পণ।

ক্ষীরপাই ও বিষ্ণুপুর ও দুই প্রধান নদী দামোদর ও গঙ্গা। এই জিলার মধ্যে কোন ইষ্টকাদি নির্ম্মিত কিল্লা নাই কিন্তু পূর্ব্বে যে ছিল তাহার চিহ্ন আছে। সে জিলার মধ্যে ষোল ভাগ লোকের মধ্যে এক ভাগ মুসলমান সেখানকার রাজার তাবে পেয়াদা একইশ হাজার ছিল পরে লর্ড কর্নওয়ালিস সাহেবের বন্দোবস্তে তাহার অনেক ন্যূন হইয়াছে।

এখন বিষ্ণুপুর বর্দ্ধমান জিলার মধ্যে গণা যায় কিন্তু পূর্ব্বকালে স্বতন্ত্র এক মহা রাজ্য ছিল সেখানকার রাজারা ক্রমে জ্যা প্লান পুরুষ এক হাজার নিরাণই বৎসর এক সিংহাসনে রাজ্য করে তাহারা ই হার হিসাব রাখে। সতর শত পোনর সনে নবাব জাফরখাঁ সে রাজার সর্ব্বস্ব লুট করিয়া লয়। সে দেশের মধ্যে ছয় শত আটাইশ চতুরস্র ক্রোশ। তাহার রা জস্ব তিন লক্ষ ছিয়াশী হাজার টাকা।

এক সর্পের ইতিহাস।

এক সর্প এক কর্ম্মকারের দোকানে প্রবিষ্ট হইল। তখন কর্ম্মকার সেখানে না থাকাতে সর্প তাহার হিংসা করিতে পারিলেক না কিন্তু সম্মুখে একখানি তীক্ষ্ণ ধার ওখা ছিল তাহাকে দংশন করিল লৌহ কঠিন ধাতু আর ওখা অপ্রাণী তাহার দংশনে কি হইতে পারে সর্পের ওষ্ঠ ওখার ধারে কাটিয়া রক্ত নির্গত হইতে লাগিল তাহাতে সর্প রক্ত দেখিয়া লৌহ অস্ত্র ওখাকে প্রাণী নিশ্চয় জানিল এবং বারম্বার বেগপূর্ব্বক দংশন করণে আপন দন্ত ভগ্ন হইয়া মুখ ক্ষত করিল পরে মৃতবৎ হইল।

এই কথার তাৎপর্য্য এই যে পরের অপকার চেষ্টা করিলেই প্রায় আপনার ক্ষতি হয় আর আপন শক্তি বিবেচনা না করিয়া কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে অপমান হয়। অতএব মনুষ্যের ওচিত হয় যে পরের অপকার চেষ্টা না করে আর আপন শক্তি বিবেচনা করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়।

বাজার ভাও।

জিনিস	মোন	অবধি	পর্য্যন্ত
সুপরি	১	৩॥॰	৩৸৹
ভেরণ্ডা তৈল	১	২॰	৩২
গাছ মরিচ	১	৫॥॰	৭॥॰
নারিকেল তৈল	১	১৪	১৫
তুলা কাছোড়া	১	১৭৸৹	১৮॥॰
আদা রঙ্গপুর	১	২।৴	৩॥৴
পাটনাই আদা	১	২॥॰	২৸৹
চালু পাটনাই	১	৩॥৴	৩৸৹
পাছড়ি উত্তম	১	২॥॰	২৸
পাছড়ি মধ্যম	১	২।॰	২॥॰
মুগী উত্তম	১	১॥৶	১৸৹
মুগী মধ্যম	১	১॥৴	১॥৶
বালাম	১	১॥৴	১॥৶
দুধা ধান	১	২৵	২।॰
পাটনাই বুট	১	৩।॰	৩।৴
অড়হর ডালি	১	৪।॰	৪।৴
উত্তমগায়েঘৃত	১	২॰	১৮
মধ্যম ঘৃত	১	১৬	১৭
ভৈঁসা ঘৃত	১	১৬	
মধ্যম ভৈঁসা	১	১৫	
নীল উত্তম	১	১৬০	
অন্যং প্রকার			
নীল	১	১১০	১৩০
সোরা উত্তম	১	৭	৭।৴
মধ্যম	১	৫৸৹	৬৵
চিনী কাশীর	১	১০	১১।॰
মধ্যম	১	৮॥॰	১০
খার চিনী	১	৫৸৹	
তেতুল	১	৸৹	৸৵
তামাকু	১	৪॥॰	৫॥॰
চন্দন	১	১৫	১৭

মোং কলিকাতায় ২ দিসেম্বর অবধি ৮ তারিখপর্য্যন্ত এইং জিনিস আমদানী হইয়াছে। তুলা ঊনিশ শত এক ত্রিশ মোন। চিনি পাঁচ হাজার ছয় শত তিন মোন। সোরা তিন হাজার চারি শত অষ্টানব্বই মোন। আদা দুই হাজার এক শত ঊননব্বই মোন। সুপারি পাঁচ শত এক মোন। কাপড় এক লক্ষ এক হাজার দুই শত ত্রিশ থান।

১ নবেম্বর অবধি ৩০ তারিখপর্য্যন্ত ভারতবর্ষহইতে জাহাজে অন্য দেশে রপ্তানী হয় এইং জিনিস। তুলা চারি হাজার সাত শত আটার গাঁঠি। চিনি বায়ান্ন হাজার আট শত ত্রিশ মোন। সোরা সাতাইশ হাজার পাঁচ শত বিরানব্বই মোন। আদা বাইশ হাজার এক শত সাতাশী মোন। রেশম নয় শত সাতহত্তর মোন। তণ্ডুল এক লক্ষ তেইশ হাজার সাত শত ষাটি মোন। কাপড় চারি লক্ষ আটাইশ হাজার চারি শত বাহত্তর থান। নীল তের হাজার চারি শত বিশ মোন।

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহেং কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসেং এক টাকা যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকটে কাগজ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাহার নিকটে পাঠান যাইবেক।

সমাচার দর্পণ

৫৪ সংখ্যা । শনিবার । ২৫ ডিসেম্বর সন ১৮২৯ । ১১ পৌষ সন ১২৩৬ ।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ । বৃত্তান্তমিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে ॥

কোম্পানির কাগজ ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা এক টাকা তিন আনা । বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা এক টাকা ছয় আনা ডিসকৌণ্ট ।

সপ্তাহের পত্রিকা ।

২৫	ডিসেম্বর	শনিবার	১১	পৌষ
২৬	ঐ	রবিবার	১২	ঐ
২৭	ঐ	সোমবার	১৩	ঐ
২৮	ঐ	মঙ্গলবার	১৪	ঐ
২৯	ঐ	বুধবার	১৫	ঐ
৩০	ঐ	বৃহস্পতিবার	১৬	ঐ
৩১	ঐ	শুক্রবার	১৭	ঐ

ইস্তাহার ।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে কালীন ডাকবেহারা মারু বাহাঙ্গী ও মশালচি দীগের বেতন যাইবেক তাঁহারা জানেরেল পোষ্ট আফিসহইতে ফি চৌকি চারি টাকার হিসাবে পাইবেক ইহার অন্যথা কাহারো হুকুমে হইবেক না যদি কোন ডাকের আমলা লোক ইহারদিগের দিতে কিছু আপত্য করে তবে শ্রীযুত জানেরেল পোষ্ট মাষ্টরের অগ্রে এ নিমিত্ত যে দরখাস্ত করিবেক তাহাতে সুন্দর বিবেচনা করা যাইবেক ইতি ।

ভৌমিকেরদিগের প্রতি ।

সকলের বিজ্ঞাপনার্থে নিবেদিতেছি যে এতদ্দেশীয় সকল ভৌমিকগণ আপনং সন্তান ও দুহিতা ও দৌহিত্রেরদের নাম ও জন্ম ও সন মাস সুরাক্ষ না রাখনে ঐ ভৌমিকেরদিগের দোকানের প্রস্তিতে প্রাপ্তাপ্রাপ্ত বয় ও তাহারদিগের পুত্র কন্যা ছিল কি না এ সম্পর্কে সতত বিরোধ উপস্থিত হওনে দেশাধিপেরদিগের নিকট অনেক মিথ্যা বাদানুবাদে তাঁহার বিরক্ত থাকিতেন । ঐ অনুপযুক্ত উত্তরাধিকারী প্রযুক্ত নাবালগেরদিগের ক্ষতি অনাযাসে নানামতে দর্শিত বিশেষত উহারদিগের জন্ম পত্রিকা প্রধানকালীন নানা বিধি মিথ্যা ঘটনার বাধা ছিল না অধিকন্তু মৃত ভৌমিকের উত্তরাধিকারী কত জন তাঁহা ধৈর্য্য বিনা পরিশ্রম হইত না ইহা বিবচনায় বোধ হয় যদি সকল ভৌমিক আপনং পুত্র ও কন্যা ও জামাতা ও দৌহিত্রেরদিগের নাম ও জন্ম ও বিবাহ ও মৃত্যুর সন তারিখ উপস্থিতমতে সমাচার দর্পণ সম্পাদকেরদিগকে ঐ ভৌমিকেরা স্বয়ং অথবা তাঁহারদিগের অভাবে তাঁহারদিগের সন্নিকট জ্ঞাতি কুটুম্ব অথবা হিতকারী আত্মীয়গণ লিপিদ্বারা গোচর পূর্ব্বক পুনরদ্রূপ প্রকাশ জন্য ঐ ছাপা কাগজে এ সম্বাদ ছাপান তবে শ্রীযুত দেশাধিপতিরদিগের প্রীতিকর ও সম্পর্কে নানা বিধ অসুখাদ বর্ত্তমান প্রণালী যে আছে তাহা সহজে বারণ হইতে পারে । এ কর্ম্মে ঐ ভৌমিকেরদিগের শ্রমলেশ ও ব্যয়াতিশয্য অভাব ।

কলিকাতাস্থ এক ব্যক্তি অতিভাগ্যবান ও গুণবান ও পরোপকারী এই পত্র আমারদের নিকটে পাঠাইয়াছেন তাঁহার ইচ্ছামতে এই পত্র আমরা ছাপা করিলাম যদি সকল লোকের ইহাতে সম্মতি হয় তবে ছাপাইতে আমারদের আনিচ্ছা নাই ।

অতএব কলিকাতাস্থ জ্ঞানবান লোকেরা এতদ্দেশীয় লোকেরদের উপকারের নিমিত্ত উপযুক্ত বুঝিয়া যদি আর কোন বিষয়ে আমারদের নিকটে পাঠান তবে আমরা অবশ্য ছাপাইব যেহেতুক সমাচার দর্পণ কেবল লোকেরদের উপকারার্থে করা গিয়াছে । এবং কলিকাতায় ইংলণ্ডীয় সমাচার পত্রে ইংলণ্ডীয় লোকেরা যখন যাহা ভাল কিম্বা মন্দ বিষয় হউক তখনি ছাপা করিয়া সর্ব্বত্র প্রকাশ করেন এইরূপ কলিকাতাস্থ জ্ঞানবান লোকেরা এ দেশের সকল বিষয় অবগত আছেন যদি তাঁহারা এই দেশের ভাল ও মন্দ বিষয় বিবেচনা করিয়া ছাপাইয়া প্রকাশ করেন তবে তাহা প্রকাশ হইলে তাহার অনেক উপায় চেষ্টা হইতে পারে ।

সমাচার দর্পণ ।

অহমদাবাদ শহর ।

দক্ষিণ দেশে অহমদাবাদে কতক দিন হইল অকস্মাৎ একটা পীড়া উপস্থিত হইয়াছিল সে কেবল মরকের ন্যায় অহমদাবাদের অন্তঃপাতি লিমড়ি নামে এক গ্রামে ঐ পীড়াদ্বারা ঐ গ্রামের পাঁচ ভা

গের এক ভাগ লোক মরিয়াছে কিন্তু সে রোগ এখন একে কালে শান্ত হইয়াছে।

খান্দেশ দেশ।

নর্ম্মদা নদীর উত্তর তীরে খান্দেশ নামে এক মহাদেশ আছে সেখানহইতে সম্প্রতি সমাচার আসিয়াছে যে সে দেশ পূর্ব্বকালে লোকবসতিতে পরিপূর্ন ছিল কিন্তু গত ষোল সতর বৎসর হইল যুদ্ধেতে ও পিণ্ডারিরদের উৎপাতে ও মরকে ও দুর্ভিক্ষে প্রায় লুপ্ত হইয়াছিল পরে ঐ২ সকল উৎপাতে ক্রমে২ তদ্দেশের লোক কমিতে লাগিল ও তাহাতে বন বৃদ্ধি হইয়া ব্যাঘ্র বাড়িতে লাগিল অবশিষ্ঠ লোক কতক ব্যাঘ্রে ভক্ষন করিল কতক স্থানত্যাগ করিয়া অন্যত্র বসতি করিল। তাহাতে সে স্থান কেবল বনেতে ও ব্যাঘ্রেতে পূর্ন হইল এখন সে স্থান ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকার হওয়াতে সেই২ ব্যাঘ্র মারিবার নানা প্রকার চেষ্টা হইতেছে এবং গত এক বৎসরের মধ্যে এগারটা ব্যাঘ্র ও ব্যাঘ্রী মারা পড়িয়াছে।

প্রথম ব্যাঘ্রে একটা সিপাহীকে খুন করিল পরে এক জন জমাদার তলোয়ার লইয়া ব্যাঘ্রের সম্মুখে আইলে ব্যাঘ্র তাহার উপরে আক্রমন করিলেও সে পলাইল না পরে ব্যাঘ্র তাহার মস্তকে পড়িয়া মস্তক চূর্ন করিল দ্বিতীয় ব্যাঘ্র বনহইতে বাহির হইয়া এক জনের উপর আক্রমন করিলে সে না পলাইয়া বাঘের প্রতি গুলী মারিল সে গুলী বাঘের মস্তকে লাগিয়া বাঘ মারা পড়িল। তৃতীয় বাঘ গ্রামের মণ্ডলকে ধরিয়া খাইতেছিল এই সময় লোকেরা যাইয়া তাহাকে মারিল। এইং প্রকারে ইংগ্লণ্ডীয় লোকেরা বাঘ মারিতেছে ইহাতে তাহারদের সুখবোধ হইতেছে ও লোকেরদের অনেক উপকারও হইতেছে।

ডাকাইতি।

ঊনত্রিশা নবেম্বর তারিখে মোকাম গোয়াই ও চাণ্ডটী এই দুই স্থানের মধ্যে কতক গুলি ডাকাইৎ ডাকবাহাঙ্গির বেহারারদিগকে মারিয়া তাহারদের বাহাঙ্গি কাড়িয়া লইয়া নিকটস্থ এক বনের মধ্যে খুলিল ইতমধ্যে এক জন ভাগ্যবান পালকীতে যাইতেছিল পথে তাহাকে দেখিয়া বাহাঙ্গি ফেলিয়া তাহার উপরে আক্রমন করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব লইল কিন্তু তাহাকে মারিল না পরে সেই স্থানে ডাকবাহাঙ্গির আটারটা পুলিন্দা পাওয়া গেল ও স্বস্বস্থানে পাঠান গেল।

হঙ্গাম।

গত মঙ্গলবারে মোকাম কলিকাতার শ্রীযুত স্মিথ সাহেবের জাহাজের কারখানার লোকেরদের সহিত পোর্ত্তুগীশের গোরা জাহাজির সঙ্গে মারামারি হইয়াছিল তাহাতে স্মিথ সাহেবের পাঁচ জন অতিশয় জাখাতী হইল। সে এই প্রকারে হইল ঐ জাহাজিরা স্মিথ সাহেবের এক নৌকার উপরে উঠিয়া নৌকার দাঁড়ি মাজির সহিত বিবাদ করিয়া তাহারদিগকে জলে ফেলাইয়া দিল পরে কতক সাহেব ও অন্য২ লোক একত্র হইয়া ঐ দুষ্ঠ জাহাজিরদিগকে ধরিয়া তাহারদিগকে কএদ করিল। ইহা শুনিয়া দুই জাহাজের তাবৎ গোরা জাহাজি লোকেরা আসিয়া ঐ কয়েদী জাহাজিরদিগকে জোর করিয়া লইয়া জাহাজে গেল এই সমাচার পুলিসে দিবামাত্র পুলিসের অনেক লোকেরা ঐ জাহাজে গিয়া তাহারদের প্রত্যেক জনকে ধরিয়া পুলিসের কাচারিতে লইয়া গেল শেষে তাহারদের মোকদ্দমা হইয়া উপযুক্ত সাজা হইয়াছে।

বোম্বাটিয়া।

কতক দিন হইল লিখা গিয়াছে যে বোম্বইহইতে ইংগ্লণ্ডীয় সাত হাজার সৈন্য জাহাজে আরোহন করিয়া যুদ্ধ করিতে গিয়াছে তাহার নিশ্চয় এখন জানা গেল যে তাহারা বোম্বইর নিকটস্থ পারসী খালে যে বোম্বাটিয়ারা আছে তাহারদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়াছে। তাহার কারন এই কলিকাতার নীচে বোম্বই এক মহাবানিজ্যস্থান এবং এই বোম্বাটিয়ারা সেই স্থানে থাকিয়া অনেকের অনেক লটঘট করিতেছে তাহারা সামান্য বোম্বাটিয়া নহে তাহারদের অনেক জাহাজ ও ভূমির উপরে বসতিস্থান আছে এবং জাহাজদ্বারা লুটিয়া দ্রব্যাদি আনিয়া সে স্থানে বিক্রয় করে এবং ভূমির উপরে তাহারদিগের স্থানে২ কিল্লা আছে তাহারা এমত সাহসী যে যুদ্ধের জাহাজ ভিন্ন বানিজ্যের মহাজাহাজ হইলেও তৎক্ষণাৎ লুটিয়া লয় এবং জাহাজস্থ তাবৎ লোক খুন করে এইং দৌরাত্ম্য নিবারনার্থ শ্রীশ্রীযুত সেইখানে অনেক সৈন্য জাহাজ সমেত পাঠাইয়াছেন যে তাহারা এক কালে নাশ পায় ও লোকেরা নির্ভয়তাতে জাহাজ দ্বারা বানিজ্যাদি ও গমনাগমন করিতে পারে।

এ যুদ্ধের শেষ সমাচার আইলে জানা যাইবেক।

হিমালয়।

নেপালের সহিত ইংগ্লণ্ডীয়েরদের যু

সমাচার দর্পণ

ষ্কেতে হিমালয় পর্ব্বত শ্রেণীর অনেক ভাগ ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকারে আসিয়াছে তাহাতে অনেক ইংগ্লণ্ডীয় লোক সেখানে সর্ব্বত্র পাহাড় ভ্রমণ করিয়া যে স্থানে গঙ্গা ও যমুনা প্রভৃতির উৎপত্তি স্থান তাহা দেখিতেছেন। এইক্ষণে শুনা গেল যে প্রুষিয়া দেশের হমোল্ট নামে এক ব্যক্তি অতিজ্ঞানবান ও অতি সাহসী ও সকল বিদ্যাতে নিপুণ তিনি ত-থাকার বাদশাহের আজ্ঞাক্রমে ও সরকারি খরচে অনেকং দেশের পর্ব্বত মাপিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন এখন লাগাদ চৈত্র বৈশাখ মাসতক কলিকাতা আসিয়া হিমালয় শ্রেণীতে গিয়া তাবৎ পর্ব্বত মাপ করিবেন এবং পর্ব্বতে কোন স্থানে কি আছে এই সকল নিশ্চয় করিবেন তাহার সহিত পর্ব্বত মাপিবার নানা প্রকার কল ও যন্ত্র আসিবেক ইহার সকল খরচ তথাকার বাদশাহ দিবেন।

সাগর শহর।

বন্দেলখণ্ডের পশ্চিমে সাগর নামে এক মহারাজ্য আছে সে রাজ্য পূর্ব্বে এই দেশীয় লোকেরা জানিতেন না সম্প্রতি সে দেশ ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধীন হইয়াছে তৎপ্রযুক্ত ইংগ্লণ্ডীয় এক জন ওকীল সেখানে আছেন সে দেশের ভূমি অত্যুর্ব্বরা এবং যেং শস্য এ দেশে শীত কালে জন্মে সে সকল শস্য সেখানে আশ্বিনমাসে উৎপন্ন হয় সে দেশের রাজধানী সাগর শহর তাহার চারি দিগে তিন ক্রোশ ও তাহার মধ্যে প্রস্তরনির্ম্মিত লোকের হাজার বাড়ী আছে সে বাড়ীর মধ্যেও অনেক বড়ং ঘর আছে সেখানে আশী হাজার লোক বসতি করে তাহার রাজস্ব প্রতিবৎসর ছয় লক্ষ আশী হাজার টাকা সেখানকার সকল লোক মহারাষ্ট্র সেখানে যেং বড় বাড়ী আছে তাহাতে পণ্ডিতেরা বাস করে তাহার মধ্যে যে বড় ঘর তাহাতে সপরিবারে দুই শত পণ্ডিত বাস করে যে ঘরে ইংগ্লণ্ডীয় উকীল বাস করিতেছেন সে ঘরে পূর্ব্বে সপরিবারে দুই শত পণ্ডিত থাকিতেন। এই সাগর শহরও পিণ্ডারিরদের দৌরাত্ম্যে বিরক্ত হইয়াছিল এবং দ্রব্যাদি ও অতিদুর্ম্মূল্য ছিল শস্যাদি কেহই দেখিতে পাইত না। এখন ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকার হওয়াতে পিণ্ডারিরদের উৎপাত দূর হইয়াছে এবং খাদ্য দ্রব্য অল্পমূল্য হইয়াছে বলদে ও গাড়ীতে নানা শস্য নানা স্থানে সর্ব্বদা গমনাগমন হইতেছে ও অতিসুন্দর হাট ও বাজার হইতেছে।

বিদ্যা শিক্ষা।

তিন বৎসর হইল পারস্য দেশের বাদশাহ আপন প্রজারদের মধ্যে পাঁচ জনকে পসন্দ করিয়া ইংগ্লণ্ড দেশে বিদ্যা শিক্ষার কারণ পাঠাইলেন তাহারা তিন বৎসর সেখানে বাস করিয়া সে বিদ্যা শিক্ষাদ্বারা বিদ্যাবান হইয়াছে এবং আপন দেশে পুনর্ব্বার যাইতেছে তাহার মধ্যে এক জন ইংগ্লণ্ডীয় এক স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছে সে স্ত্রী তাহার সহিত যাইতেছে।

জলের নীচে পথ।

সম্প্রতি শুনা যাইতেছে যে ইংগ্লণ্ড দেশে এক নদীর জলের নীচে দিয়া পথ করা যাইতেছে সে পথ প্রস্তুত হইলে জলের নীচে দিয়া বোঝাই গাড়ী চলিবেক এবং জলের উপর দিয়া নৌকা যাইবেক ও তাহার উপরের সাঁকো দিয়া গাড়ী যাইবেক অতএব এক নদীতে তিন পথ হইবেক। নীচের পথ সুতরাং অন্ধকারময় সেখানে দিবারাত্রি বাতি জ্বলিবেক। এই মত অন্যং নদীতে পথ করার উদ্যোগ হইতেছে।

ইওরোপে ব্যাঘ্রোৎপত্তি।

কতক মাস হইল এই দেশহইতে এক টা বাঘনী ইংগ্লণ্ডে লইয়া গিয়াছিল সে বাঘনী এখন ইংগ্লণ্ড দেশে দুই বাচ্চা প্রসব করিয়াছে এই অতিআশ্চর্য্য যেহেতুক ব্যাঘ্রাদি গ্রীষ্ম দেশের পশু তাহাতে শীত দেশে তাহারদের বাঁচন আশ্চর্য্য কখনও শুনা যায় নাই যে ইওরোপে বাঘ উৎপন্ন হইয়াছে।

হেংষ্টিংস্ সাহেব।

কোম্পানির অধ্যক্ষেরা আপনারদের সাহেবান ঘরে হেংষ্টিংস সাহেবের সম্ভ্রমের কারণ তাঁহার মূর্ত্তি প্রস্তরময়ী করিয়া রাখিবেন তাহারা এই স্থির করিয়াছেন।

বাষ্পের নৌকা।

ইংগ্লণ্ড দেশে একটা বাষ্পের নৌকার বড় উৎপাত হইয়াছে। বাষ্পের কলে অত্যন্ত ভয় যেহেতুক ঐ কলে যত বাষ্প ওপযুক্ত হয় তাহার অধিক বাষ্প ঐ কলে হইলে তখনি কল ফাটিয়া তাহার লৌহ প্রভৃতি আকাশে উড়িয়া যায় তাহার নিমিত্ত ঐ বাষ্পের কলে একটা ছিদ্র রাখা যায় তাহার দ্বারা অনুপযুক্ত বাষ্প নির্গত হইলে সুস্থির রূপে কল চলে। অতএব ঐ নৌকার বাষ্পের কলে বাষ্প নির্গমনের ছিদ্র কোনক্রমে বন্ধ হইয়াছিল তাহাতে ঐ নৌকার কল ফুটিয়া নয় জন লোক মারা পড়িয়াছে।

সমাচার দর্পণ

সিনাপ ওহীণ।

এক মাস হইল সিনাপওহীণে কারা পিত আরাকিল নামে এক জন আরমানি ঐ ওহীণে ষোল বৎসর পর্য্যন্ত থাকিয়া কতক গুলি টাকা সঞ্চয় করিয়াছিল। সেই ব্যক্তি সেইখানে যে লোক দেনার কারণ কয়েদ ছিল তাহারদের দেনা আপনি শোধ দিয়া সকলকে খালাস করিয়া তাহারদিগকে নূতন বস্ত্র ও পথ খরচের কারণ টাকা দিয়া বিদায় করিয়াছে।

শাহশুজা।

সংপ্রতি সমাচার আসিয়াছে যে শাহ শুজা আর কোন উপায় না দেখিয়া ইংগ্লণ্ডীয়েরদের আশ্রয়ে থাকিতে বাসনা করিয়াছেন তাহার স্ত্রী কাশ্মীরের আফগান দেশীয় অধ্যক্ষের ভগিনী তিনি এখন মুলতানের রাজার আশ্রয়ে কালযাপন করিতেছেন।

ইতিহাস।

এক গ্রামে এক ব্রাহ্মণ শাস্ত্র বিদ্যাবান ছিল সে কোন কর্ম্ম ক্রমে ঐ গ্রামে জাতি ভ্রষ্ট হইয়া অব্যবহার্য্য হইল তাহার সহিত ঐ গ্রামের কেহ আহারাদি করে না। তাহাতে ঐ ব্রাহ্মণ অপমানগ্রস্ত হওয়াতে লজ্জিত হইয়া সে দেশ ত্যাগ করিয়া অনেক দূর গিয়া এক রাজার সহিত মিলিল পরে রাজা তাহার বিদ্যাতে তুষ্ট হইয়া তাহাকে ক্রমেং উত্তমপদস্থ করিলেন কিছু দিন পরে ঐ ব্যক্তি রাজার ধর্ম্ম কর্ম্মের অধ্যক্ষ হইল। এক সময়ে ঐ রাজা অনেক প্রকার স্বস্ত্যয়ন করাইবেন তাহাতে যেং ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হইবেন তাহারা ঐ অধ্যক্ষের নিকটে পরীক্ষা দিয়া রাজার স্বস্ত্যয়নে নিযুক্ত হইতেছেন। দৈবাৎ ঐ অধ্যক্ষ ব্রাহ্মণ যে গ্রামহইতে জাতিভ্রষ্ট হইয়া আসিয়াছিল সেই গ্রামের দুই জন মূর্খ ব্রাহ্মণ ঐ রাজার নিকটে স্বস্ত্যয়ন করিবার প্রার্থনাতে আইল ঐ অধ্যক্ষ সে দুই জনকে দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল যে আমার গ্রামস্থ দুই ব্রাহ্মণ আসিয়াছে যদি আমার বিষয় মন্দ কথা কহে তবে আমার এ পদ থাকিবে না। ঐ দুই জনও তাহাকে দেখিয়া চিনিল। পরে রাজা আজ্ঞা করিলেন যদি এই দুই জন গায়ত্রী শুদ্ধ করা পাঠ করিতে পারেন তবে ইহারদিগকে গায়ত্রী জপে নিযুক্ত কর। অনন্তর ঐ অধ্যক্ষ আপন গ্রামস্থ দুই জনকে লইয়া এক গুপ্ত ঘরে গেল। সে দুই জন তাহাকে কহিল যে শুন ভাই আমারদের বিদ্যা স্বাধ্যায় যত তাহা তুমি জাত আছ এবং তুমি যেং ক্রিয়া করিয়া এখানে আসিয়া রহিয়াছ তাহাও আমরা জ্ঞাত আছি যদি আমারদের উপকার না কর তবে আমরা তোমার সকল ক্রিয়া প্রকাশ করিব। ইহা শুনিয়া ঐ ব্রাহ্মণ স্বীকার করিল পরে রাজার নিকটে ঐ দুই মূর্খকে লইয়া গিয়া ঐ অধ্যক্ষ কহিল যে হে মহারাজ এই দুই জন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আমাকে চন্দ্রবিন্দু সমেত গায়ত্রী শুনাইয়াছেন। ইহা কহিয়া রাজাকে প্রতারণা করিয়া দুই মূর্খকে স্বস্ত্যয়নে নিযুক্ত করিল।

বাজার ভাও।

জিনিস	মোন	অবধি	পর্য্যন্ত
সুপরি	১	৩৸০	৪
ভেরেণ্ডা তৈল	১	২০	৩২
গাছ মরিচ	১	৫॥০	৭॥০
নারিকেল তৈল	১	১৪	১৫
তুলা কাহোড়া	১	১৭॥০	১৭৸০
আদা রঙ্গপুর	১	৩।৵	৩॥৵
পাটনাই আদা	১	২॥০	২৸০
চালু পাটনাই	১	৩	৩।০
পাছড়ি উত্তম	১	২॥০	২৸
পাছড়ি মধ্যম	১	২।০	২॥০
মুগী উত্তম	১	১॥৶	১৸০
মুগী মধ্যম	১	১॥৵	১॥৶
বালাম	১	১॥৵	১॥৶
দুধ খান	১	২৵	২৶০
পাটনাই চুট	১	৩।০	৩৵
অড়হর ডালি	১	৪।০	৪।৵
উত্তমগাওয়াঘৃত	১	২০	
মধ্যম ঘৃত	১	১৬	১৮
ভৈঁসা ঘৃত	১	১৬	১[illegible]
মধ্যম ভৈঁসা	১	১৫	
নীল উত্তম	১	১৬০	
অন্যং প্রকার			
নীল	১	১১০	[illegible]
সোরা উত্তম	১	৭	৭।৵
মধ্যম	১	৬।০	৬৸
চিনী কাশীর	১	১০	১১।০
মধ্যম	১	৮॥০	৯
খার চিনী	১	৫৸০	
তেতুল	১	৸০	৸৵
তামাকু	১	৪॥০	৫॥০
চন্দন	১	১৫	১[illegible]

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহেং কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসেং এক টাকা যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকট কাগজ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাহার নিকটে পাঠান যাইবেক।

সমাচার দর্পণ

৮৫ সংখ্যা। শনিবার। ১ জানুয়ারি সন ১৮২০। ১৮ পৌষ সন ১২২৬।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা এক টাকা দুই আনা ডিস্কৌণ্ট। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা এক টাকা ছয় আনা ডিস্কৌণ্ট।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

১	জানুয়ারি	শনিবার	১৮	পৌষ
২	ঐ	রবিবার	১৯	ঐ
৩	ঐ	সোমবার	২০	ঐ
৪	ঐ	মঙ্গলবার	২১	ঐ
৫	ঐ	বুধবার	২২	ঐ
৬	ঐ	বৃহস্পতিবার	২৩	ঐ
৭	ঐ	শুক্রবার	২৪	ঐ

ইস্তাহার।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে কালীন ডাকবেহারা যায় বাহাঙ্গী ও মশালচি দীগর বগাঁন যাইবেক তাহার জানেরেল পোষ্ট আফিশহইতে ফি চৌকি চারি টাকার হিসাবে পাইবেক ইহার অন্যথা কাহারো হুকুমে হইবেক না যদি কোন ডাকের আমলা লোক ইহারদিগের দিতে কিছু আপত্য করে তবে শ্রীযুত জানেরেল পোষ্টমাষ্টরের অগ্রে এ নিমিত্ত যে দরখাস্ত করিবেক তাহাতে সুন্দর বিবেচনা করা যাইবেক ইতি।

সমাচার দর্পণ।

বৎসরারম্ভ।

অদ্য ইংগ্লণ্ডীয়েরদের নূতন বৎসরারম্ভ হইল অতএব গত বৎসরে স্থূলং যেং কর্ম্ম এই দেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহা লিখি। এই বৎসর এতদ্দেশীয় লোকের সহমরন বিষয়ে সদসদ্বিবেচনার নিমিত্ত পুস্তক প্রস্তুত করিয়া ছাপাইয়া পরস্পর বাদানুবাদ করিতেছেন। পূর্ব্বে এতদ্দেশীয়েরদের এমত ব্যবহার ছিল না সকল লোকেই ধারাবাহিক ব্যবহারেই চলিতেন এখন এইরূপ বিবেচনা হওয়াতে হিন্দু শাস্ত্রের যথার্থ ব্যবস্থা স্থির হইবেক। সংপ্রতি কেবল সহমরনের বিষয়ে এইরূপ বিবেচনা আরম্ভ হইয়াছে আমরা অনুমান করি যে অন্যং বিষয়েও এইরূপ সদসদ্বিবেচনা হইবেক। কোন বিষয় বাদি প্রতিবাদি মুখেতে পুনঃপুন বিবেচিত হইলে তাহা সুদৃঢ় হয় এবং ছাপাতে ছাপাইলে ইতর লোকেরাও জানিতে পায়। পূর্ব্বে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা কেবল পণ্ডিতেরদের অন্তঃকরণেই গুপ্তা থাকিত সেই পণ্ডিতেরদের উপাসনা ব্যতিরেকে অজ্ঞান লোক জানিতে পারিত না এখন এইরূপ হওয়াতে সর্ব্ব সাধারণ উপকার হয়। ইংগ্লণ্ড ও ফ্রান্স ও রুষিয়া প্রভৃতি দেশেতে এই কারধারা সর্ব্বত্র আছে।

লক্ষ্মৌয়ের নবাব গাজুদ্দীন হয়দর বাহাদুর পূর্ব্বে উ'হার নবাব নামে খ্যাত ছিলেন। এই বৎসরে শ্রীশ্রীযুত তাঁহাকে অযোধ্যার রাজা খেতাব দিয়া সিংহাসনে বসাইয়াছেন। ইহাতে তাঁহার এই লাভ হইল যে পূর্ব্বে তিনি দিল্লীর বাদশাহের চাকর ছিলেন এখন তিনি স্বতন্ত্র এক রাজা হইলেন।

এই বৎসরে কচ দেশে ইংগ্লণ্ডীয়েরা যুদ্ধ করিয়া সে দেশাধিকার করিয়া সেখানে রাজ্য করিতেছেন।

এই বৎসরে ব্রহ্মা দেশের প্রাচীন রাজা লোকান্তরগত হইয়াছেন তাহার পৌত্র রাজা হইয়াছেন। এই ব্রহ্মা দেশের নাম পূর্ব্বে বগু ছিল পরে এই রাজার পূর্ব্ব পুরুষ ঐ বগু দেশ জয় করিয়া তাহার নাম ব্রহ্মা দেশ রাখিলেন। এই রাজারদের বংশের মধ্যে এই ব্যক্তি অনেক কাল রাজ্য ভোগ করিয়াছেন।

এই বৎসরে সিংহলদ্বীপ সেখানকার দুষ্ট লোকেরা কতক লোকেরদিগকে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত ক্ষুদ্রং যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইয়াছিল তাহাতে সেখানে অসামঞ্জস্য অনেক উপস্থিত হইয়াছিল তাহা এখন শান্তি হইয়াছে।

এই বৎসর জুনমাসে এক মহাভূমিকম্প হইয়াছে তাহার মত ভূমিকম্প তৎকাল হয় নাই সে ভূমিকম্প তাবৎভারতবর্ষে হইয়াছিল এতদ্দেশে তাহার পরাক্রম অধিক অনুভব হয় নাই কিন্তু অন্যং দেশে অতিশয় জ্ঞান হইয়াছে বোম্বইর নিকটবর্ত্তি দেশে ঐ ভূমিকম্পেতে ঘর বাড়ী পড়িয়া সাত আট হাজার লোক মারা পড়িয়াছে।

শ্রীযুত দৌদ্ভবেল সাহেব।

শ্রীযুত দৌদ্ভবেল সাহেব কৌন্সিলে ছিলেন তিনি সংপ্রতি ইংগ্লণ্ডে প্রস্থান করিবেন তাঁহার সম্ভ্রমের কারণ তাহার আত্মীয় লোকেরা ২২ দিসেম্বর বুধবার মোং কলিকাতাতে বড় খানা করিয়াছিলেন।

গত রবিবারে এগার ঘণ্টার সময়ে শ্রীযুত দৌদ্ভবেল সাহেব চান্দপালের ঘাটহইতে প্রস্থান করিয়া জাহাজপর্য্যন্ত গেলেন তাঁহার প্রস্থান কালে তাহার পদানুসারে কিল্লাতে তোপ হইল।

অদ্যাপি আমরা শুনি নাই যে তাঁহার পরীবর্ত্তে কে সুপ্রীম কৌন্সিলে নিযুক্ত হইবেন।

সঙ্গীন।

২৩ দিসেম্বর বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে মজুর লোকেরা কলিকাতার বংশালের নিকটে পুরাণা এক ঘর ভাঙ্গিতেছিল তাহাতে এক কুঠরীর মধ্যে সীফাহীর বার হাজার সঙ্গীন পাওয়া গেল সেই কুঠরীর তিন দিকে দেওয়াল ও যে দিক দ্বার সে দিকেও দেওয়াল দিয়া দ্বার বন্ধ করা ছিল এবং এক দিকের দেওয়াল দুই হাত কম ছিল তাহাতে অনুমান হয় যে সেই দিক দিয়া সঙ্গীন কুঠরীর মধ্যে ফেলিয়াছিল যেহেতুক সে সঙ্গীন সারি ক্রমে রাখা যায় নাই কিন্তু একটার উপরে আরটা এই প্রকারে। সে সকল সঙ্গীন মলাতে ব্যাপ্ত ছিল ও কোনটাং উপর কোম্পানির চিহ্ন আছে। ইহাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান এই হয় যে এত সঙ্গীন এক কুঠরীতে ছিল তাহা কাহারও জ্ঞানে আইসে নাই যেহেতুক সেখানে কুঠরী যে আছে তাহাই কেহ জানিত না সেই সঙ্গীনের নীচে ১৭৯৩ সালের নিলামের কাগজ পাওয়া গেল। এই বিষয় অনেকে অনেক প্রকার অনুমান করিতেছেন কিন্তু কিছু নিশয় হয় না কেহং বিতর্ক করেন যে এত দেশীয় লোকেরা ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত যুদ্ধ করিতে সে সকল সঙ্গীন সঞ্চয় করিয়াছিল কিন্তু সে কথা মিথ্যা। আর কেহ অনুমান করেন যে পূর্ব্বে কোম্পানির সঙ্গীন পুরাণা হইলে জলে ফেলান যাইত তাহা অন্য লোকেরা জলহইতে উঠাইয়া আরবীয় লোকেরদের নিকটে বিক্রয় করিত সেই বুঝি হইতে পারে। এইং রূপ অনেকে অনেক বিতর্ক করে।

রুষিয়া।

উত্তর কেন্দ্র ও দক্ষিন কেন্দ্রপর্য্যন্ত যাইবার বার্ত্তা রুষিয়াপর্য্যন্ত পঁহুছিয়াছে তাহাতে রুষিয়ার বাদশাহ ঐ উত্তর কেন্দ্র ও দক্ষিন কেন্দ্র যাইবার নিমিত্ত অনেক জাহাজ প্রস্তুত করিতেছেন তাহার অর্দ্ধেক উত্তর কেন্দ্র ও আর অর্দ্ধেক দক্ষিন কেন্দ্র যাইবেক। এই সমাচার যখন সর্ব্বত্র প্রকাশ হইল তখন রুষিয়ার ষাটি জন লোক আপনারা সেই দুষ্কর কর্ম্মে যাইবার নিমিত্ত বাদশাহের নিকটে দরখাস্ত করিল।

মোকদ্দমা।

ইংগ্লণ্ডদেশীয় এক জন মহাকুলীন বিদেশে এক স্থানে ছিল সেখানে তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বে আপন চাকরকে চারি লক্ষ টাকা দিয়া সে মরিয়াছে। এখন তাহার উত্তরাধিকারী সে চারি লক্ষ টাকা সে চাকরকে দেয় না এবং কহে যে তিনি মন্দ কর্ম্মের নিমিত্ত টাকা দিয়াছেন আমি কখনও মঞ্জুর করিব না। এই রূপ তাহার মোকদ্দমা হইতেছে সে কথা শুনিয়া অনেক হাস্য করিতেছে।

ফোর্ট উইলেয়ম কালেজ।

এই বৎসরে কোম্পানি কালেজের শেষ ইস্তাহারে পাঁচ জন সাহেব সুন্দর ইস্তাহার দিয়া তাহাতে উত্তীর্ণ হইয়া কোম্পানির কর্ম্মে উপযুক্ত হইয়াছেন।

আশ্চর্য্য পক্ষী।

পাঁচ মাস হইল ইংগ্লণ্ড দেশে কতক মজুর লোক একটা গাছ কাটিতেছিল ইহার মধ্যে গাছ কাটিতেং ঐ গাছের মধ্যে একটা পক্ষির বাসা ও তাহাতে তিনটা ডিম তাহারা পাইল ইহাতে বড় আশ্চর্য্যবোধ হইল যে প্রকাণ্ড গাছের মধ্যে সেখানে কোথাও ছিদ্র নাই কিরূপে সেখানে পক্ষিরা বাসা করিল তাহা জানা গেল না। এবং ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এই প্রকার এক বৃক্ষের মধ্যে এক মৃত পক্ষী ও তাহার চারি পাঁচটা ডিম পাওয়া গিয়াছিল তাহাতে হিসাব করিয়া দেখা গেল যে সে পক্ষী নব্বই বৎসর সে বৃক্ষের মধ্যে ছিল যেহেতুক সে বৃক্ষ নব্বই বৎসর ব্যতিরেকে তেমন মোটা হয় না কিন্তু প্রথম সে পক্ষী সেইখানে কি রূপে ছিল তাহা জানা যায় নাই।

সর্প।

কতক মাস হইল ইংগ্লণ্ড দেশে একটা ঘোড়া অসুস্থ হইয়া মরিল কোন ব্যক্তি তাহার রোগানুভব করিতে আগে পারিয়াছিল না যখন সে ঘোড়া মরিল তখন তাহার শরীর কাটিয়া দেখিল যে তাহার শরীরের মধ্যে দুই হাত এক সর্প মরিয়া রহিয়াছে।

নৌকা ডুবি।

গত সোমবার মোং চন্দননগরহইতে একখান বজরা মোং কলিকাতা যাই

সমাচার দর্পণ।

তেছিল রাত্রিতে মোং চানকের নীচে শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেবের পিনিসের রসীতে বদ্ধ হইয়া ঐ বজরা ডুবিয়া গেল তাহাতে এক জন ইংগ্লণ্ডীয় স্ত্রী লোক ও দুই বালক মারা পড়িয়াছে আরং সকল লোক সাঁতার দ্বারা রক্ষা পাইয়াছে।

আশ্চর্য্য বিদ্যা।

ইওরোপে একাদশ বৎসরবয়স্কা এক বালিকা স্ত্রী অলঙ্কারাদি শাস্ত্রে নিপুণা হইয়াছে এবং সেই বালিকা প্রবীনং পণ্ডিতেরদের সহিত তিন দিনপর্য্যন্ত ন্যায় শাস্ত্রের বিচার করিয়া জয় পাইয়াছে তাহার গুরু বিরাশীবৎসরবয়স্ক এক বৃদ্ধ।

মহাঘণ্টা।

রুষিয়া দেশে মস্কোনামে এক শহর সে শহর ১৮১২ সালে বোনাপার্ত অধিকার করিয়াছিলেন সেখানে এক ঘণ্টা ছিল বুঝি তাহার মত ঘণ্টা পৃথিবীর মধ্যে আর নাই বোনাপার্তের যুদ্ধ কালে সৈন্যেরা সে ঘণ্টা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়াছিল। সম্প্রতি রুষিয়ার বাদশাহ তাহার পরীবর্ত্তে আর এক ঘণ্টা নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহার পরিমাণ এক আঙ্গার মোন পিতল সে উর্দ্ধ দশ হাত আড়ে চারি হাত ও তাহার নাদ ওজনে ত্রিশ মোন পিতল।

রেবাড়ী।

দিল্লীর নিকটস্থ রেবাড়ী শহরহইতে সমাচার আসিয়াছে যে সেখানে ১৮ নবেম্বর তারিখে ভূমিকম্প হইয়াছিল এই ভূমিকম্পে পৃথিবীর আন্দোলন হয় নাই কিন্তু একটা মহাশব্দ হইয়া একবারমাত্র পৃথিবীর কম্প হইয়াছিল।

অপমৃত্যু।

২৭ ডিসেম্বর ১৩ পৌষ সোমবার মোং আকনা গ্রামে প্রাতঃকালে আট ঘণ্টার সময়ে বাগদী জাতি এক স্ত্রীলোক ঘরের দেওয়াল চাপা পড়িয়া মরিয়াছে। তাহার বাটীর পশ্চিমে লাগাও এক ব্রাহ্মণের বাটী ঐ বাটীর ঘরের দেওয়াল অকস্মাৎ তাহার ঘরে পড়িল তাহাতেই তাহার প্রানত্যাগ হইল পরে অনেক লোক আসিয়া ঐ দেওয়ালের মৃত্তিকা সরাইয়া শব বাহির করিল।

নাগপুর।

নাগপুরহইতে সমাচার আসিয়াছে যে সেখানহইতে সমুদ্রের নিকটস্থ মছলী পট্টনপর্য্যন্ত বড় রাস্তা করা যাইবেক ইহাতে সর্ব্বপ্রকারে উপকার হইবেক যেহেতুক সে রাস্তা দিয়া সৈন্য যাইতে পারিবেক ও বানিজ্যের দ্রব্য গমনাগমন করিতে পারিবেক।

পুকুরিয়ার মহাহাট।

আজমেরের দেশের অন্তঃপাতি পুকুরিয়া নামে এক স্থানে বৎসরান্তে হাট হইয়া থাকে তেমন হাট ওত্তর হিন্দুস্থানের মধ্যে আর নাই কিন্তু সে দেশ পিণ্ডারিরদের নিকট তাহারদের দৌরাত্ম্য ও লুট প্রযুক্ত সে হাট অনেক কম হইয়াছিল কিন্তু এখন পিণ্ডারিরদের দমন হওয়াতে ক্রমেং সে হাট বৃদ্ধি পাইতেছে এবং দিল্লীতে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের যে উকীল সাহেব আছেন তিনি তৎপ্রদেশেতে ঢেঁঢোরা দেওয়াইছেন যে এখন পিণ্ডারির ভয় দূর হইল তোমরা নির্ভয় হইয়া সকলে হাট বাজার কর। এবং সিন্ধিয়া সেই হাটে জিনিসের যে মাসুল লইতেন তাহার অর্দ্ধেক লইতেছেন তাহাতে এখন সে হাট নিরুদ্বেগে চলিতেছে। এই বৎসর সে হাট হইয়াছিল বটে কিন্তু তাহাতে যত লোক ও যত জিনিস আসিবার বিষয় তত আইসে নাই তাহার কারণ এই যে সে দেশে পিণ্ডারিরদের দৌরাত্ম্যপ্রযুক্ত লোক নির্দ্ধন হইয়াছে ও নানা জিনিসের অল্পতা হইয়াছে কি প্রকারে ক্রয় বিক্রয় অধিক হইতে পারে।

সকলে অবগত আছেন আজমের পূর্ব্বে দৌলৎরাও সিন্ধিয়ার অধিকারে ছিল তিনি ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে ঐ আজমের বদল করিয়া অন্য দেশ লইয়াছেন ইহাতে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অনেক উপকার হইয়াছে যেহেতুক সে সৈন্য রাখিবার স্থান এবং তাহার দ্বারা রজপুতরদের দেশ বশীভূত থাকে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকার যমুনা নদীহইতে আজমের দেশ এক শত পোনর ক্রোশ দূর এবং তাহার মধ্যে দুই পরাক্রমী রাজা আছে যদি সেখানে ইংগ্লণ্ডীয়ের সৈন্য না থাকে তবে তাহারা উৎপাত করিতে পারে।

আজমের দেশেতে বৎসরান্তে তিন লক্ষ টাকা রাজস্ব উৎপন্ন হয়। তাহাতে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সেখানকার সকল খরচ পোষায় না কিন্তু সে দেশ ক্রমেং উর্ব্বর হইতেছে।

হিন্দুস্থানের নদী।

পূর্ব্বকালে হিন্দুস্থানের চারি নদী প্রসিদ্ধা ছিল ও লোকেরা তাহাতে অত্যন্ত ভয় করিত। প্রথম কর্ম্মনাশা নদী তাহার জল স্পর্শ কেহ করে না। দ্বিতীয় বাঙ্গালার মধ্যে করতোয়া নদী তাহাতে স্নান নিষিদ্ধ। তৃতীয় গণ্ডকী নদী তাহাতে সাঁতার দিতে নাই। চতুর্থ আটক নদী

সমাচার দর্পণ।

তাহার পার হইতে শাস্ত্রে নিষেধ আছে কিন্তু আটক নামে শহরের নিকটবর্ত্তিনী যে সিন্ধু নদী তাহাই পার হইতে বারণ নতুবা অন্যত্র সে নদী সকলে পার হয় তাহাতে কোন বাধা নাই। এই প্রাচীন কথা আছে যে দিল্লীর বাদশাহ মহারাজ মানসিংহকে কাবোল শহর মারিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত অনেক সৈন্যও দিয়াছিলেন কিন্তু মহারাজ মানসিংহ ঐ আটক নদীর নিকটে গিয়া বিবেচনা করিলেন যে হিন্দু শাস্ত্রে আটক নদী পার হওনে নিষেধ আছে ও যে হিন্দু যায় সে জাতিভ্রষ্ট হয় তবে আমার এ নদী পার হইয়া কাবোলে যাত্রা কর্ত্তব্য নহে ইহাতে যদি বাদশাহ রুষ্ট হন তবে সাধ্য কি। ইহা বিবেচনা করিয়া সেখানহইতে ফিরিয়া পুনর্ব্বার দিল্লীতে আইলেন তাহাতে বাদশাহ তাহার প্রতি রুষ্ট না হইয়া বরং তুষ্ট হইলেন।

নূতন চিকিৎসা।

পূর্ব্বে সমাচার দেওয়া গিয়াছিল যে মোকাম নলিয়া গ্রামে এক ব্রাহ্মণ হরিবোল দিয়া অনেকের রোগ প্রতীকার করিতেছেন এখন আরো শুনা যাইতেছে মোং সমুদ্রেনামে এক গ্রামে এক ব্রাহ্মণ ঐ কর্ম করিতে আরম্ভ করিয়াছিল কিন্তু তাহাকে সকলে মিথ্যা জ্ঞান করিয়াছে তৎপ্রযুক্ত তাহার জাঁক হইতে পারে নাই।

কৃপণের স্বভাব।

এক নগরে এক ব্যক্তি ধনবান্ ছিল কিন্তু তাহার পুত্র পৌত্র প্রভৃতি উত্তরাধিকারী সংসারে কেহই ছিল না সে এমন কৃপণ যে তাহার তুল্য ছিল না তাহার বহু ধন সত্ত্বেও আপন পরিচর্য্যার কারণ অনেক ভৃত্যও রাখিত না যাবৎব্যাপার আপন হাতেই করিত। কিছুকাল পরে সে সাংঘাতিক রোগগ্রস্ত হইলে আপনার যত নগদ টাকা সে সকল একত্র করিয়া শয্যার নীচে রাখিয়া তাহার ওপরে শয়ন করিত। তাহার এক মিত্র এক দিন তাহাকে দেখিতে আইল ও তাহার জীবন সংশয় বুঝিয়া কহিল যে হে সখে তুমি পীড়াতে অসমর্থ হইয়া আপন শুশ্রূষা আপনি কিপ্রকারে করিবা এক জন ভৃত্য রাখহ। ঐ কৃপণরাজ তৎকালে তাহা স্বীকার করিয়া এক জনকে ডাকিয়া আনাইল ও তাহাকে কহিল যে তুমি আমার নিকটে চাকর থাকহ দরমাহা কি লইবা। ভৃত্য কহিল যে ভাল মহাশয় তিন টাকা দরমাহা লইব ও আজ্ঞামত কর্ম্ম করিব কিন্তু এক মাসের দরমাহা আগে দেহ। ঐ কৃপণরাজ তাহাতে স্বীকৃত না হইয়া তাহাকে রাখিল না। পরে ঐ মিত্র সময়ান্তরে আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে হে সখে কেন এক ভৃত্য রাখহ নাই। কৃপণ কহিল যে তাহাকে রাখা হইল না সে এক মাসের দরমাহা আগে চাহে যদি আমার এক মাসের মধ্যে মরণ হয় তবে বৃথা টাকা আমার নষ্ট হইবেক অতএব এই বিবেচনা করিয়া তাহাকে বিদায় করিলাম। ইহা শুনিয়া তাহার মিত্র বিস্ময়াপন্ন হইল।

বাজার ভাও।

জিনিস	মোন	অবধি	পর্য্যন্ত
সুপরি	১	৩৸৹	৪
ভেরেণ্ডা তৈল	১	২০	৩২
গাছ মরিচ	১	৫	৫৷৹
নারিকেল তৈল	১	১৪	১৪৷৷৹
তুলা কাহোড়া	১	১২৸৹	১৮
আদা রঙ্গপুর	১	৩৷৴	৫৷৷৴
পাটনাই আদা	১	২৷৷৹	২৸৹
চালু পাটনাই	১	৩	৩৷৹
পাছড়ি উত্তম	১	২৷৷৹	২৸
পাছড়ি মধ্যম	১	২৷৹	২৷৷৹
মুগী উত্তম	১	১৷৷৶	
মুগী মধ্যম	১	১৷৷৴	
বালাম	১	১৷৷৴	
দুলা ধান	১	২৵	২৶৹
পাটনাই বুট	১	৩৶	৩৷৵
অড়হর ডালি	১	৪৷৴	৪৷৷৶
উত্তমগাওয়াঘৃত	১	২০	
মধ্যম ঘৃত	১	১৬	১৮
ভৈঁসা ঘৃত	১	১৬	১৭
মধ্যম ভৈঁসা	১	১৫	
নীল উত্তম	১	১৬০	
অন্য২ প্রকার			
নীল	১	১১০	১১০
সোরা উত্তম	১	৭	৭৷৴
মধ্যম	১	৬৷৹	৬৸৹
চিনী কাশীর	১	১০	১১৷৹
মধ্যম	১	৮৷৷৹	১০
খার চিনী	১	৫৸৹	
তেতুল	১	৸৹	৸৴
তামাকু	১	৪৷৷৹	৫৷৷৹
চন্দন	১	১৫	১৭

এইসমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে২ এক টাকা যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকট কাগজ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাহার নিকটে পাঠান যাইবেক।

সমাচার দর্পণ

৮৩ সংখ্যা। শনিবার। ৮ জানুয়ারি সন ১৮২০। ২৫ পৌষ সন ১২২৬।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তমিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে ॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা এক টাকা দুই আনা ডিস্কৌণ্ট। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা এক টাকা ছয় আনা ডিস্কৌণ্ট।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

৮	জানুয়ারি	শনিবার	২৫	পৌষ
৯	ঐ	রবিবার	২৬	ঐ
১০	ঐ	সোমবার	২৭	ঐ
১১	ঐ	মঙ্গলবার	২৮	ঐ
১২	ঐ	বুধবার	২৯	সংক্রান্তি
১৩	ঐ	বৃহস্পতিবার	১	মাঘ
১৪	ঐ	শুক্রবার	২	ঐ

ইস্তাহার।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে কালীন ডাকবেহারা মায় বাহাঙ্গী ও মশালচি দীগর বর্শান যাইবেক তাহারা জানেরেল পোষ্ট আপিশহইতে ফি চৌকি চারি টাকার হিসাবে পাইবেক ইহার অন্যথা কাহারো হুকুমে হইবেক না যদি কোন ডাকের আমলা লোক ইহারদিগের দিতে কিছু আপত্য করে তবে শ্রীযুত জানেরেল পোষ্ট মাষ্টরের অগ্রে এ নিমিত্ত যে দরখাস্ত করিবেক তাহাতে সুন্দর বিবেচনা করা যাইবেক ইতি।

সমাচার দর্পণ।

বানিজ্য।

৩১ দিসেম্বর তারিখে কলিকাতার এক্সেঞ্জ ঘরে গত বৎসরের বেহারের কোম্পানির আফিম চৌদ্দ শত তেইশ সিন্দুক বিক্রয় হইল এবং কাশীর আফিম দুই শত ঊনআশী সিন্দুক বিক্রয় হইল। বেহারের আফীম দুই হাজার টাকা সিন্দুক এবং কাশীর আফীম দুই হাজার বার টাকা সিন্দুক। অতএব সেই দিন চৌত্রিশ লক্ষ টাকার আফীম কোম্পানি বাহাদুর বিক্রয় করিলেন।

ফেব্রুআরি মাসের শেষে আর দুই হাজার সিন্দুক আফীম বিক্রয় হইবেক। এই দুই হাজার সিন্দুক আফীম বিক্রয় হইলে এক বৎসরের মধ্যে চৌহত্তর লক্ষ টাকার কেবল কোম্পানির আফীম বিক্রয় হইল।

নীল।

২৯ দিসেম্বর তারিখ পর্য্যন্ত এই বৎসর উৎপন্ন নীল ঊনআশী হাজার এক শত ঊনচল্লিশ মোন কলিকাতাতে আমদানী হইয়াছে অতএব আজি লাগাইদ নীল যত আমদানী হইয়াছে তাহার হিসাবে জানা গেল যে গত বৎসরহইতে আটাইশ হাজার মোন নীল অধিক আমদানী এই বৎসর হইয়াছে।

বাঙ্গাল বাঙ্ক।

৫ জানুআরি তারিখে বাঙ্গাল বাঙ্কের খাজাঞ্চি শ্রীযুত মরলি সাহেব ইস্তাহার দিয়াছেন যে ঐ বাঙ্কের প্রত্যেক সেরের গত ছয় মাসের জন্যে শতকরা আট টাকা দুই আনা এগার পাইয়ের হিসাবে সুদ দেওয়া যাইবেক। অতএব দশ হাজার টাকার প্রত্যেক সেরের ওপরে ছয় মাসের কারণ সুদ চারি শত নয় টাকা এক আনা দশ পাই দেওয়া যাইবেক ঐ বাঙ্কের খাজাঞ্চী শ্রীযুত মরলি সাহেব আরো এক ইস্তাহার দিয়াছেন যে জানুআরি ২০ তারিখেতে ঐ বাঙ্কের অন্তর্গত লোকেরদের মিসিল হইবেক এবং সেই দিনে শ্রীযুত মেৎলেন্ড সাহেবের বদলিতে বাঙ্কের আর এক অধ্যক্ষ স্থির করা যাইবেক।

বিদ্যালয়।

গত সোম বারে কলিকাতাস্থ বিদ্যালয়ের অর্থাৎ হিন্দু কালেজের শিষ্যেরদের ইম্তাহাম হইয়াছে। সেই সময়ে শ্রীযুত সর এড্বর্দ ইষ্ট সাহেব ও অন্য২ সাহেব লোকেরা সেখানে গিয়াছিলেন তাহারদের সাক্ষাৎকারে শিষ্যেরা আপন২ শিক্ষার বিষয়ে সুন্দর ইম্তাহাম দিয়াছে।

শ্রীযুত নাগপুরের রাজা।

যখন নাগপুরের রাজা ইংগ্লণ্ডীয়েরদের হাতহইতে পলায়ন করিলেন তাহাতে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যের এক হাওলদার ও জমাদার ও কথক সিফাহী ঐ রাজার স্থানে

সমাচার দর্পণ।

অনেক টাকা ঘুস লইয়া তাহার চৌকীতে গাফীলী করিয়াছিল তৎপ্রযুক্ত নাগপুরের রাজা পলায়ন করিলেন সংপ্রতি সে হাওলদার ও জমাদার ধরা পড়িয়াছে ও মোকাম কানপুরে তাহারদিগকে আনা গিয়াছে ও তাহারদের বিষয়ে অদালত হইলে তাহারদের অপরাধ নানারূপে সাবুদ হইল এবং এতদ্দেশীয় হাওলদার ও জমাদারেরদের বিচারেও তাহারা নিশ্চয় দোষী হইল তাহাতে তাঁহারদের বিষয়ে এই হুকুম হইয়াছে যে তাহারদের যুদ্ধপোশাক তাহারদের শরীরহইতে ছিঁড়িয়া ফেলিবেক ও তাহারদের তরোয়াল তাহারদের মস্তকের ওপরে রাখিয়া ভাঙ্গিবেক ও তাহারদের পশ্চাতে ঢোল মারিয়া তাহারদিগকে সৈন্যের ছাওনিহইতে দূর করিবেক।

বজ্রপাত।

ইংগ্লণ্ড দেশে জুলাই মাসে এক শত বিশ মেষ মাঠে চরিতেছিল পরে মেঘাগম দেখিয়া এক বৃক্ষের নীচে সকল একত্র হইয়া দাঁড়াইল পরে তাহারদের ওপরে এক বজ্রাঘাত হইল তাহাতে সে সকল মারা পড়িল।

সহমরণ।

৪ জানুআরি ২২ পৌষ মোং রিসড়ে গ্রামের এক ব্যক্তি বারুই জাতি মরিয়াছিল তাহার স্ত্রী সহমৃতা হইয়াছে।

হরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রাচীন কুলীন তিনি মাতামহ সম্পর্কে শ্রীরামপুরের নিকটবর্ত্তি মোং বল্লভপুরে বাস করিতেন তাহার বিবাহ অনেক ছিল সংপ্রতি ৩ জানুআরি ২৩ পৌষ বৃহস্পতিবারে তাহার পর লোক প্রাপ্তি হইয়াছে পরে তাহার দুই পত্নী সহগমন করিয়াছেন তাহারদের মধ্যে এক জনের বয়ঃক্রম অনুমান পঁয়ত্রিশ বৎসর আর এক জনের বয়ঃক্রম সাঁইত্রিশ বৎসর ছিল।

চণ্ডাল গড়।

চণ্ডাল গড়হইতে ত্রিশা দিসেম্বর তারিখের সমাচার আসিয়াছে যে সেখানে তণ্ডুলাদি দ্রব্য অনেক সুমূল্য হইয়াছে যে বুট পূর্ব্বে আট টাকা মোন ছিল সে বুট এখন তিন টাকা মোন বিক্রয় হইতেছে তাহার কারন এই যে আলু ও গাজর অর্দ্ধ টাকা মোন হইয়াছে তৎপ্রযুক্ত লোকেরা ঘোড়ার দানা আলু ও গাজর দিতেছে।

সিংহপুর।

পূর্ব্ব সমুদ্রেতে পুলোপিনাঙ্গের নিকটে সিংহপুর নামে এক ওপদ্বীপ আছে সে ওপদ্বীপ আয়তনে দশ ক্রোশের অধিক নহে হিন্দুরদের নামের মত তাহার নাম যখন মালাই লোকেরা পূর্ব্বে হিন্দু ছিল তখন তাহারদের রাজধানী সেই ওপদ্বীপ ছিল পরে মালাই লোকেরা মুসলমান হইলে সেই ওপদ্বীপ তাহারদের রাজধানী রহিল না তাহাতে জঙ্গল বাড়ি হইল সেখানে কেবল কতক ক্ষুদ্র মালাই লোক বাস করিত। গত বৎসর শ্রীযুত সর স্তাম্ফোর্দ রাফল্স সাহেব সেই ওপদ্বীপ ইংগ্লণ্ডীয়েরদের নামে অধিকার করিলেন ও সেখানে নগর বসতি করাইলেন সে আজি এক বৎসর হইল ইহারি মধ্যে সেখানে নানা দেশহইতে লোক আসিয়া বসতি করিতেছে ও সে এমন সকল দেশের মধ্যবর্ত্তী ও বানিজ্য স্থান হইয়াছে যে প্রায় তাহার মত নাই চীন দেশ হইতে অনেক লোক সেখানে আসিয়া বাস করিতেছে ও বানিজ্য করিতেছে ও অন্য২ শহর ভাঙ্গিয়া সেখানে আসিতেছে ও তৎপ্রদেশে যখন যে জাহাজ যায় সে দিনেক দুই দিন সেখানে বিশ্রাম না করিয়া যায় না তাহার দ্বারাও অবশ্য বানিজ্য হইতে পারে এবং সেখানে জাহাজ রাখিবার এমন উৎকৃষ্ট স্থান আছে যে সেখানে কোন প্রকারে ঝড় ও তুফান লাগিতে পারে না তাহাতেই জাহাজের আমদানী সেখানে অতিশয়। এবং চীন প্রভৃতি দেশহইতে জিনিস আনিয়া গুদামের মত সেখানেই থাকে পরে সেইখানহইতে অন্য২ দেশের প্রাপ্তি হয়।

স্কুল সোসাইটীর ইস্তাহার।

মোং কলিকাতায় যে স্কুল সোসাইটী মকরর হইয়াছে তাহাতে অনেক ভাগ্যবান ইংগ্লণ্ডীয় লোক ও হিন্দু লোক ও মুসলমান লোক সপক্ষ আছেন তাহাতে চারি জন ভাগ্যবান জ্ঞানবানের বাটীতে চারি জাগা স্থির হইয়া তিন মাস অন্তর ঐ চারি বাটীতে আপন২ নিকটবর্ত্তি স্কুলের বালকেরদের ইস্তাহার হইয়া থাকে ৩ জানুআরি ২০ পৌষ সোমবার আরম্ভ হইয়া ক্রমে২ তিন স্থানে ইস্তাহার হইয়া ৬ জানুআরি বৃহস্পতিবার শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেবের বাটীতে দুই প্রহর বেলার সময়ে তিন ক্লাসে আরম্ভ হইয়া লাগাদ পাঁচ ঘণ্টাপর্য্যন্ত ইস্তাহার হইল ইহাতে অনেক২ ভারি২ ইংগ্লণ্ডীয় ও কলিকাতাস্থ ভাগ্যবান লোক ও প্রবীন২ অনেক পণ্ডিত আসিয়াছিলেন। তাহারা ইস্তাহার দেখিয়া সকলে তুষ্ট হইলেন এবং চৌত্রিশ জন স্কুলমেষ্টর হাজীর হইয়াছিল তাহারদের পরিশ্রমানুসারে বেতন দিয়া তাহারদিগকে তুষ্ট

করিলেন এবং পূর্ব্ব দিবস তিন স্থানে যে ইন্তাহাম হইয়াছিল তাহার এক স্থানে ১৪ জন মেম্বর হাজীর ছিল আর এক স্থানে ১৭ জন হাজীর ছিল আর এক স্থানে ১৯ জন হাজীর ছিল মহলগে চারি ভাগে ৮৪ চৌরাশী জন মেম্বর হাজীর ছিল ইহারদিগের সকলকেই পরিশ্রমোপযুক্ত বেতন দিয়া তুষ্ট করিলেন এই চৌরাশী জন মেম্বরের সহিত ছয় সাত শত বালক আসিয়াছিল তাহারদের প্রত্যেক জনকে পারিতোষিক আশ্চর্য্য২ কেতাব ও সন্দেশ দিয়া তুষ্ট করিলেন মেম্বরেরাও তুষ্ট হইয়া বালকেরদের শিক্ষার প্রতি অধিক পরিশ্রম করিবেক ইহাতে বালকেরদের শীঘ্র জ্ঞানোদয় হয় এমত সো[illegible] বটে এবং তিন মাসের পূর্ব্বে যে২ বালকের ইন্তাহামে যে রূপ জ্ঞানোদয় দেখা গিয়াছিল তিন মাস পরে এই ইন্তাহামে তাহারদের পূর্ব্বহইতে জ্ঞানোদয় অধিক হইয়াছে এমত জ্ঞান হইল।

অগ্নিদাহ।

২৩ পৌষ ৬ জানুয়ারি মোং কলিকাতার শ্যাম বাজারে অগ্নি লাগিয়া দুই প্রহরপর্য্যন্ত দাহ হইয়াছে তাহাতে অনেক লোকের অনেক ক্ষতি হইয়াছে। এবং ঐ দিন সন্ধ্যা কালে মোং চানকে অগ্নি লাগিয়া অনেক ঘর পুড়িয়াছে।

আশ্চর্য্য গুদাম।

ইংগ্লণ্ডের লিবরপুল শহরে এক নূতন গুদাম হইয়াছে সে গুদাম এগার তালা তাহার মধ্যে কোন দেওয়াল নাই কেবল বোতোলের পরিমাণে লোহার পিলিপা করিয়া তাহার উপরে ছাত করিয়াছে এই প্রকার এগার তালা হইয়াছে সে এমত শক্ত হইয়াছে যে সে কখনও পড়িবার ভয় নাই তাহাতে এগার স্থানে জিনিস রাখা যাইবেক।

মিথ্যা জনরব।

মোং কলিকাতাতে প্রায় দুই সপ্তাহ পর্য্যন্ত এক মিথ্যা জনরব হইয়াছিল যে রামা মুর্দ্দাফরাস নামে এক জন প্রসিদ্ধ মুর্দ্দাফরাস কলিকাতাতে আছে তাহার কিঞ্চিৎ ধন সঙ্গতি আছে তাহার এক কন্যা বিবাহোপযুক্তা তাহাতে সে এইকথা প্রকাশ করিয়াছে যে আমি আমার এই কন্যাকে ব্রাহ্মণ কিম্বা বৈদ্য কিম্বা কায়স্থ কিম্বা সৎগোপ ব্যতিরেকে অন্যকে প্রদান করিব না এবং যাহাকে কন্যা দিব তাহাকে নগদ দশ হাজার টাকা ও এক বাড়ী ও এক বাগান ও তাহার প্রতিপালনার্থে মশাহরা প্রতি মাসে ত্রিশ টাকা করিয়া দিব। তাহাতে এক জন বিশিষ্ট লোকের সন্তান সে কন্যা বিবাহ করিয়াছে। এই রূপ দুষ্ট লোকের মিথ্যা জনরব করাতে এ অঞ্চলের সকল লোক উদ্বিগ্ন ছিল তাহাতে কলিকাতার অনেক বিশিষ্ট লোক এই বিষয়ের নানা মত অনুসন্ধান করিয়া সে বিষয় নিতান্ত মিথ্যা জানিলেন রামা মুর্দ্দাফরাসের কন্যাই নাই। কেবল কুলোকের কুসৃষ্টি মাত্র।

ঘরের লৌহময় সাজ।

ইংগ্লণ্ড দেশে পূর্ব্বে যে২ জিনিস কাষ্ঠে জন্মিত সে সকল জিনিস সম্প্রতি লৌহেতে করিতেছে। লৌহের নৌকার বিষয়ে পূর্ব্বে ছাপান গিয়াছে এখন শুনা যাইতেছে যে সেখানে ঘরের বরগা ও জানালা ও চৌকাঠ ও ঝনকাঠ ও ঘরের মধ্যে যত বিম ও ঘরের শোভার নিমিত্ত যে ফুলপ্রভৃতি সে সকল ঢালা লৌহে নির্ম্মাণ করিতেছে এই২ জিনিস কাষ্ঠেতে যে রূপ মোটা হয় সে রূপ লৌহে মোটা হয় না কিন্তু কর্ম্ম সেই রূপ করে এবং এই জিনিস কাষ্ঠে নির্ম্মিত হইলে মধ্যে২ বদলাইতে হয় লৌহ নির্ম্মিত জিনিস বদলাইতে হয় না তাহা হিসাব করিলে কাষ্ঠের এই সকল জিনিসহইতে লৌহের করিলে খরচও অধিক নহে লৌহ অক্ষয় যখন ঘর ভাঙ্গে তখন অন্য ঘরের কারণ রাখিলে হয় নতুবা বিক্রয় করিলেও হয় অতএব এই বিবেচনা করিয়া ঘরের সকল সাজ লৌহময় করিতেছে।

শণ।

বোম্বইয়ের নিকটে বৎসর২ যে শণ উৎপন্ন হইয়া অন্য দেশে গিয়া থাকে এই বৎসর সে শণের কৃষি নষ্ট হইয়াছে তৎপ্রযুক্ত সে দেশে শণ অতিদুর্ম্মূল্য হইবেক ও সেখানহইতে অন্য দেশে কি প্রকারে যাইতে পারিবেক।

দিল্লী।

দিল্লী নগর তাবৎ হিন্দুস্থানের রাজধানী অতএব তাহার মূল জানা হিন্দুস্থানীয় লোকেরদের আবশ্যক তৎপ্রযুক্ত তাহার প্রথম বিবরণ লিখা যাইতেছে।

দিল্লী এই শব্দার্থানুসারে কোন২ হিন্দু কহেন যে পূর্ব্বে রঘুবংশীয় দিলীপ নামে এক রাজা হইয়াছিলেন তিনি ঐ নগর পত্তন করিয়াছিলেন তৎপ্রযুক্ত তাহার নামানুসারে দিল্লী নাম হইয়াছে। কিন্তু সে কথা বড় যুক্তিসিদ্ধা হয় না যেহেতুক রামায়ণে ও অন্য২ মহাকাব্যাদিতে রঘুবংশীয় মহারাজেরদের রাজধানী নগর করিয়া অযোধ্যাকে অনেক বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে দিল্লীর নামও লিখেন নাই এবং অযোধ্যাহইতে দিল্লী নিকটও নহে

সমাচার দর্পণ।

এবং স্বর্গীয় শ্রীমন্মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজধানী হস্তিনানগর করিয়া ঐ দিল্লীকে কেহ২ কহেন সেও সন্দর্ভশুদ্ধ হয় না যে হেতুক যে হস্তিনানগর দিল্লীর উত্তর পশ্চিম কোণ অন্তর এখন সেখানে কেবল এক দেবালয় আছে আর সকল বিষয় লুপ্ত হইয়া অরণ্য হইয়াছে কিন্তু মহাভারতাদিতে যে যুধিষ্ঠিরেরদের বাসস্থান ইন্দ্রপ্রস্থ নগরের বর্ণনা করিয়াছেন সেই স্থান দিল্লী পূর্ব্বে তাহার নাম ইন্দ্রপ্রস্থ ছিল। হিন্দুস্থান যবনাক্রান্ত হওয়ার পর ঐ রাজধানীর নাম দিল্লী হইল।

মুসলমানেরা দিল্লীর পূর্ব্ব বিবরণ এই কহেন যে পূর্ব্বে দিলু নামে এক ক্ষুদ্র লোকের বালক রাখালের কর্ম্ম করিত। এক দিন অনেক রাখাল একত্র হইয়া আপন২ গরু চরাইতেছিল দৈবাৎ এক ব্যক্তি দরবেশ ফকীর তাহারদের নিকটে আইল এবং সকল রাখালের সহিত আলাপ করিল ঐ দিলু নামে রাখালের মূর্ত্তি ও বুদ্ধি প্রতিভানুভূতি গুণ দেখিয়া ঐ ফকীর বার২ তাহার দিকে দেখিতে লাগিল। পরে দিলু কহিল যে হে ফকীর তুমি কেন আমার দিকে বার২ দেখিতেছ। ফকীর উত্তর করিল যে তুমি বাদশাহ হইবা। ইহা শুনিয়া সকল বালক ফকীরকে উপহাস করিতে লাগিল। পরে ফকীর আপন স্থানে গেল রাখালেরাও আপন২ ঘরে গেল। অনন্তরে ঈশ্বরেচ্ছানুযুক্ত ঐ দিলু বাদশাহ হইল এবং যে স্থানে গরু চরাইতেছিল ও ফকীরের সহিত কথোপকথন হইয়াছিল ঐ স্থানেই রাজধানী করিল ও আপন নামানুসারে তাহার নাম দিল্লী রাখিল।

এক ধূর্ত্ত হিন্দু ও সরল মুসলমান।

এক ধূর্ত্ত হিন্দু ও অকপটী মুসলমান এই দুই জন দৈবাৎ এক পথে মিলিল ও আপন২ প্রয়োজনের নিমিত্ত দুই জনে এক পথে চলিল পথে যাইতে এক স্থানে দুলাল ফুলের এক বৃক্ষ দেখিয়া মুসলমান ভক্তিপূর্ব্বক তাহার নিকটে গিয়া প্রণাম করিল। হিন্দু তাহা দেখিয়া ঐ গাছ উপড়াইয়া ও পায়ে দলাইয়া অনেক অপমান করিল। ইহাতে মুসলমান খাপা হইল ও মনের মধ্যে স্থির করিল যে আমিও হিন্দুরদের মান্য এক গাছ এই রূপ করিয়া ইহার উত্তর দিব। মুসলমানের এই মনোবৃত্তি ধূর্ত্ত হিন্দু বুঝিল। পরে দুই জন একত্র হইয়া গমন করিতে লাগিল। এক স্থানে হিন্দু এক বিছুটীর গাছ দেখিয়া অত্যন্ত ভক্তিনম্র হইয়া প্রণাম ও প্রার্থনা করিল। ঐ সরল মুসলমান হিন্দুর পূর্ব্বাপরাধের প্রতিফল দিবার কারণ ঐ বিছুটী গাছের পাতা ও ডাল প্রভৃতি লইয়া হিন্দুরদের দেবতা জ্ঞান করিয়া হাতে পায়ে দলাইতে লাগিল ও অত্যন্ত অসম্ভ্রমের কারণ গুহ্যদ্বারে পর্য্যন্ত স্পর্শ করাইয়া ফেলিয়া দিল। ধূর্ত্ত হিন্দু কহিতে লাগিল হে আমার দেবতা তুমি যদি সত্য হও তবে এইক্ষণে ইহার প্রতিফল দেও। এই কথা কহিবামাত্র ঐ মুসলমান ঐ বিছুটির চুলকানির জ্বালায় মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল ও তাহার সর্ব্বাঙ্গ চক্রাকার হইয়া ফুলিল। হিন্দু তাহার নিকটে আপন দেবের প্রত্যক্ষতা প্রকাশ করিতে লাগিল ও অন্য২ প্রকার ঔষধি দিয়া ভাল করিল।

বাজার ভাও

জিনিস	মোন	অবধি	পর্য্যন্ত
সুপরি	১	৩৸০	৪
ভেরণ্ডা তৈল	১	২০	৩২
গাছ মরিচ	১	৫	৫৷০
নারিকেল তৈল	১	১৪	১৩৷৷০
তুলা কাছোড়া	১	১৭৸০	১৮
আদা রঙ্গপুর	১	৩৷৷০	
পাটনাই আদা	১	২৷৷০	২৸০
চালু পাটনাই	১	৩৷৷৵	৩৷৷৴
পাছড়ি উত্তম	১	২৷৷০	২৸
পাছড়ি মধ্যম	১	২৷০	২৷৵
মুগী উত্তম	১	১৷৷৶	১৸০
মুগী মধ্যম	১	১৷৷৴	
বালাম	১	১৷৷৴	
দুধা ধান	১	২৴	২৶০
পাটনাই বুট	১	৩৴	৩৷৴
অড়হর ডালি	১	৫	
উত্তমগাওয়ার ঘৃত	১	২০	
মধ্যম ঘৃত	১	১৯	১৮
ভৈঁসা ঘৃত	১	১৬	১৭
মধ্যম ভৈঁসা	১	১৫	
নীল উত্তম	১	১৬৷	
অন্য২ প্রকার			
নীল	১	১১০	১৪০
সোরা উত্তম	১	৭	৭৷৴
মধ্যম	১	৬৷০	৬৸০
চিনী কাশীর	১	১০	১০৸০
মধ্যম	১	৮৷৷০	১০
খার চিনী	১	৫৸০	
তেতুল	১	৸০	৸৴
তামাকু	১	৪৷৷০	৫৷৷০
চন্দন	১	১৫	১৭

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাঁহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে২ এক টাকা যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাঁহার নিকটে কাগজ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক।

সমাচার দর্পণ

৮৭ সংখ্যা। শনিবার। ১৫ জানুয়ারি সন ১৮২০। ৩ মাঘ সন ১২২৬।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে ॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা এক টাকা দুই আনা ডিস্কোণ্ট। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা এক টাকা ছয় আনা ডিস্কোণ্ট।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

১৫	জানুয়ারি	শনিবার	৩	মাঘ
১৬	ঐ	রবিবার	৪	ঐ
১৭	ঐ	সোমবার	৫	ঐ
১৮	ঐ	মঙ্গলবার	৬	ঐ
১৯	ঐ	বুধবার	৭	ঐ
২০	ঐ	বৃহস্পতিবার	৮ শ্রীপঞ্চমী	
২১	ঐ	শুক্রবার	৯	ঐ

সমাচার দর্পণ।

নাগপুর।

১৮১৭ সাল ১৬ দিসেম্বর তারিখে মোং নাগপুরে তথাকার রাজার সহিত ইংগ্লণ্ডীয়েরদের যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে সে রাজা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রাজ্যভ্রষ্ট হইলেন ও তাহার রাজ্য ও তাহার যাবৎ বিষয় সে সকল ইংগ্লণ্ডীয়েরদের হস্তগত হইল অতএব সেই দিনের স্মরণের কারণ ১৮১৯ সালের ১৬ ঐ দিসেম্বর তারিখে মোং নাগপুরে তদ্দেশবর্ত্তি ইংগ্লণ্ডীয় ওকীল শ্রীযুত জিঙ্কিন্স সাহেব প্রভৃতি ইংগ্লণ্ডীয় সাহেবেরা মহাসমারোহপূর্ব্বক এক খানা করিয়াছেন।

গঙ্গাসাগর ওপদ্বীপ।

আমরা শুনিতেছি যে গঙ্গাসাগরের বন কাটাইবার যে উদ্যোগ হইতেছে তাহার ফল এখন দেখা যাইতেছে যেহেতুক গত বৎসর পাঁচ শত মজুর লোক তিন হাজার বিঘা ভূমির বন কাটিয়া পরিষ্কার করিয়াছে এবং পূর্ব্বে সেখানে লোকেরদের অতিশয় পীড়া ও ব্যাঘ্র ভয় হইত এখন সে সকল কিছুই নাই।

এবং অন্য কতক ভাগ্যবান লোক সেই বিষয়ের অধ্যক্ষ সাহেব লোকেরদের নিকটে পঞ্চাশ হাজার বিঘা ভূমির বন কাটাইবার কারণ ঠীকা করিয়া লইতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু অধ্যক্ষ সাহেবেরা তাহারদিগকে দিলেন না।

এক শত মঘ লোকেরা ঐ কর্ম্মকারী সাহেব লোকেরদের নিকটে আপনারদের বসতির কারণ ঐ পরিষ্কৃত স্থানে ভূমি চাহিয়াছিল কিন্তু তাহার বিশেষ সমাচার পাওয়া যায় নাই। সেখানে যে স্থান বন কাটাইয়া পরিষ্কৃত হইয়াছে সে স্থানে কৃষাণেরা কৃষি করিতেছে।

গাড়ীর বেগগমন।

ইংগ্লণ্ড দেশে লোকেরদের গমনাগমন সর্ব্বদা গাড়ীর দ্বারা নির্ব্বাহ হয় সংপ্রতি সেই গাড়ীর এমত বেগগমন সৃষ্টি করিয়াছে যে এক ঘণ্টায় সাত ক্রোশ গাড়ী চলে যদি সেই মত এই দেশে হইত তবে অদ্য শনিবারে প্রত্যূষে ঐ গাড়ীতে আরোহণ করিলে মঙ্গলবার প্রত্যূষে মোং দিল্লীতে পঁহুছান যাইত।

বাষ্পের নৌকা।

ইংগ্লণ্ডীয় সমাচার পত্রে জানা যাইতেছে যে বাষ্পের নৌকা হওয়াতে লোকেরদের উপকার নিত্য নূতন২ প্রকার হইতেছে পৃথিবীর মধ্যে লণ্ডন শহরের তুল্য অন্য শহর নাই সেখানে লোকও অতিবিস্তর তৎপ্রযুক্ত প্রতিদিন সেখানে মৎস্যের ব্যয় অধিক এবং কোন২ দিন সেখানে ঝড় ও তুফান ও বাতাস অধিক হইলে মৎস্য ঐ শহরে অতিদুর্লভ হয় এবং কোন২ দিন মৎস্যের প্রাচুর্য্যপ্রযুক্ত দূষিত মৎস্যও ব্যবহার করিতে হয় এই২ দুরবস্থা এখন বাষ্পের নৌকার দ্বারা দূর হইয়াছে যেহেতুক প্রতিদিন এখন প্রাতঃকালে ঐ শীঘ্রগামী বাষ্পের নৌকা লইয়া মৎস্য ধরিতে যায় ও সমুদ্রে মৎস্য ধরিয়া ঐ বাষ্পের নৌকাতে মিষ্ট জল রাখিবার স্থান আছে সেই মিষ্ট জলে মৎস্য জীবন্ত রাখে ও সেই দিন সন্ধ্যাকালে বাজারে তাজা মৎস্য বিক্রয় করে ইহাতে মৎস্য দূষিত হইতে পারে না ও এত বড় শহরে এক দিনও মৎস্য অপ্রাপ্ত হয়

না। অতএব মৎস্যের বিষয়ে বাষ্পের নৌকার অধিক উপকার দেখা যাইতেছে।

আশ্চর্য্য ঘোটক।

পাঁচ মাস হইল ইংলণ্ড দেশে সর্ব্বোৎকৃষ্ট এক ঘোটক মরিল তাহার আয়ুর শেষ চৌদ্দ দিন থাকিতে কেবল উত্তম মদিরা খাওয়াইয়া তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল। বৎসরান্তে যখন ঘোড়দৌড় হয় তাহাতে লক্ষ টাকার বাজী সেই ঘোড়ার উপরে রাখিয়াছিল।

বোম্বাটিয়া।

বোম্বাই অঞ্চলহইতে সমাচার আসিয়াছে যে ১১ নবেম্বর তারিখে কচ্ছ দেশহইতে জাহাজ ভাড়া করিয়া মোং ডাটী পর্য্যন্ত তীর্থ যাত্রার কারণ আশী জন বৈরাগী যাইতেছিল তাহারদের মধ্যে স্ত্রী ও বালক ছিল তাহারা ডাটীর সম্মুখে পঁহুছিবামাত্র বোম্বাটীয়ারা আসিয়া তাহারদের জাহাজ ঘেরিল এবং তাহারদের চল্লিশ জনকে জাহাজের বাহিরে আনিয়া একত্র করিয়া তাহারদের মাথা কাটিয়া সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দিল। এবং চারি জন স্ত্রী লোককে তাহারা সঙ্গে লইয়া গেল ও অবশিষ্ট লোকেরদিগকে নানা অস্ত্রদ্বারা আঘাতী করিল এবং জাহাজের পালি লইল ও জাহাজ ডুবাইবার কারণ তাহার নীচে ছিদ্র করিয়া রাখিয়া চলিয়া গেল কিন্তু ঐ আঘাতী লোকেরা ঐ ছিদ্র কোন প্রকারে বদ্ধ করিল তাহাতে জাহাজ ডুবিল না এবং তাহারা আপনারা উলঙ্গ হইয়া আপনং বস্ত্র দিয়া এক পালি সেলাই করিল ও তাহা উঠাইয়া জাহাজ তীরে আনিল মোং ডাটীতে যে ইংলণ্ডীয়েরদের উকীল সাহেব আছেন তিনি সেই সকল দুরবস্থাগ্রস্ত লোকেরদিগকে আপন ঘরে আনাইয়া তাহারদের চিকিৎসার কারণ চিকিৎসক ও রায়নীয় ধন নিরূপণ করিয়া দিলেন তাহাতে অনুমান দশ জন লোক সুস্থ হইল অবশিষ্ট মারা পড়িল।

এই প্রকারে সেইং দেশে বোম্বাটীয়ারা দৌরাত্ম্য করে তৎপ্রযুক্ত সে দেশের লোক সকল অস্থির অতএব সেই দুষ্ট বোম্বাটিয়ারদের দমনের কারণ ইংলণ্ডীয়েরা অনেক সৈন্য পাঠাইয়াছেন।

গুজরাত দেশে সমুদ্রের তীরে দ্বারকা নামে এক মন্দির আছে শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধ ভয়ে সেখানে পুরী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিয়াছিলেন। তদবধি সে স্থান অতি প্রসিদ্ধ এবং সেই স্থান দর্শনার্থ প্রতিবৎসর পোনর হাজার লোক সেখানে গমনাগমন করে। ঐ দ্বারকা দেশের রাজা মলু মানিকা মোয়ানি তিনি ১৮০৭ সালে ইংলণ্ডীয়েরদিগকে সন্ধিপত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন যে আমার প্রজারা বোম্বাটিয়ার কর্ম্ম কখনও করিবে না ও ইংলণ্ডীয়েরাও তাহার নিকটে সত্য করিয়াছেন যে তোমার এই দেশে কোন উৎপাত হইবে না। এখন সেই দ্বারকা পারত্রিক ধনেতে পরিপূর্ণ সম্প্রতি বোম্বাটিয়ারা পরামর্শ করিতেছে যে ঐ দ্বারকার ধন লুট করে।

মরণ।

২৪ পৌষ তারিখে মোকাম কলিকাতা নিমতলার ঘাটে কৃষ্ণগোবিন্দ সেন পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন শ্রীযুত গুরুপ্রসাদ সেন ও শ্রীযুত শিবপ্রসাদ সেন ও শ্রীযুত রাধামোহন সেন ও শ্রীযুত মদনমোহন সেন ও শ্রীযুত ভুবনমোহন সেন ও শ্রীযুত লালমোহন সেন তাহার এই ছয় পুত্র আছেন তিনি আপন মরণের পূর্ব্বে তাঁহার সম্পত্তির উয়িল করিয়া গিয়াছেন তাহার টরনি শ্রীযুত লালমোহন চৌধুরি ও শ্রীযুত রাধামোহন চৌধুরি ও শ্রীযুত শিবপ্রসাদ সেন। এবং শ্রীযুত বাবু লাড়লীমোহন ঠাকুরের সহিত যে তাহার জমীদারির মোকদ্দমা সদর দেওয়ানি আদালতে হইতেছিল সে মোকদ্দমা বিলাত আপীল হইয়া সেখানে হইতেছে সে মোকদ্দমারও মোক্তার ঐ তিন জন।

মহামৎস্য।

বোম্বাইর নিকটবর্ত্তি সমুদ্রের তীরে চব্বিশ হাত লম্বা এক মহামৎস্য জলহইতে উঠিয়াছিল পুনর্ব্বার জলে প্রবিষ্ট হইতে পারিল না তাহাতে লোকেরা তাহাকে মারিয়া খণ্ডং করিয়া সকলে আপনং ঘরে প্রবিষ্ট করাইল।

ফতেহ গড়।

২৭ দিসেম্বর তারিখের ফতেহ গড়ের পত্রে জানা গেল যে তণ্ডুলাদি পশ্চিম দেশে অদ্যাপি সুমূল্য হয় নাই সে দেশে বৃষ্টি হওয়াতে কিঞ্চিৎ মূল্য ন্যূন হইয়াছে মাত্র এখনও সেখানে ধান্য এক টাকায় চৌদ্দ সের বিক্রয় হইতেছে সে স্থানকার দুর্মূল্য হওয়ার কারণ এই যে সেখানহইতে অনেক তণ্ডুলাদি দ্রব্য বাঙ্গালাতে আসিয়াছে।

সাঁকো।

ইংলণ্ড দেশে সংপ্রতি সকল নদীর উপরে ঢালা লোহের সাঁকো হইতেছে ই

হাতে নৌকার দ্বারা পার হওয়া প্রায় নাই। এই সাঁকোর অতিমূল মূল্য চারি লক্ষ টাকা।

লণ্ডন শহরে শেষে যে মহাসাঁকো হইয়াছে তাহাতে আশী লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ইঙ্গলণ্ডের মহাসভা চীনা লৌহেতে এক সাঁকো করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন সে সাঁকোর মধ্যে এক খিলানমাত্র সে খীলান চৌড়া তিন শত চল্লিশ হাত ও জলহইতে ঊর্দ্ধ ছেষট্টি হাত অতএব তাহার মধ্য দিয়া বড়ং জাহাজ অনায়াসে যাইতে পারিবেক।

ধাতু।

সকলে অবগত আছেন যে আমেরিকাতে স্বর্ণ ও রূপার আকর আছে সেখানহইতে স্বর্ণ ও রূপা আসিয়া সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়। ১৪৯২ ইংরেজি সালে আমেরিকা দর্শন হইয়াছে সেই অবধি ১৮০৩ সালপর্য্যন্ত এই তিন শত এগার বৎসরের মধ্যে আমেরিকার সে আকরহইতে এক হাজার তিন শত তেত্রিশ কোটি টাকার রূপা ও স্বর্ণ ইউরোপে আসিয়াছে তাহার মধ্যে এখন তাবৎ ইউরোপে দুই শত আশী কোটি টাকার স্বর্ণ ও রূপা ধাতু আছে ইহাতে দেখা গেল যে প্রতি বৎসরে দুই কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকার ধাতু কম হইয়াছে এই যে কমি হইয়াছে ইহার মধ্যে বৎসর সাত অংশের এক অংশ অলঙ্কারে গিয়াছে আর অবশিষ্ট স্বর্ণ রূপা ভারত বর্ষেও চীনপ্রভৃতি দেশে যাগে।

গাড়ীর উৎপত্তি।

ইংগ্লণ্ডে উত্তমং গাড়ী প্রস্তুত হইয়াছে তাহার দ্বারা এতদ্দেশীয় ভাগ্যবান লোকেরাও আপনং ধন ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিতেছে কিন্তু দুই শত এক চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ইংগ্লণ্ডেও গাড়ী ছিল না ইংগ্লণ্ডের রাজারা ও রাণীরা তখন কেবল ঘোড়ার উপরে চড়িতেন। দুই শত এক চল্লিশ বৎসর হইল এক ব্যক্তি ভাগ্যবান প্রথম গাড়ী সৃষ্টি করিয়া আপনি আরোহণ করিয়াছিলেন। ১৬৩৭ সনে লণ্ডন শহরে কেবল উত্তম রূপে প্রস্তুত ৫০ চকড়া গাড়ীমাত্র ছিল। তাহার পর পোনর বৎসর দুই শত গাড়ী ছিল তাহারপর দুই বৎসরেতে তিন শত গাড়ী হইল তাহারপর সাত বৎসরে চারি শত গাড়ী তারপর তেত্রিশ বৎসরেতে সাত শত তারপর ষোল বৎসরেতে আট শত গাড়ী ১৭৭১ সনে লণ্ডন শহরে উত্তম চকড়া গাড়ী নয় শত ছিল। ১৮০২ সালে এগার শত গাড়ী ছিল।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

১ জানুআরি শ্রীযুত এল ডেবিশ সাহেব বন্দেলখণ্ড ও সাগর ও নর্ম্মদা নদীর উভয় তীরবর্ত্তি দেশে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের কর্ম্মকারি সাহেবের পেস্কার হইয়াছেন।

শ্রীযুত রিচার্ড বেল্‌স সাহেব বন্দেলখণ্ড ও সাগর ও নর্ম্মদানদীর উভয় তীরবর্ত্তি দেশে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের কর্ম্মকারি সাহেবের পেস্কার।

সুপ্রীমকৌন্সিল।

সুপ্রীম কৌন্সিলের অন্তঃপাতি শ্রীযুত দৌদ্রুবেল সাহেব ইংগ্লণ্ডে প্রস্থান করিয়াছেন। এখন শুনা যাইতেছে যে ফতেহ গড়ের শ্রীযুত সর জেমস কোলবুরুক সাহেব সুপ্রীম কৌন্সিলের সেই কর্ম্মে নিযুক্ত হইবেন। পূর্ব্বে এই দেশে যে অশেষ শাস্ত্র পারদর্শী ও গূঢ় পরামর্শী ও হিন্দুস্থানপ্রতিষ্ঠিতকীর্ত্তি শ্রীযুত কোলবুরুক সাহেব সদরদেওয়ানি আদালতের প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন ও কিছু দিন পরে সুপ্রীম কৌন্সিলে নিযুক্ত হইয়া কিছু কালক্ষেপ করিয়া নানা যশোরাশি সমুপার্জনপূর্ব্বক ইংগ্লণ্ডে যাত্রা করিয়াছেন তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা এই শ্রীযুত সর জেম্‌স কোলবুরুক সাহেব ১৩ দিসেম্বর তারিখে ফতেহ গড় ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিতেছেন।

বাণিজ্য।

তুলা। গত সপ্তাহে প্রায় কিছু তুলার আমদানী হয় নাই এবং বাজারে অধিক নাই।

তণ্ডুলাদির মূল্য এই সপ্তাহে কিছু অন্য মত হয় নাই।

নীল। এই সপ্তাহে প্রায় নীল কিছু ক্রয় বিক্রয় হয় নাই। তাহার কারণ এই যে অন্যং দেশীয় লোকেরা আপনং প্রয়োজনানুসারে নীল ক্রয় করিয়া লইয়া গিয়াছে এখন গ্রাহক অধিক নাই।

অন্যং বৎসরহইতে গত বৎসরে এই দেশহইতে অন্য দেশে অতি কম তুলা গিয়াছে। ১৮১৮ সালে ইংগ্লণ্ড দেশে ছয় লক্ষ চব্বিশ হাজার এক শত ঊনসত্তরি মোন তুলা গিয়াছে। ১৮১৯ সনে এক লক্ষ পচিশ হাজার পাঁচ শত ছেচল্লিশ মোন তুলা গিয়াছে। ১৮১৮ সালে চীন দেশে দুই লক্ষ অষ্টাশী হাজার সাতশত পঞ্চাশ মোন তুলা গিয়াছে। ১৮১৯ সালে কেবল এক লক্ষ আট হাজার মোন চীন দেশে গিয়াছে।

কিন্তু অন্যং বৎসরহইতে পারসী দেশে এখানহইতে অধিক নীল গিয়াছে ১৮১৮ সনে ছয় শত আটার মোন নীল পারসী দেশে রপ্তানি হইয়াছিল। ১৮১৯

সমাচার দর্পণ।

সনে ছয় হজার চারি শত আটার মোন নীল সে দেশে রপ্তানী হইয়াছে।

প্রতারণা।

মোং শান্তিপুরে শ্রীগুরু ও গোপেশ্বর নামে দুই মামা ভাগিনেয় বাস করিতেন তাহারা চিরকাল ধূর্ত্ততা করিয়া কাল যাপন করিতেন অন্য জীবিকা তাহারদের ছিল না অনেকং লোকেরদের স্থানে প্রতারণাদ্বারা ধনোপার্জ্জন করিতেন। এক কালে দুই মামা ভাগিনেয় পরামর্শ করিয়া দেশান্তরে গেলেন ও সেখানে এক গ্রামে এক ভাগ্যবান লোকের বাটীতে উপস্থিত হইয়া মামা সেই ভাগ্যবানকে বিনয়ে কহিলেন যে মহাশয় আমার সঙ্গি এক ব্রাহ্মণবালককে আমি বিক্রয় করিব আপনকার বাটীতে বিগ্রহসেবা আছে যদি আপনি ক্রয় করেন তবে উপযুক্ত মূল্য দিয়া ক্রয় করুন আপনকার বাটীতে বিগ্রহ সেবাদি করিবেন। তাহাতে ভাগ্যবান ব্যক্তি স্বীকৃত হইল ও উভয় সম্মতিতে এক শত টাকা তাহার মূল্য স্থির হইল এবং অন্ন বস্ত্র সরকারহইতে পাইবেক। এই নিয়মে মামা ভাগিনেয়কে বিক্রয় করিয়া এক শত টাকা নগদ লইয়া প্রস্থান করিল। ভাগিনেয় ঐ ভাগ্যবানের বাটীতে বিগ্রহসেবার কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া পুষ্পচয়ন ও পাক ও জলাহরণাদি সকল কর্ম্ম করিতে লাগিল ক্রমেং ঐ ব্রাহ্মণের সহিত ভাগ্যবান ব্যক্তির নানা প্রকারে তাঁহার ব্যবহার হইল। এই রূপে মাসেক দুই মাস গত হইলে ঐ ধূর্ত্ত ভাগিনেয় সে কর্ম্ম করাতে বিরক্ত হইয়া সেখানহইতে মুক্ত হইবার এই উপায় ভাবিয়া স্থির করিল। পর দিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়া পুষ্পচয়নে গেল ও অপ্রকাশরূপে পুষ্পবনে পশ্চিমাস্য হইয়া ও কাছা খুলিয়া যবনের মত নমাজ করিতে লাগিল। ঐ বাটীর কর্ত্তা তাহা দেখিয়া ঐ ব্রাহ্মণকে যবন জ্ঞান করিয়া অতি উদ্বিগ্ন হইয়া ভাবিতে লাগিল যে হায় এই অজ্ঞাত কুল শীল অপরিচিত ব্যক্তিকে এক শত টাকা দিয়া ক্রয় করিলাম এ কদাচ হিন্দু নহে এ নিতান্ত যবন হায় আমার এক শত টাকাও গেল জাতিও গেল যদি আমার জ্ঞাতি কুটুম্বিরা ইহা জানিতে পায় তবে আমাকে অব্যবহার্য্য করিবে। দুই তিন দিন তাহার এই রূপ ব্যবহার দেখিয়া বাটীর কর্ত্তা ব্রাহ্মণকে নিশ্চয় যবনজ্ঞান করিল ও শীঘ্র তাহাকে বিদায় করিবার নিমিত্ত তাহাকে কহিল যে হে বাপু তুমি আপন পিতা মাতার নিকটে যাও। ধূর্ত্ত কহিল যে কেন মহাশয় আমার কোন কর্ম্মে ত্রুটি পাইয়া আমাকে বিদায় করেন আমি তোমার আশ্রয়ে অন্ন বস্ত্রে সুখে আছি আপন পিতা মাতার নিকটে গিয়া কি খাইব যদি তুমি আমাকে নিরপরাধে বিদায় কর তবে সকল কথা প্রকাশ করিব। ইহা শুনিয়া ঐ কর্ত্তা ভীত হইয়া আর এক শত টাকা দিয়া ও অনেক বিনয় করিয়া বিদায় করিল ঐ ধূর্ত্ত বিদায় হইয়া আপন মামার নিকটে গেল ও মামার নিকটে সকল বৃত্তান্ত কহিল। মামা শুনিয়া কহিলেক যে না হইবেক কেন মামার উপযুক্ত ভাগিনেয় বটে। শ্রীগুরু গোপেশ্বরের এই রূপ অনেক কথা প্রসিদ্ধ আছে।

বাজার ভাও

জিনিস	মোন	অবধি	পর্য্যন্ত
সুপারি	১	৪	৪।৶
ভেরণ্ডা তৈল	১	২০	৩২
গাছ মরিচ	১	৫	৫।৷৹
নারিকেল তৈল	১	১৪	১৫।৷৹
তুলা কাছোড়া	১	১৩৷৹	১৮
আদা রঙ্গপুর	১	৩৷৹	৩৷৶
পাটনাই আদা	১	২৷৹	২৷৵৹
চালু পাটনাই	১	৩৷৹	৩৷৶
পাছড়ি উত্তম	১	২৷৹	২৷৵
পাছড়ি মধ্যম	১	২।৹	২৷৹
মুগী উত্তম	১	১৵৹	
মুগী মধ্যম	১	১৷৶	
বালাম	১	১৵৹	
দুধা ধান	১	২৶	২।৹
পাটনাই বুট	১	৩৷৶	৩৷৶
অড়হর ডাল	১	৬৷	
উত্তমগাওয়া ঘৃত	১	১০	
মধ্যম ঘৃত	১	১১	১৮
ভৈঁসা ঘৃত	১	১৬	১৭
মধ্যম ভৈঁসা	১	১৫	
নীল উত্তম	১	১৬০	
অন্যং প্রকার			
নীল	১	১১০	১৫০
সোরা উত্তম	১	৭	৭৷৶
মধ্যম	১	৬।৹	৬৵৹
চিনী কাশীর	১	১০	১০৵৹
মধ্যম	১	৮৷৹	১০
খার চিনী	১	৫৵৹	
তেজুল	১	৬৹	৬৶
তামাকু	১	৪৷৹	৫৷৹
চন্দন	১	১৫	১৭

এইসমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহেং কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসেং এক টাকা যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকট কাগজ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাহার নিকটে পাঠান যাইবেক।

সমাচার দর্পণ

৮৮ সংখ্যা। শনিবার। ২২ জানুআরি সন ১৮২০। ১০ মাঘ সন ১২২৬।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা এক টাকা দুই আনা ডিসকৌণ্ট। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা এক টাকা ছয় আনা ডিসকৌণ্ট।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

২২	জানুআরি	শনিবার	১০	মাঘ
২৩	ঐ	রবিবার	১১	ঐ
২৪	ঐ	সোমবার	১২	ঐ
২৫	ঐ	মঙ্গলবার	১৩	ঐ
২৬	ঐ	বুধবার	১৪	ঐ
২৭	ঐ	বৃহস্পতিবার	১৫	ঐ
২৮	ঐ	শুক্রবার	১৬	ঐ

সমাচার দর্পণ।

যমুনা নদী।

শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব যমুনা নদীর লম্বাই ও চৌড়াই প্রভৃতি নিশ্চয় করিবার কারণ এক জন ইংগ্লণ্ডীয় জ্ঞানবান্ ব্যক্তিকে সেই অঞ্চলে পাঠাইয়াছেন তাহার কারণ এই যে শ্রীশ্রীযুতের বাসনা আছে যে ঐ যমুনা নদীর দ্বারা ইচ্ছামতী নদীকে আনিয়া গঙ্গাতে মিলিত করেন যেহেতুক শুঁতীর মোহনা ও মাথাভাঙ্গা বন্দ হইলে পদ্মাতে কোন নৌকা যাইতে পারে না তাহাতে অনেক কর্ম্ম বন্দ হয়। যদি যমুনা নদীর দ্বারা গঙ্গা ও ইচ্ছামতীর মিলন হয় তবে বারমাস অনায়াসে নানা দেশে নৌকার দ্বারা গমনাগমন হইতে পারে।

বাষ্পের নৌকা।

আমেরিকা দেশে এক বাষ্পের নৌকা সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে ছেষট্টি হাজার মোন জিনিস বোঝাই হয় এবং সে কেবল বাষ্পের জোরে চলে সে বাষ্পের নৌকার উপরে যে কল আছে এক হাজার ঘোড়ার দ্বারা যে কল চলে সেইরূপ ঐ কল কেবল বাষ্পের দ্বারা চলে।

বিবাহ সমারোহ।

সংপ্রতি মোং কলিকাতায় দুই তিন বিবাহের সমাচার শুনা যাইতেছে তাহাতে যে রূপ সমারোহ সমবর্দ্ধানের কথা জনরব হইয়াছে তাহাতে অনুমান হয় যে এমত বিবাহ তৎকাল হয় নাই কিন্তু নিষ্পন্ন না হইলে স্থির জানা যায় না অতএব তাহার শেষ দেখিলেই বিশেষ প্রকরণ ছাপা করা যাইবেক।

কেপ।

ইংগ্লণ্ড দেশহইতে আসিয়া লোকেরা কেপে বসতি করে ইহাতে ইংগ্লণ্ডীয় বাদশাহের বড় সন্তোষ হইয়াছে যেহেতুক ইংগ্লণ্ড দেশে লোক বাহুল্য প্রযুক্ত সেখানে সকল লোক কর্ম্ম পায় না অতএব ইংগ্লণ্ডীয় লোক যদি অন্য২ দেশে গিয়া বসতি করে তবে সেই২ লোকেরদের নানা কর্ম্ম পাওনেতে অধিক লাভ হইয়া স্বচ্ছন্দে নির্ব্বৃতি হয় এবং ইংগ্লণ্ডীয় বাদশাহেরও রাজবৃদ্ধি হয় সেই হেতুক বাদশাহের মন্ত্রীরেরা এই স্থির করিয়াছেন যে যে লোকেরা কেপে ও অন্য২ স্থানে গিয়া বসতি করিবেক তাহারদের মধ্যে বাদশাহ চারি লক্ষ টাকা অংশ করিয়া দিবেন এই সমাচারে অনেক লোক দুই তিন শত টাকা পাইয়া অন্যত্র বসতি করিতেছে।

কারাগার।

এই দেশে এবং অন্য২ দেশে যে মত সকল লোক কারাগারে বদ্ধ হইয়া কেবল খোরাকি পাইয়া সাত আট বৎসর কালযাপন করে। আমেরিকা দেশে সে মত নহে সে দেশে কোন লোক যদি অপরাধী হইয়া কারাগারে বদ্ধ হয় তবে তাহার যে ব্যবসায় সেই ব্যবসায়েতে তাহাকে নিযুক্ত করে তাহার সেই ব্যবসায়ের দ্বারা যাহা উৎপন্ন হয় তাহার অর্দ্ধেক সরকারে লয় ও আর অর্দ্ধেক খোরাকি বাবুদে সে কএদী লোককে দেয়। অন্য২ দেশের কএদ অপেক্ষা আমেরিকা দেশে কএদের এই এক গুণ যে অন্য দেশের অপরাধী লোকেরা যখন কএদ হয় তাহারা অতিঅলসরূপে নিষ্কর্ম্মে বসিয়া থাকে তাহাতে পূর্ব্বাপেক্ষায় তাহারদের স্বভাব অতিমন্দ হয়। আমেরিকার লোক কএদ

হইলেও আপন ব্যবসায়ে থাকে। এবং স্বরূপে যাহা অপেক্ষায় এখানে অধিক তদারক হওয়াতে সে লোকের ক্রমেং সু স্বভাব হয়। ইহাতে কোনং সময়ে হা কীম লোক তুষ্ট হইয়া দশ বৎসরের কএদীকে পাঁচ বৎসর খাটাইয়া পাঁচ বৎসর মাফ করিয়া খালাস দেন।

গতবৎসরে আমেরিকার এক কারাগারে তিন শত তেষট্টি লোক কএদ ছিল এবং তাহারা সে কারাগারে বদ্ধ থাকিয়া আপনং ব্যবসায় করিয়া বিয়াল্লিশ হাজার টাকা উপার্জন করিল সে কারাগারে বদ্ধ থাকিয়াও প্রত্যেক লোক প্রতিদিন সাত সিকার নূন উপার্জন করে না। তাঁতী লোক কএদ থাকিয়া যে বস্ত্র প্রস্তুত করে তাহাতে কারাগারস্থ সমুদায় লোকের বস্ত্রের কর্ম্ম নির্ব্বাহ হয়।

বোম্বাটিয়া।

আমরা পূর্ব্বে সমাচার দিয়াছি যে বোম্বাই অঞ্চলে বোম্বাটিয়ারা প্রজা লোকেরদের বড় উপদ্রব করিতেছে তাহারা কতক দিন হইল অনেক ও অতিসাহসী হইয়াছে। শ্রীশ্রীযুত তাহারদের গড় লইয়া তাহারদিগকে ঐ স্থানহইতে দূর করিতে আহাজদ্বারা পাঁচ ছয় হাজার সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন।

এই সপ্তাহে আমরা সমাচার পাইলাম যে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের ঐ তাবৎ সৈন্য রস উলকাইমা নামে বোম্বাটিয়ারদের প্রধান বসতিস্থান ও গড়ে পঁহুছিয়াছে সেখানে ঐ আরব বোম্বাটিয়ারা যুদ্ধার্থে প্রস্তুত ছিল তাহারা কিছু কাল অতিসাহসীরূপে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিল কিন্তু ইংগ্লণ্ডীয় তোপের সম্মুখে তাহারা তিষ্ঠিতে পারিল না পরে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য তাহারদের গড়ের প্রাচীরে গোলা মারিয়া প্রকাণ্ড দ্বার করিয়া যুদ্ধ করিবার কারণ নগরের মধ্যে প্রবেশ করিল কিন্তু ঐ আরবেরা আপনং বন্দুক ও ঘর ইংগ্লণ্ডীয়েরদের নিমিত্তে ছাড়িয়া সেখানহইতে নগরের মধ্যে প্রথমেই পলাইয়াছিল। তাহাতে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের পঞ্চাশ ষাটি জন লোক কতক মারা পড়িল ও কতক আঘাতী হইল। পরে ইংগ্লণ্ডীয়েরা ঐ গড়ের মুরচাবন্দির উপরে পঞ্চাশ তোপ পাইলেন এবং পাঁচ শত জন যোদ্ধা ঐ নগর রক্ষার্থে রহিল ও আর কতক সৈন্য ঐ পলায়িত বোম্বাটিয়ারদের অন্বেষণার্থে তাহারদের পশ্চাতে দৌড়িল। এখন শুনা গেল যে সে গড় ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকৃত হইয়াছে তাহাতে এক জন ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতি ও কতক সামান্য সেনা মারা পড়িয়াছে।

আশ্চর্য্য দূরবীন।

তিন চারি বৎসরের মধ্যে ইংগ্লণ্ডদেশে এক আশ্চর্য্য দূরবীন সৃষ্টি হইয়াছে কলিকাতাতেও স্থানেং বাঙ্গালি লোকেরদের নিকটে তাহা প্রকাশ হইয়াছে। ঐ দূরবীনে আঘাত করিলে প্রত্যেক আঘাতেতে প্রত্যেক আকৃতি দেখা যায় ঐ সকল আকৃতি অতিসুন্দর পুষ্পের ন্যায় তাহাতে ঐ দূরবীনের মধ্যে দৃষ্টি করণ অতিচমৎকার দূরবীনের মধ্যে যে ক্ষুদ্রং গোলাম তাহা এক সময়ে দেখিলে যে রূপ দেখা যায় সেরূপ আকৃতি পুনর্ব্বার কখনও হয় না কিন্তু ভিন্নং আকার ধারণ করে মনুষ্যের মুখও ঐ রূপ কখনও স্থির নহে। এবং পলের মধ্যে ঐ দূরবীনের সমস্ত গোলাম কুড়ি প্রকার আকৃতি যদি ধরিতে পারে তবে পাঁচ শত বৎসরের মধ্যেও পূর্ব্বাকৃতি ধারণ করিতে পারে না কিন্তু তাহার মধ্যে সকলহইতে আশ্চর্য্য এই যে ঐ দূরবীনের মধ্যস্থিত ক্ষুদ্রং কুড়িটা গোলাম এমত পৃথকং অতিসুন্দর পুষ্প আকৃতি ধারণ করে যে তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। ঐ দূরবীনের নাম কালিদিস্কোপ সে মনুষ্যের অতিআশ্চর্য্য কীর্ত্তি এবং তাহাতে অত্যন্ত সুখ বোধ হয়।

দুর্মূল্য।

এক মাসের পূর্ব্বকার সমাচার পাওয়া গেল যে মোং কাশী ও তাহার চতুর্দ্দিকস্থ দেশে খাদ্য দ্রব্যের অতিমাহার্ঘ্য হইয়াছে। চালু এক টাকায় এগার শের ও অড়হরের ডালি ছয় শের ও গোম তের শের ও আটা সাড়ে এগার শের এবং বাজরা ঊনিশ শের ও বুট তের শের ও কলাই চৌদ্দ শের ও হরিমুগ ষোল শের ও তৈল চারি শের ও ঘৃত দুই শের ও লবণ পাঁচ শের। এবং আরো শুনা গেল যে কাশী হইতে প্রয়াগে অধিক দুর্মূল্য এই রূপ মথুরা ও আগরা পর্য্যন্ত দুর্মূল্য কিন্তু তাহার পশ্চিম দেশে সমুদয় দ্রব্য সুলভ।

ফাঁসী।

এক গোরা সিপাহী মোং কানপুরে অন্য এক সিপাহীকে খুন করিয়াছিল সে মোকদ্দমা মোং কলিকাতার সুপ্রীম কোর্টে ৫৪ জানুআরি শুক্রবার হইয়াছে তাহাতে তাহার অপরাধ নিশ্চয় হইলে তাহার ফাঁসীর হুকুম হইল এবং শুনা যাইতেছে যে গত সোমবারে কুলিবাজারে তাহার ফাঁসী হইয়াছে।

শ্রীযুত চিম্নাজীবাপু।

শ্রীযুত বাজিরাও পেশোয়া মহারাজের

কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুত চিম্নাজীবাপু এখন কাশী বাসে নির্ভর দিয়াছেন এবং শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর তাঁহার যশাহরা উপযুক্ত মত দিতেছেন ও তাহার উপযুক্ত সম্মানপূর্ব্বক রাখিয়াছেন।

বাঙ্গাল বাঙ্ক।

বৃহস্পতি বার ১০ জানুআরি বাঙ্গাল বাঙ্কের অধ্যক্ষ সাহেবেরদের মিসিল হইয়াছিল তাহাতে ঐ বাঙ্কের এক অধ্যক্ষ শ্রী পি মেৎ লান্দ সাহেব ঐ বাঙ্কের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ইংগ্লণ্ডে প্রস্থান করিবেন তন্নিমিত্ত ঐ সাহেবেরা তাহার কর্ম্মে অন্য এক জনকে নিযুক্ত করিতে পরামর্শ করিলেন।

নোট হারাণ।

১৩ জানুআরি বৃহস্পতিবারে আলীপুর হইতে কলিকাতায় আসিবার পথে পাঁচ শত টাকার এক বাঙ্গাল বাঙ্ক নোট হারাইয়াছে তাহার নম্বর ছয় হাজার তিন শত পাঁচ তাহার তারিখ ১ মে মাস সন ১৮১৯। ঐ নম্বরের নোটের টাকা দেওয়া এখন বন্দ হইয়াছে। যদি ঐ নোট কেহ পায় তবে শ্রী জন পেনিঙ্গ্টনওকো সাহেবের আপীসে দাখিল করিয়া দিলে সে ব্যক্তি উপযুক্ত বখশিশ পাইবেক।

জাহাজ।

২০ জানুআরি বৃহস্পতিবার ফরাশিসের শীজর নামে এক জাহাজ ২৯ জুলাই তারিখে বর্ডিও শহর ছাড়িয়া কলিকাতায় পঁহুছিয়াছে তাহাতে কোন বিশেষ সমাচার নাই।

এলাহাবাদ।

এলাহাবাদহইতে সমাচার আসিয়াছে যে আলমোড়া নামে কিল্লা সমভূমি করিবার নিমিত্তে ইংগ্লণ্ডীয় অনেক সৈন্য গিয়াছে এবং কালিঞ্জরের কিল্লাও নষ্ট করিবেন এমত মতলব শুনা যায়।

পর্ব্বত দর্শন।

জিলা ভগলপুরের করঙ্গী নামে স্থান হইতে সমাচার আসিয়াছে যে ২৮ দিসেম্বর তারিখে করনল ফ্রাঁক্লেন সাহেব পার্শ্বনাথ ঈশ্বর নামে পর্ব্বতে উঠিয়াছিলেন সে পর্ব্বত জৈন লোকেরদের প্রধান তীর্থ স্থান সে স্থান রামগড় ও বেহারের মধ্যবর্ত্তী এবং ভগলপুরের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে এক শত আটহত্তর ক্রোশ দুরবর্ত্তী ঐ পর্ব্বত তিন ক্রোশ উচ্চ তাহার শৃঙ্গের নাম অশ্বমেধ শিখর তাহার উপরে গমন পথ অতিদুর্গম তাহার উপরে উঠিতে করনল ফ্রাঁক্লেন সাহেবের দেড় প্রহরকাল লাগিয়াছিল। ঐ পর্ব্বতের শৃঙ্গ এই মত শীতল যে দুই প্রহরের কালে রাত্রির ন্যায় অনুভব হয় অনুমান হয় যে ঐ পর্ব্বত পারসী দেশস্থ শীরাজন নামে পর্ব্বতহইতেও উচ্চ ঐ পর্ব্বতে করনল ফ্রাঁক্লেন জৈনেরদের ধর্ম্মের বিষয় বিশেষ২ জ্ঞাত হইলেন ও তাহার প্রকাশ করিবার কল্প করিয়াছেন।

ব্রহ্মদেশ।

ব্রহ্মদেশের রাজধানী অমরপুর তাহার প্রাচীন নাম এঁয়া ঐ শহর সমুদ্রের তীরহইতে অনুমান দুই শত ক্রোশ ঐ শহরের নীচে দিয়া ঐরাবতী নদী বহে ও পগান ও পখান ও প্রোম ও ঋষি নগর ও দনুবিও এই২ প্রাচীন শহরের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া সমুদ্রে পড়ে। ঐ২ শহর ব্যতিরিক্ত আরো২ অনেক প্রাচীন রাজধানী আছে বিশেষতো তাঙু ও পগো ও মর্ত্তাবান ও তবয় ও চগাইং প্রভৃতি অনেক২ পুরাতন রাজধানীর চিহ্ন অদ্যাপি আছে তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত এই স্থানে দেওয়া যায় না।

সে দেশের মেটো তৈল অনেক২ ঔষধে লাগে ও সে দেশে প্রায় সেই তৈল জ্বালায় এবং ঐ তৈল যে স্থানে উৎপন্ন হয় সেখানে এক শত কলসী তৈল পাঁচ টাকায় পাওয়া যায় তাহাতে সে দেশের দুঃখি লোকের অনেক উপকার হয়। ঐরাবতী নদীর নিকটবর্ত্তি যেনাম নামে নগরহইতে তিন ক্রোশ অন্তরে তৈলের কূপ সাত কিম্বা আট আছে ঐ কূপের অঞ্চলে দশ পোনর ক্রোশ পর্য্যন্ত তৃণ বৃক্ষাদি কিছুই জন্মে না ঐ কূপ এক শত পঞ্চাশ হাতঅবধি এক শত সত্তরি হাত পর্য্যন্ত গম্ভীর ঐ স্থানহইতে অনুমান পোনর ষোল ক্রোশ ভাটিতে মেম্বুন নামে শহরের নিকটে এক প্রকার পর্ব্বত সাত আটটা আছে সে পর্ব্বতের মধ্যহইতে মাসে দুই তিন বার সর্ব্বদা পঙ্ক নির্গত হয় ঐ পঙ্ক অর্দ্ধ ক্রোশ পর্য্যন্ত চতুর্দ্দিকে বাহিয়া পড়ে। যখন ঐ পঙ্ক নির্গত হওনের সময় হয় তখন তাহার মধ্যে অতি গম্ভীর শব্দ হয় ও তাহাতে কখনও ভূমিকম্প হয় সেই দেশের লোক ঐ স্থানকে নাগবিম্ব বলে ঐ পঙ্ক লইয়া সে অঞ্চলের লোক লবণ করে।

ব্রহ্মা দেশের মধ্যে ঋষিনগর সকল হইতে প্রাচীন এবং সে পূর্ব্বকালে রাজধানী স্থান ছিল সে ঐরাবতী নদীর তীরস্থিত প্রোম নগরহইতে দুই ক্রোশ অন্তরে বনের মধ্যে স্থিত ঐ শহরের প্রাচীর চক্রাকৃতি তাহার বেড় ছয় ক্রোশ। সেই দেশে রাজাবলি গ্রন্থে কহে যে যখন ঐ শহর নির্ম্মাণ হইল তখন দেবতারা ঐ রাজার সহায়তা করিলেন ও গরুড়কে খুঁটা করিয়া বাসুকিকে রজ্জু করিয়া ঘুরাইয়া চক্রাকার নগর পত্তন করিয়াছিল।

সমাচার দর্পণ।

কৃপন কথা।

এক নগরে অত্যন্ত কৃপন এক ধনিক ছিল সে পিপ্পলীর বাণিজ্য করিয়া অতিশয় ধনবান্ হইল। এক সময়ে সে আসন্ন দুর্ভিক্ষ দেখিয়া এই চিন্তা করিল যে যদি এই দুর্ভিক্ষেতে আমার স্ত্রী পুত্রাদি পরিজন আমার সকল ধন ভোগ করে তবে সেই ধন শোকেতে আমার প্রাণ বিয়োগ হইবে। ধন পুরুষের পরম মিত্র এই ধন ব্যতিরেকে সকল মিথ্যা এবং সংসারের মধ্যে যাবৎ বিষয় সকলি ধন মূলক অতএব নির্দ্ধন হওয়া অতিঅনুচিত এখন অন্যে যে স্থান দেখিতে না পায় এমন স্থানে গোপনপূর্ব্বক ধন রাখি। এই বিবেচনা করিয়া ঐ কৃপন অন্যের অদৃশ্য স্থানে আপন সকল ধন রাখিল। পরে দুরন্ত দুর্ভিক্ষ আইলে সেই কৃপন আপন পরিবারেরদিগকে অন্নাভাবে মৃয়মান দেখিয়া কাহাকেও কিছু দিতেক না। তাহার পরিজনেরা কণ্ঠাগতপ্রাণ হইয়া কিছু ধন যাচ্ঞা করিলে সে কহিল যে শুন পরিবার সকল ধনই আমার প্রাণ তোমরা যদি আমার ধন লইতে চাহ তবে কেন প্রাণ না লও। অপর তোমরা যদি প্রাণ লও তবে আমার প্রাণ ধনের শোক পাইবেক না অতএব আমার ধনগ্রহন করা হইতে আমার প্রাণ গ্রহণ করা ভাল। এইরূপ কহিয়া পরিজনেরদিগকে বঞ্চিত করিলে তাহারা জঠরানল জ্বালাতে সকলেই মরিল। সে কৃপন আপনিও ধনব্যয় করিয়া কিছু খায় না তাহাতে অনাহারে দুর্ব্বল হইল। তাহাকে দেখিয়া কোন২ লোক কহিল যে তোমার এত ধন সত্বেও তোমার প্রাণ বিয়োগ হইবে এমত অনুভব হইতেছে তবে তোমার এ ধনেতে কি প্রয়োজন অতএব তোমার মরণই উচিত যেহেতুক কৃপন লোক ধনোপার্জ্জন করিতে দুঃখ পায় সেই ধন ক্ষতি হইলেও শোক পায় এবং সেই ধনব্যয় করিয়া সুখভোগ করিতেও পারে না। ইহা শুনিয়া ঐ কৃপন কহিল যে হে আত্মীয় লোকেরা আমি প্রাণব্যয় করিতে পারি কিন্তু ধনব্যয় করিতে পারি না। তাহারা কহিল যে তোমার ধন চোর কিম্বা রাজা গ্রহন করিবেন। তাহা শুনিয়া ঐ কৃপন উত্তর করিল যে অন্য২ বুদ্ধিহীন জনের ধন অন্যে গ্রহন করে আমি আপন ধন গলায় বাঁন্ধিয়া মরিব ইহা কহিয়া ধনের পোঁটলি লইয়া মরণার্থে গঙ্গাতীরে গেল। সেখানে এক নাবিককে কহিল যে হে নাবিক আমাকে জলে ডুবাইয়া নষ্ট কর আমি তোমাকে এক মোহর দিব। নাবিক কহিল যে তোমার কথায় বিশ্বাস হয় না মোহর দেখাও। কৃপন তাহাকে মোহর দেখাইল ও আপনি বার২ দেখিয়া নাবিককে কহিল যে হে ভাই আমি এই সকল মোহর বার২ অগ্নিতে পোড়াইয়া অতিশুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি ইহা অন্যকে দেওয়া যায় না তুমি পুণ্যার্থেই আমাকে নষ্ট কর। নাবিক সে সকল মোহর দেখিয়া কহিল যে আইস মাধা কি তোমাকে পুণ্যার্থেই মারিব। ইহা কহিয়া ঐ নাবিক ঐ কৃপনকে জলে ডুবাইয়া মারিয়া তাহার সকল মোহর লইয়া আপনি ধনবান হইয়া সুখে কাল যাপন করিতে লাগিল।

বাজার ভাও।

জিনিস	মোন	অবধি	পর্য্যন্ত
সুপারি	১	৪	৪।০
ভেরেণ্ডা তৈল	১	২০	৩২
গাছ মরিচ	১	৫	৫।।০
নারিকেল তৈল	১	১৪	১৫।।০
তুলা কাছোড়া	১	১৭।।০	১৮
আদা রঙ্গপুর	১	৩।।০	৩।।৴
পাটনাই আদা	১	২।।০	২৸০
চালু পাটনাই	১	৩।।০	৩।।৴
পাছড়ি উত্তম	১	২।।০	২৸
পাছড়ি মধ্যম	১	২।০	২।।০
মুগী উত্তম	১	১৸০	
মুগী মধ্যম	১	১।।৵	
বাদাম	১	১৸০	
দুধে খান	১	২৵	২।০
পাটনাই বুট	১	৩।৴	৩৸৵
অড়হর ডালি	১	৬।।	
উত্তমগাওয়ারঘৃত	১	২০	
মধ্যম ঘৃত	১	১৬	১৮
ভৈঁসা ঘৃত	১	১৬	১৭
মধ্যম ভৈঁসা	১	১৫	
নীল উত্তম	১	১৬০	
অন্য২ প্রকার			
নীল	১	১১০	১৫০
সোরা উত্তম	১	৭	৭।৴
মধ্যম	১	৬।০	৬৸০
চিনী কাশীর	১	১০	১০৵০
মধ্যম	১	৮।।০	১০
খার চিনী	১	৫৸০	
তেতুল	১	৸০	৸৵
তামাকু	১	৪।।০	৫।।০
চন্দন	১	১৫	১৭

এইসমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে২ এক টাকা যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকট কাগজ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাহার নিকটে পাঠান যাইবেক।

সমাচার দর্পণ

৮৯ সংখ্যা। শনিবার। ২৯ জানুআরি সন ১৮২০। ১৭ মাঘ সন ১২২৬।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তমিহ জানন্ত সমাচারস্য দর্পণে ॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা বার আনা ডিসকৌণ্ট। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা এক টাকা দুই আনা ডিসকৌণ্ট।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

২৯	জানুআরি	শনিবার	১৭	মাঘ
৩০	ঐ	রবিবার	১৮	ঐ
৩১	ঐ	সোমবার	১৯	ঐ
১	ফিব্রুআরি	মঙ্গলবার	২০	ঐ
২	ঐ	বুধবার	২১	ঐ
৩	ঐ	বৃহস্পতিবার	২২	ঐ
৪	ঐ	শুক্রবার	২৩	ঐ

সমাচার দর্পণ।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

২১ জানুআরি শ্রীযুত জর্জ দৌম্বেল সাহেবের সুপ্রীম কৌঁসিলের পদে শ্রীযুত সর জেমস্ এডুর্ড কোলব্রুক সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন।

৭ জানুআরি শ্রীযুত আন্দ্রু গ্রোট সাহেব ফরক্কাবাদের জজের পেস্কার হইয়াছেন।

শ্রীযুত এচ ডজস্ সাহেব শাহজাহানপুরের কালেক্তর হইয়াছেন।

শ্রীযুত এ এন ফোর্দ সাহেব মোং ইটায়ার কালেক্তর হইয়াছেন।

শ্রীযুত এফ জে সোর সাহেব জয়প্রাপ্ত ও সন্ধিপ্রাপ্ত দেশের আমীন সাহেবের সেক্রটারির পেস্কার হইয়াছেন।

১১ জানুআরি শ্রীযুত জে ডবলিও লেং সাহেব এলাহাবাদের পঞ্চম্বরার কালেক্তর হইয়াছেন।

শ্রীযুত ডবলিও জে হার্ডিং সাহেব শাহাবাদের কালেক্তর হইয়াছেন।

শ্রীযুত জন ক্রু সাহেব কলিকাতার পঞ্চম্বরা ও নিমক ও আফীম মহলের পেস্কার এবং মোং শালিখার নিমক গোলার আমীন হইয়াছেন।

শ্রীযুত এচ এম পার্কের সাহেব বলুয়ার ও চাটগ্রামের নিমকমহলের অধ্যক্ষের পেস্কার হইয়াছেন।

২১ জানুআরি শ্রীযুত জন ব্রডর সাহেব রিবনুবোর্ড দপ্তরের সেক্রটারির পেস্কার হইয়াছেন।

শ্রীযুত রাফল্স সাহেব।

২৭ জানুআরি তারিখে শ্রীযুত সর ষ্টাম ফোর্দ রাফল্স সাহেব বেঙ্কুলন দেশ প্রস্থানার্থে জাহাজে আরোহণ করিয়াছেন এবং শুনা যাইতেছে যে শ্রীযুত কাপতান ওয়াটসন সাহেবও কিছু দিন পরে ঐ বেঙ্কুলনে অন্য জাহাজে যাইবেন।

জাহাজের সমাচার।

কালিদোনিয়া জাহাজ ২৫ আগষ্ট তারিখে ইংলণ্ড ছাড়িয়া ২৫ জানুআরিতে মোকাম কলিকাতাতে পহুছিয়াছে।

আত্মঘাতী।

ঐ জাহাজদ্বারা সমাচার জানা গেল যে প্রুষিয়া দেশের বরলিন নামে রাজধানীহইতে এই সমাচার আসিয়াছে যে সকল দেশহইতে প্রুষিয়া দেশে অধিক লোক আত্মঘাতী হয়। সংপ্রতি বরলিন শহরের রাজদরবারী এক জন প্রধান লোক অকস্মাৎ আপন শরীরে তিন চারি বার অস্ত্রাঘাত করিয়া অজ্ঞানাবৃত হইয়া পড়িয়াছিল কিন্তু আর২ লোকেরা অনুমান করিল যে সে বাঁচিতে পারে।

অন্য এক মদ্যবিক্রেতা মহাজন আপন মস্তকে গুলি মারিয়া মরিল।

আর এক জন ব্যবসায়িক লোক ক্ষুদ্র কিরীচদ্বারা আত্মহত্যা করিল।

আর২ কএক জন স্ত্রী লোকেরা ও আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিল।

ফ্রান্স দেশের পারিশ শহরে গত জানুআরি মাস অবধি এপ্রেলপর্য্যন্ত যত লোক আত্মঘাতী হইয়াছে ও আত্মহত্যার চেষ্টা পাইয়াছে তাহার সংখ্যা ১৪০ এক শত চল্লিশ জন। তাহার মধ্যে স্ত্রী লোক তেত্রিশ জন বাঁকী ১০৭ এক শত সাত জন পুরুষ। এই স্ত্রী পুরুষের মধ্যে কৃতবিবাহ ৬০ ষাটি জন ঐ সকল আত্মঘাতী প্রায় বন্দুকের দ্বারা অনেক। জলে মগ্ন ছাব্বিশ জন ঐ সকল জুয়া খেলা ও আপন২ ঘৃণাতে আত্মঘাতী হইল। ইহা

তে জানা যায় যে পূর্ব্ব বৎসরহইতে এই বৎসরে একুইশ জন লোক অধিক আত্মঘাতী হইয়াছে।

—

শ্রীযুত লালাবাবু।

দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পৌত্র শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ তিনি লালাবাবু নামে খ্যাত ছিলেন তিনি কতক বৎসর হইল শ্রীবৃন্দাবন তীর্থ দর্শনার্থ গিয়াছিলেন এবং সেখানকার রাজার সহিত সাহিত্য করিয়া তৎপ্রদেশে কতক জমীদারি লইয়া শ্রীবৃন্দাবনেই ঐশ্বর্য্য পুরঃসর বাস করিতেন এবং সেখানে থাকিয়াই এতদ্দেশীয় তাবদ্বিষয়েরও তত্ত্বাবধারণ করিতেন। সংপ্রতি সমাচার পাওয়া গেল যে তিনি সেখানকার ও এখানকার অনন্ত যাবদ্বিষয় পরিত্যাগপূর্ব্বক পরমেশ্বর মাত্র নিষ্ঠচিত্ত হইয়া বৈরাগ্য ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছেন এবং ঐহিক লজ্জা নিবারণার্থ কেবল কৌপীনমাত্রাবলম্বন করিয়াছেন ও ক্ষুধা নিবারণার্থ এক সন্ধ্যামাত্র ব্রাহ্মণ গৃহস্থের দ্বারে ভিক্ষোপজীবী হইয়াছেন। ইহাতে আশ্চর্য্য বোধ এই হয় যে যাহার এক সন্ধ্যার আহারোপযুক্ত সামগ্রী সঙ্গতি থাকে সেও এই সংসার মায়া রজ্জু ছেদন করিতে সমর্থ হয় না। তিনি চল্লিশ বৎসরবয়স্ক ও গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ অবধি পুরুষত্রয়েতে ক্রম সঞ্চিত ধন ও ঐশ্বর্য্য ও অনুমান নয় দশ লক্ষ টাকার জমীদারী এবং স্ত্রী ও পুত্র ও ইষ্ট বন্ধু জাতি কুটুম্বপ্রভৃতি পরিবার স্নেহ বিসর্জন করিয়া বৈরাগ্যাশ্রয় করিয়াছেন ইহকালে এমত অন্যত্র সম্ভব হয় না। এখন তাঁহার নিকটে যদ্যপি কোন আত্মীয় লোক যায় তাহারদের সহিত আলাপও করেননা তাঁহার যাবদ্বিষয়ের অধিকারী তাঁহার পুত্র আছেন।

কাশ্মীর দেশ।

সমাচার শুনা গেল যে কাশ্মীর দেশে লাহোরাধিপতি শ্রীযুত রণজিৎসিংহ বাহাদুরের অধিকার বদ্ধমূল হওয়াতে যবনাধিকার উৎখাতমূল হইয়াছে সেখানে প্রথম রাজাজ্ঞা প্রকাশ এই হইয়াছে যে গো ব্রাহ্মণ হিংসা কদাচ কর্ত্তব্য নহে ইহাতে হিন্দুর ধর্ম্ম সেখানে প্রবল হইয়াছে। এইহেতুক পূর্ব্বে যবনেরা হিন্দুরদের যেৎ কত দুরবস্থা করিয়াছিল এখন ততোধিক দুরবস্থা যবনেরা হিন্দুরদের দ্বারা ভোগ করিতেছে। এবং যবনেরদের দ্বারা জাতি ভ্রংশ ভয়ে যে ব্রাহ্মণেরা স্বস্বজন্মভূমি কাশ্মীর দেশ ত্যাগ করিয়া হিন্দুস্থানের অন্তঃপাতী লক্ষ্ণৌ ও কানাবুবু ও দিল্লী ও কাশী ও অযোধ্যা ও কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে বাস করিয়াছিলেন তাহারা এই শুভ সমাচার শুনিয়া পুনর্ব্বার কাশ্মীরে যাইতে সচেষ্ট হইয়াছেন।

—

দামোদরনদ।

দামোদর নদের সহিত গঙ্গার মিলন হইলে বর্দ্ধমান প্রদেশের জিনিস পত্র গঙ্গাতে পড়িয়া সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতে পারে তাহাতে এই দেশের বানিজ্য বৃদ্ধি অতিশয় হয় তৎপ্রযুক্ত মোং সেলেমাবাদের নিকটে দামোদরের মোহনা কাটিয়া কানা নদীর সহিত সংলগ্ন করিবার উদ্যোগ হইতেছে তাহা হইলে কানানদী সরস্বতীর সহিত মিলিতা হইয়া ত্রিবেনীর নীচে গঙ্গার সহিত বহতা হইবেক। এই কর্ম্মে অনেকং লোক নিযুক্ত হইয়াছে।

—

বসন্তরোগ।

ইংগ্লণ্ডদেশে বসন্তরোগে চারি সপ্তাহের মধ্যে এক শত চল্লিশ লোক মরিয়াছে ইহাতে নগরস্থ লোকেরা তাহার উপায় চেষ্টা করিতেছেন।

—

বহুকালজীবী।

ইংগ্লণ্ড দেশে গ্রাইণ্টন গ্রামে এক জন পুরুষ এক শত আট বৎসরবয়স্ক হইয়া মরিয়াছে তাহার মরনের এগার মাস পূর্ব্বে তাহার স্ত্রী এক শত বৎসরবয়স্কা হইয়া মরিয়াছিল উভয়ের বিবাহের পর তিরাশী বৎসর একত্র ছিল।

—

পিণ্ডারি।

দক্ষিণ দেশহইতে সমাচার আসিয়াছে যে শেখ দোলা নামে এক জন পিণ্ডারিরদের সরদার কথকগুলি ঘোড়সোয়ার সঙ্গে লইয়া ইংগ্লণ্ডীয়েরদের খাদ্য সামগ্রী প্রভৃতি কথক জিনিস লুঠ করিয়া লইয়াছে।

—

ডাকাইতি।

কতক দিন হইল কোম্পানির কাশীম বাজারের কুঠীতে ডাকাইতি হইয়াছে তাহার কতক দিন পূর্ব্বে তথাকার চাকর লোকেরা দেখিয়াছিল যে ঐ কুঠীর চতুর্দ্দিকে দশ বার জন কোমরবান্ধা লোক সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে সে সমাচার ঐ চাকর লোকেরা আগে দেয় নাই পরে এক দিন রাত্রিযোগে ডাকাইতেরা ঐ কুঠীতে পড়িয়া ছয় জন লোককে আঘাতী করিয়াছে ও কোম্পানির দুই হাজার টাকা লইয়া গিয়াছে।

—

অগ্নিদাহ।

১০ মাঘ শনিবার রাত্রে মোং কলিকাতার জোড়াসাঁকোর উত্তর রাস্তার পূর্ব্ব

দিকে কাশীনাথ বাবুর বাজারের নিকটে অগ্নি লাগিয়া অনেক গৃহ দাহ হইয়াছে।

সুপ্রীমকোর্টে শপথ।

সুপ্রীমকোর্টের গত সিসিলে এক জন ভাগ্যবান লোকের দিব্য করণে আবশ্যক হওয়াতে তিনি কহিলেন যে গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া শপথ করাতে আমার সাধ্য নহে। তাহাতে বিচার কর্ত্তা সাহেবেরা বিবেচনা করিলেন ও ইঙ্গ্লণ্ডীয় কোয়েকর জাতিরদের ব্যবহারানুসারে সেই ব্যক্তির কথামাত্র গ্রাহ্য করিলেন। ইহাতে অনুমান হয় যে অল্প দিনের পরে গঙ্গাজল লইয়া শপথ করা ব্যবহার লুপ্ত হইতে পারে তাহাতে অনেক শিষ্ট লোকের উপকার হইবেক।

কালিঞ্জর গড়।

বন্দেলখণ্ডের প্রাচীন স্থান কালিঞ্জর গড় হাজার বৎসর অবধি ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধ এবং মুসলমানেরাও তাহার ব্যাঘাত কখনও করিতে পারে নাই ও হিন্দুস্থানের মধ্যে তার তুল্য শক্ত কিল্লা প্রায় নাই ও উত্তম স্থানে গ্রথিত এবং চতুর্দ্দিক হইতে সাত শত হাত উচ্চ এবং আড়ে আড়াই ক্রোশ আয়ত ও তাহার মধ্যে নানা বৃক্ষাদিতে সুশোভিত। সে কালিঞ্জর গড় কতক বৎসর শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের অধীন হইয়াছিল সম্প্রতি কোম্পানি বাহাদুর তাহা ভাঙ্গিতে হুকুম দিয়াছেন যেহেতুক সাগর শহরে যাইবার পথে হাজী গড় নামে এক কিল্লা আছে তদ্ব্যতিরিক্ত তৎপ্রদেশে অন্য গড় রাখা পরামর্শ হইল না সে কিল্লা ভাঙ্গিবার কারণ লোক নিযুক্ত হইয়াছে। সে কিল্লা ভাঙ্গিয়া এমত সমভূমি করিবে যে কোন ডাকাইত অথবা কোন পিণ্ডারিসেথা নে আশ্রয় করিয়া থাকিতে না পারে এই মত হুকুম হইয়াছে।

আলমোড়া।

কতক দিন হইল জনরব হইয়াছিল যে কোম্পানি বাহাদুর আলমোড়ার কিল্লা ভাঙ্গিতে হুকুম দিয়াছেন কিন্তু সে জনরব মিথ্যা পরন্তু সে কিল্লা মেরামত করিবার জন্যে সেখানে লোক গিয়াছে যে কোন প্রকারে সে কিল্লা বজায় থাকে এবং তৎপ্রদেশে রোহিলখণ্ড ও আলমোড়া এই উভয়স্থানের মধ্যে বড় এক রাস্তা করিতে কোম্পানি হুকুম দিয়াছেন তাহার কারণ এই যে ঐ উভয় দেশের বাণিজ্য সুন্দররূপে চলে।

আনন্দধাম।

কলিকাতা পরগণার খড়দহ গ্রামের শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস ঐ গ্রামের তীর ঘাটের উপরে চতুর্দ্দশ উৎকৃষ্ট মন্দির করিয়াছেন এবং অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া বাণকুণ্ড হইতে বাণলিঙ্গ আনাইয়া ঐ মন্দিরে ত্রিংশৎ বাণলিঙ্গ শিব সংস্থাপন করিয়াছেন এবং সে স্থানের নাম আনন্দধাম প্রকাশ করিয়াছেন ও ঐ আনন্দধামের দক্ষিণ ভাগে এক পঞ্চবটী প্রকাশ করিয়াছেন সে স্থান অতিমনোরম। এতদ্দেশে অনেক২ ভাগ্যবান লোকেরা অনেক২ মন্দির করিয়াছেন কিন্তু এরূপ বাণলিঙ্গ সংস্থাপন কেহই করেন নাই।

তুলা।

গত বৎসর এখানহইতে যে তুলা ইংগ্লণ্ড দেশে গিয়াছে তাহা সমুদয় সেখানে খরচ হয় নাই বাজারে অনেক আছে এবং হিসাব করিয়া জানা গেল যে সাড়ে ছয় কোটি টাকার তুলা এই বৎসরের শেষে ন্যস্ত হইয়া থাকিবেক।

বাণিজ্য।

এই ভারতবর্ষহইতে তুলা ও নীল ও তণ্ডুল প্রভৃতি প্রধান২ জিনিস যে ইংগ্লণ্ডে প্রতিবৎসর যায় তদ্ব্যতিরিক্ত ক্ষুদ্র২ জিনিসও এখন অনেক ইংগ্লণ্ড দেশে যাইতেছে অতএব সেই২ জিনিস গত বৎসর কত গিয়াছে তাহা লিখা যাইতেছে।

জিনিস	মোন
আদ্রক	১০৮৬৩
তামাকু	১৯১১৮
ভেরেণ্ডা তৈল	৬৪০৪
সাগুদানা	৩১২৩
মঞ্জিষ্ঠা	৫৯৯৮
নারিকেল তৈল	১৬৭০
নিশাদল	২৩৩৭

সুর্ত্তি।

গত সপ্তাহে বিশ হাজার টাকার সুর্ত্তির এক টিকীট উঠিয়াছে তাহার বিবরণ কিছু আশ্চর্য্য। এক সাহেব সুর্ত্তির টিকীট খরিদ করিবার কারণ শ্রীযুত জোসেফ সাহেবের ঘরে গেল ও জোসেফ সাহেবকে কহিল যে আমি সুর্ত্তির এক টিকীট কিনিব। তাহাতে জোসেফ সাহেব অনুমান এক শত টিকীট বাহির করিল ও ঐ সাহেবকে কহিল যে তুমি কত টাকার টিকীট লইবা তাহা পছন্দ কর। সে ব্যক্তি জোসেফ সাহেবকে কহিল যে তোমার পছন্দে যে টিকীট আইসে সেই আমার গ্রাহ্য। পরে জোসেফ সাহেব এক টীকীট পছন্দ করিয়া তাহাকে দিল। সে ব্যক্তি সে টীকীট দেখিল না ও তাহার নম্বরও জানিল না কেবল সেই টীকীটের উপরে খাম করিয়া আপন নামের প্রথম অক্ষর তাহার উপরে লিখিয়া জোসেফ

সমাচার দর্পণ।

সাহেবের স্থানে গচ্ছাইয়া রাখিল এবং কহিল যে এই মূর্ত্তি যে দিন উড়িবে সে দিন আমাকে খবর দিও এবং এই চৌকাট বিশ হাজার কিম্বা পঞ্চাশ হাজার টাকার উড়িবে। পরে গত সপ্তাহে সেই বিশ হাজার টাকার চৌকাট উড়িয়াছে।

অথ হাস্যবিদ্যা।

এক নগরে চারি চোর এক গৃহস্থের ঘরে চুরি করিয়া অনেক ধন লইয়া যাইতে নগরের চৌকীদারেরা ঐ ধন সমেত চারি চোরকে ধরিল ও রাজার নিকটে উপস্থিত করিল। রাজা বিচারদ্বারা তাহারদের দোষ সপ্রমাণ করিয়া তিন চোর বধ করিলে চতুর্থ চোর কহিল হে চৌকীদারেরা আমারদের তিন জনকে নষ্ট করিলা আমাকে একবার রাজার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া নষ্ট কর। যেহেতুক আমি অপূর্ব্ব এক বিদ্যা জানি আমি মরিলে সে বিদ্যালোপ হয় তাহা রাজাকে শিক্ষা করাই পরে আমাকে নষ্ট করিও। এই সম্বাদ রাজার নিকটে প্রকাশ হওয়াতে রাজা কৌতুকার্থে চোরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে তুই কি বিদ্যা জানিস। চোর কহিল যে আমি সুবর্ণকৃষি বিদ্যা জানি হে মহারাজ এক সর্ষপপরিমিত সুবর্ণের বীজ করিয়া নিয়ম মত মৃত্তিকায় বুনিলে এক মাসে ঐ বীজে বৃক্ষ জন্মিবে ও তাহাতে এক পাল স্বর্ণ পুষ্প হইবে মহারাজ আপনি দেখিলেই জানিতে পারিবেন। রাজা সে কথাতে বিশ্বাস করিয়া তাহা করিতে অনুমতি দিলেন। চোর স্বর্ণকারদ্বারা সুবর্ণের সর্ষপপরিমিত বীজ নির্ম্মাণ করিয়া রাজার অন্তঃপুরে ভূমি পরিষ্কার করিয়া কহিল হে মহারাজ বীজ বপন কে করিবেন আজ্ঞা করুন। রাজা কহিলেন তুই বীজ বপন কর। চোর উত্তর করিল হে মহারাজ স্বর্ণ বীজ বুনিতে আমার অধিকার নাই যদি অধিকার থাকিত তবে এমত বিদ্যা জানিয়া আমি দুঃখী হইতাম না যে লোক কখন কোন দ্রব্য চুরি না করিয়া থাকেন তিনি এই বীজ বুনিতে পারেন অতএব মহারাজ এ বীজ বপন করুন। রাজা কিঞ্চিৎ কাল ভাবনা করিয়া কহিলেন যে আমি সন্যাসিরদিগকে দিবার নিমিত্তে পিতার নিকটহইতে কিছু ধন লইয়া সন্যাসিগণকে কিঞ্চিৎ দিয়াছিলাম কিছু আপনি লইয়াছিলাম এ কার্য্যও এক প্রকার চুরি হয় অতএব আমি বীজ বপন করিতে পারি না। চোর এই কথা শুনিয়া কহিল যে তবে মন্ত্রী বপন করুন। মন্ত্রী কহিলেন আমি রাজকীয় ব্যাপারে নিযুক্ত আছি কি প্রকারে কহিব যে আমি কখন চুরি করি নাই। পরে চোর কহিল তবে ধর্ম্মাধিকারী বীজ বপন করুন। পশ্চাৎ ধর্ম্মাধিকারী উত্তর করিলেন আমি বাল্যকালে মাতার স্থাপিত মোদক চুরি করিয়াছিলাম। চোর এই সকল কথা শুনিয়া কহিল হা যদি আপনারা সকলেই চুরি করিয়াছেন তবে কেবল আমার প্রাণ দণ্ড কেন হয়। সভাস্থ সকল লোক চোরের কথা শুনিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন এবং রাজাও কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিলেন রে চোর তোর প্রাণদণ্ড হইবে না।

বাজার ভাও

জিনিস	মোন	অবধি	পর্য্যন্ত
সুপারি	১	৪	৪।০
ভেরণ্ডা তৈল	১	২০	৩২
গাছ মরিচ	১	৫	৯
নারিকেল তৈল	১	১৬	১৭
তুলা কাছোড়া	১	১৭॥০	১৮
আদা রঙ্গপুর	১	৩	
পাটনাই আদা	১	২॥০	২৸০
চালু পাটনাই	১	৩॥৵	৩৸
পাছড়ি উত্তম	১	২৸	৩
পাছড়ি মধ্যম	১	২।০	২॥০
মুগী উত্তম	১	১॥৵	
মুগী মধ্যম	১	১॥৶	
বানাম	১	১৶	
দুধা ধান	১	২৶	২।০
পাটনাই বুট	১	৩।৶	৩॥০
অড়হর ডালি	১	৩॥	
উত্তমগায়েঘৃত	৮	২০	
মধ্যম ঘৃত	১	১৬	১৮
ভৈঁসা ঘৃত	১	১৬	১৭
মধ্যম ভৈঁসা	১	১৫	
নীল উত্তম	১	১৬০	
অন্যং প্রকার			
নীল	১	১১০	১৫০
সোরা উত্তম	১	৭	৭।৵
মধ্যম	১	৩।০	৬৸০
চিনী কাশীর	১	১০	১০৸০
মধ্যম	১	৮॥০	১০
খার চিনী	১	৫৸০	
তেতুল	১	৸০	৸৵
তামাকু	১	৪॥০	৫॥০
চন্দন	১	১৫	১৭

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে২ এক টাকা যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকটে কাগজ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাহার নিকটে পাঠান যাইবেক।

সমাচার দর্পণ

৯০ সংখ্যা। শনিবার। ৫ ফিব্রুয়ারি সন ১৮২০। ২৪ মাঘ সন ১২২৬।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যানিব কার্য্যাবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা বার আনা ডিস্কৌণ্ট। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা এক টাকা দুই আনা ডিস্কৌণ্ট।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

৫	ফিব্রুয়ারি	শনিবার	২৪	মাঘ
৬	ঐ	রবিবার	২৫	ঐ
৭	ঐ	সোমবার	২৬	ঐ
৮	ঐ	মঙ্গলবার	২৭	ঐ
৯	ঐ	বুধবার	২৮	ঐ
১০	ঐ	বৃহস্পতিবার	২৯	ঐ
১১	ঐ	শুক্রবার	৩০	ঐ

ইস্তাহার।

২৪ দিসেম্বর তারিখে কলিকাতার আফীম দপ্তরহইতে এক ইস্তাহার বাহির হইয়াছে যে ২ দোসরা মার্চ তারিখে এগার ঘণ্টার সময়ে এক্শ্চেঞ্জ ঘরে বেহারের ১৩৭১ সিন্ধুক আফীম ও বানারসের ৩৩২ সিন্ধুক আফীম বিক্রয় হইবেক।

সমাচার দর্পণ।

সিংহলদ্বীপ।

সম্প্রতি তাবৎ সিংহলদ্বীপ ইংগ্লণ্ডীয়েরদের হস্তগত হইয়াছে এবং সেখানকার লোকেরা ক্রমেং ইংগ্লণ্ডীয়েরদের রাজশাসনে এখন সম্মত হইতেছে যেহেতুক যাহারা সিংহলদ্বীপের অধ্যক্ষ তাহারা অধিকারি নামে খ্যাত তাহারদের দৌরাত্ম্যহইতে সিংহলদ্বীপের লোকেরা এখন রক্ষা পাইয়াছে সেখানে ঐ অধিকারিরদের এমত পরাক্রম পূর্ব্বে ছিল যে সেখানকার প্রজারদের জীবন ও মরণ তাহারদের অধীন ছিল তাহারা যখন যে মন ইচ্ছা করিত তখন তেমন করিত। সে স্থানে ইংগ্লণ্ডীয় অধিকার হইলে যিনি সেখানে বড় সাহেব হইয়া গেলেন তিনি এক দিন সেই সকল অধিকারিরদিগকে আপন নিকটে ডাকিলেন ও অনেকে তাঁহার নিকটে অবিলম্বে আইল এক অধিকারী কিঞ্চিৎ বিলম্বে আইল পরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করা গেল যে কেন তোমার এত বিলম্ব হইল। সে তাহার উত্তর করিল যে আমার চারি জন বেহারা আসিতে বিলম্ব করিয়াছিল তৎপ্রযুক্ত বিলম্ব হইল কিন্তু পূর্ব্বে এমত ছিল না পূর্ব্বে আমি এক অঙ্গুলীমাত্র হেলাইলে এক শত লোক তৎক্ষণাৎ কৃতাঞ্জলি হইয়া সম্মুখে উপস্থিত হইত কিন্তু এখন চারি বেহারা আসিতেও বিলম্ব করে সাধ্য কি। ঐ অধিকারিরা পূর্ব্বে দেশের প্রজাগণেরদের অধিক ব্যামোহ দিত সে দেশে কেবল ঐ অধিকারিরদেরমাত্র সুখ ছিল কিন্তু প্রজা লোকেরদের অশেষ দুঃখ। এখন ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সেখানে অধিকার হওয়াতে ঐ অধিকারিরদের নিতান্ত সুখহানি হয় নাই এবং প্রজারদের অত্যন্ত দুঃখহানি হইয়াছে। সেখানে শহর ভিন্ন পল্লীগ্রামে টাকার কারবার প্রায় নাই যখন কোন দ্রব্য ক্রয় করিতে হয় তখন এক দ্রব্য দিয়া অন্য দ্রব্য লয় এবং তদ্দেশীয় লোকেরা সোনা রূপার উপরে এমত সুন্দর শিল্প কর্ম্ম করিতে পারে যে তেমন লক্ষ্ণৌ ও দিল্লীর লোকেরা করিতে পারে না এবং সেখানে এই সকল শিল্পকর্ম্মের মজুরি যৎকিঞ্চিৎ লবণ কিম্বা এক আধখান কাপড়। সেখানকার রাজা ইংগ্লণ্ডীয়েরদের প্রতিকূলে অনেক মন্দ কর্ম্ম করিয়াছিল তৎপ্রযুক্ত তাহাকে মান্দরাজের নিকটে বেলুর নামে স্থানে কএদ রাখিয়াছেন ও তাহার খশাহরা প্রতিমাস পাঁচ হাজার টাকা নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন।

সেখানকার হস্তী সকল দেশের হস্তীহইতে বড়। এবং সে দেশে দন্তযুক্ত হস্তী পাওয়া ভার ও পূর্ব্ব কালে এমত নিয়ম ছিল যে যদি কখনও সদন্ত হস্তী পাওয়া যাইত তবে তৎক্ষণাৎ রাজার নিকটে দাখিল হইত রাজামাত্র তাহার উপরে আরোহন করিতেন কোন প্রজা তাহার উপরে চড়িতে পারিত না। এবং রাজা ঐ রূপ হস্তী পাইলে বুদ্ধ দেবকে সমর্পণ করেন এবং সকলহইতে বড় যে হস্তী তাহাকে রাজা আপনি রাখেন এবং সেখানে রাজা যখন হস্তীর উপরে আরোহণ করেন তখন মাহুত তাহার উপরে চড়িতে পারে না রাজার অগ্রে চাকর কি রূপে বসিতে পারে রাজা আপনিই হস্তীকে চা

লান এবং অন্যং দেশে হস্তীর পৃষ্ঠে দেশে কর্ত্তা বসে ও তাহার মস্তকের ওপরে মাহুত বসে কিন্তু সিংহলদ্বীপে তাহার বিপরীত মস্তকের ওপরে রাজা বসেন ও পৃষ্ঠে দেশে অন্যং চাকর বসে ও তাহারদের খাদ্য সামগ্রী থাকে।

ডাকাইতি।

ইওরোপ দেশস্থিত ইতালি দেশে এক আশ্চর্য্যরূপ ডাকাইতি হইয়াছে। এক ব্যক্তি ভাগ্যবান সাহেব আপন ঘরে বসিয়া সায়ংকালে আপন পুত্র ও এক জন ছবিওয়ালা সাহেবের সহিত কথোপকথন করিতেছিল ইত্যবসরে এক ব্যক্তি ডাকাইত শিষ্ট লোকের মত পোশাক পরিধান করিয়া ও টুপীতে একখান শাল জড়াইয়া অকস্মাৎ ঐ তিন জনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল যে এই ঘরের কর্ত্তা কে। তাহাতে ঐ ভাগ্যবান সাহেব তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া কহিল যে আমি তাহাকে ডাকিয়া আনি। ইহা কহিয়া সে পলাইল। ঐ ডাকাইত তাহাকে চিনিতে পারিল না। ঐ ভাগ্যবান পলাইয়া যাইতে আর চারি জন ডাকাইতকে দেখিল। ঐ ডাকাইত ঐ ভাগ্যবানের পুত্রকে ও ছবিওয়ালা সাহেবকে ধরিয়া লইয়া এক জঙ্গলে গেল। পরে ঐ দুই জন সেই জঙ্গলে পঞ্চাশ জন ডাকাইত জমা হইয়াছে দেখিল এবং তাহারদের মধ্যে বিশ বৎসরের অধিক বয়ঃক্রম কাহারো নহে ও তাহারদের পোশাক প্রকৃত সাহেব লোকেরদের মত ও স্বর্ণ ও হীরাতে নির্ম্মিত একং অঙ্গুরি তাহারদের অঙ্গুলিতে এবং তাহারদের সরদারের গলাতে অতিসুন্দর সোনার মালা আছে। ঐ ডাকাইতের সরদার ঐ ভাগ্যবানের নিকটে পত্র লিখিল যে তোমার পুত্রকে আমি কএদ করিয়াছি তুমি ছয় হাজার টাকা পাঠাইলে তবে তাহাকে খালাস করিয়া দিব নতুবা তোমার পুত্রকে ছাড়িব না কিন্তু ঐ ছবিওয়ালাকে পঞ্চাশ টাকা পাইলে খালাস করিয়া দিবেক এমত লিখিল। পরে ঐ ভাগ্যবান তাহারদিগকে অনেক বিনয়পূর্ব্বক দুই হাজার টাকা পাঠাইয়া দিয়া আপন পুত্রকে খালাস করিয়া আনাইল।

আত্মহত্যা।

কলিকাতার বহুবাজারে আনচাণ্ট না যে এক জন পোর্ত্তুগীশ আপনি আপন গলাতে ছুরি দিয়া মরিয়াছে তাহার তদারক করিবার কারণ গত সোমবারে পুলিসের হুকুমঅনুসারে জুরিরা বিবেচনা করিলেন ও তাহাতে এই প্রমাণ হইল যে ঐ মৃত ব্যক্তি পূর্ব্বে মোং কলিকাতার ডাকঘরের কেরাণী ছিল গত বন্দোবস্তে তাহার কর্ম্ম চ্যুত হওয়াতে দুঃখী হইয়া মান্দরাজে গিয়াছিল সেখানেও আপন চাকরি না হওয়াতে পুনর্ব্বার আপন প্রতিপালনার্থ মোং কলিকাতাতে আসিয়াছিল তাহাতে ঐ ব্যক্তি কিঞ্চিৎ ওন্মত্তপ্রায় হইয়াছিল তৎপ্রযুক্ত সে আপন গলায় ছুরি দিয়াছে।

কুম্ভীর।

পুলোপিনাঙ্গ শহরে ৩ জানুআরি সোমবার শেষ রাত্রেতে এক ঘোড়ার আস্তবলে এক কুম্ভীর প্রবিষ্ট হইয়াছিল তাহাকে দেখিয়া তাহার দ্বারস্থ কুকুর শব্দ করিতে লাগিল তাহাতে সকলের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া ওঠিয়ো কুম্ভীরকে দেখিল ও তাহাকে অনেক পরিশ্রম করিয়া ধরিল। ঐ কুম্ভীর দশ হাত লম্বা ও তিন হাত চৌড়া। ঐ আস্তবল নদীহইতে প্রায় এক হাজার হাত দূর কিন্তু নদীতে সংলগ্ন এক নরদামা আস্তবলের নিকটে আছে অনুমান হয় যে ঐ নরদামা দিয়া আসিয়াছিল। এবং ৫ জানুআরি তারিখে ঐ নদীতে এক ডোঙ্গার ওপরহইতে এক জনকে কুম্ভীরে লইয়া গিয়াছে। ঐ মাসের ৩ তারিখে বৈকাল বেলা আর এক জনকে কুম্ভীরে ধরিয়াছে।

বাণিজ্য।

এই বৎসর নীল অন্য দেশে অনেক গিয়াছে। কতক দিন হইল সমাচার পাওয়া গেল যে ইংগ্লণ্ডে নীলের মূল্য অধিক হইয়াছে এখানে যে নীল জমা আছে তাহা ক্রমেং অন্যং দেশে রপ্তানি হইতেছে। আদা ও অন্য শস্য বাজারে কিছু কম আছে এবং কাপড়ের বাজার মন্দ হইয়াছে বিলাতী জিনিসের মধ্যে কোনং জিনিস ভিন্ন প্রায় সকল জিনিসের মূল্য অল্প।

ভাগলপুর।

সংপ্রতি সমাচার পাওয়া গেল যে ভাগলপুর প্রদেশে পূর্ব্বে অধিক বরফ হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে তৎপ্রদেশে কোন শস্যাদির অপচয় হইতে পারে নাই এবং সেখানে যে প্রকার শস্য এইবার উৎপন্ন হইয়াছে এই প্রকার শস্য গত তিন চারি বৎসর হয় নাই কিন্তু শস্যের মূল্য অদ্যাপি ন্যূন হয় নাই। অন্যং প্রদেশের সমাচার পাওয়া যাইতেছে হৈমন্তিক নানা শস্য অতিসুন্দর জন্মিয়াছে কিন্তু তাহাতে কোন দ্রব্য সুমূল্য

সমাচার দর্পণ।

নহে এবং অন্যাং বৎসর যদি হয় এক দ্রব্য দুর্মূল্য থাকে প্রায় অন্যাং সকল দ্রব্য সুলভ হয় এই বৎসর কিবা গতিক যে সকল দ্রব্যই দুর্মূল্য। কিন্তু এই বৎসর নানা প্রদেশে যে রূপ শস্যাদি জন্মিয়াছে ইহাতে অনুভব হয় যে আগামি বৎসরে অতিসুভিক্ষ হইবেক।

ওলাওঠা।

মরিচওণদ্বীপহইতে সমাচার আসিয়াছে যে সেই দেশে ওলাওঠা রোগ পুনর্ব্বার বলবান হইয়াছে কিন্তু ইতর লোকের দের মধ্যে অধিক এবং তাহার তদারক করিবার কারণ সরকারহইতে হুকুম হইয়াছে তাহাতে সে বিষয়ের অনেক তদারক হইতেছে।

হরিদ্বারের যাত্রা।

হরিদ্বারে কুম্ভকামেলা নামে এক যাত্রা আগামি কুম্ভসংক্রান্তিতে হইবেক। সে যাত্রা বার বৎসর অন্তরে একবার হয় তাহার কারণ এই যে যে বৎসর সূর্য্য ও বৃহস্পতি কুম্ভরাশিগত হন সেই বৎসর কুম্ভ যাত্রা সেখানে হয় যেহেতুক বৃহস্পতি বার বৎসর অন্তরে কুম্ভরাশিতে গমন করেন সেই যাত্রাতে হিন্দুস্থানের অনেক লোক সেখানে একত্র হয় অনুমান হয় যে দশ লক্ষ লোকের অধিক লোক সেখানে জমা হইয়া থাকে কিন্তু ১৮০৮ সালের যাত্রার মত যদি লোক সমাগম হয় তবে নিঃসন্দেহ আমরা বুঝিতে পারি যে সেখানে বিশ লক্ষ লোক এইবার জমা হইবেক। এই বার যে এত লোক হইবে তাহার কারণ এই যে শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব সিংহলদ্বীপ হইতে কাশ্মীরের পর্ব্বতপর্য্যন্ত এবং সিন্ধু নদীর তীরহইতে চীন দেশপর্য্যন্ত তাবৎ দস্যু প্রভৃতির ভয় দূর করিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় যে যাহারা অন্যাং বৎসরে আইসে নাই তাহারা অবশ্য এই বৎসর আসিবে।

এই যাত্রাতে দুই প্রয়োজনের নিমিত্ত লোকেরা যায় প্রথম বাণিজ্যদ্বারা ধন লাভ দ্বিতীয় তীর্থ দর্শন। তাহার মধ্যে অধিক লোক বাণিজ্যের জন্যে অনেক দূর দেশহইতে আইসে। গত যাত্রাতে উত্তর দিকস্থ কাঁঘয়া দেশহইতে মহাজনেরা আসিয়াছিল ও চীন ও তাতার দেশের মহাজনেরা হিমালয় পর্ব্বত দিয়া চা প্রভৃতি বিক্রয় করিবার নিমিত্তে আসিয়াছিল অধিক কি লিখিব এমন কোন দ্রব্য নাই যে সেই যাত্রাতে বিক্রয় না হয় যেহেতুক ঐ স্থান আসিয়ার মধ্যবর্ত্তি সেখানে হাজার দেড় হাজার মহাজনেরা সকল দেশহইতে আসিয়া মহাবাজারের মত দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করে।

হস্তকলমে।

মোং সিংহলদ্বীপে হস্তকলমে লোকেরা অধিক দৌরাত্ম্য করিতেছে সেই কারণ সেখানকার বড় সাহেবের ইংগ্লণ্ডে যাওনের প্রায় ছয় মাস দেরি হইল। ইংগ্লণ্ড হইতে অনেক ছাপান হুণ্ডীর কাগজ আসিয়াছিল কিন্তু সেইং কাগজে নম্বর ও টাকার অঙ্ক ও সহী ইত্যাদি কিছু ছিল না সেই সকল প্রবীন সেক্রটারির দপ্তরখানায় রাখা গিয়াছিল সেখানহইতে সে সকল চুরি করিয়া চোরেরা সেইং হুণ্ডীতে আপনং ইচ্ছানুসারে টাকার অঙ্ক ফেলিয়াছে ও বড় সাহেব ও রেজেষ্টর সাহেবের সহী করিয়াছে এবং এই সকল হুণ্ডী দিয়া টাকা লইয়াছে এবং যাহারা এই মিথ্যা হুণ্ডী সত্য জ্ঞানে গ্রাহ্য করিয়াছে তাহারদের অনেক কষ্ট ও ক্ষতি হইবেক। সেই হুণ্ডীতে তাহারা সালের ভুল করিয়াছে ১৮১৯ সালকে ১৮০১৯ সাল করিয়াছে এবং এক স্থানে যে নাম সহী করিতে হয় তাহা অন্য স্থানে সহী করিয়াছে এই ভুলক্রমে সে মিথ্যা হুণ্ডী ধরা পড়িয়াছে।

আশ্চর্য্য চলন।

ইংগ্লণ্ডে এক ব্যক্তি সাড়ে পঞ্চাশ ক্রোশ চব্বিশ ঘণ্টায় চলিতে বাজী রাখিয়াছিল তাহাতে সে ব্যক্তি নয় মিনিট কম চব্বিশ ঘণ্টায় ঐ পথ চলিয়া বাজীতে জয়ী হইয়াছে।

চীন দেশ।

কথক দিন হইল চীন দেশে এক ভাগ্যবান লোকের স্ত্রী মরিল এবং সে দেশের সমাচার পত্রে সেই স্ত্রীর মরণ বিষয়ে এই মত লিখা গিয়াছে যে শ্রীশ্রীযুত স্ফুনের স্ত্রী অমর লোকের সহিত বেড়াইতে গিয়াছেন।

হয়দরাবাদ।

হয়দরাবাদের পত্রদ্বারা জানা গেল যে মহারাজ গোবিন্দ বক্স আপন রাজ্য না পাইয়া হয়দরাবাদহইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন তাহার রাজ্য না পাওয়াতে সেই দেশীয় প্রজারা বড় আনন্দিত হইয়াছে যেহেতুক ঐ রাজা অতিদুরাশয়।

গত ২৭ দিসেম্বর তারিখে শ্রীযুত মহারাজ চন্দুলাল নবাব নিজামের পাঁচ হাজার সৈন্যের ইন্তাহাম লইলেন ও পাঁচ হাজার টাকা তাহারদিগকে পারিতোষিক দিলেন।

এবং ভীল নামে এক জাতিরদের সহিত ইংগ্লণ্ডীয়েরদের যে এক যুদ্ধ হই

সমাচার দর্পণ।

তেছিল তাহা অদ্যাপি নিবৃত্ত হয় নাই কিন্তু তাহারদের পক্ষীয় অনেক সরদার মত ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধীন হইয়াছে কাহাক স্বাধীনও আছে।

শস্ত্রবিদ্যা কথা।

ধীরা নামে এক রাজধানীতে বিবেক শর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণের পুত্র নির্ব্বিবেক নামা ব্রাহ্মণ বসতি করে। সে অধ্যয়ন ও শিষ্টাচার হীন হইয়া ব্যাধগণের সহিত মৃগয়া করিতে প্রবৃত্ত হইল। এক সময় এক দেবালয়ের গর্ত্তের মধ্যে কপোতের শব্দ শুনিয়া চিন্তা করিল যে এই দেব মন্দিরের উপরে উঠিয়া কপোত সকল ধরিয়া আনি। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে কামুক লোক স্ত্রী ব্যতিরেক আর কোন বস্তুতেই সুখী হয় না এবং খল লোক খলতা ব্যতিরেকে সুখী হইতে পারে না হিংসুক লোক হিংসা না করিয়া স্বচ্ছন্দ থাকিতে পারে না। অনন্তর ঐ ব্রাহ্মণ কপোত লইবার নিমিত্তে দেবমন্দিরে উঠিয়া গর্ত্তেতে হাত দিয়া কপোত জ্ঞানে গর্ত্তস্থ সর্পকে ধরিল। তাহাতে ঐ ধৃত সর্প সেই ব্রাহ্মণের হস্ত বেষ্টন করিল। তখন ঐ ব্রাহ্মণ এই চিন্তা করিল যে যদি আমি সর্প ত্যাগ না করি তবে এক হস্তে দেবালয়হইতে নামিতে পারি না যদি ত্যাগ করি তবে সর্প আমাকে দংশন করিবে সংপ্রতি কি করি এইরূপ বিপদ্গ্রস্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল যে হে সকল লোক আমাকে রক্ষা কর। শাস্ত্রে এরূপ প্রমাণ আছে যে লোক আপনার দোষ গ্রহণ না করে এবং সর্ব্বদা ব্যসনেতে প্রবৃত্ত হয় সেই মনুষ্য ঐ ব্যসন জন্য ফলপ্রাপ্ত হইয়া অবশ্য কাতর হয়। অনন্তর ঐ ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া সেখানে অনেক লোক আইল এবং রাজা ভোজও এই সম্বাদ শুনিয়া ব্রাহ্মণের রক্ষার্থে সেখানে আইলেন কিন্তু ব্রাহ্মণের প্রাণের উপায় কেহ কিছু স্থির করিতে পারিল না। পরে রাজা ভোজ পর্ব্বত শিখরের ন্যায় দেবমন্দিরের মস্তকে এক হস্তাবলম্বী অন্য হস্ত সর্পেতে বেষ্টিত ব্রাহ্মণকে দেখিয়া সকলকে কহিলেন যে হে মনুষ্য সকল তোমারদের মধ্যে এমন কেহ আছে যে কোন উপায় করিয়া অনায়াসে এই বিপ্রকে মন্দিরহইতে নীচে নামাইতে পারে তবে আমি অবশ্য তাহাকে এক লক্ষ মোহর দিব। ভোজরাজার এই বাক্য শুনিয়া রাজপুত্রজাতি সিংহল নামে এক পুরুষ ধনুর্ব্বিদ্যাতে অতিকুশল সে কহিল যে হে মহারাজ অত্যল্প প্রয়াসেতে আমি এই বিপ্রকে নীচে আনিব কিন্তু ব্রাহ্মণ সর্পবেষ্টিত হস্ত আমাকে দেখাওন। তাহাতে বিপ্র সেইরূপ করিলে ঐ রাজপুত্র ধনুকেতে বাণ যোগ করিয়া কর্ণমূলপর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া ত্যাগ করিল এবং সর্পের মস্তক ছেদন করিল। তাহাতে সর্পের শরীর ব্রাহ্মণের হস্ত ত্যাগ করিয়া মৃত্তিকায় পড়িল পশ্চাৎ ব্রাহ্মণ সর্পের ফণা ত্যাগ করিয়া নিরুদ্বেগে দেবালয়হইতে নীচে নামিল। রাজা ভোজ তাহা দেখিয়া পরমাহ্লাদিত হইয়া ঐ রাজপুত্রকে স্বীকৃত লক্ষ মোহর ও আরং পুরস্কার বস্ত্রালঙ্কার দিয়া সন্তুষ্ট করিলেন।

বাজার ভাও।

জিনিস	মোন	অবধি	পর্য্যন্ত
সুপারি	১	৪	৪৵
ভেরণ্ডা তৈল	১	২০	৩২
গাছ মরিচ	১	৫৷৷৹	৬
নারিকেল তৈল	১	১৬	১৭
তুলা কাছোড়া	১	১৭৷৷০	১৮
আদা রঙ্গপুর	১	২৸০	৩
পাটনাই আদা	১	২৷৷০	
চালু পাটনাই	১	৩৷৷৵	৩৸
পাছড়ি উত্তম	১	২৸০	৩
পাছড়ি মধ্যম	১	২৷০	২৷৷০
মুগী উত্তম	১	১৸৵	
মুগী মধ্যম	১	১৶	
বালাম	১	১৸	১৶
দুধ খান	১	২৵	
পাটনাই দুট	১	৩।৵	৩৶
অড়হর ডালি	১	৬৷৷	
উত্তমগায়েঘৃত	১	২০	
মধ্যম ঘৃত	১	১৬	১৮
ভৈঁসা ঘৃত	১	১৬	১৭
মধ্যম ভৈঁসা	১	[illegible]	
নীল উত্তম	১	১৬০	
অনং প্রকার			
নীল	১	১১০	১২০
সোরা উত্তম	১	৭	৭৷৵
মধ্যম	১	৬৷০	৬৸০
চিনী কাশীর	১	১০	১০৷০
মধ্যম	১	৮৷৷০	১০
খার চিনী	১	৫৸০	
তেতুল	১	৸০	৸৵
তামাকু	১	৪৷৷০	৫৷০
চন্দন	১	১৫	১৭

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহেং কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসেং এক টাকা যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকট কাগজ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাহার নিকটে পাঠান যাইবেক।

সমাচার দর্পণ

৯১ সংখ্যা । শনিবার । ১২ ফিব্রুআরি সন ১৮২০ । ১ ফাল্গুন সন ১২২৬ ।

দর্পণেমুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ । বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে ॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা চৌদ্দ আনা ডিস্কৌণ্ট। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা এক টাকা দুই আনা ডিস্কৌণ্ট।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

১২	ফিব্রুআরি	শনিবার	১	ফাল্গুন
১৩	ঐ	রবিবার	২	ঐ
১৪	ঐ	সোমবার	৩	ঐ
১৫	ঐ	মঙ্গলবার	৪	ঐ
১৬	ঐ	বুধবার	৫	ঐ
১৭	ঐ	বৃহস্পতিবার	৬	ঐ
১৮	ঐ	শুক্রবার	৭	ঐ

ইস্তাহার।

২৪ দিসেম্বর তারিখে কলিকাতার আফীম দপ্তরহইতে এক ইস্তাহার বাহির হইয়াছে যে ২ দোসরা মার্চ তারিখে এগার ঘণ্টার সময়ে এক্সচেঞ্জ ঘরে বেহারের ১৩৭১ সিন্দুক আফীম ও বানারসের ৩৩২ সিন্দুক আফীম বিক্রয় হইবেক।

মসলার ইস্তাহার।

২৫ জানুআরি তারিখে শ্রীশ্রীযুত এই ইস্তাহার দিয়াছেন যে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকৃত দেশোৎপন্ন লবঙ্গ ও জৈত্রী ও জায়ফল এই তিন দ্রব্য যে কোন ব্যক্তি কলিকাতাতে আমদানি করিবেক সে বিনা মাসুলে আমদানী করিতে পারিবেক এবং যে দেশে ঐ তিন দ্রব্য জন্মে ও সেখানে জাহাজ বোঝাই হয় সেই জিনিসের ওপরে বড় সাহেবের কিম্বা অন্য কোন প্রবীন সাহেবের সহী থাকিবেক এবং ঐ তিন দ্রব্য যদি ইংগ্লণ্ডীয়াধিকার ভিন্ন স্থানহইতে কেহ আমদানী করে তবে তাহার মাসুল লাগিবেক।

বিবাহের ইস্তাহার।

৭ ফেব্রুআরি শ্রীযুত বাবু রামদুলালদে সরকার গবরনরমেন্ত গেজেটে ইস্তাহার দিয়াছেন যে তিনি আপন দুই পুত্রের বিবাহ ৭ ও ১১ ফাল্গুন তারিখে দিবেন তাহাতে ইংগ্লণ্ডীয় সাহেবেরদের কারণ ১। ২ ফাল্গুন এই দুই দিন নিরূপণ করিয়াছেন যে তাঁহারা ঐ দুই দিনে তাঁহার শিমলের বাটীতে গিয়া নাচপ্রভৃতি দেখেন ও খানা করেন। এবং আরব ও মোগল ও হিন্দু ভাগ্যবান লোকেরদের কারণ ১৩। ১৪। ১৫। ১৬ তারিখ নিরূপিত হইয়াছে তাহারাও উপযুক্ত মত আমোদ প্রমোদ করিবেন।

সমাচার দর্পণ।

সহমরণ।

১৭ জানুআরি তারিখে মোং লক্ষ্ণৌ আশ্চর্য্যরূপ সহমরণ হইয়াছে ঐ দিন এক স্ত্রী সহমরণ করিতে উদ্যতা হইলে বিকাল বেলা তিন ঘণ্টার সময়ে অনেক লোক সহমরণ দেখিতে সেখানে উপস্থিত হইল সে স্ত্রীকে চিতাতে শয়ন করাইলে অনেক শুষ্ক কাষ্ঠ ও চন্দন ও ধুনা প্রভৃতি তাহার ওপরে দিল তখন সে স্ত্রী এমত অজ্ঞানা ছিল যে তাহার ওপরে বাঁশ প্রভৃতি কিছু দিয়াছিল না। চিতাতে অগ্নি সংযোগ করিলে ঐ স্ত্রী চিতাহইতে উঠিয়া চিতার কাষ্ঠের ওপরে পা দিয়া বলক্রমে লম্ফ দিয়া নামিল। এবং অতিশীঘ্র দৌড়িল। তৎক্ষণাৎ এক জন সিপাহী দৌড়িয়া তাহাকে বলক্রমে ধরিয়া আনিয়া পুনর্ব্বার জ্বলন্ত চিতাতে নিক্ষেপ করিল পুনর্ব্বার সে চিতাহইতে লম্ফ দিয়া পলাইল। পুনর্ব্বার সেই সিপাহী তাহাকে ধরিয়া আনিয়া তাহাকে চিতাতে ফেলিয়া দিল। পুনর্ব্বার সে স্ত্রী পলাইল। পুনর্ব্বার ঐ সিপাহী তাহাকে ধরিতে যাইতে তিন চারি জন সাহেব লোক বিবেচনা করিল যে এই স্ত্রীর নিতান্ত সহমরণ যাইতে বাসনা নাই কেবল ঐ সিপাহী তাহাকে খুন করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই বিবেচনা করিয়া তাহার এক সাহেব ঐ সিপাহীকে ধক্কা মারিয়া দূরে ফেলিল ও আপনারা ও অন্য সিপাহীরা সকল সে স্ত্রীকে ঘেরিয়া অন্যত্র লইয়া তাহাকে বাঁচাইল। ইহাতে অনেক হিন্দু সিপাহীরা কেহই অসম্মত হইল না বরং তাহার রক্ষার্থে সকলে উদ্যুক্ত হইল। সম্প্রতি সে স্ত্রী জাতিভ্রষ্টা হইয়াছে তাহার কারণ সেখানকার সাহেব লোকেরা ঐ স্ত্রীর যাবজ্জীবন খরচের কারণ আপনারা চান্দা করিয়া টাকার সংস্থান করিয়া দিয়াছেন।

গত বৎসর এই দেশে এক সহমরণে অ

তিবিভ্রাট হইয়াছিল একস্ত্রী সহগমন করিতে উদ্যতা হইয়া গঙ্গাতীরে বসিয়াছিল তাহার জ্বালানের কাষ্ঠ এক দোকানহইতে খরিদ করিয়া আনিয়াছিল সে দোকানীর কাষ্ঠের দরুণ চারি আনা বাকী ছিল তৎপ্রযুক্ত সে দোকানী আসিয়া কহিল যাবৎ চারি আনা না দিবা তাবৎ আমি সহমরণ যাইতে দিব না। এই বিরোধে আধিঘণ্টা কালক্ষেপণ হইল। সে স্ত্রী অত্যন্ত দুঃখিনী হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল ও কহিল যে আমাকে তলোয়ার দিয়া খুন কর কিম্বা অন্য কোন প্রকারে মারিয়া ফেল কিন্তু বিলম্ব করিও না। পরে ঐ চারি আনা তাহাকে দিয়া ঐ বিবাদ মিটাইলে সে স্ত্রীকে চিতারোহণ করাইল ও সে অনায়াসে সতী হইল।

জাহাজদাহ।

মোং কলিকাতার চান্দপালের ঘাটের নিকটে এক জাহাজ বাহিরে যাইবার কারণ বোঝাই হইয়া প্রায় প্রস্তুত হইয়াছিল অল্প জিনিস বোঝাইর অপেক্ষা ছিল সম্প্রতি গত সোমবারে ঐ জাহাজে অগ্নি লাগিয়া বুধবারপর্য্যন্ত তাবৎ জাহাজ পুড়িয়াছে তাহাতে অগ্নি লাগিলে তাহার নিকটে কোন জাহাজ ও বজরা পিনিস প্রভৃতি অগ্নির উত্তাপে থাকিতে পারে নাই সে জাহাজের মূল্য আশী হাজার টাকা এবং তাহাতে অনেক লক্ষ টাকার জিনিস বোঝাই হইয়াছিল সোরা ও চিনি ও রেশম ইত্যাদি অনেক দ্রব্য বোঝাই হইয়াছিল।

মাথাভাঙ্গা খাল।

মাথাভাঙ্গার খালে জলের অল্পতাপ্রযুক্ত পূর্ব্বে নৌকার গমনাগমনে লোকেরদের অতিকষ্ট হইত সম্প্রতি সেখানকার সমাচার আসিয়াছে যে কতক দিন হইল কাটাকাটী খালহইতে সমুদ্রিয়া ঘাটপর্য্যন্ত সেই খালের জল মাপ করা গিয়াছে অতএব পূর্ব্ব বৎসরে যেং স্থানে নৌকাদির বাধা জন্মিত সেইং স্থানে জলের গাম্ভীর্য্য দেখা গেল। মোং লতীভাঙ্গাতে দুই হাত জল ও মোং জুগীহুদাতে দেড় হাত ও মোং রঙ্গপুর সওয়া হাত এবং খুদেখালিতে দেড় হাত ও মোং বোয়ালিমারি দেড় হাত ও মোং শিয়ালমারি দেড় হাত ও মোং মধুপুরে দুই হাত ও মোং আলুকদের ঘাটে দুই হাত। এই সমাচারে নৌকা ব্যবসায়ি মহাজনেরদের অনেক উপকার হইবেক ঐ খালে নৌকার গমনাগমনের জন্যে মোং কৃষ্ণগঞ্জে মাসুল দিতে পূর্ব্বে হইত মধ্যে মাস কএক তাহা উঠিয়াছিল কিন্তু পুনর্ব্বার সেখানে সেই রূপ মাসুল বসিয়াছে এবং সে ঘাটে মাসুল দাখিল করিয়া গিয়া আগে নৌকা না চলিলে পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিতে হইলে ঐ কৃষ্ণগঞ্জে পুনর্ব্বার মাসুল দিতে হয়।

হস্তকলমে।

আমরা গত সপ্তাহে লিখিলাম যে সিংহলদ্বীপে একটা মহাহস্তকলমে হইয়াছে এই সপ্তাহে শুনা গেল যে মরিচ ওপদ্বীপে সেইরূপ হস্তকলমে হইয়াছে সেখানকার রাজার দপ্তরখানাতে কেবল ছাপানমাত্র নোট থাকে তাহাতে টাকার অঙ্ক নাই ও সহী নাই সে সকল নোট চোরেরা চুরি করিয়া তাহাতে টাকা সহী করিয়া ও টাকার অঙ্ক ফেলিয়া স্বচ্ছন্দ বাজারে বেচিয়া টাকা লইয়াছে। ইহাতে সেখানকার বড় সাহেব এই ইস্তাহার দিয়াছেন যে যে ব্যক্তি এই হস্তকলমে চোরের কিছু সন্ধান করিতে পারে সে চারি হাজার টাকা বখশীশ পাইবেক।

দুর্ম্মূল্য

মোং মৌহইতে ১৪ জানুআরি তারিখের সমাচার আসিয়াছে যে বাঙ্গালার মধ্যে সে দেশে প্রায় শস্যাদি দুর্ম্মূল্য হয় না ও সেখানে যথেষ্ট শস্যোৎপত্তি হয় কিন্তু এই বৎসর সে দেশেও এমত দুর্ম্মূল্য হইয়াছে যে এক টাকায় ১৪ শের গোম বিক্রয় হইতেছে।

ভাগলপুর।

ভাগলপুরহইতে সমাচার আসিয়াছে যে সেখানে যথেষ্ট শস্য উৎপন্ন হইয়াছে কিন্তু মূল্যের ন্যূনতা হয় নাই।

বিবাহ।

গত শুক্রবার ৩০ মাঘ ১১ ফেব্রুআরি তারিখে শ্রীযুত বাবু রামরত্ন মল্লিক আপন পুত্রের বিবাহ যেরূপ দিয়াছেন এমন বিবাহ শহর কলিকাতায় কেহ কখনও দেখে নাই। এই বিবাহে যেং রূপ সমারোহ হইয়াছে ইহাতে অনুমান হয় যে সাত আট লক্ষ টাকার ব্যয় ব্যতিরেকে এমত সমারোহটা হইতে পারে না। ইহার বিশেষ বিবরণ পরে ছাপান যাইবেক।

সন ১৮১১ সালে মোং দিল্লীতে এই প্রকার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মহ্লাররাও হোলকারের বকসী ভবানীশঙ্কররাও নামে এক জন মহারাষ্ট্রের বিবাহ হইয়াছিল তাহাতে এগার লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছিল সে বিবাহের অধ্যক্ষ শ্রীবালং ইংগ্লণ্ডীয় সাহেবেরা ছিলেন। এই বিবাহও তাহাই তে ন্যূন বড় নহে যেহেতুক সকল লো

কেই এ বিবাহের প্রশংসা করিতেছে ও কহিতেছে যে এমন বিবাহ আমরা দেখি নাই।

মান্দরাজের নূতন বড় সাহেব।

শ্রীশ্রীযুত সর তামস মনরো সাহেব ইংগ্লণ্ডের হুকুমানুসারে মান্দরাজের বড় সাহেবী কর্ম্মে অভিষিক্ত হইয়াছেন কিন্তু যে মাসের পূর্ব্বে তিনি মোং মান্দরাজে পঁহুছিতে পারিবেন না তিনি এখন দক্ষিণে আছেন। এখন যিনি মান্দরাজের বড় সাহেবি কর্ম্ম করিতেছেন ইনি কলিকাতার পূর্ব্ব বড় সাহেব লর্ডমিন্তো সাহেবের ভ্রাতা। নূতন বড় সাহেব আসিয়া পঁহুছিলে তিনি ইংগ্লণ্ডে যাইবেন।

ঘোটকের বেগগমন।

পাঁচ মাস হইল ইংগ্লণ্ড দেশে ঘোড়দৌড় হইয়াছিল তাহাতে এক ঘোড়া চারি ঘণ্টার মধ্যে বিশ্রাম না করিয়া চল্লিশ ক্রোশ পথ চলিয়াছিল।

আশ্চর্য্য ইন্দ্রধনুক।

কতক দিন হইল ইংগ্লণ্ড দেশে তিন ইন্দ্রধনুক এক কালে আকাশে দেখা গিয়াছিল বরং কোন২ সময়ে আকাশে দুইটা ইন্দ্রধনুক দেখা যায় কিন্তু তিন ইন্দ্রধনুক প্রায় কখনও দেখা যায় নাই। এক শত বাইশ বৎসর পূর্ব্বে একবার এই প্রকার তিন ইন্দ্রধনুক দেখা গিয়াছিল তারপর এই মাত্র দেখা গেল।

কাষ্ঠের সাঁকো।

ইংগ্লণ্ডে সম্প্রতি ঢালা লোহার সাঁকো করিতে লোকেরদের অতিআবশ্যক। কিন্তু আমেরিকাতে প্রায় কাষ্ঠের সাঁকো করে ঐ সাঁকোতে অত্যাশ্চর্য্য কারিগরি করে এবং তাবৎ উত্তরামেরিকাতে কাষ্ঠ অতিসুমূল্য কিন্তু তাহা প্রস্তুত করিতে মজুরিতে অধিক ব্যয় এই নিমিত্তে সেখানে কাষ্ঠের সাঁকো নির্ম্মাণ করে আমেরিকা দেশে এক নদীতে এক কাষ্ঠনির্ম্মিত সাঁকোতে এক লক্ষ সাতাইশ হাজার ফুট কাষ্ঠ লাগিয়াছে এই কা বৃহৎসাঁকো নির্ম্মাণ করিতে বাহত্তরি জন লোক নয় মাস কর্ম্ম করিয়াছিল।

লোহার সাঁকো।

সম্প্রতি ইংগ্লণ্ড দেশে বিশ হাজার টাকা খরচে এক লোহার সাঁকো প্রস্তুত হইয়াছে সে বহুকাল স্থায়ী তেমন সাঁকো যদি ইষ্টক কিম্বা প্রস্তরে প্রস্তুত করা যাইত তবে তাহাতে দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় হইত।

ওলাওঠা।

সংপ্রতি শুনা যাইতেছে যে ওলাওঠা রোগ তাবৎ হিন্দুস্থান ভ্রমণ করিয়া মরিচ উপদ্বীপ ও পুলোপিনাঙ্গ উপদ্বীপ আক্রমণ করিয়াছে। মরিচ উপদ্বীপে ওলাওঠা রোগের এমত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে যে সেখানকার প্রজা লোকেরা ঐ ওলাওঠা রোগের উৎপত্তির কারণ ও তাহার নিবারণের উপায় ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া সেখানকার বড় সাহেবের নিকটে রিপোর্ট দিয়াছে। সেখানে ঐ রোগেতে প্রতিদিন সত্তরি আশী জন লোক মরিতেছে কিন্তু ঐ প্রজারা তাহার প্রতিকারের পথ বড় সাহেবকে জ্ঞাত করিয়াছে অনুমান হয় যে তাহাতে সেই মৃত্যুদূতের নিবারণ হইতে পারে।

পূর্ব্বদিকের উপদ্বীপ।

পূর্ব্ব দিকস্থ উপদ্বীপের মধ্যে পালেম্বাং নামে বড় রাজা। সেখানকার লোকেরা ওলন্দেজেরদের রাজশাসনে অসম্মত আছে সেখানে ওলন্দেজেরা এক জন উকীল পাঠাইয়াছিল সেখানকার প্রজারা সেই উকীলের মস্তক ছেদন করিয়া আপনারদের অধিপতি পালেম্বাং রাজার নিকটে ভেট পাঠাইয়াছিল। পরে ওলন্দেজেরা তাহার দমনার্থে বহু সৈন্য ও যুদ্ধ সরঞ্জাম সেখানে পাঠাইল। সে সৈন্যেরা পাঁচ শত গোরা সিফাহী ঐ মালাই লোকের হাতে মারা গেল তৎপ্রযুক্ত অবশিষ্ট কথক সৈন্য ফিরিয়া আপন দেশে আসিয়াছে অতএব ওলন্দেজেরা এই বৎসর সেখানকার যুদ্ধ ক্ষান্ত করিয়াছে কিন্তু আগামি বৎসরে যুদ্ধ করিবেক।

বানিজ্য।

সম্প্রতি এই সপ্তাহে এক আবশ্যক সমাচার ইংগ্লণ্ডহইতে মোং কলিকাতাতে পঁহুছিয়াছে পূর্ব্বে কোম্পানি বাহাদুর বানিজ্যের কারণ বড়ং জাহাজ ক্রেয়া করিয়া তাহাতে জিনিস বোঝাই করিয়া এই দেশে পাঠাইতেন। এখন শুনা গেল যে তেমন বড় জাহাজ ভাড়া না লইয়া অল্প দামে ক্ষুদ্রং জাহাজ ক্রেয়া করিয়া এখানে পাঠাইবেন এবং যেং বড় জাহাজ এই দেশেতে আসিত সে সকল জাহাজ এখন চীন দেশে পাঠাইবেন।

এবং যখন কোম্পানির সহিত শ্রীশ্রীযুত ইংগ্লণ্ডের বাদশাহের বন্দোবস্ত হইল তখন এইরূপ নিরূপিত হইল যে চীন দেশের উৎপন্ন দ্রব্য সামান্য লোক সেখানহইতে আনিয়া ভারতবর্ষের কোন স্থানে বানিজ্য করিতে পারিবেক কিন্তু ভারতবর্ষভিন্ন আর কোন দেশে কোম্পানি ব্যতিরেকে আর কেহ বানিজ্য করিতে পারিবেক না।

সংপ্রতি শুনা যাইতেছে যে কোম্পানি

সমাচার দর্পণ।

সেই রীতি অন্যথা করিয়া সকল লোকের দিগেকে এই মত হুকুম দিতে স্বীকার করিয়াছেন যে ব্যক্তির ইচ্ছা হয় সে চীন দেশে গিয়া সেখানকার কোন দ্রব্য আনিয়া ইংগ্লণ্ড ব্যতিরেকে সর্ব্বত্র বিক্রয় করিতে পারে অতএব কোম্পানি চীন দেশ ও ইংগ্লণ্ড দেশ কেবল এই উভয় দেশের বাণিজ্য আপনারদের অধীন রাখিতে চাহে।

—

কলিকাতার বাণিজ্য।

গত জানুআরি মাসে ছয় হাজার নীলের সিন্দুক ইংগ্লণ্ডে গিয়াছে। এবং পূর্ব্ব দেশের উপদ্বীপহইতে সমাচার আসিয়াছে সেইং স্থানে আফীমের মূল্য কিঞ্চিৎ অধিক হইয়াছে তৎপ্রযুক্ত যোং কলিকাতাতে আফীম অধিক দামে বিক্রয় হইতেছে।

—

সিংহপুর।

জাবাউপদ্বীপের নিকটবর্ত্তি সিংহপুর নামে এক উপদ্বীপ সেখানে সংপ্রতি ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকার হইয়াছে তৎপ্রযুক্ত সে স্থানে এক নুতন কিল্লা করিতে ইংগ্লণ্ডীয় সাহেবেরা সচেষ্ট হইয়াছেন ও সে কিল্লার ভিত করিবার কারণ মৃত্তিকা খুদিলে কথক প্রাচীন টাকা পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে এক টাকা সাত শত বৎসরের প্রাচীন সে টাকার সনের অঙ্ক দেখা গেল।

—

খলস্বভাব।

এক ব্যক্তি অতিখল ছিল সে চিরকাল সংসারাশ্রমে থাকিয়া আপন সাধ্যানুসারে পরের অপকার ও হিংসা নানা প্রকারে করিয়া কালক্ষেপণ করিত। পরের উপকার স্বপ্নেও করিত না। পরে অধিক বয়ঃক্রম হওয়াতে বলের হ্রাস হইতে লাগিল তখন পূর্ব্বমত পরের অপকার ও কুব্যবহার করণে অশক্ত হইয়া মনে বিবেচনা করিল যে যদ্যপি আমার প্রতিবাসী ব্যক্তিরদের হিংসা করিতে পারি না কিন্তু তাহারদিগের অমঙ্গল প্রার্থনামাত্র করি কিন্তু আমি মরিলে ইহাও হইবেক না অতএব কর্ত্তব্য হয় যে চিরকাল যাহাতে ইহারদিগের অপকার হয় এমত কোন চেষ্টা করা উচিত। এই বিবেচনা করিয়া সংসার আশ্রমহইতে ব্যাঘ্র ভালুকাদিব্যাপ্ত নিবিড় বনে প্রবেশ করিল। তথায় এক ফকীর থাকে সে ফকীর মনুষ্য দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে অহে ভ্রাতা তুমি কে। সে কহিল যে আমি খলস্বভাব আমার শরীর ব্যাঘ্রকে ভোজন করাইব এই অভিপ্রায়ে আসিয়াছি আমার বৃত্তান্ত শুন আমি চিরকাল লোকের মন্দ ও হিংসা করিয়াছি তাহাতে আপন ইষ্ট বন্ধু কুটুম্ব সহোদর ভ্রাতাপর্য্যন্ত কাহাকেও ক্ষমা করি নাই। এইক্ষণে জরাগ্রস্ত হইয়াছি কিন্তু স্বভাব দৈর্য্যপ্রতিপালনার্থ বিবেচনা করিয়াছি যে এই বনে আমার মাংস ব্যাঘ্রাদি জন্তুকে দিয়া ভোজন করাইব তাহার কারণ এই যে ঐ ব্যাঘ্রাদি আমার মাংস ভোজন করিয়া মাংসার্থী হইবেক পরে গ্রামের ভিতরহইতে মনুষ্য ধরিয়া খাইবেক।

বাজার ভাও

চিনিস	মোন	অবধি	পর্য্যন্ত
সুপরি	১	৪	৪।০
ভেরণ্ডা তৈল	১	২০	৩২
গাছ মরিচ	১	৫।৶	৬
নারিকেল তৈল	১	১৬	১৭
তুলা কাছোড়া	১	১৩।।০	১৮
আদা রঙ্গপুর	১	২৸০	৩
পাটনাই আদা	১	২।।০	
চালু পাটনাই	১	৩।।৵	৩৸
পাছড়ি উত্তম	১	২৸০	৩
পাছড়ি মধ্যম	১	২।০	২।।০
মুগী উত্তম	১	১৸৵	
মুগী মধ্যম	১	১৶৵	
বালাম	১	১৸	১৶৵
দুধা ধান	১	২৵	
পাটনাই বুট	১	৩।৵	৩।।০
অড়হর ডালি	১	৪।।	
উত্তমগায়ের ঘৃত	১	২০	
মধ্যম ঘৃত	১	১১	১৮
ভৈঁসা ঘৃত	১	১৬	১৭
মধ্যম ভৈঁসা	১	১২	
নীল উত্তম	১	১৬০	
অনং প্রকার			
নীল	১	১১০	১৩০
সোরা উত্তম	১	৭	৭।৵
মধ্যম	১	৬।০	৬।৹
চিনী কাশীর	১	১০	১০।০
মধ্যম	১	৮।।০	১০
খার চিনী	১	৫৸০	
তেতুল	১	৸০	৸৵
তামাক	১	৩	৪।০
চন্দন	১	১৫	১৭

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহেং কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসেং এক টাকা যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকট কাগজ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাহার নিকটে পাঠান যাইবেক।

সমাচার দর্পণ

৯২ সংখ্যা। শনিবার। ১৯ ফেব্রুয়ারি সন ১৮২০। ৮ ফাল্গুন সন ১২২৬।

দর্পণেমুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা বার আনা ডিস্কৌণ্ট। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা এক টাকা ডিস্কৌণ্ট।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

১৯	ফেব্রুআরি	শনিবার	৮	ফাল্গুন
২০	ঐ	রবিবার	৯	ঐ
২১	ঐ	সোমবার	১০	ঐ
২২	ঐ	মঙ্গলবার	১১	ঐ
২৩	ঐ	বুধবার	১২	ঐ
২৪	ঐ	বৃহস্পতিবার	১৩	ঐ
২৫	ঐ	শুক্রবার	১৪	ঐ

ইস্তাহার

২৪ দিসেম্বর তারিখে কলিকাতার আফীম দপ্তরহইতে এক ইস্তাহার বাহির হইয়াছে যে ২ দোসরা মার্চ তারিখে এগার ঘণ্টার সময়ে একশ্চেঞ্জ ঘরে বেহারের ১৩৭১. সিন্ধুক আফীম ও বানারসের ৩৩২ সিন্ধুক আফীম বিক্রয় হইবেক

মসলার ইস্তাহার

২৫ জানুআরি তারিখে শ্রীশ্রীযুত এই ইস্তাহার দিয়াছেন যে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকৃত দেশোৎপন্ন লবঙ্গ ও জৈত্রী ও জায়ফল এই তিন দ্রব্য যে কোন ব্যক্তি কলিকাতাতে আমদানি করিবেক সে বিনা মাসলে আমদানী করিতে পারিবেক এবং যে দেশে ঐ তিন দ্রব্য জন্মে ও সেখানে জাহাজ বোঝাই হয় সেই জিনিসের ওপরে বড় সাহেবের কিম্বা অন্য কোন প্রধান সাহেবের সহী থাকিবেক এবং ঐ তিন দ্রব্য যদি ইংগ্লণ্ডীয়াধিকার ভিন্ন স্থানহইতে কেহ আমদানী করে তবে তাহার মাসুল লাগিবেক।

সমাচার দর্পণ।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

৪ ফেব্রুআরি শ্রীযুত ডবলিও ব্লণ্ট সাহেব জিলা কটকের কমিসনের হইয়াছেন।

শ্রীযুত আর ওইন সাহেব ঢাকার কোর্ট আপীলের দ্বিতীয় বিচারকর্ত্তা হইয়াছেন।

শ্রীযুত ডি মরিসন সাহেব জিলা মুরশেদাবাদের কোর্ট আপীলের তৃতীয় বিচারকর্ত্তা হইয়াছেন।

শ্রীযুত জে বি এলিয়ট সাহেব মুরশেদাবাদের কোর্ট আপীলের চতুর্থ বিচারকর্ত্তা হইয়াছেন।

শ্রীযুত এন জে হালহেদ সাহেব মোং মুরাদাবাদের বিচারকর্ত্তা হইয়াছেন।

শ্রীযুত জি ষ্টকবেল সাহেব মোং আগারার বিচারকর্ত্তা হইয়াছেন।

শ্রীযুত ডবলিও এফ ডিক সাহেব মোং আলীগড়ের বিচারকর্ত্তা।

শ্রীযুত ডবলিও লোথর সাহেব মোং বন্দেলখণ্ডের উত্তর প্রদেশের বিচারকর্ত্তা।

শ্রীযুত আর ব্রৌন সাহেব মোং রঙ্গপুর জিলার বিচারকর্ত্তা।

শ্রীযুত আর এম বর্দ সাহেব মোং গোরক্ষপুরের বিচারকর্ত্তা।

শ্রীযুত এচ ওলকীনসন সাহেব মোং মীরজাপুরের বিচারকর্ত্তা।

শ্রীযুত টি সি রবের্টসন সাহেব মোং কানপুরের বিচারকর্ত্তা।

শ্রীযুত এন মাকলোদ সাহেব মোং শরনের বিচারকর্ত্তা।

শ্রীযুত জে এস বলদীরো সাহেব মোং বন্দেলখণ্ডের দক্ষিণ প্রদেশের বিচারকর্ত্তা।

শ্রীযুত ডবলিও লাম্বর্ট সাহেব মোং শাহাবাদের বিচারকর্ত্তা।

শ্রীযুত অনরাবল ডবলিও এচ এল মেলবিল সাহেব মোং গাজীপুরের বিচারকর্ত্তা।

শ্রীযুত ডবলিও ব্রাদ্দন সাহেব বেহারের বিচারকর্ত্তা।

শ্রীযুত ডবলিও ফরেষ্টর সাহেব মোং কটকের বিচারকর্ত্তা।

শ্রীযুত ডবলিও এচ মাকনাতন সাহেব ভাগলপুরের রেজেষ্টর ও মুঙ্গেরের বিচারকর্ত্তা।

শ্রীযুত ডবলিও ওলকীনসন সাহেব কটক ও খুরদার বিচারকর্ত্তা।

শ্রীযুত ডবলিও দগ্নাস সাহেব মোকাম সদর দেওয়ানী অদালতের ও নিজামত অদালতের প্রথম আসীষ্টন্ত।

শ্রীযুত আর এচ স্কট সাহেব পশ্চিম

প্রদেশের পুলিসের প্রধান সাহেবের আসীষ্টন্ত।

শ্রীযুত এচ টি ওএন সাহেব চব্বিশপর গনার রেজেষ্টর।

শ্রীযুত সর জে বি ষ্টোনহৌস বরনেট সাহেব জিলা গাজীপুরের রেজেষ্টর।

শ্রীযুত জে সি ব্রোন সাহেব বানারসের আপীলের রেজেষ্টর এবং দারসায়ের রেজেষ্টর।

শ্রীযুত ডবলিও টি রবের্টসন সাহেব ফরক্কাবাদের রেজেষ্টর।

শ্রীযুত এচ নিসবেট্ সাহেব পাটনার রেজেষ্টর।

শ্রীযুত এ ডিক সাহেব তীরহুত জিলার রেজেষ্টর।

শ্রীযুত জে জে বোসাঙ্কেত সাহেব মুরাদাবাদের জিলা কোর্টের রেজেষ্টর।

শ্রীযুত আর সি গ্লিন সাহেব বাঁশবরেলির রেজেষ্টর।

শ্রীযুত ডবলিও আর ক্লার্ক সাহেব বাঁশবরেলির দক্ষিণ প্রদেশের কোর্ট আপীলের ও কোর্ট সর্কীটের রেজষ্টর।

শ্রীযুত এচ বুণ্ডেল সাহেব যোং ইটোয়ার জিলা কোর্টের রেজেষ্টর।

শ্রীযুত এচ ডাযস সাহেব যোং কানপুরের রেজেষ্টর।

শ্রীযুত জেম্স কার্টিস সাহেব দিনাজপুরের ও মালদহের বিচারকর্ত্তা ও রেজেষ্টর।

শ্রীযুত রবের্ট বার্লো সাহেব ঢাকার কোর্ট আপীল ও কোর্ট সরকীটের রেজেষ্টর।

শ্রীযুত সি কার্ডিও সাহেব এলাহাবাদের বিচারকর্ত্তার আসীষ্টন্ত।

৮ ফেব্রুআরি। শ্রীযুত এস এম বৌলদের্সন সাহেব নূতনলব্ধ দেশের বোর্ড কমিসনের সেক্রটারি।

ডাকাইতি।

গত সপ্তাহের শুক্রবার চানকের নিকটে লোনা গ্রামে এক গৃহস্থের বাড়ীতে এগার ঘণ্টা রাত্রির সময়ে কতক গুলি ডাকাইত একত্র আসিয়া প্রথমতো বাহির প্রাচীরে সিন্ধ দিয়া বাটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। পরে ঘরে সিন্ধ দিয়া দুই জন ডাকাইত ঘরের মধ্যে গেল অন্য লোক বাহিরে থাকিল। ঐ গৃহস্থ কোন প্রকারে জাগ্রৎ হইয়া ঘরে চোর আসিয়াছে নিশ্চয় জানিয়া উঠিল ও আপন পরিজনের দিগকে জাগাইয়া ঘরের দ্বার খুলিয়া বাহিরে আইল। ইত্যবসরে বাহিরে যে ডাকাইতেরা ছিল তাহারা তৎক্ষণাৎ ঐ গৃহস্থকে ধরিয়া বন্ধন করিয়া শোর না করণের কারণ অনেক ভয় দেখাইতে লাগিল ও আলো জ্বালিয়া দৃশ্য সামগ্রী যেখানে যে ছিল সে সকল লইল। পরে ঐ গৃহস্থকে তহসীল করিতে লাগিল ও অস্ত্র উঠাইয়া তাহাকে কাটিতে উদ্যত হইল। গৃহস্থ কহিল যে আমার আর কোনখানে কিছু নাই আমার যে কিছু সে সকল ঐ সিন্দুকে আছে। পরে সিন্দুক ধরাধরি করিয়া বাহিরে আনিয়া কুড়ালি দ্বারা কাটিয়া তাবদ্বস্তু লইয়া পলাইল। পরে গৃহস্থ কোলাহল করিলে গ্রামস্থ লোক সকল আইল কিন্তু ডাকাইতেরদের অনুসন্ধান পাইল না।

আচীনের রাজা।

গত সোমবারে জর্জিয়ানা জাহাজ আচীন দেশহইতে পঁহুছিয়াছে তাহাতে সমাচার পাওয়া গেল যে জফুল আলম নামে আচীন দেশের সুলতান শ্রীশ্রীযুত গবর্ণর জেনেরাল বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করণের জন্যে যোকাম কলিকাতাতে আসিয়াছেন কিন্তু তাহার মনোগত কি আছে তাহা কেহই অবগত হয় নাই।

জাহাজ আমদানী।

১৬ ফেব্রুআরি তারিখে সমাচার আসিয়াছে যে পাঁচ জাহাজ যোং খেজরির মোহনার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে কিন্তু সে সকল জাহাজ কোন স্থানহইতে আসিয়াছে তাহা জানা যায় নাই। শুনা যাইতেছে যে তাহার মধ্যে এক জাহাজ আকটোবর মাসের ৪ তারিখে যোং মাদেরা ছাড়িয়াছে সে জাহাজ পঁহুছিলে সমাচার দেওয়া যাইবেক।

বোম্বাটিয়ারদের সমাচার।

৪ জানুআরি তারিখে বোম্বইর নিকটবর্ত্তি রসঅল্লাকায়িম নামে স্থানহইতে পাঙ্কো নামে জাহাজের দ্বারা সমাচার আসিয়াছে যে সেই স্থানে ইংগ্লণ্ডীয়ের সৈন্য কৃতকার্য্য হইতেছে যেহেতুক রমসী ও জিলীয়া নামে দুই গড় ইংগ্লণ্ডীয়েরদের হস্তগত হইয়াছে এবং সহাগর শহরের অধ্যক্ষ আপনার সকল কিল্লা বিনা যুদ্ধে ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে অর্পণ করিতে সম্মত হইয়াছে। এবং অন্য পত্রের দ্বারা শুনা গিয়াছে যে ঐ রসঅল্লাকায়িম গড়ের রক্ষার্থে কোম্পানি বাহাদুরের এক যুদ্ধ জাহাজ ও বার শত সৈন্য সেখানে চিরস্থায়ী হইবে সেই স্থানে যে যুদ্ধ পূর্ব্বে হইয়াছিল তাহাতে বন্দিয়ানেরদের মধ্যে দুই জন যুবা ব্যক্তি পাওয়া গেল তাহারা দুই বৎসর পূর্ব্বে মেরি নামে জাহাজে ধরা গিয়াছিল। ঐ দুই ব্যক্তির প্রমুখাৎ ইংগ্লণ্ডীয়েরা বোম্বাটিয়ারদের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়াছেন যে সময়ে বোম্বাটিয়ারা ঐ মেরি নামে জাহাজ ধরিয়াছিল তৎকালে ঐ জাহাজের এক জন সুবেদার

এবং এক জন কাপ্তান ও তিন জন খালাসিরদিগকে মারিয়া ফেলিয়াছিল অবশিষ্ট যাহারা বাঁচিল তৎক্ষণাৎ তাহারদের মুসলমান হইতে হইল। তাহারদের মধ্যে এক জন মরিয়াছে সে দেশে আহারাদির অভাবপ্রযুক্ত সে বোম্বাটিয়ারা তাহারদিগকে অনেক দিনের পর ছাড়িয়া দিলেক। তাহারা ফিরিয়া আসিবার সময়ে পথে মাস্কোটের সৈন্যেরা তাহারদের বস্ত্রাদি কাড়িয়া লইয়া কহিল যে তোমরা ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকারে পঁহুছিলে পুনর্ব্বার আর বস্ত্র পাইতে পারিবা।

ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যেরা তাহারদিগকে জিজ্ঞাসা করিল যে রসওল্লাকায়িমেতে কত বোম্বাটিয়া যোদ্ধা আছে। তাহারা কহিল যে দুই হাজার তাহারদের প্রধান এক জন শেখ সে নিত্য ঘোড়ার উপরে আরোহন করিয়া ও আপনার এক বালক কোলে লইয়া আপন লোকেরদের সাহস জন্মাইত। পরে ইংগ্লণ্ডীয়েরা জিজ্ঞাসা করিল যে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যের হাতে বোম্বাটিয়ারদের কত লোক মারা পড়িয়াছে। তাহারা উত্তর করিল যে এক জন অধ্যক্ষ ও দেড় শত পুরুষ ও কুড়ি জন স্ত্রী লোক মরিয়াছে এবং দুই শত লোকের অধিক আঘাতী হইয়াছে তাহারদের মধ্যে অধিক ভাগ প্রায় জাহাজের গুলিদ্বারা মারা পড়িয়াছে এবং বোম্বাটিয়ারদের নিজের তোপ দাগাতে তাহারদের এক জন মারা পড়িয়াছে ও তিন জন আঘাতী হইয়াছে ঐ বোম্বাটিয়ারা বারুদ ও আহারীয় দ্রব্য লিঙ্গা নামে এক স্থানহইতে আনে। যখন তাহারা কোন স্থান লুঠ করে তখন তাহারা সেই লুণ্ঠিত বস্তু সকলে ভাগ করিয়া লয় সে দেশে জল অতিদুর্লভ তৎপ্রযুক্ত এক বাটী জল তিন পয়সার কমে পাওয়া যায় না তাহারদের ভক্ষ্য দ্রব্য শুষ্ক মৎস্য ও পিণ্ডী খাজুর। সে দেশে ঘোড়া ও উট ও গরু ও মেষপ্রভৃতি পশু জাতি অত্যল্প এবং তাহারাও অতিকৃশ যেহেতুক সে দেশে ঘাসপ্রভৃতি অতি অল্প জন্মে।

মুন্ধরদেও পূজা।

করকপুর নামে পর্ব্বতে মুন্ধর এক জাতি আছে তাহারা দেওহরি নামে পুরোহিতের অতিশয় সম্মান করে যখন তাহারা মুন্ধরদেওর পূজা করে তখন সে পুরোহিত একস্থান পরিষ্কার করিয়া স্নান করে ও অন্যং লোকেরা অন্ন ব্যঞ্জনাদি পাক করে। পরে পুরোহিত ঐ পরিষ্কৃত স্থানে বসে ও লোকেরা অন্ন ব্যঞ্জনাদি কিঞ্চিৎ২ লইয়া বৃক্ষের পত্রে করিয়া তাহার সাক্ষাতে রাখে এবং তাহার সম্মুখে এক প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখে পরে ঐ পুরোহিত ছুরিদ্বারা আপন বামজঙ্ঘ ছেদন করিয়া কিঞ্চিৎ রক্ত বাহির করে ও দেওর প্রসন্নার্থে সেই রক্ত অগ্নিতে আহুতি দেয়। অনন্তর দেওহরি নামে পুরোহিত এক পায়ে দাঁড়াইয়া মন্ত্র জপে। সেই সময়ে আর এক যুবা ব্যক্তি আসিয়া অগ্নিতে ধূপ দেয় তাহাতে ঐ পুরোহিতের শরীর ধূমেতে আচ্ছাদিত হয়। শেষে ঐ পুরোহিত অতিব্যথাযুক্ত মনুষ্যের মত আপন মাথা ঘুরায়। তাহাতে লোকেরা ভাবে যে পুরোহিতের উপরে দেও চড়িয়াছে। পরে ক্ষণেং জিহ্বা বাহির করে ও অস্পষ্ট কথা কহে এবং লোকেরা যে তাহার কাছে পূজার সামগ্রী আনে এইরূপ সংকেত করে। তাহাতে লোকেরা ঐ দেওর অনুগ্রহ প্রাপনার্থে শূকর ও মুরগী ও ছাগল ও ডিম্ব চিনিপ্রভৃতি দ্রব্য আনিয়া ঐ পুরোহিতের পূজা করে। ঐ পুরোহিত আহুতির চালু কিঞ্চিৎ২ লইয়া সকলকে আশীর্ব্বাদ দেয় তাহার কারণ এই যে ঐ পর্ব্বতীয় লোকেরা যখন কাষ্ঠাদি আহরণের কারণ বনে যায় তখন কোন অমঙ্গল না ঘটে।

শ্রীযুত সর জেম্স কোলব্রুক সাহেব।

অনেক কালপর্য্যন্ত শ্রীযুত সর জেম্স কোলব্রুক সাহেব পশ্চিম অঞ্চলে ফতেহগড় মোকামে থাকিয়া সন্ধিপ্রাপ্ত ও জয়প্রাপ্ত দেশের প্রধান অধ্যক্ষতা পাইয়া আপনার সৌজন্যাদি নির্ম্মল গুণদ্বারা তত্তদ্দেশীয় লোকেরদিগকে অতিশয় আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। তিনি যখন সেই কর্ম্মত্যাগ করিয়া কৌন্সিলের কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার কারণ ফতেহগড়হইতে যোং কলিকাতায় আইসেন তখন তত্তৎপ্রদেশীয় সমুদয় লোক রাজা অবধি প্রজাপর্য্যন্ত নানা স্থানহইতে যোং ফতেহগড়ে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপ্যায়িত হইল এবং তাহার স্থানান্তর যাওয়াতে সকলেই দুঃখী হইল। তাহারা ঐ সাহেবকে এমত স্নেহ করিত যে তাঁহার স্মরণের কারণ তাঁহার হস্তাক্ষর সকলে আগ্রহ করিয়া লইল। এবং তাহারা অনেক রূপাময় দ্রব্য সাহেবকে দিতে উদ্যত হইয়াছিল কিন্তু তাহা সাহেব গ্রহণ করিলেন না।

নূতন বিদ্যালয়।

ইংগ্লণ্ডীয় বাদশাহের যে পৌত্রী তিন বৎসর হইল মরিয়াছেন তাহার নাম স্মরণার্থে ইংগ্লণ্ডীয় লোকেরা ইংগ্লণ্ডে এক মহাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন সে বিদ্যালয়ে ব্যয়ের কারণ সেখানে ভাগ্যবান লোকেরা প্রতিজন আট টাকা করিয়া দিতেছেন এবং এই দেশে ইংগ্লণ্ডীয়েরা কুড়ি টাকা করিয়া দিতেছেন সে

সমাচার দর্পণ।

বিদ্যালয়ে সেখানকার দুঃখী সেনাপতির দের বালকেরা বিনা মূল্যে বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে।

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের দেবালয়।

মোং নবদ্বীপের উত্তর পারে রামচন্দ্রপুরে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ যে দেবালয় করিয়া দেব সংস্থাপন করিয়াছিলেন সংপ্রতি সে দেবালয়ের মন্দির সকল ভগ্নপ্রায় হইয়াছে অতএব সে সকল দেববিগ্রহেরদিগকে নবদ্বীপে রাখিয়া সেবা করিতেছেন ও মন্দির মেরামত করিতেছে মন্দির মেরামত হইলে সে সকল দেববিগ্রহেরদিগকে স্বস্বস্থানে রাখা যাইবে।

মরণ।

কলিকাতার পাথুরেঘাটার রামলোচন ঘোষ মুখ্যাতিমান্ লোক ছিলেন সংপ্রতি পীড়াগ্রস্ত হইয়া গত রবিবারে গঙ্গাযাত্রা করিয়া পথে আপন বিভবানুসারে দীন ব্যয় করিয়াছিলেন পরে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

চুরি।

মোং বাঁশবাড়িয়াতে নৃসিংহদেব রায় হংসেশ্বরী প্রতিমা সংস্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাহার অলঙ্কার দুই তিন হাজার টাকার স্বর্ণকল্যাদি ঘটিত দিয়াছিলেন এবং প্রতি আমাবাস্যা রাত্রিতে তাঁহার পূজা হইয়া থাকে সংপ্রতি গত অমাবস্যা রাত্রিতে পূজাবসান কালে তাহার সমুদয় অলঙ্কার ও অন্যং ব্যাবহারিক দ্রব্য চুরি গিয়াছে তাহার তদারক অনেক হইতেছে।

সংসর্গগুণের কথা।

বুদ্ধিমান কিম্বা সামান্য লোক নীচ সংসর্গেতে থাকিয়া বুদ্ধিহীন হন যেমত গোপেরা গোসকলের সংসর্গে থাকিয়া মূর্খ হয়। তাহার উদাহরণ এই।

গণ্ডকী নদীর তীরে উত্তম তৃণেতে পরিপূর্ণ এক স্থান সেখানে অনেক গোপ সপরিবারে বাস করে। তাহার মধ্যে এক গোপালের শলভ নামে এক পুত্র জন্মিল। এবং সেই পুত্র ঐ স্থানে থাকিয়া গোপালনাদি কার্য্য শিখিল কিন্তু অপর মনুষ্য লোকের কোনহ ব্যবহার জানিতে পারিল না। এক সময়ে ঐ বৃদ্ধ গোপ গোপীকে পীড়িতা দেখিয়া সেই শলভকে কহিল যে হে পুত্র তোর জননী অত্যন্তপীড়িতা এবং অতিদুর্ব্বলা তুই উপযুক্ত পুত্র হইয়া তাহার শুশ্রূষা করিস না কেবল তোর শারীরিক চেষ্টাতেও তাহার শুশ্রূষা হইতে পারে অতএব মনোযোগপূর্ব্বক তাহার শুশ্রূষা কর। পরে শলভ পিতার কথাতে মাতৃ শুশ্রূষাতে প্রবৃত্ত হইয়া গোশুশ্রূষার ন্যায় শুশ্রূষা পদার্থ জানিয়া কথকগুলি নূতন ঘাস আনিয়া এবং গোপুচ্ছের লোমেতে নির্ম্মিত রজ্জু এবং শণ সূত্ররচিত রজ্জুতে ঐ পীড়িত মাতাকে বাঁধিয়া তাহার নিকটে খুঁটো ও তুষের বীচ করিয়া সেই ঘাসাহার দিল। গোপী রোগেতে অতিদুর্ব্বলা ছিল পরে কণ্ঠাগত প্রাণ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল যে হে গোপ সকল আমাকে রক্ষা কর। অনন্তর প্রতিবাসি গোরক্ষকেরা আসিয়া ঐ গোপীর বন্ধন খুলিয়া দিল এবং তাহার পুত্র শলভকে যথোচিত তিরস্কার করিল।

বাজার ভাও।

জিনিস	মোন	অবধি	পর্য্যন্ত
সুপারি	১	৪৷৵	৪৷৷৹
ভেরণ্ডা তৈল	১	২০	৩২
গাছ মরিচ	১	৪৷৷৹	৬
নারিকেল তৈল	১	১৬	১৭
তুলা কাছোড়া	১	১৭৷৷৹	১৮
আদা রঙ্গপুর	১	২৸৹	৩
পাটনাই আদা	১	২৷৵	
চালু পাটনাই	১	৩৷৴	৩৸
পাছড়ি উত্তম	১	২৸৹	৩
পাছড়ি মধ্যম	১	২৷৹	২৷৷৹
মুগী উত্তম	১	১৸৴	
মুগী মধ্যম	১	১৵৴	
বালাম	১	১৸	১৵৴
দুধা ধান	১	২৴	
পাটনাই বুট	১	৩৷৴	৩৷৷৹
অড়হর ডালি	১	৪	
উত্তমগায়েঘৃত	১	২০	
মধ্যম ঘৃত	১	১৬	১৮
ভৈঁসা ঘৃত	১	১৬	১৭
মধ্যম ভৈঁসা	১	১৫	
নীল উত্তম	১	১৬০	
অন্যং প্রকার			
নীল	১	১১০	১২০
সোরা উত্তম	১	৭	৭৷৴
মধ্যম	১	৬৷৹	৬৸৹
চিনী কাশীর	১	১০	
মধ্যম	১	৮৷৷৹	৯৷৷৹
থার চিনী	১	৫৸৹	
তেতুল	১	৸৹	৷৷৴
তামাক	১	৩	৫৷৷৹
চন্দন	১	১৫	১৭

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহেং কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসেং এক টাকা যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকট কাগজ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাহার নিকটে পাঠান যাইবেক।

সমাচার দর্পণ

৯৩ সংখ্যা। শনিবার। ২৬ ফেব্রুআরি সন ১৮২০। ১৫ ফাল্গুন সন ১২২৬।

দর্পণেমুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্ত সমাচারস্য দর্পণে॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা এক আনা ডিস্কৌণ্ট। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা চারি আনা ডিস্কৌণ্ট।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

২৬	ফেব্রুআরি	শনিবার	১৫	ফাল্গুন
২৭	ঐ	রবিবার	১৬	ঐ
২৮	ঐ	সোমবার	১৭	ঐ
২৯	ঐ	মঙ্গলবার	১৮	ঐ
১	মার্চ	বুধবার	১৯	ঐ
২	ঐ	বৃহস্পতিবার	২০	ঐ
৩	ঐ	শুক্রবার	২১	ঐ

কোম্পানির ইস্তাহার।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে মোং আলীপুরের কাছারিতে ২৮ মার্চ ১৮২০ সালে চব্বিশ পরগনার কালেক্তর সাহেব এই পোনের লাট ভূমি বিক্রয় করিবেন। কোম্পানি বাহাদুর আপন খরচে পাগলা হসপিতাল করিবার কারন ঐ ভূমি পরিষ্কার করিয়াছিলেন।

লাট	বিঘা
১	১০/
২	১০/
৩	১০/
৪	১০/
৫	১০/
৬	৫/ ।০ ।৶
৭	১০/
৮	১০/
৯	১০/
১০	১০/
১১	১০/
১২	১০/
১৩	১০/
১৪	১০/
১৫	১০/

সমাচার দর্পণ।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

৮ ফেব্রুআরি শ্রীযুত এচ ফ্রেজর সাহেব পশ্চিমে নূতনলব্ধ দেশের অধ্যক্ষের প্রথম আশিষ্টেন্ত।

শ্রীযুত টি ক্লার্ক সাহেব কলিকাতার পরমিট কালেক্তরের আশিষ্টেন্ত হইয়াছেন।

নূতন রাস্তা।

মোং কলিকাতাতে এক নূতন রাস্তা হইতেছে সে রাস্তা মোং চান্দনী বাজারের পূর্ব্বে ব্যাপারিটোলাতে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণহইতে ওত্তর দিকে আসিতেছে এবং শহরের বড় রাস্তার পূর্ব্ব ও বাহির রাস্তার পশ্চিমে। ঐ রাস্তা চানকের রাস্তার সহিত সংলগ্ন হইবে সে রাস্তার সম্মুখে যেং লোকেরদের বাটী ও বাগান ও পুষ্করিণী পড়িতেছে কোম্পানি বাহাদুর তাহারদিগকে বাটী প্রভৃতির ওপযুক্ত মূল্য দিয়া সে সকল ভাঙ্গিয়া সোজা রাস্তা করিতেছেন ইহাতে অনেক বাড়ী ভাঙ্গা গিয়াছে এবং অনেক ভাঙ্গা যাইবে ঐ রাস্তা মোং বহুবাজারপর্য্যন্ত আসিয়াছে অনুমান দুই হাজার লোক সেই কর্ম্মে প্রতিদিন নিযুক্ত আছে।

প্রয়াগ।

বৎসরং নানা দেশহইতে যাত্রিকেরা প্রয়াগ তীর্থে মাঘমাসে গমন করে সে সময় এখন গত হইয়াছে। অন্যং বৎসর হইতে এই বৎসরে প্রয়াগে অল্প লোক তীর্থ করিতে গিয়াছিল এবং পূর্ব্ব২ বৎসর অপেক্ষায় এই বৎসরে সেখানে গঙ্গা যমুনা সঙ্গমে অল্প লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এবং সেখানে কোনং লোক আপনারদের শরীর কাটিয়া ধনবান লোকের নিকটে গেলে তাহারা তাহারদিগকে কিছুং ধন দেয় এমত ব্যবহার আছে এই বৎসর ঐ রূপ দুই জন লোক পরস্পর কাটাকাটি করিয়া ওভয়ের হাতে ওভয় মারা পড়িয়াছে। এবং এই বৎসর মহারাষ্ট্রদেশীয় এক জন রাজা প্রয়াগে তীর্থ করিতে আসিয়াছিল তাহার সহিত অনেক লোক আসিয়াছিল সে অনেক ধন দান করিয়াছে।

জাহাজ প্রস্তুত।

গত বৃহস্পতিবার মোং হাবড়াতে শ্রীযুত রিচেটসেনকো সাহেবের কারখানাতে চারি শত আটাশ টনের এক

জাহাজ নূতন প্রস্তুত হইয়া জলে ভাসান গিয়াছে সে জাহাজের নাম হীরো অফ মেলৌন্ অর্থাৎ মেলৌন দেশের যোদ্ধা। শ্রীযুত সর দেবিদ আক্তর্লোনী সাহেবের সম্ভ্রমের কারণ ঐ জাহাজের নাম সেই রূপ রাখা গিয়াছে।

নূতন প্রকার নৌকা।

আমরা শুনিতে পাই যে মোং কলিকাতার খিদীরপুরে মোং কীড সাহেবের কারখানাতে কোম্পানি বাহাদুর লক্ষ্ণৌয়ের নবাব গাজুদ্দীনহয়দর বাহাদুরের কারণ দুই নৌকা প্রস্তুত করিতেছেন তাহার এক নৌকা কেবল রোহিত মৎস্যের আকার তাহার মধ্যে যাহারা আরোহণ করে তাহারদিগকে এবং দাঁড়ি মাজিরদিগকে বাহিরহইতে কেহই দেখিতে পায় না এবং তাহাতে কাষ্ঠ নির্ম্মিত এক ঘর আছে সে ঘরে কর্ত্তা ব্যক্তি বসে সেখানহইতে নৌকার দাঁড়িরদিগকে দেখা যায় না যেহেতুক সে ঘর পরদার দ্বারা আচ্ছাদিত সে পরদা লাল মখমলে নির্ম্মিত এবং তাহার চারি দিকে অনেক স্বর্ণের কর্ম্ম আছে এবং সেই ঘর কেবল লাল মখমলে বেষ্টিত ও তাহার কাচের গোল স্তম্ভ ভারি স্বর্ণেতে খচিত সেই ঘরের মধ্যে দুই কৌচ আছে তাহার পায়া প্রভৃতি স্বর্ণেতে মণ্ডিত ও সেই দুই কৌচের দুই২ হাতাতে দুই২ স্বর্ণময় সিংহ আছে হাত রাখিতে হইলে সিংহের পৃষ্ঠের ওপরে হাত রাখা যায় এবং বসিবার গদী ও পৃষ্ঠের গদী মখমলের। ঐ মখমলে নির্ম্মিত সে ঘরের চান্দোয়াতে এক স্বর্ণময় তারা আছে ও সে ঘরের মেজোও মখমলে বেষ্টিত। সে ঘরের দুই পার্শ্বে আট ঝরোকা আছে তাহা না খুলিলে বাহিরহইতে জানা যায় না যে ঝরোকা আছে। এবং দাঁড়িরদিগকে কেহই দেখিতে পায় না কেবল দাঁড় দেখা যায় তাহাতে বাহিরে অনুভব এমত হয় যে বৃহৎ মৎস্য আপন পাখার দ্বারা যাইতেছে। যখন বাতাস পায় ও পালি ওড়াইতে চায় তখন ঐ নৌকার মধ্যে এমন এক কল আছে তাহা ঘুরাইলে আপনি পালি ওঠে তাহাতেই বাহিরে এমত জ্ঞান হয় যে মৎস্য পাখাদ্বারা ওড়িতেছে। যখন সেই কল ওলটা ঘুরায় তখন ঐ পালি আপনি তড় হইয়া আপন স্থানে থাকে। সে নৌকা লম্বে অনুমান পঞ্চাশ হাত ও চৌড়া আট হাত তাহাতে বার দাঁড়।

দ্বিতীয় নৌকা। সে নৌকা সামান্য নৌকার মত আকার কিন্তু সম্মুখে দুই সমুদ্রীয় ঘোড়ার অর্দ্ধেক শরীর এবং আর অর্দ্ধেক শরীর মৎস্যেতে গিলিত এবং মধ্য দেশে এক চান্দোয়া তাহার ওপরে ইংগ্লণ্ডীয় বাদশাহের মুকুট আছে আর২ সরঞ্জাম সকল পূর্ব্ব নৌকার মত এই নৌকাতেও বার দাঁড়। ঐ দুই নৌকাতে এক লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় হইবেক এমত শুনা যাইতেছে। যে ব্যক্তি নৌকাতে সোনার কর্ম্ম করিয়া লইয়াছে তাহার নাম লিম্যন সাহেব তাহার বাড়ী মোং কসাইটোলা।

ডাকাইতি।

৬ ফাল্গুন ১৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে মোং নপাড়া গ্রামে এক ব্রাহ্মণের বাটীতে ডাকাইতি করিয়া তাহার অনেক সম্পত্তি লইয়াছে। এই রূপ ডাকাতি পূর্ব্বে এত হইত না কিন্তু সম্প্রতি মধ্যে২ হইতেছে।

বিবাদভঞ্জন।

মোং নেপাল দেশের অন্তঃপাতী কাষ্ঠমণ্ডু নগরের দরবারের সহিত লক্ষ্ণৌয়ের নবাব সাহেবের যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল শ্রীযুত লোপ্তেনণ্ট পি ডবলিও গ্রাণ্ট সাহেব উভয় সম্মতিতে সে বিবাদ ভঞ্জন করিয়াছেন।

সাগর শহর।

নর্ম্মদা নদীর তীরবর্ত্তী সাগর শহরের সমাচার আসিয়াছে যে গত নবেম্বর মাসে তৎ প্রদেশে এমত শীত হইয়াছিল যে জালার জলে এক অঙ্গুলী পরিমিত বরফ জমিয়াছিল আরো সমাচার পাওয়া গিয়াছে যে শম্বর লবণ বোঝাই এক হাজার বলদ আজমের শহরহইতে মোং মীর্জাপুর আসিতেছে তাহার প্রতিবলদে তিন২ মোন বোঝাই। তাহারা আজমেরহইতে সাগর শহরে তিন মাসে পঁহুছিয়াছে ঐ লবণ আজমের শহরে প্রতি মোন তিন টাকা দরে খরিদ হইয়াছে কিন্তু সাগরে তাহার মূল্য সাড়ে চারি টাকা।

মরীচ উপদ্বীপ।

পূর্ব্বে শুনা গিয়াছিল যে শ্রীযুত রিকেটস সাহেব মরীচ উপদ্বীপের বড় সাহেব হইয়া আসিতেছেন সে সমাচার এখন মিথ্যা বোধ হইল। এখন শুনা যাইতেছে যে পূর্ব্বে যে শ্রীযুত ফারকুহর সাহেব বড় সাহেব ছিলেন তিনি পুনর্ব্বার সেই কর্ম্মে আসিতেছেন। এবং ঐ মরীচ শহরে পূর্ব্বে অগ্নিদাহ হওয়াতে যত লোক মারা পড়িয়াছে তাহাহইতেও অধিক লোক এই বার মরকেতে মারা পড়িয়াছে।

বিগ্রহ চুরি।

সমাচার পাওয়া গেল যে মোং তেলেনিপাড়ার শ্রীযুত কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে স্থাপিতা অষ্টধাতুময়ী এক অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি ও শিব ছিলেন। সংপ্রতি ৬ ফাল্গুন ১৭ ফেব্রুআরি তারিখে বৃহস্পতিবার রাত্রি ছয় দণ্ডের সময়ে দেওড়ী দরওয়ান অনেক জাগ্রৎ থাকিতেও সেই অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি ও শিব চুরি গিয়াছে। ইহার অনুসন্ধান কিছুই পাওয়া যায় নাই তাহার জন্যে বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীর সকলে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন আছেন কিন্তু বিগ্রহের অলঙ্কারাদি ও তৈজস পত্রাদি কিছু লয় নাই তাহার কারণ এই যে তাঁহারদের সায়ংকালীন আরত্রি ও শীতল ভোগাদি দিয়া তৈজস পত্র ও অলঙ্কারাদি খুলিয়া লইয়া স্থানান্তরে সিন্দুকে সাবধান পূর্ব্বক রাখিয়া বিগ্রহেরদিগকে শয়ন করাইয়াছিল ইত্যবসরে চুরি হইয়াছে।

বাঙ্গাল বাঙ্ক নোট হারাণ।

মোং দমদমার এক সাহেবের দুই বাঙ্গাল বাঙ্ক নোট চুরি গিয়াছে।

নম্বর	তারিখ	টাকা
৯১০৭	১৪ এপ্রিল ১৮১৮	১০০
১৫৩৭৩	২১ আগস্ত ১৮১৯	১০০

হীরার অলঙ্কারের সুর্ত্তি।

মোং কলিকাতার লালদিঘীর নিকটে শ্রীযুত টুআন্টিয়েনকো সাহেবের বাটীতে পচিশ হাজার টাকার হীরার অলঙ্কারের সুর্ত্তি হইবেক তাহাতে আড়াই শত টিকীট হইয়াছে প্রত্যেক টিকীট একং শত টাকার। তাহার মধ্যে সকলহইতে উত্তম এক হীরার আঙ্গঠী তাহার মূল্য পাঁচ হাজার টাকা। এবং তাহার মধ্যে সকলহইতে ন্যূন মূল্য সাড়ে চারি শত টাকা।

অগ্নিদাহ।

দিন পাঁচেক হইল মোং অগ্রদ্বীপুরের তাবৎ গঞ্জ গোলা ও গৃহস্থের বাড়ী ও ঘর প্রভৃতি দগ্ধ হইয়াছে তাহাতে মহাজন লোকের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে ইহাতে তাহারদের প্রতি লোকেরদের অধিক দয়া জন্মে নাই যেহেতুক ঐ মহাজনেরা দ্বিগুণ মূল্যে দ্রব্য বিক্রয় করিত।

সিংহলদ্বীপ।

সংপ্রতি শুনা গেল যে সিংহলদ্বীপে এক জন নূতন রাজা উপস্থিত হইয়াছে। সেখানকার প্রকৃত রাজা যে ছিল তাহাকে ইংগ্লণ্ডীয়েরা বেলুর শহরে কএদ করিয়া রাখিয়াছেন। এখন ঐ ব্যক্তি কহিতেছিল যে সিংহলদ্বীপের রাজা আমি। ও পঞ্চাশ ষাটি জন লোক জমাইয়া কোনং স্থানে লুঠ ও দৌরাত্ম্য করিতেছিল পরে ইংগ্লণ্ডীয়েরা লোক পাঠাইয়া তাহাকে ধরিয়াছে সে ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া গেল যে সে এক জন সেই দেশের পণ্ডিত।

শ্রীযুত আপাসাহেব।

মোং নাগপুরের সমাচার আসিয়াছে যে পূর্ব্বে যেমত শ্রীযুত পেশোয়া মহারাজ ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যেরদিগকে অনেকং প্রকার লোভ দেখাইয়া আপন পক্ষে আনিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন সেই মত নাগপুরের শ্রীযুত আপাসাহেব ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য আপন বশীভূত করিতে চেষ্টা পাইতেছেন যেহেতুক আপাসাহেবের চাকরেরা তাহাকে পত্র লিখিয়াছিল যে হিন্দুস্থানীয় অনেক সৈন্যকে লোভ দেখাইয়া তোমার পক্ষে আনিয়াছি। এইরূপ পত্র পাওয়াতে আপা সাহেব বুঝিলেন যে এইরূপ ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যও আনিতে পারিব কিন্তু তাহাতে কিছুই হইল না কোম্পানির তাবৎ সিপাহী সে লোভ প্রদর্শন হেয়জ্ঞান করিল। আপাসাহেবের পক্ষীয় লোকেরা এমত উদ্যোগ এক দিন করিয়াছিল যে তাহারা রাত্রিযোগে অনেক লোক জমা করিয়া ইংগ্লণ্ডীয় ছাওনিতে পড়িয়া প্রথম গোরা সিপাহীরদিগকে বধ করে পরে তাবৎ বিপক্ষেরদিগকে নষ্ট করে এই নিমিত্ত তাহারা অনেক লোকেরদিগকে অনেক টাকা বেতন দিয়াছিল এবং কর্ম্ম সিদ্ধির বড় ভরসা করিয়াছিল। যে দিন রাত্রিতে এই রূপ করিতে কল্প করিয়াছিল সেই দিন ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যের সুবেদার এক জন এই সন্ধান পাইয়া আপন সেনাপতিকে সমাচার দিল। তাহাতে সেনাপতি অতি শক্তরূপে ছাওনির চৌকী স্থির করিল ও যেং লোক এই পরামর্শে ছিল তাহারদিগকে ধরিয়া কএদ করিল। এবং যে রাত্রে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অমঙ্গল করিতে তাহারা উদ্যত ছিল সে রাত্রিতে ইংগ্লণ্ডীয়েরা পরমসুখে কালক্ষেপণ করিল। পর দিন এই বিষয় সূক্ষ্ম বিচার করিয়া দেখা গেল যে এই কুপরামর্শে অনেক লোক ছিল না কিন্তু আপা সাহেবের নিজ চাকর লোকেরামাত্র ছিল এখন আপা সাহেব কোন মোকামে লুক্কায়িত হইয়া আছেন তাহা জানা যায় না।

দুর্ম্মূল্য।

মোং গোরক্ষপুর হইতে সমাচার আসিয়াছে যে সেখানে খাদ্য সামিগ্রী সকল দুর্ম্মূল্য বিশেষতঃ বুট এক টাকায় এগার শের পূর্ব্ব বৎসরে সেখানে টাকায় ছাব্বিশ শের ছিল। কিন্তু কাশীতে খাদ্য

সমাচার দর্পণ।

দ্রব্য ক্রমে২ শস্তা হইতেছে এবং সেখানে হৈমন্তিক শস্য যথেষ্ট উৎপন্ন হইয়াছে ইহার পর আরো শস্তা হইবেক।

ধূর্ত্ত শৃগাল।

এক বনে এক ব্যাঘ্র ও শৃগাল ও বেজী ও উন্দুর পরস্পর মিত্রতাপূর্ব্বক বাস করে তাহার মধ্যে শৃগাল স্বভাবতো ধূর্ত্ত। এক দিন সেই বনে অকস্মাৎ আগত হৃষ্ট পুষ্ট হরিণকে দেখিয়া শৃগালের ঐ হরিণ মাংস ভোজনে অতিশয় বাসনা হইল কিন্তু শৃগালের এমত ক্ষমতা নাই যে তাহাকে আপনি নষ্ট করে। অতএব ঐ তিন মিত্রেরদিগকে ডাকিয়া এই পরামর্শ করিল যে হে মিত্র ব্যাঘ্র তুমি ঐ হরিণকে বনে২ তাড়াইবা তাহাতে হরিণ শ্রান্ত হইয়া অবশ্য কোনহ স্থানে শয়ন করিবে পরে উন্দুর মিত্র মৃত্তিকা কাটিয়া সেই স্থানে গিয়া হরিণের পায়ের সির কাটিবে তাহাতে হরিণ গতিশক্তি হীন অবশ্য হইবে তখন তুমি অনায়াসে তাহাকে মারিতে পারিবা। এই পরামর্শ সর্ব্ব সম্মত হইয়া স্থির হইল পরে ব্যাঘ্র সেই রূপ হরিণকে বধ করিয়া আহার করিতে উদ্যত হইলে ধূর্ত্ত শৃগাল একাকী সকল মাংস ভোজন করিতে ইচ্ছা করিয়া কহিল যে হে মিত্র ব্যাঘ্র এই অপূর্ব্ব মৃগ মাংস পাওয়া গিয়াছে ইহাতে পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ না করিয়া অগ্রে আপনারদের আহার করা কর্ত্তব্য নহে অতএব স্নান করিয়া আইস এবং এই সুন্দর মাংস দ্বারা পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ কর পরে আমরা আহার করিব। ইহাতে ব্যাঘ্র সম্মত হইয়া স্নানার্থে গেল এবং বেজী ও উন্দুরও গেল। শৃগাল কেবল হরিণের রক্ষার্থে থাকিল। ব্যাঘ্র শীঘ্র স্নান করিয়া আসিয়া দেখিল যে শৃগাল রোদন করিতেছে। ব্যাঘ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে হে মিত্র শৃগাল তুমি কি কারণ রোদন করিতেছ। শৃগাল কান্দিতে২ কহিল যে সে কথা কহিতে আমার প্রাণ বিদীর্ণ হয় তোমার যে দুই পুত্র অমুক বনে ছিল তাহার এক জনকে রাজা নষ্ট করিয়াছে আর এক জনকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে এখন তুমি উদ্যোগ করিলেও এক জনকে বাঁচাইতে পার। ব্যাঘ্র ইহা শুনিবামাত্র পুত্র শোকে অত্যন্ত কাতর হইয়া অন্য পুত্র রক্ষার্থে গেল। পরে বেজী ও উন্দুর স্নান করিয়া হরিণ মাংস ভোজন করিতে আইলে শৃগাল কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কহিল যে অরে ক্ষুদ্র জন্তুরা তোরদের এত আস্পর্দ্ধা যে আমার সহিত এই মাংস সমান ভাগে খাইতে বাসনা করিস দেখ ব্যাঘ্র এত বড় পরাক্রান্ত জন্তু আমার তর্জনে ভীত হইয়া পলাইল তোরা আমাকে ভয় করিস না তবে থাক অগ্রে আমি ভোজন করি যদি পাত্রাবশিষ্ট কিছু থাকে তবে কিঞ্চিৎ পাইবি। ইহা কহিয়া সমুদায় হরিণ মাংস ঐ ধূর্ত্ত শৃগাল ভোজন করিল ও বেজী ও উন্দুরকে নিরাশ করিল।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে আত্মম্ভরী অথচ ধূর্ত্ত ব্যক্তি পরের দুঃখ ও পরিশ্রম বিবেচনা করে না এবং আপনি কোন পরিশ্রম না করিয়া প্রতারণাপূর্ব্বক সর্ব্বস্ব গ্রহণ করে।

বাজার ভাও।

জিনিস	মোন	অবধি	পর্য্যন্ত
সুপারি	১	৪।৵	৪।০
ভেরণ্ডা তৈল	১	২০	৩২
গাছ মরিচ	১	৫॥০	৬
নারিকেল তৈল	১	১৬	১৭
তুলা কাছোড়া	১	১৭॥০	১৮
আদা রঙ্গপুর	১	২৸০	৩
পাটনাই আদা	১	২॥০	
চালু পাটনাই	১	৩॥৵	৩৸
পাছাড়ি উত্তম	১	২৸০	৩
পাছাড়ি মধ্যম	১	২।০	২॥০
মুগী উত্তম	১	১৸৵	
মুগী মধ্যম	১	১৸/	
বালাম	১	১৸	১৸/
দুধ্যা ধান	১	২	২/
পাটনাই বুট	১	৩॥০	৪।০
অড়হর ডালি	১	৩।০	৩॥/
উত্তমগায়েঘৃত	১	২০	
মধ্যম ঘৃত	১	১৯	১৯
ভৈঁসা ঘৃত	১	১৯	১৭
মধ্যম ভৈঁসা	১	১৫	
নীল উত্তম	১	১৬০	
অন্যং প্রকার			
নীল	১	১১০	১২০
সোরা উত্তম	১	৭	৭।/
মধ্যম	১	৬।০	৬৸০
চিনী কাশীর	১	১০	
মধ্যম	১	৮॥০	৯।০
খার চিনী	১	৫৸০	
তেতুল	১	৸০	৸৵
তামাক	১	৩	৪॥০
চন্দন	১	১৫	১৭

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে২ এক টাকা যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকটে কাগজ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাহার নিকটে পাঠান যাইবেক।

সমাচার দর্পণ

৭৪ সংখ্যা । শনিবার । ৪ মার্চ সন ১৮২০ । ২২ ফাল্গুন সন ১২২৬ ।

দর্পণেমুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ । বৃত্তান্তানিহ জানন্ত সমাচারস্য দর্পণে ॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা এক আনা ডিস্কৌণ্ট। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা চারি আনা ডিস্কৌণ্ট।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

৪	মার্চ	শনিবার	২২	ফাল্গুন
৫	ঐ	রবিবার	২৩	ঐ
৬	ঐ	সোমবার	২৪	ঐ
৭	ঐ	মঙ্গলবার	২৫	ঐ
৮	ঐ	বুধবার	২৬	ঐ
৯	ঐ	বৃহস্পতিবার	২৭	ঐ
১০	ঐ	শুক্রবার	২৮	ঐ

কোম্পানির ইস্তাহার।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে মোং আলীপুরের কাছারিতে ২৮ মার্চ ১৮২০ সালে চব্বিশ পরগনার কালেক্তর সাহেব এই পোনের লাট ভূমি বিক্রয় করিবেন। কোম্পানি বাহাদুর আপন খরচে পাগলা হসপিতাল করিবার কারণ ঐ ভূমি পরিষ্কার করিয়াছিলেন।

লাট	বিঘা
১	১০/
২	১০/
৩	১০/
৪	১০/
৫	১০/
৬	৫/ ।০ ।৴
৭	১০/
৮	১০/
৯	১০/
১০	১০/
১১	১০/
১২	১০/
১৩	১০/
১৪	১০/
১৫	১০/

সমাচার দর্পণ।

জাহাজ আমদানী।

জনটৌবিন নামে জাহাজ কাপ্তান লিমন ঐ জাহাজ ২৮ সেপ্তম্বর ইংগ্লণ্ড ছাড়িয়া ২৫ ফেব্রুআরি তারিখে কলিকাতাতে পঁহুছিয়াছে। এবং সেরবর্ন নামে জাহাজ ১২ নবেম্বর তারিখে ইংগ্লণ্ড ছাড়িয়া ২৮ ফেব্রুআরি মোং কলিকাতাতে আসিয়াছে এই জাহাজ সাড়ে তিন মাসে পঁহুছিয়াছে এত শীঘ্র অন্যং জাহাজ কদাচিৎ আইসে। এইং জাহাজে যেং সমাচার আসিয়াছে তাহা পশ্চাৎ ছাপান যাইবেক।

জাহাজ রপ্তানী।

বেঙ্কুলন নামে এক জাহাজ কাপ্তান এনষ্ডিস ঐ জাহাজ ২৩ ফেব্রুআরি মোং কলিকাতাহইতে মান্দরাজে প্রস্থান করিয়াছে।

যুদ্ধের নূতন হায়ই।

যুদ্ধের কারণ এক প্রকার নূতন হায়ই ইংগ্লণ্ডে সৃষ্টি হইয়াছে সে গোল ও লম্বা চৌড়াতে এক হাত পরিমিত তাহার মধ্যে বারুদেতে পরিপূর্ণ। যুদ্ধকালে সেই হায়ই নিক্ষেপ করিলে সে আকাশে উঠে পরে শত্রু সৈন্যের মধ্যে অতিবেগে পড়িবা মাত্র দশ বার হাত মৃত্তিকার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ফাটে তাহাতে অনেক লোক মারা পড়ে। এই হায়ই ১৮১৯ সালের জুন মাসে মোকাম দমদমাতে তাহার পরীক্ষা করিবার কারণ নিক্ষেপ করিয়া দেখা গিয়াছিল যে তাহার এক প্রকার দোষ ছিল। কিন্তু সংপ্রতি ১০ জানুআরি তারিখে ঐ হায়ই ছাড়া গিয়াছিল তাহাতে দেখা গেল যে সে অতিসুন্দর ও নির্দোষরূপে গঠিত হইয়াছে।

শ্রীযুত আপা সাহেব।

দক্ষিণ দেশহইতে সমাচার আসিয়াছে যে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যেরা মোং জহরা নামে স্থানে কয়দরাবাদ নামে কিল্লাতে শ্রীযুত আপা সাহেবকে অনেক অন্বেষণ করিতেছে যেহেতুক শুনা গিয়াছে যে তিনি সেই কিল্লাতে লুকাইয়া আছেন। এবং আপাসাহেবের যে সঙ্গী লোকের ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল তাহারা ধরা পড়িয়াছে এবং সীতাবলদী শহরে কএদ হইয়াছে তাহারদের

মধ্যে প্রধান আপাসাহেবের ভ্রাতা অতএব তাহাকে মোং নাগপুরে পাক কএদ করিয়াছে শ্রীযুত জেনরাল দপ্তন সাহেব আপাসাহেবের অন্বেষণার্থে ঐ কয়দরাবাদে গিয়া কথক ঘোড়সোয়ার সিপাহীরদের দ্বারা ঐ কিল্লা ঘেরাইলেন ও কথক পয়দল সিপাহীরদিগকে তাহার মধ্যে পাঠাইলেন। তাহারা কিল্লার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে আপাসাহেবের এক জন আত্মীয় লোক তাহারদের প্রতি অনেক প্রতারণা করিতে লাগিল তাহাতে তাহার প্রতি সন্দেহ করিয়া ইংগ্লণ্ডীয় সিপাহীরা তাহাকে খুন করিল। পরে প্রমাণ পাওয়া গেল যে ঐ ব্যক্তি আপাসাহেবকে দুই মাস আপন ঘরে লুকাইয়া রাখিয়াছিল যখন ইংগ্লণ্ডীয়েরা তাহার অন্বেষণ করিতেছিল তখন সে কোন কথা প্রকাশ করে নাই। এখন আপাসাহেবকে ধরিবার কারণ অনেক চেষ্টা হইতেছে পরে কি হয় বলা যায় না।

নাগপুরান্তঃপাতী আলনা গ্রাম।

আলনা গ্রামহইতে সমাচার আসিয়াছে যে শ্রীযুত জেনেরাল দপ্তন সাহেবের নিকটে তদ্দেশীয় ভাগ্যবান এক জন কহিল যে আমাকে এত টাকা ও এত জায়গীর যদি তুমি দেও তবে আমি শ্রীযুত আপাসাহেবকে ধরিয়া দি। সে যত টাকা চাহিল ঐ সাহেব তাহাহইতে অল্প দিতে স্বীকার করিলেন সে ব্যক্তি তাহাতে সম্মত হইল না। পরে দপ্তন সাহেব সেই ব্যক্তিকে কএদ করিলেন এবং কয়দরাবাদে সৈন্য পাঠাইলেন ও তাহাকে আপাসাহেবের বিষয় অনেক জিজ্ঞাসা করিলেন সে কিছুই কবুল করিল না।

ওলাউঠা।

মোং মান্দ্রাজহইতে সমাচার আসিয়াছে যে সেখানে ওলাউঠারোগের বৃদ্ধি অতিশয় হইয়াছে মোং ব্লিলনে অনেক সৈন্য যাইতেছিল তাহারদের দুই তিন শত সিপাহী ওলাউঠারোগে মারা পড়িয়াছে এবং ওলাউঠারোগ এমত সাহসী যে গোরাসিপাহীরদিগকে ধরিয়াছে।

স্ফুর্ত্তি।

মোং কলিকাতায় এক জন দালাল স্বপ্নে দেখিয়াছিল যে অমুক নম্বরের টিকীট কিনিলে লক্ষ টাকার বাজী জিতিবে। সে তাহার পর দিন মহাহৃষ্ট হইয়া আপনার জিনিস পত্র বিক্রয় করিয়া এক শত টাকাতে সেই নম্বরের টিকীট কিনিল। পরে আর এক জন ভাগ্যবান বাঙ্গালি লোক সেও ঐ রূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিল তৎপ্রযুক্ত সে টিকীটআপিসে গিয়া ঐ টিকীট কিনিতে চেষ্টা করিল কিন্তু শুনিল যে সে টিকীট সেই দালাল কিনিয়াছে। শেষে ঐ ভাগ্যবান ঐ দালালকে অনেকং স্তব বিনয় করিয়া এবং দুই হাজার টাকা দিয়া ঐ টিকীট কিনিল। পরে ঐ টিকীট চন্দননগরের এক ফরাশিস সাহেব কিছু অধিক মূল্য দিয়া তাহার স্থানে কিনিয়া লইল। পরে শেষ দিনে ঐ টিকীট ফরদা উঠিল। আমরা শুনিতে পাই যে ঐ ফরাশিসকে পচিশ হাজার টাকা দিতে অন্য এক জন স্বীকার করিয়াছিল ফরাশিস তাহাকে দেয় নাই। ইহাতে ফরাশিস সাহেবের অনেক লোভ ও দালাল ও দ্বিতীয় ব্যক্তির লাভাদৃষ্ট প্রকাশ হইল।

কালিঞ্জর।

আমরা পূর্ব্বে জানিয়াছিলাম যে কালিঞ্জরের কিল্লা নষ্ট করিতে কোম্পানি বাহাদুরের হুকুম হইয়াছিল সংপ্রতি সমাচার পাওয়া গেল যে শ্রীশ্রীযুত আপন হস্তাক্ষরে তৎপ্রদেশীয় অধ্যক্ষেরদিগকে লিখিয়াছেন যে এমত প্রাচীন হিন্দুস্থানের রত্নভূষণ ঐ কালিঞ্জরের কিল্লা নষ্ট করা উপযুক্ত নয়।

সেখানহইতে আরো সমাচার আসিয়াছে যে সেখানে অকস্মাৎ কাল স্বভাব বিপরীত হইয়াছে যেহেতুক তৎপ্রদেশে শীতকালে গ্রীষ্ম কালের মত রীতি হইয়াছিল এবং সেখানে এক পুষ্করিণীতে সর্ব্বদা দুর্গন্ধ নির্গত হইত সংপ্রতি তাহাতে জল পরিপূর্ণ হইয়া তাহার জল অতি মিষ্ট হইয়াছে তাহাতে সেখানকার ব্রাহ্মণেরা কহেন যে দৈবহইতে মঙ্গল পক্ষ দেখা দিয়াছেন তৎপ্রযুক্ত এমত সৌভাগ্য হইয়াছে।

শাহশুজা।

কাবোলের পূর্ব্ব বাদশাহ শাহশুজা সিন্ধু দেশের অন্তঃপাতী হয়দরাবাদের অধীশের নিকটে লক্ষ টাকা পাইয়া তন্নিকটস্থ সিকারপুর নামে গ্রামে বাস করিতেছেন।

কর্ণাটকের নবাব।

আমরা পূর্ব্বে ছাপিয়াছিলাম যে কর্ণাটকের শেষ নবাব মরিয়াছেন। এখন সমাচার পাওয়া গেল যে ৩ ফেব্রুআরি তারিখে শ্রীযুত মান্দ্রাজের বড় সাহেব কলিকাতার শ্রীশ্রীযুতের আজ্ঞানুসারে কর্ণাটক নবাবের পুত্র আজম শাহ বাহাদুরকে তাঁহার পিতৃপদে স্থাপিত করিয়াছেন। ঐ দিন তথাকার বড় সাহেব ও জজ সাহেব প্রভৃতি প্রধান সাহেবেরা ঐ নবাবের রাজগৃহে গেলেন ও সেই রাজগৃহের প্রধান কুঠরীর দ্বারে ঐ নূতন নবাব এই সাহেব লোকেরদের সেলাম লইলেন

সমাচার দর্পণ

পরে মান্দরাজের বড় সাহেব খেলাত ও অন্যং নবাবী চিহ্ন তাহাকে পরিধান করাইলেন ও সিংহাসনের নিকটে তিনি দাঁড়াইলেন তখন বড় সাহেব তাহাকে কহিলেন যে শ্রীশ্রীযুত কলিকাতার বড় সাহেবের আজ্ঞাতে তোমাকে তোমার পিতৃ সিংহাসনে বসাইলাম তোমার পিতার সহিত আমার যে রূপ সৌহৃদ্য ছিল সেই রূপ সৌহৃদ্য আমি তোমার প্রতি করিব। এবং ১৮০১ সালে নবাব আজমদ্দৌলার সহিত আমারদের যে সন্ধিপত্র হইয়াছিল সেই সন্ধিপত্রে আপনকার দৃষ্টি থাকিবেক। অতএব আজি আমি আপনকাকে কর্ণাটক নবাব সুবেদার জ্ঞানে সেলাম করি।

অপর ঐ নবাব পারসী ভাষাতে তাহার প্রত্যুত্তর করিলেন যে আজি আমি পরমেশ্বরের ইচ্ছাতে ও শ্রীশ্রীযুতের অনুগ্রহেতে আপন পিতৃপদপ্রাপ্ত হইয়া কর্ণাটক নবাব হইলাম তুমি যে আমার সহিত ইস্তালাপ করিতে আসিয়াছ ইহাতে আমি তোমাকে সেলাম করি।

যে সন্ধিপত্র আপন পূর্ব্ব পদস্থেরা কোম্পানি বাহাদুরের সহিত করিয়াছেন তাহা আমি কদাচ বিস্মৃত হইব না এবং আপনি ও কলিকাতার শ্রীশ্রীযুত যে আনুকূল্য নিত্য আমার বংশের উপরে করিয়াছেন তাহা আমার মনহইতে কখনও যাইবে না।

ইহারপর তাঁহাকার বড় সাহেব ঐ নবাবকে লইয়া সিংহাসনে বসাইলেন ও তখনি সেলামী এবং কিল্লাতে তোপ হইল। পরে বড় সাহেব তাহাকে সেলাম করিয়া বিদায় হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

মহাবণিক।

সংপ্রতি শুনা গিয়াছে যে ইওরোপের বড়ং নগরে প্রজালোকেরা য়িহুদী লোকেরদের উপরে অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করিতেছে তাহারদিগকে মারিতেছে ও তাহারদের ঘর পোড়াইতেছে ইত্যাদি অনেক উৎপাত করিতেছে। তাহাতে সেং প্রদেশের রাজারা য়িহুদী লোকেরদের রক্ষার্থে সৈন্য লইয়া আপনং প্রজারদিগকে দমন করিতেছে। তাহার কারন এই যে ইওরোপে অনেকং নগরে য়িহুদী লোকেরা মহাজনি করে তাহাতে সেইং প্রদেশের রাজারা য়িহুদী লোকেরদের নিকটে টাকা কর্জ করে এবং সুদ দেয় সেই সুদ রাজারা রাজকরের সহিত প্রজারদের উপরে অধিক করিয়া লয়। তাহাতে প্রজারা য়িহুদী লোকের উপরে আত্যন্তিক ক্রুদ্ধ হইয়াছে। তাহাতে রথসীল্ড নামে এক জন য়িহুদী মহাজন আছে তাহার মত মহাজন ইওরোপে নাই দুই বৎসর হইল যে সময় ইওরোপের বন্দোবস্তের কারন সেখানকার রাজারা একত্র হইয়াছিল তখন তাহারদের যত টাকার প্রয়োজন তত টাকার সরবরাহ করিবার কারণ ঐ মহাজন সেখানে গিয়াছিল। ঐ ব্যক্তি এমত স্থির করিয়াছে যে যেং নগরে য়িহুদী লোকেরদের উপরে দৌরাত্ম্য হইয়াছে সেখানকার উপরে যে হুণ্ডীপ্রভৃতি আইসে তাহার টাকা দেয় না। ইহাতে সেইং স্থানে বাণিজ্যের কিছু লটঘটি হইয়াছে।

মরমেদ অর্থাৎ নর মৎস্য।

ইওরোপীয় লোকেরদের মধ্যে কেহং মরমেদ নামে এক সমুদ্রের জন্তু মানে কিন্তু সে প্রায় অবিশ্বসনীয় তাহার আকার নাভির ঊর্দ্ধে স্ত্রী লোকের মত ও তাহার নীচে মৎস্যের আকার ঐ প্রাণী সমুদ্রের মধ্যে থাকে এবং লোকে কহে যে ঐ জন্তু কখনং সমুদ্রহইতে উঠিয়া পর্ব্বতের উপরে বসিয়া অতিসুন্দর গান করে। সংপ্রতি পাঁচ মাস হইল স্কটলণ্ড দেশে তিন শত সাহেব লোকের সাক্ষাৎকারে ঐ জন্তু সমুদ্রহইতে উঠিয়া এক পর্ব্বতের উপরে চড়িয়া অঙ্গুলিদ্বারা আপন চুল পরিষ্কার করিতেছিল ও দেখা গেল যে তাহার দুই স্তন ষোড়শ বর্ষীয় যুবতির স্তনের মত।

চীনদেশের বাদশাহের পুত্রশাসন।

চীন দেশের বাদশাহের গত জন্মদিনে অনেকং ওমরা লোক ও অমাত্য লোক ও চাকর লোক ও বাদশাহের পুত্রেরা বাদশাহের মজলিসে আসিয়া যথাযোগ্য আমোদ প্রমোদ ভোজন প্রভৃতি সকলেই করিয়াছিলেন কিন্তু বাদশাহের তৃতীয় পুত্র আপনি আইলেন না ও আপন প্রতিনিধি কোন লোককে ও পাঠাইলেন না। তাহাতে বাদশাহ ক্রুদ্ধ হইয়া এই কহিলেন যে এই আমার পুত্রের বয়ঃক্রম বার বৎসরের অধিক কিন্তু তাহার মন অতি নিরুৎসাহ ও তাহার স্বভাব মূঢ়ের মত। এই নিমিত্তে তাহার শাসনার্থে তাহার ছয় মাসের মশাহরা দণ্ড করা গেল কিন্তু তাহা ছয় কিস্তীতে লইতে হইবেক এবং তাহার পারিষদ লোকেরদিগকে আপনং পদহইতে ন্যূন পদে স্থাপিত করিতে হইবেক। ইহা কহিয়া সেই রূপ দণ্ড করিলেন।

ব্যাঘ্র।

নেপালের পাহাড়ের নিকটে তিরহুত নামে এক স্থানে বিবি বুলর ও আর এক স্ত্রী লোক হাতীর উপরে আরোহণ করিয়া শিকার করিতে গিয়াছিলেন এবং

সম্মাং জলু ঘাসের মধ্যে হরিণ অন্বেষণ করিতেছিলেন এই কালে অকস্মাৎ এক ব্যাঘ্রী লম্ফ দিয়া হাতী র ওপরে ওঠিল পরে ঐ বিবীরা অতিসাহস করিয়া কি অস্ত্রদ্বারা ঐ ব্যাঘ্রীকে দুর করিল তাহা জানা গেল না সে স্থানে অন্বেষণ করিতেং দুই ব্যাঘ্রের বাচ্চা পাওয়া গেল তাহাতে অনুমান হইল যে ঐ বাচ্চার প্রাণের ভয়ে ব্যাঘ্রী হাতীর ওপরে আক্রমণ করিয়াছিল।

শৃগালের ধূর্ত্ততা।

এক মহাবনে এক ব্যাঘ্র ও এক মহিষ চিরকাল বসতি করে কিন্তু ঐ ওভয়ের পর স্পর কখনও সাক্ষাৎ হয় না। ইতোমধ্যে এক ধূর্ত্ত শৃগাল সেই বনে বাসার্থ আইল এবং ঐ বনের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া ঐ বনের দুই প্রদেশে ঐ দুই মহাভয়ানক জন্তুকে দেখিল তাহাতে সে মনে ভাবিল যে এই দুই ভয়ঙ্কর জন্তুকে এই বনহইতে দুর না করিলে আমার নিরুপদ্রবে বাস করা হয় না আমি ক্ষুদ্র জন্তু দেখি অন্য কোনহ ওপায়দ্বারা কর্ম্মসিদ্ধি করিব। এই মনে নিশ্চয় করিয়া প্রথম ব্যাঘ্রের নিকটে গিয়া প্রণাম করিয়া কহিল যে মামা আমাকে চিনিতে পার। ব্যাঘ্র আপন ভাগিনেয় জ্ঞান করিয়া অনেক সমাদর পূর্ব্বক মধ্যেং ইষ্টালাপ করিল। পরে শৃগাল কহিল যে মামা এই বনের পূর্ব্ব ভাগে একটা ক্ষুদ্র মহিষ আছে তাহার নিকটে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম তাহাতে সে তোমাকে অনেক কটু কহিয়া তিরস্কার করিল আর কহিল যে থাক আজি তোর মামাকে এই বনহইতে দূর করিতেছি। ইহাতে আমার মনে অতিশয় দুঃখ ও ক্রোধ জন্মিল। ইহা শুনিয়া ব্যাঘ্র অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া মহিষের সংহারার্থ যাইতে লাগিল। শৃগাল কহিল যে মামা আজি ক্ষান্ত হও দেখি সে বেটা কি করে। শৃগাল ইহা কহিয়া ব্যাঘ্রকে থামাইয়া মহিষের নিকটে গেল ও তাহার সহিত ঐ রূপে মামা সম্পর্ক করিয়া কহিল যে মামা আমি তোমার নিকট আসিতে পথে এক ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র তোমাকে গালি দিল ও কহিল যে তোর মামাকে অদ্যই বধ করিতেছি। ইহা শুনিয়া মহিষ কহিল যে সে কোথায়। শৃগাল কহিল যে মামা আইস তাহাকে দেখাইয়া দি। ইহা কহিয়া শৃগাল ঐ রাগান্ধ মহিষকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল ও এক স্থানে মহিষ মামাকে রাখিয়া ব্যাঘ্র মামাকে সমাচার দিল যে মামা বাহির হও ঐ দুষ্ট মহিষ তোমাকে নষ্ট করিতে আসিয়াছে। ইহা শুনিবামাত্র ব্যাঘ্র মহাঘোর শব্দ করিয়া মহিষের ওপরে আক্রমণ করিল মহিষও সাধ্যপর্য্যন্ত আপন শৃঙ্গদ্বারা ব্যাঘ্রকে আঘাত করিতে লাগিল এই রূপে ওভয়ের ঘোর যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইল। ঐ ধূর্ত্ত শৃগাল তখন তাহারদের চতুর্দ্দিকে করতালি দিয়া ফিরিতে লাগিল ও মামার জয়ং এই কথা বারং ওচ্চৈঃস্বরে কহিয়া ওভয়ের মন রক্ষা করিল। পরে ঐ যুদ্ধে মহিষ ও ব্যাঘ্র ওভয়েই মরিল। ধূর্ত্ত শৃগাল আপন বুদ্ধিপ্রভাবে ঐ বনে নিরুপদ্রবে বাস করিতে লাগিল।

বাজার ভাও।

জিনিস	মোন	অবধি	পর্য্যন্ত
সুপারি	১	৪৶	৪॥০
ভেরণ্ডা তৈল	১	২০	৩২
গাছ মরিচ	১	৪॥০	৬
নারিকেল তৈল	১	১৫	১৬
তুলা কাছোড়া	১	১৭॥০	১৮
আদা রঙ্গপুর	১	২৸০	৩
পাটনাই আদা	১	২॥০	
চালু পাটনাই	১	৩॥৴	৩৸
পাছড়ি উত্তম	১	৩	৩৷০
পাছড়ি মধ্যম	১	২৷০	২॥০
মুগী উত্তম	১	১৸৶	
মুগী মধ্যম	১	১৵	
বাদাম	১	১৸	১৵
দুধা ধান	১	২৴	২৷০
পাটনাই বুট	১	৩৸	২৸৶
অড়হর ডালি	১	৩৷০	৩৶
উত্তমগায়েঘৃত	১	২০	
মধ্যম ঘৃত	১	১৬	১৮
ভৈঁসা ঘৃত	১	১৬	১৭
মধ্যম ভৈঁসা	১	১৫	
নীল উত্তম	১	১৬০	
অন্যং প্রকার			
নীল	১	১১০	১৫০
সোরা উত্তম	১	৭	
মধ্যম	১	৬৷০	৬৸০
চিনী কাশীর	১	৯	
মধ্যম	১	৭	৮
খার চিনী	১	৫৸০	
তেঁতুল	১	।৵	॥৶
তামাক	১	৪	৬
চন্দন	১	১৫	১৭

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহেং কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসেং এক টাকা যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাঁহার নিকট কাগজ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাহার নিকটে পাঠান যাইবেক।

সমাচার দর্পণ

১০২ সংখ্যা। শনিবার। ২৯ এপ্রিল সন ১৮২০। ১৮ বৈশাখ সন ১২২৭।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্ত সমাচারস্য দর্পণে॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা এক টাকা বার আনা প্রিমিয়ম। বিক্রয় করি হইলে শতকরা দুই টাকা চারি আনা প্রিমিয়ম।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

২৯	এপ্রিল	শনিবার	১৮ বৈশাখ	
৩০	ঐ	রবিবার	১৯	ঐ
১	মে	সোমবার	২০	ঐ
২	ঐ	মঙ্গলবার	২১	ঐ
৩	ঐ	বুধবার	২২	ঐ
৪	ঐ	বৃহস্পতিবার	২৩	ঐ
৫	ঐ	শুক্রবার	২৪	ঐ

ইস্তার দেওয়া যাইতেছে।

সন ১৮২০ সাল ইং ১১ মে মতাবিক সন ১২২৭ সাল বাঙ্গালা ৩০ বৈশাখ রোজ বৃহস্পতিবার এবং তাহারপর যেতক সকল নমক বিক্রয় হয় মোকাম কলিকাতা একশেওক্রমে নিলামে বিক্রয় হইবেক সওয়াজি ১২০০০০০ বার লক্ষ মোন তফশীল নীচে লেখা যাইতেছে ফিলাট ১০০০ মনের হইবেক সের ঠীক ৮২ ওজন ফি লাট ১ টাকা বায়না দিয়া সওদা পাকা করিবেক যে মোকামে বিক্রয় হইবেক সেখানহইতে খরিদারান নমক চালান করিবেক সে মোকামের নাম বক্ত ইস্তাহার সদর নমক দপ্তরে লটকান গেল তাহাতে লেখা আছে।

নিলাম বিক্রয়ের নিয়মিত সরত তপশীল।

নাম জেলা	নমক পেশগী	আমানত পেশগী	রোক বেবাক	কিস্তের টাকার মুদ্দত
হিজলী	২৭০০০০			
তমোলোক	২৫০০০০			
চব্বিশ পরগণা				
পুর্ব্বগ্রদ	১০০০০০	মাসের ওপর হিসাব ২০ টাকা	মাসের ওপর হিসাব ১০ টাকা	নিলামের শেষ দিনের পর দুই মাহা
পশ্চিমগ্রদ	১১৫০০০			
ভুলুয়া	১৫০০০০			
চাটীগ্রাম	১৪০০০০			
খালিয়া				
কটক পাঙ্গী	১০০০০০			
মান্দরাজ				
পরমোট	১৭৫০০০			
	১২০০০০০			

মেয়াদ মত টাকা দাখিল না করিলে নগদ বিক্রয়ের ইস্তাহার দেওয়া যাইবেক তাহাতে যে নোকসান হইবেক তাহা প্রথম খরিদারানের লাগিবেক কেফাত হয় সরকারের হইবেক।

মার্চ মাহার নিলামে ১৪ ফিব্রুআরির ইস্তাহারে খাতির্জমা সকলকে দেওয়া গিয়াছে তাহা পুনর্ব্বার নীচে লিখা যাইতেছে ও সকলকে নিতান্ত কহা যাইতেছে যে ৪১০০০০০ মোনের বেশী নমক ইয় সন ১৮২০ সালের চারি নিলামে বিক্রয় হইবে না কিন্তু যদি এই নমকের কম করিবার আবশ্যক বুঝেন কমী করিতে পারিবেন। নীচের তপশীল মাফিক মার্চ ও মে মাহার নমক বিক্রয় হইবেক এবং জুলাই ও সেপ্তম্বরের নমক যখন বিক্রয় হইবেক তাহা সেই সময়ে পৃথক ইস্তাহার দেওয়া যাইবেক।

চারি নিলামের তপশীল।

১ প্রথম সুরু	সন ১৮২০	৯ মার্চ	১২০০০০০
২ দ্বিতীয় সুরু	ঐ	১১ মে	১২০০০০০
৩ তৃতীয় সুরু	ঐ	১৩ জুলাই	—
৪ চতুর্থ সুরু	ঐ	২০ সেপ্তম্বর	২৫০০০০০
			৪১০০০০০

নিয়ম করা যাইতেছে লাটহায়ের নমক এক বৎসরের মধ্যে মোকামহইতে খালাস করিয়া লইতে যাইতে হইবেক নতুবা মেয়াদ উত্তীর্ণের অবধি গোলা ভাড়া বাবুদি মাসং হাজার মোনে ৫ পাঁচ টাকার হিসাবে দিতে হইবেক এবং প্রতিবৎসর ফি শত ছয় মোন হিসাবে কমতি যাইবেক।

নিলামে খরিদা লাট হায়ের যে নমক ঐ এক বৎসর মেয়াদ মধ্যে খালাস না হইবেক গোলা ভাড়া না পাইলে ও উপরের লিখিত কমতি বাদ না গেলে নমক দেওয়া যাইবেক না বিমোজিমহুকুম বোর্ডসরমিট ও নমক ও আফীম দপ্তর কলিকাতা ইতি। সন ১৮২০ সাল ১১ এপ্রেল মোতাবকে বাঙ্গালা সন ১২২৭ সাল ৩০ বৈশাখ।

সমাচার দর্পণ।

নীল।

গত সপ্তাহে নীলের সমাচার পাওয়া

গিয়াছে তাহাতে অনাবৃষ্টিপ্রযুক্ত নীলের উৎপত্তি বিষয়ে সন্দেহ ছিল কিন্তু সম্প্রতি সুবৃষ্টি হওয়াতে অনেক ভরোসা হইয়াছে। বৃষ্টি কোন স্থানে প্রয়োজনের অধিক ও কোন২ স্থানে প্রয়োজনের মত ও কোন২ স্থানে অল্প। ইহার তথ্য সমাচার মোং কৃষ্ণনগরের ১৭ তারিখের পত্র দ্বারা এই জ্ঞাত হইয়াছি।

মোং ফরীদপুর ও যশোহর ও ঢাকাতে মহাবৃষ্টি হইয়াছে এবং জিলা বর্দ্ধমানে গত সপ্তাহে সুন্দর বৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে কৃষাণেরা উপযুক্ত সময়ে বীজ বপনাদি করিতেছে।

পূর্ণিয়া

মোং পুরণিয়াহইতে ১৩ তারিখের পত্র পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা গেল যে সেখানে দুইবার উৎকৃষ্ট বৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে সে দেশীয় লোকেরদের উচ্চ ভূমিতে কৃষি নিষ্পন্ন হইয়াছে এবং সেইরূপ আর একবার বৃষ্টি হইলে উচ্চ ভূমিতে শস্যাদি জন্মানের কোন অপেক্ষা থাকিবেক না। এবং যে নীচের ভূমিতে নীল উৎপন্ন হয় তাহার বিষয় কোন অভরসা নাই। যদ্যপি পূর্ব্বীয় বায়ু যেরূপ এখন বহিতেছে একরূপ বহে ও নদীতে বন্যা বৃদ্ধি না হয় তবে এই বৎসর অত্যুৎকৃষ্ট নীল জন্মিবে।

পিণ্ডারি।

শেখদুল্লা নামে মহাদুরন্ত পিণ্ডারি পূর্ব্বে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের নিকটহইতে পলাইয়াছিল ইহা পূর্ব্বে জানান গিয়াছে সংপ্রতি তাহার সমাচার পাওয়া গেল যে সেই দুষ্ট পিণ্ডারি পুনর্ব্বার দেখা দিয়াছে এবং তাহাকে ধরিবার কারণ ইংগ্লণ্ডীয়েরা দুই শত ঘোড়সোয়ার ও পাঁচ শত সিপাহী পাঠাইয়াছিলেন পরে এক স্থানে রাত্রিযোগে সেই পিণ্ডারিদের সহিত যুদ্ধ হওয়াতে পিণ্ডারিরা পরাস্ত হইলে সেখদুল্লা ও আর তাহার সঙ্গি তিন জন পলাইয়াছে তাহারদের সাত জন খুন হইয়াছে তিন জন আঘাতী হইয়াছে এবং পাঁচ পুরুষ ও দুই বালক ও দুই স্ত্রী ও ষোল ঘোড়া এবং তাহারদের আর২ অনেক সম্পত্তি ইংগ্লণ্ডীয়েরা ধরিয়া আনিয়াছেন। ঐ সেখদুল্লার সহিত যে সকল সৈন্য মিলিয়াছিল তাহারাও ডাকাইত ছিল ঐ সরদার সেখদুল্লার সহিত মিলিয়া মধ্যে২ ডাকাইতি করিতেছিল কিন্তু শেষে তাহার প্রতিফল পাইয়া পলাইল।

নৌকাডুবি।

গত শুক্রবার ১০ বৈশাখে এক ব্যক্তি শ্বশুরালয়হইতে আপন স্ত্রীকে নৌকাযোগে আপন বাটী আনিতেছিল পরে মোং ভাটপাড়ার নীচে গঙ্গাতে অতি বড় তুফানপ্রযুক্ত ঐ নৌকা ডুবিলে অন্য২ লোক নৌকা লইয়া আসিয়া তাহারদের অনুসন্ধান করিতে লাগিল তাহাতে সেই স্ত্রীকেমাত্র সজীবনা পাইল আর২ লোক মৃত দেখিল।

ইংগ্লণ্ড দেশ।

ইংগ্লণ্ড দেশে মুটিয়া প্রভৃতি ইতর লোকেরা প্রত্যেক জন দুই মোন বত্রিশ শেরের বোরা বহে এবং হিন্দুস্থানের মুটিয়ারা দুই মোন পর্য্যন্ত বহিতে পারে এবং বোম্বইতে স্ত্রী লোকেরা তেত্রিশ সের ওজনের মিশ্রির সিন্দুক বহে এবং চীনের মুটিয়ারা দুই মোন পর্য্যন্ত বহে। কিন্তু আমরা শুনিয়াছি যে ইংগ্লণ্ডে ওড নামে এক ব্যক্তি সাড়ে ছয় মোনী বোঝা অতি সহজরূপে বহিতে পারে। মোং বজরাতে মুটিয়া একলা এক পিপা মদিরা স্বচ্ছন্দে কাঁধে ওঠাইয়া লইয়া যায়। এবং অন্য২ বলের কর্ম্মে এক জন সাহেবকে দেখিয়াছি সে প্রায় সাড়ে চারি মোনী কামান গাড়ীহইতে ওঠাইয়া লয়।

ওলাওঠা।

ওলাওঠারোগ অনেক স্থানে অনেক২ ক্রীড়া করিয়া ফিরিতেছেন কিন্তু মোং শ্রীরামপুরে গত রবিবারে তাঁহার এই এক আশ্চর্য্য ক্রীড়া। সপ্তম বৎসর বয়স্কা এক তাঁতীর কন্যার পূর্ব্ব রাত্রিতে বিবাহ হইয়াছিল পর দিন প্রাতঃকালে ঐ কন্যাকে পাঠানের উদ্যোগ হইতেছিল অন্য২ স্ত্রীলোকেরা ব্যবহারানুসারে বর কন্যা একত্র করিয়া বরণ করিল পরে পাল্কীতে আরোহণ করিতে যাইবে ইতাবকাশে ওলাওঠা রোগ ঐ কন্যাকে ধরিল। ঐ কন্যা কহিল যে আমি একবার বহির্দ্দেশে যাইব। পরে একবার তাহার উদরভঙ্গ হওয়াতেই নাড়ীর উপলব্ধি হইল না। অনন্তর ক্ষণেক পরে তাহার প্রাণত্যাগ হইল। ওলাওঠা রোগ ঐ কন্যাকে রুক্মিণীর মত হরণ করিলে সে বর শিশুপালের মত হতাশ হইয়া ফিরিয়া গেল।

এবং এই রূপ গত সপ্তাহে মোং কলিকাতাতে এক ব্রাহ্মণ বালকের যজ্ঞোপবীত হইয়া দণ্ড কমণ্ডলু লইয়া ঘরে যাইবে ইতোমধ্যে ঐ অনিবার্য্য রোগগ্রস্ত হইয়া সে ব্রাহ্মণ বালক লোকান্তরগত হইল।

ইত্যাদি প্রকার ওলাওঠা অনেক খেলা খেলিতেছেন।

ওলাওঠা রোগে কলিকাতার এই২ ভাগ্যবান লোক মরিয়াছেন। বাবু সূর্য্যকুমার ঠাকুর ও বাবু মোহিনীমোহন ঠাকুর ও কোম্পানির ত্রেজুরির খাজাঞ্চি জগন্নাথ বসু ও কলিকাতার একশেঞ্জ ঘরের কর্ম্মকারী শিবচন্দ্র বসু। এবং ইংগ্লণ্ডীয় সাত জন সাহেব মরিয়াছেন।

যোং কলিকাতার পুলিসের রিপোর্টদ্বারা জানা যায় যে সেখানে পূর্ব্বহইতে, ওলাওঠা রোগের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছে।

তারিখ	হিন্দু	মুসলমান
১৫ এপ্রিল	২২	২
১৬ রোজ	১৭	৩
১৭ রোজ	১৭	৬
১৮ রোজ	১৬	১১
১৯ রোজ	৩১	৯
২০ রোজ	১৯	৯
২১ রোজ	১৯	৩
	১৪১	৪৩
একুন	১৮৪	

বৈটুল।

বৈটুল শহরের নিকটবর্ত্তি পঞ্চমুনি নামে স্থানে বৎসরং এক মেলা হইয়া থাকে সেই মেলাতে লোকেরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পর্ব্বতহইতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করে ইহা পূর্ব্বে প্রকাশ গিয়াছে। সেখানকার সমাচার আসিয়াছে যে সেই মেলাতে এই বৎসর দুই স্ত্রী লোক মরিবার কারণ আসিয়াছিল।

তাহার এক স্ত্রী গড় গোয়ালিয়র প্রদেশহইতে আসিয়াছিল। সেই স্ত্রী তিন বৎসর পূর্ব্বে অজ্ঞাত এক লোকের সহিত আপন বিবাহের সম্বন্ধ করিয়াছিল এবং সেই ব্যক্তি বিবাহার্থে যে দিন তাহার নিকটে গড় গোয়ালিয়রে আইল সেই দিন ঐ পুরুষ মরিল। পরে স্ত্রীর জ্ঞাতি কুটম্বিরা তাহাকে কহিল যে যাহার সহিত তোমার সম্বন্ধ নির্ণয় হইয়াছিল সে ব্যক্তি এখন মরিয়াছে অতএব তুমিও না মরিলে অপবিত্রা হইয়া থাকিবা সেই হেতুক তোমার মরণ কর্ত্তব্য। ইহাতে ঐ স্ত্রী স্বীকার করিয়াছিল যে আমি বৈটুল মোকামে পঞ্চমুনি তীর্থে প্রাণত্যাগ করিব।

সেই কারণ ঐ স্ত্রী সেখানে মরিতে আসিয়াছিল পরে অনেক লোক মরিবার কারণ প্রবৃত্তি জন্মাইতে লাগিল কিন্তু ইং গবর্ণমেণ্টেরদের উকীল শ্রীযুত মণ্টগমরি সাহেব সেখানে আছেন তিনি সে স্ত্রীকে অনেক প্রকার প্রবোধ দিলেন ও স্বীকার করিলেন যে তুমি যদি এই প্রকারে না মর তবে যাবজ্জীবন অন্ন বস্ত্রের কারণ টাকা গড় গোয়ালিয়রে বরাওর্দ্দ করিয়া দিব তুমি কখনও দুঃখ পাইবা না। তাহাতে সে স্ত্রী স্বীকৃতা হইয়া পুনর্ব্বার আপন স্থান গোয়ালিয়রে গেল ও সাহেব তাহার বৃত্তি নিরূপণ করিয়া দিলেন।

আর এক বৃদ্ধা স্ত্রীকে তাহার জ্ঞাতিরা ভরণ পোষণ করিবার ভয়ে সেখানে মারিবার কারণ আনিয়াছিল এবং অনেক প্রবৃত্তি লওয়াইয়াছিল কিন্তু ঐ সাহেব এই সকল সন্ধান পাইয়া ঐ বৃদ্ধা স্ত্রীকে কহিলেন যে যদি তোমার জ্ঞাতিরা তোমার ভরণ পোষণ করিতে না চাহে তবে তোমার ভরণ পোষণার্থ কোম্পানি মাসং তোমাকে টাকা দিবেন কদাচ তুমি মরিও না। ইহা কহিয়া ঐ স্ত্রীকে রক্ষা করিয়া মাসং তাহার খরচের কারণ টাকা দিতেছেন।

বৈটুলে শস্যাদি সুন্দর রূপ হইয়াছে পূর্ব্বে যে চালু টাকায় পাঁচ ছয় শের বিক্রয় হইত তাহা এখন টাকায় আঠার শের বিক্রয় হইতেছে এবং যে গোম টাকায় সাত আট শের বিক্রয় হইত এবং কখনং পাওয়া যাইত না সংপ্রতি সে টাকায় আটার শের পাওয়া যাইতেছে! এবং আটা টাকায় ষোল শের বিক্রয় হয় ও অন্যং দ্রব্য সকলি সুলভ আছে।

এবং তৎ প্রদেশে গোন্দজাতিরা পুনর্ব্বার প্রজারদের উপরে দৌরাত্ম্য করিতেছে। কতক দিন পূর্ব্বে লেপ্টেনান্ট সার্জেন্ট সাহেব যোং যোলতাইহইতে কতক সৈন্য লইয়া তাহারদের শাসনার্থে গিয়াছিলেন সে সময়ে তাহারদের দুই শত লোক সেই অঞ্চলে লুট করিতে আসিয়াছিল কিন্তু তাহারা এই সাহেবের সন্ধান পাইয়া পাহাড়ের উপরে পলাইল।

ভূমিকম্প।

কচ দেশে ১৪ মার্চ দিনে দুই প্রহর দুইটার সময়ে অতিঘোরতর ভূমিকম্প হইয়াছিল। সে সময়ে সেখানকার তাবৎ লোক আপনং ঘর ছাড়িয়া পলাইয়াছিল এবং তাহারা তখন মনে করিয়াছিল যে ১৬ জুন তারিখ পুনর্ব্বার আসিয়াছে। ২৮ জানুআরি তারিখ অবধি ক্ষুদ্রং ভূমিকম্প পূর্ণিমা ও অমাবাস্যার যোগে প্রায় সেখানে হইতেছে তাহাতে লোকেরা পূর্ণিমা ও অমাবাস্যার দোষ কহে। সেই ভূমিকম্পে ক্ষুদ্রং দুই এক খান ঘর পড়িয়াছিল কিন্তু অতিশয় উপদ্রব জন্মায় নাই তৎপ্রদেশে তণ্ডুলাদি অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য তাহাতে সেখানকার রাজার এমত আজ্ঞা হইয়াছে যে সেখানহইতে এক দানাও তণ্ডুলাদি বাহির হইবে না।

ইংগ্লণ্ড দেশের বাদশাহ।

ইংগ্লণ্ড দেশের বাদশাহ এখন একাশী বৎসর বয়স্ক হইয়া আছেন এবং তাহার যে প্রকৃতি ব্যত্যয় ছিল তাহা উত্তরোত্তর উপশম হইতেছে তাহাতে লোকেরা আশঙ্কা করিতেছে যেহেতুক এই পীড়াযুক্ত লোকেরদের শেষ কাল উপস্থিত হইলে জ্ঞান জন্মে।

সুবৃষ্টি।

সমাচার পাওয়া গেল যে মোং ফরাস ডাঙ্গা অবধি উত্তর অগ্রদ্বীপ পর্য্যন্ত গত সপ্তাহে অতিসুবৃষ্টি হইয়াছে এবং মধ্যেং বৃষ্টি হইতেছে ও কৃষি কর্ম্ম সুন্দর চলিতেছে কিন্তু এতৎ পূর্ব্বদেশে বিন্দু পাতও হয় না।

আওরঙ্গাবাদ ২৫ মার্চ।

দশ দিন হইল নাগপুরের রাজার এক সেনাপতি শ্রীযুত ফ্রেজর সাহেব পাঁচ জন সিপাহীমাত্র সঙ্গে করিয়া নাগপুরে যাইতেছিলেন ইতোমধ্যে পিণ্ডারিরদের সরদার শেখ দুল্লা ষাটি জন যোদ্ধা ঘোড়সোয়ার সমেত তাঁহার উপরে আক্রমণ করিল তৎক্ষণাৎ সাহেব এক আমের ঝোপে গেলেন ও সেখানে উভয় পক্ষের যুদ্ধ আরম্ভ হইল তাহাতে ফ্রেজর সাহেবের এক লোক খুন হইল এবং সাহেবের ঘোড়া লইয়া সেখ দুল্লা পলাইল এবং সেখ দুল্লার পাঁচ জন মারা পড়িল ও অনেক লোক আঘাতী হইল।

আমারোতী শহর।

কতক মাস হইল মোং আমারোতীতে কাপ্তান ডেবিশ সাহেবের ঘোড়সোয়াররেদের মধ্যে দুই জন সিপাহীর স্থানে এক জন বানিয়া তিন শত টাকা কর্জ লইল ও এই করার করিল যে এই তিন শত টাকা তোমারদের পরিজনেরদের নিকটে দিয়া তিন মাসের মধ্যে রসিদ আনিয়া দিব নতুবা তিন মাসের মধ্যে টাকা ফিরাইয়া দিব। এই করারে খত লিখিয়া দিল। অনন্তর সাড়ে চারি মাস গত হইলে ঐ দুই সিপাহী সে বানিয়ার স্থানে টাকা কিম্বা রসিদ তলব করিল। তাহাতে সে বানিয়া অনেক ওজোর করিয়া ঘুরাইল। ঐ সিপাহীরা তাহাকে অতিশক্তরূপে ধরিলে সে বানিয়া আপনারদের মধ্যে ধনবান এক জন ধন রাজ নামে বানিয়াকে জামিন দিল।

ঐ ধনরাজ সিপাহীরদিগকে ধমক ইয়া কহিল যে যদি ঐ রসিদ না আইসা পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা না করিবি তবে তোরদিগকে অসংভ্রম করিব। সে সিপাহীরা তাহা না মানিলে ঐ ধনরাজ আপন চাকর দ্বারা তাহারদিগকে জুতা মারিল। পরে এই বিষয় কাপ্তান শের সাহেবের নিকটে সমাচার পঁহুছিবামাত্র তিনি আজ্ঞা করিলেন যে সেই ধনরাজকে শহরের মধ্যে প্রকাশ স্থানে বান্ধিয়া ঐ দুই সিপাহী জুতা মারুক। পরে ঐ সিপাহীরা ঐ আজ্ঞানুসারে সেই বানিয়াকে আরো শক্তরূপে সেই মত প্রহার করিল। ঐ শাসনেতে সেখানে এমত শাসন হইল যে তাবৎ বানিয়া বকালি আপনং দ্বার বন্ধ করিল। তাহাতে ধনরাজের এমত অসংভ্রম হইল যে এই সমাচার আওরঙ্গাবাদের এক বানিয়া পাইয়া ঐ ধনরাজের চল্লিশ হাজার টাকার চিঠী মঞ্জুর করিল না কিন্তু সেখানে ধনরাজের এক জন বন্ধু ছিল সে চিঠী মঞ্জুর করিল। ধনরাজ পূর্ব্বে ঐ সিপাহীরদিগকে দশ হাজার টাকা দিতে কবুল করিয়াছিল তথাপি তাহার শাজা বারণ হইল না

বাজারভাও।

জিনিস	মোন	অবধি	পর্য্যন্ত
সুপারি	১	৩।৵	৩৸
ভেরেণ্ডা তৈল	১	২৫	২৬
গাছ মরিচ	১	২॥	৪।৶
নারিকেল তৈল	১	১৩॥	১৪
তুলা কাছোতা	১	২২	
আদা রঙ্গপুর	১	২।৹	২৸
পাটনাই আদা	১	২	২।৶
চালু পাটনাই	১	৩।	৩।৵
পাছড়ি উত্তম	১	২৸	৩
পাছড়ি মধ্যম	১	২।৵	[illegible]
মুগী উত্তম	১	২	
মুগী মধ্যম	১	১৸৵	
বালাম	১	১৸৵	১৸৵
দুধ খান	১	২৵	২।৶
পাটনাই বুট	১	২।৹	
অড়হর ডালি	১	২৸	২৸৵
উত্তমগায়ে ঘৃত	১	২০	
মধ্যম ঘৃত	১	১৭	১৮
ভৈঁসা ঘৃত	১	১৬।৹	১৭
মধ্যম ভৈঁসা	১	১৫	
নীল উত্তম	১	১৬০	
অন্যং প্রকার			
নীল	১	১১০	১৫০
সোরা উত্তম	১	৬৸৹	৭
মধ্যম	১	৬।৶	৬।৶
চিনী কাশীর	১	১০	
মধ্যম	১	৮৸৹	৯
খার চিনী	১	৩৸৹	৪।৶
তেতুল	১	।৵	।৵
তামাক	১	৪	৬
চন্দন	১	১৫	১৮

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহেং কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসেং এক টাকা যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকট কাগজ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাহার নিকটে পাঠান যাইবেক।

সমাচার দর্পণ

১০৩ সংখ্যা। শনিবার। ৬ মে সন ১৮২০। ২৫ বৈশাখ সন ১২২৭।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্ত সমাচারস্য দর্পণে॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা এক টাকা বার আনা প্রিমিয়ম। বিক্রয় করি হইলে শতকরা দুই টাকা চারি আনা প্রিমিয়ম।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

৬	মে	শনিবার	২৫	বৈশাখ
৭	ঐ	রবিবার	২৬	ঐ
৮	ঐ	সোমবার	২৭	ঐ
৯	ঐ	মঙ্গলবার	২৮	ঐ
১০	ঐ	বুধবার	২৯	ঐ
১১	ঐ	বৃহস্পতিবার	৩০	ঐ
১২	ঐ	শুক্রবার	৩১	ঐ

সমাচার দর্পণ।

নূতন পুস্তক।

কতক দিন হইল ইংগ্লণ্ডে শ্রীযুত ব্রান্সবণ সাহেব মহাভারতের অন্তর্গত নল দময়ন্তীর উপাখ্যান এক দিকে নাগর অক্ষরে সংস্কৃত অন্য দিকে লাটীন ভাষা তর্জ্জমা করিয়া গ্রন্থ ছাপা করিয়াছেন সেই গ্রন্থ জেলদবন্ধ হইয়া এই দেশে আসিয়াছে। যে সাহেব ঐ গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন তিনি হিন্দুস্থানে কখনও আইসেন নাই কেবল সেখানে তাঁহার সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাস হইয়াছে ইহাতে অতিশয় আশ্চর্য্য বোধ হয় যেহেতুক হিন্দুস্থানে সংস্কৃত বিদ্যা যেমন তেমন ইওরোপে লাটীন বিদ্যা ঐ সাহেবের এই দুই কঠিন বিদ্যাতে সমান ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে।

রজপুৎখানা।

রজপুতেরদের দেশ ক্রমেং উত্তম হইতেছে সেখানকার প্রজারদের প্রতি ইংগ্লণ্ডীয়েরদের যে প্রেম তাহা প্রায় এতদ্দেশীয় লোক বুঝিতে পারে না যেহেতুক সে দেশ প্রায় উচ্ছিন্ন হইয়াছিল এখন কোম্পানি বাহাদুরের অধিকার হওয়াতে ও পিণ্ডারিরদের বিনাশ হওয়াতে উত্তরোত্তর সতেজ হইতেছে। তদ্দেশীয় দুঃখি প্রজারা যে কোম্পানির সুকীর্ত্তি গান করিতেছে সে খোসামোদ নহে কিন্তু সে যথার্থ। সংপ্রতি সেখানকার প্রজারা অকুতোভয় হইয়া মাঠে ও জঙ্গলে স্বচ্ছন্দে কৃষিপ্রভৃতি করিয়া পরমসুখে কালক্ষেপণ করিতেছে। মোং উদয়পুরেও সেই কথা। সেখানকার প্রজারদিগকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে তোমরা কাহার প্রজা তবে তাহারা উত্তর করে যে আমরা শ্রীযুত তদ্ সাহেবের প্রজা। যেহেতুক ঐ সাহেব তৎপ্রদেশের অধ্যক্ষ।

চান্দা শহর।

২৫ মার্চ তারিখে মোং চান্দা শহরে এক ব্যাঘ্র সকল লোককে ভয় দেখাইল। সে শহরে প্রবেশ করিবার অগ্রে নয় জনকে আঘাতী করিয়াছিল ও ঐ শহরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া এক বালককে মারিয়া ফেলিল ও আর পাঁচ জনকে আঘাতী করিল। পরে শহরের অনেক লোক তাহাকে তাড়াইলে সে অভুক্ত ব্যাঘ্র এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে অতিথি হইল কিন্তু ভাগ্যে ব্রাহ্মণ সে সময়ে ঘরে ছিল না নতুবা ব্যাঘ্র সুন্দর আতিথ্য লইয়া যাইত। পরে বাঘ ব্রাহ্মণের বাটীর এক ঘরেতে লুকাইয়া রহিলে দুই তিন সাহেব লোক সেখানে গিয়া ঐ ঘরের দেওয়ালে ছিদ্র করিয়া তাহা দিয়া গুলি মারিয়া সে বাঘকে নষ্ট করিলেন। সে মৃত ব্যাঘ্র ওজন করিয়া দেখা গেল যে তাহার শরীর দুই মোন চারি শের সে লম্বে ছয় হাত।

চুরি।

কতক দিন হইল শ্রীযুত পামর কোম্পানির গুদামে এক আশ্চর্য্য প্রকার চুরি হইয়াছে। ঐ গুদামে এক দিন দুই চারি লোক আসিয়া আপনারদের চাবি দিয়া ঐ গুদাম খুলিল তখন অন্যং লোকেরা বোধ করিল যে বুঝি সাহেবের চাকর লোকেরা গুদাম খুলিতেছে। পরে তাহারা ঐ গুদাম খুলিয়া দুই পিপা মেদেরা সরাপ বাহির করিয়া মুটে ডাকিয়া তাহারদের মস্তকে উঠাইয়া দিয়া স্বচ্ছন্দে যাইতে লাগিল। অনন্তর পথে তাহারা ধরা পড়িল।

নৌকা ডুবি।

গত শুক্রবার এক গুদারার নৌকা মোং কলিকাতাহইতে অনেক লোক বোঝাই করিয়া পার হইতেছিল ইতোমধ্যে হঠাৎ

কারে মহাবাত আসিয়া একেবারে ঐ নৌকা উল্টাইয়া ফেলিল। সে নৌকাতে যত লোক ছিল তাহারা প্রায় সকলি মরিয়াছে।

লেঠেরা।

পাঁচ ছয় জন কোম্পানির সিপাহী এখানে পল্টনে বিদায় হইয়া কোম্পানির বান্ধা রাস্তা দিয়া পশ্চিম দেশে আপনং বাটী যাইতেছিল তাহারদের সহিত একং ঘোড়া ছিল ও কিঞ্চিৎ২ অর্থ ছিল। পথে মোং রাজবলহাটের নিকটবর্ত্তি রাণা বান্ধ নামে স্থানে তাহারদের এক সিপাহী বাহ্যাণীতাপ্রযুক্ত অগ্রগামী হইয়া আসিয়া আপন ঘোড়া ও আরং আসবাব কিঞ্চিৎ দূরে রাখিয়া এক পুলের নীচে বহির্দ্দেশে বসিল। ইতাবকাশে চারি জন লেঠেরা আসিয়া পুলের ওপরে খাড়া হইয়া ওপরহইতে সে সিপাহীকে তরবাল মারিল তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ মরিল পরে পশ্চাদাগামি সিপাহীরা তরবাল ওঠাইবার কালে তাহার অগ্রভাগ দেখিবামাত্র দৌড়িয়া আসিয়া দেখিল যে সিপাহী কাটা গিয়াছে এবং জিনিস পত্র লেঠেরারা লইতেছে। এই সময়ে তাহারা তিন জন লেঠেরাকে ধরিল এক জন পলাইল পরে গ্রামে থানাদারের নিকটে দাখিল করিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ তাহারা সদরে চালান হইল।

এইং রূপ দস্যুভয় পশ্চিম অঞ্চলে অধিক হইয়াছে যেহেতুং এইরূপ অনেক সমাচার পাওয়া যাইতেছে।

শেখদুল্লা।

শেখ দুল্লা মহাখ্যাত লুটেরা সে এখন নগর গ্রামপ্রভৃতি লুট না করিয়া কেবল পথিক লোকেরদের প্রতি দৌরাত্ম্য প্রকাশ করিতেছে তৎপ্রযুক্ত সে আপন বিপক্ষেরদের ভয়ে সর্ব্বদা পলায়ন করে। সে পূর্ব্বে ইলিচপুরের নবাবের নিকটে ঘোড়সোয়ারের অধ্যক্ষতাতে নিযুক্ত ছিল। পরে কোন কৌশলক্রমে তাহার চাকরি ত্যাগ করিয়া দস্যুবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিয়াছিল প্রায় দশ বার বৎসরপর্য্যন্ত বিরাট দেশে থাকিয়া এই দুষ্কর্ম্ম নির্ভয়রূপে করিত।

ঐ শেখের নিশ্চিত বসতি স্থান নাই বর্ষাকালে আলপীর দক্ষিণে পাহাড়ে ইলিচপুরের নবাবের এক কিল্লাতে থাকিত সে স্থানে থাকিয়া বিরাট দেশে লুট করিয়া পুনর্ব্বার সেইখানে যাইত।

তাহাকে ধরিবার কারণ অনেক সৈন্য পাঠান গিয়াছিল কিন্তু ঐ সৈন্যেরা ১৯ মার্চপর্য্যন্ত এক স্থানে ছিল। পরে তাহার পলায়ন সমাচার আইলে লেপ্তেনান্ত তরনর সাহেব কতক ঘোড়সোয়ার ও ত্রিশ জন সিপাহী লইয়া এগার ক্রোশপর্য্যন্ত তাহার পশ্চাৎ২ দৌড়িলেন শেষে দেখিলেন যে অনেক লোক তাহার সহিত মিলিয়াছে তৎপ্রযুক্ত তরনর সাহেব দফাদার মেজর ও চল্লিশ ঘোড়সোয়ারকে আপন পশ্চাতে আসিতে আজ্ঞা করিলেন। এই অতিক্ষুদ্র সৈন্য লইয়া পর্ব্বতের ওপরে ক্লেশযুক্ত হইয়া পোনের ক্রোশ ভ্রমণ করিয়া পরে ২০ মার্চ দিনে দুই প্রহর দুই ঘণ্টার সময়ে তাহারদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে শেখের পক্ষীয় চল্লিশ জন লোক খুন ও আঘাতী হইল। পরে ঐ সাহেব তাহারদের ঘোড়া ও যুদ্ধসজ্জা ও আরং সম্পত্তি যুদ্ধে পাইলেন। শেখ এই যুদ্ধে আপন পায়ে আঘাত পাইয়া বার জন লোক সঙ্গে করিয়া পলায়ন করিল। পূর্ব্বে তাহার সঙ্গে পঁয়ত্রিশ সিপাহী ও আটচল্লিশ জন ঘোড়সোয়ার ছিল। তাহার সন্ধান করিতে আমীরগড় ও হুসিংগাবাদ ও মান্দরাজ ও বোম্বাইহইতে অনেক সৈন্য পাঠান গিয়াছে। শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব এই আজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন যে ঐ শেখদুল্লাকে যে ধরিয়া আনিতে পারে কিম্বা তাহার বিষয় তথ্য সমাচার দেয় তাহাকে সরকারহইতে পাঁচ হাজার টাকা বখশিশ দেওয়া যাইবেক।

পুনর্ব্বার শেখদুল্লার এই সমাচার আইল যে সে একাকী এক চাকরও তাহার সহিত নাই এক বনহইতে অন্য বনে পদব্রজে পলাইয়া যাইতেছে এক ঘোড়াও তাহার নাই। তাহার জামাতা ও তাহার সঙ্গি সকল লোক আপনারাই আসিয়া ইংগ্লণ্ডীয়েরদের হাতে ধরা দিয়াছে।

ওলাওঠা।

ওলাওঠা রোগ এতদ্দেশে কতক পরাক্রম সম্বরণ করিয়াছে যেহেতুক যাহারদেরং ঐ দুর্জয় রোগ হইতেছে তাহারদের মধ্যে অনেকে রক্ষা পাইতেছে কিন্তু সমাচার পাওয়া গেল যে মোং যশোহর প্রদেশে তাহার পরাক্রম অতিশয়। সেখানে কোনং গ্রাম ঐ রোগে উচ্ছিন্ন হইয়াছে তাহাতে মুসলমান লোক মরিলে লোকাভাবপ্রযুক্ত তাহারদের গোর হওয়া ভার এবং হিন্দুলোকের প্রায় সৎকার হয় না। একবার নামে একবার ওঠে ইহাতেই নাড়ী বসিয়া গিয়া ক্ষণেক কাল পরে মরে।

ইংগ্লণ্ড দেশের বাদশাহ।

কল্য মোং কলিকাতাতে বোম্বাইহইতে সমাচার পঁহুছিল যে সেখানে ইংগ্লণ্ডহইতে খুসকী পথে ৭ জানুআরি তারি

ধের সমাচার আসিয়াছে যে শ্রীশ্রীযুত ইংগ্লণ্ডের বাদশাহ একেবারে ভাল হইয়াছেন এবং বাদশাহের যে পুত্র বাদশাহের খবরদারিতে নিযুক্ত ছিলেন তিনি বাদশাহের পীড়া শান্তি দেখিয়া সে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন।

হরিদ্বারের মেলা।

মহাবিষুব সংক্রান্তির দিবসে মোং হরিদ্বারে গঙ্গোত্তরী স্থানে বৎসরং অতি বড় মেলা হইয়া থাকে ও অনেকং দেশ হইতে যাত্রিকেরা আসিয়া স্নানাদি করে সংপ্রতি মহাবিষুব সংক্রান্তির পূর্ব্বে গণকেরা গণিয়া কহিয়াছিল যে এইবার মেলাতে লোকেরদের অনেক কষ্ট ও ওলাওঠার ভয় হইবেক। ইহাতেও যাত্রিকেরা ভীত না হইয়া অনেকে সেখানে গিয়াছিল। এবং এমত জনরব হইয়াছিল যে বেগম সমুরু ও শ্রীযুত রণজিৎ সিংহ বাহাদুর সেখানে আসিবেন কিন্তু তাহারা কেহই আইসেন নাই। অনেক বৈরাগী ও নাগা লোক আসিয়াছিল সেখানে গঙ্গার ঘাট অতিসংকীর্ণ সাত হাত চৌড়া অতএব সেখানে অনেক সন্যাসী ও বৈরাগী লোকেরা আগে স্নান করিবার কারণ পরস্পর ঠেলাঠেলি করিল তাহাতে লোকের চাপাচাপি হওয়াতে দিনে দুই প্রহর তিনটার সময়ে চারি শত ত্রিশ লোক চাপা পড়িয়াছিল তাহার মধ্যে অধিক ভাগ বৈরাগী ও সন্যাসী এবং তাহার মধ্যে গোরকাপল্টনের চারি সিপাহী ছিল তাহার তিন জন মরিয়াছে। ইহার মধ্যে আশ্চর্য্য এই যে সেই সকল লোকের নীচে এক যুবতি স্ত্রী চাপা পড়িয়াছিল সে রক্ষা পাইয়াছে। পরে চাপা পড়া লোকের মধ্যে সিপাহীরা গিয়া চারি শত ত্রিশ জনের মধ্যে ত্রিশ জন মাত্র জীবং পাইল ও আর সকল নিতান্ত মরিয়াছে দেখিল। এবং এক মহন্ত আপনার অনেক শিষ্যের সহিত মরিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল তাহাতে ধার্ম্মিক লোকেরা তাহারদিগকে উঠাইয়া তাহারদের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করাইল।

হরিদ্বারের মেলাতে সহমরণ।

হরিদ্বারের মেলার সময়ে সেখানে এক স্ত্রী লোক সহগমন করিয়াছে। মোং হরিদ্বারে যে অধিকারি দুই হাজার ব্রাহ্মণ আছে তাহারদের এক জন ঐ স্ত্রীকে বদরিকাশ্রমহইতে আনিয়া আপনার উপপত্নী করিয়া ঘরে রাখিয়াছিল সে তাহার বিবাহিতা স্ত্রী নহে। ঐ অধিকারী ব্রাহ্মণ মরিবার পূর্ব্বে ঐ স্ত্রীর ভরণ পোষণার্থ আটার হাজার টাকা রাখিয়া দুই শত টাকামাত্র বিতরণ করিয়া মরিয়াছিল। অনন্তর ঐ ব্রাহ্মণের ভ্রাতৃপুত্র ভাবিল যে যদি এই স্ত্রী না মরে তবে এত টাকা এই ভোগ করিবে। ইহা ভাবিয়া জ্ঞাতি কুটুম্বেরদের সহিত পরামর্শ করিয়া ঐ স্ত্রীর সহগমন বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মাইল এবং সেও ঐ উপপতির সহিত সহগমন করিল কিন্তু সেখানকার অনেক শিষ্ট লোক ইহাতে অসম্মত যেহেতুক সে বিবাহিতা নহে সহগমনে তাহার অধিকার শাস্ত্র সিদ্ধ নহে এই নিমিত্ত ঐ সহগমন বারণার্থে সেখানকার শিষ্ট লোকেরা এক ইংগ্লণ্ডীয় সাহেবকে যত্নপূর্ব্বক আপনারদের স্কন্ধে বহিয়া গঙ্গা পার করিয়া লইয়াছিল কিন্তু সাহেব যাইতেং সে চিতাতে দগ্ধা হইয়াছে। ইহাতে সেখানে লোকেরা আশ্চর্য্য বোধ করিল যে ঐ সহগমনের পূর্ব্বে ঐ মেলা দুই তিন সপ্তাহপর্য্যন্ত হইতেছিল, কিন্তু তখন কোন উৎপাত হয় নাই। যে দিন ঐ স্ত্রী সহমৃতা হইল সেই দিন সেই স্থানে অগ্নি লাগিয়া অনেক ব্রাহ্মণ কন্যা মরিল এবং দুই তিন নৌকা বোঝাই লোক ডুবিয়া মরিল এবং অত্যন্ত শিলাবৃষ্টি হইল।

হরিদ্বারের মেলাতে ঘণ্টা বাজান।

হরিদ্বারে এক বৃহৎ দেব মন্দির আছে সেই মন্দিরে ঝুলাল এক মহাঘণ্টা থাকে তাহাতে যাত্রিক লোকেরা জ্ঞান করে যে এই ঘণ্টা না বাজাইলে কর্ম্ম সিদ্ধ হয় না। তৎপ্রযুক্ত অনেকং লোকেরদের বাজানেতে সেই ঘণ্টার নাদ গত বৎসর ছিঁড়িয়া পড়িয়াছিল তাহাতে অধিকারি ব্রাহ্মণেরদের এই বৎসর এক জন সেই ঘণ্টার দড়ি ধরিয়া বসিয়াছে এবং এই নূতন নিয়ম করিয়াছে যে একবার যে ব্যক্তি ঘণ্টা বাজাইবে সে এক পয়সা দিবে। ইহাতে সহস্রং পয়সা প্রতিদিন তাহারদের লাভ হইয়াছে। এবং যে যাত্রিক কৃপণ স্বভাব অন্ততো সেই ঘণ্টার দড়ি স্পর্শ করে ও কহে যে রাজাকে দান পুজা কে আসনান।

সেখানকার চমৎকার এই দেখা গেল যে শিলাবৃষ্টি হইলে সে শিলা গঙ্গাজলে ভাসিতে লাগিল। সেখানে এই মেলাতে অনুমান বিশ লক্ষ লোক এই বৎসর জমা হইয়াছিল। তৎপ্রযুক্ত হস্তাম হুজুত বারণের কারণ কোম্পানি অনেক সিপাহী সেখানে পাঠাইয়াছিলেন। পরে তাহারদের মধ্যে ওলাওঠা রোগ প্রবেশ করিল তাহাতে অনেক সিপাহী মারা পড়িল সে কারণ কোম্পানি সিপাহীরদিগকে স্বস্বস্থানে শীঘ্র বিদায় করিলেন তাহাতে শীঘ্র মেলা ভাঙ্গিল।

বাণিজ্য।

তুলা। এই দেশের খরচের কারণ

সমাচার দর্পণ।

গত সপ্তাহে অনেক তুলা খরিদ করা গিয়াছে এবং তাহার দাম কিছু অধিক হইয়াছে যেহেতুক চারি শত গাঁইট তুলা পচিশ টাকা মোন বিক্রয় হইয়াছে।

কাপড়ের দাম কমে নাই কিন্তু তাহার বাজার মন্দা।

নীল বাজারে কম আছে কিন্তু যে আছে তাহার দাম ক্রমে২ কিঞ্চিৎ অধিক হই তেছে।

রেশম বাজারে অতিকম তথাপি তাহার দাম নিত্য কমিতেছে।

পাগল রাজা।

যাহার পরাক্রম অধিক থাকে সে লোকের অদ্ভুত বায়ু প্রায় উপস্থিত হয়। লোকে তাহাকে পাগল বলে কিন্তু সে পরাক্রমের পাগলামি।

এক শত বৎসর গত হইল প্রুষিয়া দেশের এক রাজা এমত পাগল ছিল যে তাহার তুল্য দুর্লভ। সে রাজা কখনও যুদ্ধ করিত না তথাপি সত্তরি হাজার সৈন্য প্রস্তুত রাখিত এবং প্রাতঃকাল অবধি সন্ধ্যাপর্য্যন্ত তাহার সৈন্যের তদারক বিনা আর কোন কর্ম্ম ছিল না। এবং তাহার এমত বায়ু উপস্থিত হইল যে পৌনে পাঁচ হাত লম্বা লোক সংগ্রহ করিয়া এক হাজার সিপাহী প্রস্তুত করে তাহাতে আপনার দেশের সর্ব্বত্র যেখানে যত লম্বা লোক পাইল তাহারদিগকে আনিয়া সিপাহীর কর্ম্ম শিখাইল এবং আপন দেশে সেই রূপ লোক ফুরাইলে অন্য২ দেশহইতে সেই রূপ লম্বা লোক দিলে দেখিয়া স্থির করিয়া রাত্রিযোগে চুরি করিয়া আনিতে লাগিল। এবং যদি কোন লম্বা স্ত্রীকে দেখিত তখনি তাহাকে আপন সৈন্যের ছাওনিতে পাঠাইত ও লম্বা সন্তান উৎপত্তি হইবার জন্য জোর করিয়া কোন সিপাহীর সহিত বিবাহ দিত। সে রাজা যখন মরিল তখন আপন পুত্রকে ডাকিয়া অন্য২ রাজকীয় কর্ম্ম বিষয়ে কিছু না কহিয়া কেবল এই কহিল যে হে পুত্র সাবধান দেখিও এই লম্বা সৈন্য কোন প্রকারে ছিন্ন ভিন্ন না হয় বরং তুমি ইহাহইতে অধিক করিবার চেষ্টা করিবা ন্যূন না হয়। সে রাজা লম্বা সিপাহীতে এমত প্রীত ছিল যে আপন মরণ কালেও আপন ঘরের নীচে সিপাহীরদিগকে আনিয়া কাবাজ দেখিত। যখন আসন হইতে উঠিতে না পারিত তখনও আসনে শয়ন করিয়া সিপাহীরদের কাবাজ দেখিত। সে রাজা আপনি ভোজনাবসানে আপন স্ত্রী ও সন্তানেরদিগকে লইয়া গ্রীষ্মকালে দুই প্রহর বেলার সময়ে ছাতের উপরে শয়ন করিত ও আপন পরিজনেরদিগকে নিদ্রা যাইতে আজ্ঞা করিত। এবং সে এক দিন আপন ইচ্ছাতে আপন গলাতে রসী দিয়া মরিতে উদ্যত হইয়াছিল কিন্তু তাহার স্ত্রী এই সন্ধান পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার গলার রসী কাটিয়া দিল।

এই বিষয়ে এক কাব্যকর্ত্তা কহিয়াছেন যে এমন স্বামীর গলার রসী যে কাটিয়াছে জান হয় যে সে স্ত্রী অতিবুদ্ধিহীনা।

বাজার ভাও।

জিনিস	মোন	অবধি	পর্য্যন্ত
সুপারি	১	৩।	৩।৵
ভেরণ্ডা তৈল	১	২৮	৩০
গাছ মরিচ	১	৩॥	৪॥
নারিকেল তৈল	১	১৫	১৩॥
তুলা কাছোড়া	১	২২	
আদা রঙ্গপুর	১	২।৹	২।৶
পাটনাই আদা	১	২	২।৹
চালু পাটনাই	১	৩।	৩।৵
পাছড়ি উত্তম	১	২৸	২৸৴
পাছড়ি মধ্যম	১	২।	২।৵
মুগী উত্তম	১	১৸৶	
মুগী মধ্যম	১	১৸৴	
বালাম	১	১৸৴	১৸৶
দুপা ধান	১	২৵	২।৹
পাটনাই নুট	১	২।৹	
অড়হর ডালি	১	২৸	২৸৵
উত্তমগায়ে ঘৃত	১	২০	
মধ্যম ঘৃত	১	১৭	১৮
ভৈঁসা ঘৃত	১	১৬।৹	১৭
মধ্যম ভৈঁসা	১	১৫	
নীল উত্তম	১	১৬০	
অন্য২ প্রকার			
নীল	১	১৪০	১৫০
সোরা উত্তম	১	৬॥৹	৬৸
মধ্যম	১	৬	৬।৹
চিনী কাশীর	১	১০॥	
মধ্যম	১	৮	৯
খার চিনী	১	৪	৪॥৹
তেতুল	১	॥৵	॥৴
তামাক	১	৪	৫
চন্দন	১	১৫	১৬

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে২ এক টাকা যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকটে কাগজ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাহার নিকটে পাঠান যাইবেক।

সমাচার দর্পণ

১০৪ সংখ্যা। শনিবার। ১৩ মে সন ১৮২০। ১ জ্যৈষ্ঠ সন ১২২৭।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা এক টাকা চারি আনা প্রিমিয়ম। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা এক টাকা আট আনা প্রিমিয়ম।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

১৩	মে	শনিবার	১	জ্যৈষ্ঠ
১৪	ঐ	রবিবার	২	ঐ
১৫	ঐ	সোমবার	৩	ঐ
১৬	ঐ	মঙ্গলবার	৪	ঐ
১৭	ঐ	বুধবার	৫	ঐ
১৮	ঐ	বৃহস্পতিবার	৬	ঐ
১৯	ঐ	শুক্রবার	৭	ঐ

সমাচার দর্পণ।

বাঙ্কনোট হারান।

মোকাম কলিকাতার চিতপুরের শ্রীনবকৃষ্ণ মিত্রের বাটীহইতে এই কএক খান বাঙ্কনোট হারান গিয়াছে।

নোট	নম্বর	টাকা
কমরসল বাঙ্ক	৪৫৮	১০০০
হিন্দুস্থান বাঙ্ক	৪৭৯৫	১০০
ঐ	১৩৮৭৬	১০০
ঐ	৮২১৩	১০০
ঐ	১৭৯৫৭	১০০

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে কেহ ইহার সন্ধান করিতে পারিবে সে ব্যক্তি এসপ্লেনেড রাস্তায় মেং হেনরি কুক সাহেবের নিকট গেলে দুই শত টাকা বখশিস পাইবেক।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

৩ মে ১৮২০ সাল। শ্রীযুত বি এইচ্ হাডসন সাহেব নেপালের রাজধানী কাঠমণ্ডু নগরে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের উকীলের পেস্কার।

টীকিট হারান।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীবৈদ্যনাথ শাহার ২৭১ নম্বরের সুর্ত্তির এক টীকিট ডাকঘরহইতে হারান গিয়াছে।

চণ্ডালগড়।

চণ্ডালগড়ের সমাচার পত্রের দ্বারা শুনা গেল যে সেখানে সকল ঋতু স্বস্বভাবে বহিতেছে তাহাতে তদ্দেশীয়েরা অনেক ভরসা করিতেছে পূর্ব্বে তাহারা প্রায় এমন ভরোসা পায় নাই এবং ব্রাহ্মণেরা কহিতেছে যে এই বৎসর সমান বৃষ্টি হইবেক এবং শীতও সমান হইবেক।

সেখানে তণ্ডুল সুমূল্য হইয়াছে গত বৎসর এই সময় চারি পাঁচ টাকা মূল্যে যে তণ্ডুলের মোন বিক্রয় হইতেছিল এ বৎসর সেই তণ্ডুল দুই টাকা মোন হইয়াছে।

তুলা।

বোম্বাইতে সংপ্রতি তুলা অতিশয় দুর্মূল্য হইতেছে সেখানে যখন তুলার উপযুক্ত মূল্য তখন এক শত বিশ টাকা করিয়া একং কাণ্ডি বিক্রয় হইত। চারি সপ্তাহ হইল সেখানকার রাজাপুর নামে স্থানেতে এক কাণ্ডি তুলা দুই শত দশ টাকায় বিক্রয় হইয়াছে ইহাতে বোধ হয় যে সেখানে তুলার কি পর্য্যন্ত মূল্য হইয়াছে।

গাড়ী।

সকলে অবগত হইয়াছ যে ইংগ্লণ্ডে প্রায় তাবৎ লোক গাড়ীদ্বারা গমনাগমন করে এত গাড়ী সেখানে আছে যে প্রায় সে অবিশ্বসনীয় এবং এখানে যেরূপ গহনা নৌকা সেখানে তদ্রূপ গাড়ী ও যেমন এখানে দেখাদেখিতে কর্ম্ম চলে তেমন সেখানেও। কতক দিন হইল দুই গাড়িবানে বিবাদ করিয়া প্রথম ব্যক্তি কহিল আমার গাড়ীতে বাহিরে কিম্বা ভিতরে যাহারা যাইবেক তাহারদের যাহা ইচ্ছা তাহা দিবে। অন্য তাহার উপর আক্রোশ করিয়া কহিল যে আমার গাড়িতে যত লোক যাইবেক তাহারদের কিছু লাগিবেক না বরং আমি একং বোতল মেদেরা সরাপ তাহারদের প্রত্যেক জনকে দিব।

নূতন সাঁকো।

শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেবের কিপর্য্যন্ত সুখ্যাতি এতদ্দেশে ব্যাপিয়াছে তাহা এই সাঁকো দ্বারা জানা যায় তিন বৎসর হইল যখন শ্রীশ্রীযুত পিণ্ডারিরদিগকে নাশ করিবা

জন্যে গমন করিলেন তখন ইংগ্লণ্ডীয়ের দের প্রীতিতে যে সকল ক্ষুদ্র রাজারা ছিল তাহারা আপনারদের সৈন্য সকল পাঠাইল। ইহার মধ্যে হাড়োতি দেশের রাজা জালন সিংহ আপন সৈন্য পাঠাই য়া করিমখাঁ ও দোস্ত মহম্মদ এই দুই পিণ্ডা রিরদের অধ্যক্ষের উপর আক্রমন করিয়া তাহারদিগকে নষ্ট করিল। ও তাহারদের তাবৎ লুঠিত বস্তু লইল। ইহাতে সে অনেক ধন পাইল পরে সে শ্রীশ্রীযুতের নিকট এই যাত্রা করিল যে আমি এই পিণ্ডারিরদিগকে নষ্ট করিয়া যে অর্থ লাভ করিয়াছি যদি আপনকার অভিমত হয় তবে ঐ অর্থ দিয়া বর্কাণ্ডি নামে নদীতে এক সাঁকো গাঁথি এবং আপনকার নাম তাহাতে দি। ইহাতে শ্রীশ্রীযুত সম্মত হই লেন এখন শ্রীযুত জালনসিংহ সেই সাঁকো প্রায় অর্দ্ধেক প্রস্তুত করিয়া তাহা র নাম হেষ্টিংস সাঁকো রাখিয়াছেন। এই সাঁকোদ্বারা তাবৎ হাড়োতি দেশের অতিশয় উপকার হইবেক যেহেতুক বর্ষা কালে ঐ নদীর প্রবলতা প্রযুক্ত উভয় তীর স্থ লোকেরদের পরস্পর কোন কর্ম্মাদি প্রায় হইতে পারে না কিন্তু এই সাঁকো দ্বারা বর্ষাকালেও তাহারা অনায়াসে গমনাগমন করিতে পারিবে। সে সাঁকো তাবৎ প্রস্তরেতে গ্রথিত এবং ভারতবর্ষে প্রায় এমত সাঁকো নাই। সে লম্বা সাত শত হাত চৌড়া ষোল হাত এবং জালিনসিংহ তাহা শক্ত ও দৃঢ় করি তে কিছু ব্যয়ের ন্যূনতা করেন নাই।

ইহাতে এই আশ্চর্য্য যে পিণ্ডারিরা যে ধন তদ্দেশহইতে লুঠ করিয়া লইয়াছিল সেই ধনদ্বারা তত্রত্য লোকেরদের অতি শয় সুখ হইল এবং যাহার দ্বারা এই মহাকীর্ত্তি হইল তাহার নাম অর্থাৎ শ্রীশ্রীযুতের নাম তদ্দেশে চিরস্থায়ী হইয়া রহিল এবং ঐ সাঁকো দিয়া গমনা গমনকারি লোকেরা সর্ব্বদা মনে করিবে যে আমরা কি বিপদে পড়িয়াছিলাম এবং তাহাতে উত্তীর্ণ হইয়া কত সুখে আছি।

ঝড়।

যেমন এই প্রদেশে ঝড় রহিত তেমন ঢাকা শহরে ঝড় প্রবল হইতেছে সাত আট দিবস হইল শহর ঢাকায় এক মহা ঝড় হইয়াছিল সে অল্পকাল ছিল কিন্তু তাহার সহিত অতিশয় বৃষ্টি এবং অনে ক বজ্রাঘাত হইল তাহাতে এক হস্তী এক জন মনুষ্য সহিত এবং তাহার নিকট একটা গাভী ছিল এই তিন জীব হত্যা হইয়াছে তারপর দিন ঐ মত আর এক ঝড় বৃষ্টি হইল।

ওলাউঠা।

শহর কলিকাতায় অন্যং বৎসর এ সময়ে যে রূপ ওলাউঠা রোগ প্রবল হই য়া থাকে এ বৎসর তাহাহইতে অনেক ন্যূন আছে।

উত্তর হিন্দুস্থান।

উত্তর হিন্দুস্থানের লোকেরা অতি সুস্থির আছে যোং দানাপুরের গোরার পল্টনেতে ওলাউঠা রোগের কিঞ্চিৎ প্রাদু র্ভাব হইয়াছিল তদ্ভিন্ন আরং সকলেই স্বাস্থ্যে আছে এবং গত রিপোর্টদ্বারা শুনা গেল যে মীরজাপুর কাশী শাহারণপুর প টনা বেহার শাহাবাদ ভাগলপুর ত্রিপু রা চট্টগ্রাম রাজমহল ময়মনসিংহ নবদ্বীপ হুগলী ও দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানে তে প্রায় ওলাউঠা রোগ নিবৃত্ত হইয়াছে কেবল মুরশেদাবাদ ও মেদিনীপুরে অল্প হইয়াছিল কিন্তু গত দেড় মাসের মধ্যে যশোহর ও বাকরগঞ্জ ও কুমারখালি ও ঢাকা ও ঢাকাজিলালপুরে এই রোগ অতি শয় বৃদ্ধ হইয়াছে কিন্তু প্রায় দশ বার দি বস হইল এই কএক স্থানের সম্বাদ না পাওনে আমরা অনুমান করি যে কতক হ্রাস হইয় থাকিবেক।

হরিদ্বার।

হরিদ্বারের মেলাতে এই বৎসর যে রূপ খুন হইয়াছে তাহা পূর্ব্বে লেখা গিয়াছে সে সময়ে যে সকল সিপাহীরা যাত্রিক লোকেরদের প্রাণরক্ষার্থে আপনারা ব্রা হ্মন ক্ষত্রিয় হইয়াও অন্যং জাতির শব ব হিয়াছিল ও অনেক যত্ন করিয়াছিল তাহার দের প্রতি লেপটেনেণ্ট কর্ণেল পাটন সা হেব যে হুকুম দিয়াছেন সে এই যোং হরিদ্বারে ১২ এপ্রিল ১৮২০ সাল লেপটেনেণ্ট কর্ণেল পাটন সাহেব হরিপুরীতে গিতপাতে সৈন্যেরদের অতুল্য সুকর্ম্ম দেখিয়া তুষ্ট হইলেন এবং তাহারা যে আপনারদের চেষ্টাদ্বারা সত্তরি আশী লোকের প্রাণ রক্ষা করিয়াছে এই জন্যে তিনি তাহার দিগকে প্রধান পদে নিযুক্ত করিয়াছেন তা হার ভরসা এই যে শ্রীশ্রীযুত বড় সা হেব এই বিষয়ে কোন মতে অসন্তুষ্ট হই বেন না। কালুকওয়াস নামে এক ব্যক্তি শিরমুর পল্টনের জমাদার এই বিষয়ে তাহার উৎসাহ আপন চক্ষুর্দ্বারা দেখিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং তাহাকে অধিক সম্ভ্রম দিবার কারণ শ্রীশ্রীযুত বড় সাহে বের নিকট সুপারিশ করিতেছেন এবং এই সিপাহীরদিগকে নায়ক পদে অর্থাৎ সিপাহীর প্রধান পদে নিযুক্ত করিয়াছে গঙ্গামিশ্র ও গুলজারসিংহ প্রথম প দ্বিতীয় ভাগীয় ভবানী সিংহ সিংহ সাতাইশ পল্টনের প

হিমাতুক্কাত্রি ও মঞ্জিতারানা শিরমুর পলটনস্থ। এই হুকুমকলা প্রাতে পলটনেং প্রকাশ হইবেক।

মহামহিম শ্রীযুত গবর্ণর জানরেল বাহাদুর এই সকল শুনিয়া সম্মত হইয়াছেন জমাদার কালুকওয়ামকে সেই পলটনের সুবেদারের একটিনী কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন যে পর্য্যন্ত তাহাকে স্বয়ং প্রবীন করিবার অবকাশ না হয়।

ভারতবর্ষে প্রথম ইংগ্লণ্ডীয়েরদের আগমন।

কোন বিবরনের মধ্যে ইংগ্লণ্ডীয় লোকেরদের ভারতবর্ষে প্রথম বসতির নির্ণয় লিখিত নাই এবং অতিপ্রাচীন লোকের দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেও এ বিষয় কিছু শেষ জানা যায় না কিন্তু অনেকে প্রত আছেন যে কোন ব্যবসায়ী লোক আসিয়া গঙ্গাতীরে প্রথম বসতি করে অনুমান হয় যে এই বিষয় বকেনিয়ন সাহেবের লিখিত বিবরণেতে কতক পাওয়া যাইতে পারে কিন্তু সংপ্রতি তিনটা কবরের প্রস্তরেতে তিন জন সাহেবের মৃত্যুর তারিখ লেখা আছে জর্জওয়াই সাহেব ও বর্ণবর্দি সাহেব ও গুলিয়ম বার্টন সাহেব এই তিন জন ভারতবর্ষে ১৬৩৭ সালে মরিয়াছেন। ইহাতে বোধ হয় যে ইহারা সকলের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন ইংগ্লণ্ডহইতে যে প্রথম জাহাজ ভারতবর্ষে আইল সে ১৬০২ সালে তাহারপর ইহারা আসিয়াছিল এমন অনুমান হয়।

সময়ের আশ্চর্য্য নিরূপণ।

[illegible]সে অর্দ্ধ গ্লাস জল রাখিয়া [illegible]র সুক্ষ্ম রজ্জুতে এক টাকা বন্ধন করিয়া এ গ্লাসে তলের ওপর স্থির ভাবে রাখিতে হয় যেন জলেতে টাকা স্পর্শ না হয় পরে ঐ টাকা ক্রমেং দোলায়মান হইয়া যত ঘণ্টা বেলা হয় তত বার ঐ গ্লাসে লাগে পরে অল্পং দোলিয়া স্থির ভাবে থাকে যে দড়িতে টাকা বান্ধা যায় সে দড়ি সাত আট ইঞ্চির অধিক লম্বা নহে অনুমান হয় যে অঙ্গুলিতে সেই সুতা ধরিয়া রাখা যায় সেই অঙ্গুলির ধাতুর গতিতে টাকা দোলায়মান হয়।

নুতন কল।

লণ্ডন নগরে এক জন সাহেব এক প্রকার ধান্য ভানিবার কল সৃষ্টি করিয়া বাদশাহহইতে এই পারিতোষিক পাইয়াছে যে সে কল অন্য কেহ করিতে পারিবে না। সে কল এই মত শিল্পের এক চালনী আছে প্রথম ধান্য তাহাতে ফেলিলে ধান্য সকল নীচে পড়ে ও তৃণাদি তাহাতে থাকে পরে ঐ বাছা ধান্য জাঁতাতে পড়িয়া তুষুল হয় এবং তাহার নীচে এক স্থানে পাখা আছে সেই পাখার বাতাসের দ্বারা তুষ ও তণ্ডুল পৃথক হয় তাহারপর এক প্রকার চাল নীতে পড়িয়া খুদ ও ভাঙ্গা চালু ও গোটা চালু এবং ধান্য সকল পৃথক হয় পরে ঐ অবশিষ্ট ধান্য লইয়া পুনর্ব্বার জাঁতায় ফেলিয়া ঐ প্রকার করে এবং ঐ কলে চালু কাঁড়িবার কারণ এক প্রকার উদুখল মুসাল আছে তাহার এই গুণ যে চালু ভাঙ্গে না অথচ কাঁড়া হয় এই সকল ব্যাপার কেবল এক লোকের দ্বারা হয়।

বাণিজ্য।

কলিকাতার বাজারে এখন কেবল কাজোড়া তুলা আছে এবং সেই তুলা এই দেশের ব্যয়ের কারণ পঁচিশ টাকা করিয়া মোন বিক্রয় হইতেছে এ অসঙ্গত নহে যেহেতুক মোং মীরজাপুরে সাড়ে সাতাইশ টাকা করিয়া মোন বিক্রয় হইতেছে এবং ভাগীরান গে[illegible] [illegible]তেইশ টাকা দশ আনা মোন বি[illegible]তেছে।

গত সপ্তাহে আফিম [illegible] বিক্রয় হয় নাই তথাপি [illegible] টাকা ন্যুন হইয়াছে গত [illegible] মধ্যে এইং রীতিক্রমে [illegible] গত বৎসরের আফিম অন[illegible] গিয়াছে।

পুলপিনাঙ্গে	৩৮৩	সিন্দুক
যাবা ওপদ্বীপে	৪৭৩	ঐ
সুমাত্র ওপদ্বীপে	৮০	ঐ
চীন দেশ	১৬৭৪	ঐ
অন্য স্থানেতে	৬৯	ঐ
	২৬৮৩	

সুপ্রীমকোর্ট।

৮ মে তারিখে শ্রীযুত সুপ্রীমকোর্টের মাস্তর সাহেব ইস্তাহার দিয়াছেন যে বৃন্দাবন বসু ওগয়রহ ফরিয়াদি ও গুরুপ্রসাদ বসু প্রভৃতি আসামী ও গুরুপ্রসাদ ফরিয়াদি ও শিবচন্দ্র বসু প্রভৃতি আসামী হইয়া যে তালুকের বিষয়ে মোকদ্দমা এখন সুপ্রিমকোর্টে করিতেছে সে তালুকে বৃন্দাবন বসু ও নীলমাধব বসু ও শিবচন্দ্র বসু ও নবীনচন্দ্র বসু এই চারি জনের ভাগ ১৮ মে তারিখে দুই প্রহরের সময়ে ইজারা দেওয়া যাইবে।

লোভের ফল।

এক ব্যক্তি ধূর্ত্তের বাটীতে একটী চালতা গাছ ছিল সে অতিদুঃখী হইয়া বিবেচনা করিল যে আর দুঃখ সহ্য করিতে পারি না। পরে ভাবিল যে কিছু টাকা

কর্জ করিয়া এই চালতার ফুলের মধ্যে সিকি পুরিয়া দিব। তাহাতে লোকেরা ঐ গাছ শুদ্ধ কিনিয়া লইবে। এই অভিপ্রায় সে প্রত্যেক ফুলের মধ্যে এক২ সিকি পুরিয়া দিল। যখন চালতা সুপক্ব হইল [illegible]ন বাজারে বিক্রয় করিতে লইয়া গেল [illegible] অন্য২ চালতা যে মূল্যে বিক্রয় হই[illegible] সেই মূল্যে ঐ চালতা বিক্রয় করিল [illegible]য়া২ কিনিল তাহারা ঘরে গিয়া দে[illegible] যে প্রত্যেক চালতার মধ্যে এক২ [illegible]। ইহাতে পরদিন তাহার চালতা অ[illegible] মূল্যে অতিশীঘ্র বিক্রয় হইয়া গেল। তাহাতেও সিকি দেখিয়া লোকেরা চমৎকৃত হইল এবং সেই কথা পরম্পরাতে সেখানকার জমীদার শুনিয়া তাহার বাটী হইতে কতক চালতা আনাইয়া দেখিল যে প্রত্যেক চালতাতে এক২ সিকি। পরে সে তাহাকে ডাকাইয়া কহিল তোমার চালতা গাছ আমাকে বিক্রয় কর তাহাতে সে কহিল আমি দুঃখী কোন মতে চালতা বিক্রয় করিয়া কালযাপন করি ইহাতে তোমার কি লাভ জমীদার কহিল যত টাকায় তুমি ক্রয় করিয়াছ তাহার দ্বিগুণ মূল্য লইয়া আমাকে দেহ তাহাতে সে অসম্মত হইলে সহস্র মুদ্রা দিতে স্বীকার করিল তাহাতে সে কহিল তুমি এক গাছের কারণ সহস্র মুদ্রা আমাকে দিতে চাহিতেছ অতএব এগাছের কোন গুণ থাকিবেক আমি এগাছ কখন দিব না পরে জমীদার জেদ করিয়া পাঁচ হাজার টাকা দিয়া গাছ লইল এবং শেষে তাহাকে কহিল যে তোমার গাছের চালতাতে সিকি ফলে ইহা শুনিয়া সে ব্যক্তি কহিল এমন গাছ পাঁচ হাজার টাকায় আমি দিব না জমীদার কহিল যে তুমি বিক্রয় করিয়াছ আর কখন ফিরিবেক না পরে সে ব্যক্তি কহিল তবে আমাকে ঐ গাছের মালিগিরি কর্ম্মে চাকর রাখহ। সে জমীদার তাহাকে মালির কর্ম্মে নিযুক্ত করিল। পর বৎসর ঐ ধূর্ত্ত প্রত্যেক চালতার ফুলের মধ্যে এক২ আদুলি পুরিয়া দিল। পরে চালতা সুপক্ব হইলে জমীদারের লোক আসিয়া তা২ চালতা পাড়িয়া লইয়া গেল। এবং দেখিল যে প্রত্যেকের মধ্যে এক২ আদুলি ফলিয়াছে। তাহাতে সে জমীদার আশ্চর্য্য বোধ করিয়া ঐ ধূর্ত্তকে আর কতক টাকা বকশিস দিল। পর বৎসর ঐ ধূর্ত্ত মালি প্রত্যেক ফুলে এক২ টাকা দিল এবং জমীদার টাকা দেখিয়া অতিআনন্দিত হইল ও তাহাকে আর অধিক বকশিস দিল। আর২ সকল লোকে কহিতে লাগিল যে মহাশয়ের ভাগ্যে ফলিয়াছে। পরে ঐ ধূর্ত্ত কতক টাকা সংগ্রহ করিয়া ঐ মনিবের অনুমতি লইয়া অন্য দেশে গিয়া বসতি করিল। তাহার পর বৎসর গাছের নিকট শক্ত চৌকী রাখিল এবং চালতা সুপক্ব হইলে পাড়িয়া দেখিল যে তাহার মধ্যে কিছুমাত্র নাই। পরে লোকেরা কহিল যে মালির কপালে ফলিত সেই মালিকে আনাইয়া ঐ কর্ম্মে চাকর রাখ। পরে ঐ ধূর্ত্ত মালিকে আনিতে লোক পাঠাইলে সে কহিল যে আমি দশ হাজার টাকা দরমাহার কম থাকিব না। ঐ কথা জমীদার শুনিয়া অতিশয় দুঃখী হইল।

বাজার ভাও।

জিনিস	মোন	অবধি	পর্য
সুপারি	১	৩।৵	৫
ভেরণ্ডা তৈল	১	২৮	৩০
গাছ মরিচ	১	৩।।	৫।।
নারিকেল তৈল	১	১৫	১৬
তুলা কাছোড়া	১	২৫	
আদা রঙ্গপুর	১	২।।০	২।৵
পাটনাই আদা	১	২	২।
চালু পাটনাই	১	৩।	৩৮
পাছড়ি উত্তম	১	২৬	২৬/
পাছড়ি মধ্যম	১	২।	২।৵
মুগী উত্তম	১	১৬৶	
মুগী মধ্যম	১	১৶	
বালাম	১	১৶	১৶
দুধা ধান	১	২	২৶
পাটনাই বুট	১	২।০	
অড়হর ডালি	১	২।।৶	২৭
উত্তমগায়ে ঘৃত	১	২৩	
মধ্যম ঘৃত	১	১৭	১৮
ভৈঁসা ঘৃত	১	১৬।।০	১৭
মধ্যম ভৈঁসা	১	১৬	
নীল উত্তম	১	০	
অন্য২ প্রকার			
নীল	১	১৪০	১৫০
সোরা উত্তম	১	৬।।০	৬৬
মধ্যম	১	৬	৬।০
চিনী কাশীর	১	১০৬	১১
মধ্যম	১	৮	৯
খার চিনী	১	৪	৪।।০
তেতুল	১	।।৵	।৶
তামাক	১	৪	[illegible]
চন্দন	১	১৪	১৬

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে২ এক টাকা। যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নি[illegible] কাগজ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাহার নিকটে পাঠান যাইবেক।

সমাচার দর্পণ

০৫ সংখ্যা। শনিবার। ২০ মে সন ১৮২০। ৮ জ্যৈষ্ঠ সন ১২২৭।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্ত সমাচারস্য দর্পণে॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা এক টাকা চারি আনা প্রিমিয়ম। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা এক টাকা আট আনা প্রিমিয়ম।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

২০	মে	শনিবার	৮	জ্যৈষ্ঠ
২১	ঐ	রবিবার	৯	ঐ
২২	ঐ	সোমবার	১০	ঐ
২৩	ঐ	মঙ্গলবার	১১	ঐ
২৪	ঐ	বুধবার	১২	ঐ
২৫	ঐ	বৃহস্পতিবার	১৩	ঐ
২৬	ঐ	শুক্রবার	১৪	ঐ

বাঙ্কনোট হারাণ।

মোকাম কলিকাতার চিতপুরের শ্রীনবকৃষ্ণ মিত্রের বাটীহইতে এই কএক খান বাঙ্কনোট হারাণ গিয়াছে।

নোট	নম্বর	টাকা
কমরসল বাঙ্ক	৪৫৮	১০০০
হিন্দুস্থান বাঙ্ক	৪৭৯৫	১০০
ঐ	১৩৮৭৩	১০০
ঐ	৮২১৩	১০০
ঐ	১৭৯৫৭	১০০

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে কেহ ইহার সন্ধান করিতে পারিবে সে ব্যক্তি এসপ্লেনেড রাস্তায় মেং হেনরিকুক সাহেবের নিকট গেলে দুই শত টাকা বখশীস পাইবেক।

ইস্তাহার।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুত উলিয়াম এইনসিলি সাহেব কোম্পানি বাহাদুরের ডাক্তরি কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন তিনি এখন ১ মে তারিখ অবধি শ্রীযুত কালবিন বাসেট কোম্পানির এক অংশী হইয়াছেন।

ঐ তারিখে শ্রীযুত হিও ফার্বস সাহেব হটন কোম্পানির এক অংশী হইয়াছেন। এবং চার্লস্ বোস্ক সাহেব শ্রীযুত এফ বোনাফি সাহেবের সহিত এক অংশী হইয়াছেন। পরে ইহারা বোনাফি কোম্পানি নামে খ্যাত হইবেন।

এবং শ্রীযুত তালা কোম্পানির এক অংশী শ্রীযুত জর্জ ডিকসন সাহেব ছিলেন তিনি ১ মে তারিখ অবধি সে কর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে বাবু সূর্য্যকুমার ঠাকুর লোকান্তর গমন কালে শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুরকে আপনার তাবৎ বিষয় সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন এক্ষণে শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুর ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন। অতএব সূর্য্যকুমার ঠাকুরের সহিত যাহারদের দেনা পাওনা ছিল তাহারা এক্ষণে শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকুমারঠাকুরের নিকট যাইবেন।

বড় আদালত।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে ১৮২০ সাল ১৫ জুন বৃহস্পতি বার নয় ঘণ্টার সময়ে বাদশাহী অদালত খোলা যাইবেক।

সমাচার দর্পণ।

শ্রীশ্রীযুত লার্ড ময়রা বাহাদুর।

শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব [illegible] সম্ভ্রমেতুক এবং যেমন [illegible] প্রকাশ স্বভাব তাঁহারও সেইরূপ স্বভাব। এই উৎকৃষ্ট স্বভাব প্রাক্তন কর্ম্মের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীশ্রীযুতকে বর্দ্ধিষ্ণু করিয়াছে ও শ্রীশ্রীযুত এমত জ্ঞানবান যে ইংগ্লণ্ডে মহাসভাতে থাকিয়া পরামর্শ দিলে দেশের অনেক উপকার হইতে পারিত কিন্তু তিনি তাহাতে অনিচ্ছুক হইয়া আপন কৃত কর্ম্মদ্বারা স্বদেশের উপকার করিলেন। এ পর্য্যন্ত নিশ্চয় হয় নাই যে তাঁহার কোন কর্ম্মদ্বারা দেশের অধিক উপকার হইত। তাঁহার জ্ঞান যখন কলিকাতাস্থ ছিল তৎকালীন তাঁহার বিবরণ যদি লিখা যায় তবে প্রস্ফুটিত হইলে যে২ বিষয় হইয়াছে তাহা লিখনের অবকাশ থাকে না। তাহার কর্ম্ম দেখিয়া অনুভব হয় যে যে লোকেরা তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছেন তাহারা কোনমতে ত্রুটি করেন নাই। শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব যে বিবাহ করিয়াছেন তাহাতে পরস্পর কাহারো সম্ভ্রমের ন্যূনাধিক্য হয় নাই যেহেতুক উভয়েই তুল্য বংশজাত।

এখন তাঁহার প্রকাশিত কর্ম্মের বিবরণ কতক২ লিখা যাইতেছে। পূর্ব্বে শ্রীশ্রীযুতের নাম লার্ড রাডন ছিল ১৭৭৫ সালে যখন আমেরিকা দেশীয়েরদের সহিত

সমাচার দর্পণ।

নগরে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের যুদ্ধ হইল দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি পল্টনের ক্ষুদ্র পদে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু ঐ যুদ্ধেতে তিনি সম্মুখবর্ত্তি পল্টনেতে থাকিয়া আপন সাহস ও জ্ঞান এমন প্রকাশ করিলেন যে তাহাতে পল্টনের অধ্যক্ষ দুই জন কেবল তাঁহাকে প্রশংসা করিল সে নহে কিন্তু কহিল যে তুমি কাল ক্রমে অতিপ্রধান পদে নিযুক্ত হইবা এই যে ভবিষ্যদ্বাক্য তাহা এখন পূর্ণ হইয়াছে। তিনি ঐ যুদ্ধেতে যে সাহস ও জ্ঞান প্রকাশ করিলেন তাঁহাতে ঐ পল্টনের অধ্যক্ষের মোশাহেবী কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। সেই অবধি ১৭৭৮ সাল পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীযুত ক্ষণ মাত্র নিষ্কর্ম্মে রহেন নাই। শ্রীশ্রীযুত চব্বিশ বৎসর বয়ঃক্রমের কালে আমেরিকা দেশের তাবৎ পল্টনের প্রধান কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন তাঁহার বয়স্ অল্প ছিল বটে কিন্তু জ্ঞান অধিক ছিল তৎপ্রযুক্ত তিনি একেবারে স্বপদহইতে ঊর্দ্ধতন চতুর্থ পদের উপরি পদ প্রাপ্ত হইলেন এবং এই সময়ে তাঁহার জ্ঞান প্রকাশ করণের অধিক অবকাশ ছিল তিনি লোকেরদিগকে প্রমাণ দিলেন যে শস্ত্র বিদ্যা শিক্ষাতে মনুষ্যের কত আবশ্যক ও শিল্পবিদ্যাহইতে কত জ্ঞান এবং শস্ত্র বিদ্যাদ্বারা কি কর্ত্তব্য ও কিপর্য্যন্ত করা যায় তাহা লোকেরদিগকে দেখাইতে লাগিলেন। ১৭৭৮ সালে যখন আমেরিকা দেশের মধ্যপর্য্যন্ত যুদ্ধ হইতে লাগিল তখন তিনি এমন জ্ঞানের কর্ম্ম করিতে লাগিলেন যে তাহাতে প্রধান২ প্রাচীন লোকেরা তাহার অনেক সুখ্যাতি করিল।

তিনি ফিলাদেলফিয়া নগরে থাকিয়া ঐ লণ্ড উপদ্বীপস্থ লোক সংগ্রহ করিয়া এক পল্টন প্রস্তুত করিলেন ঐ লোকেরা অতি বলবান ছিল ইহারদের দ্বারা ইংগ্লণ্ড দেশের অধিক উপকার হইল। এই সকল লোকেরা যে কি কারণ ঐলণ্ড উপদ্বীপহইতে আইল এবং কি প্রকারে আইল তিনি এই সকল জিজ্ঞাসা না করিয়া এই বিষয়ে কেবল আপন অন্তঃকরণে আনন্দিত হইলেন যে তাহারা বলবান ছিল ও শীঘ্র যুদ্ধ কর্ম্মে নিপুণ। তাহারদের মধ্যে এক দোষ ছিল যে তাহারা প্রায় সর্ব্বদা পলায়ন করিত। কিন্তু লার্ড রাডন অর্থাৎ শ্রীশ্রীযুত ঐ পলায়নশীল সৈন্যের দণ্ড দিতে তাহারদিগকেই পরাক্রম দিলেন ইহাতে শীঘ্র সে দোষ নাশ হইল। তিনি সর্ব্বত্র বিপক্ষেরদের অগ্রে প্রথম যুদ্ধে ঐ পল্টন পাঠাইতেন ইহাতে এই পল্টন শীঘ্র নাশ হইল এবং যুদ্ধের শেষ না হইতে তাহার এক জনও জীবৎ থাকিল না।

১৭৭৯ সালে আমেরিকা দেশীয়েরা কার্নেস্তিন গড় অতিশয় দৃঢ় করিয়া সৈন্য সংগ্রহ করিল ও এই প্রতিজ্ঞা করিল যে এই গড় আমরা কোন মতে দিব না। ইহাতে ইংগ্লণ্ডীয় অধ্যক্ষ ঐ গড় লইতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। যখন ইংগ্লণ্ডীয়েরা ঐ গড় আক্রমণ করিতে গেলেন তখন শ্রীশ্রীযুত লার্ড রাডনও সে সমভিব্যাহারে গিয়া স্বকৃত কর্ম্মদ্বারা এত নয় যত পরামর্শদ্বারা আপন সাহস ও জ্ঞান প্রকাশ করিলেন শেষে ঐ গড় ইংগ্লণ্ডীয়েরা স্বাধীন করিয়া সকল বিষয় অবধারিত করিলেন এবং শ্রীযুত সর হেনরি ক্লিংটন সাহেব ভারতবর্ষের পূর্ব্বে বড় সাহেব যে লার্ড কর্নেওয়ালিস তাহাকে দক্ষিণের পল্টনের অধ্যক্ষ কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া আপনি নব য়র্ক নগরে প্রস্থান করিলেন।

কিন্তু লার্ড কর্নেওয়ালিস সাহেবের সে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অন্য কর্ম্মে বর্ত্তিনিয়া দেশে যাওনের আবশ্যক হইল তাহাতে আমারদের বর্ণনীয় ব্যক্তি যে শ্রীশ্রীযুত লার্ড রাডন সাহেব তিনি ঐ পদে নিযুক্ত হইলেন। তৎকালে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যের দিগকে আমেরিকা দেশীয় সৈন্যেরদের সহিত তুলনা করিতে হইলে দেখা যায় যে তাহারদেরহইতে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যেরদের কৌশল ও সাহস ও বল অধিক কিন্তু সৈন্য ন্যূন ছিল। এই সময়ে গেটস ও গ্রীন নামে দুই জন খ্যাত্যাপন্ন আমেরিকা দেশীয়েরদের অধ্যক্ষ শ্রীশ্রীযুত রাডন সাহেবকে সসৈন্যে নষ্ট করিতে উদ্যোগ করিল কিন্তু সে উদ্যোগ সুসিদ্ধ হইল না যেহেতুক শ্রীযুত লার্ড রাডন সাহেব করনল টার্লটন ও অন্য২ সৈন্যাধ্যক্ষের সহিত যোগ করিয়া যেখানে২ বিপক্ষ সৈন্যেরদের সহিত সাক্ষাৎ হইল সেই২ খানে তাহারদিগকে জয় করিলেন শেষে তাহারা নিরুপায় দেখিয়া নিবিড় বন আশ্রয় করিল।

রৌদ্রে দগ্ধ হওয়া ও জলে ভেজা এবং শিশিরে নিরাবরণে থাকা ও অনিদ্রা এই সকল পরিশ্রম করা ও দুর্গম স্থানে গমন করাতে লার্ড সাহেবের স্বাস্থ্য নাশ হইল এই নিমিত্ত তাহার ইংগ্লণ্ডে গমন করিতে আবশ্যক হইল। যে জাহাজে আরোহণ করিয়া তিনি ইংগ্লণ্ডে যাইতেছিলেন পথিমধ্যে ঐ জাহাজ ফ্রান্সীয়েরা লুঠ করিয়া লইল এবং তিনি তাহারদের অধীন হইলেন। কিন্তু ফ্রান্স দেশীয় এক জন কাব্যকর্ত্তা লিখিয়াছেন যে যে লোক অনেককে স্বহস্তগত করিতে কামনা করে তাহাকে একবার পরহস্তগত হওনের আবশ্যক আছে। এবং ফ্রান্সীয়েরা জানিতে পাইল যে তাহারা কেং কে স্বাধীন করিয়াছে। এই

দিন গত হইলে লার্ড রাডন সাহেব যখন ইংগ্লণ্ডে প্রত্যাগমন করিলেন তখন সকল লোক তাহার কর্ম্ম জ্ঞাত ছিল এই কারণ তিনি ইংগ্লণ্ডে পঁহুছিলে তাবৎ লোক অতিশয় আনন্দিত হইল এবং ইংগ্লণ্ডের বাদশাহ ও মহাসভা কেবল তাহার প্রতি তুষ্ট হইলেন তাহা নয় কিন্তু শীঘ্র তাহার কর্ম্মের পারিতোষিক দিতে চেষ্টা করিলেন অতএব বাদশাহ তাহাকে আপন মোশাহিবী কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন।

এইক্ষণে এ বিষয় সকল বর্ণনা করা হইল না অতএব পশ্চাৎ অবকাশ ক্রমে ইহার শেষ কথা দেওয়া যাইবে।

হাঙ্গোর।

১৮ মে ৬ জৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার এক প্রহর বেলা থাকিতে মোং শ্রীরামপুরের কামার ঘাটে এক বেহারা গঙ্গাতে বড়শী ফেলিয়া মৎস্য ধরিতেছিল পরে এক হাঙ্গোর তাহার নিকটে অল্প জলে আসিয়া ঝাপটা মারিল। তাহাতে ঐ বেহারা জ্ঞান করিল যে আমার বরশীতে বৃহৎ মৎস্য ধরা গিয়াছে। ইহা ভাবিয়া সে অধিক লাভাকাঙ্খাতে ব্যস্ত হইয়া বড়শীর সুতা আকার্ষণ করিতেং আঁটু জলপর্য্যন্ত গেল। অনন্তর তাহার অধিক লাভ দূরে থাকুক ঐ হাঙ্গোরে তাহার পায়ের মাংস কাটিয়া লইল। পরে অনেক লোক জমা হইয়া তাহাকে তীরে ওঠাইল তাহার সেই ক্ষতহইতে এত রক্ত নির্গত হইল যে জ্ঞান হয় যে তাহার শরীরে এত রক্ত ছিল না।

উপদ্রব।

ও লেঠেরার অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে লেঠেরার ভয়ে পথে গমনাগমন করা অতিদুষ্কর এবং চোর ও ডাকাইতের ভয়ে বৈনবান লোকেরা রাত্রিতে সুখে নিদ্রা যাইতে পারেন না। এবং স্থানেং পল্লীগ্রাম ডাকাইতি ও সিন্দ চুরি হইতেছে এমত সমাচার সর্ব্বদা আসিতেছে। অন্যে পরে বা কথা শহর কলিকাতার মধ্যে ও দুই তিন ভাগ্যবান লোকের বাটীতে সংপ্রতি প্রায় ডাকাইতি হইয়াছে।

মান্দরাজের ঝড়।

কতক দিন হইল মোং মান্দরাজে এক মহাঝড় হইয়াছিল তাহার বিষয় পূর্ব্বে লিখা গিয়াছিল সংপ্রতি শুনা গেল যে ঐ ঝড়ে এণ্টরপ্রাইজ নামে একখান ব্রিগ অর্থাৎ ক্ষুদ্র জাহাজ মারা পড়িয়াছে। এই জাহাজ খালি ছিল এই কারণ জলেতে পূর্ণ হইল কিন্তু ডুবিল না। ঐ জাহাজের কাপ্তান ও লোকেরা জাহাজের এক পার্শ্বে গিয়া দুই দিন ও দুই রাত্রিপর্য্যন্ত অনাহারে ছিল দ্বিতীয় দিবসে তিনখান জাহাজ সেই পথে আইল কিন্তু কেহ তাহারদের নিকট দিয়া গেল না পরে জাহাজস্থ তের জন লোকেরা একটা কাষ্ঠের ভেলা নির্মাণ করিয়া তাহাতে আরোহণ করিল এবং কোথায় গেল তাহার কিছু অনুসন্ধান পাওয়া গেল না। আর তিন জন কিনারায় যাইতে বাসনা করিয়া সাঁতার দিতে লাগিল কিন্তু অনেক দূরত্বপ্রযুক্ত অপারক হইলে দুই জন তুফানে ভাসিয়া গেল ও এক জন ঐ জাহাজে আইল অবশিষ্ট যে সাত জন জাহাজে ছিল মান্দরাজহইতে আর এক জাহাজ আসিয়া তাহারদিগকে লইয়া গেল এবং মান্দরাজের এক নগরের সম্মুখে এক গ্রামে তাহারদিগকে ওঠাইয়া দিল ও [illegible] কার কালেক্টর সাহেব তাহা [illegible] ষ্ট উপকার করিলেন।

নূতন গাড়ী।

ইংগ্লণ্ডে এক প্রকার নূতন [illegible] হইয়াছে তাহাতে চারি জন [illegible] তে পারে সে এক ঘণ্টার মধ্যে [illegible] পাঁচ ক্রোশ চলে সে গাড়ী কেবল এক জন লোকের দ্বারা চলে।

বোম্বাই।

বোম্বাইহইতে সমাচার আসিয়াছে যে শ্রীযুত করনল বারক্লে সাহেবের সহিত খোসা জাতিরদের এক মহাযুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে বারক্লে সাহেব জয়ী হইয়াছেন কিন্তু সাহেবের গাত্রেতে বন্দুকের গুলি অতিশক্তরূপে লাগিয়াছে। ১ এপ্রিল শ্রীযুত করনল বারক্লে সাহেব নগর প্রকৃহইতে এক শত কুড়ি জন ঘোড়সোয়ার ও দেড় শত পদাতিক সৈন্য লইয়া দেশ ভ্রমণ করিতে যাইতেছিলেন এমত কালে শুনিলেন যে এখান হইতে তের ক্রোশ অন্তরে খোসরা জাতিরা আছে তাহাতে তিনি বড় বিশ্বাস করিলেন না যেহেতুক ইহার পূর্ব্বে অনেক বার তিনি এ কপ মিথ্যা কথা শুনিয়াছিলেন কিন্তু তিনি সাত ক্রোশ গিয়া সন্ধ্যাকালে শুনিলেন যে সে সমাচার যথার্থ তাহাতে ঝড় বৃষ্টির কারণ কিছু কাল স্থগিত হইলেন। পরে যখন দুই প্রহর রাত্রির সময় সেখানে ঝড় বৃষ্টি নিবৃত্তি হইল তখন সেখানহইতে প্রস্থান করিলেন এবং প্রাতঃকালে গিয়া সেখানে পহুঁছিলেন ও সূর্য্যোদয় হইলে

সমাচার দর্পণ।

তাহারদের পরস্পর যুদ্ধোদ্যোগ হইল। শ্রী যুক্ত করনল বারক্লে সাহেব প্রথম আপন পদাতিক সৈন্যেরদিগকে তাহারদের ও পর আক্রমণ করিতে আজ্ঞা দিলেন তাহাতে বিপক্ষেরাও শীঘ্র প্রস্তুত হইল। পরে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যেরা প্রথম একবার বন্দুক ছাড়িলে খোসা জাতিরা নির্ভয়ে তাহারদের সম্মুখে আইল। তাহাতে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যেরা আপনারদের বন্দুক ও সঙ্গিনের বলে বাঁচিল অল্প যুদ্ধের পরেই খোসা জাতিরা পলায়ন করিতে উদ্যত হইল। ইহা দেখিয়া সাহেব আপন ঘোড়সওয়ারের দিগকে তাহারদের পশ্চাৎ যাইতে আজ্ঞা দিলেন। তাহারা ইংগ্লণ্ডীয় ঘোড়সওয়ারেরদিগকে আপনারদের পশ্চাৎ দেখিয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। তাহাতে ইংগ্লণ্ডীয়েরা প্রায় পরাজিত হইয়াছিল কিন্তু ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যেরা অতিসাহস পূর্ব্বক বন্দুক ছাড়িয়া এক শত কুড়ি জন বিপক্ষ সৈন্যেরদিগকে মারিল ও কতক আঘাতী করিল তাহাতে তাহারা পলায়ন করিল। কিন্তু খোসা জাতিরা এই বার যেমন সাহসের কর্ম্ম করিয়াছে এমন কর্ম্ম তাহারদের মধ্যে কখন হয় নাই যেহেতুক তাহারদের এক জন তিন জন ঘোড়সোয়ারের সহিত যুদ্ধ করিল এবং কহিল যে এক জন লোকের ওপর তিন জন আক্রমণ করা অনুচিত কিন্তু ঐ সাহসী ব্যক্তিকে বধ করণের আবশ্যক হইল। আমরা অনুমান করি যে এমন সাহসী লোক সে স্থানে আর পাওয়া যাইবে না।

খুন।

মোং চাকদহের উত্তর পূর্ব্বকোণে গাঁগনাপুরে গত সপ্তাহে দুই জন রাহাগির লোককে লেঠেরারা মারিয়া তাহারদের স্থানে যাহা ছিল তাহা লইয়া গিয়াছে। গোয়িন্দার দ্বারা এই সমাচার পাইয়া শ্রীনগর পরগণার দারোগা গিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখিল যে ঐ দুই লাস পুষ্করিণীর মধ্যে। দুই লাস এক রসীতে বান্ধিয়া জলের মধ্যে এক বাঁশ পুতিয়া তাহাকে বান্ধিয়া রাখিয়াছে। পরে মাচা করিয়া ঐ দুই লাস তাহার উপরে উঠাইয়া রাখা গিয়াছে। তদারক অনেক হইতেছে অদ্যাপি দুষ্ট লোক ধরা পড়ে নাই।

ওলাওঠা।

শহর কলিকাতায় যত লোক ওলাওঠা রোগে মরিতেছে তাহারদের প্রতিদিনের রিপোর্ট এই।

তারিখ	হিন্দু	মুশলমান
৬ মে	৯	১
৭ রোজ	২১	৭
৮ রোজ	১৪	১
৯ রোজ	১২	২
১০ রোজ	১০	৪
১১ রোজ	১৩	৩
১২ রোজ	১৪	৩
	৯৩	২০
একুনে	১১৩	

বাজার ভাও।

জিনিস	মোন	অবধি	পর্য্যন্ত
সুপারি	১	৩।৵	৩৸
ভেরণ্ডা তৈল	১	২৮	৩০
গাছ মরিচ	১	৩॥	৪॥
নারিকেল তৈল	১	১৪॥	১৫
তুলা কাছোড়া	১	২৫	
আদা রঙ্গপুর	১	২॥০	২॥৵
পাটনাই আদা	১	২	২।০
চালু পাটনাই	১	৩।	৩।৵
পাছড়ি উত্তম	১	২৸	২৸৶
পাছড়ি মধ্যম	১	২।	২।৵
মুগী উত্তম	১	১৸৶	০
মুগী মধ্যম	১	০	০
বালাম	১	১৸৶	১৸৵
দুগ্গে গোম	১	২৵	২৶
পাটনাই নুট	১	২৶	
অড়হর ডালি	১	২৷৶	২৸
উত্তমগায়া ঘৃত	১	২৪	
মধ্যম ঘৃত	১	১৭	১৮
ভৈঁসা ঘৃত	১	১৬॥০	১৭
মধ্যম ভৈঁসা	১	১৬	
নীল উত্তম	১	০	০
অন্যং প্রকার			
নীল	১	১৪০	১৫০
সোরা উত্তম	১	৬॥০	৬৸
মধ্যম	১	৬	৬।০
চিনী কাশীর	১	১০৸	১১
মধ্যম	১	৮	৯
খার চিনী	১	৪	৪॥০
তেতুল	১	॥৵	॥৶
তামাক	১	৪	৬
চন্দন	১	১৪	১৬

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহং কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসেং এক টাকা যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকট কাগজ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাহার নিকটে পাঠান যাইবেক।

সমাচার দর্পণ

১০৩ সংখ্যা। শনিবার। ২৭ মে সন ১৮২০। ১৫ জ্যৈষ্ঠ সন ১২২৭

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্ত সমাচারস্য দর্পণে॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা এক টাকা চারি আনা প্রিমিয়ম। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা এক টাকা আট আনা প্রিমিয়ম।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

২৭	মে	শনিবার	১৫	জ্যৈষ্ঠ
২৮	ঐ	রবিবার	১৬	ঐ
২৯	ঐ	সোমবার	১৭	ঐ
৩০	ঐ	মঙ্গলবার	১৮	ঐ
৩১	ঐ	বুধবার	১৯	ঐ
১	জুন	বৃহস্পতিবার	২০	ঐ
২	ঐ	শুক্রবার	২১	ঐ

সমাচার দর্পণ।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

১৮২০ সাল ১০ মে।

দিল্লী প্রদেশে ও তাহার চতুর্দ্দিকস্থ প্রদেশে যে খাল কাটা যাইতেছে শ্রীযুত কাপ্তান ব্লেন সাহেব তাহার অধ্যক্ষ হইয়াছেন।

[illegible]যুত সর জেম্স কোলবুরুক সাহেব [illegible]শানি আদালতের প্রধান জজ

সুপ্রীমকৌন্সিল।

ইংগ্লণ্ডে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানির অধ্যক্ষ সাহেবেরা শ্রীযুত ফেণ্ডাল সাহেবকে কলিকাতার সুপ্রীমকৌন্সিলে নিযুক্ত করিয়াছেন। অতএব শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব শ্রীযুত সর জেম্স কোলবুরুক সাহেবকে যে কতক দিনের কারণ ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন তিনি এখন সুপ্রীমকৌন্সিলের সে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সদরদেওয়ানি আদালতের প্রধান জজ হইয়াছেন। গত শনিবারে শ্রীযুত ফেণ্ডাল সাহেব সদরদেওয়ানি আদালতহইতে সুপ্রীমকৌন্সিলে গেলেন এবং শ্রীযুত সর জেম্স কোলবুরুক সাহেব সুপ্রীমকৌন্সিল হইতে সদরদেওয়ানি আদালতে গেলেন।

এই আশ্চর্য্য যে ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা এতদ্দেশসুখ্যাত হেনরি কোলবুরুক সাহেব সদরদেওয়ানির প্রধান জজের কর্ম্ম ও সুপ্রীমকৌন্সিলের কর্ম্ম ক্রমে২ করিয়াছিলেন ইনিও সেই দুই কর্ম্ম করিলেন।

গঙ্গাসাগর।

অনেক লোক জ্ঞাত নহেন যে শ্রীশ্রীযুত আবাদ করিবার কারণ গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ ভাগ করিয়া এতদ্দেশীয়েরদিগকে দিয়াছিলেন তাহাতে তাহারা গঙ্গাসাগরের বন কাটাইয়া আবাদ করিতে উদ্যোগ না করিলে শ্রীশ্রীযুত তাহারদের সে দানপত্র অন্যথা করিয়াছেন এবং এখন গঙ্গাসাগরের বন কাটাইতে যে এতদ্দেশীয় ও ইংগ্লণ্ডীয় লোকেরদের মিলিত সংপ্রদায় স্থির হইয়াছে তাহারা এখন ঐ বন কাটাইতেছেন।

যে ভূমি বন কাটাইয়া পরিষ্কৃত হইয়াছিল তাহাতে গত বৎসর ধান্য বীজ রোপন করা গিয়াছিল। এখন সেই ভূমিতে তামাকু ও তুলা ও গাছ মরিচ ও বার্ত্তাকু ও তরমুজ ও রামতরাই প্রভৃতি সুন্দর জন্মিতেছে। এবং নারিকেল বৃক্ষও অনেক উৎপন্ন হইতেছে। সেখানে লবণাম্বু ব্যতিরেকে মিষ্ট জল দুর্লভ ছিল তৎপ্রযুক্ত সেখানে অনেক পুষ্করিণী কাটান গিয়াছে তাহাতে এই বর্ষা প্রভাতে মিষ্ট জলের অভাব থাকিবে না। এতদ্দেশীয় এক ব্যক্তি সেখানে বন কাটাইয়া স্থান পরিষ্কৃত করিয়াছে এবং তাহাতে মঘ দেশীয়েরদিগকে বসতি করাইয়াছে যেহেতুক মঘেরা অধিক পরিশ্রম করিতে পারে ও তাহারদের জাতি বিবেচনা নাই অতএব তাহারদেরহইতে অধিক দুষ্কর কর্ম্ম হইতে পারে।

সর্ব্বসুদ্ধ গঙ্গাসাগরে এক লক্ষ আশী হাজার বিঘা ভূমি আছে তাহার মধ্যে নয় হাজার বিঘা ভূমি পরিষ্কার হইয়াছে অর্থাৎ বিংশতি অংশের এক অংশ। যাহারা স্বতন্ত্র২ ভূমি লইয়া ব[illegible]ইতেছে তাহারদের কর্ম্ম শীঘ্র চ[illegible]তেছে।

সিংহভূমি।

যোং মেদিনীপুরের পশ্চিম সি[illegible] নামে এক ক্ষুদ্র প্রদেশ আছে [illegible] কার আশ্চর্য্য সমাচার আসিয়াছে [illegible]

সেখানে লড়কা নামে এক প্রকার জাতি আছে তাহারা স্বাধীন কাহাকেও রাজকর দেয় না। ষাটি বৎসর হইল এক রাজা তাহারদের উপরে আক্রমন করিয়াছিল তাহাতে তাহারা ঐ রাজাকে অতিবিদ্ধস্ত করিয়াছে তদবধি তাহারদের নিকটে ভয়ে কেহই যায় না। তাহারদের রাজধানীর নাম লড়কাকোল। ঐ সিংহভূমিতে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের পক্ষীয় যে শ্রীযুত মেজর রফসেজ সাহেব আছেন তিনি ১০ মার্চ তারিখে ঐ লড়কাকোলে গেলেন ও দেখিলেন যে সে প্রদেশ চতুর্দ্দিক গ্রামেতে পরিপূর্ণ ও নানা শস্যোতে শোভিত অতএব ঐ সাহেব সেখানে থাকিয়া ব্যবহার করিতে লাগিলেন ও বুঝিলেন যে কোন বাধা নাই সকল সুন্দর রূপ চলিতেছে কিন্তু ২৫ তারিখে ঐ রফসেজ সাহেবের ছাওনির নিকট এক গ্রামের লোকেরা ঐ সাহেবের চাকর লোকেরদিগকে খুন করিল ও আপনারা অস্ত্রধারী হইয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইল। তাহা দেখিয়া রফসেজ সাহেব অন্য কোন পথ না দেখিয়া আপন সৈন্য লইয়া তাহারদের উপরে আক্রমন করিলেন তাহারা তিন শত লোক এক পাহাড়ে পলায়ন করিল এবং কাপ্তান শ্রীযুত মিল্লাড সাহেব রোহিলার ঘোড়সওয়ার লইয়া তাহারদের পশ্চাতে গেলেন। তাহারা আপনারদের বিপক্ষ সৈন্য পশ্চাতে আসিতে দেখিয়া প্রথম বান ক্ষেপ করিল তাহাতে কিছু করিতে না পারিয়া একং কুঠার লইয়া রনমত্ত হইয়া ঘোড়সওয়ারেরদের নিকট গিয়া কতক লোককে কাটিল তাহারদের মধ্যে যাটি জন শবের উপরে দাঁড়াইয়া অতিসাহস রূপে যুদ্ধ করিল পরে তাহারাও শব হইয়া গেল। এই রূপ অনেকক্ষণপর্য্যন্ত যুদ্ধ করিল পরে যখন তাহারদের অর্দ্ধেক লোক মারা পড়িল তখন অবশিষ্ট লোক পলায়ন করিল।

পরে রফসেজ সাহেব শুনিলেন যে তাহারা তৎপ্রদেশের কোম্পানির ডাক বন্দ করিয়াছে এবং ঐ সাহেবের খাদ্য সামিগ্রী আসিতেছিল তাহাও তাহারা রোধ করিয়াছে। পরে রফসেজ সাহেব ঐ গ্রাম ঘেরিলেন। তাহাতে তাহারা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া প্রস্তুত হইয়া রহিল এবং ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যের উপরে বান ও ইট ও পাথর প্রভৃতি মারিতে লাগিল। তাহাতে সাহেব ঐ গ্রাম দাহ করিতে আজ্ঞা করিলেন। তাহারদের বান ফুরাইলে তাহারা কেবল একং কুঠার লইয়া ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যের উপরে আঘাত করিতে লাগিল তাহাতে তাহারদের সৈন্যের তিন ভাগ নাশ হওয়াপর্য্যন্ত যুদ্ধভূমিতে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল এবং আপনারদের এমন বিপৎকালেও শরণাপন্ন হইয়া ক্ষমা চাহিল না কিন্তু তাহারদের যে২ ক্ষমা চাহিল তাহাকে সাহেব ক্ষমা করিয়া আপন ছাওনিতে তখনি পাঠাইলেন।

এই যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে ঐ সাহেব তাহারদের অজ্ঞানতা দেখিয়া দয়া করিয়া এবং তাহারদের সাহস দেখিয়া তুষ্ট হইয়া তাহারদিগকে কোমলরূপে কহিলেন যে তোমরা আর দুষ্টতা করিলে নিঃশেষ হইবা অতএব আমারদের যে ডাকের চিঠীপ্রভৃতি লইয়াছ তাহা দেও ও আমারদের সহিত শত্রুতা ত্যাগ কর। ইহাতে তাহারা সম্মত হইলে ঐ সাহেব তাহারদের সহিত এক সন্ধিপত্র করিলেন।

ইহাতে এই আশ্চর্য্য বোধ হয় যে কোম্পানী বাহাদুরের রাজধানীর সিংহদ্বারের সম্মুখে এমত দুষ্ট লোক অদ্যাপি ছিল।

শ্রীযুত রিকেৎস সাহেব।

শ্রীযুত রিকেৎস সাহেব এতদ্দেশে অনেক কাল ছিলেন ও কলিকাতার সুপ্রীমকৌন্সিলের অন্তঃপাতী ছিলেন এবং সে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ইংগ্লণ্ডে গিয়াছেন ইহা পূর্ব্বে ছাপান গিয়াছে। এখন শুনা গেল যে তিনি ইংগ্লণ্ডে মহাসভার অন্তঃপাতী এক জন হইয়াছেন।

আকাশীয় বস্ত্র।

মাস পাঁচেক হইল ইংগ্লণ্ড দেশে এক সাহেব জলে সাঁতার দিবার কালে লোক না ডুবে এই কারন এক প্রকার বস্ত্র সৃষ্টি করিয়াছে তাহার মধ্যে ফুঁ দিয়া তাহাতে আকাশ পূর্ণ করিলে সে স্ফীত হয় তাহা আশ্রয় করিয়া জলে অনায়াসে গমন করিতে পারা যায়। সে বস্ত্র পরিধান করিয়া জলের মধ্যে এমন চলা যায় যে যেমন মৃত্তিকার উপরে হস্ত ব্যাপার না করিয়া লোকে হাঁটিয়া যায়।

হঠাৎ মৃত্যু।

পূর্ব্বস্থলী গ্রামের তারিণীশঙ্কর রায় যোং ঢাকায় পরমিটের ঘরে মুহুরিগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন কতক দিন হইল তিনি আপন মাতার অস্বাস্থ্য সমাচার শুনিয়া তথাহইতে বিদায় হইয়া বাটী আসিয়াছিলেন পরে তাহার মাতার আরোগ্য হইলে কতক দিন পরে বৈশাখ মাসে শেষে এক দিন তিনি যোং ক[illegible] আপন আত্মীয় লোকের [illegible] বার জন্যে পত্র লিখিয়া করিতে লাগিলেন

গুঠাইয়া দিতে লাগিল। এক লোটা জল আপন মস্তকে ঢালিয়া দ্বিতীয় লোটা লই বার কালে সে স্থানে মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পড়িলেন। পরে আরং লোক আসিয়া তাহাকে মৃত দেখিল। ইহার পূর্ব্বে তাহার কোন পীড়া হয় নাই। পরে তাঁহারি লিখিত পত্রে তাহার মৃত্যু সমাচার লিখিয়া তাহার বন্ধু লোকেরা কলিকাতায় পাঠাইল।

—

মরণ।

নবদ্বীপের শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্য্য কতক দিন হইল পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি বাল্যাবধি ব্যাকরণাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া অনেক শাস্ত্রে বিদ্যোপার্জ্জন করিয়াছিলেন পরন্তু তাঁহার তর্কশাস্ত্রীয় বিদ্যার খ্যাতি অসাধারণস্বরূপে বহুদেশব্যাপিনী ছিল। এবং তিনি স্বপিতৃ শঙ্কর তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য সম কালে পৃথক্ চতুষ্পাটীতে নিকট দূরদেশাগত শিষ্যেরদিগকে তর্ক শাস্ত্রাধ্যাপনা করিয়া এতাবৎ কালক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং তাহারদের পিতাপুত্রের তুল্য বিদ্যা নূতন করিয়া বিজ্ঞ লোকেরা উভয়ের দৃষ্টান্তমূলস্বরূপে উভয়কে বর্ণনা করিতেন এবং কতক বৎসর হইল তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য পরলোক গমন করিলে তাঁহার শিষ্যেরদের পাঠক্ষতি ও খেদ ছিল না যেহেতুক তাহারা ইঁহার নিকটে অধ্যয়ন করিয়া তুল্য সন্তোষপ্রাপ্ত হই ...ং উদাসীন লোকেরদের ও কিছু ... ছিল না ইঁহার বিদ্যাবাহুল্য ... না তর্কবাগীশ ভট্টাচা ... রিতেন। ... রলোকপ্রাপ্ত হওয়া ... নাসীন লোকের

দের মনে সে উভয়ের কারণ খেদ এক কালে পুবিষ্ট হইয়াছে এই খেদাপনয়ন অন্যদ্বারা হয় এমত প্রত্যাশাও নাই।

—

লেঠেরার মৃত্যু।

গুপ্তিপাড়ার দক্ষিণ যোং কামারডাঙ্গির খালে অনেক কালাবধি দস্যুভয় আছে তাহা অনেকে জ্ঞাত আছেন সংপ্রতি সেখানে এক আশ্চর্য্য হইয়াছে। এক জন রজপুত কিছু টাকা লইয়া এক বাঁকি গোপের সহিত একত্র যাইতেছিল পথি মধ্যে তাহারা দুই প্রহরের সময় ঐ খালে পঁহুছিলে দুই জন লেঠারা আসিয়া ঐ রজপুতের পায়েতে লাঠি মারিল। রজপুত লাঠি খাইয়া বাঁকির স্থানে বাঁক কাড়িয়া লইল এবং ঐ বাঁকের এক দিগের শিকা খুলিয়া অন্য দিগের শিকা ধরিয়া বাঁক ঘুরাইতে লাগিল পরে লেঠেরার দিগকে কহিল যে তোরা মনুষ্য মারিতে জানিস না তোরা কত লোক আছিস আয় আমার হাতে সকলে মরিবি। ইহা কহিয়া ঐ বাঁকের বাড়ি এক জনকে মারিলে সে অচেতন হইল পরে তাহার লাঠি কাড়িয়া লইয়া অন্য লেঠেরাকে মারিল তাহারদিগকে প্রায় খুন করিয়া আপনারা প্রস্থান করিল। এ অতি আশ্চর্য্য।

—

সেখ দুল্লাপিণ্ডারি।

শেখ দুল্লার বিষয় এই শুনা গেল যে সে একাকী এক চাকর তাহার সঙ্গে বস্ত্রহীন ও অন্নহীন হইয়া পলাইতেছে। ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত তাহার যুদ্ধের শেষ বিবরণ এই। যখন সে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য হইতে ত্রিশ ক্রোশ দূর ছিল তখন তা

হার সন্ধান পাওয়া গেল এবং ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতি তাহার লোকেরদিগকে ... দিয়া তাহারদের দ্বারা তা... সন্ধান পাইলেন ও অকস্মাৎ তাহার উপরে আক্রমণ করিলেন। শেখদুল্লা ও তাহার চাকরেরা দুর্গম স্থানে ছিল ও ভাবিয়াছিল যে কেহ এখানে আসিতে পারিবে না এবং আপনারদের বাসস্থানের চতুর্দ্দিকে চৌকী রাখিয়াছিল কিন্তু দৈবাৎ এক স্থানে চৌকী ছিল না সেই পথ দিয়া ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য প্রবেশ করিল। শেখদুল্লা ও তাহার অধীন লোকেরা আপনারদের অস্ত্র শস্ত্র খাদ্য প্রভৃতি সকল ছাড়িয়া পলাইল এবং শেখদুল্লা আপন গলার কবচ পর্য্যন্ত ছাড়িয়া গেল। সে স্থানে বড় নলবন ছিল তৎপ্রযুক্ত কেহই ধরা পড়িল না।

শেখদুল্লার পক্ষের বার লোক খুন হইল ও ভত লোক আঘাতী হইল। এবং তাহার পোষ্য পুত্র সাত বৎসরের এক বালক অনাঘাতী এক ঘরে পাওয়া গেল। সে বালকের দশা আশ্চর্য্য। সে বালক হইয়াও এই জগতের স্বাভাবিক দুঃখ সহিয়াছে। বিশ্বাতি নামে এক গ্রামের ... কাইতেরা ঐ বালককে তাহার পিতার ঘরে চুরি করিয়া এক গুণের মধ্যে ... রাখিয়াছিল দৈবাৎ ঐ শেখদুল্লা ঐ ... ডিরদের ঘর লুট করিতে ঐ গুণ পাইল তাহা খুলিয়া ঐ বালককে দেখিল ... ক্ষাৎ সে বালককে আপনি পোষ্য পুত্র রাখিল। ঈশ্বরেচ্ছাক্রমে সে বালক এখন ইংগ্লণ্ডীয়েরদের পোষ্য পুত্র হইয়াছে সে বালক যে সাহেবের হস্তে আছে তিনি কহেন যে এই বালক অতি ... ও সুশিক্ষিত ও জ্ঞানবান্।

পুনশ্চ আমীর গড়হইতে সমাচার আসিয়াছে যে শেখদুল্লা আপনি ...

৩৮ সমাচার দর্পণ।

আজম সাহেবের হস্তে সমর্পিত হইতে বাসনা করিয়া যাইতেছিল ইতোমধ্যে পথে তাহার এক আত্মীয় লোক তাহাকে বারণ করিয়া কহিল যে তুমি যাইবামাত্র ইঙ্গলণ্ডীয়েরা তোমাকে ফাঁসি দিবেক। তাহা শুনিয়া শোমাদুল্লা কহিল যে কি ফাঁসি দিবে কি ফাঁসি দিবে এই কথা বারং কহিতেং ফিরিয়া গেল।

আওরঙ্গাবাদ।

মোং আওরঙ্গাবাদহইতে আখবার আসিয়াছে তাহাতে জানা গেল যে সে স্থানের রাজা গোবিন্দবক্স সেই শহরে এক জন অতিধনবান কাঁসারির পুত্রের সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিয়াছে। সে বিবাহের ঘটা অতিশয় এবং তৎপ্রদেশীয় তাবৎ ইঙ্গলণ্ডীয় সাহেবেরদের যানা হইয়াছিল এবং নাচ ও অন্যং তামসা ও বাজী ও বাতীর রোশনাই হইয়াছিল এমন পূর্ব্বে অন্যত্র হয় নাই।

বাণিজ্য।

এই সপ্তাহের বাণিজ্যের রিপোর্টদ্বারা জানা গেল যে এই সপ্তাহে তুলার আমদানী ও রপ্তানী ও ক্রয় বিক্রয়ের মূল্য অন্যথা হয় নাই। এবং বিলাতি জিনিসের বিষয় এমন ভরোসা ছিল যে কোন জাহাজ না আইলে বিলাতি জিনিসের দাম কিছু চড়িবেক সে ভরোসা মিথ্যা হইল যেহেতুক যে জিনিসের যে দাম সেইরূপ আছে আর ইহাহইতে যে কিছু ভাল হইবেক সে ভরোসাও নাই।

কলিকাতার নরদামা।

কলিকাতা শহরের খবরদারিতে যে সকল সাহেবেরা নিযুক্ত আছেন তাহারা অনুমান করিয়াছেন যে কলিকাতায় অনেকং গভীর নরদামা আছে তাহাতে অন্য কোন দ্রব্য পড়িলে তাহা পচিয়া অত্যন্ত দুর্গন্ধ নির্গত হয় তাহাতে লোকেরদের সতত রোগ জন্মে। অতএব সে সকল নরদামা বন্দ করিয়া কিঞ্চিৎ গভীর নরদামা করা যাওক।

তাহাতে সেই নরদামাবাসি ইন্দুরেরা আপনারদের স্থান ভ্রষ্ট ভয়ে শ্রীশ্রীযুতের নিকটে এই বিষয় দরখাস্ত করিয়াছে। যে এই নরদামা বন্দ করাতে তোমারদের লাভ আছে বটে কিন্তু আমারদের মরণ। আমরা কোথায় বাস করিব আমরা পূর্ব্ব কালাবধি এখানে বাস করিতেছি এবং মনে এমন প্রত্যাশা করি যে আমারদের পুত্র পৌত্রপ্রভৃতি এখানেই বাস করিবে এবং যদি এই গভীর নরদামা বন্দ করিয়া শুষ্ক নরদামা করিয়া দেও তবে আমরা কি প্রকারে সেখানে বাস করিব যেহেতুক সেখানে বালক ও কাক ও কুক্কুরপ্রভৃতিরা দিনে আমারদের সংহার করিবে ও রাত্রিতে দুষ্ট বিড়ালেরা আমারদিগকে নিদ্রা যাইতে দিবে না। অতএব এই নরদামা বন্দ করিবার অগ্রে ঐ সাহেব লোকেরদের এই বিবেচনা করা অতিকর্ত্তব্য যেহেতুক এমন প্রাচীন প্রজারদিগকে তাড়িয়া দেওয়া অকর্ত্তব্য।

এক রসিক লোক কৌতুক করিয়া এই বং দরখাস্ত শ্রীশ্রীযুতের নিকটে সভ্য দিয়াছে।

বাজার ভাও।

জিনিস	মোন	অবধি	পর্য্যন্ত
সুপারি	১	৩।৶	৩৸
ভেরণ্ডা তৈল	১	২৪	৩০
গাছ মরিচ	১	৩	৪॥
নারিকেল তৈল	১	১৪॥	১৫
তুলা কাছোড়া	১	২৫	
আদা রঙ্গপুর	১	২।।০	২।৶
পাটনাই আদা	১	২	২।০
চালু পাটনাই	১	৩।	৩।৶
পাছড়ি উত্তম	১	২৸	৩
পাছড়ি মধ্যম	১	২।৵	২॥
মুগী উত্তম	১	১৸৴	০
মুগী মধ্যম	১	০	০
বালাম	১	১৸৴	১৸৶
দুধ্যা গোম	১	২৵	২৶
পাটনাই বুট	১	২	২৶
অড়হর ডালি	১	২।৶	২॥৶
উত্তমপায়া ঘৃত	১	২৩॥	২৪
মধ্যম ঘৃত	১	১৯	২০
ভৈঁসা ঘৃত	১	১৭	১৭।০
মধ্যম ভৈঁসা	১	১৫	১৬
নীল উত্তম	১	০	০
অন্যং প্রকার			
নীল	১	১৪০	১৫০
সোরা উত্তম	১	৬।।০	
মধ্যম	১	৬	৬৷০
চিনী কাশীর	১	১০৸	
মধ্যম	১	৮	৯
খার চিনী	১	৪	৪।০
তেতুল	১	॥৵	।৶
তামাক	১	৪॥	৬॥
চন্দন	১	১৪	১৬॥

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপা আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহেং কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসেং এক টাকা যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি কাগজ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাহার নিকটে পাঠান যাইবেক।

সমাচার দর্পণ

১১০ সংখ্যা। শনিবার। ২৪ জুন সন ১৮২০। ১২ আষাঢ় সন ১২২৭

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্ত সমাচারস্য দর্পণে॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা এক টাকা চারি আনা প্রিমিয়ম। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা এক টাকা আট আনা প্রিমিয়ম।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

২৪	জুন	শনিবার	১২	আষাঢ়
২৫	ঐ	রবিবার	১৩	ঐ
২৬	ঐ	সোমবার অমাবস্যা	১৪	ঐ
২৭	ঐ	মঙ্গলবার	১৫	ঐ
২৮	ঐ	বুধবার	১৬	ঐ
২৯	ঐ	বৃহস্পতিবার	১৭	ঐ
৩০	ঐ	শুক্রবার	১৮	ঐ

ইস্তাহার।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮২০ সালের ১৩ জুলাই মতাবক সন ১২২৭ বাঙ্গালা ৩১ আষাঢ় রোজ বৃহস্পতিবার এবং তাহার পর যেতক সকল বিক্রয় হয় মোকাম কলিকাতার এক্সচেঞ্জ রুমে ১২০০০০ মোন লবণ নিলামে বিক্রয় হইবে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের লবণ তাহার তপশীল নীচে লেখা যাইতেছে ফি লাট ১০০০ মনের হইবেক ফি সের টাক ৮২ সিক্কার ওজন ফি লাট ১ টাকা বায়না দিয়া খরিদ্দারান সওদা পাকা করিবেক ও লবণ মোকামহইতে চালান করিবেক মোকামাতে তপশীল বড় ইস্তাহার নামা সদর নমক দপ্তরে লটকান গেল তাহাতে সকল জ্ঞাত হইবেক যে ১২০০০০ বার লক্ষ মোন লবণ বিক্রয় হইবেক তাহার নিয়মিত সরত সহিত তপশীল।

নাম জেলা	লবণ আমানত পেসগী	নগদ পেসগী	টাকার মুদ্দত
হিজলী	২৭৫০০০		
তমলোক	২০০০০০		
২৪ পরগণা			
পূর্ব্বগুদ	১৮০০০০		
ঐ পশ্চিমগুদ	১১০০০০		
ভুলুয়া	১১০০০০		
চাটীগ্রাম	২৫০০০		
খালিয়া			
কটক পাঙ্গা	১২৮২৩৩		
কটক করকচ	৩৫০৪০		
মান্দরাজ	১৩৫৫২১		
মক্কাই	৫৪		
সৈন্ধব	১০০০		
ক্রোকী	১৫২		
	১২০০০০০		

[illegible] | [illegible] | [illegible]

সমাচার দর্পণ।

সিংহলদ্বীপের উপদ্রব।

সিংহলদ্বীপহইতে মোং মান্দরাজে সমাচার আসিয়াছিল সেই সমাচার সে স্থানহইতে এখানে পঁহুছিয়াছে যে মালাই লোকেরা সিংহলদ্বীপস্থ লোকেরদের সহিত মিলিয়া ইংগ্লণ্ডীয়েরদের বিপরীতে উঠিয়া কলহ করিতেছে তাহারদিগকে দমন করিতে কতক ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য সেখানে গিয়াছে কিন্তু জ্ঞান হয় যে তাহার ফল কিছু হইবেক না সে এমত তুচ্ছ বিষয়।

সিন্ধিয়া।

বোম্বইহইতে সমাচার আসিয়াছে যে সিন্ধিয়ারা কত দেশ আক্রমণ করিয়াছে। সে সমাচার শুনিয়া বোম্বইয়ের অধ্যক্ষ তাহারদিগকে দূর করিবার কারণ ছয় হাজার সৈন্য সেখানে পাঠাইয়াছেন।

হলণ্ড দেশ।

গত জানুআরি মাসে সমুদ্রে জল উথলিয়া পাহাড় অতিক্রম করিয়া দেশের মধ্যে জল আসিয়া লোকের ঘর দ্বার কোটা ইমারত ভাঙ্গিয়া দেশ জয়লোপ হইয়াছে এবং অনেক লোক ও অনেক গরু ঘোড়া ভেড়া ছাগলপ্রভৃতি মারা পড়িয়াছে।

চড়া নাশ।

মোং শ্রীরামপুরের নিকটবর্ত্তি বল্লভপুর গ্রামের সম্মুখে গঙ্গাতে অতি বৃহৎ এক চড়া অনেক দিনপর্য্যন্ত হইয়াছে তাহাতে নৌকা প্রভৃতির গমনাগমনে অত্যন্ত কষ্ট হয় অতএব সেই চড়া দূর করিবার কারণ শ্রীশ্রীযুত গবরনর বাহাদুরের

[illegible]যোগ হইয়াছে এবং বড়ং অনেক গয়ানের খুঁটীর মধ্যে বারুদ পুরিয়া সে খুঁটী ঐ চতাতে পোতা গিয়াছে সেই খুঁটীর অগ্রভাগে অগ্নি দিলে চতা আপনি নাশ হইয়া যাইবে এই কথা স্থির হইয়াছে অতএব অদ্য সাড়ে আট ঘণ্টা দিনে তাহার পরীক্ষা করা যাইবে। তাহাতে অনেক লোক ঐ তামাসা দেখিতে আসিবে।

মোকদ্দমা।

ঐর্লণ্ড দেশে ডবলিন নগরে এক জন সাহেব এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা রাখিয়া মরিল সে সময়ে তাঁহার স্ত্রী গর্ভবতী ছিল। মরণের পূর্ব্বে ঐ টাকার এই মত বন্দোবস্ত করিয়াছিল যে তাহার মরণের পর যদি তাহার স্ত্রীর পুত্র জন্মে তবে সে আশী হাজার টাকা পাইবে ও স্ত্রী চল্লিশ হাজার টাকা পাইবে যদি কন্যা জন্মে তবে চল্লিশ হাজার কন্যা পাইবে আশী হাজার টাকা স্ত্রী পাইবে। পরে সে গর্ভে এক পুত্র এক কন্যা যমজ জন্মিল এখন ইহার পুত্র আশী হাজার পাইবে ও কন্যা চল্লিশ হাজার পাইবে তাহার দিগের মাতা কিছু পাইবে কি না। এমত মোকদ্দমা ইংগ্লণ্ডের বড় আদালতে হইতেছে।

বিপদুদ্ধার।

ইংগ্লণ্ডীয়া এক বিবি ইংগ্লণ্ডহইতে ফ্রান্স দেশে যাইতে সমুদ্র মধ্যে অতিশয় তুফানে বিপত্তিগ্রস্তা হইয়া ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া মানিল যে যদি এ বিপদহইতে রক্ষা পাই তবে এই মত বিপদ মুক্ত প্রথম জনকে চারি শত টাকা দিব। পরে আপনি রক্ষা পাইয়া শুনিল যে মারকুরি জাহাজ ডুবিয়াছিল তাহাতে এক যুবতী স্ত্রী রক্ষা পাইয়াছে তাহার নিকটে চারি শত টাকা পাঠাইলেন।

রক্তবৃষ্টি।

গত ডিসেম্বর মাসে এক নগরে বেলজিয়ম দেশে অপরাহ্নে দুই চারি ঘণ্টার মধ্যে অতিআশ্চর্য্য রক্তবৃষ্টি হইল এবং যেং পাত্রে সে বৃষ্টি পড়িল সে সকল পাত্রও রক্তবর্ণ হইল। ও তাহার নিকটে আর এক নগরেও এই মত রক্তবৃষ্টি হইল। ও ওলন্দেজ দেশে এক নগরে ঐ প্রকার বৃষ্টি হইল তাহাতে সেখানকার এক লোক এক পাত্রে করিয়া সেই বৃষ্টিধারা ধরিয়া এক গ্লাস শিশিতে ঢালিয়া দেখিল যে রক্তবর্ণ অনুভব কিঞ্চিৎ হইল এবং যেং স্থানে সে জল বাধিল সেং স্থানেও অনুভব হইল ও সে জল জিহ্বাতে আস্বাদন করিয়া দেখিল যে তাহাতে লৌহার ও গন্ধকের রস অনুভব হইল। সে বৃষ্টির জল শিশিতে পুরিয়া তাহার কারণ ও গুণ জানিতে চৌপাড়ীতে জ্ঞানবান লোকেরদের নিকটে পাঠান গেল।

ওলাওঠা।

ওলাওঠা রোগ এতদ্দেশের মমত্ব ত্যাগ করিতে পারে নাই সমাচার পাওয়া গেল যে যশোহরের পূর্ব্ব মোং লক্ষ্মীপাশাপ্রভৃতি স্থানে ওলাওঠা রোগের অতিশয় বিক্রম প্রকাশ হইয়াছে। এবং মোং জিলা বাঁকুড়াতেও অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব যাহাকে ঐ রোগে ধরিতেছে সে প্রায় রক্ষা পায় না।

ডাকাতি।

গত রবিবার রাত্রিতে মোং বাঁশাই নপাড়ার নপাড়া গ্রামে এক ব্রাহ্মণের বাটীতে ডাকাতি পড়িয়া এক বিধবা স্ত্রীকে খুন করিয়া আর এক ব্রাহ্মণের বাটীতে যথাসর্ব্বস্ব লইয়া পলাইল। পর দিনে প্রাতঃকালে দারোগার তরফ লোক গিয়া অনেক সন্ধান করিয়া তাহারদের বার [illegible] জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। এবং মোকদ্দমা হইতেছে।

লণ্ডন।

শেষ সমাচার দ্বারা জানা গেল যে ইংগ্লণ্ডের বাদশাহের ওজীরেরা আপনারদের মধ্যে এক জনের বাটীতে নিমন্ত্রিত হইয়া ভোজনাদি করিতে গেলেন। এই সন্ধান পাইয়া রাজ্যে অসম্মত বিশ ত্রিশ জন লোক তাহারদের সকলকে এক কালে নষ্ট করিতে একপরামর্শ হইল। ওজীরেরা এই অনুসন্ধান পাইয়া তাহারদিগকে ধরিতে লোক পাঠাইলেন। ঐ বিপক্ষেরা এক অন্ধকারময় ঘরে সকলে বসিয়াছিল ও সম্মুখে বাতি জ্বলিতেছিল ও কিরীচ ও ছুরি প্রভৃতি মেজের উপরে ছিল ওজীরেরদের লোকেরা ঐ ঘরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র এক জনকে তাহারা এক গুলি মারিল তাহাতে সে মরিল। পরে ঘোড় সোয়ারেরা গিয়া সেই ঘর ঘেরিলে তাহারা ঘরে আগুন লাগাইল। তাহাতে ধূমের জ্বালাতে অনেকে পলাইল কেবল নয় জন মাত্র ধরা পড়িল কিন্তু সরদার পলাইল। দুই প্রহর তিন ঘণ্টা রাত্রির কালে ওজীরেরা ইস্তাহার সর্ব্বত্র দিল যে এই ব্যক্তিকে যে ধরিতে পারিবে সে আট হাজার টাকা বখশিশ পাইবেক। প্রত্যুষে সে আপন ঘরে ধরা পড়িল।

ইংগ্লণ্ডের মৃত বাদশাহ।

ইংগ্লণ্ডের মৃত বাদশাহ অতিশয় দাতা ছিলেন তিনি পূর্ব্বে পীড়িত হইলে তাঁহার তাবৎ সম্পত্তি নিশ্চয় করিবার কারণ এক সভা নিযুক্ত হইয়াছিল তাহাতে তাঁহার [illegible] করিয়া দেখা গেল

যে প্রতিবৎসর এক লক্ষ বার হাজার টাকা দান করিতেন তাহার উপস্বত্ব প্রতি বৎসর চারি লক্ষ আশী হাজার টাকা হইত।

তিনি আপনি অল্পাহারী ছিলেন তাহার খাদ্যের মধ্যে ফল কিঞ্চিৎ অধিক ভোজন করিতেন। ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন নগরের নিকট ইটন নামে এক পাঠশালা ছিল তাহাতে যে২ বালক গুণবান তাহারদের নাম ও চলন ও ব্যবসায়প্রভৃতি তিনি সকল মনে রাখিতেন। এক গুণবান বালক পাঠ সময়ে কিঞ্চিৎ পারিতোষিক পাইয়াছিল কতক কাল পরে কৃতবিদ্য হইয়া বাদশাহের মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হইল। পরে বাদশাহ সেই পারিতোষিকের বিষয়ে তাহাকে স্মরণ করিয়া দিলেন। এক দিন বাদশাহ সামান্য ভাবে দেশভ্রমণে গিয়া সালসবরী নগরের প্রাচীন গির্জা ঘর মেরামত করিতে দেখিলেন ও সেই মেরামত খরচের সবিস্ক্রিপশন পত্র দেখিয়া স্বনামে আট হাজার টাকা তাহাতে সহী করিলেন। তাহাতে তাহারা কহিল যে কোথাকার কাহার নামে লিখিব। বাদশাহ উত্তর করিলেন যে বর্কসির জেলার এক জন সাহেবের নামে লিখহ। যেহেতুক বাদশাহের বর্কসীর প্রদেশে এক বাগান ছিল বাদশাহ প্রায় সর্ব্বদা সেইখানে থাকিতেন।

(নবদ্বীপের প্রাচীন চতুষ্পাঠী।

শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্য্য পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন ইহা পূর্ব্বে ছাপান গিয়াছে। সম্প্রতি তাঁহার চতুষ্পাঠীতে শিষ্যেরা আপনং পাঠক্রিয়াযুক্ত উদ্বিগ্ন হইয়া মহারাজ শ্রীল শ্রীযুত গিরীশচন্দ্র রায় বাহাদুরের নিকটে নিবেদন করিলে তিনি তাঁহারদিগকে আজ্ঞা করিলেন যে তোমারদের নবদ্বীপ পল্লিত্যাগ করিয়া অন্যত্র পাঠস্বীকার করা অনুপযুক্ত অতএব নবদ্বীপে যাহার নিকটে তোমারদের অধ্যয়ন করিতে বাসনা হয় তাঁহাকে ঐ চতুষ্পাঠীতে বসাও কিম্বা তাহার নিজ চতুষ্পাঠীতে তোমরা গিয়া নির্ভর কর অথবা অন্য দেশীয় কোন অধ্যাপককে আনিয়া ঐ চতুষ্পাঠীতে বসাইয়া পাঠ স্বীকার কর তাহাতেও ক্ষতি নাই তোমারদের যেমত বাসনা আমিও সেই মত করিব। ইহাতে শিষ্যেরা ভিন্নদেশীয় এক দণ্ডী গোস্বামিকে আনাইয়া বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্য্যের চতুষ্পাঠীতে তাহাকে বসাইয়া অধ্যয়ন করিতেছেন।

ইহাতে নবদ্বীপের তাবৎ অধ্যাপকেরদের অত্যন্ত অসন্তোষ হইয়াছে এবং কোন প্রকারে তাহার ব্যাঘাত হয় এমত চেষ্টা আছে যেহেতুক নবদ্বীপে উপযুক্ত অনেকং অধ্যাপক আছেন তাঁহারা থাকিতে অন্য দেশীয় লোক সেখানে অধ্যাপনা করিলে তাঁহারদের মান হানি হয় এবং বিদ্যা বাচস্পতি ভট্টাচার্য্যের পুত্রেরা অকৃতবিদ্য ও অপ্রাপ্ত ব্যবহার আছেন তাঁহারা যাবৎ পর্য্যন্ত উপযুক্ত না হন তাবৎ এই মত চলিবেক।

ওকামণ্ডলের যুদ্ধ।

বোম্বয়ের অন্তঃপাতী দ্বারকার নিকটবর্ত্তি ওকামণ্ডলের প্রদেশ ইংগ্লণ্ডীয়েরা যুদ্ধে লব্ধ করিয়াছিলেন সেই স্থান বহু শত বৎসরাবধি বোম্বাটিয়ারদের এক আকর। তৎপ্রযুক্ত ইংগ্লণ্ডীয়েরা পূর্ব্বে সেখান হইতে বোম্বাটিয়ারদিগকে সমূল উৎপাত করিয়া গায়কবাড় রাজাকে দিয়াছিলেন। ইহাতে [illegible] চতুর্দিক্স্থ প্রদেশের অত্যন্ত উপকার হইয়াছিল। কিন্তু গায়কবাড় রাজা সে দেশে অল্প সৈন্য চৌকী রাখিয়াছিলেন তৎপ্রযুক্ত সাবেক বোম্বাটিয়ার সরদার যুদ্ধ করিয়া ঐ ওকামণ্ডল প্রদেশ লইয়াছে।

মার্চ মাসের শেষে গায়কবাড় রাজার এক জমাদার ও পচিশ জন সিপাহী দ্বারকাতীর্থ দর্শন করিতে যাইতেছিল পথিমধ্যে বোম্বাটিয়ারা তাহারদের স্থানে যে কিঞ্চিৎ সম্পত্তি ছিল তাহা হস্তগত করিয়া কাড়িয়া লইল ও সিপাহীরা তাহারদের উপরে আক্রমণ করিতে তাহারা পলাইল। তাহারা কেবল এক জনকে মাত্র ধরিয়া বীরবালা গড়ে লইয়া গেল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল যে নয় জন ডাকাতির মধ্যে এক জন আমি এবং ওকামণ্ডলের মধ্যবর্ত্তি রাজপুর স্থানে অবশিষ্ট ডাকাতিরা আছে। ইহাতে হাণ্ডি সাহেবের মুনসী মহম্মদ আত্তা পঞ্চাশ জন ঘোড়সওয়ার সঙ্গে করিয়া ঐ রাজপুরে গেল। এবং ঐ ডাকাতিরদের অন্বেষণ করিতে লাগিল। তাহারা রাজপুরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে সেখানকার লোকেরা সেই গ্রাম ঘেরিল। পরে মহম্মদ আত্তা ঐ গ্রামের লোকেরদের নিকটে ডাকাতিরদের সন্ধান করিবামাত্র গ্রামের লোকেরা গুলি মারিল তাহাতে মহম্মদ আত্তা গুলি মারিলে তাহারদের অনেক লোক নষ্ট হওয়াতে তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিল তথাপি দেখা গেল যে চতুর্দিক হইতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বিপক্ষ লোক আসিতেছে। তাহা দেখিয়া মহম্মদ আত্তা পলায়ন করিল।

কতক কাল পরে ঐ বোম্বাটিয়ারা শুনিল যে গায়কবাড়রাজার [illegible] জন সেনাপতি বীরবালা গড়ে আসিতেছে।

সমাচার দর্পণ।

তাহাতে তাহারা পথে গিয়া সে আট সেনাপতিকে সংহার করিল। ঐ বোম্বা টিয়ারা ইহাতে অসাহস হইয়া দ্বারকা ও চিনী ও বাট নামে সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তি এক দ্বীপ এই তিন গড় লইল। ইহাতে অনুমান হয় যে সেই গড়ের অধ্যক্ষেরা ইহারদের সহিত একবাক্য হইয়াছিল যেহেতুক দ্বারকার অধ্যক্ষ বাট উপদ্বীপে যাইবার কারণ তাহারদিগকে নৌকা দিয়াছিল।

এবং ঐ চিগগড়ে গায়কবাড় রাজার শরীরবন্দী অনেক সিপাহী ছিল তাহারা বোম্বাটিয়ারদের প্রতি এক গুলিও মারিল না অথচ তাহারা অনায়াসে গড় লইল।

সংপ্রতি তৎপ্রদেশে বীরবালা গড় ভিন্ন তাবৎ ওকামণ্ডল তাহারা অধিকার করিয়াছে। এবং তাহারা বীরবালা গড় ঘেরিল ও কহিল যে, যদ্যপি হাওল সাহেব এই গড় না ছাড়েন তবে ঐ গড় অধিকার করিয়া সকল লোককে খুন করিব। পরে ঐ গড়ের সিপাহীরা আট জন সিপাহীর পূর্ব্ব মৃত্যু দেখিয়া বোম্বাটিয়ারদের সহিত যুদ্ধ করিতে সম্মত হইল না তাহাতে হাওলি সাহেব সে গড়ে না থাকিয়া বোম্বাটিয়ারদের সম্মুখ দিয়া স্বচ্ছন্দে বাহিরে গেলেন তাহারা তাহাকে কিছু বলিল না।

মরণ।

মোং শান্তিপুরের রামমোহন চট্টো পাধ্যায় অনেক কালপর্য্যন্ত শ্রীযুত ব্যক্তির সাহেবের দেওয়ানি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া অনেক লোকের সাহায্য ও সৎকর্ম্ম করিয়া সৌজন্যরূপে এতাবৎকাল ক্ষেপ করিয়াছেন সংপ্রতি তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। এবং সাহেব তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন তিনিও উপযুক্ত মত কর্ম্ম করিতেছেন।

নাগপুর।

মোং নাগপুর ইংগ্লণ্ডীয়েরদের বশতাপন্ন হওয়াতে কলিকাতাহইতে নিশ্চয় পশ্চিম নাগপুরপর্য্যন্ত এক ভাল রাস্তা করিবার কারণ ইংগ্লণ্ডীয়েরা অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন সংপ্রতি সে রাস্তা অতিসুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়াছে সেই রাস্তা দিয়া ডাক চলিতেছে আর২ লোক প্রভৃতিও চলিতেছে। এখন বাঙ্গালাহইতে নাগপুর আড়াই শত ক্রোশ অতএব এখন নাগপুর অতি নিকট জ্ঞান হয় পূর্ব্বে এখানহইতে নাগপুর যাইতে হইলে কাশী দিয়া যাইতে হইত কিম্বা গঞ্জাম দেশ দিয়া যাইতে হইত তাহাতে বিলম্ব হইত। এখন নূতন পথে অল্প কালে সহজ গমনে নাগপুরে যাওয়া যাইবেক।

ইহাতে দেখা যায় যে কলিকাতা ও বোম্বই শহর এই দুয়ের মধ্যস্থল নাগপুর তৎপ্রযুক্ত নাগপুরহইতে বোম্বই পর্য্যন্ত এক নবীন রাস্তা করিতে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের উদ্যোগ আছে তাহা নির্ব্বাহ হইলে কলিকাতা ও বোম্বয়ের শীঘ্র সমাচার আসিতে যাইতে পারে।

বাজার ভাও।

জিনিস	মোন	অবধি	পর্য্যন্ত
সুপারি	১	২।৵	৩৸
ভেরেণ্ডা তৈল	১	২৩	৫০
গাছ মরিচ	১	৩	৪॥০
নারিকেল তৈল	১	১৫	১৩॥
তুলা কাহোতা	১	৫	
আদা রঙ্গপুর	১	২৷৷৹	২৸
পাটনাই আদা	১	২	২।৹
চাপু পাটনাই	১	৩।	৩৷৵
পাছড়ি উত্তম	১	২৸	৩
পাছড়ি মধ্যম	১	২।৵	২॥
মুগী উত্তম	১	২	২৴
মুগী মধ্যম	১	১৸৴	০
বাদাম	১	১৸৴	১৸৵
দুধা গোম	১	২।৵	
পাটনাই বুট	১	২	২৵
অড়হর ডালি	১	২।৵	২॥
উত্তমগায়া ঘৃত	১	২১॥	২২
মধ্যম ঘৃত	১	১৬	১৮
ভৈঁসা ঘৃত	১	১৭	১৭॥
মধ্যম ভৈঁসা	১	১৫	১৬
নীল উত্তম	১	০	০
অন্য২ প্রকার			০
নীল	১	০	০
সোরা উত্তম	১	৬	৬৷
মধ্যম	১	৫॥	৫৸
চিনী কাশীর	১	১০	
মধ্যম	১	৮॥	১
খার চিনী	১	৩৸	৪৷
তেতুল	১	।৵	।৶
তামাক	১	৪॥	৫॥
চন্দন	১	১৪	১৬॥

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ তাঁহার নিকট পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে২ এক টাকা যিনি গ্রাহক হইয়াছেন যদি তাহার নিকট কাগজ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাহার নিকট পাঠান যাইবেক।

সাহেবের ছিল এইক্ষণে তাহার খোত হইয়াছে।

এ তালুক ছোট বটে কিন্তু সম্প্রতি খরিদ করিয়া ঐ সাহেবের খোত হওনে ঐ তালুকের বকেয়া বাকী মবলগে তাহার আদায় এবং তাহার কিস্তাতের বোধাধিকরণে সকল রুকমে অদাবধি হয় নাই তথাচ অনেক প্রাপ্তি হইবে এ কারণ ইহার তায়রুক তহকিক ওয়াশীল ও তহশীল করিলে অধিক মুনফা হইতে পারে। অতএব যাহারদিগের এমত কিস্তাতের তালুক দরকার হয় তাহারদিগের উচিত যে এই সময় খরিদ করেন যেং স্তুল ও বেমিন সাহেবের নিকটে এ তালুকের আরং বিস্তারিত ওয়াকীপ হওনের কাগজপত্র দৃষ্টি করিবেন।

ঠিকানা জিলা কমিল্লা।

এক তালুক পরগণে খুগাদ্যা চক মুগ্ধাজত এবং চক মল্লার কৃষ্ণকান্ত কিঙ্করসেনের ॥৵১৩ দশ আনা তের গণ্ডা হিস্যা ও আর এক তালুক ঐ পরগণার চক ফকিরা কমলনারায়ণের ।০ চারি আনা হিস্যা।

এবং আর এক তালুক খোদ খরিদ পরগণে ওলালদী বাহাদুরখাঁ।

সমাচার দর্পণ।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

শ্রীযুত জে এচ বার্ল সাহেব কলিকাতার কোর্ট আপীলের রেজিষ্টর হইয়াছেন।

শ্রীযুত সি কার্ডিও সাহেব জিলা বাকরগঞ্জের আদালতের রেজিষ্টর হইয়াছেন।

ইংগ্লণ্ডের মহাসভা।

ইংগ্লণ্ডে ১৮ ফিব্রুআরি তারিখে মহাসভা শেষ বার বসিয়াছিল ১৪ মার্চ তারিখে তথাকার বাদশাহের আজ্ঞাতে তাহা উঠিয়া পুনর্ব্বার নূতন মহাসভা বসাইবার কারণ বাদশাহের আজ্ঞা হইয়াছে। এই কারণ ইংগ্লণ্ড দেশের নানাপ্রদেশে মহা ঘটা হইবেক।

তুরকী দেশ।

তুরকী দেশহইতে সমাচার আসিয়াছে যে তুরকী দেশের প্রধান উজীর আপন ওজারত কর্ম্মহইতে বিদায় হইয়াছেন যেহেতুক তিনি বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত কর্ম্মেতে অক্ষম হইয়াছিলেন। এবং আসীদ আলী পাকা নামে নূতন উজীর তৎপদাভিষিক্ত হইয়াছেন তাহার বয়ঃক্রম চল্লিশ বৎসরের ন্যুন।

স্কটলণ্ড দেশ।

স্কটলণ্ড দেশে টে নদীর তীরে এক জন ভ্রমণ করিতেছিল ইতোমধ্যে ঐ নদীতে এক শিশা দেখিল ও বহুমূল্য দ্রব্য জ্ঞান করিয়া তাহা তীরে উঠাইল। পরে সে শীশা কেবল জীয়ন্ত ভেকেতে পরিপূর্ণ দেখিল। এ বড় চমৎকার জ্ঞান হইয়াছে।

বাজী।

লণ্ডন শহরে চারি জন সাহেব বাজী রাখিয়া দৌড়িতেছিল তাহার মধ্যে এক জন এক মিনিট কম আদি ঘণ্টার মধ্যে আড়াই ক্রোশ দৌড়িল তাহাতে সে বাজীতে জয়ী হইয়া দুই শত ষাটি টাকা পাইল।

নাসিকা দংশন।

নবহলাণ্ড উপদ্বীপে কতক গোরা চাসা লোক আত্মীয় লোকের বাটীতে অতিথি করিবার কারণ গেল। এবং সেখানে এক যুবা স্ত্রীও মিলিল তাহাতে ঐ যুবতী স্ত্রীর প্রতি দুই জন পুরুষের মনোবিকার হওয়াতে পরস্পর ঈর্ষা জন্মিল ইহাতে ঐ দুই জনের বিরোধ হইলে এক জন অতিক্রোধ করিয়া অন্য জনের উপরে আক্রমণপূর্ব্বক তাহার নাসিকাতে দংশন করিয়া প্রায় ছিঁড়িয়া ফেলিল। পরে সে পলাইয়া বনে গেল তৎক্ষণাৎ বিচার কর্ত্তার লোকেরা তাহাকে ও সেই স্ত্রীকে জেলখানাতে কয়েদ রাখিল। পরে বিচারে নিশ্চয় হইল যে সে স্ত্রী আপন স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া এই পুরুষের সহিত মিলিয়াছিল। এই আঘাতে ঐ পুরুষের এক ইন্দ্রিয়হানি হওয়াতে সে জন কুৎসিত হইল।

পাগল।

লণ্ডন নগরে গত দিসেম্বর মাসে এক জন স্ত্রী লোক মরিলে তাহার কবরের কারণ অন্য এক স্ত্রী সেই ঘরে গেল ও আরং কর্ম্ম করিয়া জলের কুঠরীতে হাত প্রক্ষালন করিতে গেল ও সেখানে অকস্মাৎ বৃহৎ শব্দ শুনিল ও এক চমৎকৃত রূপ দেখিয়া ভীত হইয়া অন্যং লোককে ডাকিল। পরে অন্য লোকেরা ঘরের চতুর্দ্দিক ঘেরিল কিন্তু ঐ ঘরের কর্ত্রী চাবি দিয়া ঘর বন্দ করিল অন্য লোককে ঘরে যাইতে দিল না। পরে সার্জন আসিয়া খানখা চাবি খুলিয়া নীচের

ঘরে গিয়া দেখিল যে এক লোক সিঁড়ির কাছে বসিয়া আছে এবং তাহার পা দেওয়ালে জিঞ্জির দ্বারা বদ্ধ আছে। ও তাহাকে অতিশয় মলিন দেখিয়া জানিল যে সে অনেক দিবস পর্য্যন্ত স্নানাদি করে নাই এবং তাহার বিছানা চট ও বিচালি ও শরীরে স্থানে২ ক্ষত হইয়া হাড় দেখা যাইতেছে। পরে তাহাকে গরিবেরদের চিকিৎসালয়ে লইয়া গেল সেখানে তাহাকে উত্তম বিছানা করিয়া দিল। তাহা দেখিয়া সে চমৎকৃত হইয়া কহিল যে এ কি আমার কারণ পরমেশ্বর তোমাকে মঙ্গলে রাখুন। সে এই২ মত অনেক কথা কহিল কিন্তু সে জ্ঞানপূর্ব্বক নহে এবং সে অতিস্থির ইহাতে তাহাকে পাগল বোধ হইল। তাহার পিতাকে আদালতে আনিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করা গেল। সে উত্তর করিল যে আমার অভাগ্য পুত্র পাগল হইয়াছে তৎপ্রযুক্ত তাহাকে বান্ধিয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু সে লোকও মন্দ ছিল না সে অতিসুখ্যাত কিন্তু আপন পুত্রের প্রতি এমত ব্যবহারে তাহাকে ভাল কহা যায় না তথাপি আইন দ্বারা তাহার দোষ গ্রাহ্য করা যায় না। পরে অন্য২ লোক যখন স্ব২ স্থানে গেল তখন তাহাকে খালাস দিল।

স্নান যাত্রা।

গত সোমবার ১৪ আষাঢ় খোং মাহেশগ্রামে জগন্নাথ দেবের স্নান যাত্রা হইয়াছিল তাহাতে লোক যাত্রা এইবার কম হইয়াছিল পূর্ব্ব২ বৎসর যেমন লোক সমাগম হইয়া থাকে তাহাহইতে এবার অনেক কম। সকলে অনুমান করিলেন যে পূর্ব্ব হইতে অর্দ্ধেক লোকের অধিক হয় নাই।

চড়া।

গত সপ্তাহে বল্লভপুরের চড়া ভাঙ্গনের বিষয় জ্ঞাপন গিয়াছিল এবং আমারদের এমত ভরোসা ছিল যে বারুদে অগ্নি দিলে চড়া উঠিয়া যাইবেক ও তাহার পরীক্ষা করিবার কারণ গত শনিবারে উদ্যোগ হইয়াছিল কিন্তু সে সকল বিফল হইল তাহার কারণ এই যে সিন্দুকে বারুদ পূর্ণ করা গিয়াছিল সে সিন্দুক চুক্তিতে প্রস্তুত হইয়াছিল চুক্তির কর্ম্মের প্রতুল সকলে অবগত আছেন সে সিন্দুকের জোড়ের নিকটে ছিদ্র বন্দ হইয়াছিল না। ঐ ছিদ্র দ্বারা সিন্দুকের মধ্যে জল প্রবেশ করিয়া সমুদয় বারুদ আর্দ্র করিয়াছিল পরে তাহাতে অগ্নি দেওয়া গেল সে অগ্নির দ্বারা অন্য উপকার কি হইতে পারে সে আপনি নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইল।

বড়সাহেব পরিবর্ত্ত।

গত ছয় মাসের মধ্যে বাঙ্গালা ব্যতিরিক্ত বোম্বাই ও মান্দরাজ ও পুলোপিনাঙ্গ এই তিন স্থানের বড় সাহেবের বদলী হইয়াছে। প্রথম শ্রীযুত এলফিনস্তন সাহেব বোম্বয়ের বড় সাহেবী কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং এই সপ্তাহে শুনা গেল যে মান্দরাজের বড় সাহেব শ্রীযুত সর টমস মনরো সাহেব মান্দরাজে পঁহুছিয়া কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং শুনা গেল ইংগ্লণ্ডের কোম্পানীর অধ্যক্ষ শ্রীযুত ফিলিপ্স সাহেব পুলোপিনাঙ্গের বড় সাহেবী কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন।

ইংগ্লণ্ডের বাদশাহ।

ইংগ্লণ্ডের মৃত বাদশাহের কন্যা প্রিন্সেস [illegible] অত্যন্ত পীড়িতা হইয়া যখন আপনার বাঁচিবার ভরোসা আর না দেখিলেন তখন তিনি আপনার বহুমূল্য প্রস্তর বাহির করিয়া তাহা দিয়া এক অঙ্গুরী প্রস্তুত করাইলেন। পরে বাদশাহকে ডাকাইয়া কহিলেন হে পিতা আমি আর বাঁচিবার ভরসা করি না অতএব আমার স্মরণার্থে এই অঙ্গুরী আপনি হস্তেতে রাখুন। ইহাতে বাদশাহ কন্যার প্রেম দেখিয়া ক্ষিপ্ত হইলেন এবং অনেকে অনুমান করেন যে বাদশাহের যে দুরবস্থা হইয়াছিল তাহার কারণ এই।

শূকরের বহু সন্তান।

২৩ জানুআরি তারিখে ইংগ্লণ্ডে এক জন সাহেবের ঘরে এক শূকরের ছাব্বিশটা বাচ্চা হইয়াছে পূর্ব্বে প্রায় এমত শুনা যায় নাই।

পারিশ নগর।

ফ্রান্স দেশের রাজধানী পারিশ নগর হইতে সমাচার আসিয়াছে যে সেখানে এক বৎসরের মধ্যে এগার হাজার সাত শত বায়ান্ন বালক ও এগার হাজার তিন শত পোনের বালিকা জন্মিয়াছে। ইহার মধ্যে চৌদ্দ হাজার নয় শত আটাইত্তুর সন্তান বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভে জন্মে ও আট হাজার উননব্বই সন্তান অবিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভে জন্মে। এই হিসাবে দেখা যায় যে তিন সন্তান জন্মিলে দুই বিবাহিতার ও এক অবিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভে জন্মে।

কলিকাতার কোম্পানির কালেজ।

এই২ সাহেব লোকেরা গত ইম্তাহানে উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং কোম্পানির কর্ম্ম পাইবার উপযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীযুত বেগ্ন সাহেব। শ্রীযুত লেনসাহেব। শ্রীযুত চীপ সাহেব। শ্রীযুত কমিন সাহেব। শ্রীযুত ফেলুসন সাহেব। শ্রীযুত কাম্বেল সাহেব। শ্রীযুত ও ষ্টট সাহেব। শ্রীযুত করী সাহেব। শ্রীযুত স্মিথ্‌স সাহেব। শ্রীযুত রিচার্ডসন সাহেব।

জাহাজ আমদানী।

গত বৃহস্পতিবারে গরোৗ নামে জাহাজ ফ্রান্সিস দেশহইতে পঁহুছিয়াছে এবং শনিবারে সালামানকা নামে ছোট জাহাজ বেঙ্কুলন ও মান্দ্রাজহইতে পঁহুছিয়াছে।

গত বুধবারের সমাচারে জানা গেল যে ওজহোম নামে জাহাজ লণ্ডনহইতে পঁহুছিয়াছে।

শৃগালী ও সিংহীর কথা।

এক শৃগালী এক সিংহীকে অবজ্ঞা করিয়া কহিল যে তুমি এক গর্ব্ভে এক সন্তানমাত্র প্রসব কর। সিংহী উত্তর করিল যে সে সত্য বটে কিন্তু আমি যে প্রসব করি সে সিংহ।

নিত্য কর্ম্মের ফল।

চীন দেশীয় এক বাদশাহ যখন প্রথম সিংহাসনারোহণ করিলেন তখন তিনি আজ্ঞা করিলেন যে প্রাচীন রাজার অধিকার কালে যে লোক অন্যায়রূপেতে কারাগারে বদ্ধ আছে তাহারদিগকে মুক্ত কর। পরে তাঁহারা কারামুক্ত হইয়া বাদশাহের নিকটে শিষ্টাচার করিতে আইল তাহারদের মধ্যে এক প্রাচীন অথচ ভারি লোক ছিল সে আসিয়া বাদশাহের পায়ে পড়িয়া কহিল যে হে চীন দেশের বাদশাহ দেখ আমি পঞ্চাশ বর্ষ বয়স্ক প্রাচীন দুঃখী লোক আমি বাইশ বৎসর বয়সের সময়ে কারাগারে বদ্ধ হইয়াছিলাম কিন্তু কোন অপরাধ করি নাই। এবং আমার প্রতিকূলে কোন লোক প্রমাণ দেয় নাই অতএব একাকী অন্ধকারে ষাটি বৎসরের অধিক কাল ক্ষেপণ করিয়াছি এবং দুঃখের সহিত আমার মিত্রতা হইয়াছে তুমি যে সূর্য্যের আলোক পুনর্ব্বার আমাকে দেখাইয়াছ তাহাতে আমার চক্ষু ঝলসিয়াছে আমার পূর্ব্বপরিচিত কোন মিত্র লোককে পাইবার কারণ আমি এখনপর্য্যন্ত নগরে ভ্রমণ করিয়াছি যে সে আমাকে আদর করে কিন্তু আমার বন্ধুরা ও কুটুম্বিরা ও জাতি লোকেরা সকলেই মরিয়াছে এখন এমন লোক নাই যে আমাকে চিনে অতএব হে বাদশাহ আমার আয়ুর অবশিষ্ট যে কাল আছে তাবৎকাল পুনর্ব্বার আমাকে কারাগারে ক্ষেপণ করিতে আজ্ঞা দেও সকলহইতে উৎকৃষ্ট যে সুশোভিত রাজগৃহ তাহাহইতে আমার কারাগারের ভিত্তি সুদৃশ্য আমার বাঁচিবার বহু কাল নাই এবং যে কারাগারে আমার যৌবনকাল ক্ষেপ হইয়াছে সে কারাগারে আমার বার্দ্ধক্যকাল যদি ক্ষেপণ করিতে না দেও তবে আমি দুঃখী হইব।

ইহার অভিপ্রায় এই যে যাহার যে কর্ম্ম সর্ব্বদা করিয়া অভ্যাস হইয়াছে তাহার অন্য কর্ম্ম করিতে দুঃখ বোধ হয়।

বাজার ভাও।

জিনিস	মোন	অবধি	পর্য্যন্ত
সুপারি	১	[illegible]	৩৸
তেরপা তৈল	[illegible]	[illegible]	৫০
গাহ মরিচ	[illegible]	৩	৩৷৹
নারিকেল তৈল	১	[illegible]	১৩
তুলা কাহোজা	১	[illegible]	
আদা রঙ্গপুর	১	[illegible]	১৬
পাটনাই আদা	১	২	২৷৹
চালু পাটনাই	১	৩৷	৩৶
পাছড়ি উত্তম	১	২৸	৩
পাছড়ি মধ্যম	১	২৷৶	২৷৷
মুগী উত্তম	১	১৸৶	২
মুগী মধ্যম	১	১৸৶	
বাদাম	১	১৸৶	১৸৶
দুধ গোম	১	২৷৶	
পাটনাই বুট	১	১৸৶	২
অড়হর ডালি	১	২৷৶	২৷৷
উত্তমগায়া ঘৃত	১	২১	২১৷৷
মধ্যম ঘৃত	১	১৬	১৭
ভৈঁসা ঘৃত	১	১৬	১৭
মধ্যম ভৈঁসা	১	১৫	১৬
নীল উত্তম	১		
অন্যং প্রকার			
নীল	১		
সোরা উত্তম	১	[illegible]	৬
মধ্যম	১	৫৷৷	[illegible]
চিনী কাশীর	১	[illegible]	
মধ্যম	১	[illegible]	৮৷
খার চিনী	১	[illegible]	৪৷৹
তেজুল	১	[illegible]	[illegible]
তামাক	১	[illegible]	[illegible]
[illegible]	১	[illegible]	[illegible]

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে২ এক টাকা। যিনি [illegible] তাহার নিকট [illegible] না। [illegible] শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে [illegible] পাইবেক।

সমাচার দর্পণ

১১ সংখ্যা। শনিবার। ৮ জুলাই সন ১৮২০। ২৬ আষাঢ় সন ১২২৭

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা এক টাকা চারি আনা প্রিমিয়ম। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা এক টাকা আট আনা প্রিমিয়ম।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

৮	জুলাই	শনিবার	২৬	আষাঢ়
৯	ঐ	রবিবার	২৭	ঐ
১০	ঐ	সোমবার	২৮	ঐ
১১	ঐ	মঙ্গলবার	২৯	ঐ
১২	ঐ	বুধবার	৩০	ঐ
১৩	ঐ	বৃহস্পতিবার	৩১	ঐ
১৪	ঐ	শুক্রবার	৩২	ঐ

বাটী বিক্রয়ের ইস্তাহার।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে ১৫ জুলাই শনিবারে ডেবিরিল সাহেবের শ্রীরামপুরের কতক বাড়ী নিলামে বিক্রয় হইবেক।

১ দফা। শহর শ্রীরামপুরের নিশান ঘাটের উপর এক বাটী তাহাতে দুই গুদাম ও বার্বর্চিখানা ও গা ধোবার ঘর ও আরং দরওয়ানেরদিগের কুঠরী ও এক বড় দোতালা ঘর যেখানে পূর্ব্বে করনল মাইনজবো থাকিতেন জমী মওয়াজী ১।।৩ এক বিঘা তের কাঠা দোতালা ঘর অনেক খরচ করিয়া নূতন মেরামত করা গিয়াছে।

২ দফা। ঐ দোতালা ঘরের নিশ্চয় পশ্চিম আর এক দোতালা ঘর আছে নীচের তালা বড় গুদাম ঘর ও বার্বর্চিখানা ও বোতলখানা আছে জমী মওয়াজি ।।৹ দশ কাঠামাত্র।

৩ দফা। ঐ দোতালা ঘরের পশ্চিমে আর এক দোতালা ঘর আছে তাহা শ্রীযুত ফিলিরপ সাহেবের জিম্মা আছে তাহাতে গাড়ীর ঘর ও গুদাম আছে বাবর্চিখানা ও গা ধোবার ঘর ও দরওয়ানের ঘর ও বেহারার ঘর আছে জমী মওয়াজি ১।।৶ এক বিঘা পৌনে এগার কাঠা।

৪ দফা। গঙ্গার তীর পুলের নিকট ১৬৩ এক বিঘা আটার কাঠা জমী আছে তাহাতে এক পাকা বাড়ী আছে পূর্ব্বে সে বাটীতে তুলা কমনের কল ছিল তাহাতে দুই গুদামপ্রভৃতি অনেক আছে। ইতি সন ১৮২০ সাল ২৬ জুন শ্রীরামপুর।

সমাচার দর্পণ।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

৩০ জুন।

শ্রীযুত টি জে সি প্লৌডেন সাহেব ভাগলিয়া ও চন্দ্রগ্রামে নিমকমহলের অধ্যক্ষ হইয়াছেন।

১ জুলাই।

শ্রীযুত কাপ্তান পি বাই বগ সাহেব মাড়বার ও হাড়োতি দেশে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের উকীলের পেস্কার হইয়াছেন।

শ্রীযুত জে ইণ্ডঅর সাহেব পশ্চিম দেশের নিমক মহলের অধ্যক্ষ হইয়াছেন।

শ্রীযুত এচ সি বারবল সাহেব পূর্ব্ব দেশের নিমক মহলের অধ্যক্ষ হইয়াছেন।

শ্রীযুত টি ক্লার্ক সাহেব কলিকাতার শহর মিটের কালেক্তরের দ্বিতীয় পেস্কার হইয়াছেন।

বাণিজ্য।

সংপ্রতি মাথাভাঙ্গার মোহনা খোলা গিয়াছে তাহাতে নৌকাদির গমনাগমন অনায়াসে হইতেছে এবং তুলার আমদানি যথেষ্ট হইতেছে কিন্তু বাজারে তাহার মূল্য কিছু ন্যূনাধিক হয় নাই। কাঁচোড়া তুলা প্রায় ২১ একুশ টাকা করিয়া মোন বিক্রয় হইতেছে।

সর্ষার মূল্য সমভাব আছে। আফিম কিছু দুর্ম্মূল্য হইয়াছে যেহেতুক বাজারে অত্যল্প আছে। বস্ত্রের মূল্য অত্যল্প ন্যূন হইয়াছে। সোরার মূল্য কিছু অন্যথা হয় নাই। চিনির আমদানি কম হইয়াছে তথাপি তাহার মূল্য অদ্যাপিও সমভাব আছে।

চালে সিন্দ।

ত্রিবেণীর উত্তর মোং বেণীপুরে শ্রীমাধবে

ঘোষ নামে কতক সম্ভ্রম এক গৃহস্থ বাস করে সে আপন ঘরে মরাই করিয়া তাহাতে কথক ধান্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল। কথক দিন হইল সেই গৃহস্থ ঐ ঘরে চাবি বন্ধ করিয়া গ্রীষ্মপ্রযুক্ত বাহিরে পিঁড়ায় শয়ন করিয়াছিল। কথক রাত্রিতে চোরেরা আসিয়া সেই ঘরের দেওয়ালে সিন্দ দিবার সঙ্গতি না পাইয়া চালের উপরে উঠিয়া চাল কাটিয়া সিন্দ করিল এবং সেই পথ দিয়া ঘরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কপাটের খিল শক্ত করিয়া এমত দিল যে বাহিরের লোক ঘরে আসিতে না পারে। পরে ঐ মরাইয়ের ধান্য ও গুড় সমুদায় ঐ উপরের পথ দিয়া চুরি করিল। প্রভাত হইলে গৃহস্থ ঘরের চাবি খুলিল কিন্তু দ্বার খোলা গেল না পরে সে চমৎকৃত হইয়া কপাট কাটিয়া মধ্যে গেল ও দেখিল যে ধান্য ও গুড় যাহাং ছিল তাহা কিছুই নাই।

কোমিটী।

শ্রীযুত বিদিয়র কোম্পানির যে তেজারতি কর্ম্ম ছিল তাহা ভঙ্গ হইয়াছে তাহার লহনা বাকী যে সকল স্থানে আছে তাহার আদায়ের কারণ ৮ জুলাই শনিবার তাবৎ সাহেব লোক শ্রীযুত কুটিন্‌ ডন্‌ মেকীলাপ কোম্পানির বাটীতে একত্র হইয়া কোমিটী করিবেন।

স্বীদেন দেশ।

স্বীদেন দেশের সমাচার জানা গেল যে যে লোকেরা পরোপকার ও অনেক সৎকর্ম্ম করিয়াছেন এমন যে কীর্ত্তিমন্ত ও সুখ্যাত এক শত লোকের ছবি সোনা ও রূপা ও তাঁবাতে নির্ম্মাণ করিবার কারণ স্বীদেন দেশের বাদশাহ আজ্ঞা করিয়াছেন।

ফ্রান্স দেশ।

ফরাশিশ দেশের বাদশাহের ভ্রাতৃপুত্র এক জন প্রবীন লোকের বাটীতে নিমন্ত্রিত হইয়া আপন স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া রাত্রিযোগে ভোজনার্থে গিয়াছিলেন সেখানহইতে ফিরিয়া আইসন কালে পথের মধ্যে এক জন ফরাশিশ তাঁহার পেটে ছোরা মারিল তাহাতে তিনি মরিলেন কিন্তু সে দুষ্ট পলায়ন করিতে পারিল না যেহেতুক বাদশাহের ভ্রাতৃপুত্রের পারিষদ লোকেরা তাহাকে তৎক্ষণাৎ ধরিল এবং তাহাকে আদালতে লইয়া জিজ্ঞাসা করা গেল যে বাদশাহের ভ্রাতৃপুত্রকে মারিতে তোমার সঙ্গী কেহ ছিল কি না। তাহাতে উত্তর করিল যে এই সৎকর্ম্মের ফল ভোগ করিতে কে আমার সঙ্গী হইবেক আমি চারি বৎসর সন্ধান করিয়া এ কর্ম্ম করিয়াছি। যে ব্যক্তি ঐ দুষ্টকে ধরিয়াছিল তাহাকে ঐ স্ত্রী তৎক্ষণাৎ বখশীশ দিয়াছিলেন পরে বাদশাহ তাহাকে ও আর এক জনকে যাবজ্জীবন আহারোপযুক্ত বৃত্তিনিরূপণ করিয়া দিলেন।

যে লোকের বাটীতে ভোজনার্থ গিয়াছিলেন সে ব্যক্তি এই সম্বাদ শুনিয়া অনেক শোক করিল এবং তাহার জ্বর হইয়া পর দিবস সে মরিল।

মিসর দেশ।

মিসর দেশের ঊর্দ্ধ ভাগের লোকেরা মৃত্তিকার মধ্যে গন্ধক ও লৌহ ও সীমা অনেক পাইতেছে তাহার মধ্যে ও অধিক সীমা পাইতেছে। তথাকার অধিপতি ইস্তাহার দিয়াছেন যে যেব্যক্তি কয়লার আকরের সন্ধান করিতে পারিবেক সে দুই লক্ষ টাকা বখশীশ পাইবেক।

সিংহের সহিত মনুষ্যের আনুগত্য।

রোম নগরের অধীন আফ্রিকা দেশে রোমনগরহইতে এক জন বড় সাহেব গিয়াছিলেন তাহার এক চাকর বধযোগ্য অপরাধ করিয়াছিল তৎপ্রযুক্ত তাহাকে বধ করিতে হুকুম হইলে সে ভীত হইয়া কোন সঙ্গতিক্রমে পলাইয়া বন প্রবেশ করিয়াছিল। সে বনে অনেক সিংহ থাকে তৎপ্রযুক্ত সে ভীত হইয়া এক পর্ব্বতের গুহা আশ্রয় করিয়া রহিল কিছু কাল পরে অতিশয় পরাক্রমী এক সিংহ আসিয়া সে গুহার দ্বারে উপস্থিত হইল। তাহাতে সে ব্যক্তি অত্যন্ত ভীত হইয়া মনে করিল যে এই সিংহ এখনি আমাকে বধ করিবেক। কিন্তু সিংহ অতিধীরে তাহার নিকটে গিয়া তাহার কোলে আপন পা রাখিয়া অঙ্গভঙ্গি ক্রমেতে স্নেহ জানাইয়া তাহার হাত চাটিতে লাগিল। তাহাতে সে আশ্বস্ত হইয়া দেখিল যে কণ্টক বিদ্ধ হওয়াতে সিংহের পা ফুলিয়াছে। পরে সে কণ্টক খুলিয়া পা টিপিয়া পুঁজ ও রক্ত বাহির করিল। ইহাতে সিংহ অনেক স্বাস্থ্য পাইয়া সেখানহইতে গিয়া এক হরিণ মারিল এবং ঐ ব্যক্তির পায়ের নিকটে আনিয়া রাখিল। সে লোক ঐ হরিণের মাংস সূর্য্য পক্ক করিয়া কএক দিন আহার করিল তাহা শেষ হইলে ঐ সিংহ অন্য কথক আহারের দ্রব্য আনিয়া দিল। এই রূপে কথক দিন গত হইলে ঐ ব্যক্তি পশুর সহিত বাসেতে বিরক্ত হইয়া আপন মুনীবের ক্রোধের ফল ভোগ স্বীকার

করিয়া সেখানহইতে বাহির হইল যে হেতুক সে ভাবিল যে পশুর সহিত বাস হইতে বরং মৃত্যু ভাল।

তাহার মুনীব সে দেশের অধ্যক্ষ তিনি ওত্তম২ যত সিংহ পাইতেন তাহা রোম নগরে পাঠাইতেন যখন ঐ দোষী চাকর ফিরিয়া আইল তখন তাহাকে দণ্ড দিবার কারণ এই আজ্ঞা দিলেন যে যত সিংহ রোম নগরে পাঠান যাইতেছে তাহার সহিত এই ব্যক্তি যুদ্ধ করিবেক। পরে রোম নগরে পঁহুছিয়া সকল প্রস্তুত হইলে সহস্র২ লোক তামাসা দেখিতে আইল এবং পূর্ব্ব দিবস সকল সিংহকে অভুক্ত রাখিয়াছিল। পরে সেই দিন ঐ দোষী চাকরকে সিংহের সম্মুখে ফেলিয়া দিবামাত্র সিংহ দুই চক্ষু আরক্ত করিয়া তাহার ওপরে আক্রমণ করিল কিন্তু তাহার নিকটবর্ত্তী হইলে পূর্ব্বকার বনের মিত্রতা স্মরণ করিয়া তাহার পায়ের নিকটে গিয়া প্রীতি প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহাতে সেও সিংহের গাত্রে হস্ত দিয়া প্রীতি করিল। এই রূপ তাহারদের পরস্পর প্রীতি দেখিয়া সকল লোক চমৎকৃত হইল। পরে বিশেষ বৃত্তান্ত শুনিয়া তাহার অপরাধ ক্ষমা করিয়া সে সিংহকে তাহার জিম্মাতে রাখিতে হুকুম হইল। আফ্রিকার বনে ঐ সিংহহইতে যে ওপকার ঐ চাকর পাইয়াছিল সেইরূপ সিংহের প্রত্যুপকার এই স্থানে সে চাকর করিল।

এই বিষয়ের বিবরণকর্ত্তা কহিয়াছেন যে তিনি রোম নগরের রাস্তার মধ্যে ঐ চাকরকে সিংহ লইয়া বেড়াইতে দেখিয়াছেন।

ডুবিয়া মরা।

কতক গোরা নৌকাযোগে যাইতেছিল ৩ জুলাই সোমবার বৈকালে মোং চাতরার পশ্চিম কানাইদেওয়ান পিরের আস্তানার নিকট তাহারা নৌকা লোঙ্গর করিয়া রহিল। তাহার নিকট এক দহ ছিল সেই দহে ঘূর্ণা জলেতে একটা কাঁটাল ভাসিতেছিল দেখিয়া এক জন গোরা তাহা ধরিবার কারণ জলে ঝাঁপ দিল তাহাতে জলের প্রবল তরঙ্গপ্রযুক্ত এবং তাহার বস্ত্রাদি ভিজিয়া অতিভারি হওয়াতে সে অবসন্ন হইয়া শীঘ্র ডুবিয়া গেল কিঞ্চিৎ কাল পরে একবার ওঠিল কিন্তু অন্য লোকেরা তাহার নিকট না যাইতে২ সে পুনর্ব্বার ডুবিয়া গেল পরে অনেক অনুসন্ধান করিয়াও আর পাওয়া গেল না।

কৃষিকর্ম্মাদি বিষয়ে সমাজ নিযুক্ত হওনের সমাচার।

সংপ্রতি কৃষিপ্রভৃতি বিষয়ে সাহেব লোকেরা এক সমাজ নিযক্ত করণের চেষ্টায় আছেন তদ্বিষয়ক এক পত্র ছাপা হইয়া সর্ব্বত্র প্রকাশ হইয়াছে তাহার মূলের বিষয় ও ধারার বিষয় সকলকে জ্ঞাত করান যাইতেছে।

সংপ্রতি এতদ্দেশে কৃষিকর্ম্মার্থক সমাজ নিযুক্ত হইলে অন্য সকল বিষয়ের মধ্যে তাঁহারা ভূমি ওৎকৃষ্টা করণবিষয়েও মনোযোগ করিবেন অর্থাৎ যে রীতি ওত্তম তাহা গ্রহণ করিবেন এবং ভূমার্থে কি প্রকার সার ভাল এবং সে সার কি প্রকার ভূমিতে কি প্রকারে দিলে ভাল হয় তাহাই স্থির করিবেন এবং কৃষিবিষয়ে ওত্তম কৃষকেরদের পারিতোষিক দিবেন এবং জলযুক্ত স্থানের জল দূর করিয়া জল তাহাতে পুনর্ব্বার প্রবেশ না হয় এই২ সকল ওপায় করিবেন এবং এক ভূমিতে বার২ ফসল যাহাতে ওৎপন্ন হয় তদুদ্যোগ করিবেন এবং পশ্বাদির জাতি বর্দ্ধনার্থে এবং সুরক্ষার্থে মনোযোগ করিবেন এই২ রূপে তাঁহারা আপনারদের সংমিলিত জ্ঞানানুসারে কর্ম্মকার্য্য করিবেন। অপর কোনো দেশের কৃষিবিদ্যা যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ওত্তমা হইতে পারে না ইহা কথন অত্যাসঙ্গত যেহেতুক মনুষ্যের মধ্যে এমত কোনো বিদ্যা নাই যে ওত্তরোত্তর বর্দ্ধিতা হইতে না পারে এবং যে দেশেতে শত২ বৎসরাবধি কৃষিকর্ম্ম একই রূপে আছে তদ্রূপ দেশে তাহা কত অধিক বা ওত্তমীকৃত না হইতে পারে অতএব আমরা ইহা নিশ্চয় কহিতে পারি যে এতদ্দেশে কৃষিকর্ম্মবিষয়ে সকলি প্রায় ওত্তম করণীয়।

অপর বিদ্বানেরা সম্মিলিত হইয়া ভাবি সমাজের কোনো এক সংজ্ঞা নিরূপণ করিয়া কৃষিবিদ্যা এবং আরামবিদ্যা বর্দ্ধনার্থক এতদ্দেশে যে এক সমাজ নিযুক্ত করেন এ বিষয় অতিবাঞ্ছনীয়। অতএব তৎকার্য্যসিদ্ধার্থে যে লোক তিন মাসে অষ্ট টাকা যত দিনপর্য্যন্ত স্বাক্ষর করিয়া দেন তত দিনপর্য্যন্ত তিনি সে সমাজস্থ হইতে পারিবেন এবং যিনি একেবারে চারি শত টাকা দেন তিনি যাবজ্জীবন তৎসমাজস্থ হইতে পারেন। ঐ সমাজের ধারা এইরূপ হইলে ভাল হয় যে তাহাতে এক জন প্রবীন এবং অধীন লোকদ্বয় নিযুক্ত হয় এবং সামান্য সমাজস্থ লোকেরদিগের বৎসর২ নিযুক্তকরণ ওত্তম বোধ হয় অপর যে২ সমাজস্থেরা নিযুক্ত হইবেন তাঁহারা এক২ মোহর করিয়া সেলামী দিবেন। অপর এই সমাজে যে এতদ্দেশীয় ভাগ্যবান লোকেরা নিযুক্ত

হন এ বিষয়ও অতিবাঞ্ছনীয় যেহেতুক সমাজের প্রধান কার্য্য তাঁহারদিগের অধিকারের এবং প্রজারদের মঙ্গল জানিবেন অতএব তাঁহারা যে সমাজস্থ হইতে পারিবেন ইহা কেবল না। কিন্তু অন্য২ ভাগ্যবান ইংলণ্ডীয়েরদের ন্যায় সমাজেতে সকল প্রকার পদস্থ হইতে পারিবেন ইহা অতিবাঞ্ছনীয়। ৶

—

জাহাঙ্গীর বাদশাহ।

জলালুদ্দীন মহম্মদ অকবর বাদশাহের পুত্র নুরুদ্দীন মহম্মদ জাহাঙ্গীর বাদশাহ হইয়াছিলেন তাঁহার অনেক২ কীর্ত্তি আছে তাহার মধ্যে কিঞ্চিৎ লিখা যাইতেছে।

জাহাঙ্গীর বাদশাহ যথার্থ ন্যায় করিতেন তাহাতে কাহারও উপরোধ করিতেন না। এক দিবস তাহার পুত্র শাহজাঁহা ঘোড়ার উপর আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন তাঁহার আসিবার কালে একপুত্রা বৃদ্ধা এক স্ত্রীর পুত্র তাহার অশ্বের পদাঘাতে নষ্ট হইয়াছিল। তাহাতে ঐ বৃদ্ধা স্ত্রীআপন মৃত পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া রোদন করিতে২ বাদশাহের নিকটে আসিয়া পুত্রকে বাদশাহের সাক্ষাৎ ফেলিয়া দিয়া নিবেদন করিল যে আমার পুত্রকে কে মারিল ইহা বিবেচনা করিয়া যথার্থ দণ্ড করু। ইহাতে বাদশাহ বিবেচনা করিয়া বুঝিলেন যে শাহজাহাঁ বাদশাহজাদার ঘোড়ার পদাঘাতে মরিয়াছে অতএব ঐ বাদশাহজাদাকে আনাইয়া ঐ বৃদ্ধা স্ত্রীকে দিলেন ও আজ্ঞা করিলেন যে তোমার পুত্র ইহাঁহইতে নষ্ট হইয়াছে অতএব ইহাঁকে আমি তোমাকে দিলাম যাহা মনে লয় তাহা কর। ইহাতে ঐ বৃদ্ধা স্ত্রী রাণীর ও আর২ বেগমেরদের নানা প্রকার লোভ প্রদর্শন না মানিয়া আপন কুঠরীর নিকটে সরে রাস্তার উপরে বাদশাহজাদাকে আনিয়া বসাইল। শাহজাহাঁও এমত পিতৃভক্ত ছিলেন যে পিতৃআজ্ঞার রক্ষার্থে ঐ বৃদ্ধা স্ত্রী যেমন২ করিল তাহাই স্বীকার করিলেন। তদনন্তর ঐ বৃদ্ধা স্ত্রীআপন মৃত পুত্রের চারি দিগে শাহজাহার হাত ধরিয়া সাতবার ফিরাইয়া কহিল যে যা আমার এই মৃত পুত্রের নিছোনি করিয়া তোকে তোর প্রাণ দিলাম।

পরে যে নুরজাহা বেগমেতে বাদশাহ অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন এক দিবস ঐ নুরজাহাঁ বেগমের সহোদর ভ্রাতা কোনহ এক স্ত্রীকে বলাৎকার করিয়াছিল। বাদশাহ বিচারাসনে বসিয়া ঐ বিষয়ের ন্যায় করিয়া নুরজাহাঁ বেগমের ভ্রাতার পেট চাক করিয়া পেশকবজ হাতে লইয়া নুরজাহাঁ বেগমের নিকটে গিয়া পঁহুছিলেন। নুরজাহাঁ বেগম নজর হাতে লইয়া বাদশাহের সাক্ষাৎ আসিয়া দাঁড়াইলেন। বাদশাহ আজ্ঞা করিলেন যে এ কিসের নজর। নুরজাহাঁ বেগম নিবেদন করিলেন আপনি যে যাথার্থ ন্যায় করিয়াছেন তাহাতে আমার যে আনন্দ হইয়াছে তাহারি নজর। বাদশাহ আজ্ঞা করিলেন যে ভাল আজি যদি তোমার এই আনন্দ না হইত তবে আজি তোমাকেও তোমার ভ্রাতার সঙ্গী করিতাম।

বাজার ভাও।

জিনিস	মোন	অবধি	পর্য্যন্ত
সুপারি	১	২৸৶	৩৸
ভেরেণ্ডা তৈল	১	২৩	২০
গাছ মরিচ	১	৩	৪৷।০
নারিকেল তৈল	১	১৩৷০	১১
তুলা কাছোড়া	১	০	০
আদা রঙ্গপুর	১	২।০	২৸
পাটনাই আদা	১	২	২।০
চালু পাটনাই	১	৩	৩৶
পাছড়ি উত্তম	১	২৸	২৸৵
পাছড়ি মধ্যম	১	২।৶	২৷
মুগী উত্তম	১	১৸৶	২
মুগী মধ্যম	১	১৸৶	০
বালাম	১	১৸৵	১৸৶
দুধা গোম	১	২৶	২৶
পাটনাই বুট	১	১৷৶	১৸৵
অড়হর ডালি	১	২।৶	২৷
উত্তমগায়া ঘৃত	১	২১	২১৷
মধ্যম ঘৃত	১	১৬	১৭
ভৈঁসা ঘৃত	১	১৭	১৭৷
মধ্যম ভৈঁসা	১	১৫	১৬
নীল উত্তম	১	০	০
মিছরি উত্তম	১	১৭	[illegible]
মধ্যম	১	১৩	১৪
সোরা উত্তম	১	৫৸	৬
মধ্যম	১	৫৷	৫৸
চিনী কাশীর	১	৯৸	০
মধ্যম	১	৮	৮৷
খার চিনী	১	৩৸	৪।০
তেতুল	১	।৶	।৵
তামাক	১	৪৷	৬৷
চন্দন	১	১৪	১৬৷

এই সমাচারদর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারেছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে২ এক টাকা যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকট কাগজ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাহার নিকটে পাঠান যাইবেক।

সমাচার দর্পণ

১১১ সংখ্যা। শনিবার। ১৫ জুলাই সন ১৮২০। ১ শ্রাবণ সন ১২২৭

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্ত সমাচারস্য দর্পণে॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা এক টাকা চারি আনা প্রিমিয়ম। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা এক টাকা আট আনা প্রিমিয়ম।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

১৫ জুলাই	শনিবার	১ শ্রাবণ	
১৬ ঐ	রবিবার	২	ঐ
১৭ ঐ	সোমবার	৩	ঐ
১৮ ঐ	মঙ্গলবার	৪	ঐ
১৯ ঐ	বুধবার	৫	ঐ
২০ ঐ	বৃহস্পতিবার	৬	ঐ
২১ ঐ	শুক্রবার	৭	ঐ

ইস্তাহার।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে এই সকল নীচের লিখিত গবরনরমেণ্ট নোট মেং সামিএল নিকল সাহেবের নিকটহইতে চোরে লইয়া গিয়াছে।

সন ১৮১৫। ১২ সালের নোট।

নং ৭৪৪৬ ও নং ১০৩৩ ও নং ১৮১১১২ সিক্কা ২০০০০ টাকা।

নং ৭৪৪৭ ও নং ১০৩৩ সিক্কা ১২০০০ টাকা এই নোট।

তাহার আপনার নামে সকলকে সমাচার দেওয়া যাইতেছে যদি এই২ নম্বরের নোট কেহ বিক্রয় করিতে চাহে তবে মেং জর্জ ক্রটেণ্ডেন সাহেবকে খবর না দিয়া কিনিবে না। ইতি তাং ১০ জুলাই কলিকাতা।

সমাচার দর্পণ।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

তারিখ ৩০ জুন সন ১৮২০ সাল।

শ্রীযুত জে কাম্পিল সাহেব জিলা রঙ্গপুরের আদালতের রেজেষ্টর।

শ্রীযুত এন্ স্মিথ সাহেব মুরশেদাবাদের আদালতের রেজেষ্টর।

শ্রীযুত জি আর ক্লার্ক সাহেব জিলা নবদ্বীপের জজ সাহেবের পেস্কার।

শ্রীযুত জন নিব সাহেব মোকাম কানপুরের জজ সাহেবের পেস্কার হইয়াছেন।

রথযাত্রা।

গত ৩০ আষাঢ় বুধবার রথযাত্রা হইয়াছিল তাহাতে মোং মাহেশের রথে যেরূপ লোক সমাগম হইয়া থাকে এবং নয় দশ দিনপর্য্যন্ত নানা দ্রব্যজাত ক্রয় বিক্রয় অনেক হয় এইরূপ অন্যত্র কোথাও হয় না। কিন্তু এই বৎসর প্রথম রথে কোন দৈব দুর্য্যোগাদি বিঘ্ন হয় নাই তথাপি লোক সমাগম অল্প সকলে অনুমান করিলেন যে পূর্ব্ব২ বৎসরহইতে অর্দ্ধেক লোক জমা হইয়াছিল।

এবং মোকাম বেলঘরিয়া গ্রামে দুইখান রথ চলিয়া থাকে এইবার তাহার নীচে তিন জন লোক পড়িয়াছিল তাহার মধ্যে এক জন ব্রাহ্মণ আর দুই শূদ্র তাহার এক জন ব্রাহ্মণ ও এক শূদ্র মরিয়াছে কিন্তু অবশিষ্ট শূদ্র ব্যক্তির মস্তক ভগ্ন হইয়াছে অদ্যাপি প্রাণত্যাগ হয় নাই পরে কি হয় বলা যায় নাই।

সিংহলদ্বীপ।

গত সপ্তাহে কলম্বহইতে ১০ জানুআরি তারিখের সমাচার পঁহুছিয়াছে যে ১৮১৮ সালে সিংহলদ্বীপের যুদ্ধের সময়ে যে এক প্রধান সরদার কএদ হইয়া পরে পলাইয়াছিল এবং তাহার সহিত মালাই লোক তিন জন ও সিংহলীয় বিশ জন ছিল তাহারা দেশের মধ্যে কলহ করিতে উদ্যোগ করিয়াছিল কিন্তু সিদ্ধ করিতে পারিল না কেবল ইংগ্লণ্ডীয়াধীন ভাগ্যবন্ত কএক জন লোককে খুন করিয়াছিল। এখন সে প্রধান সরদার ধরা গিয়াছে মালাই তিন জন ধরা পড়ে নাই তাহারা দেশের ডাক বন্দ করিয়া চিঠী পত্র যে ছিল তাহাই কেবল লইয়া গিয়াছে। তাহারদিগকে ধরিবার কারণ যে ইংগ্লণ্ডীয় লোক গিয়াছিল তাহারা বনের মধ্যে কএকখান চিঠী পাইয়াছে।

বন্যা।

১০ জুন অবধি গঙ্গার জল প্রতিদিন দশবার অঙ্গুলী করিয়া বাড়িতেছে ইহাতে অনুমান হয় যে এইরূপ বৃদ্ধি হইলে অ

নেক নীল ও নষ্ট হইবেক গত মাসের ঘন বৃষ্টিতে নীল গাছ বৃদ্ধি হয় নাই যে নীল অগ্রে বুনা গিয়াছিল তাহা এখন কাটিতেছে। আরো সমাচার পাওয়া গেল যে অন্য২ বৎসরাপেক্ষা ধান্যাদির পত্তন ভাল হইতেছে।

লক্ষ্ণৌয়ের খুন।

লক্ষ্ণৌ নগরে এক সাহেবের এক বেহারা নীচের কুটরীতে রাত্রিতে শয়ন করিয়াছিল। প্রাতঃকালে সাহেব উঠিয়া বেহারাকে অনেক ডাকিল তাহাতে উত্তর না পাইয়া তাহার শয়ন স্থানপর্য্যন্ত আপনি গিয়া অনেক ডাকিল তথাপি উত্তর পাইল না কিন্তু দেখিল যে চাদর গায়ে দিয়া শুয়ে আছে। পরে ডাকিতে২ চাদর উঠাইয়া দেখিল যে এক কর্ণমূলে আরম্ভ দ্বিতীয় কর্ণমূলপর্য্যন্ত গলা কাটিয়া মরিয়া আছে। ইহার তদারক সাহেব অনেক করিতেছে কিন্তু পূর্ব্বে এক লোকের সহিত তাহার বিবাদ হইয়াছিল সে লোক কহিয়াছিল যে তোকে আমি ইহার সমুচিত ফল দিব। সে লোককে সন্দেহ করিয়া ধরিয়া আনা গিয়াছে। অনুমান হয় যে ঐ লোকের কর্ম্ম এবং কবুলও করিতে পারে। লক্ষ্ণৌয়ের বাদশাহ ইহার অনেক তদারক করিতেছেন।

বানিজ্য।

নীল। ৯ মার্চের লণ্ডনের চিঠী আসিয়াছে তাহার দ্বারা সমাচার জানা গেল যে নীলের কারণ লোকেরদিগের অতি আবশ্যক হইয়াছে দর ক্রমে২ বৃদ্ধি হইতেছে। আগামী কোম্পানীর নিলামে অধিক হবে না ইহাতে অনুমান হয় যে অতিশয় দুর্ম্মূল্য হইবেক।

তুলা। আমেরিকা দেশহইতে লণ্ডনে অনেক তুলার আমদানি হইতেছে ইহাতে বাঙ্গালার তুলার দর যে সেই রহিল কিছু বৃদ্ধি হয় এমত ভরোসা নাই।

কাওয়া। আমেরিকা দেশের কাওয়ার দর কমী হইয়াছে ইহাতে জাবা উপদ্বীপের কাওয়াও অল্প আছে ইহাতে দর বেশী হইয়াছে।

চিনী। লণ্ডনে চিনী সমূহ আছে ইহাতে যে কিছু মন্দ রকম চিনী আছে তাহা উঠিবার ভরোসা নাই অতিশুভ্র উত্তম চিনী উঠে এমত আন্দাজ আছে।

গোলমরিচ। লণ্ডন দেশে গোলমরিচের অনেক আবশ্যক হইয়াছে ইহাতে বুঝা যায় যে মরিচের দর বৃদ্ধি হইতে পারে।

সোরা। গত নিলামে কোম্পানির সকল সোরা বিক্রয় হয় নাই তথাপি তাহার আবশ্যক আছে ইহাতে অনুমান হয় যে তাহার দর অধিক হইবেক।

চাওল। গত ফিব্রুআরি মাসে তণ্ডুলের দর কিছু অধিক হইয়াছে কিন্তু লণ্ডনে তণ্ডুল অনেক আছে তথাপি অনুমান হয় যে দর আরও অধিক হইতে পারে।

সাহসিকা স্ত্রী।

জর্ম্মনি দেশে এক স্ত্রী লোকের সাহসের বিষয় এই সমাচার আসিয়াছে যে এক দিন তাহার পিতা ও আর পরিবার সকলেই গির্জা ঘরে গেল এবং কেবল সে একলা ঘরে থাকিল এই সময়ে অতিশয় শীতার্ত্ত এক প্রাচীন লোক তাহার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া ঐ স্ত্রী অত্যন্ত খেদপ্রাপ্তা হইয়া তাহাকে ঘরে আসিতে দিল ও অন্য কুটরীতে গিয়া তাহার কারণ ঝোল প্রস্তুত করিতে লাগিল। পরে খিড়কী দিয়া দেখিল যে সে ব্যক্তি আপন মুখের কৃত্রিম দাড়ি ফেলিয়া দিয়াছে ও পূর্ব্বে যেমন বৃদ্ধ দেখা গিয়াছিল তাহাহইতে সজোর ও একখান ছোরা হস্তে করিয়া কুটরীর মধ্যে ভ্রমণ করিতেছে। ইহা দেখিয়া ঐ স্ত্রী আপনার পলায়নের আর কোন উপায় না দেখিয়া একখান কুড়ালি ও ঐ উষ্ণ ঝোল লইয়া বাহিরে আইল এবং ঐ উষ্ণ ঝোল তাহার মুখে ফেলিয়া দিল ও কুঠার দিয়া তাহার গলাতে এমন আঘাত করিল যে তাহাতে সে ভূমিতে পতিত হইল। সেই সময়ে আর এক জন লোক আসিয়া তাহার দ্বারে ঘা মারিতে লাগিল। তাহাতে ঐ স্ত্রী উপরে গিয়া দেখিল যে আর এক লোক ভিতরে আসিতে উদ্যত হইয়াছে। সে কহিল যদি দ্বার খুলিয়া না দেও তবে দ্বার ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিব। পরে যখন দ্বার ভাঙ্গিতে প্রবৃত্ত হইল তখন সে আপন পিতার বন্দুক লইয়া তাহার স্কন্ধে গুলি মারিল তাহাতে সে পলায়ন করিল। এক দণ্ডের পর আর এক জন আসিয়া ঐ প্রাচীন লোকের কথা জিজ্ঞাসা করিল। তাহাতে ঐ স্ত্রী বলিল যে তাহার বিষয় আমি কিছু জানি না। তাহাতে ঐ লোক তাহাকে দ্বার খুলিবার কারণ অনেক ধমকাইতে লাগিল। পরে সে দ্বার না খুলিলে ঐ লোক দ্বার ভাঙ্গিতে উদ্যত হইল। তাহাতে ঐ স্ত্রী বন্দুক লইয়া গুলি মারিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিল এবং তাহার খুন চড়িয়া পাগলের ন্যায় বন্দুক ছাড়িতে লাগিল এবং অনেক লোক আইলেও দ্বার খুলিল না কিন্তু তাহার পিতা আইলে দ্বার খুলিল।

সমাচার দর্পণ।

জাহাজ আমদানি।

ফিনিক্স নামে জাহাজ ১৬ মার্চ তারিখে ইংগ্লণ্ড দেশ ছাড়িয়া ১৮ জুন তারিখে কেবল তিরাশী দিনে বোম্বইতে পঁহুছিয়াছে।

গ্যাঞ্জেস নামে এক জাহাজ লণ্ডনহইতে ২৪ ফিব্রুআরিতে রাহী হইয়া ৮ জুলাই তারিখে কলিকাতা পঁহুছিয়াছে তাহার দ্বারা সমাচার জানা গেল যে ঐর্লণ্ডের নিকটে ফিব্রুআরি মাসের ঝড়ে এক শত জাহাজের অধিক মারা পড়িয়াছে এবং অন্য এক জাহাজ মান্দরাজহইতে ৩ জুলাই তারিখে রাহী হইয়া ৮ জুলাইতে পঁহুছিয়াছে। এবং মেণ্টর নামে এক জাহাজ ১৭ জুন পুলোপিনাঙ্গ ছাড়িয়া ৯ জুলাইতে পঁহুছিয়াছে। এবং আর এক জাহাজ ১১ মে বোম্বয়ের নিকটহইতে রাহী হইয়া ৭ জুলাইতে কলিকাতা পঁহুছিয়াছে।

বিবাহ।

ইংগ্লণ্ডে এক জন আশী বৎসর বয়স্ক অতিবৃদ্ধ সে এক ইশ বৎসর বয়স্কা এক স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছে সে পুরুষের পুত্র ও পৌত্র আটত্রিশ জন বিবাহসময়ে সঙ্গে গিয়াছিল তাহার ব্যবসায় করাতোগিরি তাহার প্রথম বিবাহিতা স্ত্রীতে ১৪ সন্তান জন্মিয়াছিল তাহারা সকলি বর্ত্তমান তাহার মধ্যে তাহার ছোট কন্যার বয়ঃক্রম চল্লিশ বৎসর। সে ব্যক্তি এমত বৃদ্ধ ও জরাতে নম্রশরীর তথাপি পোশাক পরিয়া লাল বনাতের টুপী মস্তকে দিয়া বিবাহ করিতে গির্জাঘরে গেলে তাহাকে দেখিয়া লোকেরা অতিশয় হাসিতে লাগিল।

শ্রাদ্ধ।

কলিকাতার শ্রীযুত মহারাজ গোপীমোহন দেবের মাতৃ শ্রাদ্ধ ২৮ আষাঢ় সোমবার হইয়াছে তাহাতে যেমত বিধিবোধিতকর্ম অকৃত্রিম সমস্ত সামগ্রী সমবধান সমারোহ পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়াছে এমত অন্যত্র সম্ভব প্রায় হয় না। পূর্ব্বে নানা দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরদের নিমন্ত্রণ পত্র লোকদ্বারা ও অতিদূর দেশে ডাকদ্বারা প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহাতে এত দূর দেশে নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইয়াছেন যে তাহারা অদ্যাপি আসিয়া পঁহুছিতে পারেন নাই। এবং দেশ দেশান্তরীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও ভাগ্যবন্ত লোক পঁহুছিলে মনোহর বাসা ও উত্তম খাদ্য সামগ্রী এমত দিয়াছেন যে তাঁহারা মাসাবধি থাকিলেও তাহার শেষ করিতে পারেন না। এবং তাবৎ সামাজিকেরদের দিব্য উপযুক্ত মত দিয়াছেন।

সভার সৌষ্ঠব অত্যাশ্চর্য্য পূর্ব্ব ভাগে উপরে নানা দেশীয় নিমন্ত্রিত সদ্ধাত্র অধ্যাপকগণ এবং উত্তর ভাগে নানা দেশীয় বিষয়ী ভাগ্যবন্ত ব্রাহ্মণগণ। পশ্চিম ভাগে উপরে সামাজিক তাবৎ ব্রাহ্মণ বর্গ নীচে পশ্চিম ভাগে তাবৎ ভাগ্যবন্ত বিশিষ্ট শূদ্রসমূহ। সভার মধ্য ভাগে সুবর্ণময় দান সাগরের সামিগ্রী। তাহার উত্তরে রাশীকৃত রূপ্যময় গাড়ু। ঈশান কোণে পিত্তলের এক রাশি গাড়ু। দান সাগরের দক্ষিণে রাশীকৃত রূপার ঘড়া ও অগ্নিকোণে পিত্তলের ঘড়া এক রাশি সভার পূর্ব্ব ভাগে রূপার খাট্টা ১৭ খান তাহার আসনাদি সমুদয় শাটীন বস্ত্রেতে সোনা রূপার বুটা ও ঝালর দেওয়া। তাহার পূর্ব্ব ভাগে সবৎসা ও সদুগ্ধা ষোড়শ ধেনু। এই রূপ সভা হইয়া ষোড়শ দানীয় দ্রব্য প্রত্যেকে উৎসর্গ করিয়া প্রত্যেক দানের দক্ষিণা এবং২ সুবর্ণ মুদ্রা সমেত সাক্ষাৎকারে অপূর্ব্ব বেদাধ্যায়ি পশ্চিম দেশস্থ ব্রাহ্মণ হস্তে দান করিয়াছেন। পরে উত্তম ষোল যোড়া শাল ও দুই বাস্তা উৎকৃষ্ট বনাৎ ও নগৎ দশ হাজার টাকা রূপার থালে করিয়া উৎসর্গ করিয়াছেন এবং বিলক্ষণ দান কারণ দ্বিজদম্পতী পশ্চিম দেশহইতে আনাইয়া দুই হাজার টাকার অলঙ্কার ও বস্ত্রেতে ভূষিত করিয়া অপূর্ব্ব শয্যাদি ও দক্ষিণা স্বর্ণ মোহর দিয়াছেন। পরে সুন্দর সুসজ্জ ঘোটক ও বৃহৎ হস্তী ও বজরা ও উৎকৃষ্ট ঘোটকদ্বয়যুক্ত গাড়ী ও উত্তম মহাপা প্রভৃতি উৎসর্গ করিয়া সাক্ষাৎ ব্রাহ্মণগণকে আরোহণ করাইয়াছেন।

এবং রবাহুত ব্রাহ্মণ ও কাঙ্গালিপ্রভৃতি অনুমান এক লক্ষ আসিয়াছিল তাহারদিগকে যথাযোগ্য দানদ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিয়াছেন। এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরদের বিদায়ের যে হার করিয়াছেন শুনা যাইতেছে সেও উত্তম বিবেচনাপূর্ব্বক হইয়াছে। আর২ বিষয় লিখিতে হইলে অতিবাহুল্য হয় তৎপ্রযুক্ত স্থূল২ বিবরণমাত্র সকলকে জানাইবার কারণ লিখা গেল।

নৌকায় ডাকাতি।

পশ্চিম দেশীয় এক জন মহাজন শহর মুরশেদাবাদহইতে নৌকা যোগে মোং কলিকাতায় আসিতেছিল তাহার সহিত নগৎ দশ হাজার টাকা আর জিনিস পত্র অনেক ছিল সম্প্রতি গত সপ্তাহে মোং শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তি মথুরাপুর গ্রামের নীচে গঙ্গার খালের মধ্যে নৌকা

লাগান করিয়া তীরে পাকাদি করিয়া আহার করিতেছিল। ইতোমধ্যে কতক ডাকাইতি ঐ নৌকাতে পড়িয়া সে সকল টাকা ও আর২ জিনিস পত্র লইয়া গিয়াছে ও মারিপীট অনেক করিয়াছে তাহাতে ঐ নৌকার এক জন লোক অনুদ্দেশ হইয়াছে পরে শান্তিপুরের থানাদার আসিয়া অনেক তদারক করিতেছে সে অনুদ্দিষ্ট ব্যক্তির অনুসন্ধান পায় নাই অনুমান হয় যে ঐ ডাকাতিরা তাহাকে খুন করিয়াছে অথবা আশঙ্কাতে জলে ডুবিয়া মরিয়াছে কিন্তু তাহার কিছু স্থির হয় নাই তদারক নানাপ্রকার হইতেছে। এই রূপ সমাচার পাওয়া গেল।

ইংগ্লণ্ড দেশের মহাসভা।

ইংগ্লণ্ডে এই রীরা পূর্ব্বাপর আছে যে এক বাদশাহের মরণের পর পূর্ব্বকালীন মহাসভা অন্যথা হইয়া পুনর্ব্বার নূতন বাদশাহের আমলে নূতন মহাসভা নিযুক্ত হয় এই প্রাচীন রীরানুসারে সংপ্রতি ইংগ্লণ্ডের বাদশাহের পর লোকান্তর ঐ মহাসভারা মৃত বাদশাহের কারণ শোকপত্র নূতন বাদশাহকে জ্ঞাত করাইয়া এবং নূতন বাদশাহের কারণ আনন্দ পত্র জ্ঞাত করাইয়া ও অন্য২ অত্যাবশ্যক কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া সকলে বিদায় হইয়া স্ব২ স্থানে গিয়াছেন। এখন নূতন মহাসভা নিযুক্ত হইবার কারণ ঐ দেশের মধ্যে রীরাবাহিক গোলমাল উপস্থিত হইয়াছে।

ইংগ্লণ্ডের বাদশাহের ভ্রাতা।

এখন যিনি বাদশাহ হইয়াছেন ইনি যখন আপন পিতৃসম্বন্ধে যুবরাজ ছিলেন তখন ইহার এক কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত সংপ্রীতি ছিল না তাহাতে পরস্পর আলাপও হইত না পরে ইহার সিংহাসনারোহণ কালে অনেক আত্মীয় ও ভ্রাতা ও স্বজন ইহার সাক্ষাৎ করিতে আইলেন তখন ইহার সে ভ্রাতাও আইলেন কিন্তু আর২ লোক যেমন আপন মর্য্যাদা পূর্ব্বক নূতন বাদশাহের সহিত আলাপাদি করিলেন তিনি তাহা না করিয়া অন্য২ প্রজার মত ব্যবহার করিলেন। দুই তিন দিন পরে এই বাদশাহ আপনার সেই ভ্রাতাকে ডাকিয়া মিষ্ট ভাষাতে কহিলেন যে হে ভ্রাতা আমরা যে অবশিষ্ট পাঁচ ভ্রাতা এখন আমি তোমাবদের পরস্পর অপ্রীতি উপযুক্ত নহে। তদবধি দুই ভ্রাতার পরস্পর সৌহৃদ্য হইয়াছে।

অন্যমনস্ক।

দুই জন সাহেব মেজে বসিয়া খানা খাইতেছিল তাহার মধ্যে এক সাহেবের ভগিনীও সেখানে ছিল। আহার করিতে২ ঐ স্ত্রী লোক মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পড়িল ইহাতে এক সাহেব ঐ স্ত্রীর ভ্রাতাকে কহিল যে তোমার ভগিনীর বুঝি গর্ভ হইয়া থাকিবেক। তাহাতে ঐ স্ত্রীর ভ্রাতা কহিল যে না আমার ভগিনী বিবিবা। ঐ সাহেব কহিল যে কি ইনি বিবিবা আমি বুঝিয়াছিলাম যে ইনি অবিবাহিতা।

বাজার ভাও।

জিনিষ	ওজন	অবধি	পর্য্যন্ত
সুপারি	১০	৩৷৵	৩৮
ভেরেণ্ডা তৈল	১	২৩	৫০
গাছ মরিচ	১	৩	৪৷০
নারিকেল তৈল	১	১৫৷০	১৬
তুলা কাছোড়া	১	০	
আদা রঙ্গপুর	১	২৷০	২৮
পাটনাই আদা	১	২	২৷০
চালু পাটনাই	১	২৮	৩
পাছড়ি উত্তম	১	২৷৵	২৸
পাছড়ি মধ্যম	১	২৷৴	২৷
মুগী উত্তম	১	০	০
মুগী মধ্যম	১	০	০
বালাম	১	১৮/	১৮৵
দুধা গোম	১	২৵	২৶
পাটনাই বুট	১	১৷৶	১৮/
অড়হর ডালি	১	২৷৵	২৷
উত্তমগায়া ঘৃত	১	২০	২১
মধ্যম ঘৃত	১	১৬	১৭
ভৈঁসা ঘৃত	১	১৭	১৭৷
মধ্যম ভৈঁসা	১	০	০
নীল উত্তম	১	০	০
মিছরি উত্তম	১	১৭	০
মধ্যম	১	১৩	১৪
সোরা উত্তম	১	৫৮	৬
মধ্যম	১	৫৷	৫৮
চিনী কাশীর	১	৯৮	০
মধ্যম	১	৮	৮৷
খার চিনী	১	৩৮	৪০
তেতুল	১	৷৵	৷৶
তামাক	১	৪	৫
চন্দন	১	১৪	১৫৷

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে২ এক টাকা যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকটে কাগজ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাহার নিকটে পাঠান যাইবেক।

সমাচার দর্পণ

[illegible] সংখ্যা। শনিবার। ২২ জুলাই সন ১৮২০। ৮ শ্রাবণ সন ১২২৭

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যাদির কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তমিহ জানন্ত সমাচারস্য দর্পণে॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা এক টাকা চারি আনা প্রিমিয়ম। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা এক টাকা আট আনা প্রিমিয়ম।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

২২	জুলাই	শনিবার	৮ শ্রাবণ
২৩	ঐ	রবিবার	৯ ঐ
২৪	ঐ	সোমবার	১০ ঐ
২৫	ঐ	মঙ্গলবার	১১ ঐ
২৬	ঐ	বুধবার	১২ ঐ
২৭	ঐ	বৃহস্পতিবার	১৩ ঐ
২৮	ঐ	শুক্রবার	১৪ ঐ

ইস্তাহার।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুত হেনরি ওলিয়ম হবহোস সাহেব ইংগ্লণ্ড হইতে বাঙ্গালাতে পঁহুছিয়াছেন ও শ্রীযুত পামর কোম্পানির কর্ম্মে অংশী শরীক হইয়াছেন।

ইস্তাহার।

আন্দুলের রাজা কাশীনাথের বাবা [illegible] কিশোরী নারায়ণ পুত্র শ্রীযুত রাজা রাজনারায়ণরায় তিনি শিবচন্দ্র রায়ের বাবা শিকারী তারাচাঁদ রায়ের নামে নালিশ করাতে সন ১৮১৯ সালের ১০ ডিসেম্বরে সুপ্রীমকোর্টের আদালতে যে ডিকরি হইয়াছে সেই টাকা আদায় কারণ নীচের তফসীল মত গ্রাম ও বাগান ও জমী ও বাটী প্রভৃতি সন ১৮২০ সালের ৫ আগষ্ট তারিখে শনিবার সুপ্রীমকোর্টে বিক্রয় হইবেক এবং এই বিক্রয়ের নির্ণয় মাস্তর আপিসে তত্ত্ব করিলে জানা যাইবেক।

তপসীল।

১ নম্বর জেলা বর্দ্ধমান পরগনে বিড় শিবচন্দ্র রায়ের হিস্যা চারি আনা হাট কালিগঞ্জ ও জগদীশপুর ও যদুবেড় ও সিজবাড়া ও আলিপুখরিয়া ও কুশবেড়া ও বালি তোবলা ও গঙ্গারামপুর ও শিবপুর ও দুল্লা ও সিমলা ও নতিবপুর।

পরগনে বোরো জিলা ঐ কোলকা ও বেগড়া বিপুলপাড়া ও বেনাক্তা পরগনে আসাম্ দক্ষিণনারায়ণপুর ও পিপুলী ও বাঁশাই ও বারবকপুর।

২ নম্বর কিসমত হুগলীর শামিল চারি আনা হিস্যা যে গ্রাম সামীল বর্দ্ধমান এক কেত্তা পাকা বাটী এক কেত্তা জমী হুগলী।

৩ নম্বর ৷৵ হিস্যা পাইঘাটী ও বালাগ্রা ও কুলিয়া জেলা যশহর।

৪ নম্বর ৷৵ হিস্যা মহোত্তরান গ্রাম জোকহাট ও আতাকা ও পরশোন ও রাজাপুর জেলা বর্দ্ধমান জেলা চাকশন্দ গাঁনা ছুটা মহোত্তরান ৫০০ বিঘা ।০ আনা হিস্যা।

৫ নম্বর বসতবাটী সমেত জমী চারি আনি হিস্যা পাথুরে ঘাটা এক তালাপাকা বাটী ও এক বাগান মোকাম ভবানীপুর চারি আনি হিস্যা। আর একতালা পাকা বাটী ও বাগান মোকাম শিবপুর ।০ হিস্যা। সমেত জমী বসত বাটী ও এক খান বাগান ও পুষ্করিণী এই জুম্লাদি কমবেশ ২৫ বিঘা মোকাম আন্দুল পরগনে মৌজে ম্যারা জেলা বর্দ্ধমান। ইতি তাং ৫ জুলাই।

সমাচার দর্পণ।

রথযাত্রা।

৬ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার শেষ রথযাত্রা হইয়াছে মোং মাহেশের জগন্নাথের শেষ রথযাত্রাতে প্রথম রথযাত্রাহইতে অধিক লোকযাত্রা হইয়াছিল সকলে অনুমান করিলেন যে চারি পাঁচ বৎসর এমত লোক আইসে নাই। তাহাতেও পুরুষহইতে স্ত্রী লোক অধিক বোধ হইল। কিন্তু এক স্থানে এমত জনতাতেও কাহারো কোন ব্যাঘাত হয় নাই এবং অন্যাং বৎসর অনেকের বালকাদি হারায় ও দ্রব্যাদি অপচয় ও ধনাদি হরণ হয় কিন্তু এই বার কাহারো কোন আত্যন্তিক ক্ষতি হয় নাই।

সমাচার দর্পণ।

জাহাজ মারা।

৬ জুন তারিখে জগন্নাথ ক্ষেত্রের উত্তরে বার ক্রোশ অন্তরে ইংগ্লণ্ডের বাদশাহের যুদ্ধের জাহাজ এক চড়ায় লাগিয়া মারা পড়িয়াছে। তাহাতে এক শত বিশ লোক ছিল তাহার মধ্যে এক শত লোক রক্ষা পাইয়াছে বিশ জন মারা পড়িয়াছে ইহার মধ্যে এক জন জাহাজের গোরা ও এক জন ইংরেজ ইংগ্লণ্ডে যাইতেছিল। জাহাজের জিনিস পত্র কিছু রক্ষা পায় নাই কেবল কতক গুলা কম্বল ভাসিয়া তীরের নিকটে লাগিয়াছিল তাহা তুলিয়া সে লোকেরা আচ্ছাদন করিয়া চারি পাঁচ দিন তীরে ছিল। ইহা শুনিয়া কলিকাতার শুপ্রিম বড় সাহেব ও অন্যং অধ্যক্ষ সাহেবেরা এক বড় জাহাজ ও অন্যং ক্ষুদ্র জাহাজ ও বস্ত্র ও অন্যং আবশ্যক বস্তু তাহারদের কারণ পাঠাইয়াছেন।

বহুকাল রাজ্যশাসন।

ইংগ্লণ্ডে সকল বাদশাহের মধ্যে এই তিন বাদশাহ বহুকাল রাজ্যশাসন করিয়াছেন। তাহারদের প্রত্যেকের নাম তৃতীয় বাদশাহ ছিল তাহার মধ্যে তৃতীয় হেনরি ৫৬ বৎসর এবং তৃতীয় এডুর্দ ৫০ বৎসর ও তৃতীয় জর্জ গত বাদশাহ ৬০ বৎসর বাদশাহী করিয়াছেন।

পতঙ্গ।

২৩ জুন তারিখে দানাপুরে পতঙ্গসমূহ অর্থাৎ পঙ্গপাল আকাশ আচ্ছাদিত করিয়া আসিয়াছিল কিন্তু সেখানে না বসিয়া উত্তর পশ্চিম দিকে উড়িয়া গেল। এই পঙ্গপাল আইলে শস্যাদিনাশ করে এবং শাস্ত্রেও তাহা অমঙ্গলসূচকস্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এবং সেখানকার বন্যার সমাচার পাওয়া গেল যে বন্যার জল অতিশয় বৃদ্ধি পাইতেছে এবং কলিকাতাহইতে অনেক নৌকা যাতায়াত করিতেছে। পূর্ব্বে যে রাস্তা দিয়া লোক ও গাড়ী গমনাগমন করিত এখন সেখানে নৌকার নঙ্গর করিতেছে দানাপুরে ওলাওঠা রোগ কম হইয়াছে পাটনা ও বাঁকীপুরে কিছুমাত্র নাই।

দীর্ঘজীবী।

আমেরিকা দেশে এক স্ত্রী এক শত বিশ বৎসরবয়স্কা হইয়া মরিয়াছে।

আশ্চর্য্য জন্ম ও মৃত্যু।

লণ্ডন শহরের নিকটে এক গ্রামে এক সাহেব বিরাশী বৎসরবয়স্ক হইয়া মরিয়াছেন সেই বৎসরে সেই দিনে সেই দণ্ডে গত বাদশাহ মরিয়াছেন সে সাহেব যে ৪ জুন তারিখে জন্মিয়াছিল বাদশাহও ঐ ৪ জুন তারিখে জন্মিয়াছিলেন এবং যে দিনে সেই সাহেবের বিবাহ হইয়াছিল সেই দিন বাদশাহেরও বিবাহ হইয়াছিল অতএব এই বিষয়ে আশ্চর্য্য বোধ হয়।

নৌকাডুবি।

মোং কোন্নগর গ্রামের এক জন কায়স্থ আপন ভগিনীকে তাহার শ্বশুরবাটী রাখিতে নৌকাযোগে যাইতেছিল পথিমধ্যে মোং মুনসির টেঁকে চড়াতে নৌকা লাগিয়া প্রবল বায়ুতে ঐ নৌকা ডুবিয়া গেল ডুবিবার প্রাক্কালে ঐ ব্যক্তি নৌকার পশ্চাদ্দিগে যেখানে লোক বসে তাহার নীচে কালপেরিতের মত তক্তার মধ্যে গিয়া প্রবিষ্ট হইল ও শক্ত করিয়া নৌকার ওঁড়া ধরিল তাহাতে নৌকা ওল্টাইলে সে আর বাহির হইবার কোন উপায় না পাইয়া মরিল। সে নৌকা অত্যল্প জলে ডুবিয়াছিল এবং তাহাতে স্ত্রী লোক প্রভৃতি আর যত লোক ছিল সে সকলেই বাঁচিল কিন্তু তাহার এমত কাল প্রাপ্ত হইল যে বাঁচিবার চেষ্টা করিয়াও সে বাঁচিতে পারিল না বরঞ্চ সে চেষ্টাতে তাহার আরো মন্দ হইল।

জুয়াচোরী।

৫ ফিব্রুআরি তারিখে লণ্ডন শহরে এক জন অন্য এক সাহেবের বাটীতে গিয়া তাহার স্ত্রীকে সমাচার দিল যে তোমার স্বামীর এক স্কন্ধ ভাঙ্গিয়াছে ও এক পাঁজরের তিনখান হাড় বাহির হইয়াছে তাহাতে ডাক্তর সাহেব আসিয়া তাহার অনেক উপকার করিয়াছে তৎপ্রযুক্ত তোমার স্বামী ঐ ডাক্তরকে পারিতোষিক ষোল টাকা দিবেন। ইহা কহিয়া এক চিঠীও দিল ও কহিল যে আমাকে ষোল টাকা শীঘ্র দেও আমার অতিত্বরায় যাইতে হইবেক। ইহা শুনিয়া সে স্ত্রী অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া চিঠী পড়িবার অবকাশ না পাইয়া তদ্দণ্ডে ঐ টাকা তাহাকে দিবামাত্র ঐ জুয়াচোর পলায়ন করিল। ঐ স্ত্রী আপন স্বামির নিকটে গিয়া দেখিল যে সে সকলি মিথ্যা তাহার স্বামির কোন ব্যামোহ হয় নাই কেবল ঐ দুষ্ট লোক ছল করিয়া টাকা লইল। সে ব্যক্তি এই রূপ করিয়া অনেক লোকের টাকা লইয়াছে।

সমাচার দর্পণ।

রুষিয়া।

রুষদেশহইতে জানুআরি মাসের সমাচার আসিয়াছে তাহাতে জানা গেল যে সেখানে কেন্দুয়া বাঘের দৌরাত্ম্য অতিশয় হইয়াছে চারি পাঁচ শত কেন্দুয়া বাঘ একত্র মিলিয়া ঘরং ভ্রমণ করিতেছে এবং অনেক মনুষ্যকে ধরিয়া খাইতেছে। এক দিবসে এক দোকানের খাদ্য সামগ্রীর উপরে আক্রমণ করিয়াছিল তাহাতে কেবল একটা ধরা গিয়াছে।

দেন্মার্ক।

দিনামারেরা আপনারদের দেশে এই মত এক আশ্চর্য্য হায়ুই সৃষ্টি করিয়াছে যে তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিয়া ছাড়িয়া দিলে যে পর্য্যন্ত উঠিবার বিষয় সে পর্য্যন্ত উঠে ও সেখানে ফাটিয়া পড়ে তাহাতে তাহার আলো ৩৫ ক্রোশপর্য্যন্ত যায়।

পর্ব্বতের চলন।

ইলণ্ডদেশে পর্ব্বত যে চলে এ বিষয় পূর্ব্বে ছাপান গিয়াছে সংপ্রতি সমাচার পাওয়া গেল যে ৩০ জানুআরি তারিখে রাত্রিতে সে পর্ব্বত এক কালে সাড়ে চারি হাত চলিয়াছে তাহাতে সে দেশের এক নগর হইতে ফ্রান্সদেশের রাজধানী নগরে যাইতে যে পথ ছিল তাহা বন্ধ হইয়াছে।

কলিকাতা।

গত সপ্তাহের বুধবার রাত্রে মোং কলিকাতাতে গ্রীন কোম্পানির বাটীতে এক জন দরওয়ান খাটেতে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছিল অকস্মাৎ এক জন আসিয়া তাহার বাহুমূলে ছোরা মারিল সে ছোরা এক বুরুল চৌড়া হইয়া দুই বুরুল পর্য্যন্ত বিদ্ধ হইল তাহাতে সে মরিল না। কোন ব্যক্তি এই কর্ম্ম করিয়াছে তাহা স্থির জানা যায় নাই অনুমান হয় যে জাহাজী লোকেরা সেই পথে গমনাগমন করিয়া থাকে তাহারদের মধ্যে কাহাকে সে রাত্রিকালে গমনাগমন করিতে বারণ করিয়া থাকিবেক সেই লোক ক্রোধ করিয়া এ কর্ম্ম করিয়াছে।

সেই দিনের পূর্ব্ব রাত্রিতে জাহাজে অগ্নি দিবার কারণ কোন লোক উদ্যোগ করিয়াছিল তাহাতে চৌকীর সিপাহী মালিমকে কহিল যে জাহাজে অগ্নির গন্ধ পাওয়া যাইতেছে। তাহাতে মালিম জাহাজের মধ্যে গিয়া দেখিল যে কতক কোঠাতে অগ্নিযোগ করিয়া দিয়াছে। পরে তাহারা সোর করিলে অন্য দুই জাহাজহইতে লোকেরা আসিয়া অগ্নি নির্ব্বাণ করিল। পর দিন বিচার করিবার কারণ পুলিসে সমাচার দিল। তাহাতে বিমার দপ্তরে এই লোককে ধরিবার কারণ অনেক বখশীশ দিতে কবুল করিয়াছে।

বাণিজ্য।

তুলার মহাজনেরা তুলার দাম অধিক চাহে এবং গত সপ্তাহে ২১ টাকা মোন দামে তুলা অল্প বিক্রয় হইয়াছে কাজোড়া তুলা বাজারে কম আছে মোং মীরজাপুরহইতে সমাচার আসিয়াছে যে সে মোকামে তুলার দর কিঞ্চিৎ অধিক হইয়াছে ও ভগবানপুরের গোলায় গত দুই সপ্তাহের মধ্যে পূর্ব্বকার দরহইতে ফি মোন দুই টাকা অধিক হইয়াছে।

সাহসিকা স্ত্রী।

যাবা উপদ্বীপে এক স্ত্রী আপনার সন্তানকে সঙ্গে করিয়া আপন স্বামির অপেক্ষাতে এক নদী তীরে বসিয়াছিল তাহার ছোট বালক ইতস্ততঃ খেলা করিয়া বেড়াইতেছিল ও সকল পক্ষিরদিগকে তাড়াইয়া বনের নিকটপর্য্যন্ত গিয়াছিল। তৎকালে এক ব্যাঘ্র আসিয়া ঐ বালককে ধরিল। তাহাতে সে চেঁচাইতে লাগিল। পরে তাহার মাতা অকস্মাৎ বালকের ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া শীঘ্র বনের মধ্যে গিয়া দেখিল যে ব্যাঘ্র তাহার উপর পা দিয়া রহিয়াছে। তাহাতে সে আপন পুত্রের ঐ রূপ দশা দেখিয়া অজ্ঞান হইয়া ব্যাঘ্রের নিকটে গেল ও ব্যাঘ্রকে পাঁজা করিয়া ধরিল ও কহিতে লাগিল যে আমার বালক ছাড়িয়া দে। তাহাতে ব্যাঘ্র ভীত হইয়া পলায়ন করিল কিন্তু বালক মরিয়া গেল।

কুম্ভীর।

সমাচার পাওয়া গেল যে বন্যা বৃদ্ধি হওয়াতে মোং শিবপুরের মোহনা অবধি ইচ্ছামতী নদীপর্য্যন্ত চুর্নির খালের মধ্যে কুম্ভীরের ভয় অতিশয় উপস্থিত হইয়াছে এমত দিন নাই যে তাহাতে তৎপ্রদেশীয় নানা গ্রামের পাঁচ সাত লোক কুম্ভীরে না ধরিতেছে।

সমান মৃত্যু।

ইংগ্লণ্ডের পূর্ব্ব বাদশাহ দ্বিতীয় জর্জ শনিবারে পরলোকপ্রাপ্ত হইলেন ও রবিবারে মহাসভা বসিল এবং গত বাদশাহ তৃতীয় জর্জ ঐ প্রকার শনিবারে লোকান্তরগত হইলেন ও রবিবারে মহাসভা বসিল।

রবিবারে ঈশ্বরারাধনা ব্যতিরেকে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অন্য সকল কর্ম্ম অত্যন্ত নিষিদ্ধ তথাপি আত্যা মহাসভা রবিবারে

সমাচার দর্পণ

১১৪ সংখ্যা। শনিবার। ২৯ জুলাই সন ১৮২০। ১৫ শ্রাবণ সন ১২২৭

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্ত সমাচারস্য দর্পণে ॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা এক টাকা চারি আনা প্রিমিয়ম। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা এক টাকা আট আনা প্রিমিয়ম।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

২৯	জুলাই	শনিবার	১৫ শ্রাবণ
৩০	ঐ	রবিবার	১৬ ঐ
৩১	ঐ	সোমবার	১৭ ঐ
১	আগস্ট	মঙ্গলবার	১৮ ঐ
২	ঐ	বুধবার	১৯ ঐ
৩	ঐ	বৃহস্পতিবার	২০ ঐ
৪	ঐ	শুক্রবার	২১ ঐ

ইস্তাহার।

আন্দুলের রাজা কাশীনাথের স্বত্বাধিকারী নাবালক পুত্র শ্রীযুত রাজা রাজনারায়ণরায় তিনি শিবচন্দ্র রায়ের স্বত্বাধিকারী তারাচাঁদ রায়ের নামে নালিষ করাতে সন ১৮১৯ সালের ১০ দিসেম্বরে সুপ্রীমকোর্টের আদালতে যে ডিক্রি হইয়াছে সেই টাকা আদায় কারণ নীচের তফসীল মত গ্রাম ও বাগান ও জমী ও বাটী প্রভৃতি সন ১৮২০ সালের ৫ আগস্ত তারিখে শনিবার সুপ্রীমকোর্টে বিক্রয় হইবেক এবং এই বিক্রয়ের নির্ণয় মাস্তর আপিসে তত্ত্ব করিলে জানা যাইবেক।

তপসীল।

১ নম্বর জেলা বর্দ্ধমান পরগণে বিড় শিবচন্দ্ররায়ের হিস্যা চারি আনা হাট কালিগঞ্জ ও জগদীশপুর ও যদুবেড় ও সিজবাড়া ও আলিপুখরিয়া ও কুশবেড়া ও বালি তোবলা ও গঙ্গারামপুর ও শিবপুর ও দুল্লা ও সিমলা ও মতিবপুর।

পরগণে বোরো জিলা ঐ কোলড়া ও বেগড়ী বিপুলপাড়া ও বেনাড়া পরগণে আমাম্ দক্ষিণনারায়ণপুর ও পিপুলী ও বাঁশাই ও বারবকপুর।

২ নম্বর কিসমত হুগলীর সাবীরন চারি আনা হিস্যা যে গ্রাম সামীল বর্দ্ধমান এক কেতা পাকা বাটী এক কেতা জমী হুগলী।

৩ নম্বর ৵ হিস্যা পাইঘাটী ও বালাগ্রা ও কুলিয়া জেলা যশহর।

৪ নম্বর ৵ হিস্যা মহোত্তরান গ্রাম জোড়হাট ও আড়গড়া ও পরশোন ও রাজগঞ্জ জেলা বর্দ্ধমান জেলা চব্বিশপরগণা চুট। মহোত্তরান ৫০০ বিঘা ।০ আনা হিস্যা।

৫ নম্বর বসতবাটী সমেত জমী চারি আনি হিস্যা পাথুরে ঘাটা এক তালাপাকা বাটী ও এক বাগান মোকাম ভবানীপুর চারি আনি হিস্যা। আর একতালা পাকা বাটী ও বাগান মোকাম শিবপুর ।০ হিস্যা। সমেত জমী বসত বাটী ও কএক খান বাগান ও পুষ্করিণী এই জুম্মাদি কমবেশ ১৫ বিঘা মোকাম আন্দুল পরগণে মোজে ফোরা জেলা বর্দ্ধমান। ইতি তাং ৫ জুলাই।

সমাচার দর্পণ।

লবণ বিক্রয়।

১৩। ১৪ জুলাই তারিখে কলিকাতার একচেঞ্জ ঘরে কোম্পানীর বার লক্ষ মোন লবণ বিক্রয় হইয়াছে তাহাতে গড়ে এক শত মোন তিন শত সাঁইত্রিশ টাকায় বিক্রয় হইয়াছে। জুমুলা চল্লিশ লক্ষ একান্ন হাজার নয় শত আটত্রিশ টাকাতে বিক্রয় হইয়াছে।

কালেজ।

শ্রীশ্রীযুত গবরনর জেনেরাল বাহাদুর নিশ্চয় করিয়াছেন যে আগামি সপ্তাহে সোমবারে কালেজের সাহেব লোকেরদের ইম্তাহান হইবেক সে সময়ে বীরানুসারে তাবৎ সাহেব লোক ও আগাবান লোক ও কালেজের পণ্ডিত লোক সকলে দশ ঘণ্টার সময়ে শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেবের ঘরে একত্র হইবেন।

পাটনা।

মোং পাটনাহইতে ১৮ জুলাই তারিখের যে পত্র আসিয়াছে তাহাতে জানা গেল যে সেখানে যেমত সুবৃষ্টি হইয়াছে ইহাতে বুঝা যায় যে অন্যং বৎসর অপেক্ষায় এই বৎসরে অতিশয় শস্যাদি

অনুমেক সেখানে তিন দিবস এমত বৃষ্টি হইয়াছে যে তাহাতে বৃষ্টি ধারার বিরতি ছিল না সে তিন দিন ঘরহইতে বাহিরে যাওয়া ভার হইয়াছিল।

এবং চতুর্দ্দিক্‌হইতে সমাচার আসিতেছে যে এইবার সর্ব্বত্র কৃষিকর্ম্ম সুন্দর মত হইতেছে এবং যেখানে আওস ধান্যের কৃষি আছে সেখানে প্রায় অত্যুত্তম রূপ ধান্য জন্মিয়াছে।

বহুকালীন মোকদ্দমা।

ইংগ্লণ্ডে দুই প্রাচীন লোক ভূমি লইয়া বিরোধ করিতেছিল তাহারদের মোকদ্দমা চতুর্থ এদ্বর্দ বাদশাহের আমলের শেষে আরম্ভ হইয়া প্রথম জেম্‌স বাদশাহের আমলে এক শত বিশ বৎসরের পরে নিষ্পত্তি হইল।

মান্দরাজ।

মোং মান্দরাজহইতে সমাচার আসিয়াছে তাহার দ্বারা জানা গেল যে মোং হয়দরাবাদ শহরে এক দাঙ্গা হইয়া অনেক লোক মারা পড়িয়াছে কিন্তু তাহার বিশেষ জানা যায় নাই

ফ্রান্স।

পূর্ব্বে ছাপান গিয়াছে যে ফ্রান্স দেশের বাদশাহের ভ্রাতৃপুত্রকে কোন লোক বধ করিয়াছে। এখন তাহার সমাচার পাওয়া গেল যে সে লোক ধরা পড়িয়াছে তাহার তাবৎ শরীর জিঞ্জিরেতে বদ্ধ আছে হাঁটুর নীচে ও উরুদেশে ও মধ্যদেশে ও হস্তে ও বাহুমূলে ও গলদেশে প্রত্যেক স্থানে লৌহ জিঞ্জিরেতে এমত বদ্ধ আছে যে সে মস্তক হেট করিতে পারে না এবং লৌহ তাহার দ্বারা দেওয়ালে বদ্ধ এবং তাহাকে দুই তিন মিনিট অন্তরে এক২ বার শয়ন করিতে দেয় দুই তিন মিনিট অন্তরে পুনর্ব্বার উঠায় যেহেতুক সে শীঘ্র না মরে এবং শরীরের সির কাটিয়া রক্ত নির্গত করাইতেছে এই২ রূপ যন্ত্রণা দিতেছে।

জন শ্রুতি।

ইংগ্লণ্ড দেশে এমন এক প্রসিদ্ধ জনশ্রুতি আছে যে যখন বাটীর ময়ূর পক্ষী মরে তখন রাজার মুকুটধারির মস্তক পড়ে। এই কথার প্রত্যক্ষ হইয়াছে যে বাদশাহের বড় পুত্রের বাটীতে অনেক ময়ূর ছিল তাহারা অতি শীতপ্রযুক্ত মরিল তাহার পরে বাদশাহ মরিলেন।

অতিশীত।

ফ্রান্স দেশে মারসেলস নগরে গত শীত কালে অতিশয় শীত পড়িয়াছিল তাহাতে বনের বড় ২ বৃক্ষ শীতেতে ফাটিয়া গিয়াছে ও অনেক বৃক্ষ মরিয়াছে এবং ব্যাপারি লোকেরা ও চাষা লোক অনেক মরিয়াছে এবং আফ্রিকা দেশের এক কালা লোকের পা অবশ হইয়াছে।

জর্ম্মনি দেশ।

জর্ম্মনি দেশে এক নগরে এক জন জন্মাবধি মূক ও বধির ছিল সে এক দিন কুটুম্বের বাটীতে ভোজনে গিয়াছিল সেখানে অধিক মদিরাপান করিয়া বাটী আইসন কালে অতিশয় পীড়িত হইল। পরে এক কবিরাজ আসিয়া তাহাকে ঔষধি দিল কিন্তু তাহাতে তাহার পীড়োপশম হইল না। অল্পক্ষণ পরে সে মরিল এমত বোধ হইল তাহার জীবিতের চিহ্ন কিছু থাকিল না। তাহার পর দিবসে বৈকালে তাহার কবরের সকল আয়োজন প্রস্তুত হইল এবং গির্জা ঘরে লইয়া মরণ কালীন প্রার্থনাদি করিয়া গোরস্থানে লইয়া যাওনমাত্রে সিন্দুকের মধ্যে নড়চড় শব্দ ও নিশ্বাস শব্দ শুনা গেল। পরে শোকার্ত্ত লোকেরা ভীত হইয়া সিন্দুক নামাইয়া খুলিয়া দেখিল যে সে লোক উঠিয়া বসিয়াছে। তৎক্ষণে কবিরাজকে ডাকাইয়া দেখান গেল কিন্তু সে বাঁচিল না। ইহাতে অনুমান হয় যে তাহাকে সিন্দুকে বদ্ধ না করিলে সে বাঁচিত যেহেতুক সিন্দুকে বদ্ধ হওয়াতে তাহার মধ্যে বায়ু প্রবেশ হইল না তাহাতে সুতরাং সে নিশ্বাস বন্দ হওয়াতে মরিয়াছে।

ক্রমে বাদশাহী।

ইংগ্লণ্ড দেশে এক নামে খ্যাত ক্রমে চারি বাদশাহ পূর্ব্বে কখনও হন নাই কিন্তু এখন যিনি বাদশাহ হইয়াছেন ইনি ও ইহার পূর্ব্ব তিন বাদশাহ জর্জ নামে খ্যাত। অর্থাৎ প্রথম জর্জ ও দ্বিতীয় জর্জ ও তৃতীয় জর্জ এই তিন গত বর্ত্তমান চতুর্থ জর্জ এখন বাদশাহ হইয়াছেন।

নাবিকের সাহস।

১৩ মে তারিখে মান্দরাজের নিকটবর্ত্তি সমুদ্রে অতিশয় ঘোরতর তুফান হইয়াছিল তাহাতে অনেক জাহাজ মারা পড়িয়াছিল। সে সময়ে সেখানে হেলেন নামে এক ক্ষুদ্র জাহাজ ঐ তুফানের মধ্যে পড়িয়াছিল কিন্তু তৎকালে এক জন গোরা মালিমাত্র জাহাজে ছিল অন্যান্য গোরা কাপ্তানপ্রভৃতি সকল লোক ডাঙ্গায় গিয়াছিল। তুফানের জোরে সে

জাহাজের তাবৎ মাস্তুল ভাঙ্গিয়া গেল এবং সমুদ্রের ঢেউ জাহাজের ওপর্র দিয়া গেল তাহাতে ওপরিস্থ তাবৎ দ্রব্য সকল ভাসিয়া গেল এবং এমত দুর্ভাগ্য ওপস্থিত হইল যে একটা কাষ্ঠ গোরা মালিমের ওপরে পড়িল তাহাতে সে মরিল। পরে আবদুল্লাপির ভাই নামে এক জন দাঁড়ী ছিল তাহাকে জাহাজের সকলে জাহাজের খবরদারি করিতে ভার দিলে সে তখনি ছোটং নূতন মাস্তুল তুলনের কালে জাহাজে ওঠাইয়া ক্রমেং জাহাজ কিনারায় আনিয়া দিল। যখন ঐ সাহসী লোক কলিকাতা পঁহুছিল তখন জাহাজের অধ্যক্ষ তাহার প্রতি অত্যন্ত তুষ্ট হইলেন এবং কলিকাতার মারিন রেজষ্টরি দপ্তরের সাহেবেরা এই কর্ম্মের বিষয়ে মোহর প্রস্তুত করিলেন সে মোহরে আবদুল্লাপির ভাইর নাম সুবর্ণ খচিত এবং ১৮২০ সালের ২৬মে তারিখে হেলেন নামে জাহাজ রক্ষা করিয়াছে এই বয়ান লিখিয়া বখশিশ সুবর্ণ মোহর তাহাকে দেওয়া গিয়াছে এবং সে জাহাজে আরং যে খালাসী ছিল তাহারদিগকেও বখশিশ রূপার মোহর দিয়াছে।

বন্যা।

সমাচার পাওয়া গেল যে গঙ্গার জল প্রতিদিন অতিশয় বৃদ্ধি পাইতেছে যে মাসের প্রথম ইস্তক সপ্তাহপর্য্যন্ত দিনং সাড়ে বার বুরুল করিয়া বাড়িয়াছে ইহাতে লোকেরা অতিশয় ভীত হইতেছে এবং ১ জুলাই ইস্তক ১৫ তারিখ পর্য্যন্ত সাত হাত জল নিশ্চয় বাড়িয়াছে যদি এই রূপ বরোবর জল বৃদ্ধি হয় তবে নদী তীরস্থ ভূমীর নীল ও ধান্য যে নাবি আছে সে সকল অল্প দিনের মধ্যে ডুবিয়া যাইবেক। সে সকল ভূমির শস্য ও নীল অন্যং বৎসরে জুলাইর শেষ ও আগস্তের প্রথমে কাটা গিয়া থাকে গত বৎসরে ২৬ আগষ্ট তারিখে যে পর্য্যন্ত জল ওঠিয়াছিল এই বৎসর ১৫ জুলাই সে পর্য্যন্ত ওঠিয়াছে। এই বৎসর নীল সর্ব্বত্র নাবি বৈশাখ জৈষ্ঠ মাসে যে নীল বুনা গিয়াছে সে সকল অদ্যাপি ভাল ওঠে নাই। নীলকৃষকেরা অতিশয় তাড়াতাড়ি করিয়া নীল কাটিতেছে কিন্তু অদ্যাপি নীল পক্ক হয় নাই তথাপি যেমত জল বাড়িতেছে তদনুসারে নীল কাটিতেছে। নদীর তীরে যে নীল ছিল সে প্রায় ডুবিয়া গেল।

বেহার।

কতক দিন হইল এক জন বাঙ্গালি লোক বেহারের এক ভারি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তিনি অনেক চুরি করিয়াছিলেন এমত অনেক সন্দেহ তাহার প্রতি জন্মিয়াছিল তাহাতে তাহার প্রতি ওপযুক্ত জামিন দাখিল করিবার হুকুম হইল। তাহাতে সে ব্যক্তি এক মাতবর জামিন দিল। কিছু কাল পরে তাহার অনেকং দায় শুনিয়া জামিনদার কহিল যে হে ভাই আমি তোমার জামিনীহইতে খালাস হইতে বাসনা করি। ইহা শুনিয়া সেই লোক যত টাকার মোকদ্দমার জামিন দিয়াছিল সেই টাকা বেবাক ও খরচ দরবে পঁচিশ হাজার টাকা জামিনদারের নিকটে পাঠাইয়া সেই রাত্রিতে পলায়ন করিল। ইহাতে বুঝা যায় যে সে লোক যত টাকা চুরি করিয়াছে তাহার সংখ্যা জানা ভার।

আশ্চর্য্য চুরি।

গত ৪ ফিব্রুআরি মাসে লণ্ডন নগরে এক জন সাহেব আপনার কুটরীতে মেজের দেরাজে কতক নোট রাখিয়াছিল পর দিন চাকর লোকেরদিগকে মাহিয়ানা দিবার কারণ দেরাজ খুলিয়া দেখিল যে ৮০ টাকার নোট নাই পরে ৭ তারিখে সেই ঘরের দ্বারে আঘাতের শব্দ পাইয়া দ্বার খুলিয়া দেখিল যে কোনহ লোক নাই কেবল দ্বারের কপাটে এক টুকরা কাগজ বান্ধা আছে তাহার মধ্যে ৭০ টাকার এক নোট পাওয়া গেল এবং আর এক কাগজে এই লিখা পাওয়া গেল যে আমার মেলায় আমি আশী টাকা লইয়া ৭০ টাকা দিলাম বাকী দশ টাকা আমি লইলাম।

খুন ও গৃহদাহ।

ইংগ্লণ্ডের এক নগরে গত মার্চ মাসে এক সাহেবের বাটীতে দুই প্রহর এক ঘণ্টা রাত্রির সময়ে ঘরের ওপরে ধূম ওঠিতেছে ইহা এক জন পহরার সিপাহী দেখিল। পরে অন্য লোককে সমাচার দিয়া সে ঘরের নিকটে ওপকার করিতে দৌড়িয়া গেল এবং ঘরের দ্বারে আঘাত করিয়া ডাকিল কিন্তু ওত্তর পাইল না। সে ঘরে এক বৃদ্ধ সাহেব ও এক দাসীমাত্র থাকে। পরে অগ্নি অতিশয় জাজ্বল্যমান হইল লোকও অনেক একত্র হইল এবং সিপাহীরা দ্বার ভাঙ্গিয়া সিঁড়ি দিয়া ওপর তলায় ওঠিয়া দেখিল যে এক বিছানা জ্বলিয়া গিয়াছে তথাপি ধূম ওঠিতেছে কিন্তু মনুষ্যের চিহ্ন কিছু পাইল না। পরে তেতালার ওপরে গিয়া দেখিল যে এক কুটরী পুড়িতেছে কিন্তু সাহেব ও দাসীর অনেক অন্বেষণ করিল তাহারদিগকে পাইল না। [illegible] নীচের যে কুটরী পুড়িতেছিল তা[illegible]

ছাত ভাঙ্গিয়া জল ঢালিলে অগ্নি নির্ব্বাণ হইল। কিছু কাল পরে এক জন সেই কুটরী প্রবেশ করিয়া চতুর্দ্দিক দেখিতে লাগিল। পরে দ্বারের নিকটে এক ঢিবি দেখিয়া তাহা তুলিল তাহার মধ্যে মনুষ্য শরীরের এক ভাগ দেখিল পরে অন্য লোককে ডাকিয়া অন্বেষণ করিতে একটা স্ত্রীলোকের শরীর কিছু দগ্ধ পাইল। ইহাতে ঐ সাহেবের ও দাসীর শরীর সকলে বিতর্ক করিল। পরে সন্দেহপ্রযুক্ত আরও অনুমান করিল যে অগ্নি বাহির হইতে দেখা না যায় এই কারণ প্রতিদ্বারে কম্বল লটকাইয়াছিল আরো বিবেচনাতে আইল যে নীচের তালা ও দোতালা ও তেতালা তিন স্থানে অগ্নি দিয়াছিল ইহাতে বোধ হইল যে ঘরের মধ্যে অতিমন্দ কর্ম্ম হইয়াছে। পরে সাহেবের ও দাসীর শরীর তদারক করা গেল সাহেবের কেবল হাঁটুপর্য্যন্ত পা মোজাসহিত ছিল বাকী আই হইয়াছে মস্তকের পূর্ব্বভাগ পুড়িয়া গিয়াছে পশ্চাৎ ভাগ যে ছিল সেও ভগ্ন বোধ হইল ও দাসী মৃত্তিকাতে মুখ দিয়া মরিয়া রহিয়াছে তাহার বস্ত্র কতক পুড়িয়াছে কেশ গায় পড়িয়াছে। পরে তাহাকে যেতে তোলা গেল এবং তাহার চক্ষুতে আঘাতের চিহ্ন ও মস্তকের পশ্চাৎ ভাগে তিন স্থান ভগ্ন দেখা গেল ইহাতে অনুমান হইল যে এই সকল আঘাত বন্দুকের সঙ্গীনদ্বারা করিয়াছে। এই বিষয়ে দুই লোকের প্রতি সন্দেহ হওয়াতে তাহারা কএদ হইয়াছে তাহার এক জন সে সাহেবের মালী। এই লোককে ধরিবার জন্যে আট শত টাকা কবুল করিয়াছে।

মৃত বাদশাহের সৌজন্য।

ইংল্লণ্ডের গত বাদশাহ এক সময়ে আপন শহর ত্যাগ করিয়া কৌতুকপ্রযুক্ত ভিন্ন গ্রামে গিয়া কিছু দিন থাকিলেন। পরে তথাকার লোকেরা ও তন্নিকটবর্ত্তি লোকেরা বাদশাহের শুভাগমন বার্ত্তা শুনিয়া তাহার দর্শনার্থ আসিতে লাগিল। এক দিন বাদশাহ অশ্বারোহণ করিয়া ভ্রমণার্থে একাকী মাঠে গেলেন ও ঐ মাঠে শস্য ক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতে কেবল এক স্ত্রীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে আর২ চাসা লোকেরা শস্যাদির কর্ম্ম না করিয়া কোথা গিয়াছে। সে স্ত্রী বাদশাহকে না চিনিয়া উত্তর করিল যে তাহারা বাদশাহকে দেখিতে গিয়াছে। বাদশাহ কহিলেন যে তাহারা সকলে বাদশাহকে দেখিতে গিয়াছে তুমি কেন যাও নাই। পুনর্ব্বার ঐ স্ত্রী উত্তর করিল যে বাদশাহকে দেখিলে কি হইবেক যাহারা গিয়াছে তাহারা পাগল নিরর্থক এক দিন সংসারের কর্ম্ম ক্ষতি করিলে কি হইবে আমার পাঁচ পুত্র আছে তাহারদের প্রতিপালন আমার করিতে হয়। বাদশাহ তাহার এই স্বরূপ কথা শুনিয়া অন্তঃকরণে তুষ্ট হইয়া তাহার হস্তে কিঞ্চিৎ টাকা দিয়া কহিলেন যে যখন তোমার সঙ্গি লোকেরা ফিরিয়া আসিবে তখন বলিও যে তোমরা বাদশাহকে দেখিতে গিয়াছিলা কিন্তু বাদশাহ আমাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। ইহা কহিয়া বাদশাহ আপন স্থানে গেলেন।

এইং রূপ তাঁহার সৌজন্যের কথা অনেক প্রসিদ্ধ আছে।

বাজার ভাও।

জিনিস	মোণ	খরিদ	বিক্রী
সুপারি	১	[illegible]	৩।৵
ভেরণ্ডা তৈল	১	৮৶	৫৲
গাছ মরিচ	১	৩	৪৷৷৹
নারিকেল তৈল	১	১৩৷৷৵	১১
তুলা কাছোড়া	১	৬	
আদা রঙ্গপুর	১	২৷৷৹	২৸
পাটনাই আদা	১	২	২৷৹
চালু পাটনাই	১	২৸	৩
পাছড়ি উত্তম	১	২৮	২৷৷৵
পাছড়ি মধ্যম	১	২৶	২
মুগী উত্তম	১	১৸৵	১৸৶
মুগী মধ্যম	১	১৵	০
বানাম	১	১৸	১৮/
দুধা গোম	১	১৸৶	১৸৶
পাটনাই বুট	১	১৷৷৶	১৸/
অড়হর ডালি	১	৩	৩৵
উত্তমগাওয়া ঘৃত	১	২০৷৷	২১
মধ্যম ঘৃত	১	১৬	১৭
ভৈঁসা ঘৃত	১	১৮৷৷	১৯
মধ্যম ভৈঁসা	১	৮	০
নীল উত্তম	১	০	০
মিছরি উত্তম	১	১৭	০
মধ্যম	১	১২৷৷	১৪
সোরা উত্তম	১	৫৸	৬
মধ্যম	১	৫৷৷	৫৸
চিনী কাশীর	১	৯৸৹	১০
মধ্যম	১	৮	৮৷
খার চিনী	১	৩৸	৪৷৹
তেতুল	১	৸	৸/
তামাকু	১	৪	৫
চন্দন	১	১৪	১৬৷

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে নাম পাঠাইলে সপ্তাহেং কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসেং এক টাকা যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকটে থাকে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক।

সমাচার দর্পণ

১১৩ সংখ্যা । শনিবার । ৫ আগষ্ট সন ১৮২০ । ২২ শ্রাবণ সন ১২২৭

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যাদির কার্য্যবিচক্ষণং । বৃত্তান্তানিহ জানন্ত সমাচারস্য দর্পণে ॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা এক টাকা চারি আনা দিতে হয় । বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা এক টাকা আট আনা দিতে হয় ।

সপ্তাহের পত্রিকা।

৫	আগষ্ট	শনিবার	২২ শ্রাবণ
৬	ঐ	রবিবার	২৩ ঐ
৭	ঐ	সোমবার	২৪ ঐ
৮	ঐ	মঙ্গলবার	২৫ ঐ
৯	ঐ	বুধবার	২৬ ঐ
১০	ঐ	বৃহস্পতিবার	২৭ ঐ
১১	ঐ	শুক্রবার	২৮ ঐ

সমাচার দর্পণ

কলিকাতার কালেজ।

গত সোমবার ৩১ জুলাই তারিখে দশ ঘণ্টার সময়ে কালেজের সাহেব লোকেরদের ইম্তাহান হইয়াছে ।

চুরি।

লণ্ডন শহরে এক জন সাহেব এক স্ত্রীর সহিত প্রীতি করিয়া বিবাহ করিবেন স্থির করিয়াছিল পরে বিবাহের পূর্ব্বেই স্ত্রী কারণ সেই স্ত্রীর স্থানে দুই হাজার টাকা লইয়া পলাইল । তাহার চেষ্টা অনেক করা গেল কিন্তু পাওয়া গেল না ।

আশ্চর্য্য বিবাহ।

ইংগ্লণ্ডে ৮৩ তিরাশী বৎসরবয়স্ক এক সাহেব ৭৩ তেহত্তরি বৎসরবয়স্কা এক স্ত্রীর সহিত তিন সপ্তাহ প্রীতি করিয়া বিবাহ করিয়াছে সে বিবাহে উত্তম খানা ও বাদ্য ভাণ্ড ও নানা প্রকার নাচ হইয়াছিল ।

ইংগ্লণ্ডে এক সাহেবের স্ত্রী ছিল না তৎপ্রযুক্ত সে আপন ঘর রক্ষার কারণ আশী বৎসরবয়স্কা এক স্ত্রীকে ঘরে রাখিয়াছিল তাহার সহিত ক্রমেং প্রীতি করিয়া অনেক দিনের পর গত ৮ মার্চ তারিখে বিবাহ করিয়াছে ।

অন্য এক গ্রামে এক সাহেব এক স্ত্রীর সহিত ২৭ বৎসরপর্য্যন্ত প্রীতি করিয়া নানা প্রকার চিন্তা ও বিবেচনা পূর্ব্বক গত ৯ মার্চ তারিখে বিবাহ করিয়াছে ।

মহাবাত।

ইংগ্লণ্ড ও স্কাট্‌লণ্ড দেশের মধ্যে যে সমুদ্র আছে তাহাতে গত মার্চ মাসে অতি শয় ঝড় হইয়া দুই কূলে অনেক জাহাজ ও অনেক লোক মারা গিয়াছে।

নূতন কল।

আমেরিকা দেশের অস্ত্রশস্ত্রি বর্জিনীয়া দেশে এক জন কারিগরী এক নূতন কল সৃষ্টি করিয়াছে সেই কলদ্বারা সে খানে শস্য পূর্ণভূমিতে এক কালে শস্য ছেদন ও শস্যসংগ্রহ ও ভূমি কর্ষণ হইতেছে ।

আশ্চর্য্য বালক।

ইংগ্লণ্ডে এক নগরে উত্তম বংশীয় তিন বালক ও এক বালিকা আছে তাহারদের আশ্চর্য্য শক্তি তাহা লোকের প্রত্যয় হয় না কিন্তু অনেক বিশিষ্ট লোকেরা দেখিয়া কহিয়াছেন । তাহারদের চারি জনের মধ্যে যে বড় তাহার বয়ঃক্রম ষোল বৎসর ও কনিষ্ঠের বয়ঃক্রম সাত বৎসর সে কন্যার বয়ঃক্রম এগার বৎসর সে কখনং সোজা দেওয়ালের গায়ে দৌড়িয়া ছাতপর্য্যন্ত উঠে সেও তির্য্যগ্‌ভাবে উঠে তাহার বস্ত্রাদি নীচে লম্বমান থাকে এবং কখনং গর্ভবতী স্ত্রীর আকৃতি সকল হয় কখনং কিছুই থাকে না । এবং সেই বালকেরা আহারাদি করিয়ে চৌকী এমত ঘুরাইয়া দেয় যে অতিশয় বলবান দুই চারি জন লোকেও তাহা স্থির করিতে পারে না । যখন বস্ত্রাদি গায়ে দিয়া তাহারা মৃতবৎ পড়িয়া থাকে তখন তাহারদের শরীর হইতে বস্ত্রাদি ছাড়াইয়া লইতে কেহই পারে না । এই সকল কথা প্রত্যয় হয় না কিন্তু অতিমান্য জ্ঞানবান লোকেরা কহিয়াছেন এবং কেহ স্থির করিয়াও কহিয়াছেন তাহাতে যাহারা প্রত্যয় না করিয়াছিলেন তাহারাও তাহা দেখিয়া আসিয়াছেন ।

সমাচার দর্পণ।

নূতন বন্দর।

শ্রীযুত মুন্সী গোলাম হোসন যোং বৈদ্যবাটীর উত্তরে কোম্পানির বাক্সা রাজার পূর্ব্ব গঙ্গার পশ্চিম তীরে নূতন গঞ্জ ও হাট বসাইতেছেন সেখানে দোকান ঘর প্রায় দশ বারখান প্রস্তুত হইয়াছে আরং ও অনেক হইবেক এমত উদ্যোগ অনেক হইতেছে এবং সেখানকার গঙ্গার পোস্তা বান্ধান যাইবে সেখানকার প্রজা লোকেরদিগকে আপনং ঘর বাড়ীর মূল্য দিয়া উঠাইয়া দিতেছেন তাহারা তাহার উত্তর চাঁপদানির মাঠে গিয়া বসতি করিতেছে এবং আপন অধিকারস্থ প্রজারদিগকে এমত শাসন করিয়া দিয়াছেন যে তাহারা কোন প্রকারে বৈদ্যবাটীর পুরাণ হাটে না গিয়া ঐ নূতন হাটে যায় এবং আপনার নূতন হাটে যদি কাহারো দ্রব্যাদি বিক্রয় না হয় তবে সেং দ্রব্য আপনি মূল্য দিয়া লইবার স্বীকার করিয়াছেন এবং কলিকাতার ব্যাপারি লোকেরা যেং জিনিস পুরাণ হাটে খরিদ করিয়া নৌকা বোঝাই করিত ও কলিকাতাতে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিয়া মুনফা করিত তাহারা যদি পুরাণ হাটে না গিয়া নূতন হাটে যায় এবং সেখানে সে সব জিনিস না পায় তবে ঐ ব্যাপারিরদের যে মুনফা তাহাতে হইত তাহা আপন সরকারহইতে দিবেন। এবং যেং লোকেরা সেখানে দোকান করিতেছে তাহারদিগকে তিন বৎসরের মেয়াদে বিনা সুদে জামিনমাত্র লইয়া দোকানের কারণ টাকা দিতেছেন। ইহার দুই ফল নূতন গঞ্জ বসান ও পুরাণ গঞ্জ নষ্ট করা। এবং বৈদ্যবাটীর জমীদারও পুরাণ হাট বজায় রাখিবার কারণ অনেক চেষ্টা করিতেছেন।

সহমরণ।

গত সোমবার ১৭ শ্রাবণ রাত্রে যোং মাহেশের ঘাটে এক ব্রাহ্মণী সহগামিনী হইয়াছে তাহার বয়ঃক্রম অনুমান চল্লিশ বৎসর।

তুলা।

ইংগ্লণ্ডহইতে সমাচার আসিয়াছে যে ইংগ্লণ্ডীয় মহাজনেরা গত বৎসরের বার মাস তুলার বাণিজ্যে ২৪০০০০০০ দুই কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকার নোকসান হইয়াছে।

বাজী।

ইংগ্লণ্ডে এক জন সাহেব পূর্ব্বে বাজী রাখিয়াছিল যে পাঁচ শত ক্রোশ পথ পাঁচ শত দণ্ডায় চলিবেক। তাহাতে সে ব্যক্তি জয়ী হইয়া বাজীর লভ্য পাইয়াছে। এবং এখন শুনা গেল যে ঐ ব্যক্তি আর এক বাজী রাখিয়াছে যে স্কটলণ্ড দেশে ছয়মাস ভিক্ষা করিয়া ভোজন করিবেক ও দোকান ঘরে শয়ন করিয়া কাল যাপন করিবেক।

আর দুই জন বাজী রাখিয়াছিল যে এক ক্রোশ পথ দুই জন সময় কালে দৌড়িবেক যে ব্যক্তি অগ্রে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পঁহুছিবেক সে জয়ী হইবেক। এই বাজী রাখিয়া তাহার এক জন প্রায় এগার মিনিট অগ্রে এক ক্রোশ দৌড়িয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে পঁহুছিয়া বাজীতে জয়ী হইয়াছে।

প্রাচীন মুদ্রা।

ইংগ্লণ্ড দেশে এক নগরে এক পুরাতন পুষ্করিণীর নীচে প্রথম জেমস বাদশাহের আমলের ৬০ [illegible] টাকা পাওয়া গিয়াছে। এবং প্রথম চার্লস বাদশাহের আমলের বিশ টাকা পাওয়া গিয়াছে। জেমস বাদশাহ এক শত পঁচানব্বই বৎসর মরিয়াছেন এবং প্রথম চার্লস বাদশাহ এক শত একহত্তরি বৎসর মরিয়াছেন।

কবর।

পশ্চিম দেশে এক সাহেব সাংঘাতিক রোগগ্রস্ত হইলেন এবং আপন মরণ নিশ্চয় জ্ঞান করিলেন। তাহার আপন স্ত্রীর সহিত আত্যন্তিক সংপ্রীতি ছিল তৎপ্রযুক্ত তিনি আত্মীয় লোকেরদিগকে ডাকিয়া কহিলেন যে এই রোগে আমার মৃত্যু হইবে তোমরা আমাকে কবরে দিও এবং আমার স্ত্রী যখন মরিবেন তখন তাঁহাকে অন্য কবরে না রাখিয়া আমার কবরে রাখিও। কিছু দিন পরে ঐ সাহেব মরিলেন। অনন্তর তাহার স্ত্রী স্বামি শোকে রোদন করিতেং অসুস্থা হইয়া অল্প দিনেই মরিলেন। এবং তাহার স্বামির পূর্ব্ব কথানুসারে তাহার স্বামির কবরে তাহাকে রাখা স্থির হইল। পরে সেই কবর খুঁড়িয়া সিন্দুক উপরে উঠাইয়া খোলা গেল এবং দেখা গেল যে ঐ সিন্দুকে পূর্ব্ব মৃত ব্যক্তি উপুড় হইয়া শুইয়া আছে। কিন্তু যখন কবরে রাখা যায় তখন মৃত ব্যক্তিকে চীৎ করিয়া সিন্দুকে রাখে এমত ব্যবহার আছে। তাহাতে অনুমান করা গেল যে রোগের প্রাবল্যপ্রযুক্ত ঐ ব্যক্তির দীর্ঘ মূর্চ্ছা হইয়াছিল তাহাতে লোকেরা ভ্রমপ্রযুক্ত মৃত জ্ঞান করিয়া তাহার প্রাণত্যাগ না হইতে তাহাকে কবরে দিয়াছিল এবং ঐ মূর্চ্ছা [illegible] হইলে সে আশ্চর্য্য উঠিয়াছিল। পরে [illegible] উপুড় হইয়া মরিয়া রহিয়াছে।

ইহাতে বোধ হয় যে তাহাকে সিন্দুকে বন্ধ না করিলে সে রক্ষা পাইত।

ইংগ্লণ্ডে এই রূপে এক স্ত্রী এমত অত্যন্ত অসুস্থা হইল যে তাহাকে মৃতা জ্ঞান করিয়া সকলে কবরে দিল। ঐ কবর যে ব্যক্তি খুদিল সে দেখিল যে ঐ মৃত স্ত্রীর হস্তে বহুমূল্য এক অঙ্গুরী আছে। তাহাতে সে মনে স্থির করিল যে আমি রাত্রি যোগে আসিয়া কবর খুদিয়া ঐ অঙ্গুরী লইব। পরে রাত্রি হইলে ঐ ব্যক্তি একখান কোদালি লইয়া ও লণ্ঠন জ্বালিয়া ঐ কবর স্থানে গেল এবং কবর খুদিয়া সিন্দুক বাহির করিয়া ভাঙ্গিল ও তাহার অঙ্গুলী হইতে অঙ্গুরী খুলিতে লাগিল কিন্তু শীঘ্র খুলিতে না পারিয়া অঙ্গুলী কাটিতে প্রবৃত্ত হইবামাত্র ঐ মৃত স্ত্রী আপন অঙ্গুলীর বেদনাতে উঠিয়া বসিল। ইহা দেখিয়া ঐ চোর ভূতাবেশ জ্ঞান করিয়া লণ্ঠন ফেলিয়া চীৎকার শব্দপূর্ব্বক পলাইল। পরে ঐ লণ্ঠন হাতে করিয়া সে স্ত্রী আপন ঘরে স্বচ্ছন্দে গেল। ঘরের লোকেরা তাহাকে সেই রূপ ভূত জ্ঞান করিয়া ভীত হইয়া কতক ক্ষণ তাহাকে ঘরে আসিতে দিল না। পরে সকল বৃত্তান্ত কহিলে তাহারা বিশ্বাস করিয়া তাহাকে ঘরে লইল। তাহারপর সেই স্ত্রী অনেক কাল বাঁচিয়া অনেক সন্তান জন্মাইল।

বৃহৎ পক্ষী।

ঐলণ্ড দেশে এক জন বন্দুকধারী এক বৃহৎ পক্ষী মারিল এবং সে পক্ষীর গলায় দেখা গেল যে বিদ্ধ এক বাণ আছে সে বাণ অন্য কোন দেশের নহে কাপ্তান কুক সাহেব সকল পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া সকল দেশের বিবরণ লিখিয়াছেন তাহাতে প্রশান্ত সাগরের উপদ্বীপের বর্ব্বর লোকেরদের বাণের যেমত আকার লিখিয়াছেন সেই মত ঐ বাণ সে হাতের মত এক প্রকার কাষ্ঠদ্বারা বিনা লোহেতে নির্ম্মিত। সে বাণ পরিমাণে আট বুরুল তাহা পক্ষীর গলার মধ্যে চারি বুরুল প্রবিষ্ট হইয়াছিল এবং সে গলার ক্ষত শুষ্ক হইয়া চতুর্দ্দিকে শক্ত হইয়াছিল। ইহাতে অনুমান হয় যে সে পক্ষী সেই দেশে গিয়াছিল। ঐলণ্ড দেশ প্রশান্ত সাগরের উপদ্বীপহইতে ছয় মাসের পথের ন্যূন হইবেক না। ইহাতে এই আশ্চর্য্য বোধ হয় যে পক্ষী এত দেশ ভ্রমণ করে।

কলিকাতার নূতন রাস্তা।

মোং কলিকাতাতে বির্জ্জিতলাহইতে বহু বাজারে শীঘ্র গমনাগমনের কারণ নূতন রাস্তা হইতেছে এই রাস্তা হইলে যেমন লোকেরদের উপকার হইবেক তেমন অন্য রাস্তাতে উপকার হয় না যেহেতুক পূর্ব্বে বির্জ্জিতলাহইতে বহু বাজার পর্য্যন্ত গাড়ীপ্রভৃতি গমনাগমন করিবার নিকট প্রশস্ত রাস্তা ছিল না পূর্ব্বে আসিতে হইলে ঘুরিয়া আসিতে হইত। এবং তাহাতে আরো উপকার এই যে সে রাস্তার মধ্যে লালদিঘীর মত এক উত্তম পুষ্করিণী কাটা যাইতেছে এবং তাহার চতুর্দ্দিকে রাস্তা হইবেক শ্রীশ্রীযুতের নামানুসারে ঐ রাস্তার নাম হেষ্টিংস রাস্তা খ্যাত হইবেক।

অপর আরো শুনিতে পাই যে মোং চৌরঙ্গিতে এই মত পুষ্করিণী ও তাহার চতুর্দ্দিকে উৎকৃষ্ট রাস্তা করা যাইবেক।

বাণিজ্য।

মোং কলিকাতায় তুলার আমদানী প্রায় কিছু ছিল না কিন্তু এই সপ্তাহে অনুমান আমদানী হইয়াছে তাহাতে কাঁচোড়া তুলা ফি মোন ২১ একইশ টাকা দামে বিক্রয় হইতেছে। এবং ভগবান গোলাতে কেবল পাঁচ শত গাঁট মাত্র তুলা আছে তাহার মোন সাড়ে পঁচিশ টাকা বিক্রয় হইতেছে। কাপড় বাজারে নরম ছিল কিন্তু পোর্তুগীশের জাহাজ আমদানীপ্রযুক্ত কিছু চড়তা হইতেছে।

নেপাল।

শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর শ্রীযুত ডাক্তর বালিক সাহেবকে নেপাল দেশে পাঠাইয়াছেন সেখানে তাহার কর্ম্ম এই যে এ দেশে যে বৃক্ষ নাই সে সকল নেপাল দেশের পর্ব্বতে পাওয়া যায় তাহা তিনি নিরূপণ করিবেন এবং সেইং বৃক্ষের চারা কিম্বা বীচি এখানে আনিবেন সেই কর্ম্মের নিমিত্ত তাহার সঙ্গে অনেক লোক গিয়াছে এবং অনেক ভারি দরমাহাতে মালি লোক গিয়াছে এবং নেপালের রাজার সন্তোষের কারণ শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর অনেক উপঢৌকন সামিগ্রী পাঠাইয়াছেন। সে সকল বৃক্ষ আনিয়া কোম্পানির বাগানে রোপণ করা যাইবেক।

অপমৃত্যু।

মোং গরেটীর বাগানের বড় লাট ঘর অতিপুরাতন হইয়াছিল তৎপ্রযুক্ত তাহা ভাঙ্গিবার কারণ অনেক রাজ মজুর লাগিয়াছে; তাহাতে গত ১০ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার দুই জন লোকের ভরে ঐ ঘরের ছাত ভাঙ্গিয়া পড়িল তাহাতে নীচের ছয় জন লোক চাপা পড়িয়া মরিয়াছে তাহার মধ্যে পাঁচ জনের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চিনা

গেল কিন্তু এক জনের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না এবং যে দুই জন উপরে ছিল তাহারদের হাত পা ভাঙ্গিয়াছে কিন্তু অদ্যাপি জীবৎ আছে।

—

উপস্থিত বক্তা।

ইংগ্লণ্ড দেশের বাদশাহ দ্বিতীয় চার্লস অতিশয় রসিক ছিলেন তিনি সর্ব্বদা হাস্য কৌতুকে কালক্ষেপ করিতেন এবং তাহার এক উজীর ছিলেন তিনিও বাদশাহের তুল্য রসিক। তৎপ্রযুক্ত ঐ উভয়ের সর্ব্বদা কৌতুকালাপ হইত।

এক দিন বাদশাহ ঐ উজীরকে কহিলেন যে অহে উজীর তুমি বড় দুষ্ট। উজীর উত্তর করিলেন যে হাঁ আমি প্রজারদের মধ্যে বড় দুষ্ট বটি। এই উপযুক্ত উত্তর শুনিয়া বাদশাহ উজীরের প্রতি তুষ্ট হইলেন।

—

মস্করা।

ইংগ্লণ্ডের যে তৃতীয় জর্জ বাদশাহ ছিলেন ইহার শাহজাদগীর কালে এক ইংগ্লণ্ডীয় ভাঁড়ী বাদশাহের পানের মদিরা প্রস্তুত করিত ও তাহার প্রতি বাদশাহের অনুগ্রহ ছিল।

এক দিন বাদশাহ ঐ ব্যক্তিকে সঙ্গে করিয়া সীকার করিতে গেলেন পরে বাদশাহের ঘোড়া কিঞ্চিৎ অগ্রগামী হইলে বাদশাহের এক জন মোসাহেব ঐ ভাঁড়ীকে কালো২ কহিল যে অহে যখন বাদশাহের সহিত কথা কহ তখন তুমি আপন টুপি বগলে রাখিয়া কথা কহিও টুপি মাথায় কদাচ রাখিও না। ইহা শুনিয়া বাদশাহ ঐ ভাঁড়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে অমার মোসাহেব তোমাকে কি কথা কহিল। ভাঁড়ী উত্তর করিল যে আপনকার সাক্ষাতে কথা কহিবার কালে আপন টুপী খুলিতে উজীর আমাকে কহিলেন কিন্তু আমি তাহা পারি না যেহেতুক আমার মস্তকের সহিত টুপী বান্ধা আছে এবং ঘোড়ার সহিত আমার শরীর বান্ধা যদি টুপী খুলি তবে আমি ঘোড়াহইতে পড়িয়া মরি এ কারণ আপনকার সম্মুখে টুপী খুলিতে পারি না। বাদশাহ ইহা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন।

—

সদুত্তর।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায় বহাদুরের নিকটে নিমন্ত্রিত হইয়া গুপ্তিপাড়ার বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য গিয়াছিলেন। এই রূপ ব্যবহার আছে যে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা কর্ম্ম সমাপনের পর বিদায়ের টাকা প্রভৃতি ও যাইবার কারণ নৌকা সরকারহইতে পাইয়া থাকেন। মহারাজের নিকটে বিদায় ও নৌকা পাইতে বিলম্ব হইলে বিদ্যালঙ্কার মহারাজকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে বিদায় পাইলেও যাই না পাইলেও যাই। তীক্ষ্ণবুদ্ধি ঐ মহারাজ ঐ পত্র পাইবামাত্র তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া ঐ পত্রের উত্তর লিখিলেন যে বিদায় দিব নাও দিব। এই উপযুক্ত উত্তর পাইয়া বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য যথেষ্ট তুষ্ট হইলেন। ইহার ক্ষণেক পরে মহারাজ তাঁহার পূর্ব্বাপেক্ষায় অধিক বিদায় ও নৌকা পাঠাইয়া দিলেন।

বাজার ভাও।

জিনিস	মোন	অবধি	পর্য্যন্ত
সুপারি	১	৩৷৶	৩৷৷৶
ভেরণ্ডা তৈল	১	৯৩	৫০
গাছ মরিচ	১	৩	৪৷৷০
নারিকেল তৈল	১	১৩৷৷০	১৬
তুলা কাহোড়া	১	০	
আদা রঙ্গপুর	১	২	২৮
পাটনাই আদা	১	২	২৷০
চাল পাটনাই	১	২৸৶	৩
পাছড়ি উত্তম	১	২৷৵	২৷৷৶
পাছড়ি মধ্যম	১	২৵	২৷
মুগী উত্তম	১	১৸৶	১৸৵
মুগী মধ্যম	১	১৸৴	০
বাদাম	১	১৸	১৸৵
দুধা গোম	১	১৸৵	১৸
পাটনাই বুট	১	১৷৴	১৸
অড়হর ডালি	১	২৸৴	৩
উত্তমগাওয়া ঘৃত	১	২০৷৷	২১
মধ্যম ঘৃত	১	১৬	১৭
ভৈঁসা ঘৃত	১	১৭৷৷	১৮
মধ্যম ভৈঁসা	১	০	০
নীল উত্তম	১	০	০
মিছরি উত্তম	১	১৭	০
মধ্যম	১	১২৷৷	১৪
গোরা উত্তম	১	৫৸	৬
মধ্যম	১	৫৷৷	৫৸
চিনী কাশীর	১	৯৸০	১০
মধ্যম	১	৮	৮৷৷
খাড় চিনী	১	৩৸	৪৷০
তেতুল	১	৸	৸৵
তামাকু	১	৩	৫৷
চন্দন	১	১৪	১৬৷৷

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আকাঙ্ক্ষা হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ তাঁহার নিকটে পঁহুছান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে২ এক টাকা তিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাঁহার নিকট কাগজ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক

সমাচার দর্পণ

১১৭ সংখ্যা। শনিবার। ১২ আগষ্ট সন ১৮২০। ২৯ শ্রাবণ সন ১২২৭

দর্পণে মুখসৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা দুই টাকা ছয় আনা প্রিমিয়ম। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা দুই টাকা দুই আনা প্রিমিয়ম।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

১২	আগষ্ট	শনিবার	২৯	শ্রাবণ
১৩	ঐ	রবিবার	৩০	ঐ
১৪	ঐ	সোমবার	৩১	ঐ
১৫	ঐ	মঙ্গলবার	১	ভাদ্র
১৬	ঐ	বুধবার	২	ঐ
১৭	ঐ	বৃহস্পতিবার	৩	ঐ
১৮	ঐ	শুক্রবার	৪	ঐ

ইস্তাহার।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুত লার্কলেটা সাহেব ও শ্রীযুত ব্রৌন রবর্ট সাহেব ১ আগষ্ট তারিখ অবধি কলিকাতার শ্রীযুত মেকিণ্টস কোম্পানির অংশী হইয়াছেন। এবং এই দুই সাহেব কমরসাল বাঙ্কেরও অংশী হইয়াছেন।

সমাচার দর্পণ

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

১ আগষ্ট ১৮২০ সন।

শ্রীযুত আই আর বেষ্ঠ সাহেব সদর দেওয়ানি অদালতের রেজেষ্টরের পেস্কার হইয়াছেন।

শ্রীযুত জি সি চিপ সাহেব ঐ।

শ্রীযুত এম্ লেন সাহেব চব্বিশ পরগণার জজের পেস্কার।

শ্রীযুত জি আর কাম্বেল সাহেব গাজিপুরের জজের পেস্কার।

শ্রীযুত এফ করী সাহেব গোরক্ষপুরের জজের পেস্কার।

শ্রীযুত দবলিও এইচ স্মিথ সাহেব সাহারণপুরের জজের পেস্কার।

শ্রীযুত এ থেলুসন সাহেব কলিকাতার জজের পেস্কার।

কলিকাতার কোম্পানির কালেজ।

পূর্ব্বে সমাচার দেওয়া গিয়াছে যে গত ৩১ জুলাই সোমবার মোং কলিকাতায় শ্রীশ্রীযুত বড সাহেবের বাটীতে কালেজের সাহেব লোকেরদের ইম্তাহান হইয়াছে। সেই স্থানে এই২ সকল লোকেরা একত্র হইয়াছিলেন শ্রীযুত সর জেম্স এডুর্ড কোলব্রুক সাহেব কালেজ সভার প্রধান এবং কালেজের আর২ সকল আমলা লোকেরা এবং শ্রীশ্রীযুত লার্ড চিফ জুষ্টিস ও শ্রীযুত লার্ড বিসপ ও শ্রীযুত ষ্টুআর্ট সাহেব ও শ্রীযুত ফেণ্ডাল্ সাহেব ও শ্রীযুত সর ফ্রেন্সিস মেক্নাটন সাহেব ও শ্রীযুত জেনেরাল হারড্উইক সাহেব ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ইংগ্লণ্ডীয় লোকেরা ও বাঙ্গালি সম্ভ্রান্ত লোকেরাও সেখানে ছিলেন।

এই২ সাহেব লোকেরা পারসীর ইম্তাহান দিলেন। শ্রীযুত লেপ্তেনন্ত জে মার্টিন সাহেব ও শ্রীযুত লেপ্তেনন্ত জি এল বেলসেটী সাহেব ও শ্রীযুত এইচ লেন সাহেব।

এই২ সাহেব লোকেরা হিন্দুস্থানির ইম্তাহান দিলেন। শ্রীযুত জি চিফসাহেব শ্রীযুত এ থেলুসন সাহেব ও শ্রীযুত টি. ওয়াইট সাহেব।

এই২ সাহেব লোকেরা বাঙ্গালির ইম্তাহান দিলেন। শ্রীযুত আই আর বেষ্ঠ সাহেব ও শ্রীযুত এইচ লেন সাহেব ও শ্রীযুত এইচ কমিন্ সাহেব।

শ্রীযুত আই আর বেষ্ঠ সাহেব সংস্কৃত ইম্তাহানও দিয়াছেন।

এই ইম্তাহানেতে যে২ সাহেব লোকেরা উপযুক্ত হইলেন তাঁহারা শ্রীশ্রীযুতের নিকটে পারিতোষিক পাইলেন।

কেপে নূতন বসতি।

পূর্ব্বে সমাচার দেওয়া গিয়াছে যে ইংগ্লণ্ড হইতে যে লোক আসিয়া কেপে বসতি করিবে সে পারিতোষিক পাইবেক। তাহাতে সংপ্রতি শুনা গেল যে ইংগ্লণ্ড হইতে আটারখান জাহাজ লোকেতে পূর্ণ হইয়া কেপে বসতি করিবার কারণ আসিয়াছে। তাহার মধ্যে এক হাজার দুই শত একত্রিশ পুরুষ ও সাত শত ত্রিশ স্ত্রী। এক হাজার তিন শত চৌষট্টি বালক সর্ব্বশুদ্ধা তিন হাজার তিন শত সাতাইশ

লোক বেশে আসিয়া পঁহুছিয়াছে। ইহারা আপনারদের আহারাদির কারণ সেখানে কৃষিকর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছে এবং আর২ আবশ্যক বস্তুর সৃষ্টি করিতেছে। আমরা অনুমান করি যে অল্প কালের মধ্যে ইহারদেরহইতে এক নূতন দেশ উৎপন্ন হইবেক।

বাতাবি উপদ্বীপ।

সমাচার পাওয়া গেল যে মোং পাডাঙ্গেতে অন্য২ বৎসরহইতে এই বৎসর ধান্য অতিসুন্দর জন্মিয়াছে এবং কাওয়া ও অন্য২ প্রকার শস্য সকলের যে রূপ আবাদ হইতেছে তাহাতে বোধ হয় যে সে সকলও অতিসুন্দর মত হইবে। এবং মোং পাডাঙ্গ অত্যুত্তম বানিজ্য স্থান হইয়াছে যেহেতুক সেখানে তিন চারি খান মারেকিন জাহাজ এবং বার বোঝাই হইতেছে।

কলিকাতার জাহাজ সংখ্যা।

৪ আগষ্ট ১৮২০ সাল।

কোম্পানির চীনার জাহাজ দুই খান। বিলাতি সওদাগরের জাহাজ পোনের খান। ইংগ্লণ্ডে গমনাগমনের দেশী জাহাজ চারিখান। চীনদেশে গমনাগমনের দেশী জাহাজ পাঁচখান। অন্য২ স্থানে গমনাগমনের দেশী জাহাজ ঊনত্রিশখান। খালি জাহাজ চৌত্রিশখান তাহার মধ্যে কতক বিক্রয়ের কারণ ও কতক ভাড়ার কারণ আছে। ফরাশীস জাহাজ দুইখান। মারেকিন জাহাজ দুইখান পোর্তুগীশ জাহাজ তিনখান সর্ব্বশুদ্ধা তেয়াত্তইর জাহাজ মোং কলিকাতায় আছে।

মরণ।

৩০ জুলাই রবিবার মোং কলিকাতার বাবু কাশীনাথ বশাক পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার বয়ঃক্রম আটাইশ বৎসর ছিল এবং তিনি অতিজ্ঞানবান লোক ছিলেন ও অনেকের প্রতিপালক ছিলেন তাহার কারণ অনেক লোক খেদ করিতেছে।

বন্যা।

এই বৎসর যত শীঘ্র বন্যা হইয়াছে দশ বার বৎসরের মধ্যে প্রায় এত শীঘ্র বন্যা হয় নাই এই বৎসর যে শীঘ্র বন্যা হইয়াছে তাহাতে বানিজ্যাদির অনেক উপকার হইয়াছে অন্য২ বৎসর মহাজন লোকেরা নৌকা বোঝাই করিয়া বন্যার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিত কিন্তু এই বৎসর নৌকা বোঝাইর উদ্যোগ না করিতে২ বন্যা আসিয়াছে তাহাতে মহাজন লোকেরদের অনেক উপকার হইয়াছে। যদি এই বন্যা অধিক দিবস থাকে তবে অন্য২ বৎসর যে সকল নৌকা দুই ক্ষেপ বহিত সে এ বৎসর তিন চারি ক্ষেপ বহিবেক। ইহাতে ভরসা হয় যে দ্রব্যাদি সুমূল্য হইতে পারিবেক।

সহমরণ।

২১ শ্রাবণ শুক্রবার মোকাম পেনেটীর ঘাটে এক ব্রাহ্মণ পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাঁহার দুই পত্নী তাহার সহিত সহগমন করিয়াছেন।

ব্যাঘ্র।

বোম্বই অঞ্চলের এক জমীদারের অধিকারে জঙ্গলে অকস্মাৎ এক বৃহৎ ব্যাঘ্র আসিয়া থাকিল এবং সেখানকার প্রজারদের গরু ও মানুষ ধরিতে লাগিল এবং ঐ জমীদারের পুত্রকে এক দিন আঘাত করিল। তাহাতে জমীদার ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সৈন্যের ছাওনিতে খবর দিল ও সকল বৃত্তান্ত কহিল। তাহাতে শ্রীযুত লেপ্তেনন্ত সাহেব আর এক জন সাহেবকে সঙ্গে করিয়া হস্তীর উপরে আরোহণপূর্ব্বক সেই জঙ্গলে প্রস্থান করিলেন এবং আর২ সরঞ্জাম ও আর সাত হস্তীও সঙ্গে চলিল। পরে সেই জঙ্গলে পঁহুছিলে ব্যাঘ্রের গন্ধে হস্তী বৃংহিত শব্দ করিল সেই শব্দ শুনিয়া ব্যাঘ্র উঠিয়া এক হস্তীর উপরে হামলা করিল। তাহা দেখিয়া ছয় হস্তী পলাইল। সাহেবেরা নানাপ্রকার চেষ্টা করিলেন কদাচ ঐ ছয় হস্তী ফিরিল না কেবল যে হস্তীতে লেপ্তেনন্ত সাহেব ছিলেন সেই হস্তী মাত্র স্থির রহিল।

সেই হস্তীর উপরে ব্যাঘ্র হামলা করিলে হস্তী মস্তক ঝাড়িয়া ব্যাঘ্রকে ফেলিল। পরে ঐ সাহেব দুই গুলি মারিলে ব্যাঘ্র মৃতবৎ হইয়া পড়িল কিন্তু কিছু কাল পরে ব্যাঘ্র পুনর্ব্বার উঠিয়া সাহেবের উপরে ঝাঁপ দিল সাহেব আপন রক্ষার নিমিত্ত হস্তীর পশ্চাৎ দিয়া মৃত্তিকাতে পড়িলেন। ইতোমধ্যে হস্তী ব্যাঘ্রের উপরে লাতি মারিল ও সাহেব পুনর্ব্বার আর এক গুলি মারিলেন। ব্যাঘ্র এই দুই আঘাতে পুনর্ব্বার নির্জীবের মত পড়িল। সাহেব ব্যাঘ্রের আর উঠিবার শক্তি নাই জানিয়া তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া পিস্তল মারিতে উদ্যত হইবামাত্র ব্যাঘ্র উঠিয়া সাহেবের ঘাড় ধরিল তথাপি সাহেব আর এক গুলি ছাড়িলেন তাহা লাগিল না। পরে আপন বলদ্বারা ব্যাঘ্রকে ছাড়াইয়া এক পিস্তল তাহার হৃদয়ে মারিলে ব্যাঘ্র প্রাণ ত্যাগ করিল। অনন্তর ঐ সাহেবের শরীরে অনেক আঘাত লাগাতে অতিকাতর

হইয়া স্বস্থানে গেলেন ওসুস্থ হইলেন। এই রূপ তাঁহার শৌর্য্য ও সাহসবিষয়ক সমাচার শ্রীশ্রীযুত কলিকাতার গবরনর জেনেরাল বাহাদুর শুনিয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার আর অধিক কর্ম্মে অভিষিক্ত করিয়াছেন ও তাঁহার প্রতি অধিক তুষ্ট হইয়াছেন।

নূতন হাসীলের ঘর।

মোং কলিকাকাতায় গঙ্গার তীরে হাসীল দপ্তরের কারণ এক বড় ঘর নূতন প্রস্তুত হইতেছে সে ঘর এইরূপ বড় ও উৎকৃষ্ট হইবে যে শ্রীশ্রীযুতের ঘর ব্যতিরিক্ত কলিকাতার মধ্যে তেমন ঘর আর প্রায় হয় নাই। সেই ঘরের মধ্যে তাবৎ মাসুলের জিনিস থাকিবেক এবং রৌদ্রে অথবা বৃষ্টিতে লোকসান হইবেক না এই মত তদবীর হইতেছে। এবং আমরা শুনিতে পাই যে অনুমান বাইশ তেইশ বৎসর হইল এই দেশের মধ্যে জিনিসের মাসুল আদায় হইত না কেবল বাহিরে জাহাজদ্বারা যেং জিনিসের আমদানী রপ্তানী হইত তাহারিমাত্র মাসুল আদায় হইত। এক গ্রামহইতে অন্য গ্রামে জিনিস যাইবার মাসুল ছিল না। এখন জিনিসের মাসুলে কোম্পানির অনেক টাকা আদায় হইতেছে।

চীন দেশের বানিজ্য।

পৃথিবীর অন্যং দেশীয়েরদের চীন দেশের সহিত যত বানিজ্য চলে তাহা শুনিলে লোকেরা প্রায় বিশ্বাস করে না। যেহেতুক অন্য দেশীয় লোকেরা চীন দেশহইতে চা আনিয়া সর্ব্বত্র বানিজ্য করে। তৎপ্রযুক্ত চীন দেশের তাবৎ বন্দরে অন্য দেশীয় [illegible] থাকি-

য়া থাকে। ১৮১৪ শালে যখন ইংগ্লণ্ডের বাদশাহ এই হিন্দুস্থানের বানিজ্য বিষয় বন্দোবস্ত করিলেন এবং কেবল কোম্পানির অধীন না রাখিয়া অন্যং লোকেরদেরও হিন্দুস্থানের বানিজ্য করিতে আজ্ঞা করিলেন তখন কোম্পানির লোকসান না হয় এই নিমিত্তে চীন দেশের বানিজ্য কেবল কোম্পানির অধীন করিয়া দিলেন ইহাতে এই বিশেষ হইল যে হিন্দুস্থান ও চীন দেশ এই উভয় দেশের যে বানিজ্য সে সকলেই করিতে পারিবে কিন্তু পৃথিবীর অন্যং প্রদেশে চীন দেশের কোন বানিজ দ্রব্য কোম্পানি বিনা কেহ লইয়া যাইতে পারিবেক না। ইহাতে ইংগ্লণ্ডের অনেক ক্ষতি হইয়াছে যেহেতুক অন্যং দেশীয়েরা চীন দেশহইতে জিনিস আনিয়া ইংগ্লণ্ডীয়েরদের দেশান্তর অধিকারে বিক্রয় করিয়া অনেক মুনফা করিতেছে। এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরা এই রূপ বানিজ্য করিতে প্রবৃত্ত হইলে কোম্পানি প্রতিবাদী হইয়া বারণ করেন। যদ্যপি কোম্পানি ইহাতে প্রতিবাদী না হন তবে ইংগ্লণ্ডের তিন চারি শত জাহাজের কর্ম্ম অনবরত হইতে পারে।

জুয়াচুরি।

গত দুই সপ্তাহের মধ্যে শ্রীরামপুরের এক স্ত্রী লোকের ঘরে এক জন জুয়াচোর আসিয়া কহিল হে মাতা আমি বিদেশী লোক আমার এখানে আশ্রয় নাই যদি আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে আহার দিয়া স্থান দেন তবে আমি আপনকার আশ্রয়ে থাকিয়া অন্যত্র চাকরির চেষ্টা করি এবং তোমার বাটীর খবর জারি করি। আমার এই সকল [illegible] ক্তিতে ঐ স্ত্রী কহিল যে ভাল আমার বাটীতে থাক। তাহাতে সে রাত্রিকালে আহারাদি করিয়া তাহার বাটীতে থাকিল। পরদিন থানাদারের লোক আসিয়া কহিল যে এই বিদেশী লোককে তুমি কি প্রকার স্থান দিয়াছ অতএব আমি ইহাকে জমিদার সাহেবের নিকটে লইয়া যাই। তাহাতে ঐ স্ত্রী লোক কহিল যে আমি ইহার জামিন থাকিলাম তাহাতে তোমারদের কোন সন্দেহ নাই। ইহা শুনিয়া সে চৌকীদার চলিয়া গেল। পরে সেই স্ত্রী ও তাহার চাকরাণী ও ঐ বিদেশী এই তিন জন বসিয়া পরামর্শ করিতেছে ও স্ত্রী কহিতেছে যে আমার কোন প্রকারে পুত্তুল হয় না ইহার কারণ কিছু বুঝিতে পারি না। তাহাতে জুয়াচোর কহিল যে তোমার ধনস্থানে শনি আছে তৎপ্রযুক্ত তোমার ধন থাকে না কল্য আমি তোমার গ্রহ কাটাইব।

পর দিন সে কহিল যে পবিত্র স্থানে আসন কর ও গঙ্গাজল আন আর এক খান নূতন সরা। এই সকল প্রস্তুত হইলে সে পূজা করিতে বসিয়া অনেক ক্ষণপর্য্যন্ত মিথ্যা ধ্যান করিল। পরে কহিল যে তোমার গহনা সকল দেহ তাহা দিয়া পূজা করি তবে ভগবতীর প্রত্যাদেশ হইবেক পরে তোমার গহনা তোমার আছে। ইহাতে স্ত্রীলোক ভাবিল যে আমার ঘরের মধ্যে ও আমার সম্মুখে গহনা থাকিবেক তাহাতে সন্দেহের বিষয় কি। পরে সে জুয়াচোর গহনা লইয়া গঙ্গাজল দিয়া থুইল ও সম্মুখে রাখিয়া ধ্যান করিতে লাগিল। পরে কহিল যে গোটা কতক তেঁতুলের বিচী আন। তাহাতে তাহার দাসী অন্য বাটীতে তেঁতুলের বিচীর চেষ্টা করিতে গেলে সেখানে কেবল ঐ স্ত্রীমাত্র থাকিল। তাহার কি-

সমাচার দর্পণ।

ছিৎ পরে কহিল যে কিছু চালুভাজা চাহি শীঘ্র আন। ইহা শুনিয়া ঐ স্ত্রী রন্ধন ঘরে গিয়া চালু ভাজিতে আরম্ভ করিল এই অবকাশে জুয়াচোর তাবৎ গহনা লইয়া পলায়ন করিল। কতক ক্ষণ পরে দাসী তেঁতুলের বিচী আনিল ও ঠাকুরাণী চালুভাজা আনিল কিন্তু তাহার সাক্ষাৎ হইলনা। পরে অনেক অনুসন্ধান করিয়া তাহার আর কিছু ঠেকানা পাওয়া গেল না।

ইতিহাস।

শাহ অকবর ও তাঁহার সভাসদ বীরবর এই উভয়ের অনেক কথা প্রসিদ্ধ আছে তাহার এক কথা লিখা যাইতেছে।

বীরবর মাথুর ব্রাহ্মণ ছিলেন তিনি বাদশাহের সভাতে মুসলমানেরদের ব্যঙ্গ প্রায় করিতেন তাহাতে ঐ গুণগ্রাহক বাদশাহ আন্তরিক ক্রুদ্ধ হইতেন না কিন্তু তাহার অন্যং সজাতীয়েরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইতেন। ইহাতে এক দিন বাদশাহ আপন জাতি কুটুম্বরদের অনুরোধে বীরবরের কিঞ্চিৎ অসম্ভ্রম করিলেন। তাহাতে বীরবর বাদশাহের নিকট ত্যাগ করিয়া দিল্লী শহরের মধ্যে এক দুঃখি লোকের ঘরে গুপ্তবেশে রহিলেন বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করেন না। বাদশাহ তাহার অনুসন্ধান কোন ক্রমে না পাইয়া মনে দুঃখী হইলেন এবং অপ্রকাশরূপে এই উপায় স্থির করিয়া শহরের সকল লোককে আপন সাক্ষাতে ডাকিয়া তাহারদিগকে প্রত্যেক লোককে একং মেষ দিলেন ও আজ্ঞা করিলেন যে এই একং মেষ তোমারদিগকে ওজন করিয়া দিতেছি এক মাস পরে এই ওজনে তোমারদের স্থানে এই সকল মেষ চাহি ইহার মধ্যে যাহার মেষ এই ওজনহইতে অধিক হইবে অথবা ন্যূন হইবেক তাহার প্রাণান্ত দণ্ড করিব। এই রূপ কহিয়া সকলকে একং মেষ দিলেন। তাহারা আপনং ঘরে মেষ লইয়া গেল যে ব্যক্তি মেষকে আহার দিল তাহার মেষ পরিমাণে অধিক হইল এবং যে আহার না দিল তাহার মেষ ন্যূন হইল। কিন্তু যাহার ঘরে বীরবর গুপ্তরূপে ছিলেন সে ব্যক্তি মেষ লইয়া বীরবরকে সকল বৃত্তান্ত কহিলে বীরবর তাহাকে পরামর্শ দিলেন যে এক ব্যাঘ্রের বাচ্চা আনিয়া ঘরে বান্ধিয়া রাখ ও তাহার সম্মুখে এই মেষকে রাখ এবং আহার যথেষ্ট দেও। ঐ গৃহস্থ এই পরামর্শ মত করিলে ঐ মেষ আহারদ্বারা যত পুষ্ট হয় এবং ব্যাঘ্রবাচ্চার ত্রাসে তত কমে। ইহাতে ঐ মেষ ন্যূনাধিক হইল না। এক মাস পরে বাদশাহের সাক্ষাতে সকলে আপনং মেষ হাজির করিল এবং তাহা ওজন করা গেল। তাহাতে কাহারো মেষ ওজনে ভারী হইল ও কাহারো ওজনে কম হইল। কিন্তু ঐ ব্যক্তির মেষ সমান ওজন হইল। ইহাতে বাদশাহ মনে করিলেন যে এমত বুদ্ধি প্রভাব বীরবর ব্যতিরেকে অন্যের নহে। ইহা ভাবিয়া ঐ গৃহস্থকে জিজ্ঞাসা করিলে সে সকল বৃত্তান্ত কহিল। পরে বাদশাহ অনেক সমাদরপূর্ব্বক বীরবরকে আনাইয়া আপন নিকটে পূর্ব্ববৎ রাখিলেন।

বাজার ভাও।

জিনিস	মোন	অবধি	পর্য্যন্ত
সুপারি	১	৩৵	৩৷৵
ভেরণ্ডা তৈল	১	২২	২০
গাছ মরিচ	১	৩	৪৷৹
নারিকেল তৈল	১	১৩৷৷৫	১৬
তুলা কাছোড়া	১	৬	
আদা রঙ্গপুর	১	২৷	২৷৷
পাটনাই আদা	১	২	২৵
চালু পাটনাই	১	২৶৵	৩।
পাছড়ি উত্তম	১	২৶	২৷৷৵
পাছড়ি মধ্যম	১	২৵	২৷
মুগী উত্তম	১	১৸৵	১৷৵
মুগী মধ্যম	১	১৸৴	০
বানাম	১	১৸	১৸৴
দুধা গোম	১	৪৷৷৴	৪৷৷৶
পাটনাই বুট	১	১৸৵	১৸৶
অড়হর ডালি	১	২৲৷৷	২৷
উত্তমগাভা ঘৃত	১	২৪	২৬৷
মধ্যম ঘৃত	১	১৬	১৮
ভৈঁসা ঘৃত	১	১৭	১৭৷
মধ্যম ভৈঁসা	১	৫	
নীল উত্তম	১	০	
মিছরি উত্তম	১	১৭	০
মধ্যম	১	১২৷	১
সোরা উত্তম	১	৫৸	৬
মধ্যম	১	৫৷৷	৫৸
চিনী কাশীর	১	৯৸০	১০
মধ্যম	১	৮	৮৷
খার চিনী	১	৩৸	৪৷০
ভেতুল	১	৬	৬৴
তামাকু	১	৩	৫৷
চন্দন	১	১৪	১৫৷৷

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে২ এক টাকা যিনি স্বীকার করিয়াছেন যদি তাহার নিকট কাগজ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাহার নিকটে পাঠান যাইবেক।

সমাচার দর্পণ

১১৮ সংখ্যা। শনিবার। ১৯ আগষ্ট সন ১৮২০। ৫ ভাদ্র সন ১২২৭

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্ত সমাচারস্য দর্পণে॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা দুই টাকা ছয় আনা প্রিমিয়ম। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা দুই টাকা দুই আনা প্রিমিয়ম।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

১৯	আগষ্ট	শনিবার	৫	ভাদ্র
২০	ঐ	রবিবার	৬	ঐ
২১	ঐ	সোমবার	৭	ঐ
২২	ঐ	মঙ্গলবার	৮	ঐ
২৩	ঐ	বুধবার	৯	ঐ
২৪	ঐ	বৃহস্পতিবার	১০	ঐ
২৫	ঐ	শুক্রবার	১১	ঐ

ইস্তাহার।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুত লাবলেষ্টা সাহেব ও শ্রীযুত ব্রোন রবর্ট সাহেব ১ আগস্ত তারিখ অবধি কলিকাতার শ্রীযুত মেকিণ্টস কোম্পানির অংশী হইয়াছেন। এবং এই দুই সাহেব কমরস্যাল বাঙ্কেরও অংশী হইয়াছেন।

সমাচার দর্পণ

শ্রীশ্রীযুতের আজ্ঞা।

শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব এতদ্দেশের যেরূপ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তাহা পশ্চাতে লিখনের দ্বারা সকলে অবগত হইবেন।

যখন কালেজের সাহেবেরদের ইস্তাহাম হয় সেই কালে এমন রীতি আছে যে শ্রীশ্রীযুত তাঁহারদিগকে হিতোপদেশ কথা কহেন। ঐ কালেজের সাহেবেরা ইস্তাহামে উত্তীর্ণ হইলে রাজ্যের নানা কর্ম্মে নিযুক্ত হন অতএব রাজ্যের কর্ম্মে তাহারা নিযুক্ত হইলে এতদ্দেশীয় লোকেরদের উপকারার্থে ঐ সাহেবেরদের যেং কর্ম্ম কর্ত্তব্য তাহা গত ইস্তাহামের পর শ্রীশ্রীযুত এই রূপে তাঁহারদিগকে কহিলেন।

এই কালেজ ২০ বৎসর স্থাপিত হইয়াছে ইহার মধ্যে চারি শত জন সাহেব এই কালেজে শিক্ষিত হইয়া কোম্পানির কর্ম্ম যোগ্য হইয়াছেন। ও দেড় শত হইতে অধিক বহী উৎপন্ন হইয়াছে ইহার মধ্যে ব্যাকরণ ও অভিধান ও অন্যং বহী পূর্ব্বদেশীয় নানা ভাষাতে প্রস্তুত হইয়াছে এখনও আমারদিগের ভরসা আছে যে শ্রীযুত লেপটেনেন্ট এইটন সাহেব কর্ত্তৃক নেপালীয় ভাষা ও নেওয়ারীয় ভাষাতে দুই ব্যাকরণ প্রস্তুত হইবেক। যে সকল সাহেবেরা কোম্পানীর কর্ম্ম যোগ্য হইয়া কর্ম্মে চলিষ্ণু তাঁহারদিগের প্রতি কিছু হিতোপদেশ ও কর্ম্মের পরামর্শ বিধান কথনের যে সাবকাশ আছে তাহা আমি ত্যাগ করিতে পারি না আমার যে আবশ্যক কথা তাহার মূল আমি পূর্ব্বেই কহিয়াছি কিন্তু যে উপপদে তোমরা নিযুক্ত হইতেছ তাহাতে তোমারদিগের পুনঃ২ স্মরণার্থ আমার [illegible] আবশ্যকতা আছে কোম্পানীর কর্ম্মের প্রথম আবশ্যক ভারতবর্ষের ভাষা জ্ঞাত হওয়া তাহা আপন সম্ভ্রমে তোমরা জ্ঞাত হইয়াছ। এখন তোমরা ইহাহইতে ভারি কর্ম্মে নিযুক্ত হইবা তোমরা যে সকল কর্ম্মে নিযুক্ত হইবা ইহাহইতে ভারি কর্ম্ম মনের গোচরে আইসে না কালক্রমে তোমরা অত্যল্প লোক হইয়াও অনেক লোকের মধ্যে স্বদেশস্থেরদের প্রতিনিধি হইবা এবং স্বদেশের সম্ভ্রম ও দেশের ব্যবস্থা তোমারদিগের হস্তে সমর্পণ করা গেল। আমারদের রাজ্য এ দেশের সুখ কিম্বা দুঃখ জন্মাইবে সে তোমারদিগের হাতে। আমারদিগের অধীন লোক হইতে ধন্যপ্রাপ্ত হই কিম্বা শাপগ্রস্ত হই সে তোমারদিগের কর্ম্মদ্বারা প্রকাশ হইবেক এবং ভারতবর্ষীয় লোকেরা ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগের যেমত অনুরোধ রাখে ইহার তুল্য পৃথিবীর বিবরণের মধ্যে আহ্লাদীয় বিষয় নাই। এবং এই অতিশয় মহারাজ্য ভারতবর্ষ ইহার মধ্যে এই অনুরোধ প্রকাশ। চতুর্দ্দিগে দেখ ও আপনারদিগকে জিজ্ঞাসা করহ যে এ অনুরোধের মূল কি এবং দেখ আমারদিগের উপর তাবৎ ভারতবর্ষীয় লোকেরা কিরূপ ভরসা রাখে এবং আমারদিগের শিক্ষার উপর ও পরামর্শের উপর ও আমারদিগের প্রীতির উপর তাহারদিগের কি পর্য্যন্ত ভরসা। ও মধ্যে হিন্দুস্থানীয়েরদের যেঅপ্রভু বাক্য অর্থাৎ সুখ সে আমারদিগের দত্ত এই সকল আপন মনে বিবেচনা করিয়া কহ আমারদিগের [illegible]

কেরদিগের ওদ্যোগ ভিন্ন কি ইহা হইতে পারিত আরও এই স্নিগ্ধ বৃক্ষের একটী পাতা অকর্ত্তব্য কর্ম্মদ্বারা শুষ্ক করিও না কালক্রমে তোমারদিগের সকলকে এই চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে এই বৃক্ষের ডাল ও পাতা সর্ব্বদা স্নিগ্ধ থাকে। এ পর্য্যন্ত যে শিক্ষা করিয়াছ ইহাতেই কৃতকার্য্য হইয়াছ এমত মনে করিও না যেহেতুক যে ভাষাদ্বারা ভারতবর্ষীয় লোকেরদিগের মনের ওপরে যে অনুরোধ করিবা ইহার কিছু সংখ্যা নাই। যে বিষয় তাহারদিগকে জ্ঞাত করাইতে বাসনা করহ সে বিষয় স্থির রূপে ও কাঠিন্যরূপ প্রকাশ ভিন্ন অন্যরূপে কখন পারিবা না ভারতবর্ষীয় লোকেরদিগের কি রূপে ওপকার হয় ও স্বদেশের সম্ভ্রম বৃদ্ধি হয় শ্রীযুত কোম্পানির এতদ্ভিন্ন অন্য চেষ্টা নাই।

[illegible] তোমারদিগকে কহিব তোমরা সাধু স্বভাবে সর্ব্বদা সৎপথে থাক ইহাও আমার বলিবার আবশ্যক ছিল না যেহেতুক বালক কালাবধি যে শিক্ষা পাইয়াছ ও যে সকল লোকের মধ্যে সর্ব্বদা রহিয়াছ ইহাতে আমার ভরসা হয় যে ইহা আমার কহার আবশ্যক নাই তোমরা সর্ব্বদা সাবধান থাক ও খোসামুদে লোকের প্রতি কর্ণ অধিক দিও না ও গরীবের প্রতি কর্ণ বন্দ করিও না যে সকল কর্ম্ম তোমারদিগের হাতে সমর্পণ করা গেল তোমরা ইহা অন্যের হস্তে সমর্পণ করিও না যেহেতুক তাহারা কুকর্ম্মদ্বারা তোমারদিগের অসংভ্রম জন্মাইতে পারে আপন অন্তবর্গে সাবধান হও যাহাতে তোমার স্বাভিমত ধারণ হয় আর বহুব্যয়ী হইও না কিন্তু হইলে দুষ্ট হস্তে পতিত হইয়া তাহার বশীভূত হইবা এবং তোমার দায়ে গরীব লোকেরদের প্রতি অন্যায় করিয়া তোমারদিগের অসংভ্রম জন্মাইবেক ও শেষে সর্ব্বনাশ করিবেক ধৈর্য্য বলম্বনে গরীবের প্রতি অনুগ্রহ রাখিবা যদ্যপি গরীব লোকেরা নানা প্রকার সোর করে ও রোদন করে তথাপি তুমি ক্রোধ করিবা না যেহেতুক তাঁহারা অজ্ঞান এ কারণ তোমাকে ধৈর্য্য হইতে হইবেক তোমার সকল কর্ম্মের সঙ্গে দয়া রাখিবা এ প্রকার চলিলে এই২ ওপকার হইবেক আপনার ও স্বরাজ্যের সংভ্রম বৃদ্ধি হইবেক ও রাজশাসনের প্রীতি ও আপনারদিগের প্রীতি পাইবা ও তোমার চতুর্দ্দিগস্থ লোকেরা তোমার সম্মান রাখিবে ও প্রেম করিবে ও আপন অন্তঃকরণে সর্ব্বদা তুষ্ট থাকিবা এই সকল হইতে অধিক আর কি।

আশ্চর্য্য মৃত্যু।

জেলা নদীয়ার মধ্যে বীরনগর গ্রামে অর্থাৎ ওলাগ্রামের শ্রীযুত গোবিন্দজীবন মুখোপাধ্যায় বহুজন মান্য ও কুলীন অতি সাত্ত্বিক সদ্বংশজাত ও ধন সম্পত্তিতে ভাগ্যবন্ত তাঁহার এক সংসার তাহাতে প্রথম দুই কন্যা জন্মে পরে ক্রমে চারি বৎসরের এক মাসেতে চারি পুত্র জন্মিয়া ক্রমে এক মাসে পরলোক প্রাপ্ত হয় পূর্ব্বের দুই কন্যামাত্র অবশিষ্ট ছিল। তাহারা অতি সুন্দরী ও সুশীলা ও পিতৃ মাতৃ প্রিয়া। এইক্ষণে সন ১২২৭ সালের ১৮ শ্রাবণ মঙ্গলবার ইংরাজী সন ১৮২০ সাল ১ আগষ্ট তারিখে এই দুই কন্যার এক সময়ে জ্বর হইয়া ২২ শ্রাবণ ৫ আগষ্ট শনিবারে এক সময়ে মৃত্যু হইয়াছে এ অতি আশ্চর্য্য।

জাহাজ।

ইংগ্লণ্ডীয় রাজার যে জাহাজ কটকের নিকট মারা গিয়াছিল তাহাতে যে২ লোক রক্ষা পাইয়াছে তাহা১। অন্য তিন জাহাজে চড়িয়া গত শনিবারে খাজরিতে পঁহুছিয়াছে। রবিবারে মায়াপুরে পঁহুছিয়াছে সেখানে কোম্পানির হুকুমে ঘরদ্বার প্রস্তুত হইয়াছিল ও সেইখানে তাহারদিগকে ভাল রূপে রাখিয়াছে। এই জাহাজ মারা পড়াতে দুঃখ না হইয়া বরং ইহাতে আনন্দ হয় যে তাহার এক প্রাণীও মারা পড়ে নাই।

অপমৃত্যু।

গত ১ ভাদ্রে বালিয়া পরগণার ইজাপুর গ্রামের এক চাদাবোণার পাঁচ বৎসর বয়স্ক এক বালক ভোজন করিয়া পুষ্করিণীতে আচমন করিতে গিয়াছিল ইহা কেহ জানে না কিছু কাল পরে ঐ বালকের অন্বেষণ করিতে লাগিল তাহার অনুসন্ধান পাইল না। পরে রাত্রি হইলে আলো লইয়া অন্বেষণ করিয়া দেড়প্রহর রাত্রির সময়ে সেই পুষ্করিণীর কিনারাতে দেখিল যে ঐ লবালক মরিয়া ভাসিতেছে। পরে তাহাকে তুলিয়া রাখিল পর দিন যোং চণ্ডীতলার দারোগা আসিয়া তহকীক করিয়া সৎকার করিতে হুকুম দিলেন।

নৌকা ডুবি।

যোং কলিকাতার কুমারটুলির ঘাটে অন্যত্রের মহাজনেরা এক নৌকাতে চালু বোঝাই করিতেছিল নৌকা ডাঙ্গায় ঠেকিয়াছিল এ কারণ তাহারা বুঝিতে না পারিয়া অধিক চালু বোঝাই করিল। বোঝাই হইলে পর নৌকা ভাসাইতে চেষ্টা করিলে নৌকা ভাসে না পরে অনেক লোক একত্র হইয়া ঠেলিলে নৌকা যেমন বাহিরে গেল তেমন অধিক বোঝাই প্রযুক্ত ডুবি

সমাচার দর্পণ।

য়া গেল তাহাতে যে লোকেরা ছিল তা হারা সকলেই বাঁচিয়াছে কিন্তু অতিস্রোত প্রযুক্ত নৌকার ঠেকানা পাওয়া গেল না।

বানিজ্য।

তুলা এই সপ্তাহের মধ্যে বিস্তর ক্রয় বিক্রয় হয় নাই। উত্তম কাছোড়া তুলা একুশ টাকা করিয়া বিক্রয় করিতে মহাজন লোকেরা রাজী নহে। মীরজা পুরের তুলা বাজারে অত্যল্প আছে কিন্তু তাহার মুল্যের কিছু অন্যথা হয় নাই। মোং ভগবানগোলাতে কাছোড়া তুলার মুল্য ফি মোন আট আনা ন্যূন হইয়াছে এবং জালোন তুলার মুল্য ফি মোন সাত সিকা ন্যূন হইয়াছে। উত্তম কাপড় পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু দুর্ম্মূল্য হইয়াছে কিন্তু মোটা কাপড় সমভাবে আছে। সোরা এই সপ্তাহের মধ্যে অধিক ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে এই কারণ তাহার মুল্য ফি মোন চারি ছয় আনা অধিক হইয়াছে। চিনি মোং বানারসহইতে অনেক আমদানি হইয়াছে কিন্তু তাহার মুল্য কিছু অন্যথা হয় নাই। গোলমরীচ বাজারে অত্যল্প আছে গত সপ্তাহহইতে তাহার মুল্য চারি আনা অধিক হইয়াছে।

জিনিস আমদানি।

গত সপ্তাহের মধ্যে পশ্চিম দেশ হইতে এই২ জিনিস আমদানি হইয়াছে।

জিনিস	মোন
তুলা	২৬৬৫৪
চিনি	২২৩২৯
সোরা	১১২৩৫
সুপারি	৩০৪
সোহাগা	২০৬
নিলামল	।১০

বিবাহ বিষয়।

গ্রীক রাজ্যের অন্তঃপাতি কৃটিন দেশে বিবাহের বিষয়ে এইরূপ ব্যবহার ছিল যে সেখানকার কোন লোক আপন ইচ্ছাতে বিবাহ করিতে পারিত না ও পিতা মাতারা আপনারদের সন্তানেরদের বিবাহ দিতে পারিত না যদি কেহ বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিত তবে সে বিচারকর্ত্তার নিকটে গিয়া আপন অভিলাস জ্ঞাত করাইত তাহাতে বিচারকর্ত্তা তাহার তুল্য বয়েস ও তুল্য লম্বা ও তুল্য বল ইত্যাদি দেখিয়া এমন এক স্ত্রী অন্বেষণ করিয়া তাহার সহিত বিবাহ দিতেন। কৃটেন রাজান্যেরা আপনারদের কারণ বিবাহ করিত না কিন্তু রাজ্যের কারণ কেননা ঐ প্রকার বিবাহেতে যে সন্তান উৎপন্ন হইত তাহারা অতিশয় বলবান ও হৃষ্টপুষ্ট হইত এবং তাহারদের দ্বারা রাজ্য রক্ষা হইত যেহেতুক বিপক্ষেরা তাহারদের মুখ দেখিয়া ভীত হইয়া তাহারদের অধীন হইত। কৃটেন দেশে যে সকল কৃশ ও অঙ্গহীন বালকেরা উৎপন্ন হইত তাহার দিগকে তাহারা মারিয়া ফেলিত।

বাবিলোন দেশে এক ব্যবস্থা ছিল যে কন্যা বিবাহোপযুক্তা হইলে নিরূপিত স্থানে নিরূপিত সময়ে যাইত এবং সেখানে যুব পুরুষেরাও আসিত পরে ঐ স্থানে রাজ সভাস্থ লোকেরা সেই কন্যারদিগকে নিলামে ধরিয়া ডাকিত যাহার ডাক মঞ্জুর হইত সেই বিবাহ করিত তাহার মধ্যে যে বড় সুন্দরী তাহার নিলাম অগ্রে হইত তাহাহইতে ন্যূন সুন্দরী তাহার পর নিলাম হইত এই রূপ প্রথম তাবৎ সুন্দরী কন্যারদের ক্রমে নিলাম হইয়া বিবাহ হইত। পরে অঙ্গহীনা ও কুরূপা কন্যার ডাক না হওয়াতে সুন্দরী কন্যারদিগকে নিলাম করিয়া যত টাকা হইত সেই সকল টাকা দিয়া কুরূপারদিগের বিবাহ দেওয়াইত ভাগ্যবান লোকেরা টাকা দিয়া সুন্দরী স্ত্রী বিবাহ করিত এবং দুঃখী লোকেরা টাকা পাইয়া অঙ্গহীনা কুরূপা স্ত্রী বিবাহ করিত। পিতা আপন কন্যাকে আপন ইচ্ছাতে দান করিতে পারিত না এবং যে পুরুষ নিলামে কন্যা ক্রয় করিত সে সেই কন্যা ঘরে আনিয়া বিবাহ করিবে এই বিষয় রাজকীয় লোকেরদের নিকট জামিন দিয়া আসিত এবং ক্রয়ের পর যদি বিবাহে উভয় সম্মতি না হইত তবে কন্যা ফিরিয়া দিলে টাকা ফিরিয়া পাইত।

ইংগ্লণ্ডের রাজার অভিষেক।

ইংগ্লণ্ড দেশে রাজার অভিষেক হইতে অধিক আশ্চর্য্য কর্ম্ম নাই যে রাজা এখন সিংহাসনে বসিয়াছেন অর্থাৎ চতুর্থ জর্জ তিনি এই আজ্ঞা করিয়াছেন যে আগষ্ট কিম্বা সেপ্তম্বর মাসেতে আমি রাজাভিষিক্ত হইব এই ছয় মাসের মধ্যে অভিষেক দ্রব্য আয়োজন কর।

চীনার কাগজ।

চীনার কাগজ কি প্রকারে প্রস্তুত হয় তাহার বিশেষ কেহ জ্ঞাত হইতে পারেন নাই যেহেতুক সে দেশের মধ্যে কেহ প্রবেশ করিতে পারে নাই অতএব ইংগ্লণ্ড দেশের এক সংপ্রদায় এই হুকুম দিয়াছেন যে যে লোক সে বিষয়ের বিশেষ২ জানাইতে পারিবে সে চারি শত টাকা পারিতোষিক পাইবেক কিন্তু এ টাকা যে কেহ শীঘ্র পাইবেক এমত ভরসা হয় না যেহেতুক চীন দেশীয়েরা অন্যং দেশীয়েরদের বিষয়ে এমন ঈর্ষা করে যে তাহারা কাহাকেও আপনারদের দেশের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় না।

সমাচার দর্পণ।

ভেক আর সারস।

এক জলাশয়ে কথকগুলিন ভেক [illegible] করিত তাহারা স্বাস্থ্য হইয়া বিবেচনা করিল যে পৃথিবীর মধ্যে সকলেরি রাজা আছে আমারদিগের এক ব্যক্তি প্রধান রাজা স্বরূপ থাকা উচিত হয় ইহা মনে করিয়া পরমেশ্বরের স্থানে স্তবস্তোত্রপূর্ব্বক প্রার্থনা করিতে লাগিল ওহে জগৎপতি তোমার সৃষ্টিতে সকল জাতিতে রাজা [illegible] প্রতিপালন করিতেছে আমারদিগকেও এক জন প্রভু দেও। পরমেশ্বর কহিলেন যে তোমরা উত্তম অবস্থায় আছ রাজার আবশ্যকতা নাই কারণ অনধীন অবস্থা ভাল দেহ ধারণ করিয়া অধীন হওয়া বড় ক্লেশ তাহা না মানিয়া পুনর্ব্বার প্রার্থনা করিতে লাগিল তাহাতে দেবতা একখান শুষ্ক কাষ্ঠক্ষেপণ করিলেন আর কহিলেন যে এই তোমারদিগের রাজা ইহাকে মান্যতা করিও। ভেকেরা কাষ্ঠাকার রাজা পাইয়া তৎকালে অতিহৃষ্টচিত্ত হইয়া অতিসমাদরে বিনয়পূর্ব্বক ভূমিষ্ঠ হইয়া কাষ্ঠ রাজাকে প্রণাম করিল কিছু কাল এই রূপে গত হইল এক দিন তাহারদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি আর২ ভেকেরদিগকে কহিলেক যে অহে ভেক সকল আমারদিগের রাজা আসিয়াছেন অবধি কিছুই কহেন না চল ইহার নিকটে যাইয়া দেখি ইহার বিষয় কি এই কথা কহিয়া ক্রমে২ তাহার নিকটবর্ত্তি হইল তাহা দেখিল যে কাষ্ঠ রাজা কিছু কহিলেন না। পরে তাহার উপর আরোহণ করিয়া অতিকোলাহল শব্দপূর্ব্বক বারম্বার উল্লম্ফন করিয়া কহিলেক এ রাজা কাষ্ঠমাত্র আমারদিগের অকর্ম্মণ্য দেবতা আমারদিগকে প্রতারণা করিয়াছেন ইহা বলিয়া পুনর্ব্বার ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল। তখন পরমেশ্বর কোপিত হইয়া একটা বৃহৎ সারস পক্ষিকে পাঠাইলেন সারস ঐ জলাশয় ভেকাগারে আসিবামাত্রেই আপনার স্বাভাবিক অতিকর্কশ চীৎকার শব্দ করিতে২ ভেকেরদিগের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভেকেরা কহিল যে হাঁ উপযুক্ত পাত্র রাজার যোগ্য বটে ইহার যেমত ধ্যান তদনুসারে স্বর ইহাহইতেই আমরা সুখী হইব ইহা বিবেচনা করিয়া সসম্ভ্রমে প্রণাম করিতে আইলেন আর তৎক্ষণাৎ সারস আপন স্বধর্ম্ম প্রতিপালনপূর্ব্বক তাহারদিগকে ক্রমে২ ভক্ষণ করিতে লাগিল অনেক ভেকের নাশ হইলে অবশিষ্ট যাহারা ছিলেন তাহারা যাইয়া পুনর্ব্বার ভগবানের স্থানে প্রার্থনা করিলেন যে হে দেবতা রক্ষা করহ আমারদিগের এমত রাজায় প্রয়োজন নাই ইনি আমারদিগের রক্ষা করিবেন কি সর্ব্বনাশ করিলেন তখন দেবতা কহিলেন যে তোমারদিগের রাজা নহে এ শাস্তা এক্ষণে আর কোন উপায় নাই কেবল ধৈর্য্যাবলম্বন কর।

তাৎপর্য্য।

পৃথিবীতে এমন কোন পদ ও অবস্থা নাই যে অসন্তোষি মনকে সন্তোষ করে মনুষ্য যখন ভাল অবস্থায় থাকে তখন তাহা জানিতে পারে না আর তাহার পরিবর্ত্তন আকাঙ্ক্ষা করে আর মনুষ্যের দুরদৃষ্ট হয় তাহা প্রায় আপন স্বকৃত দোষ হইতে উৎপন্ন তাহারদিগের দুর্ভাগ্যের কারণ।

বাজার ভাও।

জিনিস	মোন	অবধি	পর্য্যন্ত
সুপারি	১	৩।০	৩।০
জেরগুা তৈল	১	২২	২০
গাছ মরিচ	১	৩	৪॥০
নারিকেল তৈল	১	১৩॥০	১৪।০
তুলা কাহোড়া	১	২২	০
আদা রঙ্গপুর	১	২।	২॥
পাটনাই আদা	১	২	২৵
চালু পাটনাই	১	২৸৶	৩
পাছড়ি উত্তম	১	২।৴	২॥৵
পাছড়ি মধ্যম	১	২৶	২।
মুগী উত্তম	১	১৸৴	১৸৶
মুগী মধ্যম	১	১৸	০
বাদাম	১	১৸	১৸৶
দুধা গোম	১	১॥৴	১॥৵
পাটনাই বুট	১	১৸	১৸৶
অড়হর ডালি	১	২।৶	২৸
উত্তমগায়া ঘৃত	১	২০	২০॥
মধ্যম ঘৃত	১	১৫	১৬
ভৈঁসা ঘৃত	১	১৭	১৭॥
মধ্যম ভৈঁসা	১	০	০
নীল উত্তম	১	০	০
মিছরি উত্তম	১	১৭	০
মধ্যম	১	১২॥	১৪
সোরা উত্তম	১	৬	৬।০
মধ্যম	১	৫॥	৫৸
চিনী কাশীর	১	৯॥০	১০
মধ্যম	১	৮	৮॥
খার চিনী	১	৩৸	৪৮
তেতুল	১	৬	৬৴
তামাকু	১	৩	৩॥
চন্দন	১	১৪	১৬॥

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ [illegible] তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে২ এক টাকা। যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাঁহার নিকট [illegible] না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার [illegible] তাহার নিকটে পাঠান যাইবেক।

তাহাতে সন ১৮১৫ সালে লঙ্কার রাজার সহিত যুদ্ধ হইয়া রাজার বাটী লুট করিয়া লুটিতবস্তুর মধ্যে এক সিন্দুক পাইল তাহাতে অনেক প্রকার বহুমূল্য অলঙ্কার ছিল তাহার মধ্যে এক রাজমুকুট বহুমূল্য প্রস্তরে স্বর্ণ জড়িত ও তদনুরূপ যুদ্ধ পরিচ্ছদ এই সকল আনিয়া যখন ইংগ্লণ্ডের রাজার নিকট দিল তখন রাজা দেখিয়া সে সকল বিক্রয় করিয়া টাকা আনাইয়া যুদ্ধের সৈন্যেরদিগের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন।

চুরি।

মোং বাঁসবাড়িয়ার কুঠীর সাহেব এক দিন আপন ঘরহইতে কর্ম্মান্তরে অন্যত্র গিয়াছিলেন ঘরে কেবল খানসামা ও দরোয়ান ছিল। সেই দিনে কুঠীতে সতের শত টাকা সিন্দুকে ছিল তাহা খানসামা জ্ঞাত হইয়া ঐ টাকা কি প্রকারে দরোয়ানের সম্মুখ দিয়া চুরি করিয়া বাহির হইবে ইহার আর উপায় না দেখিয়া শেষে বাজারে গিয়া এক হাঁড়ি মিষ্টান্ন ক্রয় করিয়া লইয়া কুঠীর মধ্যে গেল দরোয়ান জিজ্ঞাসা করিলে কহিল আমি একবার বাটী যাইব সেকারণ মিষ্টান্ন আনিলম। পরে সে মিষ্টান্ন অন্য কোন দ্বারদিয়া ফেলিয়া ঐ সতের শত টাকা ঐ হাঁড়ি পুরিয়া উপরে মিষ্টান্ন দ্বারা ঢাকিয়া অতি কষ্টে সে হাঁড়ি স্কন্ধে করিয়া দরোয়ানের সম্মুখ দিয়া আপন বাটী যাইয়া সেই টাকা আপন বাটীর নিকটে ভস্মের রাশির মধ্যে রাখিয়া আপন স্ত্রীকে কহিয়া পুনর্ব্বার কুঠীতে আইল। কিছু কাল পরে সাহেব কুঠীতে আসিয়া কর্ম্মক্রমে দেখিলেন যে টাকা নাই। পরে খানসামাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল আমি কিছু জানি না দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল আমি কিছু জানি না পরে দরোয়ানকে ভয় দেখাইয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল যে আমি আর কিছু জানি না কেবল খানসামা এক হাঁড়ি মিষ্টান্ন লইয়া বাটী গিয়াছিল সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন মিষ্টান্নের হাঁড়ি কি প্রকারে লইয়া গেল দরোয়ান কহিল স্কন্ধে করিয়া কষ্টেতে লইয়া গেল তাহাতে কোন ভারি বস্তু ছিল এমত বোধ হইল। সাহেব তাহাকে বিতর্ক করিয়া বাহিরং থানায় লোক পাঠাইলে থানাদার ঐ খানসামার বাটীতে চারি জন বরকন্দাজ পাঠাইলে তাহারা তাহার বাটী যাইয়া কিছু সন্ধান না পাইয়া ফিরিয়া আইসে এই সময়ে ঐ খানসামার স্ত্রী আর এক ধামা ভস্ম লইয়া যেস্থানে টাকা ছিল সেই স্থানে ঢালিয়া দিল বরকন্দাজেরা তাহা দেখিয়া পুনর্ব্বার ফিরিয়া যাইয়া সেই ভস্মের মধ্যে ঐ সতের শত টাকা পাইয়া সাহেবকে সমাচার দিল পরে খানসামাকে হুজুর চালান করিয়াছে তাহাতে সে কয়েদ হইয়াছে শেষ কিছু জানা যায় নাই।

খুন।

ফ্রান্স দেশে এক জন স্ত্রীলোক কিছু টাকা লইয়া অন্য দেশে যাইতেছিল এক দিবস রাত্রিকালে এক স্থানে মঞ্জিল করিল সে মঞ্জিলের কর্ত্তা এক স্ত্রী ও তাহার দুই পুত্র। এই তিন জনে পরামর্শ করিল যে দুই প্রহর রাত্রির সময়ে ইহাকে বধ করিয়া টাকা লইব। সেই পথিকা স্ত্রীও ইহারদিগের ভাব দেখিয়া সন্দেহ করিয়া কিছু ভীতা হইল তাহা জানিয়া গৃহস্থা স্ত্রী তাহাকে অভয় দিয়া কহিল যে তুমি কিছু সন্দেহ করিও না যদি সন্দেহ করহ তবে বরং আমি তোমার নিকটে শয়ন করিব। পরে তাহারা আহারাদি করিয়া দুই জন স্ত্রী লোক একত্র শয়ন করিল। যেখানে শয়ন করিল ঐ দুই পুত্র তাহা দেখিয়া নিশ্চয় করিয়া রাখিল পরে গৃহস্থা স্ত্রীর নিদ্রা হইলে পথিকা স্ত্রী উঠিয়া তাহাকে সরাইয়া আপনার স্থানে রাখিয়া তাহার স্থানে আপনি শয়ন করিল। পরে দুই প্রহর রাত্রির সময়ে ঘোর অন্ধকারে ঐ দুই পুত্র উঠিয়া গৃহ মধ্যে যাইয়া পূর্ব্বদৃষ্ট পথিকা স্ত্রী জ্ঞানে আপন মাতার বক্ষস্থলে অস্ত্রাঘাত করিল তাহাতে সে সোর করিয়া উঠিয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। সোর শুনিয়া নিকটস্থ লোকেরা আইল ইহা দেখিয়া সে দুই জন পলাইল পরে তাহারদিগের অন্বেষণ করিয়া আনিয়া কএদ করিয়াছে।

কুম্ভীর।

গত ৪ আগস্ত শুক্রবার বাঙ্গালা ২১ শ্রাবণ মোং হবিবপুর গ্রামের এক মদকের স্ত্রী অনুমান ত্রিশ বৎসর বয়স্কা গঙ্গাস্নানে গিয়াছিল ও তাহার সহিত তারং স্ত্রীলোকও ছিল। ঐ মদকের স্ত্রী গাত্রমার্জনা করিয়া স্নানার্থে জানু জলপর্য্যন্ত যাইতে কুম্ভীরে ধরিল তাহাতে ঐ স্ত্রী বড় আর্ত্তনাদ করিয়া অন্যাং স্ত্রীলোকেরদিগকে কহিল যে আমাকে কুম্ভীরে ধরিয়াছে। তাহারা বড় সোর করিয়া কহিতে লাগিল যে ফলানা মদকের স্ত্রীকে কুম্ভীরে লইয়া যায় পরে কোন পুরুষকে ঘাটে না দেখিয়া তাহারা রোদন করিতে লাগিল। পরে কুম্ভীরগ্রস্তা স্ত্রী আপন শরীরের কতক গহনা খুলিয়া শীঘ্র ডাঙ্গায় ফেলিয়া দিল ও কহিল যে আমার এইরূপ মৃত্যু বৃত্তান্ত বাটীতে কহিবা এই কথা কহিতেং জলে মগ্ন হইল। কিছু কাল পরে

সমাচার দর্পণ।

কুম্ভীরে পুনর্ব্বার তাহাকে মুখে করিয়া ভাসিয়া উঠিল ইহা দেখিয়া লোকেরা ধরিতে গেলে সে পুনর্ব্বার জলে মগ্ন হইল আর উঠিল না। তাহার তিন দিবস পরে ঐ কুম্ভীর তারাপুর গ্রামের নিকটে উঠিয়াছিল তাহা দেখিয়া সকল লোকেরা একত্র হইয়া তিন খান পলয়ার নৌকা ও অস্ত্র লইয়া তাহার পশ্চাৎ যাইয়া কুম্ভীরকে মারিয়া ডাঙ্গায় তুলিল তাহাতে দেখা গেল যে ঐ কুম্ভীর দীর্ঘ দশ হস্ত।

ঐ সময়ে রানাঘাটের শ্রীযুত পাল চৌধুরিরা মোং কালনাহইতে বাটী যাইতে ছিলেন তাহারা ইহা দেখিয়া তুষ্ট হইয়া ঐ কুম্ভীরনাশকেরদিগকে পারিতোষিক দিয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন।

ঐ হবিবপুরের এক জন কলু শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রহইতে বাটী আসিয়া স্নানে গিয়াছিল তাহাকে লোকেরা কহিল যে এরূপ নিঃশঙ্ক হইয়া জলে অধিককাল থাকা ভাল নহে যেহেতুক অতিশয় কুম্ভীরের ভয় হইয়াছে ইহা শুনিয়া কলু হাঁসিয়া কহিল যে এত দুর্গম রাস্তা ফিরিয়া আইলাম তাহাতে মৃত্যু হইল না অতএব বুঝি আমার মৃত্যু নাই। যদি কুম্ভীর আমাকে লয় তবে আমি শীঘ্র মুক্ত হই এই কথা কহিতেং কুম্ভীর আসিয়া তাহাকে মুক্ত করিল।

চুর্ণী নদীর ধারে রানাঘাটের উত্তর হালালপুর গ্রামের এক স্ত্রীলোক স্নানার্থে চুর্ণী নদীতে গিয়াছিল। সে স্ত্রী অল্প জলে বসিয়া গাত্রমার্জনা করিতেছিল এই সময়ে কুম্ভীর আসিয়া লাঙ্গুলের আঘাত করিয়া তাহাকে জলে ফেলিয়া ধরিয়া ডুব দিল এইমাত্র লোকেরা দেখিল আর কিছু দেখিতে পাইল না।

মোং আড়ংঘাটার নীচে চুর্ণী নদীর পূর্ব্বপারের ঘাটে এক মালিয়ার কন্যা জল আনয়নে গিয়াছিল সে কলসীতে জল পুরিতেছিল এ সময়ে পশ্চিম পারে এক কুম্ভীর ডুব দিল তাহা দেখিয়া ঘাটের সকল লোক সাবধান হইল। কন্যাকেও ডাঙ্গায় উঠিতে কহিল তাহা সে না শুনিয়া জল পুরিতে লাগিল এই সময়ে অতিবেগে কুম্ভীর আসিয়া তাহাকে লইয়া গেল। এবং যে স্থানে পূর্ব্বে ডুব দিয়াছিল সেইস্থানে একবারমাত্র উঠিয়া যে ডুবিল আর কেহ দেখিতে পাইল না।

নৌকা ডুবি।

১৪ আগষ্ট সোমবার বাং ৩১ শ্রাবণ মোং বলাগড়ের গঞ্জের নীচে রাত্রিকালে একখান ঘাসের নৌকা ডুবিল পরে অতিশয় স্রোতে ঘাস ভাসিয়া চলিল নৌকার লোকেরা সেই ঘাস অবলম্বন করিয়া তাহার দুই ক্রোশ অন্তর মোং চাকদহপর্য্যন্ত আসিয়া কিনারা পাইয়া প্রাণ বাঁচাইল। লোক এক জনও মরে নাই কিন্তু অতিস্রোতপ্রযুক্ত নৌকার অন্বেষণ পাওয়া গেল না।

এ বৎসর বন্যার অতিশয় বেগ হইয়াছে তাহাতে লোকেরা নৌকাতে গমনাগমনে সর্ব্বদা সাবধান হইতেছে। এক বজরা পশ্চিমদেশহইতে কলিকাতা আসিতেছিল পরে গত শুক্রবারে কলিকাতার নিকটে একখান ভড়ের উপরে পড়িয়া ডুবিয়া গেল বজরার মধ্যে ইংগ্লণ্ডীয় দুইটি কন্যা ছিল তাহারা অতিকষ্টে সেই ভড়ে উঠিয়া প্রাণ রক্ষা করিল তাহার নিকটে এক জাহাজী সাহেব ছিল সে দেখিয়া ঐ দুই কন্যাকে আপন নৌকায় উঠাইয়া আরমানীর ঘাটে পঁহুছাইয়া দিল।

পুলিস।

শহর কলিকাতার পুলিসে এক নূতন ব্যবস্থা হইয়াছে। পূর্ব্ব পুলিসের যেং বিচারকর্ত্তারা আছেন তাহারা থাকিবেন কিন্তু তাহারদের সহিত এইং সাহেব লোকেরাও তৎকর্ম্মে নিযুক্ত হইবেন। শ্রীযুত মেজর বৈুজাণ্ড সাহেব ও শ্রীযুত কাপ্তান হিগিন্স সাহেব ও শ্রীযুত কাপ্তান পাটন সাহেব প্রভৃতি।

জিনিশ রপ্তানি।

১ জুলাই অবধি ৩১ জুলাই পর্য্যন্ত এক মাসের মধ্যে শহর কলিকাতাহইতে এইং জিনিশ নানা দেশে গিয়াছে।

জিনিশ	মোন
তুলা	১১৮৪৯
চিনী	৪৭৮৯০
সোরা	২২২৪৩
রুট	১০৯৬
নীল	১৯০৬
চালু	১৫৩০৪ বস্তা
কাপড়	১৩৩২৯১ থান

রূপা ও স্বর্ণ আমদানী।

১ জানুআরি অবধি ৩১ জুলাইপর্য্যন্ত সাত মাসের মধ্যে এক কোটি আটত্রিশ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার পাঁচ শত পঞ্চাশ টাকার রূপা ও পোনর লক্ষ বাহাত্তরি হাজার ছয় শত তেহত্তরি টাকার স্বর্ণ আমদানী হইয়াছে।

ভ্রম।

ইংগ্লণ্ডে এক স্থানে চারি পাঁচ জন বসিয়া মড়কের বিষয় গল্প করিতেছিল তাহাতে তাহারদের মধ্যে এক জন ঐর্লণ্ড উপদ্বীপের লোক ছিল সে কহিল যে আমারদের দেশে এবিষয় অতিশয় আশ্চর্য্য যেহেতুক রাত্রিকালে লোকেরা সুস্থ

শরীরের শয়ন করিয়া প্রাতঃকালে মৃত উঠিত যেমন বাঙ্গলা দেশের মধ্যে ওলা তেমন ইংগ্লণ্ডের মধ্যে ঐর্লণ্ড।

—

আশ্চর্য্য সাহস।

ইংগ্লণ্ডে আলেক্সান্দ্র নামে এক সাহেব গাড়িতে চড়িয়া আপন ঘরে আসিতেছিলেন রাস্তাতে এক স্থানে ঘোড়া ফিরাইতে কোঁচমেন গাড়িহইতে দূরে পড়িল পরে ঐ দুরন্ত ঘোড়া সাহেব শুদ্ধা গাড়ি লইয়া অতিবেগে দৌড়িল। এই সময়ে তাহার অগ্রে এক ছোকরা আসিতেছিল সে ইহা দেখিয়া আপন ছাতা ফিরাইয়া ধরিয়া ছাতার বাঁটি ঘোড়ার লাগামে লাগাইয়া দৃঢ়রূপে ছাতা ধরিল। কিন্তু ঘোড়া অতিবেগে দুইটি হাতপর্য্যন্ত তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইয়া স্থির হইল। তাহাতে কাহারো কোন আঘাত হইল না।

—

এক বৃদ্ধ সিংহ আর পশ্বাদিগণ।

এক সিংহ যৌবনাবস্থায় অতিশয় দুর্বৃত্ত ও অপকারী ও নিষ্ঠুর ছিল বয়োধিক হইলে অত্যন্ত দুর্ব্বল ও জরাগ্রস্ত হইয়া চলিবার শক্তিহীন হইয়া আপন কোঠরে পড়িয়া থাকেন আহার অভাবে অতিক্ষীণ হইয়া বনস্থ পশ্বাদিগণের স্থানে যাচ্ঞা করেন কিন্তু কেহ দেয় না বরং অনেকে তাহার পূর্ব্ব ব্যবহার স্মরণ করত তাহার প্রতিফল দেওনার্থে ইচ্ছাক্রমে সিংহের অপমান করে। সিংহের আর ক্ষমতা নাই যে তাহারদিগকে প্রতিযোগিতা করেন সুতরাং সর্ব্বদা ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকেন এক দিন এক গর্দ্দভ তাহার নিকটে যাইয়া সিংহের পূর্ব্ব ব্যবহার জন্য নানাবিধ ভর্ৎসনা করত তাহাকে পদাঘাত করিল তাহাতে সিংহের প্রাণবিয়োগ হইল। মরণকালে সিংহ কহিতে লাগিল যে হায় আমি কেন এমত দুর্বৃত্ততা ও নিষ্ঠুরতা ও কুব্যবহার করিয়াছিলাম তাহার ফল পাইলাম যদি সে পশ্বাদিগণের সহিত সদ্ব্যবহার করিতাম তবে এক্ষণে তাহারা আমার রক্ষা ও উপকার করিত।

তাৎপর্য্য।

রাজা যদি আপন অবস্থায় থাকিয়া প্রজারদিগের সহিত সদ্ব্যবহার ও প্রেম দ্বারা তাহারদিগকে বাধ্য না করেন আর ভাল করিবার ক্ষমতা থাকিতে পরোপকার ও দয়া প্রকাশ না করেন তবে যখন তাহার সে ক্ষমতা যায় তখন তাহার কেহ আত্মীয় হয় না আর সেই প্রজারা বিপরীত হয়। অতএব মনুষ্যের উচিত হয় যে মনে সর্ব্বদা বিবেচনা করে যে কালেতে সকলের লয় হইবেক আর ঐ কালের শকটের চাকা মনুষ্যের মস্তকের উপর ফিরিতেছে তৎকর্ত্তৃক ছোট বড় সকলে মৃত্তিকাতে লীন হইবেক তখন সদ্ব্যবহার আর্য্যাচরণ ব্যতীত কেহ উপকারে আসিবেক না। অতএব উচিত হয় উত্তম অবস্থায় থাকিতে সকলেরি মঙ্গল চিন্তা করে ইহার বিপরীতাচরণ করিলেই সময়ে তাহার প্রতিফলপ্রাপ্ত হয় আর সে ব্যক্তি পূর্ব্বের অবিবেচনা কর্ম্ম স্মরণ করিলেই মহাক্ষুব্ধ হয়।

বাজার ভাও।

জিনিস	মোন	অবধি	পর্য্যন্ত
সুপারি	১	৩।০	৩॥০
ভেরেণ্ডা তৈল	১	২২	২৩
গাছ মরিচ	১	৩	৪।০
নারিকেল তৈল	১	১৪॥০	১৫
তুলা কাছোড়া	১	২২	০
আদা রঙ্গপুর	১	২।০	২।৵
পাটনাই আদা	১	২	২৵
চাল পাটনাই	১	২৸৵	৩
পাছড়ি উত্তম	১	২॥/	২॥৵
পাছড়ি মধ্যম	১	২৶	২॥
মুগী উত্তম	১	১৸/	১৸৵
মুগা মধ্যম	১	১৸০	০
বালাম	১	১৸০	১৸/
দুধা গোম	১	১॥	১॥৵
পাটনাই বুট	১	১৸০	১৸/
অড়হর ডালি	১	২॥৵	২॥৶
উত্তমগাওয়া ঘৃত	১	২০	২০।
মধ্যম ঘৃত	১	১৫	১১
ভৈসা ঘৃত	১	১৭	১৭।০
মধ্যম ভৈসা	১	০	০
মোমবাতী	১	৫০	৫৭
মিছরি উত্তম	১	১৭	০
মিছরি মধ্যম	১	১২॥০	১৩
সোরা উত্তম	১	৬	৬।০
মধ্যম	১	৫॥০	৫৸০
চিনী কাশীর	১	৯॥০	১০
মধ্যম	১	৮	৮॥০
খার চিনী	১	৩৸০	৪।০
তেতুল	১	৸০	৶
তামাকু	১	৩	৫॥০
চন্দন	১	১৪	১৬॥০

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে২ এক টাকা যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকট কাগজ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাহার নিকটে পাঠান যাইবেক।

সমাচার দর্পণ

১১০ সংখ্যা। শনিবার। ২ সেপ্তম্বর সন ১৮২০। ১৯ ভাদ্র সন ১২২৭।।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে ॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা দুই টাকা বার আনা প্রিমিয়ম। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা দুই টাকা ছয় আনা প্রিমিয়ম।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

২	সেপ্তম্বর	শনিবার	১৯	ভাদ্র
৩	ঐ	রবিবার	২০	ঐ
৪	ঐ	সোমবার	২১	ঐ
৫	ঐ	মঙ্গলবার	২২	ঐ
৬	ঐ	বুধবার	২৩	ঐ
৭	ঐ	বৃহস্পতিবার	২৪	ঐ
৮	ঐ	শুক্রবার	২৫	ঐ

কোম্পানীর রসিদ হারাণ।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সন ১৮১৯ সালের ৮ দিসেম্বর তারিখের শতকরা ছয় টাকা সুদের গোয়ালিয়ার রসিদ বারানসের শ্রীযুত জুলদাস ও শ্রীযুত হজরিমল্লনামে র ১২২ লম্বরের ৪০০০ টাকা ১১৫ লম্বরের ৭০০০ টাকা ১১১ লম্বরের ৯০০০ টাকা একুনে বিশ হাজার টাকার তিন রসিদ হারাই য়াছে।

বাঙ্কনোট হারাণ।

সন ১৮২০ সালের ১৪ আগস্ত তারিখে শ্রীযুত ভাগবত দত্তের ৯২০২ লম্বরের ২৫০ টাকার এক বাঙ্কনোট হারাইয়াছে এনো টের টাকা দিতে বাঙ্কে বন্দহইয়াছে।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে।

এক গবরণমেণ্ট শিক্কপরলেস্থ পদ্রমে শ্বরি নোট ২০৫৮ নম্বর ৩১৪৮ লম্বরের তারিখ ফোর্ট উইলেম ৩০ জুন ১৮১৩ সাল মবলগে সিক্কা ১০০০০ টাকার বরায়ে ডি এ ওবরবেক সাহেব ও জি হরকেলাট সাহেব ও মোক্তার জি পলসর সাহেব ঐ নোট ৪ আগস্ত তারিখে খোয়া গিয়াছে ইহার শুদ্র ও কাগজ আকাউন্টান জানেরেল ত্রেজরি এবং একৌন জানেরেল আফিসে বন্দ হইয়াছে কোন ব্যক্তি ঐ নোট লইয়া আইসে তাহাকে সুন্দর পুরস্কার দেওয়া যাইবেক ইতি।

ইস্তাহার।

মোং কলিকাতার মধ্যে পুলিসে যেং সাহেব লোক নিযুক্ত হইলেন তাহা সকল লোককে জানাইবারকারণ শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব ইস্তাহার দিতেছেন।

শ্রীযুত জর্জ বালার্দ সাহেব
শ্রীযুত জেরিমিয়া বৈুআঙ্ক সাহেব
শ্রীযুত হেনরি জেম্স চিপিণ্ডেল সাহেব
শ্রীযুত আলেক্জান্দর কলবিন সাহেব
শ্রীযুত হরবর্ট কম্পটন সাহেব
শ্রীযুত জন গিলমোর সাহেব
শ্রীযুত জর্জ জেম্স গর্ডন সাহেব
শ্রীযুত বেঞ্জমিন হেমিং সাহেব
শ্রীযুত চার্ল্স তমসন হিগিন্স সাহেব
শ্রীযুত হেনরি ওলিয়াম হবহৌস সাহেব
শ্রীযুত জেমস্ মনরো মেকনাব সাহেব
শ্রীযুত দেবিদ মাকফারলেন সাহেব
শ্রীযুত জন মলেবিল সাহেব
শ্রীযুত জর্জ মনি সাহেব
শ্রীযুত চার্ল্স পাটন সাহেব
শ্রীযুত রথরিক রবর্টসন সাহেব
শ্রীযুত আলেক্জান্দর রবর্টসন সাহেব
শ্রীযুত তমস্ এম্ব্রোস্ সা সাহেব
শ্রীযুত দবিদ কারমেকিল স্মিথ সাহেব
শ্রীযুত জেম্স যং সাহেব

শ্রীশ্রীযুতের আজ্ঞানুসারে এই সকল প্রকাশিত হইল

হরলিঙ বি বেলি সেক্রটরি

নিমকের ইস্তাহার।

সন ১৮২০ সাল ২০ সেপ্তম্বর মতাবেক বাঙ্গালা সন ১২২৭ সাল ৬ আশ্বিন রোজ বুধবার এবং তাহার পর যেতক সকল লবণ বিক্রয় হয় মোং কলিকাতা এক্সচেঞ্জরুমে মতাবিক ১৩০০০০০ তের লক্ষ মন লবণ শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকারে বিক্রয় হইবেক তাহার তপসিল নীচে লেখা যাইতেছে। ফি লাট ১০০০ হাজার মন ফি সের ৮২ সিক্কা ওজন ফি লাট ১ টাকা বায়না দিয়া সওদা পাকা করিবেক ও যে মোকামের লবণ বিক্রয় হইবেক সেখানহইতে খরিদারান চালান করিবেক সে সকল মোকামের তপসীল বড় ইস্তাহার যাহা বোর্ড পরমিটে ও নমক আফিসদপ্তরে লটকান গেল যে ১৩০০০০০ মন লবণ বিক্রয় হইবেক তাহার নিয়মিত সরত সহিত তপসীল।

সমাচার দর্পণ।

জেলা	ওজন	আবাদ লেখনী খালাস	গড় লেখনী	বেবাক টাকার মূল্য
হিজলী	৩৮০০০০			
তমলুক	২২৫০০০			
২৪ পরগণা				
পুরুগুম	১৩০০০০			
পশ্চিম				
গুম	১১৮০৮০			
ভুলুয়া	১২০০০০			
চাটীগ্রাম	৪০০০০			
শালিখা				
কটকপাড়া	১০৭৯৯৮			
করকচ	৬৩৯৮৪৫			
মান্দরাজ				
পরিমিট	১৫০০০০			
ক্রোকী	৯২			
নারায়ণ গঞ্জ				
ক্রোকী	৬৫			

সাগুরি ক্ষার ফি শত ৭০ টাকা।
খাসের ক্ষার ফি শত ৭০ টাকা।
সুকল সনদের টাকার মেয়াদ নিলামের পর তিন মাস কিস্তি কিস্তি মধ্যে টাকার মেয়াদ ১৮২১ সালের ১ কিস্তিবাদি।

১৩০০০০০

কোম্পানীর কাগজ কিম্বা রোক টাকা নিলামের শেষ দিবসের পর দশ দিবসের মধ্যে দাখিল করিতে হইবে যদি দাখিল না করে তবে ঐ লবণ নগদ টাকাতে পুনর্বার নিলামে বিক্রয় হইবেক তাহাতে যে মুনাফা হইবে সে সরকারেরও যে খেসারত হইবেক ও খরচ হইবেক সে প্রথম খরিদারানের লাগিবেক। বিমজীয় খুঁয়ে সাহেবান বোর্ড পরিমিট ও নমক ও আফিমদপ্তর। ইতি সন ১৮২০ ইঙ্গরেজী ২৮ আগস্ত মতাবক বাঙ্গলা সন ১২২৭ সাল ১৪ ভাদ্র।

সমাচার দর্পণ।

বাণিজ্য।

গত সপ্তাহে তুলা বিক্রয় অল্প হইয়াছে এবং সাবেক মূল্য নূন করিতে লোকেরদিগের চেষ্টা হইতেছে গত সপ্তাহে আঠার টাকা দামে কেবল দুই শত গাইট তুলা বিক্রয় হইয়াছে ভাগবান গোলাতে ঘি মনে চারি আনা মূল্য নূন হইয়াছে এবং মীরজাপুরে ঘি মন বার আনা নূন হইয়াছে।

বিলাতি জিনিসের যে মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছিল পুনর্বার জাহাজি আমদানী হওয়াতে তাহা হ্রাস হইয়াছে এবং এমত অনেক রকম জিনিস আছে যে শতকরা ত্রিশ টাকা লোকসান দিলেও বিক্রয় হয় না।

ইংগ্লণ্ড দেশের ব্যয়।

ইংগ্লণ্ড দেশের ব্যয় এমত যে শুনিয়া লোকেরা প্রায় বিশ্বাস করে না। ১৮১৯ সালে তিপ্পান্ন কোটি ষাটি লক্ষ টাকা ব্যয় হয়, তত্তুল্য আয়ও হইয়াছে সে ব্যয় এই অনুসারে হইয়াছে।

রাজ্যের কর্জের সুদ সাঁইত্রিশ কোটি ষাটি লক্ষ টাকা দেওয়া যায় মহারাজার নিজখরচ ও ভুজারের খরচ ও নানা দেশে উকীলের খরচ ছেয়ানব্বই লক্ষ টাকা। যুদ্ধের জাহাজের খরচ পাঁচ কোটি বার লক্ষ টাকা। সৈন্যের খরচ সাত কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা। তোপখানার খরচ ছেয়ানব্বই লক্ষ টাকা বাজেখরচ এক কোটি তেহত্তরি লক্ষ টাকা। রাজকর সঞ্চয় করিবার কারণ তিন কোটি চৌয়াল্লিশ লক্ষ টাকা এবং তাহাতে দশ হাজার লোক নিযুক্ত আছে। ইংগ্লণ্ড দেশে এমত বস্তু নাই যে তাহার উপরে টেক্স নাই মাথার ও পরে থাকে কিম্বা মুখের মধ্যে যায় কিম্বা পদতলে থাকে কিম্বা উপরে আকাশেও মধ্যে পৃথিবীতে ও জলের মধ্যে যে বস্তু আছে সে সকলের উপরে টেক্স আছে।

ইংগ্লণ্ড দেশে স্ত্রীলোক ও পুরুষ ও বালকাদি যত লোক আছে আর যত টেক্স জমা হয় ইহা গড়ে বিবেচনা করিলে প্রত্যেক লোকের উপর সম্বৎসরে ২৮ টাকা টেক্স হয়। পৃথিবীর মধ্যে এমত দেশ নাই যে এত টাকা আয় ও এত টাকা ব্যয় ও এত টাকা টেক্স।

গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ।

গঙ্গাসাগর উপদ্বীপের অধ্যক্ষেরা বন কাটান ও লোক বসতি করিবার কারণ গত কল্য টৌনহালে অর্থাৎ সাধারণ ঘরে সকলে একত্র হইয়া যে২ বিষয় স্থির করিয়াছেন তাহার কিছু জানা যায় নাই বিশেষ জানিলে ছাপান যাইবেক। কিন্তু গত বৎসরে যত টাকা ব্যয় হইয়াছে ও যত কর্ম্ম হইয়াছে তাহা জানা গিয়াছে সে সকল ছাপান যাইতেছে। গত ২৯ জুলাই পর্যন্ত চতুরস্র দুই ক্রোশ বন কাটিয়া পরিষ্কার হইয়াছে তাহাতে ঊনত্রিশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে এক্ষণে দেখা গেল যে সে স্থান অতিশীড়ার বিশেষত সেপ্তম্বর মাস। তাহাতে গত সেপ্তম্বরে যে২ অধ্যক্ষ সাহেবেরা সেখানে ছিলেন তাঁহারা প্রায় সকলেই পীড়িত হইয়া আসিয়াছেন ইহাতে তাঁহারদিগের কর্ম্মের অনেক ক্ষতি হইয়াছে। পরে অধ্যক্ষ সাহেবেরা ঐ উপদ্বীপের নিকট অন্য এক ছোট উপদ্বীপের বনও কাটাইতে আরম্ভ করিয়াছেন তাহার উদ্দেশ্য এই যে শ্রীযুত বড় সাহেব ঐ স্থানে একটা ভাণ্ডারা করিবেন। এখন এক সময়ে পাঁচ স্থানে বন কাটান যাইতেছে এক স্থানে পঁচিশ ঘর মগ আসিয়া বসতি করিয়াছে এবং আপন জাতি আরও সেখানে আইসে এমত

চেষ্টা আছে তাহারা ভূমির বিঘা চুক্তি করিয়া লইয়া বন কাটিতেছে।

এখন শ্রীশ্রী কপিলদেবের আশ্রমের চতুর্দ্দিগের বন কাটান হইয়াছে তাহাতে ব্যাঘ্রাদির ভয় নাই লোক স্বচ্ছন্দে যাইতে পারে।

জল বিষয়।

সেখানে চতুর্দ্দিগে সমুদ্রের জল অতিশয় লবণ ও তাহার মধ্যের জলও লবণ সে কারণ সাহেবেরা দুই নৌকা মিষ্ট জল আনাইয়াছেন। পাকাদি ব্যাপারও তদ্দ্বারা হইতেছে। সেস্থানে যে উর্ব্বরা জমী ও অল্প খননে জল ওঠে সে জল লবণ। এবং যে ভূমি শক্ত ও অধিক খননে জল ওঠে সে জল ভাল।

এক জন মজুরের অগ্রগামী ছিল তাহাকে ব্যাঘ্রে খাইল আর এক জন শ্রীযুত পামর সাহেবের বন কাটিতেছিল তাহাকেও বাঘে মারিল আর এক জনকে বন হইতে বাহিরে আসিয়া ধরিয়া লইয়া গেল গত এক বৎসরের মধ্যে এই তিন জনকে মাত্র ব্যাঘ্রে মারিল। ঐ পাঁচ স্থানের মধ্যে এক স্থানে দুই শত বিঘা ভূমি প্রস্তুত ফসল জন্মিতেছে সে স্থানের বন কাটাইতে ঊনত্রিংশ হাজার নয় শত ঊনপঞ্চাশ টাকা খরচ হইয়াছে। এক স্থানে সাত হাজার ছয় শত আটাইশ টাকা খরচ হইয়া পঞ্চাশ বিঘা ভূমিতে ফসল হইয়াছে। আর সাড়ে ছয় শত বিঘা বন কাটান হইয়া পুষ্করিণী কাটান হইয়াছে ক্রমাগত পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ হইয়াছে এখন সে উপদ্বীপ যে প্রস্তুত হইবেক এমত ভরসা জন্মিতেছে।

বন্যা।

যে সকল ভূমিতে বন্যার জল ওঠে সে সকল ভূমির ধান্য কাটা হইয়াছে বিশেষত ঐ বৎসর বর্ষা ন্যূন রৌদ্র অতিশয় ইহাতে নিরুদ্বেগে ধান্য কাটা হইয়াছে এবং নীলও যে কাটিতে বাকী আছে সেও উত্তম হইল কিন্তু নীলকারকেরা বন্যার বৃদ্ধি অতিশয় দেখিয়া প্রায় কাটিয়াছে ১ আগস্ত তারিখ অবধি ১৫ আগস্তপর্য্যন্ত অতিশয় বন্যার বৃদ্ধি হইয়াছে। গঙ্গাতে দুই ফুট সাত বুরুস জল বাড়িয়াছে গত বৎসরে ২০ সেপ্তম্বর তারিখে গঙ্গাতে যে জল হইয়াছিল এই বৎসর ১৫ আগস্ত সে জল হইয়াছে।

খুন।

মোং কলিকাতায় হাতিবাগানে শ্রীরাম দুলালচূড়ামণির এক পুত্র উন্মত্ত আছে গত সপ্তাহের মধ্যে এক রাত্রে তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল ও সে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া মিনতি করিয়া কহিল যে আমাকে আহার দেও ও বন্ধন খুলিয়া দেহ তাহার সুবারা রূপ কথা শুনিয়া তাহাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া আহারাদি দিল। পরে আহার করিয়া স্থির হইয়া শয়ন করিয়া নিদ্রা গেল। তাহার স্ত্রী সাত মাস গর্ভবতী স্বামির সুবারা নিদ্রা দেখিয়া আপন বালক লইয়া সেই গৃহে শয়ন করিল অধিক রাত্রে উন্মত্ত উঠিয়া আপন স্ত্রীকে দেখিয়া একটা পিত্তলের কলসী জল সমেত ছিল তাহা লইয়া ঐ স্ত্রীর মস্তকে আপন শক্ত্যনুরূপ আঘাত করিল। এমত আঘাত করিল যে নিঃশব্দে তাহার মৃত্যু হইল। পরে গৃহের হাঁড়ি কলসী প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া সোরসরাবত করিয়া আপন বালকের দুই হস্ত দুই পদ ধরিয়া বাহিরে আনিয়া মানে আছাড় দিল। এক আছাড়েই সে মরিল সেই শব্দ শুনিয়া বাটীর লোক ও অন্যং প্রতিবাসী লোক নিকটে আইল কিন্তু ভয়ে তাহার নিকটে কেহ যাইতে পারিল না। পরে পুলিসের লোক আসিয়া অনেক যত্নেতে তাহাকে ধরিল এবং পুলিসের লোকেরা ও অন্যং লোকেরা আসিয়া গৃহের মধ্যে গিয়া দেখিল যে তখন ঐ স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে। তাহাতে সকলে জানিল যে সে উন্মত্ত। এখন তাহাকে কয়েদ রাখিয়াছে ইহার পর কি হয় কিছু জানা যায় নাই।

নৌকাডুবি।

জেলা রাজসাহীর চাটমহর সাকিনের শ্রী গৌরধর নেওগী ও শ্রী মায়ারাম সাহা এই দুই জনে ভাগে কলিকাতাহইতে ৭৮ আটহত্তরি মন লবণ খরিদ করিয়া ঐ চাটমহরের মালাদিগের নৌকায় বোঝাই করিয়া ১৮ আগষ্ট তারিখে রওনা করিয়াছিল। সেই তারিখে বেলা দুই প্রহর চারি দণ্ডের সময়ে শ্রীরামপুরের নীচে সেই নৌকা ডুবিল তাহাতে লোক চারি জন ছিল তাহার এক জন একটা বালিষ ও দুই জন দুইটা নৌকার চৌড় অবলম্বন করিয়া প্রবল তুফানে মধ্যগঙ্গায় ভাসিতেছিল এই দশাগ্রস্ত তাহারদিগকে দেখিয়া শ্রীরামপুরস্থ সাহেবেরা নৌকা পাঠাইয়া সে তিন জনকে আনাইয়া খাদ্যাদি দিলেন এবং ঐ তিন জনের রাহাখরচ দিয়া তাহারদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন পরে আর এক জনকে দেখা গেল যে সে মরিয়া গিয়াছে।

অগ্নিদাহ।

মোকাম শ্রীরামপুরে এক কলুর বাটীতে গত চৈত্র মাসে এক দিবস এক ঘরে অক

অর্থাৎ অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল পরে লোক আসিয়া অনায়াসে নির্বাণ করিল তাহার পর দিবস প্রাতঃকালে ঐ গৃহে পুনর্ব্বার অগ্নি জ্বলিয়া উঠিলে তাহাও নির্ব্বাণ করিল এইরূপ প্রায় দিনের মধ্যে দুই তিনবার জ্বলিতে লাগিল চৈত্র মাসে আরম্ভ হইয়া সে গৃহ জ্যৈষ্ঠ মাসে সাঙ্গ হইল। গত সপ্তাহে ঐরূপ এক গৃহে চারি পাঁচবার অগ্নি লাগিয়া দুই তিন দিবস সমাপ্ত হইয়াছে। সেই বাটীর নিকটে এক স্বর্ণবণিকের বাটীতে এক ঘরে বুধবারের রাত্রিতে অগ্নি লাগিতে আরম্ভ হইয়াছে অনুমান হয় ঐ গৃহেরও ঐ গতি হইবেক। এ অগ্নির অনুসন্ধান নানা প্রকার করিয়া কিছু নিশ্চয় করিতে পারিল না।

দ্বন্দ্বযুদ্ধ।

আমেরিকা দেশে দুই জন সাহেব ২১ মার্চ তারিখে পরস্পর পিস্তল লড়াই করিল তাহাতে এক জনের দক্ষিণ পার্শ্বে গুলি লাগিয়া পাঁজরাপর্য্যন্ত গিয়া সেইখানেই থাকিল তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ মরিল। অন্যেরও এক পার্শ্বে গুলি লাগিয়াছিল কিন্তু সে মরিল না।

এই যুদ্ধ কি কারণ হইল তাহার বিবরণ নিশ্চয় জানা যায় নাই। কিন্তু জনরব হইয়াছে যে ঐ জীবদ্ব্যক্তি কোন দেশান্তর ভ্রমণ করিয়া আসিয়া স্বদেশের অধ্যক্ষের নিকট গিয়া আপন প্রকার যাত্রা করিল তাহাতে অধ্যক্ষের নিকট তাহার বিষয়ে এমন প্রকাশ হইয়াছিল যে সে যুদ্ধ সময়ে ভীত হইয়া দেশান্তর গিয়াছিল। ইহাতে অধ্যক্ষ তাহার প্রতি কিঞ্চিৎ অশ্রদ্ধা করিলে সে এই মৃত ব্যক্তিকে আপন বিপক্ষ জ্ঞান করিয়া মনে নিশ্চয় করিল ও অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া এই পিস্তল লড়াই করিল।

বন্ধুতার কথা।

স্বর্ণের পরীক্ষা অগ্নি এবং
বন্ধুর পরীক্ষা বিপদ কাল।

আমারদিগের উপর যে আপদ ঘটিবে তাহা উভয়ে সহ্য করিব এবং পরস্পর সহকারী হইব এই নিয়ম করিয়া দুই বন্ধু দেশ ভ্রমণ করিতে লাগিল যাইতে২ পথের মধ্যে অকস্মাৎ এক ভয়ঙ্কর ভালুকের সহিত সংঘটন হইল তাহাতে পলাইবার চেষ্টা করিয়া কোন উপায় না পাইয়া এক জন এক বৃক্ষে উঠিল আর এক জন নিরুপায় হইয়া মৃত্তিকার উপরে পড়িয়া মৃত্তিকায় মুখ দিয়া নিশ্বাস বন্ধ করিয়া রহিল। ভালুক আসিয়া তাহার গায় মুখ দিয়া বেড়াইতে লাগিল ও তাহার নাসিকায় ও কর্ণে সে ভালুক মুখ দিয়া অনুভব করিল যে কেবল মৃত্যু শরীরমাত্র অতএব তাহাকে ছাড়িয়া গেল কিন্তু ভালুক যাইবামাত্র অন্য জন বৃক্ষহইতে নামিয়া কহিল যে হে বন্ধো ভালুক তোমার কাণে২ কি কহিল। সে এই কথা কহিল যে যেমন করিয়া ঐ প্রকার লোকের সহিত বাস কর যাহারা আপদের সময় বন্ধুকে একাকী আপদে ফেলিয়া পলায়ন করে।

ইহার তাৎপর্য্য এই।

সত্য বন্ধু না হইলে কিছু নয় কিন্তু সত্য বন্ধু কেবল বিপৎকালে জানা যায়।

বাজার ভাও।

জিনিস	মোন	অবধি	পর্য্যন্ত
সুপারি	১	৩।৺	৩।।০
ভেরেণ্ডা তৈল	১	২২	৫০
গাছ মরিচ	১	৩	৪।।০
নারিকেল তৈল	১	১৪।।০	১৫
তুলা কাছোড়া	১	২২	০
আদা রঙ্গপুর	১	২।০	২।৶
পাটনাই আদা	১	২	২৶
চালু পাটনাই	১	২৸৶	[illegible]
পাছড়ি উত্তম	১	২।৶	[illegible]
পাছড়ি মধ্যম	১	১৶	[illegible]
মুগী উত্তম	১	১৸৶	[illegible]
মুগী মধ্যম	১	১৶	০
বাদাম	১	১৸০	১৸
সুধা মোম	১	১।।০	১।।৶
পাটনাই বুট	১	১৸০	১৸৶
অড়হর ডালি	১	২।।০	২।৶
উত্তমগাওয়া ঘৃত	১	২০	২০।।
মধ্যম ঘৃত	১	১৫	১৬
ভৈসা ঘৃত	১	১৭	১৭।।০
মধ্যম ভৈসা	১	০	০
মোমবাতী	১	৫৭	৫৮
মিছরি উত্তম	১	১৬	০
মিছরি মধ্যম	১	১২।।০	১৩
সোরা উত্তম	১	৬	৬।।০
মধ্যম	১	৫।।০	৫৸০
চিনি কাশীর	১	৯।।০	১০
মধ্যম	১	৮	৮।০
খার চিনী	১	৩৸০	৪।০
তেঁতুল	১	৸০	৸৶
তামাকু	১	৩	৫।।০
চন্দন	১	১৪	১৬।।০

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে২ এক টাকা যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাঁহার নিকট কাগজ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক।

সমাচার দর্পণ

১২১ সংখ্যা। শনিবার। ৯ সেপ্তম্বর সন ১৮২০। ২৬ ভাদ্র সন ১২২৭॥

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ বৃত্তান্তমিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে ॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা আট আনা প্রিমিয়ম। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা প্রিমিয়ম।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

৯	সেপ্তম্বর	শনিবার	২৬	ভাদ্র
১০	ঐ	রবিবার	২৭	ঐ
১১	ঐ	সোমবার	২৮	ঐ
১২	ঐ	মঙ্গলবার	২৯	ঐ
১৩	ঐ	বুধবার	৩০	ঐ
১৪	ঐ	বৃহস্পতিবার	৩১	ঐ
১৫	ঐ	শুক্রবার	১	আশ্বিন

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে।

এক গবরনমেণ্ট সিক্সপরসেণ্ট পরমেসরি নোট ২০৪৮ নং ৩১১৮ নম্বরের তারিখ ফোর্টউইলেম ৩০ জুন ১৮১৩ সাল মহলগে সিক্কা ১০০০০ টাকার বনামে ডি এ ওবরবেক সাহেব ও জি হরকেলাট সাহেব ও মোক্তার জি পলসর সাহেব ঐ নোট ৪ আগস্ত তারিখে খোয়া গিয়াছে ইহার শুদ এ কাগজ বল্যান জানেরেল ত্রেজরি এবং একৌন জানেরেল আফিসে বন্দ হইয়াছে কোন ব্যক্তি ঐ নোট লইয়া আইসে তাহাকে সুন্দর পুরস্কার দেওয়া যাইবে।

সমাচার দর্পণ।

ইংগ্লণ্ডের বাদশাহ।

সমাচার আসিয়াছে যে ইংগ্লণ্ডের নূতন বাদশাহ চতুর্থ জর্জ এই সেপ্তম্বর মাসে রাজমুকুট ধারণ করিবেন। এবং বোম্বইর বড় সাহেব শ্রীযুত সর ইবান নিপীন সাহেব এই নূতন বাদশাহ চতুর্থ জর্জের নিজ সভার মধ্যে নিযুক্ত হইয়াছেন।

মাসুল চুরি।

এখানহইতে ইংগ্লণ্ডে শুষ্ক তামাকু লইয়া যাইতে অধিক মাসুল লাগে এ কারণ লোকেরা নানা প্রকার কৌশল করিয়া চুরি করিয়া লইয়া যায়। সম্প্রতি শুনা গেল যে এক জন বিলাতি আলুর মধ্যে খোল করিয়া শুষ্ক তামাকু কটীং করিয়া খোলের মধ্যে পুরিয়া এই মতে অনেক লইয়া যাইতেছিল। তাহাতে মোকাম লিবরপুলের পরিমিটের মুহরির তাহার সন্ধান পাইয়া প্রকাশ করিল ও সেই আলু সমেত তাবৎ তামাকু কোম্পানির ঘরে দাখিল করিল ইহাতে তাহার অতি দুঃখাপত্তি হইয়াছে।

সাহসী।

মোকাম পুলোপিনাঙ্গ উপদ্বীপে এক ব্যক্তি বনে গিয়া কাষ্ঠ কাটিতেছিল ইতোমধ্যে এক ব্যাঘ্র আসিয়া তাহার পশ্চাৎ হইতে ঝাঁপ দিয়া তাহার স্কন্ধে উঠিয়া ধরিল। পরে সেই সাহসি ব্যক্তি স্বরক্ষার্থে আর কোন উপায় না দেখিয়া আন হস্তের কুড়ালিদ্বারা ব্যাঘ্রের উপর অতি কঠিনরূপে আঘাত করিল তাহাতে ব্যাঘ্র তাহাকে ছাড়িয়া পলায়ন করিল। পরে গ্রামস্থ লোকেরা তাহার শব্দ শুনিয়া বনের মধ্যে গিয়া দেখিল যে ব্যাঘ্র তাহার [illegible] শরীরের মাংস অস্থি ছিন্ন করিয়াছে ও সে অচেতন হইয়া পড়িয়া আছে। পরে তাহাকে বাটীতে আনিয়া চিকিৎসা করিতে লাগিল কিন্তু তাহার পর দিবসে সে মরিল।

আশ্চর্য্য দুষ্কর্ম্ম।

ফ্রান্স দেশে এক পুরুষ এক স্ত্রীর সহিত বিবাহসম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া ঐ স্ত্রী পুরুষ একত্র হইয়া আপন কুটুম্বেরদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে গিয়াছিল। বরের ঘোড়াতে স্ত্রী আরোহণ করিয়া চলিল ও বর তাহার পশ্চাৎ২ হাঁটিয়া চলিল। পরে তাহারা এক গ্রামে উপস্থিত হইলে বর আপন ভাবিষ্যৎ স্ত্রীকে পথে এক স্থানে রাখিয়া আপনি এক কুটুম্বের অন্বেষণে গেল। এই সময়ে তিন জন দুষ্ট লোক আসিয়া সে যুবতী স্ত্রীকে ঘোড়াহইতে নামাইয়া তাহাকে উলঙ্গ করিয়া নানা রূপ কুকর্ম্ম করিল যে সে কহা যায় না ও তাহাকে বধ করিবার ভয় দেখাইল। এবং ঘোড়ার পেট চিরিয়া নাড়ীভুঁড়ি বাহির করিয়া ঐ স্ত্রীকে ঘোড়ার পেটের মধ্যে পুরিয়া সেলাই করিয়া রাখিয়া পলায়ন করিল। পরে সেইখানে কতক বালকেরা গিয়া মৃত ঘোড়ার উদরের মধ্যে মনুষ্যের শব্দ পাইয়া আপন বাটীতে গিয়া পিতা মাতার

সাক্ষাতে কহিল যে এইখানে এক মৃত ঘোড়া দেখিয়া আইলাম তাহার ওদরের মধ্যে ভূত আছে। কিঞ্চিৎকাল পরে ঐ বর ঘোড়ার নিকটে আসিয়া দেখিল যে স্ত্রী নাই ও ঘোড়া মৃত। তাহাতেসে ইতস্তত ভাবিতেছে এই সময় ঐ ঘোড়ার ওদরের মধ্যে স্ত্রীর শব্দ পাইল পরে ঘোড়ার ওদরের সেলাই খুলিয়া স্ত্রীকে বাহির করিয়া নিকটস্থ এক ঘরে লইয়া গেল ও তাহার চিকিৎসার ওদ্যোগ করিতে লাগিল। যাহারা এই নূতন দুষ্কর্ম্ম করিল পুলিষ ওদ্যোগ করিয়া তাহারদিগকে ধরিয়া আনিয়া ঐ স্ত্রীর সহিত অদালতে একত্র দাঁড় করাইল। তখন সে স্ত্রী ঐ লোকেরদিগের দুষ্কর্ম্ম সকলকে জানাইয়া পাঁচ দিন অন্তরে মরিল।

খুন।

মোং কলিকাতার ধর্ম্মতলার রাস্তার ধার এক বাটীতে এক বিবি থাকিত তাহার চাকরাণী কাষ্ঠ কিনিবার কারণ [illegible] দুরে বাজারে গিয়াছিল এই অবকাশে চোর আসিয়া তাহার গলা কাটিয়া তাবৎ দ্রব্যাদি লইয়া গেল। অনুমান হয় যে খুন করিবার সময় তাহার মুখ বন্ধ করিয়াছিল যেহেতুক তাহার নিকটবর্ত্তি লোকেরা এ বিষয় কোন শব্দ শুনিতে পায় নাই যদি মুখ বন্ধ না করিত তবে অবশ্য প্রতিবাসি লোকেরা জানিতে পারিত। এই কর্ম্মের দুই চারি দণ্ড পুর্ব্বে সে অন্য বাটীতে গিয়া আরং লোকেরদের সহিত কথোপকথন করিয়া আসিয়াছে এমত শুনা গেল। কিঞ্চিৎকাল পরে তাহার চাকরাণী বাটীতে আসিয়া দেখিল যে ঐ স্ত্রীলোক খুন হইয়াছে ও ঘরের দ্রব্যাদি সকল লইয়া গিয়াছে। পরে সে থানাতে সমাচার দিলে থানাদার আসিয়া অনেক তদারক করিল কিন্তু কিছু ঠিকানা করিতে পারিল না।

ফাঁসি।

পুর্ব্বে সমাচার দেওয়া গিয়াছে যে ইংগ্লণ্ডীয় রাজদ্রোহী কএক জন ধরা পড়িয়াছে তাহাতে সংপ্রতি সেখানহইতে সমাচার আসিয়াছে যে গত মে মাসে তাহারদের প্রধান ব্যক্তির ফাঁসি হুকুম হইয়াছে।

খুন।

গত সপ্তাহের মধ্যে মোং ধাঁসাই নওপাড়ার শ্রী তারাচাঁদ হালদার মাজিষ্ট্রেট হুকুম বৈদ্যবাটীর বরকন্দাজের সহিত রাত্রিকালে চৌকি [illegible] গিয়াছিল। পরে রাত্রাবসানে থানাতে গিয়া বিদায় হইয়া এক জন পাইক সঙ্গে করিয়া আপন বাটীতে আইল। তাহারপর দুই দিন পর্য্যন্ত সে পাইকের অনুসন্ধান কেহ কিছু পাইল না। দুই দিবসের পর সেই পাইকের মৃত শরীর এক বাগানের মধ্যে পড়িয়া আছে দেখিয়া লোকেরা প্রকাশ করিল। এখন তাহার নানা প্রকার অনুসন্ধান হইতেছে কিন্তু কি প্রকার খুন হইয়াছে তাহার নিশ্চয় কিছু জানা যায় নাই।

বজ্রাঘাত।

গত বৃহস্পতিবারে আট ঘণ্টা রাত্রির সময়ে যে ঝড় ও বৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতে কলিকাতা মোকামে শ্রীযুত লাড বিসোপ সাহেবের দোতালা ঘরের ছাতের ওপরে বজ্রাঘাত হইয়াছিল। সে সময় সাহেব লোকেরা ঐ ঘরে খানা খাইতেছিলেন তাঁহারা জ্ঞান করিলেন যে লাগাও কুঠরীর মধ্যে কেহ তোপ ছাড়িল। কিঞ্চিৎকাল পরে তাঁহারা ধূম দেখিলেন ও গন্ধকের গন্ধ পাইলেন পরে জানিলেন যে বজ্রপাত হইয়াছে। সেখানে অনেক লোক জন ছিল কিন্তু কাহারও কিছু ক্ষতি হয় নাই। কেবল ঘরের পশ্চিমদিগের ভিত ফাটিয়াছে ও চুনকাম ওড়িয়া গিয়াছে।

ইংগ্লণ্ডীয় মৃত বাদশাহের শোক চিহ্ন।

শুনা গেল যে ইংগ্লণ্ডীয় বাদশাহের মরণের শোক চিহ্নের কারণ কলিকাতার যে সকল গির্জা ঘরে কাল বস্ত্র মড়া গিয়াছিল সে সকল বস্ত্র আগামী সোমবারে ওঠান যাইবেক।

জাহাজ দগ্ধ।

মোং কলিকাতাহইতে এক জাহাজ চীন দেশে যাইতেছিল মোং গঙ্গাসাগরের নিকট পঁহুছিলে ঐ জাহাজের মধ্যে কিরূপে অগ্নি লাগিয়া কতক জিনিস দগ্ধ হইলে পর জাহাজের কাপ্তান প্রভৃতি সকলে জানিতে পারিয়া অতিশীঘ্র গিয়া নির্ব্বাণ করিল পরে সে জাহাজ আপন গন্তব্য স্থানে গমন করিল।

বিবাহসম্বন্ধ ভঙ্গ।

ইংগ্লণ্ডে এক সাহেব এক স্ত্রীর সহিত বিবাহ করণেচ্ছাতে প্রীতি করিয়া লিখন পড়ন করিয়াছিল। কিছু দিন পরে সে ব্যক্তি বিবাহ করিতে অসম্মত হইল তাহাতে ঐ স্ত্রী তাহার নামে নালিশ করিয়া সেই সাহেবের পাঁচ হাজার ছয় শত টাকা জরিমানা করিয়াছে।

সমাচার দর্পণ।

মরণ।

সংপ্রতি বক্লিহল সাহেব শহর কলিকাতাহইতে ইংগ্লণ্ডে যাইতেছিলেন যোং কেপেতে পঁহুছিয়া তাহার অত্যন্ত পীড়া হইল তাহাতে যে দিবস তিনি জাহাজহইতে নামিলেন তাহার দুই দিবসের পরে সেখানে তাহার প্রাণত্যাগ হইল। এই সাহেব পূর্ব্বে কলিকাতার ডাকঘরের অধ্যক্ষ ছিলেন।

বন্যা।

চীন দেশে এ বৎসর অতিশয় বন্যা হইয়াছে তাহাতে এত লোক মরিয়াছে যে সে পঞ্চাশ হাজারের ন্যূন নহে ও এক লক্ষের অধিক নহে।

যোং কলিকাতার দক্ষিণ থানামেগার বান্ধ ভাঙ্গিয়া অত্যন্ত জলপ্লাবন হইয়া তন্নিকটস্থ শস্য প্রভৃতি অনেক দ্রব্য ক্ষতি হইয়াছে।

এবং জেলা রাজসহীর মধ্যে পদ্মানদীর ওত্তর পারে অত্যন্ত ভাঙ্গন হইয়া অনেক ভূমি নাশ হইয়াছে ইহাতে তত্রস্থ লোকেরা অতিশয় ভাবিত হইয়াছে। এবং জেলা নাটোরের চতুর্দ্দিগে বন্যার জল আপ্লাবিত হইয়া কোম্পানির কুঠির নিকট পর্য্যন্ত গিয়াছে।

জাহাজ ডুবি।

যাবা ওপদ্বীপহইতে সমাচার আসিয়াছে যে সেখানে এক জাহাজ মারা পড়িয়াছে তাহাতে দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা অপচয় হইয়াছে।

বলুন।

আমেরিকা দেশে গত ১৮ মার্চ তারিখে শ্রীযুত পিলোবেভ সাহেব বার হাত বেড় এক বলুন ও চব্বিশ হাত বেড় এক বলুন এই দুই বলুন ওড়াইতে ওদ্যোগ করিল এই সমাচারে অতিশয় জনতা হইল। পরে পাঁচ ঘণ্টা বেলার সময়ে ঐ বারহাত বলুন যখন কতকদুর ওঠিল তখন বালকেরা ইষ্টকাদি ফেলিয়া মারিতে লাগিল তাহাতে ইষ্টক বলুনের মধ্যে প্রবেশ করিল ও সে বলুন নীচে পড়িয়া গেল। পরে বালকেরা যে তাহা ছিড়িয়া ফেলিল ইহাতে সাহেব অতিশয় দুঃখী হইল যেহেতুক এই ব্যবসায় ভিন্ন তাহার অন্য কোন ওপায় নাই। পরে চব্বিশ হাত বেড় যে বলুন তাহা ওঠাইবার ওদ্যোগ করিতেছিল তৎকালে অতিশয় বায়ু আসিয়া তাহাও ছিড়িয়া ফেলিল ইহাতে ঐ সাহেব আরও অতিশয় দুঃখী হইল। অপর আরং সাহেবেরদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া বার হাত দুই বলুন ও চব্বিশ হাত এক বলুন প্রস্তুত করিতেছে ইহাতেতাহার মঙ্গল যে হইবে এমত ভরসা হইতেছে।

অপমৃত্যু।

ইংগ্লণ্ড দেশে ময়দা প্রস্তুত করিবার কারণ এক কল আছে সেই কলে যে সকল লোকেরা কর্ম্ম করে তাহারা শ্বেত বস্ত্র পরিধান করে কখন কাল বস্ত্র পরিধান করে না। ঐ কলের কর্ম্মকারী এক ব্যক্তি প্রতি দিন নয় ঘণ্টা রাত্রির সময়ে আপন বাসায় যাইত। ইহাতে আর এক লোক দুই তিন দিন রাত্রিকালে তাহাকে এই প্রকার পথে যাইতে দেখিয়া আপন মনে নিশ্চয় করিল যে এ কখন মনুষ্য নহে অবশ্য ভূত হইবেক এই রূপ স্থির করিয়া অন্য এক জন সাহসীকে কহিল যে আমি প্রতিদিন নয় ঘণ্টা রাত্রির সময় এক ভূতকে এই পথে যাইতে দেখি ইহা শুনিয়া সে কহিল যে সে কেমন ভূত আমি তাহাকে দেখিব। পরদিন ঐ সাহসি ব্যক্তি আপন বন্দুকে গুলি পূরিয়া সেই পথে বসিয়া থাকিল। এবং যখন ঐ ব্যক্তি কলঘরহইতে আপন বাসায় যাইতেছিল তখন সে তাহাকে ভূত জ্ঞান করিয়া অকস্মাৎ গুলি মারিল তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ মরিল। এমত ভ্রান্ত লোক প্রায় দেখা যায় না।

চোর ধরা।

শহর শ্রীরামপুরের গুদাম ঘাটের ওপর এক কাষ্ঠের গোলাতে এক জন গোলদার থাকে গত শনিবার ১৯ ভাদ্র তারিখে ঐ গোলদার আপন ঘরে চাবি দিয়া অন্য এক ঘরে শয়ন করিয়াছিল। সেই দিবস রাত্রিকালে চোর আসিয়া ঐ ঘরের চাবি ভাঙ্গিয়া সোনা ও রূপা ও বাসন ও নগত টাকা ও কাপড় প্রভৃতি অনেক [illegible] লইল এবং একটা পেটেরা ছিল তাহার মধ্যহইতে দ্রব্যাদি সকল বাহির করিয়া লইয়া পেটেরা বাহিরে ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। পরদিবস রবিবার থানাতে খবর হইলে থানাদার আসিয়া ঐ পেটেরা যেখানে পাইল তাহার নিকটস্থ লোকেরদিগের প্রতি সন্দেহ করিয়া তাহারদের ঘর অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিল তাহাতে এক জনের ঘরে সেই সকল জিনিসের কতকং পাওয়া গেল পরে তাহাকে অনেক প্রকার ভয় দেখাইলে সে কবুল করিল। এক্ষণে সে কএদ হইয়াছে।

আরব সমুদ্রে যোথা।

যোথার মুসলমান অধ্যক্ষ কোম্পানীর কুঠী দগ্ধ করিয়াছে ও অনেক জাহাজ

নষ্ট করিয়াছে এবং অনেক লোককে খুন করিয়াছে তাহাতে বোম্বইর শ্রীযুত বড় সাহেব কলিকাতার শ্রীশ্রীযুতের আজ্ঞা নুসারে সর্ব্বত্র এই হুকুম দিয়াছেন যে তা হারদিগের সহিত যুদ্ধ হইবেক। এই ক্ষণে সেখানে কোন জাহাজ যাইবে না এবং ইংলণ্ডের বাদশাহের যে যুদ্ধ জাহাজ এ দেশে আছে তাহার অধ্যক্ষ কতক যুদ্ধ জাহাজ সেখানে পাঠাইয়াছেন।

বোম্বই।

বোম্বইহইতে সমাচার আসিয়াছে যে এ বৎসর বিরার জিলাতে সকল প্রকার শস্য উত্তমরূপে জন্মিবে এমত বুঝা যাইতেছে যেহেতুক সেখানে অতিসুন্দর আবাদ হইয়াছে।

বোম্বইতে রঘুরাও নামে এক জন হিন্দু লোক আপন স্ত্রীকে খুন করিয়াছিল তাহাতে অদালত হইয়া তাহার ফাঁসী হইয়াছে।

বাণিজ্য।

তুলার বাজার এখন অতি নরম গত সপ্তাহের মধ্যে প্রায় কিছু ক্রয় বিক্রয় হয় নাই এবং মীরজাপুরে ও ভগবানগোলাতে তুলার মূল্য ক্রমে ন্যূন হইতেছে ইহাতে ভরসা হয় যে ইহার পর তুলা অতি সুমূল্য হইবে।

বস্ত্রের মূল্য সমভাবে আছে যেহেতুক তাহার ক্রয় বিক্রয় এইক্ষণে অধিক হয় নাই। সোরার মূল্য ন্যূন হইতেছে।

ইতিহাস।

উজ্জয়নীর পথের মধ্যে এক প্লক্ষ বৃক্ষ থাকে তাহাতে হংস আর কাক বাস করে। গ্রীষ্ম কালেতে এক দিন কোন পথিক শ্রান্ত হইয়া তরুতলেতে ধনু ও শর রাখিয়া নিদ্রা গেল তাহাতে কিঞ্চিৎকালের পর তাহার মুখহইতে বৃক্ষচ্ছায়া গেল। তদনন্তর সূর্য্য কিরণ ব্যাপ্ত তাহার মুখ দেখিয়া ঐ বৃক্ষস্থিত হংস দয়াহেতুক পক্ষদ্বয় বিস্তার করিয়া পুনর্ব্বার তাহার মুখেতে ছায়া করিল। তাহার পর সে অতিশয় নিদ্রা গেল ও মুখেতে মুখব্যাদান করিল। অনন্তর স্বভাব দুর্জনতাহেতুক পর সুখাসহনশীল ঐ কাক সেই মুখেতে বিষ্ঠা ত্যাগ করিয়া পলাইল। তৎপরে যখন ঐ পথিক উঠিয়া ঊর্দ্ধেতে অবলোকন করিল তখন তৎকর্ত্তৃক সে হংস নিরীক্ষিত হইয়া বাণ করণক বিদ্ধ হইয়া বিনাশিত হইল।

এক দিবস ভগবান গরুড়ের যাত্রাপ্রসঙ্গেতে সকল পক্ষিরা সমুদ্রতীরে গেল তদনন্তর কাকের সঙ্গেতে বর্ত্তক চলিল তাহার পর যাইতেছিল যে গোপ তাহার ভাণ্ডহইতে পুনঃ২ সেই কাক দধি খাইতে লাগিল। অনন্তর যখন ঐ গোপাল দধিভাণ্ড ভূমিতে রাখিয়া ঊর্দ্ধেতে নিরীক্ষণ করিল তখন তাহাকর্ত্তৃক কাক ও বর্ত্তক অবলোকিত হইল। তদনন্তর তাহাকর্ত্তৃক দূরীকৃত হইয়া কাক পলাইল বর্ত্তক স্বভাবত নিরপরাধী মন্দগতি তাহা কর্ত্তৃক প্রাপ্ত হইয়া ব্যাপাদিত হইল। এই নিমিত্তে আমি বলি দুষ্ট লোকের সহিত থাকিবে না ইত্যাদি।

বাজার ভাও।

জিনিস	মোন	অবধি	পর্য্যন্ত
সুপারি	১	৩।০	৩॥০
ভেরেণ্ডা তৈল	১	২২	২০
গাছ মরিচ	১	৩	৪॥০
নারিকেল তৈল	১	১৪॥০	১৫
তুলা কাছোয়া	১	০	০
আদা রঙ্গপুর	১	২।০	২॥৵
পাটনাই আদা	১	২	২৵
চালু পাটনাই	১	২৸৶	৩
পাছড়ি উত্তম	১	২॥/	২॥৶
পাছড়ি মধ্যম	১	২৶	[illegible]
মুগী উত্তম	১	১৸৶	১৸৵
মুগী মধ্যম	১	১৸/	০
বাদাম	১	১৸০	১৸/
[illegible] গোম	১	১॥	১॥৶
পাটনাই বুট	১	১৸০	১৸/
অড়হর ডালি	১	২।৵	[illegible]
উত্তমগায়া ঘৃত	১	২২॥	২৩
মধ্যম ঘৃত	১	১৫	১৬
ভৈসা ঘৃত	১	১৭	১৭॥০
মধ্যম ভৈসা	১	০	০
মোমবাতী	১	৫৭	৫৮
মিছরি উত্তম	১	১৬	০
মিছরি মধ্যম	১	১২॥০	১৩
সোরা উত্তম	১	৫৸০	৬।০
মধ্যম	১	৫।০	[illegible]
চিনী কাশীর	১	৯॥০	[illegible]
মধ্যম	১	৮	৮।০
খাঁড় চিনী	১	৩।০	৪
তেঁতুল	১	৸০	৸/
তামাকু	১	৩॥০	৩॥
চন্দন	১	১৪	১৬॥০

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে২ এক টাকামাত্র বাহির করিয়াছেন যদি তাহার নিকটে কাগজ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাহার নিকটে পাঠান যাইবেক।

সমাচার দর্পণ

১২২ সংখ্যা। শনিবার। ১৬ সেপ্তম্বর সন ১৮২০। ২ আশ্বিন সন ১২২৭।।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ বৃত্তান্তানিহ জানন্ত সমাচারস্য দর্পণে ।।

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা আট আনা প্রিমিয়ম। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা প্রিমিয়ম।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

১৬	সেপ্তম্বর	শনিবার	২	আশ্বিন
১৭	ঐ	রবিবার	৩	ঐ
১৮	ঐ	সোমবার	৪	ঐ
১৯	ঐ	মঙ্গলবার	৫	ঐ
২০	ঐ	বুধবার	৬	ঐ
২১	ঐ	বৃহস্পতিবার	৭	ঐ
২২	ঐ	শুক্রবার	৮	ঐ

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে।

যেং মোকামে যাহারং নিকটে এই সমাচার দর্পণ প্রতি সপ্তাহে পাঠান যাইতেছে বুঝিতে পারি যে তাঁহারদের মধ্যে প্রজাযোগে কেহং সেইং মোকাম হইতে আপনং ঘরে যাইবেন অতএব তাঁহারদিগের কাগজ কোন তারিখ অবধি কোন তারিখপর্য্যন্ত কোন মোকামে পাঠাইতে হইবেক তাহার তারিখ বদ্ধ সমাচার সম্প্রতিক্রমে আগামী সপ্তাহে মোকাম শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় পাঠাইবেন ইহার লিখিত সমাচার না পাইলে যাহার কাগজ যেখানে পাঠান যাইতেছে তাহার কাগজ সেইখানে পাঠান যাইবেক ইতি।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে।

সন ১৮২০ সাল ১৬ সেপ্তম্বর শনিবার এগার ঘন্টার সময়ে কোম্পানির খাতা বাটী পুরাতন কুঠীর ভিতর ইটাও সোরা ১০০০ এক হাজার মোন বিক্রয় হইবেক ফি লাট ১০ দশ মোন হইবেক ডাক মঞ্জুর হইলে ফি লাটের মুলা টাকার উপর ১০ দশ টাকা নগদ দিতে হইবেক। নিলামের দিন ইস্তক পোনের দিনের মধ্যে টাকা দিয়া মাল খালাস করিবেক নতুবা ঐ লাট নগদ টাকাতে পুনর্ব্বার বিক্রয় হইয়া নোকসান হইলে খরিদারদিগকে দিতে হইবেক মুনাফা হইলে কোম্পানির হইবেক যদ্যপি কেহ এই নিলামের সোরা বিলাতের চালানী কারণ খরিদ করে তবে নিলামের তারিখ ইস্তক এক মাহার মধ্যে সার্টিফিকেটের দরখাস্ত খাতাবাটীতে দাখিল করিলে ড্রাবেক্‌ কারণ সার্টিফিকেট তাহাকে দেওয়া যাইবেক আর এই জিনিস নিলামে বিক্রয় হইলে পশ্চাৎ কোন মিথ্যা আপত্তি করিলে ফিরিয়া লওয়া যাইবেক না সোরার নমুনা নিলামের পূর্ব্বে খাতাবাটীতে আইলে দেখিতে পাইবেন।

শ্রী গৌরচরণ সরকারের মহাজন সকলকে সমাচার দেওয়া যাইতেছে তারিখ ১৬ সেপ্তম্বর শনিবার এগার ঘড়ির সময় মেং জোসেফ বারেন্টো এবং সহকারী পুত্রেরদের আপিসে এক প্রোপোজেলের বিবেচনা করিবার নিমিত্ত সকলে আসিয়া একত্র হয়েন একত্র হইলে সেই প্রোপোজেল সকলের সম্মুখে দেওয়া যাইবেক।

সমাচার দর্পণ।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

শ্রীযুত ওয়াল্টর ব্লাকবরণ সাহেব আলাবাদের জজের পেস্কার হইয়াছেন।

শ্রীযুত ডি সি স্মিথ সাহেব কলিকাতার তালুকদপ্তরের সেক্রেটারির পেস্কার হইয়াছেন।

শ্রীযুত জে ষ্টানিফোর্থ সাহেব ময়মনসিংহের কালেক্টরের পেস্কার হইয়াছেন।

শ্রীযুত নবাব দিলাবরজঙ্গ বাহাদুর।

গত সোমবারে শ্রীযুত নবাব দিলাবরজঙ্গ বাহাদুর ও তাঁহার পৌত্র অনেক সুলতানাৎ করিয়া শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন যখন তাঁহারদিগের সওয়ারি শ্রীশ্রীযুতের ঘরের নিকট পঁহুছিল তখন শ্রীশ্রীযুতের আজ্ঞানুসারে নেগাবান লোকেরা সম্মুখে আসিয়া বাদ্যাদি করিল ও দুই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। ও শ্রীযুত জজ সুইণ্টন সাহেব ও অন্যং অনেকং সাহেব তাঁহার সম্বর্দ্ধনাপূর্ব্বক শ্রীশ্রীযুতের সহিত সাক্ষাৎ করাইলেন। পরে শ্রীশ্রীযুত আপনি উঠিয়া নবাব বাহাদুরেরদিগের দুই জনের দুই হস্ত ধারণ করিয়া উপযুক্ত স্থানে বসাই

লেন এবং পরস্পর শিষ্টাচাররূপ সম্ভাষা করিয়া উভয়ে বসিলেন। পরে শ্রীযুত নবাব বাহাদুর কহিলেন যে আমি আঠাইশ বৎসরপর্য্যন্ত এই চিতপুর মোকামে আছি এখন মুরশেদাবাদে যাইতে ইচ্ছা করি ইহা শুনিয়া শ্রীশ্রীযুত তুষ্ট হইয়া মুরশেদাবাদে যাইতে অনুমতি দিলেন ও লৌকিকতা অতিসুন্দর খেলাত ও পাগ ও নানা অলঙ্কারাদি ও বহুমূল্য ঢাল ও তলোয়ার ও এক হস্তী দিয়া পরিতুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন এবং বিদায় সময়ে হস্তে পান ও পুষ্প স্তবক ও আতর দিলেন। এবং শ্রীযুত কাপ্তান হেওরমন সাহেব শ্রীযুত নবাব বাহাদুরের সঙ্গে সওয়ারিপর্য্যন্ত আসিয়া সওয়ারিতে উঠাইয়া দিলেন। এখন শুনা যাইতেছে যে শ্রীযুত নবাব বাহাদুর দুই তিন দিনের মধ্যে মুরশেদাবাদে যাত্রা করিবেন।

ইংলণ্ড।

ইংলণ্ড দেশে এক বালক এক মেলাতে এক গরু বিক্রয় করিয়া টাকা লইয়া আপন ঘরে যাইতেছিল পথে এক জন ঘোড়সওয়ার ডাকাইত আসিয়া টাকা চাহিল তাহাতে বালক ভীত হইয়া দৌড় দিল পরে ডাকাইতও ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া শীঘ্র তাহাকে ধরিল। পরে বালক টাকা লইয়া চতুর্দ্দিগে ছড়াইয়া দিল ডাকাইত ঘোড়া হইতে নামিয়া ঐ টাকা কুড়াইতে লাগিল। এই সময় বালক তাহার ঘোড়ায় উঠিয়া ঘোড়া সমেত পলাইয়া আপন ঘরে গেল ঘোড়ার জিনের মধ্যে নগদ ৪৮ টাকা ও এক পিস্তল ছিল তাহা সমেত ঘোড়া পাইল।

মহাসভা।

২৭ এপ্রিল তারিখে ইংলণ্ডের নূতন মহারাজা চতুর্থ জর্জ মহাসভাতে গিয়া সকল কুলীনেরদিগের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করিয়াছেন সে স্থানে যাওনের পূর্ব্বে তাঁহার এক মোসাহেব অন্য২ লোক সমভিব্যাহারে করিয়া অনেক মশাল জ্বালাইয়া মহাসভা ঘরের নীচের সকল কুঠরি অবলোকন করিয়াছিলেন। তাহার কারণ এই যে দুই শত পোনর বৎসর হইল গৈ ফক্স নামে এক দুষ্ট লোক ইংগ্লণ্ডীয় মহাসভা ও মহারাজার সবংশ একেকালে নাশ করিবার কারণ চল্লিশ পিপা বারুদ ঐ মহাসভা ঘরের নীচের কুঠরীতে একত্র করিয়া রাখিয়াছিল এই গৈ ফক্স কুঠরীর মধ্যে বারুদের পিপা রাখিয়া কষ্ঠিদ্বারা সকল ঢাকিয়া কুঠরির দ্বার খুলিয়া রাখিয়াছিল। এই পরামর্শে যে দেড় শত লোক ছিল তাহার মধ্যে কেহ২ ধনবান ও জমীদার ছিল ইহারা সকলে রাজশাসনে বিরক্ত ছিল। তাহারা দেড় বৎসরপর্য্যন্ত যে এই উদ্যোগ করিয়াছিল ইহার মধ্যে কেহ কিছু বুঝিতে পারে নাই পরে যে দিবস সকলে মহাসভাতে একত্র হইবেন সেই দিবস বারুদে অগ্নি দিবে এই নিশ্চয় করিয়াছিল কিন্তু তাহার পূর্ব্ব দিবসে ঐ পরামর্শকারী দেড় শত লোকের মধ্যে এক লোকের আত্মীয় মহাসভার কুলীনের মধ্যে এক জন ছিলেন তাহাতে সে তাহাকে রক্ষা করিবার কারণ অতি সঙ্গোপনে এক পত্র তাহার নিকটে পাঠাইল সে পত্র কে লিখিল তাহার স্থির হইল না যেহেতুক তাহার মধ্যে কাহারো নাম ছিল না পত্রের মধ্যে কেবল এই লিখিত ছিল যে এই রাজ্য নষ্ট করিবার কারণ ঈশ্বর ও মনুষ্য উভয়ে উদ্যোগ করিয়াছে অতএব তোমার কোন অন্তরঙ্গ লোকে তোমাকে জানাইল যে তুমি কল্য মহাসভাতে বৈঠক যাইবা না এবং এই পত্র পাঠ করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবা তবে সকল আপদ দূর হইবেক। তিনি সেই পত্র লইয়া মহারাজার নিকটে দিলে তিনি পত্র পাঠ করিয়া বিবেচনা করিয়া কহিলেন যে মহাসভা ঘরের নীচে কোন বিপদ সম্ভাবনা থাকিবে। এই স্থির করিয়া মহাসভা ঘরের নীচের কুঠরিতে যাইয়া দেখিলেন যে ঐ গৈ ফক্স এক মশাল হাতে করিয়া সেই স্থানে বসিয়া আছে। প্রাতঃকালে মহাসভাতে সকল লোক একত্র হইলে যখন বারুদে অগ্নি দিবার উদ্যোগে ছিল তখন তাহাকে ধরিয়া ফাঁসি দিল ও যে সকল লোক এই মন্দ পরামর্শের মধ্যে ছিল তাহারদের মধ্যে কেহ২ পলাইল ও কেহ২ ধরা পড়িল যে২ লোক ধরা পড়িল তাহারদিগের ফাঁসি হইল। তদবধি যখন মহারাজা মহাসভাতে গমন করেন তখন এইরূপ সর্ব্বত্র দৃষ্টি হইলে পর তবে গমন করেন।

ইংগ্লণ্ডীয় নূতন মহারাজা।

পূর্ব্বে সমাচার দেওয়া গিয়াছে যে ইংগ্লণ্ডের নূতন বাদশাহ এই সেপ্তম্বর মাসে রাজমুকুট ধারণ করিবেন কিন্তু সম্প্রতি শুনা গেল যে গত ১২ আগস্ত তারিখে তাঁহার জন্মদিন অতএব সেই তারিখে রাজমুকুট ধারণ করিয়াছেন। সে দিবসে যে নূতন বস্ত্রাদি পরিধান করিয়াছিলেন তাহার মূল্য এক লক্ষ আটষট্টি হাজার টাকা।

ইংগ্লণ্ডীয় চতুষ্পাঠী।

অক্সফোর্ড নামে চতুষ্পাঠীতে ১৮১৯ সালে তিন হাজার নয় শত চৌরাশী বালক অধ্যয়ন করিতেছিল ১৮২০ সালে চারি হাজার এক শত বালক অধ্যয়ন করিতেছে। কেম্ব্রিজ নামে চতুষ্পাঠীতে ১৮১৯ সনে তিন হাজার ছয় শত আটানব্বই বালক অধ্য

য়ন করিতেছিল এ[illegible]৮২০ সালে ঐ চতুষ্পাঠীতে তিন হাজার তিন শত পঁচানব্বই বালক অধ্যয়ন করিতেছে।

কলদ্বারা রাস্তা পরিষ্কার।

আমেরিকা দেশে নবয়র্ক নগরে এক সাহেব রাস্তা মার্জ্জন করিবার কারণ আশ্চর্য্য এক কল সৃষ্টি করিয়াছে। চল্লিশ জন লোকদ্বারা যত মার্জ্জন হইত তাহা এই কলেতে দুই ঘোড়া ও এক মনুষ্যদ্বারা হইতেছে। এখন এমত ভরসা হইতেছে যে আমেরিকা দেশের সর্ব্বত্র এ কল প্রকাশ হইবেক।

জলভাঙ্গা দেওয়াল।

ইঙ্গ্লণ্ড দেশে প্লিমৌত নগরের নিকটে সাগরের মধ্যে একটা দেওয়াল গাঁথিতে আরম্ভ হইয়াছে সে দেওয়ালের বুনিয়াদ সাড়ে দশ হাত জলের নীচহইতে উঠিতেছে। তাহার গাঁথনি কেবল প্রস্তর ও সুরকীতে হইতেছে সে দেওয়াল চৌড়া সাড়ে ছয় হাত। যে লোকেরা গাঁথিতেছে তাহারদিগের নাসিকাতে নল লাগান থাকে ও কাষ্ঠের বড় সিন্দুকের মধ্যে তাহারদিগকে বসাইয়া দড়াদিয়া জলের মধ্যে অন্য২ লোকেরা নামাইয়া দিয়া সেই দড়া উপরে আপনারদের হাতে রাখে। তাহারদিগের সহিত যেরূপ শঙ্কেত থাকে সেই শঙ্কেত করিলে ঐ দড়া টানিয়া তাহারদিগকে উপরে উঠায়। এইক্ষণে অনেক গাঁথনি হইয়াছে ভাটার সময় যেপর্য্যন্ত জল থাকে সেইপর্য্যন্ত উঠিয়াছে এখন অনায়াসে যে উঠিবেক এমত ভরসা হইয়াছে।

আত্মহত্যা।

ফ্রান্স দেশের রাজধানী পারিস নগরে গত বৎসরের মধ্যে সর্ব্বসুদ্ধা তিন শত ছেহত্তরি লোক আত্মঘাতী হইয়াছে।

ফাঁসী।

ইঙ্গ্লণ্ড দেশের এক নগরে চব্বিশ পঁচিশ বৎসর বয়স্ক দুই জন লোক গরু ও ভেড়া চুরি করিয়াছিল তাহা সাবুদ হইলে আদালতের হুকুমে তাহারদিগের ফাঁসী হইয়াছে।

অন্য এক নগরের এক পুরুষ মদ খাইয়া মত্ত হইয়া বন্দুক হাতে লইয়া যাইতেছিল রাস্তার ধারে এক স্ত্রীলোক আপন গৃহকর্ম্ম করিতেছিল কিন্তু বাটীর দ্বার খোলা ছিল ঐ মাতোয়াল তাহা দেখিয়া বন্দুকে যে গুলী পোরা ছিল সেই গুলী ঐ স্ত্রীকে মারিল তাহাতে সে স্ত্রী তৎক্ষণাৎ মরিল পরে তাহাকে ধরিয়া আদালতে আনিয়া ফাঁসী দিল।

লণ্ডন নগরে সতের বৎসর বয়স্ক এক জন বড় চোর ছিল সে যে বয়ঃক্রমের সময় সাহেব লোকেরদিগের জেব আপন হাতে লাগাইল পাইত সেই বয়ঃক্রমাবধি চুরি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এক দিবস অনেক জনতার মধ্যে সাহেব লোকেরদের জেবহইতে চারিটা ঘড়ি ও চারি হাজার আট শত টাকার নোট চুরি করিয়াছিল তাহাতে সে ধরা পড়িয়া কবুল করিল ও আদালতে তাহার ফাঁসী হইল এবং তাহার সঙ্গী কুড়ি বৎসর বয়স্ক অন্য এক জন ছিল তাহারও ফাঁসী হইল।

লি[illegible] নগরে এক পুরুষ এক স্ত্রীকে বলাৎকার করিয়াছিল তাহাতে তাহার ফাঁসী হইয়াছে।

হসীংহাবাদ।

হসীংহাবাদহইতে ২৬ আগষ্টের সমাচার আসিয়াছে তাহাতে জানা গেল যে সেখানে সুন্দর বৃষ্টি হইয়াছে ও শস্যের মূল্য অনেক হ্রাস হইয়াছে বিশেষত বুটকলাই যোং নাগপুরে টাকাতে ৩৭ সাঁইত্রিশ সের বিক্রয় হইতেছে।

মরীচ উপদ্বীপ।

মরীচ উপদ্বীপের বড়সাহেব শ্রীযুত সার কোয়ার সাহেব ইঙ্গ্লণ্ডহইতে মরীচ উপদ্বীপে পঁহুছিয়াছেন ইহাতে সেখানকার লোকেরা বড় আহ্লাদিত হইয়াছে।

বরফ।

স্কটলণ্ড দেশে এক সাহেব আপন স্ত্রীর সহিত একত্র হইয়া এক গ্রামহইতে আপন গ্রামে যাইতেছিল এই সময়ে মাঠের মধ্যে অতিশয় বরফ পড়িতে আরম্ভ হইল তাহাতে সাহেব ভীত হইয়া ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইল কিন্তু স্ত্রী আপন ঘরে যাওনের কারণ অতিশয় ব্যস্তা হইয়া তাহা না শুনিয়া কিছুদূর অগ্রেই গমন করিল। পরে আপন শরীরের বৈকল্য বুঝিয়া আপন স্বামির সহিত ফিরিয়া চলিল কিন্তু ক্রমে২ অবসন্না হইয়া আর চলিতে অশক্তা হইল। পরে সাহেব স্ত্রীর শরীর গরম করিবার কারণ আপন বস্ত্র খসাইয়া তাহার গাত্রে দিতে২ সে অবসন্না হইয়া মৃত্তিকাতে পড়িল। অপর সাহেব বিপদ্গ্রস্ত হইয়া উপকারের কারণ নিকটস্থ লোকেরদিগকে ডাকিল তাহারা শুনিয়া তাহারদিগকে লইতে আসিতেছিল পথের মধ্যে অন্য এক পুরুষ ঐ দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল তাহারা আসিয়া প্রথম তাহাকে লইয়া আপন ঘরে রাখিল পরে ঐ স্ত্রীকে লইতে আসিতে২ দেখিল যে সে স্ত্রী মরিয়াছে পরে

সমাচার দর্পণ।

সে পুরুষকে ঘরে লইয়া গেল তাহাতে সে রক্ষা পাইল।

মুরশেদাবাদ।

মোং মুরশেদাবাদের ৭ সেতম্বর তারিখের সমাচার পাওয়া গেল যে তাহার চতুর্দিগে এ বৎসর যেমত বর্ষা হইয়াছে তাহাতে শস্য সুন্দর মত জন্মাইতে পারে কিন্তু এখন যদি পাঁচ সাত দিবস বৃষ্টি না হয় তবে লোকেরদিগের হাহাকার শব্দ হইবেক এবং মহাজনেরা তণ্ডুলাদির মূল্য বৃদ্ধি করিবেক। বাঙ্গালার দক্ষিণ দেশস্থ ভূমিতে নীল আবাদ অধিক হয় নাই যেহেতুক এ বৎসর বর্ষা আগামী হইল এবং বন্যাও আগামী আইল ইহাতে অসময়ে নীল কাটাতে হইল তৎপ্রযুক্ত নীলের রঙ্গ উত্তম হইল না।

নিজামালী খাঁ।

হয়দরাবাদের নিজামালী খাঁ কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর মধ্যে উত্তম এক দেশ ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে দিয়াছেন এবং নাগপুরের মধ্যে ইলীচপুর নামে এক প্রদেশ তাহার পরিবর্ত্তে লইয়াছেন। সিন্ধিয়ার সহিত যে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের যুদ্ধের একটা জনরব হইয়াছে সে কেবল জনরবমাত্র। কিন্তু সে জনরবের কারণ এই যে বোম্বইতে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য সকল একত্র হইতেছে অনুমান হয় যে এই সকল সৈন্য একত্র হইলে চৌদ্দ পোনর হাজারের নূন হইবে না। কচ্ছ দেশেতে সাত হাজার সৈন্য একত্র আছে।

ইংগ্লণ্ডের মরক।

সন ১৬৬৫ সনে লণ্ডন নগরে অতিশয় মরক হইয়াছিল তাহাতে আটষট্টি হাজার লোক মরিল সেই সময়ে স্কটলণ্ডের এক লোক লণ্ডন নগরে ছিল সে অতি উত্তমরূপে বাঁসুরী বাজাইতে পারিত এবং তাহার বাঁসুরী শুনিয়া লোকেরা পয়সা দিত এক দিবস সে বাঁসুরী বাজাইয়া অনেক পয়সা পাইল সে দিবস রাত্রে তাহার দেশের কুটুম্ব আসিয়াছিল সে তাহার সহিত রাত্রে ঐ পয়সা দিয়া সরাপ খরিদ করিয়া অধিক সরাপ খাইল এবং অজ্ঞানাবৃত হইয়া বাঁসুরী হাতে করিয়া এক রাস্তার ধারে পড়িয়া রহিল। সে সময় অতিশয় মড়ক ছিল লোকেরা প্রাতঃকালে শহরের তাবৎ মরা গাড়িতে করিয়া ফেলিয়া দিত। ঐ দিন অনেক মরা গাড়িতে তুলিয়া লইয়া যাইতেছিল তাহাতে ঐ অজ্ঞানাবৃত লোককেও মরা জ্ঞান করিয়া গাড়িতে তুলিয়া লইল। তাহার এক কুকুর ছিল সে ইহা দেখিয়া অতিশয় সোর করিয়া ডাকিতে লাগিল গাড়ি কতক দূর গেলে সে চেতন পাইয়া পূর্ব্বসংস্কারে বাঁসুরী বাজাইতে লাগিল তাহা শুনিয়া ও দেখিয়া যাহারা গাড়ি লইয়া যাইতেছিল তাহারা ভূত জ্ঞান করিয়া পলাইল। সে ব্যক্তিও কিঞ্চিৎ কাল পরে বিলক্ষণ চেতন পাইয়া সকল বিষয় বুঝিয়া গাড়ি হইতে নামিয়া স্বস্থানে গেল। এই বৃত্তান্ত তাহার দেশীয় লোকেরা শুনিয়া ঐ কুকুর ও বাঁসী সমেত তাহার এক ছবি শ্বেত প্রস্তরেতে নির্ম্মাণ করিয়া রাখিল সে ছবি অদ্যাপিও আছে।

বাজার ভাও।

জিনিস	মোন	অবধি	পর্য্যন্ত
সুপারি	১	৩।০	৩৷৷০
ভেরেণ্ডা তৈল	১	২২	৩০
গাছ মরিচ	১	৩৷৷০	৫
নারিকেল তৈল	১	১৪৷৷০	১৫
তুলা কাছোড়া	১	০	০
আদা রঙ্গপুর	১	২।০	২।৴
পাটনাই আদা	১	২	২৴
চালু পাটনাই	১	২৵	২৵
পাছড়ি উত্তম	১	২৷৷৴	২৷৷৵
পাছড়ি মধ্যম	১	২৶	২০
মুগী উত্তম	১	১৸৵	১৸৶
মুগী মধ্যম	১	১৸৴	০
বাদাম	১	১৸০	১৸৴
দুধা গোম	১	১৷৷	১৷৷৵
পাটনাই বুট	১	১৸০	১৸৴
অড়হর ডাল	১	২।৵	২৷৷০
উত্তম গাওয়া ঘৃত	১	২০	২০৷৷০
মধ্যম ঘৃত	১	১৫	১১
তৈলা ঘৃত	১	১৭	১৭৷৷০
মধ্যম তৈলা	১	০	০
মোমবাতী	১	৫৭	৫৮
মিছরি উত্তম	১	১৬	০
মিছরি মধ্যম	১	১২৷৷০	১৪
মোরা উত্তম	১	৬৸০	৬৷৷০
মধ্যম	১	৫৷৷০	৫৷৷০
চিনী কাশীর	১	৯৷৷০	১০।
মধ্যম	১	৮	৮৷৷০
খাড় চিনী	১	৩৸০	৪
জিরুন	১	৪৵	৪৶
তামাকু	১	৩৷৷০	৩।
লবণ	১	১৪	১৬৷৷০

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাঁহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে২ এক টাকা যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকটে কাগজ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাহার নিকটে পাঠান যাইবেক।

সমাচার দর্পণ

১২৩ সংখ্যা। শনিবার। ২৩ সেপ্টেম্বর সন ১৮২০। ৯ আশ্বিন সন ১২২৭॥

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ, বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে ॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা আট আনা প্রিমিয়ম। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা প্রিমিয়ম।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

২৩	সেপ্টেম্বর	শনিবার	৯	আশ্বিন
২৪	ঐ	রবিবার	১০	ঐ
২৫	ঐ	সোমবার	১১	ঐ
২৬	ঐ	মঙ্গলবার	১২	ঐ
২৭	ঐ	বুধবার	১৩	ঐ
২৮	ঐ	বৃহস্পতিবার	১৪	ঐ
২৯	ঐ	শুক্রবার	১৫	ঐ

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে।

যেং মোকামে যাহারং নিকটে এই সমাচার দর্পণ প্রতি সপ্তাহে পাঠান যাইতেছে বুঝিতে পারি যে তাঁহারদের মধ্যে সুযোগে কেহং সেইং মোকাম হইতে আপনং ঘরে যাইবেন অতএব তাহারদিগের কাগজ কোন তারিখ অবধি কোন তারিখ পর্য্যন্ত কোন মোকামে পাঠাইতে হইবেক তাহার তারিখ বদ্ধ সমাচার পত্রিকাদ্বারা আগামী সপ্তাহে মোকাম শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় পাঠাইবেন ইহার নিমিত্ত সমাচার না পাইলে যাহার কাগজ যেখানে পাঠান যাইতেছে তাহার কাগজ সেইখানে পাঠান যাইবেক ইতি।

ইস্তাহার।

সকলকে খবর দেওয়া যাইতেছে শহর কলিকাতার সুতালুটি গ্রামের মধ্যে ৺ দয়ারাম দত্তের স্বোপার্জ্জিত এক বাটী এবং রাইয়তি জমী ও ঐ শহরের আরং গ্রামের মধ্যে যে কিছু জমী আছে সে সকলের মধ্যে কতক খেরাজি ও কতক লাখেরাজি জমী আছে ঐ সকল জমী দত্ত মজকুরের নিজ নামে এবং তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺ নারায়ণচন্দ্র দত্তের বিনামে কালেক্তরের দপ্তরে লেখা যায় সেই সকল জমী কিম্বা তাহার কতক জমী ঐ দয়ারাম দত্তের পৌত্র শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দত্ত এবং তাহার পৌত্রী শ্রীমতী নিমুবতী দাসী ইহারদিগের অনভিমতে নিজরোজ সরবরাহ কেহ এক্ষণে কিম্বা বিক্রয় করেন আথবা ইতিপূর্ব্বে কেহ বন্ধক দিয়া থাকেন কিম্বা বিক্রয় করিয়া থাকেন তাহা নামঞ্জুর এতদর্থে সকলকে খবর দেওয়া যাইতেছে ইতি।

তারিখ ৭ আশ্বিন সন ১২২৭ সাল ইংরেজী সন ১৮২০ সাল ২১ সেপ্টেম্বর।

সমাচার দর্পণ।

ইংগ্লণ্ডীয় বাদশাহ।

পূর্ব্বে সমাচার দেওয়া গিয়াছে যে ইংগ্লণ্ডের নূতন বাদশাহ শ্রীশ্রীযুত চতুর্থ জর্জ রাজমুকুট ধারণ করিয়াছেন এখন শুনা গেল যে তাহাতে আট লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় হয় নাই। ইংগ্লণ্ডের ও স্কটলণ্ডের ও ঐর্লণ্ডের কুলীনেরদিগের সকলের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

দক্ষিণে মেরিচ দেশ।

মেরিচের রাজা শ্রীযুত চিন্তামণি রাও ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগের শাসনে যে বিরক্ত এমত চিহ্ন দেখাইতেছে অনুমান হয় যে কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণস্থ তাহার যে দেশ আছে তাহা ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যদ্বারা ইংগ্লণ্ডীয়াধীন হইবেক কিম্বা ইংগ্লণ্ডীয়েরদের আশ্রয়ে থাকিবেক।

কচ্ছ দেশ।

কচ্ছ দেশে যে হংগাম উপস্থিত আছে সে ক্রমেং বৃদ্ধি হইতেছে অতএব বোম্বের শ্রীযুত সর চার্লস কলবিল সাহেব সসৈন্য তার সৈন্য সমেত কচ্ছ দেশে যাইতেছেন।

দোয়াব।

দোয়াব হইতে ৫ সেপ্টেম্বরের পত্র আসিয়াছে তাহাতে জানা গেল যে সেখানে শস্য উত্তম জন্মিয়াছে এবং সেখানকার মহাজনেরা ধান্য ক্রয়ের দর ফি টাকাতে দেড় মন বন্দোবস্ত করিয়াছে এবং নীল ও উত্তম জন্মিয়াছে কিন্তু ইছা নদী ও কালী নদীর বন্যাদ্বারা নীচ ভূমির অনেক নীল নষ্ট হইয়াছে। তুলার বৃক্ষ অতি সুন্দর হইয়াছে তাহাতে পুষ্পও সুন্দর হইয়াছে বিশেষত এলাহাবাদ ও দিল্লীর

মধ্যে অত্যুত্তম রূপে তুলার আবাদ হইয়াছে।

লূট।

সন ১৮১৯ সালের মে মাসে পেসোয়ারদের এক গ্রাম ইংগ্লণ্ডীয়েরা লুট করিয়াছিল তাহাতে যে সকল লুটিত বস্তু পাওয়া গেল তাহার মধ্যে তাঁহারদের কুলদেবতা বিষ্ণুর এক স্বর্ণময় প্রতিমা পাওয়া গিয়াছিল তাহার ওজন তিন শত সত্তরি তোলা। সে মূর্ত্তি সিংহাসনস্থ এবং সিংহাসনের চতুর্দ্দিগহইতে লোল জিহ্বা পঞ্চ সর্প উঠিয়া পাঁচ ফণাদ্বারা তাঁহার মস্তকে ছত্রবৎ শোভা করিয়াছে। তিনি সৃষ্টি করণার্থে উদ্বিগ্ন চিত্ত এবং তাঁহার সম্মুখে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা পদ্মপত্রোপরি স্থিত। এই প্রকার প্রতিমা পাইয়া সেখানকার অধ্যক্ষ ইংগ্লণ্ডে ঐ প্রতিমা পাঠাইলেন এখন সে প্রতিমা শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের বাটীতে আছে।

আশ্চর্য্য হংস।

স্কটলণ্ড উপদ্বীপে এক জেলখানাতে সিপাহী লোকেরা পহরা দেয় তাহারদের মধ্যে এক জন সিপাহী এক হংস প্রতিপালন করিয়াছে সে হংস ঐ সিপাহীর সঙ্গে চলে যখন সে সেপাহী দাঁড়ায় তখন হংসও দাঁড়ায় এবং যখন সে বসে তখন হংসও বসে ও যখন সে শয়ন করে তখন হংসও শয়ন করে এই রূপ সে হংস সর্ব্বদা সিপাহীর অনুগামী থাকে এ বড় আশ্চর্য্য।

আরব সমুদ্রে মোখা।

পূর্ব্বে সমাচার দেওয়া গিয়াছে যে বোম্বের শ্রীযুত বড় সাহেব কতক যুদ্ধ জাহাজ মোং মোখাতে পাঠাইতে আজ্ঞা করিয়াছেন এইক্ষণে তাহার কারণ জানা গেল যে সন ১৮১৭ সালে ঐ মোখা মোকামে কাওয়া খরিদ হইয়া বোম্বে আসিবার কারণ জাহাজ ভাড়া করিয়া কাওয়া বোঝাই হইবার উদ্যোগ হইতেছিল ইতোমধ্যে বোম্বের শ্রীযুত বড় সাহেবের তরফ যে উকীল মোখাতে ছিল সে মরিল ও চিকিৎসক সাহেব এক জন মরিল তাহাতে সেখানে যে এক জন পল্টনের সাহেব ছিল সে সকল কর্ম্মের ভার আপনার উপরে দেখিয়া সেই জাহাজ শীঘ্র বোম্বে পাঠাইতে উদ্যোগ করিল। এবং এক জন সাহেব ও কতক সিপাহী সেই জাহাজে উঠাইয়া দিল। পরে আরবীয় কতক সৈন্য আসিয়া তাহারদিগকে ঐ জাহাজহইতে তাড়াইয়া দিল এবং সেখানকার কোম্পানীর কুটীতে গিয়া ঐ পল্টনের সাহেবের নিকট নানারূপ শক্ত কথা কহিতে লাগিল সে সাহেব তখন পীড়িত হইয়া শয়ন করিয়াছিল কিন্তু এই রূপ শুনিয়া তাহারদিগকে কএদ করিতে হুকুম দিলে সিপাহীরা তাহারদিগকে কএদ করিল। অপর মোখার অধ্যক্ষ এই সমাচার পাইয়া চারি শত আরবীয় সৈন্য পাঠাইয়া তাহারদিগকে খালাস করিয়া লইয়া গেল এবং কোম্পানীর যত সিপাহী সেখানে ছিল তাহারদিগকে নানাপ্রকার মারিল। এবং ঐ পল্টনীয় পীড়িত সাহেবকে বন্দুকের হুড়া ও ঘুষা প্রভৃতি মারিয়া মোখার অধ্যক্ষের নিকট লইয়া গেল।

সেখানে তাহাকে সিঁড়ির উপরে ফেলিয়া নীচে উপরে তিনবার টানিয়া লইয়া বেড়াইল পরে জেলখানায় কএদ করিল। কিঞ্চিৎ কাল পরে পুনর্ব্বার অধ্যক্ষের নিকটে আনিয়া তাহার গাত্রে থুথু দিয়া শূকর ও কাফর বলিয়া গালি দিল এবং আপনারদের পায়ের জুতা খুলিয়া তাহার সম্মুখে খাড়া করিয়া ধরিল। অপর ঐ সাহেবকে ও সিপাহীরদিগকে পায় বেড়ি দিয়া জেলখানায় কএদ রাখিল। এবং কোম্পানীর কুটী ও সাহেব লোকেরদিগের যে২ জিনিস পত্র সেখানে ছিল সে সকল লুট করিল এবং উকীল সাহেব ও চিকিৎসক সাহেবের শব কবরহইতে উঠাইয়া নানারূপ অবজ্ঞা করিল। এই সকল দৌরাত্ম্যের কারণ যুদ্ধ জাহাজ সেখানে পাঠান গিয়াছে।

আশ্চর্য্য চুরি।

খায়রাবাটী পরগণার কৃষ্ণবাটী গ্রামে কতকগুলি চাসী লোক বসতি করে সেই গ্রামস্থ পুরুষেরা দিবসে প্রায় সকলেই আপন২ ক্ষেত্রে গিয়া কৃষিকর্ম্ম করে গ্রামের মধ্যে কেবল স্ত্রীলোক পরম্পরা থাকে। এক দিবস এক প্রহর বেলার সময় ঐ গ্রামে ফকীরের ন্যায় এক জন ভিক্ষুক আসিয়া উপস্থিত হইল পরে সে যে বাটীতে ভিক্ষার্থে প্রবেশ করে সেই বাটীতে স্ত্রী লোকেরদের সহিত কথোপকথন করিয়া ভিক্ষা লইয়া শেষে কোন এক দ্রব্য চুরি করিয়া লয়। কাহারো ঘটী কাহারো কাপড় এই প্রকারে প্রতি ঘরে চুরি করিয়া গ্রামহইতে চলিয়া গেল। তাহার কিঞ্চিৎ কাল পরে সেই সকল গৃহস্থ লোকেরা আপনারদের জিনিসপত্র দেখে যে কাহারো ঘটী ও কাহারো কাপড় এই প্রকার প্রায় সকলেরি কিছু২ ক্ষতি হইয়াছে। শেষে পুরুষেরা ঘরে আসিয়া তাবৎ বৃত্তান্ত শুনিয়া তাহার চতুর্দ্দিগস্থ গ্রামে তাহাকে অন্বেষণ করিল কিন্তু দেখা পাইল না।

অপমৃত্যু।

মোং সালিখাতে এক ভাগ্যবান কুমার থাকে ২৮ ভাদ্রে তাহার এক বালক পাঠশালহইতে লিখাপড়া করিয়া আসিয়া আপন চাকরকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গাস্নানে গোলাবাটীর ঘাটে গেল। বালক গঙ্গাস্নান করিতে জলে নামিল চাকর ডাঙ্গায় থাকিয়া সেই সময়ে সেই ঘাটের উপরে যে বাজী হইতেছিল তাহাই দেখিতে আশক্ত হইল। ইতোমধ্যে গঙ্গাতে বান আসিয়া খেয়ার নৌকা ভাসিয়া ঐ বালকের উপরে চাপিয়া পড়িল তাহাতে সেই বালক মরিয়া সেই নৌকার নীচে রহিল। পরে চাকর ঘাটে বালকের অন্বেষণ করিল কিন্তু সেখানে না পাইয়া বাটী গেল এবং সেখানেও পাইল না। পরে বালকের পিতা ও ভ্রাতাদি সকলে ব্যস্ত হইয়া অন্বেষণ করিতে লাগিল কিছু কালান্তরে ভাটার সময়ে ঐ খেয়ার নৌকার নীচে মৃত বালক সেই নৌকার মাজী পাইয়া সকলকে আনাইল এবং দারোগা আসিয়া বালকের পিতা ও ভ্রাতারদিগকে আনাইয়া সুরোথাল করিল পরে বালকের অলঙ্কারাদি তাহার পিতাকে দিয়া তাহাকে জ্বালাইতে হুকুম দিল।

সহমরণ।

গত শনিবারে মোং কাশীপুরে রামসুন্দর বসুর কাল হইল সেই দিবস বৈকালে তাহার স্ত্রী তাহার সহিত সহগমন করিল।

লাটরি খেলা।

শহর কলিকাতায় আগামী জানুআরি মাসে যে লাটরি খেলা হইবেক সে লাটরির তাবৎ টিকিট কলিকাতার চৌনহাদে অর্থাৎ সাবাড়ন ঘরে ১১ সেভমুর তারিখে শ্রীযুত আলেক্জান্দর কোম্পানী ছয় লক্ষ ষোল হাজার পাঁচ শত টাকাতে নিলামে ক্রয় করিয়াছে অতএব এখন অবধি সকল লোককে তাহার নিকটহইতে টিকিট ক্রয় করিতে হইবেক।

টিকিট	মাল
১ টিকিট	১৬০০০০
১ টিকিট	১০০০০০
১ টিকিট	৫০০০০
২ টিকিট	৪০০০০
২ টিকিট	২০০০০
১০ টিকিট	১০০০০
৪০ টিকিট	২০০০০
২০০ টিকিট	৫০০০০
১২০০ টিকিট	১৫০০০০

আগামী লাটরির মাল এইরূপেতে স্থির হইয়াছে।

ফাঁসী।

পূর্ব্বে সমাচার দেওয়া গিয়াছে যে ইংগ্লণ্ডীয় কএক জন বিশ্বাসঘাতকেরা বাদশাহের উজীরেরদিগকে বধ করিতে স্থির করিয়াছিল তাহারদের মধ্যে প্রধান পাঁচ জনের ফাঁসী হুকুম হইয়াছে। এই হুকুম শুনিয়া তাহারা কহিল যে বিলক্ষণ যত শীঘ্র আমারদের ফাঁসী হয় সেই ভাল পরে তাহারদিগের মরণকালের প্রার্থনার কারণ পুরোহিত আনাইতে হুকুম করিলে তাহারা পাঁচ জনে উত্তর করিল যে আমরা নাস্তিকের মতাবলম্বনে মরিব পুরোহিতে প্রয়োজন কি।

১ মে সোমবার সাত ঘণ্টা বেলার সময়ে জল্লাদ আসিয়া ফাঁসীর আয়োজন করিল ও সেখানে করাতের গুঁড়া ছড়াইয়া দিল ও তাহারদের কবরের কারণ যে সিন্দুক আনিল তাহার মধ্যেও করাতের গুঁড়া দিল তদনন্তরে আটঘণ্টা পাঁচ মিনিটের সময়ে ফাঁসী টানাইয়া তক্তার উপরে খাড়া করিল। যে তক্তার উপরে তাহারা দাঁড়াইয়াছিল জল্লাদ চিহ্নদ্বারা সেই তক্তা টানিল তাহাতে তৎক্ষণে তাহারদিগের ফাঁসী হইল। তিন মিনিটের পরে তাহারদিগের সংসারীয় দুঃখের শেষ হইল। অর্দ্ধ ঘণ্টার পরে তাহারদিগকে ফাঁসীহইতে নামাইয়া সিন্দুকের মধ্যে বসাইল ও তাহারদিগের মুখে বস্ত্র আচ্ছাদন দিয়া মস্তক ছেদন করিল ও ছিন্ন মস্তক জল্লাদ হাতে লইয়া চতুর্দ্দিগে ঘুরাইয়া দেখাইতে২ কহিল যে এই বিশ্বাসঘাতকের মস্তক পরে তাহারদিগকে কবরে দিল। এই বিশ্বাসঘাতকেরদের মধ্যে অন্য পাঁচ জনকে মৃত্যু কালপর্য্যন্ত দেশহইতে দূর করিয়া দিয়াছে।

আশ্চর্য্য কৃত্রিম।

গত বাদশাহের হস্তে যে আশা ছিল সে বহুমূল্য প্রস্তরেতে জড়িত। কএক বৎসর হইল সে সকল কৃত্রিম জানা গিয়াছে সম্প্রতি শ্রীশ্রীযুত নূতন বাদশাহের কারণ পুরাতন রাজমুকুট কাটিয়া নূতন রাজমুকুট প্রস্তুত হইতেছিল তাহাতে পুরাতন মুকুটের হীরা ও বহুমূল্য প্রস্তর যে ছিল তাহার মধ্যে অনেক কৃত্রিম প্রকাশ হইয়াছে সে কেবল ময়দাদ্বারা প্রস্তুত এঅতি আশ্চর্য্য অনুমান হয় এক শত ঘাইট বৎসরপর্য্যন্ত এ কৃত্রিম প্রকাশ হয় নাই।

দেবীপূজা।

হিন্দুস্থানের মধ্যে শরৎকালীন দেবীপূজা অনেক স্থানে হয় বিশেষত গঙ্গা নদীর উভয় পার্শ্বে অধিক সমারোহ হয়৲ যদি কোন ভাগ্যবান হিন্দু এ পূজা না করে তবে রীতি আছে যে রাত্রিকালে প্রতিমা

সমাচার দর্পণ।

জানিয়া লোকেরা সর্ব্বোপরে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি রাখিয়া ঘরে২ গৃহস্থ ব্যক্তি আনিয়া ধর্ম্ম ভয়ে কিম্বা লোক ভয়ে যে রূপে হয় তাঁহার পূজা করে। তাহাতে গত সপ্তাহে ৩ আশ্বিন মঙ্গলবার রাত্রে বেলঘরিয়া গ্রামের বালকেরা ঐ গ্রামের কোন ভাগ্যবানের বাটীতে এক দোমাটীয়া প্রতিমা রাখিয়া আসিয়াছিল ৩ আশ্বিন বুধবার প্রাতে সেই ভাগ্যবান আপন বাটীতে ঐ দোমাটীয়া প্রতিমা দেখিয়া অতিশয় রাগান্বিত হইল ও আপন ঘর হইতে দা আনিয়া প্রতিমাকে শতখণ্ড করিয়া আপন পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করিয়া বাঁস ও কাদাদ্বারা চাপা দিয়া রাখিল। যাহারা ঐ প্রতিমা রাখিয়া আসিয়াছিল তাহারা দেখিল যে যেখানে প্রতিমা ছিল সেখানে নাই পরে অন্বেষণ করিতে২ জানিল যে প্রতিমা কাটিয়া পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করিয়াছে অপর তাহারা ঐ প্রতিমা সরকারি স্থানে আনিয়া পূজা করিবেক নিশ্চয় করিয়া প্রতিমা ফিরিয়া আনিতে গিয়াছিল তাহাতে সে ভাগ্যবান ব্যক্তি তাহারদিগকে প্রতিমা উঠাইয়া লইতে না দিয়া মারি পিটি করিয়া বিদায় করিল।

পূর্ব্বাবধি এই রীতি চলিয়া আসিতেছে তাহাতে যেখানে এই রূপে তাঁহার আগমন হয় সেখানে কোন মতে অন্ন বস্ত্রে পুরস্কৃতা হইয়া দশমীর দিবস জল মগ্না হইয়া থাকেন কিন্তু আগমন মাত্রে এরূপ পুরস্কৃতা হইয়া জল মগ্না হইতে হিন্দুস্থানের মধ্যে কেহ দেখে নাই ও শুনে নাই।

কুব্যক্তির শাসন।

যাহার কুস্বভাব সে কুকথা কহে যাহার সুস্বভাব সে সুকথা কহে॥

তাহার প্রমাণ।

এক রাজার পুত্রকে কোন দুষ্টের বালক গালি দিয়াছিল তাহাতে রাজপুত্র কান্দিতে২ রাজার নিকট আসিয়া এই কথা বলিলেন যে হে পিত অদ্য আমি খেলা করিতে গিয়াছিলাম তাহাতে অমুকের বালক যাহা ইচ্ছা তাহা বলিয়া আমাকে গালি দিয়াছে রাজা তাহা শুনিয়া মন্ত্রির দিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে আমার পুত্রকে যে গালি দিয়াছে তাহাকে কি শাস্তি দেওয়া তোমারদের বিচারে উচিত হয় তাহারদের মধ্যে কেহ বলিলেন কাটিয়া ফেলিতে আজ্ঞা করুন কেহ কহিলেন কারাগারে বদ্ধ করিতে আজ্ঞা দিউন এই প্রকার তাঁহারা সকলে বলিতে লাগিলেন। তখন রাজা আপন পুত্রকে ডাকিয়া এই কথা কহিলেন যে আমি রাজা বটি এবং বিচার করিয়া শাস্তি দিতে পারি কিন্তু তাহাতে কে ভাল কে মন্দ তাহা জানা যায় না অতএব যদি তুমি ভাল হইতে চাহ তবে এই বালকে ক্ষমা করিতে শিক্ষা কর উহাকে ক্ষমা কর তখন রাজপুত্র উহাকে ক্ষমা করিয়া এই কথা বলিলেন যে দেখ আমার শাস্তি দিবার ক্ষমতা থাকিতেও তোমাকে ক্ষমা করিলাম অতএব তুমি আর কাহাকেও গালি দিও না এবং তোমাকে কেহ গালি দিলেও এই রূপে তাহাকে ক্ষমা করিবা।

তাৎপর্য্য এই যে বালকেরদের বালক কালাবধি নীতি শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

বাজার ভাও।

জিনিস	মোন	অবধি	পর্য্যন্ত
সুপারি	১	৩।০	৩॥০
ভেরেণ্ডা তৈল	১	২২	২৩
গাছ মরিচ	১	৩॥০	৪
নারিকেল তৈল	১	১৪॥০	১৫
তুলা কাছোয়া	১	০	০
আদা রঙ্গপুর	১	২।০	২।৵
পাটনাই আদা	১	২	২৵
চালু পাটনাই	১	২৸	২৸৵
পাছড়ি উত্তম	১	২।৶	২।৵
পাছড়ি মধ্যম	১	২৶	২।০
মুগী উত্তম	১	১৸৵	১৸৶
মুগী মধ্যম	১	১৸৶	০
বাদাম	১	১৸০	১৸৶
দুধা গোম	১	১।৶	১॥
পাটনাই বুট	১	১৸০	১৸৶
অড়হর ডালি	১	২।৵	২।৶
উত্তম গাওয়া ঘৃত	১	১৯॥০	২০
মধ্যম ঘৃত	১	১৫	১৫॥
ভৈসা ঘৃত	১	১৭	১৭॥
মধ্যম ভৈসা	১	০	০
মোমবাতী	১	৫৬	৫৮
মিছরি উত্তম	১	১৬	০
মিছরি মধ্যম	১	১২॥০	১৪
সোরা উত্তম	১	৬৸০	৬৷০
মধ্যম	১	৫৷০	৫॥০
চিনী কাশীর	১	৯।০	৯৸
মধ্যম	১	৮	৮।০
ধার চিনী	১	৩।০	৪
তেতুল	১	৶	৸৶
তামাকু	১	৩॥০	৩॥
চন্দন	১	১৭॥০	১৮

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুর ছাপাখানাতে প্রতি সপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে২ এক টাকা যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকটে ডাক না পহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবার তাহার নিকটে পাঠান যাইবেক।

সমাচার দর্পণ

১৪ সংখ্যা । শনিবার । ৩০ সেপ্তেম্বর সন ১৮২০ । ১৬ আশ্বিন সন ১২২৭ ॥

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যাকার্য্যেক্ষণং । বৃত্তান্তমিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণ ॥

কোম্পানির কাগজ ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা আট আনা পিরিময় । বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা পিরিময় ।

সপ্তাহের পঞ্জিকা ।

৩০	সেপ্তম্বর	শনিবার	১৬	আশ্বিন
১	আক্টোবর	রবিবার	১৭	ঐ
২	ঐ	সোমবার	১৮	ঐ
৩	ঐ	মঙ্গলবার	১৯	ঐ
৪	ঐ	বুধবার	২০	ঐ
৫	ঐ	বৃহস্পতিবার	২১	ঐ
৬	ঐ	শুক্রবার	২২	ঐ

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে ।

যে২ মোকামে যাহার২ নিকটে এই সমাচারদর্পণ প্রতিসপ্তাহে পাঠান যাইতেছে বুঝিতে পারি যে তাঁহারদের মধ্যে শুভাযোগে কেহ২ সেই২ মোকামহইতে আপন২ ঘরে যাইবেন অতএব তাঁহার দিগের কাগজ কোন তারিখ অবধি কোন তারিখপর্য্যন্ত কোন মোকামে পাঠাইতে হইবেক তাহার তারিখ বক্ত সমাচার সংতিক্রমে আগামী সপ্তাহে মোকাম শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় পাঠাইবেন ইহার লিখিত সমাচার না পাইলে যাহার কাগজ যেখানে পাঠান যাইতেছে তাহার কাগজ সেইখানে পাঠান যাইবেক ইতি ।

ইস্তাহার ।

সকলকে খবর দেওয়া যাইতেছে শহর কলিকাতার সুতালুটি গ্রামের মধ্যে ।৵ দয়ারাম দত্তের স্বোপার্জ্জিত এক বাটী এবং রাইয়তি জমী ও ঐ শহরের আর২ গ্রামের মধ্যে যেকিছু জমী আছে সে সকলের মধ্যে কতক খোরাজি ও কতক নাখরাজি জমী আছে ঐ সকল জমী দত্তমজকুরের নিজ নামে এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ।৵ নারায়ণচন্দ্র দত্তের বিদ্যমান কালে তারের দস্তুরে লেখা যায় সেই সকল জমী কিম্বা তাহার কতক জমী ঐ দয়ারাম দত্তের পৌত্র শ্রীগৌরচন্দ্র দত্ত এবং তাহার পৌত্রী শ্রীমতী কুমুদী দাসী ইহারদের অনভিমতে নিজরোজ অবধি কেহ বন্ধক দেন কিম্বা বিক্রয় করেন অথবা কিয়ত্রোজের পূর্ব্বে কেহ বন্ধক দিয়া থাকেন কিম্বা বিক্রয় করিয়া থাকেন তাহা না মঞ্জুর এতদর্থে সকলকে খবর দেওয়া যাইতেছে ইতি ।

তারিখ ৭ আশ্বিন সন ১২২৭ সাল ইং সন ১৮২০ সাল ১৯ সেপ্তেম্বর ।

সমাচার দর্পণ ।

কলিকাতার ২৩ নম্বর্ [illegible]

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে কলিকাতার ২৩ নম্বর চিঠি শ্রীযুত হইল কোম্পানীর দপ্তরখানাত হইয়া ২৪ নম্বরকে কাউন্সিল শ্রীযুত শঙ্কর মিত্রের আনী সে ভাগ২ আছে যাহার ক্রয় করিবার বাসনা থাকে তিনি সেইখানে গেলে পাইবেন ।

ভাগ	টিকিট
আট আনা	৫৫
সিকী	২৮
দোআনী	১৪
এক আনা	৮

তেইশ সুর্ত্তির যে খেলা হইয়াছে তাহার এক টিকিট হারাইয়াছে সে টিকিটে মাল উঠিয়াছে এখন সে টাকা শ্রীযুত মেকিণ্টস কোম্পানীর বাটীতে বন্দ আছে ।

সুপ্রীম কোর্ট ।

আগামী ২৩ আকটুবর তারিখে সুপ্রীম কোর্টের আদালত খোলা যাইবেক ।

ইংগ্লণ্ডীয় বাদশাহের সৈন্যসংখ্যা ।

ইংগ্লণ্ডীয় বাদশাহের জনরেল কর্ণেল প্রভৃতি অধ্যক্ষ সমেত গোরা সৈন্য সর্ব্বদেশে সাকিল্য এক লক্ষ বার হাজার চারি শত পঁচাশী জন আছে ইহার মধ্যে ভারতবর্ষে ত্রিশ হাজার নয় শত সৈন্য আছে এই সকল সৈন্যের খরচ প্রতিবৎসরে পাঁচ কোটি চৌয়াল্লিশ লক্ষ সাতাশ হাজার তিন শত আটাইশ টাকা । এতদ্ভিন্ন কোম্পানির সৈন্য ও তাহার খরচ স্বতন্ত্র আছে ।

সমাচার দর্পণ।

চিরজীবী।

ঐর্লণ্ড দেশের এক নগরে বসবতী এক স্ত্রী ১১১ এক শত এগার বৎসরবয়স্কা হইয়া মরিয়াছে সে স্ত্রী লোক ক্রমে চারি বাদশাহের জন্ম মৃত্যু দেখিয়াছে এবং পঞ্চম বাদশাহের জন্ম দেখিয়াছে সে স্ত্রী আপন মরণের পূর্ব্ব দুই বৎসর হস্তখানা হইয়াছিল।

অগতিকের পালনোপায়।

ইংগ্লণ্ড দেশে এই রীতি আছে যে গ্রামেং যত রোগী ও নির্দ্ধন ও বৃদ্ধ ও অনাথ লোক ও যত জারজ সন্তান আছে তাহারদিগের প্রতিপালনার্থ সেই সকল গ্রামহইতে কিছুং টাকা এই সকল লোকেরদিগের অধ্যক্ষের নিকট জমা হয় এবং ঐ সকল লোক অধ্যক্ষের নিকটে খোরাক ও পোশাক পায় তাহাতে এক নগরের হিসাবদ্বারা জানা গেল যে সেখানে কেবল জারজ সন্তানের প্রতিপালনার্থ প্রতিসপ্তাহে দুই শত বায়ান্ন টাকা ব্যয় হয় কিন্তু রোগী ও বৃদ্ধের কারণ ইহাহইতে ন্যূন ব্যয় হয় এবং ঐ হিসাবে জানা গেল যে এই জারজ সন্তান দুই শত চল্লিশ স্ত্রীহইতে জন্মিয়াছে।

বাদশাহ দর্শন।

ইংগ্লণ্ডের বাদশাহ রাজমুকুট ধারণ করিতে যে রাস্তা দিয়া গিয়াছিলেন সে রাস্তার উভয় পার্শ্বে অতিবড় দুই ঘর আছে সেই ঘরে থাকিয়া সকল লোকেরা প্রভুর শোভা দেখিবার কারণ ষোল হাজার টাকা করিয়া বত্রিশ হাজার টাকা জমা করিয়াছিল।

দ্রুতগামী।

ইংগ্লণ্ডে চৌয়াত্ত বৎসরবয়স্ক এক লোক বাজী রাখিয়াছে যে আটার দিনে পাঁচ শত ক্রোশ চলিবেক।

ধূম।

এক নগরে এক জন এক নূতন কল সৃষ্টি করিয়াছে অগ্নিদ্বারা যে ধূম নির্গত হয় সে ধূম কলদ্বারা বন্দ করিয়া রাখিলে সে ধূমে অগ্নির কার্য্য হইবে।

বৃহৎ হাড়।

ইংগ্লণ্ড দেশে কোন কর্ম্মের কারণ এক পাহাড়ের নীচে খুঁদিতেছিল তাহাতে একটা মনুষ্যের হাড় পাওয়া গেল কিন্তু তাহার হাতের ও পায়ের হাড় এত বড় যে মনুষ্যের সম্ভব হয় না লোকেরা অনুমান করিয়াছে যে সে রাক্ষসের হাড় এবং তাহার নিকটে আর একটা মূর্ত্তি কারি বড় জানা পাইল তাহাতেও কতক বৃহৎ হাড় দেখিল।

চোরের চাতুরী।

ইংগ্লণ্ড দেশের এক নগরের কারাগারে অনেক দুষ্ট লোক কয়েদ আছে তাহাতে গত ১১ এপ্রেল তারিখে এক চোরের মাতা আপন কয়েদী পুত্রকে দেখিতে কারাগারের দ্বারে গিয়া অধ্যক্ষের নিকটে প্রার্থনা করিলে সে তাহাকে কারাগারের মধ্যে গিয়া পুত্র দেখিতে আজ্ঞা দিল। সে স্ত্রীলোক কারাগারের মধ্যে গিয়া পুত্রের সহিত কথোপকথন করিয়া আপন বস্ত্র পুত্রকে দিল। সে চোর স্ত্রীলোকের ন্যায় সেই বস্ত্র পরিয়া বাহির হইয়া চলিয়া গেল। তাহার বৃদ্ধ [illegible] মাতা গায় দিয়া শয়ন করিয়া থাকিল।

রাজদ্রোহ।

গত সপ্তাহে যে বিশ্বাসঘাতক পাঁচ জনের ফাঁসীর বিষয় ছাপান গিয়াছে তাহার বিষয় অন্য যে সমাচার আসিয়াছে তাহাতে জানা গেল সে পাঁচ জনের ফাঁসী হইয়া কবর দিলে তাহারদের স্ত্রীলোকেরা ঐ মৃত স্বামিরদিগকে কবরহইতে উঠাইয়া প্রকাশ স্থানে রাখিবার কারণ উজীরের নিকটে দরখাস্ত দিয়াছিল। তাহাতে উজীর আজ্ঞা করিল যে তাহা হইবেনা। আর অন্য যে পাঁচ জনকে জীবনপর্য্যন্ত দেশহইতে দূর করিয়া দিয়াছে তাহারদিগের স্ত্রীরা আপনং স্বামী কারাগারে আছে জানিয়া দেখিতে গিয়াছিল কারাগারের অধ্যক্ষের নিকটে নিশ্চয় সমাচার জানিয়া তাহারা অনেক রোদন করিয়া স্বংস্থানে গেল।

ডিম্ব বিক্রয়।

ফ্রান্স দেশহইতে ইংগ্লণ্ড দেশের এক গ্রামে দুই লক্ষ অষ্টাশী হাজার কুকুটের ডিম্ব বিক্রয় হইতে আইল। ঐ ডিম্ব নিলামে একং ডজন দুই আনাতে বিক্রয় হইল।

স্ত্রী বিক্রয়।

ইংগ্লণ্ড দেশে রীতি আছে যে আপন স্ত্রী বিক্রয় করিতে পারে তাহাতে লণ্ডন নগরে এক লোক আপন স্ত্রীর গলায় দড়ি দিয়া এক বড় হাটে লইয়া গিয়াছিল এবং পূর্ব্বে এক ইস্তাহার দিয়াছিল তাহাতে এক জন কসাই তাহাকে ক্রয় করিল।

ইংগ্লণ্ড দেশের এক নগরের হাটে এক জন আপন স্ত্রীর গলায় দড়ি দিয়া বিক্রয় করিতে আনিলে এক জন তাহাকে দুই টাকাতে ক্রয় করিল পরে ঐ

তিন জন ঐ দুই টাকায় মদ ক্রয় করিয়া খাইল। অপর ক্রেতা স্ত্রী লইয়া আপন ঘরে গেল বিক্রেতা স্ত্রী বিক্রয় করিয়া মদ খাইয়া আপন ঘরে গেল।

ব্যাঘ্র।

পশ্চিম দেশে দুইপর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তি মুঙ্গী নাম গ্রামে এক ভাগ্যবানের বাটীর দোতালা কুঠরিতে একটা গুল বাঘ্য শয়ন করিয়াছিল। প্রাতে বাটীর লোকেরা দেখিয়া গ্রামে সকলকে জানাইল। তাহাতে কোম্পানির সিপাহী দুই জন ও পুলিসের বরকন্দাজ এক জন আইল এবং কুঠরির দ্বারে থাকিয়া বরকন্দাজ এক গুলী মারিল তাহাতে কিছু হইল না। ঐ বন্দুকের শব্দ শুনিয়া ব্যাঘ্র নিদ্রা ত্যাগ করিয়া রাগান্বিত হইয়া বসিল। পরে দুই জন সিপাহী ঢাল ও তরয়ার লইয়া তাহার সম্মুখে যাইয়া যুদ্ধ করিতে এক জনকে নখাঘাত ও দন্তাঘাত অনেক করিল আর এক জন সে ব্যাঘ্রকে মারিল।

পরে তাহারা স্বস্থানে গেল যাহাকে নখাঘাত ও দন্তাঘাত করিয়াছিল সে দুই তিন দিন পরে মরিল কিন্তু ইহারদিগের আশ্চর্য্য সাহস। সে স্থানে কেন্দুয়া ও গুলবাঘাতে ভয় অতিশয় তাহাতে লোকেরা মেষ ও কুকুর বালক প্রভৃতি সর্ব্বদা সাবধানে রাখে এক দিবস আট বৎসর বয়স্ক এক বালককে ধরিয়া লইয়া ভক্ষণ করিল এবং সিপাহীর ঘরের নিকটে এক বৃদ্ধ স্ত্রীকে গুলবাঘাতে ধরিয়াছিল কিন্তু সে এমত চিৎকার শব্দ করিল যে তাহাকে ছাড়িয়া পলাইল কিন্তু যে আঘাত করিয়াছে সে অধিক দিন শুশ্রূষাতে ভাল হইতে পারে। এক দিন সাহেবের এক কুকুর লইয়া গেল পর দিন প্রাতঃকালে এক বৃক্ষের উপরে সে মৃত কুকুর পাওয়া গেল। এই রূপ এক ঘোড়ার বাচ্চা ও অনেক কুকুরও লইয়া গিয়াছিল তাহাও বৃক্ষের উপরে পাওয়া গেল। লোকেরা জানিত যে গুলব্যাঘ্র বৃক্ষে উঠিতে পারে না কিন্তু সেখানকার লোকেরা আপন চক্ষুর্দ্বারা বৃক্ষে উঠিতে দেখিয়াছে।

সহগমন।

কৃষ্ণনগরের গঙ্গাকান্ত চট্টোপাধ্যায় তাহার বয়ঃক্রম অনুমান চল্লিশ বৎসর হইয়াছিল। আশ্বিন শুক্রবারে তাহার মৃত্যু হইলে ত্রিশ বৎসরবয়স্কা তাহার স্ত্রী তাহার সহিত সহগামিনী হইয়াছেন তাহারদিগের পাঁচ বৎসরবয়স্কা এক কন্যা ও দেড় বৎসরবয়স্ক এক পুত্র আছে।

বিবাহ।

ইংলণ্ড দেশে এক সাহেব এক স্ত্রীকে বিবাহ করিবার কারণ প্রীতি করিয়া সেই স্ত্রীর পিতা মাতার ঘরে কিছু দিন থাকিল কিন্তু কোন কর্ম্মক্রমে দুই তিন মাস বিবাহ হইল না। পরে যখন বিবাহের উদ্যোগ করিল তখন ঐ কন্যার পিতা মাতা জানিল যে কন্যার গর্ভ হইয়াছে ইহাতে তাহারা তাহাকে ঘরহইতে বাহির করিয়া দিল। কন্যা বাহির হইয়া দুই তিন মাসপর্য্যন্ত অনুদ্দেশ হইল। তাহার পরে এক দিন এক পুষ্করিণীর তীরে দেখা গেল যে সে কন্যা মৃতা পড়িয়া আছে। এবং যে সাহেব তাহাকে বিবাহ করিতে স্থির করিয়াছিল সে তাহাকে মৃতা দেখিয়া পাগল হইয়াছে।

চুরি।

শুনা গেল যে কুমারখালি ও যশোহরের মধ্যে অনেক২ নীলের কুটীতে চুরি হইয়াছে পদ্মানপুরের নীল কুটীর মধ্যে গিয়া সাত আট শত নীল বড়ি চুরি করিয়াছে।

ইংগ্লণ্ডীয় নূতন বাদশাহ।

ইংগ্লণ্ডের নূতন বাদশাহ রাজমুকুট ধারণ করিলে মহাশয়েরা আপন২ পূর্ব্ব পুরুষেরদের পদ প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ এই। যখন যে কোন বাদশাহ রাজমুকুট ধারণ করিতে যান তখন প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ দুই জন বাদশাহের দক্ষিণে ও বামে থাকেন। সেই গমন সময়ে চতুষ্কোণ ও ঘণ্টাযুক্ত বহুমূল্য চাঁদোয়া চারি জন প্রধান লোক বাদশাহের মস্তকে ধারণ করে এবং তাহারা সেই চাঁদোয়া পায় এবং রূপার বাসনে ভিক্ষা লইয়া সে সময় ভিক্ষুকেরদিগকে এক প্রধান লোক ভিক্ষা দেয় সে ঐ ভিক্ষাপাত্র পায় ও যে প্রথম খানা প্রস্তুত করে সে সেই স্বর্ণময় থালার পাত্র পায় ও যে মেজ সজ্জা করে সে মেজের বস্ত্র পায় ও ছুরি কাঁটা পায় এইরূপ অনেকের অনেক ভার আছে তাহাতে অনেকে অনেক পায়। লণ্ডন নগরের বড় সাহেব প্রার্থনা করিয়াছেন যে তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ নূতন বাদশাহের খানাতে স্বর্ণপাত্রে সরাপ লইয়া বাদশাহকে দিতেন সে স্বর্ণপাত্রও তিনি পাইতেন অতএব তিনি ও পান। এক জন পুরোহিতও ঐরূপ পূর্ব্ব পুরুষের পদ প্রার্থনা করিল যে নূতন বাদশাহ যে স্থানে নূতন রাজমুকুট ধারণ করিবেন সে সময় ঐ পুরোহিত সাজোয়া পরিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া সে স্থানে আসিবে কুলীনের ঘটক তাহার সম্মুখে তুরীর বাদ্য করিবেক পরে ঐ ঘোড়ায় থাকিয়া সর্ব্বত্র প্রকাশ করিয়া কহিবেক যে এই চতুর্থ জর্জ ইংগ্লণ্ডের সত্য বাদশাহ নহেন ইহা যে কেহ কহিবে সে লোক সদোষী ও বিশ্বাসঘাতক ইহা আমি প্র

যাইতে দিবে। এই কহিয়া যুদ্ধচিহ্ন হস্তের দস্তানা ভূমিতে নিক্ষেপ করিবেক সে দস্তানা যদি কেহ ওঠায় তবে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। যদি কেহ না ওঠায় তবে স্বর্ণপাত্রে সরাপ লইয়া নূতন বাদশাহের নাম করিয়া পান করে। সেই স্বর্ণ পাত্র ও ঘোড়া ও সাজোয়া সে পায়।

পোর্তুগীশের বাণিজ্য।

পোর্তুগীশেরা ওয়া নামে শহরে বাণিজ্য করিত তাহাতে ১৫০৩ সনে তাহারদিগের এক জাহাজ বার শত লোক সমেত পোর্তুগীশের দেশ ছাড়িয়া ওয়াতে আসিতেছিল। কিছু দিন পরে সে জাহাজ এক চড়াতে ঠেকিল তখন কাপ্তান জাহাজ হইতে নৌকা নামাইয়া ২০ জন লোক নৌকাতে ওঠাইয়া অন্যকে আসিতে দিল না। যাহারা জাহাজে থাকিল তাহারা সে স্থানে মরিল যাহারা নৌকারোহণ করিল তাহারদিগের মধ্যে কাপ্তান রোগগ্রস্ত হইয়া মরিল পরে আর এক জনকে কাপ্তান করিল। পরে তাহারদিগের আহার শেষ হইয়া মরণ ও খিন্ন হইলে তাহারা মানত করিল যে কাপ্তান ও পাদ্রি ও ছুতর এই তিন জন ভিন্ন গুলিবাঁট করিয়া যাহার নাম উঠিবেক তাহাকে জলে নিক্ষেপ করা যাইবেক। তাহাতে গুলিবাঁট হইয়া এক অন্যেরা দুই ভাই ছিল তাহার জ্যেষ্ঠের নাম উঠিল তাহাকে জলে নিক্ষেপ করিতে তাহার কনিষ্ঠ ভাই অনেক কাঁদিয়া কহিল যে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে রাখিয়া আমাকে জলে নিক্ষেপ করহ। এই কথা তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাহাকে অনেক বারণ করিয়া কহিল আমাকে জলে নিক্ষেপ করিতে ঈশ্বরের ইচ্ছা হইয়াছে অতএব আমি যাইব। তথাচ কনিষ্ঠ ভ্রাতা না মানিয়া আপন ভ্রাতার পায় পড়িয়া আপনি জলে পড়িল। কিছু কাল পরে ঐ নৌকার হালি ধরিল পরে এক সিপাহী তলোয়ার দ্বারা সে হাত ছেদন করিল ও অন্য হাতে হালি ধরিল সে হস্ত ছেদন করিল তখন ছিন্ন হস্ত হইয়া অতিশয় কাতর হইলে লোকেরদের দয়া হইয়া পুনর্বার নৌকায় তুলিল ঈশ্বরের ইচ্ছাতে সেই দিবস রাত্রে তাহারা কিনারা পাইয়া বাঁচিল। সেই ছিন্নহস্ত লোকের সহিত যে ব্যক্তি সেই রাত্রে একত্র খানা খাইল সে এ বিবরণ লিখিল।

ফ্রান্স দেশ।

ফ্রান্স দেশের রাজধানী পারিস নগরে কালেজে এমত এক কেতাব করিয়াছে সে কেতাবে জানা যায় যে পারিস নগরে বৎসরের মধ্যে কত লোক জন্মে ও কত লোক মরে ও মেষ ছাগল প্রভৃতি কত মারা যায় এবং এ সকলের হিসাবে জানা গেল যে সাত লক্ষ চৌদ্দ হাজার লোক সে নগরে আছে এবং নূন্যাধিক্যে প্রতি বৎসরে একইশ হাজার লোক জন্মে এবং স্ত্রী ও পুরুষ ঊনিশ বিশ ভাগে জন্মে এবং প্রতি বৎসরে এই লোকেরা সত্তরি হাজার বৃষ ও নয় হাজার গর্ভী আটাইশ হাজার বাছুর চৌত্রিশ হাজার মেষ ও সাতত্তরি হাজার শূকর ও সাত কোটি চল্লিশ লক্ষ ডিম্ব ও নয় লক্ষ কবুতর ও চার লক্ষ কুক্কুট ও ইহার উপযুক্ত সরাপ মাখন বাটী ভক্ষণ করেন।

বাজার ভাও।

জিনিস	মোন	অবধি	পর্য্যন্ত
সুপারি	১	৩৷০	৩৷৷০
তেরেণ্ডা তৈল	১	২২	৫০
গাছ মরিচ	১	৩৷৷০	৫
নারিকেল তৈল	১	১৪৷৷০	১৫
তুলা কাছোয়া	১	০	০
আদা রঙ্গপুর	১	২৷০	২৷৷৵
পাটনাই আদা	১	২	২৵
চাল পাটনাই	১	২৸	২৸৵
পাছড়ি উত্তম	১	২৷৷৴	২৷৷৵
পাছড়ি মধ্যম	১	২৶	২৷০
মুগী উত্তম	১	১৸৵	১৸৶
মুগী মধ্যম	১	১৶৴	০
বালাম	১	১৸০	১৶
মুগ ধোয়া	১	১৷৴	১৷৷
পাটনাই বুট	১	১৸০	১৸৵
অড়হর ডালি	১	২৷৵	২৷৶
উত্তম গাওয়া ঘৃত	১	২০	২১
মধ্যম ঘৃত	১	১৬	১৭
তৈলা ঘৃত	১	১৮	১৮৷০
মধ্যম তৈলা	১	০	০
মোমবাতী	১	৬০	৬২
মিছরি উত্তম	১	১৬	০
মিছরি মধ্যম	১	১৩	১৪
খোরা উত্তম	১	৫৸০	৬৷০
মধ্যম	১	৫৷০	৫৷৷০
চিনী কাশীর	১	৯৷০	১০
মধ্যম	১	৮	৮৷৷০
খাঁড় চিনী	১	৩৷০	৪
তেতুল	১	৸৴	৸৵
তামাকু	১	৩৷৷০	৫৷
চন্দন	১	১৪৷	১৫৷৷০

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে২ এক টাকা। যিনি কাগজ লইয়াছেন যদি তাহার নিকটে কাগজ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিলে তাহার নিকটে পাঠান যাইবেক।

সমাচার দর্পণ

১১৫ সংখ্যা। শনিবার। ৭ আক্টোবর সন ১৮২০। ২৩ আশ্বিন সন ১২২৭॥

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা আট আনা প্রিমিয়ম। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা প্রিমিয়ম।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

৭	আক্টোবর	শনিবার	২৩	আশ্বিন
৮	ঐ	রবিবার	২৪	ঐ
৯	ঐ	সোমবার	২৫	ঐ
১০	ঐ	মঙ্গলবার	২৬	ঐ
১১	ঐ	বুধবার	২৭	ঐ
১২	ঐ	বৃহস্পতিবার	২৮	ঐ
১৩	ঐ	শুক্রবার	২৯	ঐ

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে।

যেং মোকামে যাহারং নিকটে এই সমাচারদর্পণ প্রতিসপ্তাহে পাঠান যাইতেছে বুঝিতে পারি যে তাঁহারদের মধ্যে প্রত্যেকে কেহং সেইং মোকামহইতে আপনং ঘরে যাইবেন অতএব তাহারদিগের কাগজ কোন তারিখ অবধি কোন তারিখপর্য্যন্ত কোন মোকামে পাঠাইতে হইবেক তাহার তারিখ বন্ধ সমাচার সংপ্রতিক্রমে আগামী সপ্তাহে মোকাম শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় পাঠাইবেন ইহার লিখিত সমাচার না পাইলে যাহার কাগজ যেখানে পাঠান যাইতেছে তাহার কাগজ সেইখানে পাঠান যাইবেক ইতি।

সমাচার দর্পণ।

বোম্বের নিকটবর্ত্তি দেশে যুদ্ধ।

এই যুদ্ধ সম্ভাবনার বিষয় আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের পক্ষীয় তের হাজার লোক যুদ্ধার্থে গিয়াছে। এখন তাহার বৃত্তান্ত অবগত হওয়া গেল সে এই। কতক দিন হইল বোম্বের নিকটবর্ত্তি প্রদেশে পিণ্ডারি স্বরূপ কতক ডাকাইত উঠিলে ইংগ্লণ্ডীয়েরা তাহারদের পশ্চাৎ সৈন্য পাঠাইল। পরে ঐ সৈন্যেরদের এক স্বাধীন রাজার দেশ দিয়া যাওনের আবশ্যক হইলে ঐ স্বাধীন রাজা আপন দেশ দিয়া তাহারদিগকে যাইতে অনুমতি করিলেন। ঐ দেশ দিয়া যাইতে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যেরা সম্মুখে কতক সৈন্য দেখিল ও তাহারদিগকে সেই ডাকাইতজ্ঞান করিয়া অনেককে সংহার করিল। পরে জানা গেল যে ঐ স্বাধীন রাজার সে সকল সৈন্য। পরে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যেরা ঐ রাজার নিকটে আপনারদের অপরাধ স্বীকার করিল ও কহিল যে আমরা বিস্মৃতি ক্রমে এই কর্ম্ম করিয়াছি। ঐ রাজা তাহা না মানিয়া আপনার আর সকল সৈন্যকে হুকুম দিয়া ইংগ্লণ্ডীয়েরদের দশ বারো গ্রাম লুট করাইল। তৎপ্রযুক্ত ইংগ্লণ্ডীয়েরা সেখানে অনেক সৈন্য পাঠাইয়াছে।

সহমরণ নিষেধ।

কাশীহইতে সমাচার আসিয়াছে যে কাশী মোকামে এক জন মহারাষ্ট্র দেশী মুকুন্দ দুই লক্ষ টাকা রাখিয়া মরিলে দ্বাদশ বৎসর ন্যূনবয়স্কা তাহার স্ত্রী সহগমনে উদ্যোগ করিল তাহাতে সেখানকার পণ্ডিতেরদিগের ব্যবস্থানুসারে তাহার সহগমন বিধান হইল না। ইহাতে সে মৃত শরীর দুই তিন দিবসপর্য্যন্ত দাহ হইয়াছিল না। পরে যে দিবস তাহাকে দাহ করিল সে দিন সে স্ত্রী তাহার শরীরের অস্থি কতক রাখিল। ইহাতে অনুমান হইল যে সে স্ত্রী কালপূর্ণা হইলে ঐ অস্থি লইয়া অনুমরণ করিবেক। ইহা জানিয়া সেখানকার অধ্যক্ষ পণ্ডিতেরা ব্যবস্থানুসারে তাহার অনুমরণও বারণ করিয়াছেন যে সে স্ত্রী শুধন ও ঐ ক্ষণে মরিতে পারিবেক না।

সে স্ত্রীর বন্ধুবর্গেরা ঐ ধনের লোভে সহমরণের আনুকূল্যে সে স্ত্রীর পোনের বৎসর বয়ঃক্রম কহে কিন্তু তাহার শুদ্ধ এগার বৎসর বয়ঃক্রম কহে তাহার মাতা এ বিষয়ে কিছুই কহে নাই। সে স্ত্রীও পাঁচ দিবস কিঞ্চিৎ আহার করে নাই এবং সহমরণ বারণ হইলে কহিল যে আমি অনাহারে প্রাণত্যাগ করিব।

নৌকা।

ইংগ্লণ্ড দেশে এক নগরে এমত নৌকা প্রস্তুত হইতেছে যে তাহাতে বালাপাতি

খুলিবার আবশ্যক নাই যে নৌকাতে কোন প্রকারে জল উঠিতে পারে না।

বজ্রাঘাত।

এক জাহাজ ২২ মে মাসে ইংগ্লণ্ড ছাড়িয়া ও সত্বরে সিংহলদ্বীপ পঁহুছিল এবং সেখানে দুই সাহেব ও এক বিবি জাহাজহইতে নামিল। পর দিবস দুই প্রহর এক ঘণ্টার সময়ে সে জাহাজ সিংহলদ্বীপ ছাড়িল সেই দিবস আট ঘণ্টা রাত্রের কালে অতিশয় ঝড় ও বৃষ্টি ও বিদ্যুৎ আরম্ভ হইয়া সেই জাহাজে বজ্র পড়িল। দুই জন গোরা লোক তৎক্ষণাৎ মরিল। জাহাজের মধ্যে ধূমেতে এমত হইল যে জাহাজের মধ্যে দাঁড় ও পালি প্রভৃতি কিছু বাহির করিতে পারিল না পরে জাহাজহইতে দুই নৌকা নামাইয়া যে দাঁড় উপরে পাইল তাহা লইয়া ২৬ লোক সেই নৌকায় উঠিল। পরে দশ ঘণ্টা রাত্রির সময়ে জাহাজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাস্তুল পুড়িয়া পড়িল তাহার অর্দ্ধ ঘণ্টার পরে প্রথম মাস্তুল পুড়িয়া পড়িল। তদনন্তরে নৌকার লোকেরা সকল রাত্রি দাঁড় বাহিয়া পর দিবস দশ ঘণ্টার সময় সেই দেশীয় এক নৌকা পাইয়া তাহাতে উঠিয়া গ্রামে পঁহুছিল। সেখানকার সাহেব লোকেরা তাঁহারদিগের অনেক উপকার করিল।

পারিশ শহর।

ফ্রান্স দেশে ৮ মে তারিখে রাত্রে ডাকের হরকরা ডাক লইয়া পারিস শহরে যাইতেছিল তাহার সম্মুখে মাঠের মধ্যে অকস্মাৎ অগ্নিময় দুই গোলা পড়িয়া সকল মাঠ উজ্জ্বল করিল কিছু কাল পরে অতিশয় ধূমময় হইল এবং এমত গন্ধ যে গন্ধ পাইবাতে তাহার নিশ্বাস বন্ধ হইল।

খেলা।

গত মে মাসে লণ্ডন নগরে এক রাত্রিতে যে নানা প্রকার খেলা হইয়াছিল তাহাতে লোকেরদিগের মধ্যে চারি লক্ষ টাকা লাভ ও অপচয় হইয়াছে।

খেলাতে দণ্ড।

ইংগ্লণ্ড দেশে এমত ব্যবস্থা আছে যে খেলাতে এক দিনের মধ্যে এক শত ষাটি টাকা লাভ করিতে পারে কিন্তু ইহার অধিক যদি কেহ লাভ করে তবে তাহার পাঁচগুণ দণ্ড দিতে হয়।

লিবরপুল মোকামে এক জন খেলাতে এক দিবস এক শত ষাটি টাকা লাভ করিল তাহার আট শত টাকা দণ্ড লাগিল। সেই লোক তাহার পর দিবসে খেলিল তাহাতে আট শত টাকা লাভ করিল তাহাতে তাহার চারি হাজার টাকা দণ্ড হইল।

লণ্ডন শহর।

লণ্ডন শহরে এক পুরুষ আপন স্ত্রীকে ঘরে রাখিয়া অন্য এক ঘরে যাইয়া মদ্যপানাদি করিতেছিল তাহার স্ত্রী বিরক্তা হইয়া তাহার নিকট যাইয়া অনেক মন্দ কহিতে লাগিল। পরে সেই পুরুষ ক্রোধান্বিত হইয়া ঐ স্ত্রীকে নিগ্রহ করিল তথাপি ঐ স্ত্রী মন্দ কহিতে লাগিল। ঐ পুরুষ আপন হস্তদ্বারা স্ত্রীর মুখ বন্ধ করিল তাহাতে সে স্ত্রী তাহার হাতের অঙ্গুলি দংশন করিল। পরে তাহারদিগকে বিচারস্থানে আনিয়া সকলে জ্ঞাত হইল।

যুদ্ধ।

সন ১৭৯৪ সনে ফ্রান্সীয়েরা আষ্ট্রিয়ানের সহিত যুদ্ধ করিতে গেল এবং আষ্ট্রিয়ানেরাও সসজ্জ হইয়া দশ ঘণ্টা রাত্রি সময়ে আইল। পরে উভয় সৈন্য সমাগম হইলে ফ্রান্সীয় সৈন্যের তুরী বাদক অন্ধকারে সংগোপনে আষ্ট্রিয়ানের সৈন্যের মধ্যে মিলিল। আষ্ট্রিয়ানেরা জানিল না যে সে অন্য পক্ষীয় তুরী বাদক। পরে সে আষ্ট্রিয়ান সৈন্যেরদের পলায়নসূচক তুরীধ্বনি করিল। ইহাতে আষ্ট্রিয়ান সৈন্য সকল পলাইল। এই প্রতারণাতে অনায়াসে ফ্রান্সীয়েরা জয় প্রাপ্ত হইল।

উন্মত্ত।

ইংগ্লণ্ডের এক নগরে এক সাহেব আপনার তিন বৎসরবয়স্ক এক পুত্র ও চৌদ্দ মাসবয়স্ক এক পুত্র এই দুই পুত্রকে ছোট এক গাড়িতে উঠাইয়া গ্রামের বাহিরে এক গলির মধ্যে লইয়া ঐ দুই পুত্রের গলায় ছুরি দিয়া মারিল ও আপন গলায় ছুরি দিয়া পড়িল। এই সময়ে লোকেরা দেখিয়া তাহাকে বিচারস্থানে আনিয়া বিচার করিয়া জানিল যে উন্মত্ত হইয়া এমত কর্ম্ম করিয়াছে। কিন্তু সে সাহেব বাঁচিবে এমত ভরসা হইতেছে।

খুন

লণ্ডন নগরে পাগল ও রোগী লোকের চিকিৎসার কারণ যে চিকিৎসালয় নিযুক্ত আছে তাহার মধ্যে এক জন পাগল ও এক রোগী এই দুই জন মধ্যে২ পরস্পর হাস্য কৌতুক ও বাহুযুদ্ধ করিত ৬০ এপ্রিল তারিখে চিকিৎসালয়ের সম্মুখে বাহিরে যে স্থান আছে সেইখানে ঐ পাগল ঐ

রোগীকে মাটিতে ফেলিয়া শরীরে আঘাত অনেক করিল ও নাক মুখ কাটিয়া যখন গলার মধ্যে অস্ত্র দিল তখন তাহার শব্দ পাইয়া দ্বারহইতে রক্ষক দুই জন আসিয়া তাহা দেখিল ও পাগলকে ধরিবার চেষ্টা করিল কিন্তু ধরিতে পারিল না এবং অন্য এক পাগল আসিয়া তাহার পশ্চাদে যাইয়া দুই হাত সমেত শরীর বেষ্টন করিয়া ধরিল। পরে রক্ষকেরা তাহার হাতহইতে অস্ত্র লইল এবং আঘাতী লোককে ঘরের মধ্যে লইয়া দেখিল যে তাহার সাত স্থানে অস্ত্রাঘাত করিয়াছে এবং অবিরত রক্ত পড়িতেছে। পরে চিকিৎসার উদ্যোগ করিতে২ পোনের মিনিট অন্তরে সে মরিল। পরে তাহার বিচার হইল তাহাতে হুকুম আছে যে কোন পাগলের হাতে অস্ত্র থাকিবেক না। ইহাতে রক্ষক অপরাধযোগ্য তথাপি তাহার অপরাধ হইল না যেহেতুক পাগলকে অস্ত্র কেহ দেয় নাই চিকিৎসালয়ের সম্মুখে যে স্থানে তাহাকে মারিল সেই স্থানে নূতন কঙ্কর দেওয়াতে তাহার মধ্যে পুরাতন এক ছোরা ও আর কাঁইচী পাইল তখন সেই কঙ্করে ঘষিয়া তীক্ষ্ণধার করিয়া তাহার দ্বারা রোগীকে খুন করিল। বিচারকর্ত্তারা সে পাগলকে জিজ্ঞাসা করিলে সে অলাগম কথা কহিতে লাগিল তাহাতে তাহাকে শক্ত কয়েদ করিল।

আত্মহত্যা।

এই সপ্তাহে মোং মুগাছোকটু গ্রামের এক বিশিষ্ট কায়স্থের স্ত্রী আপন বাটীর অন্য স্ত্রী লোকের সহিত বিরোধ করিয়াছিল তাহাতে ক্রোধান্বিতা প্রযুক্ত বিবেচনাহীনা হইয়া অন্য এক স্ত্রীকে কহিল যে আমি গিয়া জলে ডুবিয়া মরি। ইহা কহিয়া অন্যং দিনের মত তৈলাদি মর্দ্দন করিয়া স্নান করিতে কুল্টী নদীতে গেল। পরে জলে প্রবিষ্টা হইয়া একবার ডুবিয়া উঠিয়াছিল তাহাতে একবার লোকেরা দেখিল কিন্তু পুনর্ব্বার আর দেখা গেল না। পরে তাহার বাটীর লোকেরা অনেক অনুসন্ধান করিল দেখা পাইল না। অপর তিন দিনের পর বেঁওতি জালের মধ্যে তাহার শরীর পাওয়া গেল।

চোরের ধূর্ত্ততা।

শ্রীরামপুরহইতে এক সাহেব আপন বিবী ও রেশালা লোক সঙ্গে করিয়া এক বজরাতে উঠিয়া উত্তরপ্রদেশে কোন কর্ম্মে যাইতেছিলেন তাহাতে শান্তিপুর মোকামে ঐ সাহেব দুই তিন দিন থাকিলেন। ইতোবসরে এক জন অতিধূর্ত্ত লোক সুআনপুরের কুঠীতে যাইয়া সেই সাহেবের আত্মীয় এক সাহেবের নিকট অতি দুঃখী ভাবে কহিল যে অমুক সাহেব তোমার এখানে আসিতেছিলেন পথে বজরা ডুবিয়া সে সাহেব ও তাহার দুই চাকর মারা পড়িয়াছে কেবল আমি বাঁচিয়াছি আর সাহেবের বিবীকে বাঁচাইয়াছি কিন্তু তাঁহার বস্ত্রাদি কিছু নাই এবং এপর্য্যন্ত আগমন করা কিম্বা শ্রীরামপুর যাওয়ার নৌকা ভাড়া রাহাখরচের সঙ্গতি নাই। ইহা শুনিয়া কুঠীর সাহেবের বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মিল যেহেতুক সে সাহেব মধ্যে২ আসিয়া থাকেন এবং আইসনের কল্পও ছিল। ইহাতে কুঠীর সাহেব যথোচিত দুঃখী হইয়া সেই লোককে নগদ ১০ দশ টাকা ও দুই প্রস্ত বিবীয়ানা বস্ত্র দিলেন এবং কহিলেন যে মেম যদি এখানে আইসেন তবে এখানে আনিবা কিম্বা শ্রীরামপুর যাইতে বাসনা করেন তবে শ্রীরামপুর লইয়া যাইবা। এই কহিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন। তাহার দুই দিবস পরে সেই সাহেব বিবী সমেত সুআনপুর পঁহুছিলে কুঠীর সাহেব তাহাকে দেখিয়া পরমাশ্চর্য্য বোধ করিয়া পরমাহ্লাদিত হইলেন ও সকল বৃত্তান্ত সাহেবকে কহিলেন। পরে তাহারা সে লোক ধরিবার নানা চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছু সন্ধান কোনখানে পাইলেন না।

বস্ত্রের নূতন তন্ত্র।

স্কটলণ্ড দেশে এক নগরে বস্ত্র নির্ম্মাণের এমত তন্ত্র সৃষ্টি করিয়াছে যে তাহাতে আঙ্গরাখা প্রভৃতি জন্মে এবং যেং খানে দোহারা বস্ত্র ও বোতামের ছিদ্র ঐ তন্ত্রে জন্মে এবং আন্দর্সন সাহেব ঐ তন্ত্র সৃষ্টি করিয়াছে এবং তাহার নামের কয় অক্ষরও সেই আঙ্গরাখার বক্ষস্থলে ঐ তন্ত্রদ্বারা হইতেছে ইহাতে সূচীর সম্পর্ক নাই।

চিরজীবী।

প্লিমোত নগরের গড়ে এক জন সিপাহী আছে তাহার জন্ম স্কটলণ্ড দেশে ১৭১৯ সনে তাহার জন্ম হইয়া অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে দ্বিতীয় জর্জ ও তৃতীয় জর্জ ও চতুর্থ জর্জের অভিষেক সময়ে প্রত্যেকের কারণ প্রত্যেক তোপ করিয়াছে তাহার বয়স ১০২ বৎসর হইল।

অপমৃত্যু।

সংপ্রতি মোকাম কাঞ্চনালী গ্রামে বৃন্দাবন দাস নামে এক জন বৈষ্ণব আপন স্ত্রীকে ব্যভিচারিণী জানিত কিন্তু এক দিন প্রত্যক্ষতো দেখিয়া তাহার সহিত কলহ করিল। ইহাতে তাহার স্ত্রীর ক্রোধ জন্মিয়া সেও বৈষ্ণবকে নানা প্রকার

ভয় দেখাইতে লাগিল তাহাতে বৈষ্ণব আপন অন্তঃকরণে অতিশয় খেদাপন্ন হইয়া এবং ঘরে বাহিরে অপমানিত হইয়া আপনি জলে ডুবিয়া মরিয়াছে।

শস্যদুর্মূল্য।

মোকাম কনৌজ শহরহইতে পত্র আসিয়াছে তাহাতে গত ভাদ্র মাসে শস্যের মূল্য এই জানা গেল যে তণ্ডুল টাকায় দশ শের ও গোম ষোল শের যব পচিশ শের ও উর্দ্দূ কড়াই ষোল শের ও বুট সতর শের ও অড়হর আটার শের। সে দেশে এই রূপ শস্য দুর্মূল্য কিন্তু কাশীর পূর্ব্ব ভাগে এমত দুর্মূল নহে। ইহার কারণ এই যে কনৌজ প্রদেশে লোক দ্রিদ্র এবং তাহারদের ব্যয়োপযুক্তমাত্র শস্য সেখানে উৎপন্ন হয় সে দেশহইতে অন্য দেশে শস্য চালান হইলে সুতরাং সে দেশে দুর্মূল্য হয় এবং অন্য দেশহইতে সে দেশে শস্য আমদানী হয় না।

ব্যাঘ্র।

কতক দিন হইল নবদ্বীপের দক্ষিণ যোং হাটডেঙ্গা গ্রামে এক ব্যাঘ্র আসিয়া অনেক লোক ও গরু মারিতে লাগিল। ইহাতে গ্রামের সকল লোক ভয়যুক্ত রাত্রিকালে ঘরহইতে বাহির হইত না। দৈবাৎ এক সাহেবের বজরা ঐ গ্রামের নীচে এক দিবস ছিল। তাহাতে ঐ গ্রামের সকল লোক একত্র হইয়া পরামর্শ করিয়া কহিল যে আমরা সকলে এই সাহেবের নিকটে যাইয়া ব্যাঘ্রের বিষয় জ্ঞাত করাই। পরে সাহেবকে ব্যাঘ্রের বিষয় জ্ঞাত করিবামাত্র সাহেব আপনার সরঞ্জাম সহিত আর এক খানসামা সঙ্গে লইয়া সেই স্থানে আসিয়া দেখিল যে বনমধ্যে এক পুরাতন মন্দিরে ব্যাঘ্র শয়ন করিয়া আছে। পরে সাহেব এক গুলি মারিল তাহাতে ব্যাঘ্র অতিরাগান্বিত হইয়া সাহেবকে খাইতে আইলে সাহেব আর এক গুলি মারিলে ব্যাঘ্রের মুখের মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র ব্যাঘ্র মরিল। পরে গ্রামের লোকেরা আসিয়া মৃত ব্যাঘ্রকে দেখিয়া বড় তুষ্ট হইয়া সাহেবকে কহিল যে তোমার অনুগ্রহেতে আমরা রক্ষা পাইলাম।

কলম্বস।

কলম্বস যখন আমেরিকা দর্শন করিয়া দেশে আইলেন তখন বাদশাহ তাঁহাকে মহাসম্মান করিলেন। তাহাতে সেখানকার ভাগ্যবানেরা ঈর্ষা করিয়া কহিল যে কলম্বস কি আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিয়াছে লোকেরা যেখানে যায় কেবল তাহার কিছু অধিক দূর গিয়াছে। ইহা শুনিয়া কলম্বস একটা ডিম্ব লইয়া কহিলেন যে এই ডিম্ব তোমরা ঋজুভাবে স্থির করহ। তাহা কেহ পারিল না। পরে কলম্বস সেই ডিম্ব লইয়া একটু আঘাত দিয়া তাহার এক দিগে কিঞ্চিৎ ভেঙ্গা করিলে সে অনায়াসে স্থির রহিল। তাহা দেখিয়া সকলে কহিল যে আমরাও এ রূপ করিতে পারিতাম। কলম্বস কহিলেন যে হাঁ যদি তোমারদের মনে এ ফিকির আসিত।

বাজার ভাও।

জিনিস	মোন	অবধি	পর্য্যন্ত
সুপারি	১	৩॥০	৩৸০
কেরেণ্ডা তৈল	১	১১	১০
গাছ মরিচ	১	২৸০	৪॥
নারিকেল তৈল	১	১৪॥০	১৫
তুলা কাছোআ	১	০	০
আদা রঙ্গপুর	১	২॥	২॥৶
পাটনাই আদা	১	২	২৶
চাল আমিরি	১	২৸	২৸৶
পাতড়ি উত্তম	১	২॥৴	২॥৶
পাতড়ি মধ্যম	১	২৶	২।০
মুগী উত্তম	১	১৸৶	১৸৶
মুগী মধ্যম	১	১৸৴	০
কালাম	১	১৸০	১৸৴
দুধা গোম	১	১॥	১॥৴
পাটনাই বুট	১	১৸০	১৸৴
অড়হর ডালি	১	২।৶	২৸৴
উত্তমগ্যায়া ঘৃত	১	২০	২১
মধ্যম ঘৃত	১	১৬	১৭
ভৈসা ঘৃত	১	১৮	১৯
মধ্যম ভৈসা	১	০	০
মোমবাতী	১	৬০	৬২
মিছরি উত্তম	১	১৬	০
মিছরি মধ্যম	১	১৩	১৪
সোরা উত্তম	১	৫॥০	৬
মধ্যম	১	৫।০	৫॥০
চিনী কাশীর	১	৯।০	৯৸
মধ্যম		৮	৮॥০
খার চিনী	১	৩।০	৪
তেতুল	১	৸৴	৸৶
তামাকু	১	৩॥৵	৬॥
চন্দন	১	১৪॥	১৬॥০

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাঁহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে এক টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছেন যদি তাহার নিকটে কাগজ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাহার নিকটে পাঠান যাইবেক।

সমাচার দর্পণ

১২৩ সংখ্যা। শনিবার। ১৪ আক্টোবর সন ১৮২০। ৩০ আশ্বিন সন ১২২৭।।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যাদির কার্য্যবিচক্ষণা॰ বৃত্তান্তানিহ জানন্ত সমাচারস্য দর্পণে ॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা আট আনা পিুমিয়ম। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা পিুমিয়ম।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

১৪	আক্টোবর	শনিবার	৩০	আশ্বিন
১৫	ঐ	রবিবার	৩১	ঐ
১৬	ঐ	সোমবার	১	কার্ত্তিক
১৭	ঐ	মঙ্গলবার	২	ঐ
১৮	ঐ	বুধবার	৩	ঐ
১৯	ঐ	বৃহস্পতিবার	৪	ঐ
২০	ঐ	শুক্রবার	৫	ঐ

ইস্তাহার।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে ২৩ আক্টোবর সোমবার নয় ঘণ্টার সময় কলিকাতার সুপ্রীমকোর্ট আদালত খোলা যাইবে।

সমাচার দর্পণ।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

৭ আকটোবর সন ১৮২০ সাল।

শ্রীযুত লেপ্তেনেন্ত বারনেট সাহেব হয়দরাবাদে ইন্ফান্তরিয়েরদের উকীলের দ্বিতীয় পেস্কার।

শ্রীযুত আর উইলস সাহেব হয়দরাবাদের ইংগ্রেজী ফুরদের উকীলের পেস্কার।

কলিকাতার সুপ্রিমকোর্ট।

মোকাম কলিকাতায় আশী বৎসর বয়স্ক এক জন সাহেব অনেক কালপর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া কতক ধন সঞ্চয় করণানন্তর শেষাবস্থাতে বিবাহ করিলে তাঁহার পরিবারেরা তাঁহাকে অনুপযুক্ত বলিয়া সুপ্রীম কোর্টে দরখাস্ত করিল তাহাতে বিচারকর্ত্তারা বিচার করিয়া কহিয়াছিলেন যে সে অনুপযুক্ত নয় কিন্তু বাদ্ধক্যপ্রযুক্ত তাহার জ্ঞানের কতক হ্রাস হইয়াছে।

নাচ বন্ধ।

মোকাম কলিকাতার শ্রীযুত রাজা গোপীমোহন দেবের মাতৃ বিয়োগ হওয়াতে এ বৎসর পূজাতে তাঁহার বাটীতে নাচ হইবে না।

লৌহের নৌকা।

স্কটলণ্ড দেশে এক নূতন খেয়ার নৌকা প্রস্তুত হইয়াছে সে নৌকা তাবৎ লৌহ নির্ম্মিত এবং সামান্যকাষ্ঠ নির্ম্মিত নৌকার ন্যায় পাতলা ও অন্য নৌকার সহিত তুল্য বেগে গমন করে এ আশ্চর্য্য।

বোম্বে।

মোকাম বোম্বেতে মম্বা নামে দেবীর এক পুষ্করিণী আছে তাহার মধ্যস্থলে একটা কাষ্ঠের মাস্তুল আছে ঐ মাস্তুলের উপরে দুই চারিখান তক্তা দিয়া বসিবার উপযুক্ত এক থালি প্রস্তুত করিয়া যে তাঁহার উপরে এক সন্যাসী বসিয়া ধ্যান করিতেছে। তাঁহার শিষ্যেরা কহে যে ঐ সন্যাসী নয় বৎসর অবধি নিরাহারে ঐ রূপ এক আসনে বসিয়া আছেন।

জাহাজ ভাসান।

মোকাম খিদিরপুরে শ্রীযুত কিদ সাহেবের কারখানাতে আট শত টনের এক জাহাজ প্রস্তুত হইয়া ১০ আকটোবর মঙ্গলবার বৈকালে তিন প্রহরের সময় ভাসান গিয়াছে।

বাজী।

ইংগ্লণ্ডে এক ব্যক্তি সাড়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে অর্দ্ধ ক্রোশ দৌড়িয়া ও আট মিনিটের মধ্যে বাকী অর্দ্ধ ক্রোশ হাটিয়া গিয়া চারি শত টাকা পাইয়াছে।

সহমরণ।

২৪ আশ্বিন ৮ আকটোবর রবিবার শহর শ্রীরামপুরের অনুমান পঞ্চাশ বৎসরবয়স্ক এক ব্রাহ্মণ ওলাউঠা রোগে লোকান্তরগত হইয়াছিলেন পরে অনুমান চল্লিশ বৎসরবয়স্কা তাহার স্ত্রী সহগমন করিয়াছেন।

ইংল্লণ্ডের রাণী।

গত ৪ জুনে ইংগ্লণ্ডের রাণী ফ্রান্স দেশহইতে ইংগ্লণ্ডের ডোবর নগরে পঁহুছিলেন যখন তিনি প্রথম ঐ নগরে জাহাজ হইতে নামিলেন তখন হাজার২ লোক

সন্তুষ্ট হইয়া এই কথা কহিয়া অতিশয় কোলাহল করিতে লাগিল যে ঈশ্বর রাণীকে দীর্ঘ কাল বাঁচাইয়া রাখুন। অপর তিনি রাজধানী নগর লণ্ডনে যাইতে গাড়িতে চড়িলেন তাহাতে লোকেরা আসিয়া তাহার গাড়িহইতে ঘোড়া খুলিয়া দিয়া আপনারা গাড়ি টানিতে লাগিল। পরে তাঁহাকে পথিকালয়ে লইয়া গেল এবং সেখানকার বড় সাহেব ও আরং প্রধানং সাহেব লোকেরা একত্র হইয়া ঐ রাণীকে এক প্রশংসা পত্র লিখিয়া তাহার নিকট লইয়া গেল। তাহাতে রাণী অত্যন্ত সন্তুষ্টা হইয়া তাহার উপযুক্ত উত্তর লিখিয়া দিলেন এবং ঐ সকল সাহেব লোকের সংভ্রম করিবার কারণ আপন হাত তাহারদিগকে চুম্বন করিতে দিলেন। পরে তিনি কাণ্টর্বরি নামে নগরে যাইতে উদ্যোগ করিলেন তাহাতে তিনি যে পর্য্যন্ত নগর মধ্যে গেলেন সে পর্য্যন্ত নগরস্থ লোকেরা তাঁহার গাড়ি টানিয়া লইয়া গেল নগরহইতে বাহির গিয়া তাহার গাড়িতে ঘোড়া যোতা গেল। পরে অন্ধকার হইলে সেই নগরহইতে এক শত লোক মশাল আনিয়া তাহাকে নগরের মধ্যে লইয়া গেল এবং অনেক লোক কোলাহল করিয়া শুভ যত শব্দ করিতে লাগিল ও আপনারা গাড়ি টানিয়া লইয়া গেল এবং ঐমত এক প্রশংসাপত্র তাহার নিকট আনিল এই রূপে লণ্ডন নগরপর্য্যন্ত পঁহুছিলে তিনি যে সকল গ্রাম দিয়া গেলেন সর্ব্বত্রই এই রূপ ব্যবহার করিল। পরে যখন তিনি লণ্ডন নগরে পঁহুছিলেন তখন হাজারং গাড়ি ও ঘোড়ায় চড়িয়া লোকেরা নগরের বাহিরে তাহাকে অগ্রসর হইয়া আনিতে গেল। পরে তিনি লণ্ডন নগরে এক প্রধান প্রজার বাটীতে প্রথম উপস্থিতা হইয়া বাহিরে বারাণ্ডাতে দাঁড়াইয়া লোকেরদিগকে দর্শন দিলেন তখন অনেকে এই কথা কহিল যে ঈশ্বর রাণীকে রক্ষা করুন এবং রাণী চিরজীবিনী হউন। এবং ঈশ্বর রাণীকে আশীর্ব্বাদ করুন এই কথা না কহিয়া এবং তাহাকে সেলাম না করিয়া তৎপথিগমনকারি কোন পথিক কে যাইতে দিল না।

বেরী ভাষান।

২৪ সেপ্তেম্বর বৃহস্পতিবার মুসলমানের দের বেরা ভাষান গিয়াছে তাহাতে মুসলমানেরদের দেওয়ান অনেক সম্যাপ্ত্য পূর্ব্বক বিস্তর রোসনাই করিয়াছেন এবং তত্রস্থ কোম্পানির সরকারী সাহেব লোকেরদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন এবং ঐ রাত্রে নাচ তামাসা অনেক করিয়াছিলেন এবং নয় ঘণ্টা রাত্রির সময় তোপ ছাড়া গেল ও গঙ্গার ওপারে আলোর দ্বারা এক মসজিদের মত দেখা গেল সে অতি সুদৃশ্য এবং সেখানকার আরং ভাগ্যবান লোকেরা নানা প্রকার রোসনাই করিয়াছিলেন কিন্তু গত বৎসরের মত হয় নাই।

ভূমিকম্প।

১৯ সেপ্তেম্বর শুক্রবার রাত্রি নয় ঘণ্টার সময় মোকাম মুরশেদাবাদ অঞ্চলে ভূমিকম্প হইয়াছিল।

সাহসিকা স্ত্রী।

ইংলণ্ডে এক স্ত্রী আপন গ্রামহইতে কতক টাকা লইয়া গ্রামান্তর যাইতেছিল পথিমধ্যে এক ডাকাইত আসিয়া তাহা কেবারি ও তাহার মাথার নিকটে পিস্তল রাখিয়া তাহার স্থানে টাকা চাহিল। তাহাতে ঐ স্ত্রী টাকা না দিয়া তাহার সহিত লড়াই করিতে লাগিল। পরে কোন কৌশলক্রমে ডাকাইতের হাতহইতে তাহার বন্দুক কাড়িয়া লইল। এই সময় এক খান গাড়ি তাহারদের নিকটে আসিয়া পঁহুছিল তাহা দেখিয়া ডাকাইত পলায়ন করিল। সে স্ত্রী ঐ পিস্তল লইয়া আপন ঘরে চলিয়া গেল।

হঠাৎ মৃত্যু।

গত যে মাসে ইংলণ্ডে এক স্ত্রী যেমন প্রতিদিন শয়ন করিত সেইরূপ রাত্রিতে আপন কুঠরীতে গিয়া শয়ন করিল পরে প্রাতঃকাল হইলে তাহার পরিবার লোকেরা গিয়া দেখিল যে সে এক চৌকির উপর বসিয়া মরিয়া রহিয়াছে কেহ কিছু সন্ধান করিতে পারিল না কেহং অনুমান করে যে ঐ রাত্রিতে ঝড় ও বিদ্যুৎ ও অত্যন্ত মেঘ গর্জন হইয়াছিল তাহাতে তাহার কুঠরীতে বজ্রাঘাত হইয়া তাহার মৃত্যু হইয়াছে এই স্ত্রীর মরিবার নয় মাস পূর্ব্বে তাহার স্বামির কাল হইয়াছিল এখন তাহার এগার সন্তান আছে।

স্ত্রী বিক্রয়।

ইংলণ্ডে এক নগরে এক জন সাহেব আপনার স্ত্রীকে লইয়া হাটে গেল ও যে খানে মেষ ও গরু ইত্যাদি পশু বিক্রয় হয় সেই স্থানে গিয়া পশু বিক্রয়কারীকে জিজ্ঞাসা করিল যে তুমি কি পশু বিক্রয় করিয়া থাক। সে কহিল যে হাঁ। তখন ঐ সাহেব স্ত্রীর কোমরে দড়ি দিয়া তাহার হাতে দিল। পরে অন্য এক ব্যক্তি আসিয়া দুই টাকা মূল্যে তাহাকে কিনিয়া লইয়া গেল।

জুয়াচোরি।

মগধ দেশহইতে সমাচার আসিয়াছে যে সেখানকার রাজা নিশ্চল সিংহের এক পৌত্র হইয়া এক মাস পরে মরিল। ইহাতে সকলে অতিশয় কাতর হইয়া ব্যবহারানুসারে কবর দিল। দুই তিন দিনের পর এক ধূর্ত্ত ফকীর ঐ নগরে আসিয়া শুনিল যে রাজার পৌত্র মরিয়াছে ইহাতে রাজা শোকাকুল আছেন। ফকীর নগরমধ্যে ক্ষুদ্র বালকের অনুসন্ধান করিয়া এক গোয়ালার বাটীতে দেখিল যে তাহার এক মাসের এক বালক আছে। ইহাতে সে গুপ্তরূপে তাহার বাটীর নিকট রহিল। পরে অনুমান দেড় প্রহর বেলার সময়ে ঐ গোয়ালার স্ত্রী আপন ঘরে বালক রাখিয়া এবং ঐ বালকের চৌকীর কারণ আর এক পঞ্চম বর্ষীয় বালককে রাখিয়া আপনি মাঠে আপন স্বামির নিকট খাদ্য দ্রব্য লইয়া গেল। এই অবকাশে ঐ ধূর্ত্ত ফকীর তাহার বালককে চুরি করিয়া লইয়া রাজবাটীতে গিয়া কহিল যে পাঁচ দিবস হইল মহারাজের পৌত্রের কাল হইয়াছিল আমি তাহাকে বাঁচাইয়াছি। ইহা শুনিয়া রাজা ও আর২ সকল লোক চমৎকৃত হইল। এবং বালককে দেখিতে আইল তাহাতে কেহ কিছু কৃত্রিম অনুভব করিতে পারিল না।

নগরমধ্যে এই কথা প্রকাশ হইলে ঐ গোয়ালার স্ত্রীও তাহা দেখিতে রাজবাটীতে গেল এবং বালক দেখিয়া কহিল যে এ বালক আমার ইহাতে সকল লোক তাহাকে ধমকাইতে লাগিল। পরে সে আপন সন্তানের স্নেহে নির্ভয়রূপে চেঁচাইয়া কহিতে লাগিল যে আমার সন্তানকে চুরি করিয়া আনিয়াছে। পরে রাজা শুনিয়া ঐ গোয়ালার স্ত্রীকে ডাকাইয়া কহিলেন যে আমার পৌত্র মরিয়াছিল এই ফকীর অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে বাঁচাইয়াছেন তুমি তাহাকে কি প্রকারে আপন সন্তান কহিতেছ। তাহাতে ঐ স্ত্রী কহিল যে মহারাজ আপনি কর্ত্তা আমি নিশ্চয় চিনিয়াছি যে এ বালক আমার আপনি বিচার করুন। রাজা কহিলেন যে ভাল আমার পৌত্রকে কবর দেওয়া গিয়াছে সেই কবর দেখিলে প্রত্যক্ষ হইবেক। ইহা কহিয়া কবর খনন করিতে আজ্ঞা দিলেন ও চাকরেরা তাহা খনন করিয়া দেখিল যে বালক তাহার মধ্যে আছে। পরে রাজা ঐ ফকীরের শঠতা দেখিয়া যাবৎ জীবনপর্য্যন্ত তাহাকে কয়েদ রাখিতে আজ্ঞা দিলেন।

হীরা।

সংপ্রতি পেশোয়ার সহিত যে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে ইংগ্লণ্ডীয়েরা জয়ী হইয়া তাহারদের গ্রামাদি লুঠ করিয়াছিলেন সেই সকল লুণ্ঠিত বস্তুর মধ্যে এক হীরা পাওয়া গিয়াছিল তাহার মূল্য এক লক্ষ ষাটি হাজার টাকা সেই হীরা এখন লণ্ডন নগরে কোম্পানির খাজাঞ্চী ঘরে বিক্রয়ের কারণ প্রস্তুত আছে বিক্রয় হইলে ঐ তাবৎ টাকা সেই সকল জয়ী সৈন্যেরদের মধ্যে অংশ করিয়া দেওয়া যাইবেক।

সিংহলদ্বীপ।

গত ২৯ মার্চ তারিখে ভারতবর্ষহইতে এক সিন্দুক লণ্ডন নগরের বাঙ্ক ঘরে পঁহুছিল সেই সিন্দুকের মধ্যে নানা প্রকার দ্রব্যাদি ছিল বিশেষত ১৮১৫ সালে যে সিংহলদ্বীপের রাজার সহিত ইংগ্লণ্ডীয়েরদের যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে লব্ধ এক স্বর্ণের রাজমুকুট ও স্বর্ণের যুদ্ধপরিচ্ছদ এবং বহুমূল্য প্রস্তরাদিতে সুশোভিত এক কলগা এবং বালা ও কবজ ইত্যাদি নানা প্রকার অলঙ্কার ও মণি মুক্তা প্রভৃতি অনেক ছিল তাহা দেখিয়া ইংগ্লণ্ডের বাদশাহ সকল দ্রব্য বিক্রয় করিয়া জয়ী সৈন্যেরদিগকে দিতে আজ্ঞা করিয়াছেন।

বৃহৎ ভেড়ী।

ইংগ্লণ্ডে এক লোক বিক্রয় করিবার কারণ এক ভেড়ী প্রতিপালন করিয়া অতি বড় করিয়াছিল। সেই ভেড়ী যখন কসাইর নিকট বিক্রয় করিল তখন কসাই ওজন করিয়া দেখিল যে সে তিন মোন বার শের।

নূতন ছুরি।

ইংগ্লণ্ডে এক সাহেব এক প্রকার ছুরি প্রস্তুত করিয়াছে তাহাতে এক শতখান ছুরি আছে এবং যত প্রকার ছুরির গড়ন হয় সে সকল রকম তাহাতে আছে এই ছুরির মূল্য আট শত টাকা।

সোনা রূপার আমদানী।

১ সেপ্তম্বর অবধি ৩০ রোজপর্য্যন্ত এক মাসের মধ্যে নানা দেশহইতে শহর কলিকাতায় ৪১৯৫১৬ চারি লক্ষ উনিশ হাজার পাঁচ শত ষোল টাকার স্বর্ণ ও ১৬০৪০১৩ ষোল লক্ষ চারি হাজার তের টাকার রূপা আমদানী হইয়াছে সর্ব্বশুদ্ধ ২০২৩৫২৯ বিশ লক্ষ তেইশ হাজার পাঁচ শত উনত্রিশ টাকার ধাতু আমদানী হইয়াছে।

বাণিজ্য।

শহর কলিকাতায় তাবৎ দ্রব্যের মূল্য গত সপ্তাহহইতে প্রায় কিছু অন্যথা হয়

সমাচার দর্পণ

১২৭ সংখ্যা। শনিবার। ২১ আক্টবর সন ১৮২০। ৬ কার্ত্তিক সন ১২২৭।।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে ।।

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা আট আনা প্রিমিয়ম। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা প্রিমিয়ম।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

২১	আক্টবর	শনিবার	৬	কার্ত্তিক
২২	ঐ	রবিবার	৭	ঐ
২৩	ঐ	সোমবার	৮	ঐ
২৪	ঐ	মঙ্গলবার	৯	ঐ
২৫	ঐ	বুধবার	১০	ঐ
২৬	ঐ	বৃহস্পতিবার	১১	ঐ
২৭	ঐ	শুক্রবার	১২	ঐ

ইস্তাহার।

সকলকে সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে মোকাম কুমারখালির কুঠীর নিকট পাতুয়াতির কুঠীহইতে ১১ সেপ্তেম্বর তারিখে এক হাজার দুই শত তের বড়ী অর্থাৎ সাড়ে চারি মোন নীল চুরি গিয়াছে যদি কেহ কলিকাতার জরনেল আপিসে কিম্বা কুমারখালির নিকট দল নগরের বেলি সাহেবের নিকট এবিষয় তথ্য সমাচার দিতে পারে যে তাহাতে চোর ধরা পড়ে তবে সে ব্যক্তি পাঁচ শত টাকা বখসিস পাইবেক ইতি তারিখ ১৯ আক্টবর।

সমাচার দর্পণ।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

২৯ সেপ্তেম্বর ১৮২০ সাল।

শ্রীযুত চার্লস মেকেঞ্জি সাহেব জেলা রাজসাহীর কালেক্তর হইয়াছেন।

শ্রীযুত জেমস দি ওয়ার সাহেব হিজলির নমকদপ্তরের অধ্যক্ষের পেস্কার।

শ্রীযুত জে হ্যানিফোর্থ সাহেব পূর্ব্ব নমক চৌকির অধ্যক্ষের পেস্কার হইয়াছেন।

শ্রীযুত এফ নিশিন সাহেব ইটোয়া ও কালপির বানিজ্যের কুঠির অধ্যক্ষের পেস্কার হইয়াছেন।

আশ্চর্য্য রক্ষা।

ইংগ্লণ্ডে বৃস্তল নগরে এক ধর্ম্মার্থ পাঠশালা আছে তাহার নাম কোলস্তন পাঠশালা যেহেতুক কোলস্তন সাহেব সে পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন সেখানে যেং বালক বিদ্যা শিক্ষা করে তাহারদের গলদেশে একং মৎস্যের ছবি দোলায়মান থাকে তাহার কারণ এই ঐ কোলস্তন সাহেব আমেরিকা দেশের ওপদ্বীপে বড় এক মহাজন ছিল সেখানহইতে যথেষ্ট ধন লইয়া জাহাজ বোঝাই করিয়া ইংগ্লণ্ডে যাইতে ছিল ইতোমধ্যে পথে তাহার জাহাজের নীচহইতে জল উঠিতে লাগিল তাহাতে প্রায় জাহাজ মারা পড়ে এবং আপনারাও যথাসর্ব্বস্ব সমেত সমুদ্রে মগ্ন হয়। ইতাবসরে ঈশ্বরেচ্ছাপ্রযুক্ত ঐ জাহাজের নীচে যেখানে জল উঠিতেছিল সেখানে এমন এক মৎস্য সংলগ্ন হইল যে তাহাতে জাহাজের নীচের ছিদ্র রোধ হওয়াতে জল ওঠা বিরত হইল। পরে সাহেব ঐ বিপদুত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে আসিয়া পঁহুছিল এবং ধর্ম্মার্থে এক পাঠশালা স্থাপন করিল ও আপনার আশ্চর্য্য রক্ষার স্মরণের কারণ মৎস্য চিহ্ন বালকেরদের গলে দিতে সৃষ্টি করিল।

দেন্মার্ক।

দিনামারের রাজধানী শহর কোপেনহাগেনে পঞ্চাশ জন লোক এক পরামর্শ হইয়া জাল বাঙ্কনোট করিতেছিল তাহা সাবুদ হইলে তাহারদের মধ্যে এগার জনের অধিকারাধি প্রযুক্ত মহাশাস্তি দণ্ড স্থির হইল দিনামারের বাদশাহ কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া তাহারদিগকে হরিণবাড়ীতে কএদ থাকিতে আজ্ঞা দিয়াছেন আর অবশিষ্ট অপরাধিরদের অল্প দণ্ড বিধান করিয়াছেন।

নীলগিরি পর্ব্বত।

ফুলচেরি স্থানহইতে এক ফরাশিশ সাহেব নীলগিরিপর্ব্বতের বিষয় জানিতে সেখানে গিয়াছিল এবং সে পর্ব্বতের সকল বৃত্তান্ত জানিয়া তাহার বিবরণ লিখিয়াছে তাহা সকল লিখিলে বিস্তারিত হয় তৎপ্রযুক্ত স্থূলং লিখা যাইতেছে। সে পর্ব্বত পূর্ব্ব পশ্চিমে বিশ ক্রোশ দীর্ঘ ও উত্তর দক্ষিণে সাড়ে সাত ক্রোশ অবধি সাড়ে বারো ক্রোশ পর্য্যন্ত চৌড়া।

ওলাওঠা।

ওলাওঠারোগ এতদ্দেশে পুনরাগমন করিয়াছে তাহাতে স্থানেং ঐ রোগে অনেক

লোক মরিতেছে। কালিয়দমন যাত্রাকারি শ্রীদাম ও সুবল দুই ভ্রাতা দুর্গোৎসবে মোং শ্রীরামপুরে যাত্রা করিতে আসিয়াছিল তাহাতে নবমী পূজার দিন দুই প্রহরসময়ে শ্রীদাম ঐ রোগে হঠাৎ মরিয়াছে এবং তাহার পূর্ব্ব রাত্রিতে ঐ সম্প্রদায়ের এক বালক মরিয়াছিল এইরূপে লোক ঐ রোগগ্রস্ত হবামাত্র মরিতেছে কিছু কালবিলম্ব হয় না।

সমাচার আসিয়াছে যে মোকাম বোম্বেতে ১২ সেপ্তম্বর অবধি ১৮ সেপ্তম্বর পর্য্যন্ত সাত দিনের মধ্যে ১৮ পুরুষ ও ১২ স্ত্রী ও ১ বালক সর্ব্বসুদ্ধা ৩১ একত্রিশ লোক ওলাউঠা রোগে মরিয়াছে।

সহমরণ।

২৩ আকটোবর ৮ কার্ত্তিক সোমবার [illegible] দিন মোং পানিহাটি গ্রামের পদ্মলোচন বন্দ্যোপাধ্যায় ওলাউঠা রোগে মরিয়াছেন এবং তাহার পত্নী সহগমন করিয়াছেন ঐ স্ত্রীর বয়ঃক্রম অনুমান আটার বৎসর তাহার একটী শিশু বালক আছে।

অপর ঐ তারিখে মোং আড়িয়াদহের প্রাণকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লোকান্তর গমনে তাহার স্ত্রীও তৎসহগামিনী হইয়াছেন।

কুক্কুট ও তিত্তিরি পক্ষী।

ইংগ্লণ্ডের এক গ্রামে এক সাহেবের বাটীতে এক কুক্কুট ও তিত্তিরি পক্ষী এক স্থানে ডিম্ব রাখে যখন কুক্কুটী ডিম্ব প্রসব করে তখন তিত্তিরি দূরে দাঁড়াইয়া থাকে পরে কুক্কুটীর ডিম্ব প্রসব হইলে তিত্তিরী সেইস্থানে ডিম্ব প্রসব করে তাহাতে সেই এক স্থানে কুক্কুটীর বার ডিম্ব ও তিত্তিরীর তের ডিম্ব এক বাসাতে দেখা গিয়াছে।

খুন।

বোম্বের নিকটবর্ত্তি মাহীম নামে গ্রামে এক হিন্দু গবরগাড়ি ও খাসীর ব্যবসায় করিত এবং এক ব্রাহ্মণ তাহার নিকটে সর্ব্বদা গমনাগমন করিত। এক রবিবার ঐ ব্রাহ্মণ তাহাকে তাহার খাটের এক দিকে মরা দেখিল এবং অন্যত্র খবর দিল। পরে তদারক করিয়া দেখা গেল যে তাহার গলায় অঙ্গুলির ও নখের দাগ লাগিয়াছে। ইহাতে অনুমান হইল যে কোন লোক তাহার গলা চিপিয়া নিশ্বাস বন্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে। এবং সেই ঘরে একটা সিন্দুক ছিল তাহারও তালা ভাঙ্গিয়া সিন্দুক খুলিয়াছে ও সেই ঘরে ছিদ্র দিয়া কলাই আনিয়াছিল তাহা দেখা গেল কিন্তু কোন দ্রব্যাদি হরণ করে নাই।

আশ্চর্য্য ক্ষত।

মাস দুই হইল মোকাম কৃষ্ণনগরের পূর্ব্ব এক গ্রামদিয়া হাতীওয়ালারা আট দশটা হাতী লইয়া পশ্চিম দেশে যাইতেছিল। অনন্তর ঐ গ্রামে তাহার এক হাতীর অকস্মাৎ মৃত্যু হইল পরে তাহার দন্তাদি সকল খুলিয়া লইয়া তাহারা গেল ঐ মৃত হাতী রাস্তায় পড়িয়া রহিল। কিছু দিনের পরে অনবরত বৃষ্টি হওয়াতে ঐ মৃত হাতীর শরীর পচিয়া কর্দ্দমের সহিত কর্দ্দম হইল। তাহার হাড়প্রভৃতি লোকেরা দূরে ফেলিল। এই ক্ষণে যেখানে এইরূপ হইয়াছে ঐ পথ দিয়া যে যায় ও সেই কর্দ্দম যাহার পায়ে লাগে তাহার পায়ের তলাতে তখনি ক্ষত হয় সে ঘা ভাল হওয়া অতিদুষ্কর এখন সে বিষয় যাহারা জানে তাহারা প্রাণান্তেও সে পথ দিয়া যায় না কিন্তু অজ্ঞাত লোকেরা যায় ও তাহারদের পায়ের তলায় ঘা হয়। এইরূপ ক্ষত অনেক লোকের হইয়াছে ইহার কারণ কিছুই জানা যায় না। কেহং কহে যে ঐ হস্তিকে অতিদুর্জ্জয় সর্পে দংশন করিয়াছিল তাহাতে তাহার অকস্মাৎ মৃত্যু হইয়াছে এবং সে বিষের দোষ তাহার মাংসাদিতেও আছে তৎপ্রযুক্ত ঐ মাংসের কর্দ্দম যাহার পায়ে লাগে তাহার ক্ষত হয়।

দুর্গোৎসব।

এইবার মোং কলিকাতাতে দুর্গোৎসবে নাচ প্রায় কাহারো বাটীতে হয় নাই তাহার কারণ এই মুসলমান লোকেরদের মহরম প্রযুক্ত মুসলমান বাই লোক প্রায় নাচ প্রভৃতি করে নাই।

এবং এইবার হিন্দু ও মুসলমানের পর্ব্ব এক কালীন হওয়াতে অনেক স্থানে মুসলমানেরা দৌরাত্ম্য করিয়াছে তাহার বিশেষ বিবরণ আগামি সপ্তাহে সমাচার দেওয়া যাইবেক।

জুয়া খেলা।

ইংগ্লণ্ডে এক জন ভেড়িয়ারী আপন ঘরে পথিক লোকেরদিগকে জুয়া খেলা করিতে দিয়াছিল তাহাতে ১৬ ষোল টাকা দণ্ড হইয়াছে।

নূতন প্রকার বৃত্তি।

ইংগ্লণ্ডে এক জন কাটওয়ালা প্রতিদিন রাস্তা দিয়া অতিশয় জোর করিয়া চাই গরম বটিং কহিয়া যায় এবং এক জন বিবি সাহেবের ঘরের নিকট প্রতিদিন ঐ

ব্দ সোর করে। ইহাতে ঐ বিবী অতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে কহিল যে তুমি আমার বাটীর নিকট এ প্রকার সোর ক রিও না। তাহা সে না শুনিলে পুনর্ব্বার কহিল যে আমি তোমাকে প্রতিসপ্তা হে এক টাকা করিয়া দিব আমার বাটীর নিকট সোর করিও না। তাহাতে সে ক্ষান্ত হইয়াছিল এইক্ষণে শুনা গেল যে সে এইরূপ অনেক স্থানে বৃত্তি করি য়াছে।

দয়ালু সৈন্যাধ্যক্ষ।

ইংগ্লণ্ডে সর ফিলিপ সিডনি নামে এক জন সৈন্যাধ্যক্ষ ছিল সে অতিশয় সাহ সী এবং তাহার দয়াও সাহসের তুল্য। যে যুদ্ধে তাহার পরলোক প্রাপ্ত হইল সেই যুদ্ধের শেষ আঘাতেতে তাঁহার শরীরের তাবৎ রক্ত নির্গত হওয়াতে সে অতিশয় তৃষ্ণাতুর হইয়া কিছু পানীয় দ্রব্য চাহিল। তাহাতে তাহার নিকট জল আনিলে পর অন্য এক জন আঘাতী যোদ্ধাকে তাহার সম্মুখ দিয়া লইয়া যাই তেছিল সেও অতিতৃষ্ণাতুর হইয়া ঐ পান পাত্রের প্রতি আপন দৃষ্টিপাত করিল তাহাতে ঐ দয়ালু সৈন্যাধ্যক্ষ তাহার ইচ্ছা বুঝিয়া আপনি পান করিতে মুখে তুলিয়াছিল যে জল তাহা তাহাকে দিল ও কহিল যে আমাহইতে এ জলে তো মার অধিক আবশ্যকতা।

সন্যাসী।

গত সপ্তাহে সমাচার দেওয়া গিয়া ছিল যে এক সন্যাসী অনাহারে এক মাস্তুলের উপরে বসিয়া আছে তাহার বিষয়ে পুলর ার সমাচার আসিয়াছে যে তথাকার থানাদার তাহাকে থানাতে লইয়া গিয়াছে পরে তাহার বিচার হই বেক।

সোর।

লণ্ডন নগরে রাইট সাহেব নামে এক ব্যক্তির দ্বারে রাত্রিকালে এক স্ত্রী সোর করিতেছিল। পরে ঐ সাহেব তাহাকে আ পন নিকটে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল যে তুমি কি কারণ এত রাত্রিতে সোর করি তেছ এবং তুমি কে। সে উত্তর করিল যে তুমি আমার স্বামী। পরে তাহাকে ধরিয়া আদালতে লইয়া গেল ও তাহাকে জিজ্ঞাসা করা গেল যে রাইট সাহেব কি রূপে তোমার স্বামী। সে কহিল যে না টিংহেম নগরে রাইট সাহেবকে ১৭৭৪ সত্তর শত চৌহত্তরি সালে বিবাহ করিয়া ছিলাম এবং তাহাহইতে এক পুত্র সন্তান পাইয়াছি। পরে ঐ সাহেব আমার নিক টহইতে পলাইয়াছে। অনন্তর চৌদ্দ বৎসরপর্য্যন্ত তাহার সমাচার না পাইয়া অন্য এক সাহেবকে বিবাহ করিলাম ও তাহাহইতে এক কন্যা পাইলাম পরে সেই সাহেব মরিয়াছে। সে অবধি আমি আপন পুত্রের বাটীতে আছি। রাইট সাহেব উত্তর করিল যে এই স্ত্রী পূর্ব্ব রাত্রি আমাকে স্বামি জ্ঞানে এক পত্র লিখিয়া ছিল তাহাতে আমি পাগল জ্ঞান করি য়া জবাব দি নাই পরদিন আপনি আ সিয়া সোর করিতেছিল আমার স্ত্রী আ ছে ও সন্তানও অনেক গুলি আমার আর স্ত্রীতে প্রয়োজন কি। আমি নাটিংহেম নগরে কখন ছিলাম না এবং সত্তর শত চৌহত্তর সনে আমি কেবল ছয় বৎসর বয়স্ক ছিলাম এবং আমার জন্ম পত্র দেখ যে আমার কেবল বাহান্ন বৎসর বয়স। ইহাতে বিচারকর্ত্তা ঐ স্ত্রীকে অনেক বুঝাইল তথাপি ঐ স্ত্রী ঐ দাওয়া করিতে লাগিল। পরে তাহাকে পাগল জ্ঞান করিয়া বিদায় করিল।

চুরি।

মোং ত্রিবেণী গ্রামে শ্রীরামজয় ভট্টের বাটীতে পূজা হইয়াছিল তাহাতে নবমী পূজার দিনে শেষ রাত্রিতে বাতি ও প্রদীপ প্রভৃতিতে নানা প্রকার রোশনাই ছিল তথাপি তাহার চণ্ডীমণ্ডপে পূজার বাসন ও বস্ত্র ও অন্যং সামগ্রী যাহাং ছিল সে সমুদায় চোরে লইয়া গিয়াছে। ইহার কিছুই অনুসন্ধান কেহ করিতে পারে নাই।

স্কুলবুক সোসয়িটী।

১১ আক্টোবর বুধবারে কলিকাতার স্কুলবুক সোসয়িটীর তৃতীয় বৎসরীয় মিসিল হইয়াছে এবং ঐ সোসয়িটী অতি সুন্দররূপ চলিতেছে। ঐ সোসয়িটীর অন্তঃপাতি লোকেরা নূতনং প্রকার পুস্তক প্রস্তুত করেন ও বাঙ্গালা পাঠশালাতে বিতরণ করেন। তাহা.ত লক্ষ্ণৌয়ের ন বাব সাহেব কোম্পানির উকীল সাহেব দ্বারা স্কুলবুক সোসয়িটীর ব্যয়ের কারণ এক হাজার টাকা কলিকাতা পাঠাইয়া দি য়াছেন। শ্রীযুত মজেষ্ট সাহেব ও শ্রীযুত তারিণীচরণ মিত্রজার কথা ক্রমে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের পুত্র শ্রীযুত রামজয় তর্কাল ঙ্কার ঐ সোসয়িটীর কোমিটীতে আপন পিতার ভার পাইয়াছেন এবং শ্রীযুত বাবু উমানন্দ ঠাকুরও ঐ সোসয়িটীর অন্তঃ

পাতী হইয়াছেন এবং মৌলবী করীম হোসেন শ্রীযুত লেপ্তেনন্ত ব্রাইস সাহেব ও কাজী আবদুল হমীদের কথা ক্রমে পুনর্ব্বার ঐ সোসয়িটীর অন্তঃপাতী হইয়াছেন।

বাণিজ্য।

দুর্গোৎসব ও মহরম এক কালে হওয়াতে তাবৎ লোক বিষয় কর্ম্ম প্রায় বন্ধ করিয়াছে তাহাতে বাজারে দ্রব্যের মূল্য কিছু ন্যূনাধিক হয় নাই এবং অদ্যাপর্য্যন্ত সকল বাণিজ্য বন্ধ আছে পরে অল্প প্রায় সকল দপ্তরখানা খোলা যাইবেক এবং বাণিজ্য আরম্ভ হইবেক।

স্বয়ংস্বীকৃত দণ্ড।

ইওরোপের এক দেশে এক ব্যক্তি ভাগ্যবান স্বর্ণকার ছিল তাহার যথেষ্ট ধন সম্পত্তি ছিল কিছু কাল পরে তাহার দেশ ভ্রমণেচ্ছা হইল তাহাতে এক বিশ্বস্ত ভৃত্যকে সঙ্গে করিয়া এবং অনেক বহুমূল্য প্রস্তর ও ধনাদি লইয়া অশ্বারোহণপূর্ব্বক আপন বাটীহইতে প্রস্থান করিল অনন্তর পাঁচ সাত দিনের পথ অতিক্রম করিয়া গেল। এক দিন পথে যাইতেছে ইত্যবসরে ঐ স্বর্ণকার কোন কার্য্যার্থে অশ্বহইতে নামিয়া কিঞ্চিৎ দূরে যাইতে ঐ চাকর অশ্বের জীনহইতে পিস্তল বাহির করিয়া আপন মুনীবকে মারিল তাহাতেই সে তৎক্ষণাৎ মরিল। পরে চাকর আপন মুনীবের গলায় পাথর বান্ধিয়া তাহাকে জলে নিক্ষেপ করিল. ও সে সকল ধনাধিকারী হইয়া সেই অশ্বারোহণ করিয়া এক নগরে উপস্থিত হইল এবং সেখানে বাটী ক্রয় লইয়া অল্প২ বাণিজ্য করিতে লাগিল তাহার পরে বাণিজ্যের লাভে ও ক্রমে২ অপহৃত ধনের প্রকাশ করাতে অতিশয় ভাগ্যবান ও ঐ শহরে অতিসম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট হইল। এবং এক সম্ভ্রান্ত বংশে বিবাহ করিল। কিছু কাল পরে সে ঐ শহরে এমত সুমানুষ সুখ্যাত হইল যে সকলে তাহাকে ঐ শহরের বিচারকর্ত্তা করিল। সে বিচারকর্ত্তা হইলে যখন যে মোকদ্দমা আইসে তখনি তাহার যথার্থ ন্যায় করিয়া দণ্ড বিধান করে এই রূপে অনেক যথার্থ ন্যায় করাতে আরো সুখ্যাতিপ্রাপ্ত হইল।

অন্য এক ব্যক্তি আপন মুনীবকে নষ্ট করিয়াছিল সেই মোকদ্দমা এক দিন ঐ আদালতে উপস্থিত হইল। তাহাতে ঐ ব্যক্তি তাহার সুন্দর বিচার করিয়া তাহাকে দোষী নিশ্চয় করিল এবং ঐ প্রভুঘাতী ব্যক্তির প্রাণদণ্ড বিধান হইলে যখন তাহাকে বধ করিতে লইয়া যায় তখন ঐ বিচারকর্ত্তার অনুমতি চাহিল। তাহাতে বিচারকর্ত্তার মুখ বিবর্ণ হইল ও শরীর কাঁপিতে লাগিল। পরে বিচারকর্ত্তা ঐ দোষী লোকের নিকটে গিয়া দাঁড়াইল ও আমলা লোকেরদিগকে কহিল যে যদি এই অপরাধের এই কর্ণদণ্ড ব্যবস্থাপিত হইল তবে আমাকে আগে বধ কর। ইহা কহিয়া সে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সকল কহিল পরে আপনি ব্যবস্থানুসারে আপনাকে বধ করিল।

বাজার ভাও।

জিনিস	মোন	অবধি	পর্য্যন্ত
সুপারি	১	৩॥৹	৩৸৹
তেরেণ্ডা তৈল	১	১২	১৫
গাছ মরিচ	১	২৸৹	৪॥
নারিকেল তৈল	১	১৪॥৹	১৫
তুলা কাছোড়া	১	৹	৹
আদা রঙ্গপুর	১	২॥	২॥৵
পাটনাই আদা	১	২	২৵
চাল পাটনাই	১	১৸	১৸৶
পাছড়ি উত্তম	১	২॥৴	২॥৶
পাছড়ি মধ্যম	১	২৵	২।৹
মুগী উত্তম	১	১৸৶	১৸৵
মুগী মধ্যম	১	১৵	৹
বাদাম	১	১৸৹	১৵
দুধা গোম	১	১।৴	১।৶
পাটনাই বুট	১	১।৵	১৸
অড়হর ডালি	১	২।৶	২।৹
উত্তমগাওয়া ঘৃত	১	২৹	২১
মধ্যম ঘৃত	১	১৬	১৭
ভৈসা ঘৃত	১	১৮	১৮॥৹
মধ্যম ভৈসা	১	১৬	১৭
মোমবাতী	১	৬৹	৬২
মিছরি উত্তম	১	১৭	৹
মিছরি মধ্যম	১	১৩	১২
সোরা উত্তম	১	৫॥৹	৬
মধ্যম	১	৫।৹	৫॥৹
চিনী কাশীর	১	৯।৹	৯৸
মধ্যম	১	৮	৮॥৹
খার চিনী	১	৩।৹	৪
তেতুল	১	৵	৸৶
তামাকু	১	৩॥৹	৩॥
চন্দন	১	১৪।	১৬।৹

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয়, তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে২ এক টাকা যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাঁহার নিকটে কাগজ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক।

সমাচার দর্পণ

১২৮ সংখ্যা। শনিবার। ২৮ আক্টোবর সন ১৮২০। ১৩ কার্ত্তিক সন ১২২৭॥

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা আট আনা প্রিমিয়ম। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা প্রিময়ম।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

২৮	আক্টবর	শনিবার	১৩	কার্ত্তিক
২৯	ঐ	রবিবার	১৪	ঐ
৩০	ঐ	সোমবার	১৫	ঐ
৩১	ঐ	মঙ্গলবার	১৬	ঐ
১	নবেম্বর	বুধবার	১৭	ঐ
২	ঐ	বৃহস্পতিবার	১৮	ঐ
৩	ঐ	শুক্রবার	১৯	ঐ

সরিফ দপ্তরের নিলাম।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে ২ নবেম্বর বৃহস্পতিবার দুই প্রহরের সময় শহর কলিকাতার শ্রীযুত হরলাল মিত্রের বাগবাজারের এক বাটী ও জায়গা সরিফ দপ্তরে নিলামে বিক্রয় হইবেক।

সমাচার দর্পণ।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

৬ আক্টোবর ১৮২০ সাল।

শ্রীযুত আর ক্রীতন সাহেব জেলা হুগলির রেজেষ্টর হইয়াছেন।

শ্রীযুত এচ টি ওবেন সাহেব ইটোয়ার রেজেষ্টর হইয়াছেন।

শ্রীযুত এচ ম্লুণ্ডেল সাহেব চব্বিশপরগনার রেজেষ্টর হইয়াছে।

শ্রীযুত ই জে স্মিথ সাহেব এলাহাবাদের রেজষ্টরি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন ও ফতেপুরের বিচারের অধ্যক্ষের অংশী হইয়াছেন।

১৪ আক্টোবর ১৮২০ সাল।

শ্রীযুত ওলিয়ম ফ্রেজর সাহেব দিল্লী প্রদেশের অধ্যক্ষের পেস্কার হইয়াছেন।

২১ আক্টোবর ১৮২০ সাল।

শ্রীযুত জে মার্চ বাঙ্কিস্ সাহেব বন্দেলখণ্ডের শ্রীযুত বড় সাহেবের তরফ মোক্তিয়ার হইয়াছেন।

শ্রীযুত সি এ মলোনী সাহেব সাগর ও নর্ম্মদা প্রদেশের শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেবের তরফ মোক্তিয়ার হইয়াছেন।

শ্রীযুত লেফ্তেনন্ট ডি যুডি সাহেব বন্দেলখণ্ডের অধ্যক্ষের পেস্কার হইয়াছেন।

শ্রীযুত অলিও আর ক্লার্ক সাহেব সাগর ও নর্ম্মদা প্রদেশের অধ্যক্ষের পেস্কার হইয়াছেন।

কলিকাতার সুপ্রিমকোর্ট।

গত সোমবার কলিকাতার সুপ্রিমকোর্ট অদালত খোলা গিয়াছিল কিন্তু সে দিবস গ্রান্দজুরির সাহেব লোকেরা সকলে উপস্থিত ছিলেন না তৎপ্রযুক্ত সে দিবস কোন কর্ম্ম হয় নাই তাহাতে শ্রীযুত বিচারকর্ত্তা সাহেব এই আজ্ঞা দিলেন যে পুনর্ব্বার মঙ্গলবার অদালত খোলা যাইবেক ইহাতে যে কোন সাহেব লোক হাজির না হন তাহারদের পাঁচ শত টাকা করিয়া জরিমানা হইবেক।

শ্রীযুত ওয়ারেন হেষ্টিংস সাহেব।

এই ভারতবর্ষের পূর্ব্ব বড় সাহেব শ্রীযুত ওয়ারেন হেষ্টিংস সাহেব ছিলেন তাঁহার ছবি প্রস্তরেতে খুদিয়া সকল লোকের দর্শনের কারণ কোন প্রকাশ স্থানে স্থাপন করা যাইবেক তাঁহার খরচের নিমিত্ত এক চান্দা হইয়াছে তাহাতে এই২ লোকেরা সাহায্য করিয়াছেন।

আসামী	তঙ্কা
কাশীর রাজা	৫০০০
বাবু শিবনারায়ণ সিংহ	৪০০০
বিশ্বম্ভর পণ্ডিতের স্ত্রী	৪০০০
বাবু মুকুন্দলাল	১০০০
বাবু রামচাঁদ	৫০০
বাবু জয়কৃষ্ণ দাস	৫০০
বাবু গোকুলদাস ও ব্রজমোহন দাস	১২৫

ইহা ব্যতিরেকে সাতষষ্টি জন পঁচিশ টাকা করিয়া দিয়াছেন।

হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধ।

গত দুর্গোৎসবে হিন্দুরা সপ্তমী পূজা দিবসে প্রাতঃকালে নবপত্রিকা স্নান করাইতে গঙ্গাতীরে আনিয়াছিল পরে স্নান করাইয়া বাদ্যাদি সমেত বাটী যাইতেছিল যখন তাহারা চক চাঁদনীতে পঁহুছিল তখন অনেক মুসলমান সেখানে একত্র হইয়া তাহারদিগের সহিত কলহ করিল ও তাহারদিগের মারপিট করিল

এবং ঢোলপ্রভৃতি সকল ভাঙ্গিল ও নব পত্রিকার কলার গাছ কাটিল তখন হিন্দু লোকেরা থানাতে সমাচার দিলে সেখানকার বরকন্দাজ আসিয়া যত২ মুসলমানেরদিগকে পাইল সে সকলকে বাঁধিয়া পুলিসে চালান করিল। সেখানকার বিচারে অপরাধি বিশেষে কাহারো তিন মাস কাহারো পাঁচ মাস মেয়াদে কয়েদের আজ্ঞা হইল এবং সম্ভ্রান্ত মুসলমান যে২ ছিল তাহারদিগের ভারি জরিপানা হইল এবং সেই সময়ে আজ্ঞা হইল যে কলিকাতার গোঁয়ারা বাহিরে যাইতে পারিবে না এবং বাহিরের গোঁয়ারা কলিকাতার মধ্যে আসিতে পারিবে না।

পরে কতলের রাত্রিতে বাহিরের এক গোঁয়ারা কলিকাতার মধ্যে আসিতেছিল তাহাতে চৌকীদারেরা বারণ করিলে গোঁয়ারাওয়ালা শহরের মধ্যে গোঁয়ারা আনিবার কারণ হজুর দরখাস্ত করিল। সেখানে হুকুম হইল যে গোঁয়ারা কলিকাতার মধ্যে কদাচ আসিতে পারিবা না। মুসলমানেরা এই জবাব পাইয়া আপন হুকুমে গোঁয়ারা কলিকাতার মধ্যে আনিতে চেষ্টা করিল। ইহাতে চৌকীদারেরদিগের সহিত মুসলমানেরদের ভারি বিরোধ হইল। পরে মুসলমানেরা সোর করিয়া কহিল যে যদি কেহ মুসলমান থাকহ তবে হোসেনের নামে আমারদিগের উপকার করহ। ইহা শুনিয়া অনেক আরব লোক আসিয়া মুসলমানের পক্ষ হইল ও নিকটস্থ ঘর ভাঙ্গিয়া এক২ বাঁশ হাতে করিয়া চৌকিদারেরদিগকে মারিপীট করিল। পরে চৌকীদারেরা গারদে সমাচার দিবার কারণ যাহাকে পাঠাইল মুসলমানেরা সে লোককে ধরিয়া কএদ রাখিল। পরে অতি গোপনে এক লোক পাঠাইয়া সমাচার দিল। তাহাতে অনেক সিপাহী আইল। পরে মুসলমানেরা বিক্রয়ার্থ আনীত ইক্ষু দণ্ড লইয়া যুদ্ধ করিল। শেষে উভয় পক্ষের অনেক লোক আঘাতী হইল কিন্তু কেহ মরিল না। পরে সিপাহী লোকেরা অনেক কৌশলে প্রায় পঞ্চাশ ষাটি জন আরব লোকেরদিগকে ধরিল। তাহার মধ্যে ছোট২ লোক যাহারা ছিল তাহারদিগের বন্ধন করিয়া হজুর চালান করিল। মহাজন লোক যাহারা ছিল তাহারদিগের কারবালাতে কএদ রাখিল। পরে দিব্য করাইয়া জামিন লইয়া ছাড়িয়া দিল। সে মোকদ্দমা হজুর চালান হইয়াছে শেষ জানা যায় নাই।

ঐ মহরমের সময়ে কলিকাতায় এক শর্ত্তনীয় সাহেব গাড়ীতে আরোহণ করিয়া গমন করিতেছিলেন ইতোমধ্যে এক স্থানে অনেক মুসলমান দাঁড়াইয়া ছিল সেইখানে সাহেব আপন ঘোড়াকে চাবুক মারিতে দৈবাৎ এক মুসলমানের শরীরে চাবুক লাগাতে মুসলমানেরা ক্রোধান্বিত হইয়া ঐ সাহেবকে গাড়ীহইতে নামাইয়া অত্যন্ত নিগ্রহ করিল। এখন তাহারা সকলে কএদ আছে শেষ যে হয় সমাচার দেওয়া যাইবেক।

আর এক জন সাহেব পদব্রজে গমন করিতেছিল তাহার স্থানে একটা রূপার ঘড়ী ছিল সে ঘড়ীর শিকলে দুই তিন শিল অর্থাৎ মোহর ছিল এবং জেবেতে চল্লিশ টাকা ছিল তাহা কোন২ মুসলমান জ্ঞাত ছিল সেই সাহেব কতক দূর গমন করিলে তাহারা পরামর্শ করিয়া মিথ্যা বিবাদ করণ পূর্ব্বক ঐ সাহেবকে ভূমিতে ফেলাইয়া তাবৎ কাড়িয়া লইয়াছে।

কূপ।

২৩ সেতম্বরের বঙ্গ দেশের পত্রদ্বারা সমাচার জানা গেল যে তাহাতে এক জন সাহেব একটা পুরাতন শুষ্ক কূপ ঝালাইতে চেষ্টা করিলে মজুর লোকেরা তাহার মধ্যে যাইতে স্বীকার করিল না ও কহিল যে কূপের মধ্যে বৃহৎ সর্প আছে। পরে এক জন বেহারা পরামর্শ দিল যে বড়সী দ্বারা সর্প মারা যাইবেক। ইহা শুনিয়া সাহেব বড়সীতে ভেক গাঁথিয়া সূত্র নামাইল। পরে এক সর্প সে বড়সী ভক্ষণ করিলে উঠাইয়া দেখিল যে চারি হাত দীর্ঘ জাতি সর্প তখন তাহাকে মারিল। পুনর্ব্বার বড়সী ফেলিল তাহাতেও কিঞ্চিৎ ছোট ঐ জাতি সর্প উঠিল তাহাকে মারিয়া দড়ি দিয়া এক লোককে নামাইল সে কিছু দূর থাকিতে জানিল যে আরও সর্প আছে তাহাতে উপরিস্থ লোকেরদিগকে ডাকিয়া কহিলে তাহারা দড়ি টানিয়া তাহাকে উঠাইল। পরে বড়সী ফেলিয়া সে সর্পকে উঠাইয়া মারিল পুনর্ব্বার লোক পাঠাইয়া জানিল যে আর সর্প নাই তখন লোকেরা সে কূপ কাটিয়া সজল করিল।

খুন।

বসরাহইতে ১১ আগস্ত তারিখের পত্র আসিয়াছে তাহাতে শুনা গেল যে সেখানে জবিরের আরবেরা অকস্মাৎ চড়াও করিয়া অনেক লোক খুন করিয়া সে শহর লুট করিয়াছে। ও তুরকের বাদশাহের এক সৈন্যাধ্যক্ষকে খুন করিয়াছে। ইহাতে এখন লোকেরা সে শহরের মধ্যে অস্ত্রধারণ করিয়া ফিরিতেছে ও সেখানকার অধ্যক্ষ বাটীহইতে বাহির হয় না এবং সেখানকার লোকেরা এমত ভীত হইয়াছে যে যদি পুনর্ব্বার একপ

হয় তবে সকল লোক পলায়ন করিবেক। ও সেখানকার অধ্যক্ষ আপন পদত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে উদ্যত হইয়াছে।

খর্জুর বৃক্ষের নাম্যা উঠা।

অল্প দিন হইল মোকাম বর্দ্ধমানের কালীবাজারে এক খেজুর গাছের নাম্যা উঠা দেখিয়া অনেক লোক তাহার বিস্তারিত বুঝিতে না পারিয়া অনেক প্রকার গোলমাল করিয়াছে কিন্তু তাহারা সে বৃক্ষের নাম্যা উঠার কারণ নিশ্চয় করিতে পারে নাই। কিন্তু তাহার যথার্থ বিবরণ এই।

সে গাছ হেলান কখন সোজা ছিল না এবং শিকড় মাটির ভিতরে বিস্তর যায় নাই এ নিমিত্তে জোর না পাইয়া ভূমিতে ক্রমে২ পড়ে যখন প্রথমতঃ সেই মত নামিতেছিল তখন যদি তাহার মাথায় মাটির ঠেশ শীঘ্র না পাইত তবে এমত পড়িত যে কখন উঠিতে পারিত না এই রকম গাছ বড় রসাল তাহার শিকড় কোঁকড়া এই হেতুক ক্রমে নামিবার সময় লোকসান হওনের পূর্ব্বে মাথায় ঠেশ পাওয়াতে রাত্রিকালে শিশিরাদি রস খাইয়া জোরাল হইয়া স্বভাবানুসারে ঊর্দ্ধে উঠে এবং পুনর্ব্বার দিনে রৌদ্র পাইয়া রস কম হেতুক ম্লান হইয়া নামতে পড়ে যদি বাবলাগাছ প্রভৃতি হইত তবে নামিলে আর কখন উঠিতে পারিত না।

এইবিষয়ে সেখানকার সাহেব লোকেরা এই বিবেচনা করিয়াছেন।

পরিমটের দৌরাত্ম্য।

২২ আকটোবর কলিকাতাহইতে এক জন বিবী পীড়িতা হইয়া তিনটী বালক সাত করিয়া চন্দননগরে গিয়াছিল সে খানহইতে কলিকাতা যাওন কালে বালীর চৌকীর পানসী আসিয়া তাহার নৌকা ধরিল ও কহিল যে নৌকাতে কি২ জিনিস আছে দেখিব। তাহা শুনিয়া ঐ বিবী আপনার তাবৎ জিনিস তাহারদিগকে দেখাইল। তাহাতে নূতন চারি থান মোটা কাপড় ৮৵ করিয়া চৌদ্দ সিকা দামে আপন খরচের কারণ লইয়া যাইতেছিল তাহা দেখিয়া ঐ পানসীওয়ালারা অনেক মন্দ কহিয়া বিবী সমেত নৌকা লইয়া বালীর ঘাটে গেল এবং দারোগাকে সমাচার দিল। দারোগা সমাচার পাইয়া আপনি স্নান ভোজনাদি সাঙ্গ করিয়া দুই ঘণ্টার পর নৌকায় আইল ও ঐ নূতন বস্ত্র দেখিয়া অনেক তম্বি করিল এবং বস্ত্র চারি থান ক্রোক করিয়া বিবীকে তখন খালাস দিয়া কহিল যে যদি তোমার কোন নালিষ থাকে তবে হাবড়া মোকামে শ্রীযুত তগলস সাহেবের নিকট যাইবা। ইহা শুনিয়া সে বিবী কলিকাতাতে ঘরে আসিয়া আপন সাহেবকে সকল বৃত্তান্ত কহিল। তাহা শুনিয়া এই বয়ানে সাহেব সহরে এক চিটী লিখিয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় যে ইহার তদারক হইতে পারে।

ইংগ্লণ্ডে ভারতবর্ষের কোম্পানির সভা।

ইংগ্লণ্ডে শ্রীযুত কোম্পানির তরফ ভারতবর্ষের বন্দোবস্তের নিমিত্ত এক সভা আছে সেই সভায় সর জন জাকসন সাহেবের পরলোক হইয়াছে তাহাতে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত হওনেচ্ছাতে এই২ চারি সাহেব উপস্থিত হইয়াছেন শ্রীযুত জোসইয়াস ডুপ্রি আলেক্জান্দর সাহেব তিনি বাঙ্গাল বাঙ্কের পূর্ব্বে অধ্যক্ষ ছিলেন ও শ্রীযুত এন বি এদমনস্তন সাহেব তিনি পূর্ব্বে কলিকাতার ডিবিটী বড় সাহেব ছিলেন শ্রীযুত কাপ্তান চার্লস প্রেসবট সাহেব ও শ্রীযুত ওএলান সাহেব। ইহারদের মধ্যে কর্ম্ম কে পাইবেন তাহা এ ক্ষণে জ্ঞাত হওয়া যায় নাই।

সুপ্রীমকোর্ট।

২৫ আকটোবরে সুপ্রীমকোর্টের আদালতে এই লোকের বিচার হইয়াছে যোং কলিকাতার শ্রীকমলী বেশ্যা মুন্নীনামে এক খালাসীকে লইয়া রাত্র শয়ন করিয়াছিল কতক রাত্রিগতে এক চোর আসিয়া তাহার কর্ণের ভূষণ খসাইতেছিল ইহাতে সে বেশ্যা জাগিয়া ঐ চোরের চুল ধরিয়া সোর করিল তাহাতে মুন্নী উঠিয়া ধরিল ও প্রতিবাসী লোক ও আইল। তখন আলো জ্বালিয়া দেখিল সে চোরের নাম নেয়ামত ও বেশ্যার একজড়া পঁহছো বিজানার নিকট পড়িয়া ছিল তাহা পাইল। পরে নেয়ামতকে আদালতে দাখিল করিয়া তজবিজ হইল তাহাতে কমলী যে রূপ নালিষ করিয়াছিল মুন্নীও দিব্য করিয়া সেই রূপ সাক্ষ্য দিল চৈতন চৌকীদার সাক্ষ্য দিল যে আমি সোর শুনিয়া বেশ্যার বাটী যাইয়া দেখিলাম কমলী ও মুন্নী দুই জনে নেয়ামতকে ধরিয়া রাখিয়াছে তখন আমি নেয়ামতকে পাকড়া করিয়া আনিয়াছি কিন্তু তখন নেয়ামত কিছু মাতোয়ালা ছিল এমত বোধ হইল পরে নেয়ামত কহিল ঐ বেশ্যার সহিত সন্ধ্যার সময়ে আমার কথা নিশ্চয় হইয়াছিল যে এক টাকা বেশ্যাকে দিয়া তাহার সহিত রাত্রিবাস করিব সে কারণ আমি আসিয়াছিলাম তাহাতে ঐ বেশ্যা ও মুন্নী কারসাজী করিয়া আমাকে চোর কহিয়াছে। পরে তজবিজ হইয়া নেয়ামত খালাস হইল।

সমাচার দর্পণ।

মেহিন্দীঘাট।

মেহিন্দীঘাটহইতে ১ আক্টোবরের সমাচার আসিয়াছে তাহাতে জানা গেল ২৫।২৭ সেপ্তম্বর তারিখে সেখানে অতিশয়বৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে জোয়ারা শস্য ও নীল প্রভৃতির বড় উপকার হইয়াছে এবং নীলও প্রায় কাটা হইয়াছে এবং তুলাপ্রভৃতিও হইবেক এমত ভূর্ষা হইয়াছে যেহেতুক তদবধি আকাশ নির্ম্মল আছে।

ভূমিকম্প।

২৯ সেপ্তম্বরে প্রাতঃকালে দিল্লী মোকামে অতিশয় ভূমিকম্প হইয়াছে।

খাল।

দিল্লীহইতে সমাচার আসিয়াছে তাহাতে জানা গেল যে সেখানে যে প্রসিদ্ধ উপকারি এক খাল আছে সে খাল সম্প্রতি শুষ্ক হইয়াছে তাহার কারণ এই যে যমুনা নদীর আপন উৎপত্তি স্থানহইতে পুরাতন পথ ত্যাগ করিয়া নূতন পথ করিয়া স্রোত বহিতেছে। এবং ঐ খালের মোহনাতে বালুকা পড়িয়া স্রোত বন্দ হইয়াছে।

পূর্ব্বকালীন যুদ্ধ।

গত কএক বৎসরের পূর্ব্বে যখন ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত দক্ষিণ দেশীয় হয়দরাবাদের টিপুসুলতানের যুদ্ধ হইয়াছিল তখন ঐ টিপু মেজর গৌতি সাহেব ও অন্যং ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যাধ্যক্ষেরদিগকে স্বাধীন করিয়া তাহারদের অর্থ ও বস্ত্র প্রভৃতি তাবৎ কাড়িয়া লইয়া তাহারদিগকে কারাগারবন্ধ করিল ও নানা প্রকার যন্ত্রণা দিল। যেখানে তাহারা বন্ধ ছিল সেই কারাগারে এক জন কসাই প্রতিদিবস মাংস বিক্রয় করিতে যাইত। ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যাধ্যক্ষেরদের ক্লেশ দেখিয়া তাহার মনে অতিশয় খেদ জন্মিল কিন্তু যদি এই খেদ তজ্জাতিরদের নিকটে প্রকাশ হইত তবে তাহার শিরশ্ছেদন হইত। এই বন্ধ লোকেরা প্রাণ ধারণার্থে প্রতিদিন এক সের তণ্ডুল ও একটা পয়সামাত্র পাইত ইহাতে তাহারদের উদর পূর্ণ হওনের বিষয় কি। পরে ঐ কসাই তাহারদের দুঃখ নিবারণার্থে এই উপায় করিল যে ভেড়ার মুণ্ড সে ঐ কএদী লোকেরদের নিকট বিক্রয় করিত তাহার মধ্যে একং স্বর্ণ সিকি দিত এবং তদ্দেশীয় লোকেরা সন্ধান না পায় এ কারণ তাহারদের সম্মুখে ঐ বন্ধ লোকের দিগকে গালাগালি দিত ও বাহিরহইতে ঢেলা ফেলিয়া মারিত সেই ঢেলার মধ্যে টাকা পূরিয়া দিত এবং ইংগ্লণ্ডীয় বন্ধ লোকেরা সেই ঢেলা ভাঙ্গিয়া তাহার মধ্যহইতে টাকা পাইত। এই রূপে কতক দিন গত হইলে যখন ইংগ্লণ্ডীয়েরা ঐ টিপুকে জয় করিল তখন মেজর গৌতিসাহেব তোপদ্বারা গড়ের দেওয়াল ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিল এবং ঐ সাহেবেরা ঐ কসাইকে দেখিয়া তাহার সহিত আলিঙ্গন করিয়া আপন সৈন্যেরদিগকে কহিলেন যে এই লোককে কেহ মতে আঘাত করিও না। পরে যুদ্ধ শেষ হইলে ঐ মেজর গৌতি সাহেব তাহার অনেক উপকার করিলেন।

বাজার ভাও।

জিনিস	মোন	অবধি	পর্য্যন্ত
সুপারি	১	৩৷৷০	৩৸০
ভেরেণ্ডা তৈল	১	২২	৩০
গাছ মরিচ	১	২৸০	৪৷৷
নারিকেল তৈল	১	১৪৷৷০	১৫
জুস্তা কাছোয়া	১	০	০
আদা রঙ্গপুরে	১	২৷৷	২৷৷৵
পাটনাই আদা	১	২	২৶
চালু পাটনাই	১	২৸	২৸৵
পাছড়ি উত্তম	১	২৷৷৶	২৷৷৵
পাছড়ি মধ্যম	১	২৶	২৷০
মুগী উত্তম	১	১৸৵	১৸৶
মুগী মধ্যম	১	১৷৵	০
বাদাম	১	১৸০	১৷৵
দুধা গোম	১	১৷৶	১৷৵
পাটনাই বুট	১	১৷৵	১৷৷৶
অড়হর ডালি	১	২৷৴	২৷৵
উত্তমগায়া ঘৃত	১	২০	২১
মধ্যম ঘৃত	১	১৬	১৮
ভৈসা ঘৃত	১	১৮	১৮৷৷০
মধ্যম ভৈসা	১	১৬	১৭
মোমবাতী	১	৬০	৬২
মিছরি উত্তম	১	১৭	০
মিছরি মধ্যম	১	১৩	১৫
সোরা উত্তম	১	৬	৬৷০
মধ্যম	১	৫৷৷০	৫৸
চিনী কাশীর	১	৯৷৷০	১০৷
মধ্যম	১	০	০
খার চিনী	১	৩৷০	৪
তেতুল	১	৸৵	৸৶
তামাকু	১	৪৷০	৬৸
চন্দন	১	১৪	১৬৷৷০

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহেং কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসেং এক টাকা যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকটে কাগজ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাহার নিকটে পাঠান যাইবেক।

সমাচার দর্পণ

১২৯ সংখ্যা। শনিবার। ৪ নবেম্বর সন ১৮২০। ২০ কার্ত্তিক সন ১২২৭।।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব [illegible] বৃত্তান্তমিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে ॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা আট আনা প্রিমিয়ম। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা প্রিমিয়ম।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

৪	নবেম্বর	শনিবার	২০	কার্ত্তিক
৫	ঐ	রবিবার	২১	ঐ
৬	ঐ	সোমবার	২২	ঐ
৭	ঐ	মঙ্গলবার	২৩	ঐ
৮	ঐ	বুধবার	২৪	ঐ
৯	ঐ	বৃহস্পতিবার	২৫	ঐ
১০	ঐ	শুক্রবার	২৬	ঐ

ইস্তাহার।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে ৫৯২ নম্বর ২৫০ দুই শত পঞ্চাশ টাকার কমর সলবাঙ্কের এক নোট হারাইয়াছে সে নোট যে কেহ পাইবেক সে তত্থনি শ্রীযুত মাডিও ফিংচ সাহেবের নিকটে সমাচার দিবেক এ নোটের টাকা বাঙ্ক বন্ধ হইয়াছে।

ডাক মারা।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে কলিকাতার ডাকঘরহইতে ১৬ আক্টোবরে মুরশেদাবাদে যে সকল চিঠীর পুলিন্দা রওয়ানা হইয়াছিল সে পুলিন্দাতে বহরমপুর ও বোয়ালিয়া ও মালদহ ও পুরণীয়া ও দিনাজপুর ও রঙ্গপুর ও রাজমহল ও মুঙ্গের ও ভাগলপুর ও নাটোর ও কালনা ও সমুদ্রগড় ও বোলিতলি এই সকল স্থানের চিঠী ছিল সে সকল চিঠী ইনচুরা ও কালনার চৌকীর মধ্যে গুপ্ত হইয়াছে।

মিথ্যা হুণ্ডী।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে রিচার্ড ফ্রেজর কিম্বা ফারগীসন নামে এক জন সাহেব যোং জোয়ানপুরের কালেক্টর সাহেবের নামে এক মিথ্যা হুণ্ডী করিয়া মোকাম বানারসের ত্রেজরিহইতে অনেক টাকা লইয়া পলাইয়াছে সে ব্যক্তি অদ্যাপি ধরা পড়ে নাই। অতএব সকলকে সাবধান করা যাইতেছে যেন সেই লোক আর কাহাকেও না ঠকায়। এবং তাহার চেহারাও লিখা যাইতেছে সে গৌরবর্ণ অথচ এই দেশে আত লম্বা তিন হাত দশ বুরল তাহার মাথার চুল কালা ও কোঁকড়া এবং তাহার বাম হস্তের তালুয়াতে একটা বর্চ্ছির দাগ আছে ৯ আক্টোবর তারিখে সে মোং পাটনাতে ছিল। বোধ হয় যে সেখান হইতে কলিকাতা অঞ্চলে আসিয়াছে। যদি কেহ এই লোকের সন্ধান পাও তবে তৎক্ষণাৎ তাহার নিকটবর্ত্তি বিচারকর্ত্তা সাহেবের নিকট সমাচার দিয়া তাহাকে আটক করিবা।

জেলা জোয়ানপুর ২১ আক্টোবর ১৮২০ সাল।

চবলিও ফ্রেকাধ বিচারকর্ত্তা।

নোট হারান।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে মোং কলিকাতার শ্রীযুত কাশীনাথ মিত্র ৯৩০৭ নম্বরের আড়াই শত টাকার এক কেতা বাঙ্গাল বাঙ্কনোট সরকারী ডাকদ্বারা মোকাম মুরশেদাবাদের শ্রীযুত নবাব সাহেবের নিকট পাঠাইতেছিলেন পথি মধ্যে মোং ইনচুরাতে ঐ ডাক মারা গিয়া সে নোট খোয়া গিয়াছে অতএব এই নোটের টাকা দিতে বাঙ্ক বন্ধ হইয়াছে।

কলিকাতা।

সকলকে জানান যাইতেছে যে মোকাম কলিকাতার শ্রীযুত গিলস্মোর কোম্পানির এক জন অংশী যে শ্রীযুত সি [illegible] টোবর অবধি তৎকর্ম্ম চ্যুত হইয়াছেন।

সমাচার দর্পণ।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

১৮ আক্টোবর ১৮২০ সাল।

শ্রীযুত মেজর হেন্‌লি সাহেব ভোপাল দেশে শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেবের তরফ উকীল হইয়াছেন।

ইংগ্লণ্ডে ভারতবর্ষে কোম্পানির সভা।

গত সপ্তাহে সমাচার দেওয়া গিয়াছে যে ইংগ্লণ্ডে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের ভারতবর্ষের বন্দোবস্তের নিমিত্ত [illegible]

সভা নিযুক্ত আছে সেই সভায় এক জন সর জন আকমন সাহেবের লোকান্তর প্রাপ্তি হওয়াতে তৎপদাভিলাষী চারি জন ছিলেন।

সংপ্রতি সমাচার আসিয়াছে যে যিনি অধিক লোকের মনোনীত হন তিনি তৎকর্ম্মযোগ্য এই ইংগ্লণ্ডের ব্যবহারানুসারে শ্রীযুত কাপ্তান চার্ল্‌স প্রুসাকট সাহেব তৎপদাভিষিক্ত হইয়াছেন।

ষড়্‌গ্রহ।

আগামি ১৮ চৈত্র শুক্রবার ২২ দণ্ডের পর সংক্রান্তিপর্য্যন্ত রবি মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি এই ষড়্‌গ্রহ মীন রাশিতে একত্র হইবে। ইহাকে কেহ২ গোল যোগ কহে সে কিছু নহে। কিন্তু ২০ চৈত্র রবিবার ৬ ছয় দণ্ডের পরে ২২ চৈত্র মঙ্গলবার ১৩ দণ্ডপর্য্যন্ত চন্দ্রও মীন রাশিতে স্থিতি করিলে সপ্তগ্রহ একত্র হইবেন। সেই গোল যোগ এ অতিআশ্চর্য্য এমত প্রায় কখন হয় না তাহার ফল মন্দ। যথা। সপ্ত গ্রহা যদৈকস্থা গোল যোগ স্তদা ভবেৎ। দুর্ভিক্ষং রাষ্ট্রপীড়া চ তস্মিন্ কালে নৃপক্ষয়ঃ। অর্থ সুগম।

অষ্ট পদ কুক্কুর।

পুলোপিনাম শহরের এক নগরে এক কুক্কুরের বাচ্চা হইয়াছিল। এক দিবসের বাচ্চা লোকেরা দেখিল যে তাহার চারি পদ কুক্কুরের মত ও গলার দুই পার্শ্বে দুই পদ এবং নাভির ঊর্দ্ধে দুই পদ এইরূপে আট পদ হইয়াছিল। গলে যে দুই পদ সে অগ্রের পদের মত। নাভির ঊর্দ্ধে যে দুই পদ সে পশ্চাদের পদের মত কিন্তু এক দিন থাকিয়া সে কুক্কুর মরিল।

দুষ্ট লোক।

ইংগ্লণ্ডে এক সাহেবের চাকর দুই জন এক গাড়িতে জিনিস বোজাই করিয়া অধিক রাত্রিতে এক গ্রামে যাইতেছিল। মাঠের মধ্যে দেখিল যে এক লোক একটা কবর খনন করিতেছে। পরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে কে তুমি কি কারণ এত রাত্রে এই মাঠে কবর খনন করিতেছ। ইহা শুনিয়া সে লোক তুচ্ছ করিয়া মন্দ ভাষাতে উত্তর করিল। পরে গাড়ী হইতে ঐ লোক কটু ভাষা শুনিয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে সে লোক পলাইল। তাহাতে গাড়ীওয়ালা তাহার কুরতী ও কোদালি গাড়ীতে উঠাইয়া লইয়া চলিল। কতকদূর যাইতে এক স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইল ও স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল যে কে তুমি কি কারণ এত রাত্রিতে একাকিনী এই নির্জ্জন মাঠে গমন করিতেছ। সে স্ত্রী কহিল যে এক পুরুষের সহিত আমার অতিশয় গুপ্ত প্রেম আছে তাহাহইতে আমার গর্ভ হইয়াছে তাহার নিকট যাইতেছি। ইহা শুনিয়া ঐ গাড়িওয়ালা কহিল যে এ কথা সত্য মানিলাম কিন্তু সে স্থানে যাইও না গেলে বিপদ ঘটিবেক সে পুরুষ তোমার কারণ কবর খুদিতেছিল কিন্তু আমার দিগকে দেখিয়া পলাইল তাহার প্রমাণ তাহার কুরতী ও কোদালি এই দেখ। তখন তাহা দেখিয়া সে স্ত্রী নিতান্ত প্রতীতি জন্মিয়া ফিরিয়া ঘরে গেল। পর দিবসে বিবরণ শুনিয়া অনেক লোকেরা সে কবর দেখিল।

চুরি।

শহর কলিকাতার মুচীবাজারে [illegible] সরদার নামে এক ব্যক্তি বাস করে তাহার বাটীতে আর কেহ থাকে না কেবল তাহার এক জন কুটুম্বমাত্র ঐ দিবস আসিয়াছিল। পরে ১৩ আগষ্ট তারিখে রাত্রে ঐ সরদার আপন দরবাজা বন্দ করিয়া শয়ন করিয়া রহিল। প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখিল যে আপন বাটীর এক দিগের দেওয়াল কতক ভাঙ্গা এবং ঘরের ঝাঁপ কাটা। তাহাতে সে চমৎকৃত হইয়া ঘরের মধ্যে গিয়া দেখিল যে তাহার তিনটা সিন্দুক ভাঙ্গা রহিয়াছে তাহার দুইটা সিন্দুকে কাগজ ছিল আর একটায় কতক বন্ধকী অলঙ্কার ও নগদ তিন শত বিরাশী টাকা ছিল তাহা লইয়া গিয়াছে। পরে সে ঐ কুটুম্বকে জাগাইয়া কহিল যে ঘরে চুরি হইয়াছে। তাহাতে সে কহিল আমি রাত্রে এ বিষয়ে কিছুই টের পাই নাই। এই রূপ কতক্ষণ ভাবাভাবনা করিয়া এগার ঘণ্টা বেলার সময়ে পুলিসে সমাচার দিতে গেল।

পুলিসের জমাদার সজাদীক সিংহ ঐ রাত্রে তোপের পূর্ব্ব ছয় জন বরকন্দাজ সঙ্গে করিয়া রাস্তাতে বেড়াইতেছিল সে রাস্তাতে রামজয় ও রামমোহন নামে দুই জন চোরকে কাপড়ের ভিতরে পুঁটলি বগলে করিয়া পরস্পর কথা কহিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে তোমরা কে ও কি কথোপকথন করিতেছ। তাহাতে রামজয় কহিল যে আমরা এক সাহেবের চাকর মজুর লোকের মাহিয়ানা দিবার কারণ টাকা লইয়া কলঘরে যাইতেছি। পরে জমাদার নিকটে গিয়া রামজয়ের পিঠের কাপড় উঠাইয়া দেখিল যে পিঠেতে বেতের দাগ। তাহাতে সে তাহাকে নিশ্চয় দাগী জ্ঞান করিয়া তাহার পুঁটলি সকল খুলিয়া দেখিল যে এক পুঁটলির মধ্যে কতক সোনার গহনা ও অন্য আর এক পুঁটলির মধ্যে কতক

রূপার গহনা ও নগদ দুই শত আটান্ন টাকা আছে এবং রামমোহনের স্থানে নগদ ত্রিশ টাকা ও তিন থান কাপড়। জমাদার তাহারদিগকে জিজ্ঞাসা করিল যে তোমরা এ সকল গহনা কোথায় পাইয়াছ। তাহাতে রামজয় কহিল যে আমি বিচারকর্ত্তা সাহেব ব্যতিরেকে কাহাকেও উত্তর দিব না। পরে তাহারা মুচ্ছুদ্দী যে রিপোর্ট লইয়া থাকে তাহার নিকট কহিল যে আমরা তামাকু বিক্রয় করিয়া এ সকল টাকা সঞ্চয় করিয়াছি। নতুবা এগার ঘণ্টা বেলার সময় পুলিসে সমাচার দিতে আসিয়া ঐ সকল গহনা ও টাকা দেখিয়া দিব্য করিয়া কহিল যে এই সকল জিনিস আমার ঘর হইতে গত রাত্রে চুরি গিয়াছে। ইহা শুনিয়া পুলিসের বিচারকর্ত্তা সাহেব ঐ মোকদ্দমা বড় অদালতে পাঠাইলেন সেখানে বিচার হইলে পর রামজয় আপন রক্ষার্থে কহিল যে আমি শান্তিপুরের এক লোকের স্থানে এই টাকা কর্জ করিয়া আনিয়াছি পথে কেবল দুই জন বরকন্দাজেরা আমাকে ধরিয়া টাকা চাহিল আমি টাকা না দিলে তাহারা এই সকল গহনা আমার উপর ফেলিয়া দিয়া কহিল যে তুই চোর। অতএব আমি আর কিছু জানি না। কিন্তু তাহার এই মিথ্যা সওয়ালেতে কোন উপকার হইল না। সাবুদ হইয়া তাহারা নিশ্চয় দোষী হইয়াছে।

মরণ।

গত শুক্রবার ২৭ আকটোবর ১২ কার্ত্তিক কলিকাতার বাবু জয়কৃষ্ণ সিংহের মৃত্যু হইয়াছে তাঁহার বয়ঃক্রম অধিক হইয়াছিল না এবং তাঁহার সুখ্যাতি সর্ব্বত্র ছিল।

ওলাওঠা।

ওলাওঠারোগ কোনং স্থানে অধিক পরাক্রম প্রকাশ করিতেছে।

খুন।

৫ সেপ্তম্বর সোং বহরমপুরের কাপ্তান হজেস্ সাহেব আপন সহীশকে ঘোড়া তৈয়ার করিতে হুকুম দিলেন তাহাতে সহীশ আপন মনে বলিতে লাগিল যে আমি কিছু খাই নাই আমার মাথা ঘুরিতেছে কি প্রকার আমি ঘোড়া তৈয়ার করিব। ইহা শুনিয়া সাহেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তুই কি বলিতেছিস। তাহাতে সে বলিল কিছু না। পরে সাহেব রাগান্বিত হইয়া চাবুক হাতে লইলে সহীস পলাইল। পরে সাহেব চাবুক ফেলিয়া তাহার পশ্চাৎ দৌড়িয়া গিয়া তাহাকে কিল ও লাথী ঘুসা মারিতেং সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল তাহার এক ঘণ্টা পরে সে মরিল। অপর চিকিৎসক সাহেব আসিয়া তাহার শরীর চিরিয়া দেখিল যে ঘুসাতে তাহার প্লীহা ফাটিয়া রক্ত জমিয়া যাওয়াতে সে মরিয়াছে। ঐ মোকদ্দমা কলিকাতার সুপ্রীমকোর্টে সোপরদ্দ হইয়াছে।

পিনাঙ্গ উপদ্বীপ।

পিনাঙ্গের শুলতান যখন ওলন্দেজের সৈন্যেরদিগকে আপন অধিকারহইতে তাড়াইয়া দিলেন তৎকালে এই বিপদ হইল সুলতান ওলন্দেজেরদের জাহাজের বিপরীত যে সকল নৌকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন সেই সকল নৌকা পরস্পর সংলগ্ন হইয়া এক চড়াতে ঠেকিল এবং অগ্নি লাগিয়া তাবৎ নৌকা পুড়িয়া গেল ও ঐ অগ্নিদ্বারা নিকটবর্ত্তি [illegible] নামে শহর দাহ হইল। তাহাতে অনুমান চল্লিশ হাজার ঘর ভস্মসাৎ হইল।

বন্যা।

ইতালি দেশে এ বৎসর অতিশয় বন্যা হইয়াছিল তাহাতে নদীর তীরে এক পুলবন্দী ছিল তাহার উপর এক ঘর গৃহস্থ লোক অনেক দিন ঘর দ্বার করিয়া বসতি করিতেছিল এ বৎসর বন্যাতে সেই পুলে ভাঙ্গন লাগিয়া তাহার চতুর্দ্দিগ ভাঙ্গিয়া গেল তখন সেই গৃহস্থ স্ত্রীপুত্র সমেত রোদন করিতে লাগিল ও ভাবিতে লাগিল কি উপায় করিব এবং চতুর্দ্দিগস্থ লোকেরা তাহারদিগের কারণ অতিশয় ভাবিতে লাগিল যে এই জলের অতিশয় স্রোত কিরূপে নৌকাদ্বারা ইহারদিগকে কিনারাতে আনা যাইবেক পরে এক জন ভাগ্যবান প্রধান লোক এক শত টাকা লইয়া ঘোষণা দিল যে যে ব্যক্তি এই গৃহস্থ লোকেরদিগকে কিনারাতে আনিতে পারিবে তাহাকে এই এক শত টাকা দিব। কিন্তু ইহাতে ও কেহ সাহস করিতে পারিল না। পরে এক জন বলবান লোক আপন মত দুই চারি জন সাহসী লোক লইয়া এক নৌকাতে চড়িয়া অনেক কষ্টে তাহারদের নিকটে যাইয়া দড়ি দিয়া একং করিয়া নৌকাতে নামাইয়া কিনারাতে আনিল। তখন সেই ভাগ্যবান তাহাকে এক শত টাকা দিল। সে তাহা না লইয়া কহিল যে আমি পরিশ্রম করিয়া আপন স্ত্রীপুত্র প্রতিপালন করিব এবং এ কর্ম্মে আমার কিছু ক্ষতি হয় নাই অতএব আমি টাকা লইব না যাহার ক্ষতি হইয়াছে এ টাকা তাহাকে দেওয়া উচিত ইহা শুনিয়া তাহাকে সকল লোকে সাধুবাদ দিয়া সে টাকা ঐ বিপদযুক্ত গৃহস্থকে দিল।

নীল।

নীল গত সপ্তাহের মূল্যে বিক্রয় হই তেছে কিন্তু বিক্রয় ন্যূন হইয়াছে।

চিনী।

চিনী গত সপ্তাহের মূল্যে সেই মত বিক্রয় হইতেছে।

সোরা।

সোরা গত সপ্তাহের মূল্যে সেই মত বিক্রয় হইতেছে।

কলিকাতাতে ইঙ্গরেজী ১২ আক্টোবর লাগাদ ২৫ আক্টোবর এইং জিনিস আমদানী হইয়াছে।

জিনীষ	মোন
তুলা	[illegible]
চিনী	১১৫১১
শুষ্ক আদা	৮
সোরা	৩০৩৩
সুপারি	৩০৯
নীল কুটীর মোম	৪৯২৬
লৌহ	১৩১৫
তাঁবা	৪৫৫
পাতল তাঁবা	২৬৩
টিন	১১১
জাহাজী কাপড়	১৩৭৫২
রাঙ্গ	[illegible]৩।১ থান

ম্যাজ্ উক্তির পারিতোষিক।

প্রুশিয়া দেশের ফ্রেদ্রিক নামে মৃত বাদ শাহ যখন বাদশাহী করিতেন তখন এক দিন আপন স্থানে বসিয়া আপন চা করকে ডাকিয়া উত্তর পাইলেন না পরে আপনি উঠিয়া বাহিরে যে ছোকরা চাকর নিদ্রিত হইয়াছে ও তাহার জেবের মধ্যে এক লিখন বাহিরে ঝুলিতেছে বাদশাহ তাহা লইয়া পাঠ করিয়া দেখিলেন যে ঐ ছোকরা চাকর যাহা মাহিনা পাইয়া আপন দুঃখিনী মাতার নিকট পাঠাইয়াছিল সেই টাকা পাইয়া তাহার মাতা তুষ্ট হইয়া তাহাকে ঐ পত্র লিখিয়াছে। ইহা পড়িয়া বাদশাহ অনুগ্রহ করিয়া আপ নার জেব হইতে কিছু টাকা বাহির করি য়া ঐ চাকরের জেবের মধ্যে রাখিয়া বাদ শাহ আপন স্থানে বসিয়া ঐ চাকরকে কিছু রাগে ডাকিলেন ঐ চাকর তাহা শুনি য়া অতিশয় ত্রাসে বাদশাহের নিকট উপ স্থিত হইলে [illegible]শাহ বক্তভঙ্গি করিলেন। ছোকরা চাকর ভয়ে জড়সড় হইয়া আপন জেবে হাত দিয়া টাকা দেখিয়া রোদন করিতে লাগিল। তখন বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিলেন যে তুমি কি কারণ রোদন করিতেছ। চাকর রোদন করিতেং কহিল যে আমার জেবের মধ্যে কে টাকা রাখিয়াছে বুঝি আমাকে চোর করিবে। ইহা শুনিয়া বাদশাহ তাহাকে বড় কাত র দেখিয়া কহিলেন যে যখন সময় ভাল হয় তখন ঈশ্বর এই রূপে দেন অত এব তুমি ভয় করিও না এই টাকা আমি দিয়াছি তোমার মাতার নিকট আমার নামে পাঠাইয়া দেও এবং তুমি ও তোমার মাতা যাবৎ জীবৎ থাকিবা তাবৎ আমি প্রতিপালন করিব। ইহা শুনিয়া সে চাকর বড় তুষ্ট হইয়া সে টাকা তাহার মাতার নিকট পত্র লিখিয়া পাঠাইয়া দিল।

বাজার ভাও।

জিনিস	মোন	অবধি	পর্য্যন্ত
সুপারি	১	৩৸৹	৩৸৶
তেরেজা তৈল	১	২২	২৩
গোল মরিচ	১	৭	৮
নারিকেল তৈল	১	১৪	১৪৷৷৹
তুলা কাছোড়া	১	৬	৬
আদা রঙ্গপুর	১	২৷	২৷৹
পাটনাই আদা	১	২	২৵
চাল পাটনাই	১	২৷৶	২৸
পাছড়ি উত্তম	১	২৷৷৹	২৷৷৵
পাছড়ি মধ্যম	১	২৶	২৷৹
মুগী উত্তম	১	১৸৶	১৸৶
মুগী মধ্যম	১	১৸৵	০
বাদাম	১	১৸৹	১৸৵
দুধা গোম	১	১৷৶	১৷৶
পাটনাই বুট	১	১৷৶	১৸
অড়হর ডালি	১	১৶	১৷৹
উত্তমগায়া গুড়	১	১০	১১
মধ্যম গুড়	১	১৬	১৮
ভৈসা ঘৃত	১	১৮	১৮৷৷৹
মধ্যম ভৈসা	১	১৬৷৷	১৭
মোমবাতী	১	৬০	৬২
মিছরি উত্তম	১	১৬	০
মিছরি মধ্যম	১	১৩	১৪
সোরা উত্তম	১	৬	৬৷৷৹
মধ্যম	১	৫৷৵	৫৸
চিনী কাশীর	১	৯৷৷৹	১০৸
মধ্যম	১	৮	৮৷৷৹
খার চিনী	১	৩৷৹	৪
তেজুল	১	৸৹	৸৵
তামাকু	১	৩৷৷৹	৩৸
রজন	১	১৪	১৬৷৷৹

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার নওরের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে প্রতিসপ্তাহে কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসেং এক টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছেন যদি তাহার নিকটে কাগজ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাহার নিকটে পাঠান যাইবেক।

সমাচার দর্পণ

১৩ সংখ্যা। শনিবার। ১১ নবেম্বর সন ১৮২০। ২৭ কার্ত্তিক সন ১২২৭।।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে ॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা আট আনা প্রিমিয়ম। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা প্রিমিয়ম।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

১১	নবেম্বর	শনিবার	২৭	কার্ত্তিক
১২	ঐ	রবিবার	২৮	ঐ
১৩	ঐ	সোমবার	২৯	ঐ
১৪	ঐ	মঙ্গলবার	৩০	ঐ
১৫	ঐ	বুধবার	১	অগ্রহায়ণ
১৬	ঐ	বৃহস্পতিবার	২	ঐ
১৭	ঐ	শুক্রবার	৩	ঐ

ইস্তাহার।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে ২৫ নবেম্বর শনিবারে শ্রীযুত গুল ও কেম্বল সাহেবের নিলামে এই২ নীলের কুঠী বিক্রয় হইবেক।

শ্রীকোল	১
নহাটা	১
ইন্দ্রাপুর	১
বাঁশ বাড়িয়া	১
কামার পাড়া	১
কাম্যাম্বা	১
আমলসার	১

এই সকল কুঠীর কাগজাত নিলাম ঘরে প্রস্তুত আছে যাহার দেখিবার আবশ্যক হয় তিনি গেলে দেখিতে পাইবেন।

ইস্তাহার।

শ্রীযুত মেং এডাপলী কোম্পানী স্বর্ণকার সাহেব ইস্তাহার দিতেছেন যে হীরা ও বহুমূল্য প্রস্তর ও অলঙ্কারাদি মূর্ত্তি দিবেন এক শত পঁচিশ টাকা করিয়া তিন শত পঞ্চাশ টিকিট হইয়াছে এই টিকীটের সমুদায় টাকা আদায় হইলে ওতিবার নির্দ্ধারিত দিনের সমাচার সকলকে দেওয়া যাইবেক।

সমাচার দর্পণ।

শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব।

শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব আগামী সপ্তাহে ব্যাঘ্র ও গাণ্ডার সিকার করিতে রাজমহল প্রস্থান করিবেন এবং তাহার সহিত সিপাহী ও অন্যং সরঞ্জাম অনেক যাইবেক।

শ্রীযুত কোঁওর হরিনাথ রায়।

কাশীম বাজারের শ্রীযুত কোঁওর হরিনাথ রায় বাহাদুরের এলাগাদ নাবালগী প্রযুক্ত তাহার জমিদারি সরবরাহকারের জিম্মাতে ছিল এই বৎসর তিনি উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া আপন জমিদারির গোটি বন্দোবস্ত করিতেছেন। ইহাতে তাহার সুখ্যাতি হইয়াছে।

নূতন খাল।

মোকাম কলিকাতার বালিয়াঘাট হইতে কলিকাতার মধ্য দিয়া খাল কাটিয়া গঙ্গার সহিত মিলন করিয়া দেওনের পূর্ব্বে যে কল্প হইয়াছিল তাহা বারণ হইয়াছে। তাহার কারণ এই যে কলিকাতার মধ্যে খাল কাটিলে জলের স্রোতেতে দুই কূল ভাঙ্গিয়া শহরের ক্ষতি হইবে।

নূতন পুষ্করিণী।

মোং কলিকাতার ঘাটবস্তিতে শ্রীযুত কেমাক সাহেবের যে স্থান ছিল সে সকল শ্রীশ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুর খরিদ করিয়াছেন যেহেতুক সে স্থান নীচ ভূমি বর্ষা কালে তাহাতে জল হইয়া অনেক লোকের ক্ষতি [illegible] কোম্পানী বাহাদুর তাহাতে মৃত্তিকা ভরাইয়া মধ্যস্থানে চতুষ্কোণ ময়দান রাখিয়া এক পুষ্করিণী ও বাগান করিবেন এবং চতুর্দ্দিগস্থ স্থান ক্ষুদ্রং ভাগ করিয়া বিক্রয় করিবেন। ইহাতে কোম্পানির লাভ হইবেক এবং লোকেরদিগেরও উপকার হইবেক ও শহরের সৌষ্ঠব হইবেক।

শ্রীযুত মহারাজ প্রতাপচন্দ্র রায় বাহাদুর।

আমরা শুনিয়াছি যে বর্দ্ধমানের মহারাজপুত্র শ্রীযুত মহারাজ প্রতাপচন্দ্র রায় বাহাদুর মোং মুরশেদাবাদে শ্রীশ্রীযুত নবাব সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করণার্থ নানাবিধ ঐশ্বর্য্যকণে গিয়াছেন।

অকুতোভয়।

পূর্ব্বে সমাচার দেওয়া গিয়াছে যে ক্ষুদ্র

স্পেনের বাদশাহের ভ্রাতৃপুত্রকে এক লোক খুন করিয়াছিল তাহার আর এক সমাচার এখন পাওয়া গেল যে সে লোক ধরা পড়িয়াছে এবং ৭ জুনের আদালতে ৮ জুনে তাহার মস্তক ছেদনরূপ দণ্ড হুকুম হইলে তাহাকে যখন কাটিতে লইয়া যায় তখন এমন মহাবিপৎকালেও তাহার স্বভাবের বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না যেমত অন্য২ লোক দেখিতে গেল সেও সেইমত সুস্থির ভাবে গেল এবং সে ব্যক্তি খুন করিয়া অবধি আপন মরণ কালপর্য্যন্ত মনে চিন্তা করিত যে আমি বাদশাহের ভ্রাতৃপুত্রকে খুন করিয়া দেশের মঙ্গল করিয়াছি। এইরূপ চিন্তা করণানুযুক্ত সে কখন বিষণ্ণ হইল না এবং সে আপন মস্তক ছেদন হওনের পূর্ব্ব রাত্রিতে এমন সুনিদ্রিত হইল যে এক নিদ্রাতে রাত্রি প্রভাত করিল এবং যে [illegible] তাহারদের মধ্যে এক জনকে সে খুনী প্রাতঃকালে উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে তুমি রাত্রিতে কি রূপ ছিলা। সে কহিল যে তোমাকে খুন করিতে হুকুম হইয়াছে এই উদ্বেগে আমার গত রাত্রিতে নিদ্রা হয় নাই। পরে সে খুনী হাসিয়া কহিল যে তুমি কোন দুষ্কর্ম্ম করিয়া থাকিবা তাহাতেই তোমার উদ্বেগ হইয়াছে। এবং সে ব্যক্তি স্পষ্ট করিয়া কহিল যে আমি এই বাদশাহের গোষ্ঠী বধ করিবার কারণ অনেক কালপর্য্যন্ত চেষ্টা করিতেছি এবং ইহারদের পশ্চাৎ সর্ব্বদা ফিরিতেছি এবং চীনা ঘরপর্য্যন্ত ইহারদের বধার্থে পশ্চাৎ২ গিয়াছি।

পরে ৮ জুন তারিখে তাহার মস্তক ছেদন দর্শনার্থে অনেক জনতা আইলে বিচারকর্ত্তা সাহেব অন্য কোন উপপ্লবের আশঙ্কা করিয়া অনেক সৈন্য সেখানে আনাইয়া স্থানে২ রাখাইলেন। পরে বৈকালে ছয়ঘণ্টার সময়ে তাহার মস্তক ছেদন হইল।

সুপ্রীম কোর্ট।

মোকাম গাজীপুরে এক পল্টনের গোরা ২৭ জুলাই তারিখে ৯ ঘণ্টার সময়ে আপন ঘরে গিয়া দেখিল যে আপন স্ত্রী অন্য এক গোরার সহিত বসিয়া হাস্য কৌতুক করিতেছে এবং সেই গোরা ঐ স্ত্রীর গলা ধরিয়া বসিয়া আছে। ইহা দেখিয়া তাহার স্বামী ঐ দুই জনের পাছে হইতে দুই জনের মস্তক দুই হাতে ধরিয়া চাপন দিতে ইচ্ছা করিল কিন্তু পারিল না। পরে অন্য গোরাকে কহিল যে তুমি আপন ঘরে যাও আমার ঘরে আর আসিও না যদি পুনর্ব্বার আসিবা তবে তোমাকে অন্য কোন উপায়দ্বারা বারণ করিব। ইহা শুনিয়া সে গোরা আপন ঘরে গেল। ঐ ব্যক্তি আপন স্ত্রীকে মন্দ কহিতে লাগিল। তাহাতে স্ত্রী কহিল যে তুমি কি হাস্য কৌতুক করিতে দেখিলা ইহার সহিত ইত্তোবিক হইয়া থাকে তোমার সহিত বিবাহের পূর্ব্বে ইহার সহিত আমার এমত ভাব আছে কিন্তু তুমি জান না। ইহাতে ঐ গোরার ক্রোধ আরো বর্দ্ধিষ্ণু হইল। পরে অতিশয় বিরোধ করিয়া প্রস্তুত বন্দুক লইয়া ঐ স্ত্রীকে গুলি মারিল। তাহাতে স্ত্রী তৎক্ষণাৎ মরিল। পরে ঐ বন্দুকের শব্দ শুনিয়া নিকটস্থ এক গোরা আসিয়া তাহাকে ধরিলে সে কহিল যে আমি পাগল নহি আমি বুঝিয়া খুন করিয়াছি আমার ফাঁসি হইলেও আমি পলাইব না। পরে কলিকাতার সুপ্রীমকোর্টের আদালতে আনিলে তাহার ফাঁসী হুকুম হইয়াছে।

মান্দ্রাজের সুপ্রীমকোর্ট।

বেল্লপুর গ্রামে এক জন পল্টনীয় গোরা মাতাল হইয়া বন্দুকের সঙ্গীনদ্বারা এক জন বেহারাকে খুন করিয়াছে।

পরে অন্য দুই জন পল্টনীয় গোরা বাদানুবাদে মুষ্টামুষ্টি করিয়া এক জন মরিয়াছে কিন্তু যে না মরিয়াছে অনুমান হয় যে তাহার ফাঁসি হইবে না।

আর এক পল্টনীয় গোরা এক গাড়োয়ানকে বন্দুকদ্বারা খুন করিয়াছে।

মান্দ্রাজের রাস্তাতে পরমালপিলে ও বেঙ্কটাম্মায় এই দুই স্থানে এক লোক খুন করিয়াছে।

এক পল্টনীয় গোরা এক ফিরিঙ্গীর স্ত্রীকে খুন করিয়াছে।

তিন জন পল্টনীয় গোরা এক জন পল্টনীয় গোরাকে মুষ্টামুষ্টিতে খুন করিয়াছে।

আর এক জন পল্টনীয় গোরা বন্দুকদ্বারা এক জনকে খুন করিয়াছে।

এক জন গোরা বিচারকর্ত্তার হুকুমে এক সাহেবকে ধরিতে যাইতেছিল পথের মধ্যে ঐ সাহেবের সহিত দেখা হইয়া বিচারকর্ত্তার লোককে খুন করিয়াছে।

এক জন পল্টনের গোরা মোকাম সেকন্দরাবাদে অন্য এক পল্টনীয় গোরাকে বন্দুকদ্বারা মারিতে উদ্যোগ করিয়াছিল কিন্তু বন্দুকে আগুন না হওয়াতে পারিল না।

আমীদাবী নামে এগার বৎসর বয়স্কা এক স্ত্রীকে গোলাম মহম্মদ নামে এক জন বলাৎকার করিয়াছে।

এই২ সকল লোক এবং আর২ অনেক লোক অনেক প্রকার দোষী আছে মান্দ্রাজের সুপ্রীমকোর্টে তাহারদের বিচার হইবেক।

দীর্ঘ লোক।

ইংগ্লণ্ডের এক পরগণাতে ছয় হাত দীর্ঘ এক লোক ছিল ছয় মাস হইল তাহার মৃত্যু হইয়াছে সে দেশে তাহাকে সকলে রাক্ষস কহিত।

মৎস্য।

আমেরিকা দেশে ২৭ সের ওজনের এক মৎস্য ধরিয়াছিল সে মৎস্য যখন কাটিল তাহার পেটের মধ্যে শরাপ সহিত এক বোতল পাওয়া গেল। ইহাতে অনুমান হয় যে কোন জাহাজহইতে কোন প্রকারে শরাপের বোতল জলে পড়িয়াছিল তাহাই মৎস্য ভোজন করিয়াছিল।

গৈফক্স।

ইংগ্লণ্ডের রাজদ্রোহী গৈফক্সের বিবরণ পূর্ব্বে ছাপান গিয়াছে তদবধি ইংগ্লণ্ডে ৫ নবম্বরে গৈফক্সের প্রতিমূর্ত্তি করিয়া ফাঁসি দিয়া পোড়াইয়া দিয়া থাকে এবং তাহাতে নানাপ্রকার বাজী হইয়া থাকে সেই রীতিক্রমে শ্রীরামপুরের স্কুলের ইংগ্লণ্ডীয় বালকেরা করে। এই বৎসর ৫ নবম্বর রবিবার প্রযুক্ত তাহা না হইয়া ৬ নবম্বর সোমবারে মোকাম শ্রীরামপুরে আট ঘণ্টা রাত্রির সময়ে আরম্ভ হইয়া দশ ঘণ্টা রাত্রিপর্য্যন্ত অনেক প্রকার বাজীর তামাসা হইয়াছিল। ইহা দেখিতে নিকটস্থ বাঙ্গালী লোক ও সাহেব লোক ও বিবি লোক অনেক আসিয়াছিল।

সুপ্রীমকোর্ট।

কলিকাতার হাতিবাগানের শ্রীরামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য আপন স্ত্রী পুত্রকে খুন করিয়াছিল তাহা পূর্ব্বে সমাচার দেওয়া গিয়াছে সে প্রযুক্ত সে আদালতে কএদ হইয়াছিল। এখন শুনা গেল যে ৩ নবেম্বর তাহার বিচার হইয়াছে। তাহাতে তাহার পিতা কহিল যে এই রামচন্দ্র বিবাহ অবধি দশ বৎসরপর্য্যন্ত পাগল হইয়াছে ইহার মধ্যে২ অতিশয় পাগল হইত তখন ইহার হাতে পায়ে রশি দিয়া বান্ধিয়া রাখা যাইত। কখন২ উলঙ্গ হইত ও আপন ভোজনের দ্রব্য নষ্ট করিত এবং এই কর্ম্মের পূর্ব্বে এক কুটুম্বের বাটী গিয়াছিল সেখানেও অনেক দৌরাত্ম্য ও মারিপিট করিয়াছিল। এই কথা শুনিয়া রামচন্দ্র জজসাহেবকে কহিল যে এ পাগলের কথা শুনিও না আমার পিতা অনেক পিত্তলের ঘড়া রাজবাটীতে পাইয়া মাচা করিয়া রাখিয়াছিল তাহাতে বিরালে উন্দুর তাড়াইল তাহাতে ঐ ঘড়া পড়িলে তাহার আঘাতে আমার স্ত্রী পুত্র মরিয়াছে। এই সকল কথা বিচারকর্ত্তারা শুনিয়া তাহাকে পাগল স্থির করিলেন।

গ্রান্দজুরি।

সুপ্রীমকোর্টের শেষ সিসিনে শ্রীযুত গ্রান্দজুরির সাহেবেরা শ্রীযুত প্রধান জজ সাহেবের অনুমতিতে কলিকাতাস্থ জেলখানা তদারক করিল এবং দেখিল যে সকল জেলখানা ঘরে বায়ু রোধ নাই। এবং ফৌজদারি ও দেওয়ানি মোকদ্দমাতে কএদী লোকেরা কোন প্রকারে কষ্ট পায় না। তাহারা আরো ঐ জজ সাহেবকে কহিল যে ঐ কএদী আসামীরা কএদহইতে খালাস হইবার কালে যে জেলখানার দরয়ানকে কিছু২ বখশিশ স্বরূপ দেয় সে উপযুক্ত নহে অতএব সে প্রকার কর্ম্ম আর না হয় এইরূপ দরখাস্ত শ্রীযুত প্রধান জজসাহেবের নিকটে তাহারা করিল। এবং ছোট আদালতের মোকদ্দমাতে যে লোকেরা যাহারদিগকে কএদ করিবেক তাহারা ঐ কএদী লোকের দিগকে প্রতিদিন ছয়২ পয়সা করিয়া দিবেক এইরূপ বন্দোবস্ত সংপ্রতি হইয়াছে তৎপ্রযুক্ত এখন অল্প লোক কএদ হয়।

নীল।

গত সপ্তাহহইতে এ সপ্তাহে নীল অধিক বিক্রয় হইয়াছে। আরবীয় লোকেরা অনেক খরিদ করিয়াছে এবং এখন পর্য্যন্তও করিতেছে ও আমেরিকা দেশীয়েরাও অনেক নীল খরিদ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

সংস্কৃত ভাষা।

ইওরোপে জর্ম্মনি দেশের বপ নামে এক সাহেব অনেক পরিশ্রমপূর্ব্বক সংস্কৃত বিদ্যা ব্যবসায় করিয়া তাহাতে অতি নিপুণ হইয়াছেন তিনি এ দেশে কখনও আইসেন নাই। ও তিনি এক গ্রন্থ করিয়া ছাপা করিয়াছেন তাহাতে সংস্কৃত ভাষা ও গ্রীক ভাষা এই দুয়ের তুল্যতা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে দেখা যায় যে এই দুই ভাষা এক স্থানে উৎপন্ন কিন্তু কোন কালেও কোন স্থানে হইল তাহা জানা যায় না।

কোম্পানির বাণিজ্যের কুঠী।

আমরা শুনিয়াছি যে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের বাণিজ্যের কুঠীতে এই রূপ বদল হইবেক। রামপুর বোয়ালিয়ার কুঠী দুই খণ্ড হইবেক তাহার এক খণ্ড শারদাতে হইবেক অন্য খণ্ড রামপুর বোয়ালিয়াতে থাকিবেক। এবং শান্তিপুর ও গোলা গড়ে এক কুঠী হইবেক।

জিনিস আমদানী।

ইঙ্গ্লণ্ড ১৬ আক্টোবর লাগাদ ১ নবেম্বর কলিকাতার মধ্যে এই সকল দেশী জিনিস আমদানী হইয়াছে।

তুলা	৪৬৫	মন
চিনী	২৫৩১০	মন
সোরা	১৪৬৫	মন
শুষ্ক আদা	২৩৬	মন
রেশম	১৬১	মন
সুপারি	১১৯৮	মন
মঞ্জিষ্ঠা	২৮৩	মন
বস্ত্র	১০৫৮২৩	থান
নীল	৪৮১১ কুটীর	মন

জাহাজি জিনিস আমদানী।

লোহা	৩৩৮৩	মন
ইস্পাত	৪১৯	মন
গাভন তাঁবা	১৯০	মন
টিন	১৯১	মন
গোলমরিচ	৮৭৯	মন
সুপারি	১২২২	মন
জায়ফল	৯১	মন

মোকাম কলিকাতাতে বর্ত্তমান জাহাজ।

চীন দেশের কারণ কোম্পানীর ১ জাহাজ কোম্পানির ভাণ্ডার ৩। ইংগ্লণ্ডে যাইতে প্রস্তুত ইংগ্লণ্ডীয় সওদাগরের ১৩। এবং ইংগ্লণ্ডে যাইতে উদ্যত এ দেশীয় সওদাগরের ৫। ভারতবর্ষে নানাস্থানের বাণিজ্যের কারণ ৩২। বিক্রয় ও ভাড়ার কারণ প্রস্তুত ২৬। আমেরিকীয় ১। ফরাশিশের ১। পোর্ত্তুগীশের ৫। আরবেরদের ১৫।

পিতৃভক্তি।

স্বীদেন দেশে এক সাহেব উচ্চপদ পাইয়া অনেক কালপর্য্যন্ত যথার্থ পথে থাকিয়া শেষে কিছু অযথার্থ কর্ম্ম করিলে বিচারে তাহার প্রাণ দণ্ড করিতে আজ্ঞা হইল। তৎকালে অষ্টাদশ বর্ষবয়স্ক তাহার পুত্র এই সমাচার শুনিবামাত্র বিচারকর্ত্তার নিকটে গিয়া তাহার পদাবনত হইয়া পিতার পরীবর্ত্তে আপন বধ স্বীকার করিল ও কহিল যে আমার পিতার মৃত্যু হইলে আমার জীবন ধারণ কখনও হইবে না। ইহাতে বিচারকর্ত্তার চমৎকার হইল এবং এই বিষয় সত্য জানিয়া সবিশেষ সমাচার লিখিয়া তদ্দেশের বাদশাহের নিকটে এক জন হরকরা পাঠাইল। বাদশাহ সেই পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইয়া বিচারকর্ত্তার নিকটে পিতার দণ্ড ক্ষমা ও পুত্রের অতিশয় সম্ভ্রমসূচক নাম দিতে ঐ হরকরার দ্বারা লিখিয়া পাঠাইলেন। পরে পুত্র রাজদত্ত সম্ভ্রম গ্রহণ করিতে স্বীকার করিল না এবং বিশেষ কহিল যে আমার গোষ্ঠী ধূলির ন্যায় তুচ্ছ ইহাতে যদি আমার এইরূপ নাম হয় তবে আমার পিতার মন্দ কর্ম্মের চিহ্ন এই নাম থাকিবেক। এই অতিশয় জ্ঞানের কথা শুনিয়া বাদশাহের অভ্রান্ত হইল এবং তাহাকে দেখিবার কারণ আপন নিকটে আনাইলেন এবং তাহাকে আপন নিকটে সেবক করিয়া রাখিলেন।

বাজার ভাও।

জিনিস	মোন	অবধি	পর্য্যন্ত
সুপারি	১	৩৸০	৩৸৴
ভেরেণ্ডা তৈল	১	২২	২৩
গাছ মরিচ	১	৭	৩
নারিকেল তৈল	১	১৪	১৪৷৷০
তুলা কাছোড়া	১	০	০
আদা রঙ্গপুর	১	২।	২।৴
পাটনাই আদা	১	২	২৴
চালু পাটনাই	১	২৸	২৸৴
পাছড়ি উত্তম	১	২৷৷০	২৷৷৴
পাছড়ি মধ্যম	১	২৴	২।০
মুগ উত্তম	১	১৸৴	১৸৴
মুগ মধ্যম	১	১৸৴	০
বাদাম	১	১৸০	১৸৴
দুধা গোম	১	১।৴	১।৴
পাটনাই বুট	১	১।৴	১৸
অড়হর ডালি	১	২	২।৴
উত্তমগাওয়া ঘৃত	১	২০	২১
মধ্যম ঘৃত	১	১৬	১৮
ভৈসা ঘৃত	১	১৮	১৮৷৷০
মধ্যম ভৈসা	১	১৬৷৷	১৭
মোমবাতী	১	৬০	৬২
মিছরি উত্তম	১	১৬	০
মিছরি মধ্যম	১	১৩	১৪
সোরা উত্তম	১	০	৬৷০
মধ্যম	১	৫৷০	৫৸
চিনী কাশীর	১	৯৷০	১০৷০
মধ্যম	১	৮৴	৮৷৷০
খার চিনী	১	৩।০	৪
তেতুল	১	৸০	৸৴
তামাকু	১	৫৷৷০	৬৸
চন্দন	১	১৪	১৬৷৷০

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে২ এক টাকা স্থির থাকিল করিয়াছেন যদি তাহার নিকটে কাগজ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাহার নিকটে পাঠান যাইবেক।

সমাচার দর্পণ

১৬ সংখ্যা। শনিবার। ১৮ নবেম্বর সন ১৮১৮। ৪ অগ্রহায়ণ সন ১২২৫॥

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে ॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা আট আনা প্রিমিয়ম। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা প্রিমিয়ম।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

১৮	নবেম্বর	শনিবার	৪ অগ্রহায়ণ	
১৯	ঐ	রবিবার	৫	ঐ
২০	ঐ	সোমবার	৬	ঐ
২১	ঐ	মঙ্গলবার	৭	ঐ
২২	ঐ	বুধবার	৮	ঐ
২৩	ঐ	বৃহস্পতিবার	৯	ঐ
২৪	ঐ	শুক্রবার	১০	ঐ

ইস্তাহার।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে ফ্রান্স হইতে আগত ইওীরস নামে জাহাজ ও তাহার বোঝাই বিষয়ে কএক চিট্টী ডিবিরিস সাহেবের হস্তে পাওনাদারেরদিগকে দেখাইবার কারণ ডিবরিস যেরিস সাহেবের মোক্তিয়ার সাহেবেরা পাইয়াছেন অতএব লালদীঘির তীরে ডিবিরিস সাহেবের আপিসে তারিখ ১ দিসেম্বর বুধবারের দিবসে আসিয়া সভাতে একত্র হন।

সমাচার দর্পণ।

গির্জা ঘর।

মোকাম খিদিরপুর বেহালাড় মায়দানার নিকটে এক নূতন গির্জা ঘর হইতেছে তাহাতে খ্রীষ্টান ধর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুত লর্ড বিশপ সাহেব ও অন্যং পাদরি সাহেবেরা একত্র হইয়া গত মঙ্গলবারে এক প্রস্তর তাহার মধ্যে পিত্তলের পত্র তাহাতে সন তারিখ ও দেশ ও বাদশাহের নাম লিখিয়া সুরকীদ্বারা প্রথম গাঁথিত করিয়াছেন সে গির্জা ঘর সেন্ত জেমস্ নামে খ্যাত হইবেক এবং সেই গির্জা ঘরের এক পার্শ্বে দরিদ্র লোকের বালকেরদিগের বিদ্যাভ্যাসার্থে এক পাঠশালাও প্রস্তুত হইবেক তাহার খরচের কারণ এক সাহেব চারি হাজার টাকা শ্রীযুত লর্ড বিশপ সাহেবের নিকটে রাখিয়া গিয়াছেন।

হয়দরাবাদ।

মোকাম হয়দরাবাদের উকীল শ্রীযুত রসল সাহেব ছিলেন তাঁহার পরিবর্ত্তে শ্রীযুত মেটকাপ সাহেব উকীল হইয়াছেন এবং শ্রীযুত লেপ্তেনেন্ত বারনেট সাহেব দ্বিতীয় সেক্রেটারি ও শ্রীযুত ওএল্স সাহেব তৃতীয় সেক্রেটারি। ইঁহারা গত ১০ নবেম্বর শুক্রবারে হয়দরাবাদ যাইতে জাহাজে চড়িয়াছেন জাহাজে মছলীপট্টনপর্য্যন্ত যাইবেন সেখানহইতে স্থলে হয়দরাবাদ যাইবেন।

অগ্নি দাহ।

২১ অক্টোবর বুধবার বেলা দুই প্রহরের সময়ে হুগলিতে মোকাম ভদ্রেশ্বরের বারএয়ারি জগদ্ধাত্রী প্রতিমা ও মোকাম গৌরহাটীর বারএয়ারি জগদ্ধাত্রী প্রতিমা বিসর্জনের কৌতুক দেখিতে নিকটস্থ তাবৎ লোক এবং ভদ্রেশ্বরের গঞ্জের তাবৎ মহাজন ও দোকানী আপনাং ঘর বন্দ করিয়া গঙ্গাতীরে আসিয়াছিল। এই সময়ে এক মহাজনের গোলাঘর জ্বলিয়া উঠিল। ইহা দেখিয়া অনেক লোক একত্র হইয়া অগ্নি নির্ব্বাণ চেষ্টা করিল কিন্তু কিছু হইল না। সে মহাজনের তিন চারিখান ঘর দগ্ধ হইয়া তন্নিকটস্থ পাঁচ সাত গৃহস্থের ঘর প্রভৃতি দগ্ধ হইল কিন্তু সে অগ্নির অতি নিকট একখানি চালা ছিল সে চালা খানি অতিক্রম করিয়া এক চণ্ডীমণ্ডপে অগ্নি লাগিয়া তাহা দগ্ধ করিল কিন্তু ঐ চালা খানির এক গাছী খড়ও নষ্ট হইল না তাহাতে এক অতল জ্বরদ ব্যাধিগ্রস্ত লোক থাকে এই বিষয় অতিআশ্চর্য্য।

ইহাতে লোকে কহে যে ঐ চালার চতুর্দিক ঘরে অগ্নি লাগিলে ঐ ব্যাধিগ্রস্ত লোককে বাহির করিতে অনেকে চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু এক আগন্তুক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাহা বারণ করিয়া কহিল যে এই ঘরে অগ্নি কদাচ লাগিবেক না এবং এই রোগীকে বাহির করিও না ও শীঘ্র অগ্নি নির্ব্বাণ হইবে। এই কথাতে বিশ্বাস করিয়া ঐ রোগীকে বাহির করিল না ও দেখিল যে তৎক্ষণাৎ অগ্নি নির্ব্বাণ হইল। এবং অগ্নি নির্ব্বাণের পর সেই ব্রাহ্মণের অনেক অনুসন্ধান করা গেল তাহার উদ্দেশ পাইল না।

সুপ্রিম কোর্ট।

মোকাম কলিকাতার রামমোহন হাড়ী ইআমদ্দী নামে এক ব্যক্তির উপরে সুপ্রিম কোর্টে নালিস করিল যে ইআমদ্দী ২ আক্টোবর তারিখে আমার বাটীতে অগ্নি দিতে উদ্যোগ করিয়াছিল তাহাতে সাক্ষির তলপ হইলে রামমোহনের প্রতিবাসি লোকেরা সাক্ষ্য দিল যে শ্রীযুত মেং কেল্লা সাহেব রামমোহনের বাটীতে অগ্নি দিতে ইআমদ্দীকে শিখাইয়া দিয়াছিল যেহেতুক ঐ সাহেব পূর্ব্বে রামমোহনের স্থান খরিদ করিতে চাহিয়াছিল কিন্তু দরে না পোষাইলে সাহেবকে ঐ স্থান দেয় নাই তৎপ্রযুক্ত ঐ সাহেব ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। এই সাক্ষীরদের অপ্রমাণ্য হওয়াতে ইআমদ্দী খালাস পাইল। এবং ইআমদ্দীর উকীল শ্রীযুত ফর্গিসন সাহেব জজ সাহেবেরদের নিকটে দরখাস্ত করিল যে এই তিন জন সাক্ষী বিদায় না হয় যেহেতুক ইহারদের নামে কেল্লা সাহেব আপন বদনামির সম্বন্ধে নালিস করিবেন। পরে জজ সাহেব তাহারদিগকে নজরবন্দী হুকুম করিলেন এবং কহিলেন যে ইহারদের মোকদ্দমা এখনি হইত যদি গ্রান্দজুরিরা এখন হাজির থাকিত।

খুন।

গত ৩০ আক্টোবর তারিখে মোকাম কলিকাতার টৌনহালে অর্থাৎ সাধারণ ঘরে মলঙ্গার বসু নামে এক জন মুসলমানের স্ত্রীর খুন বিষয়ে বিচার হইল। তাহার সাক্ষীরা সাক্ষ্য দিল যে এই স্ত্রী খিরাতী নামে এক খোদমতগারের সহিত ছিল কিন্তু তাহার সহিত মধ্যে২ বিরোধ হইত। তাহাতে খিরাতী কহিত যে আমি তোকে খুন করিব। পরে মহরমের পূর্ব্বে মলঙ্গার জরগায় এক দিন ঐ স্ত্রীকে বিরোধ করিয়া মারিল। পরে ২২ আক্টবর সোমবার প্রত্যূষে সাড়ে চারি ঘণ্টা সময়ে ঐ খিরাতীরঘরের নিকটস্থ লোকেরা গলায় টিবির শব্দ শুনিয়া সেখানে গিয়া দেখিল যে খিরাতী ও বসু দুই জনের গলা ছেদন হইয়াছে ও বসু মরিয়াছে ও খিরাতী সজীব আছে। পরে তাহার নিকট এক ক্ষুর ও তাহার খাপ পাওয়া গেল। পরে বিচারে ঐ সকল অস্ত্র তাহার মুনীব শ্রীযুত ডাক্তর থাকর সাহেবের সাবুদ হইল। ইহার পূর্ব্ব দিনে ঐ অস্ত্র সাহেব খিরাতীকে দিয়া ঠানকে সঙ্গে যাইতে আজ্ঞা করিয়াছিল কিন্তু সে গেল না। ও সাহেব ক্ষুর অন্বেষণ করিল কিন্তু তাহা পাইল না। ইহাতে বিচারকর্ত্তারা নিশ্চয় করিলেন যে খিরাতী আপন ইচ্ছাতে ও আপন হস্তেতে বসুকে খুন করিয়াছে কিন্তু সে আপন গলা এমত কাটিয়াছে যে সে কথা কহিতে পারে না এবং যেপর্য্যন্ত তাহার গলা ভাল না হয় সেপর্য্যন্ত তাহার হুকুম কিছু হইবেক না।

দেশ বিনিময়।

দক্ষিণ দেশে এই এক জনরব হইয়াছে যে কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে নিজামালীখাঁর দেশ ইংগ্লণ্ডীয়াধীন আরকট ও তাঞ্জোলা দেশের সহিত বিনিময় হইবেক। কৃষ্ণা নদী ও তুঙ্গভদ্রা নদীর মধ্যবর্ত্তি যে নিজামালীখাঁর ভূমি আছে সে অতিউর্ব্বরা এবং সেখানে তস্করাদি ভয়ও নাই।

হাঙ্গাম।

মোং প্রয়াগহইতে সমাচার আসিয়াছে যে গত দুর্গোৎসবের সময়ে সেখানকার হিন্দু লোকেরা এই শরৎকালীন পূজার মূল প্রকাশের নিমিত্ত রাম ও লক্ষ্মণ ও হনূমানের মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়াছিল এবং বধের কারণ দশ মুণ্ড রাবণের মূর্ত্তি নানাপ্রকার বারুদদ্বারা প্রস্তুত করিয়া অনেক বাদ্যোদ্যমপূর্ব্বক এক প্রধান রাস্তাতে যাইতেছিল। এইকালে সেখানকার মুসলমানেরা অনেকে একত্র হইয়া সেই রাবণের মূর্ত্তি ভাঙ্গিল। তাহাতে হিন্দুরদের সহিত অতিশয় মারামারি হইল। হিন্দু লোকেরা কহিল যে যখন মুসলমানেরদের গোয়ারা বাহির হইবেক তখন আমরাও এইরূপ করিয়া ভাঙ্গিব। ইহা শুনিয়া সেখানকার বিচারকর্ত্তা সাহেব উভয় পক্ষীয় লোকেরদিগকে আনাইয়া বিরোধভঞ্জন করিয়া দিলেন।

এবং মোং প্রয়াগহইতে পোনর ক্রোশ অন্তরে শাহজাদপুর গ্রামে এইক্ষণ দুর্গোৎসব ও মহরম এক কালে হওয়াতে হিন্দু লোকের সহিত মুসলমানেরদের অতিশয় যুদ্ধ হইয়া পাঁচ জন মুসলমান মরিয়াছে ও অনেক লোক আঘাতী হইয়াছে. যখন সে সকল লোকেরদিগকে সে গ্রামহইতে প্রয়াগের কাছারিতে আনিল তখন সেই বিচারকর্ত্তা সাহেব দেখিলেন যে আঘাতী ৯০জন তাহার মধ্যে কেহ২ ঝুলিতে আইল। আঘাতী লোকেরদিগকে ডাক্তরখানায় রাখিতে আজ্ঞা দিলেন। পরে বিচারকালে মুসলমানেরা কহিল যে অগ্রে হিন্দুরা জবরি করিয়াছে কিন্তু অন্য লোকেরা বুঝিল যে মুসলমানেরা অগ্রে জবরি করিয়াছে।

ফরক্কাবাদহইতে সমাচার আসিয়াছে যে সেখানে এইরূপ হিন্দু মুসলমানের বিরোধ হইয়াছে। ও দিল্লীহইতে সমাচার আসিয়াছে যে সেখানে এইরূপ হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধ হইয়াছে তাহা

তে নেপালকার শ্রীযুত জমসের বাহাদুরের সহিত কোম্পানীর সিপাহীরদিগের যুদ্ধ হইয়াছে।

কানপুর মোকামের অধ্যক্ষেরা পূজার পূর্ব্বে বিবেচনা করিয়া সকল স্থানে সিপাহী নিযুক্ত করিয়াছিল এ কারণ সেই স্থানে কোন বিরোধ হয় নাই।

পুরাণো দিল্লীর শ্রীযুত বাদশাহের পুত্র আছেন তিনি ঐ বিচারকর্ত্তা সাহেবের সাক্ষাতে কহিয়াছেন যে এই মুসলমানেরা মহরমে এইরূপ সরঞ্জাম করে কিন্তু ইহা আমার পিতার মত নহে যেহেতুক কোরানে কিম্বা অন্য কোন কেতাবে এমত কর্ত্তব্য লিখে নাই।

জাহাজ ডুবি।

আরব দেশের নিকট মস্কাট নগরের নীচে দায়ানা নামে জাহাজ চড়ায় লাগিয়া মারা পড়িয়াছিল এবং জাহাজের পালিতে অতিশয় বাতাস পাইয়া অতিবেগে জাহাজ চলিতেছিল। কাপ্তান সাহেব স্থান নির্ণয় করিতে পারিল না তাহাতে কাপ্তান ও সকল মাল্লিম ও অন্য এগার জন মারা পড়িল। এবং চড়নদার এক সাহেব ও অবশিষ্ট জাহাজীয় লোক অতিকষ্টে সেই চড়ার উপরে উঠিল ও তাহারা তিন মাসপর্য্যন্ত সামুক ও গুগলী ও ছোট২ মৎস্য খাইয়া বাঁচিয়াছিল। তিন মাসের পর এক জাহাজ পাইয়া মস্কাট নগরে উঠিল যখন তাহারা জাহাজ পাইয়া জাহাজে উঠিল তখন তাহারা প্রায় উলঙ্গ ও অতিশুষ্ক ও মরণাপন্ন হইয়াছিল পরে তাহারা নগরে উঠিয়া বস্ত্রাদি পরিধান করিল।

শিল।

আমেরিকা দেশে জুন মাসে চতুর্থাংশ এক ক্রোশ লইয়া শিল পড়িল এবং শিল এক২ বাদামের তুল্য সে শিল যে২ বৃক্ষে পড়িল সে বৃক্ষের ডালপর্য্যন্ত ছিঁড়িয়া গেল। ইহাতে অনেক শস্য নষ্ট হইয়াছে ও অনেক পশু ও পক্ষী মরিয়াছে।

শুভাদৃষ্ট।

আমেরিকা দেশে এক জন বালক মৎস্য ধরিতে এক নদীতে বরশী ফেলিল তাহার শুভাদৃষ্টক্রমে বরশী সূত্রেতে এক তোড়া বাধিয়া উঠিল। তাহা খুলিয়া দেখিল যে তাহার মধ্যে তিন শত ডালর।

স্বপুত্রঘাতিনী।

আমেরিকা দেশে এক স্ত্রীর তিনটা ক্ষুদ্র বালক ছিল। সে স্ত্রী বিবেচনা করিল যে এই বালকেরা অদ্যাপি নিষ্পাপ আছে এখন মরিলে পরকালে উত্তম গতি হইবেক এবং বড় হইলে পাপ করিবে তখন মরিলে অধোগতি হইবে। অতএব এই ক্ষণে ইহারদিগকে মারাই কর্ত্তব্য ইহাতে ঈশ্বর আমারো ভালো করিবেন। এই বিবেচনা করিয়া এক দিন রবিবারে তাহার স্বামী গির্জাতে গেলে ঐ তিনটী বালক লইয়া পুষ্করিণীতে ডুবাইয়া মারিল।

কৃত্রিম ভূত।

আমেরিকা দেশের এক গ্রামে এক জন চাসা লোক রাত্রিকালে আপন ঘরের মধ্যে বসিয়া সাংসারিক ভাবনা করিতেছিল ও অগ্নির উত্তাপ লইতেছিল। এই সময় এক জন বর্ত্তুল বৃহৎ শরীর ও কৃষ্ণবর্ণ ও মস্তকে কৃত্রিম দুই শৃঙ্গ ও এক লাঙ্গুল আপন শরীরে দিয়া ঐ চাসার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহার আকৃতি দেখিয়া ভয়েতে চাসার বোধাদি লোপ হইল যেহেতুক সে দেশে শৃঙ্গ ও লাঙ্গুল বিশিষ্ট ভূত সকল লোকে জানে। পরে সে ভূত কহিল যে আমি নরকহইতে আসিয়াছি তোকে লইয়া যাইব। চাসা কাতর হইয়া অনেক প্রকার কহিল যে আমাকে এক দিবসের কারণ মাফ করহ। পরে ভূত কহিল তুই যদি আমাকে হাজার টাকা দিতে পারিস তবে তোকে অনেক বৎসরের কারণ এখানে রাখিয়া যাইব। চাসা প্রাণভয়ে আপন ঘরহইতে হাজার টাকার এক বাঙ্কনোট বাহির করিয়া দিল। ভূত কহিল আমি নোট লইব না আমার হস্তে অগ্নি আছে হস্তে করিলে দগ্ধ হইবেক। চাসা কহিল আমি কল্য টাকা আনিয়া রাখিব আপনি আসিয়া লইবেন। ভূত তাহাই স্বীকার করিয়া গেল। পর দিবস চাসা নোট ভাঙ্গাইয়া টাকা প্রস্তুত করিয়া রাখিল সন্ধ্যা সময়ে এক জন দোকানী দোকান মধ্যেতে ঐ চাসার বাটীতে উপস্থিত হইয়া সকল বৃত্তান্ত শুনিল ও কিছু ভীত না হইয়া ঐ চাসার বাটীতে থাকিয়া আহারাদি করিল ও দণ্ড হস্তে করিয়া ঘরের এক দিগে লুকাইয়া থাকিল। কিছু রাত্রিতে ঐ ভূত চাসার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল যে আমার টাকা দে। চাসা হাজার টাকা একত্র করিয়া ভূতের নিকট রাখিয়া আপনি ভূতের শরীরের অগ্নির ভয়ে কিছু দূর থাকিল। ভূত টাকা আপন কাপড়ে উঠাইতে লাগিল। এই সময়ে ঐ দোকানী এক লাঠি লইয়া ঐ ভূতের মস্তকে দৃঢ়রূপে আঘাত করিল তাহাতে ভূতের শৃঙ্গ ভাঙ্গিল ও ভূত পড়িল। পুনর্ব্বার এক লাঠী মারিল তাহাতে ভূত অতিকাতর হইল। পরে তাহাকে ধরিয়া বিচারস্থানে লইয়া গেল। বিচার হইয়া সে কএদ থাকিল।

অক্সফোর্ড নগরের চতুষ্পাঠী।

সিংহলদ্বীপস্থ এক লোক অক্সফোর্ড

কালিজের চতুষ্পাঠীতে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিয়া এক উপাধি পাইয়াছে।

বৃষের যুদ্ধ।

স্পানিয়া দেশে এক নগরে রঙ্গভূমিতে বৃষের যুদ্ধ দেখিতে অনেক লোক একত্র হইয়াছিল দৈবাৎ তাহার এক দিগের দেওয়াল পড়িয়া কমবেশ চারি শত লোক আঘাতী হইয়াছে বিশেষত এক শত লোক অধিক আঘাতী হইয়াছে আর দশ জন খুন হইয়াছে।

হস্তকলম।

দেন্মার্কের রাজধানী কোপনহাগেন নগরে হস্তকলমযুক্ত কৃত্রিম নোট চারি গাড়ি বোঝা পড়িয়াছিল তাহা অগ্নিকের আঘাতে পোড়ান গিয়াছে।

অর্থ লাভ।

এক নগরে এক সাহেব আপন পুরাতন বাটী ভাঙ্গিয়া নূতন উঠাইতেছিল। এক দিবস সাহেব সেখানে না থাকনেতে মজুর লোকেরা সে মৃত্তিকার মধ্যে কিছু পুরাণ টাকা পাইয়া বিক্রয় করিয়া চারি শত আশ্‌রফী টাকা পাইল। পরে সাহেব আসিয়া তাহা শুনিয়া পুনর্ব্বার সকল স্থান খোঁড়াইতে লাগিল তাহাতেও অনেক২ টাকা উঠিল কিন্তু টাকার আর কিছু পাইল না। তাহাতে অনুমান করিল যে কোন লোক অনেক২ গর্ত্ত করিয়া টাকা রাখিয়াছিল সে টাকা তিন চারি বাদশাহের আমলে জমিয়াছিল। কোন২ টাকা পোনর শত দুনি বৎসরের দেখা গেল। সে সকল টাকা বিক্রয় করিয়া তিন হাজার দুই শত টাকা মূল্য হইল।

কপট পুরুষ।

আমরিকা দেশে এক নগরের অতিথি শালাতে আটার বৎসর বয়স্ক এক সাহেব থাকিত কিন্তু তাহার স্বর অতিমৃদু শিশু লোকের মত। লোকেরা বোধ করিত যে ইহার কাশ রোগ আছে কিন্তু তাহার মত শীর্ণ শরীর নহে লোকের সহিত হাস্য কৌতুক স্বচ্ছচিত্তে করিত ও অশ্বারোহণ করিয়া সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিত এবং কোন২ লোক যদি অধিক রাত্রি প্রযুক্ত আপন ঘরে যাইতে না পারিত তবে তাহারদিগকে আপন বিছানাতে শয়ন করিতে দিত। দৈবাৎ সেই লোক অসুস্থ হইলে তাহাতে কবিরাজ আসিয়া চিকিৎসাদ্বারা ভাল করিল। ভাল হইয়া অশ্বারোহণ করিয়া ভ্রমণে গিয়াছিল পথে সেই কবিরাজকে দেখিয়া সেলাম ও শিষ্টাচার অনেক করিল। পরে সে স্থান হইতে আপন স্থানে আসিবার সময় অকস্মাৎ পীড়া হইয়া অজ্ঞান হইলে লোকেরা তাহাকে ধরাধরি করিয়া এক ঘরে লইয়া চিকিৎসা করিতে লাগিল। তখন লোকেরা জানিল যে সে স্ত্রীলোক পুরুষ নহে পরে তাহার পীড়া শান্তি হইল ও তাহার কৃত্রিমতাও বিশিষ্টরূপে প্রকাশ হইল। পরে সে স্ত্রীলোকের ব্যবহারে চলিল ও পুরুষ নাম ত্যাগ করিয়া আপন যথার্থ নাম প্রকাশ করিয়া অতিথিশালার খরচ পত্র দিয়া অন্য দেশে গেল।

বাজার ভাও।

জিনিষ	মোন	অবধি	পর্য্যন্ত
সুপারি	১	৫৸০	৩৸৶
জেরেঙ্গা তৈল	১	১৯	২০
গাছ মরিচ	১	৪	৩
নারিকেল তৈল	১	১৪	১৪৷৷০
তুলা কাচোড়া	১	০	০
আদা রঙ্গপুর	১	২।	২।৶
পাটনাই আদা	১	২	২৶
চাল পাটনাই	১	২৬	১৸৶
পাচড়ি উত্তম	১	২৷৷০	২৷৷৶
পাচড়ি মধ্যম	১	২৶	২।০
মুগী উত্তম	১	১৷৶	১৸৶
মুগী মধ্যম	১	০	০
বাদাম	১	০	০
মুগ গোর	১	১।	১৷৶
পাটনাই বুট	১	১।৴	১৷৶
অড়হর ডালি	১	১৸৶	২
উত্তমগাওয়া ঘৃত	১	২০	২১
মধ্যম ঘৃত	১	১৬	১৮
ভৈসা ঘৃত	১	১৮	১৮৷৷০
মধ্যম ভৈসা	১	১৬৷৷	১৭
মোমবাতী	১	৬০	৬২
মিছরি উত্তম	১	১৬	০
মিছরি মধ্যম	১	১৩	১৪
দোবরা উত্তম	১	৬	৬।০
মধ্যম	১	৫।০	৫৷
চিনী কাশীর	১	৯৷৷০	১০৷
মধ্যম	১	৮	৮৷৷০
থার চিনী	১	৩।০	৪
তেজপত্র	১	৬০	৬৶
তামাকু	১	৪৷৷০	৫৷
চন্দন	১	১৪	১৬৷৷০

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে২ এক টাকা যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকটে কাগজ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিলেই তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক।

সমাচার দর্পণ

১৩২ সংখ্যা। শনিবার। ২৫ নবেম্বর সন ১৮২০। ১১ আগ্রহায়ণ সন ১২২৭॥

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যাদির কার্য্যবিচক্ষণাঃ বৃত্তান্তানিহ জানন্ত সমাচারস্য দর্পণে ॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা আট আনা প্রিমিয়ম। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা প্রিমিয়ম।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

২৫	নবেম্বর	শনিবার	১১ আগ্রহায়ণ	
২৬	ঐ	রবিবার	১২	ঐ
২৭	ঐ	সোমবার	১৩	ঐ
২৮	ঐ	মঙ্গলবার	১৪	ঐ
২৯	ঐ	বুধবার	১৫	ঐ
৩০	ঐ	বৃহস্পতিবার	১৬	ঐ
১	দিসেম্বর	শুক্রবার	১৭	ঐ

ইস্তাহার।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে ১০ দিসেম্বর শনিবার শ্রীযুত এল কেম্বল সাহেবের ঘরে আলেগজন্দর আরনট সাহেবের খুর দায়ার নিকট পুণা নদীর পূর্ব্বতীর ও পশ্চিম তীরে এই২ নীল কুঠী দুই লাট হইয়া বিক্রয় হইবেক।

পুণা নদীর পশ্চিম লাট।

[illegible]ইয়া	১	৭ জোড়া টপ
অরিয়া	১	৭ জোড়া ঐ
[illegible]	১	৫ জোড়া ঐ
মদকোপা	১	৭ জোড়া ঐ
মণাউত্ত	১	৩ জোড়া ঐ
রিকপুর	১	৫ জোড়া ঐ
[illegible]	১	৬ জোড়া ঐ

পুণা নদীর পূর্ব্ব লাট।

মদনপুর	১	৪ জোড়া টপ
লতিয়াবাড়ি	১	৪ জোড়া ঐ
ফারাসুট	১	৪ জোড়া ঐ
বীরগাছী	১	৪ জোড়া ঐ
ঘুরকী	১	৫ জোড়া ঐ
ববিতিয়া	১	৪ জোড়া ঐ

এ তের কুঠী নীল প্রস্তুতকরণের কারণ প্রস্তুত আছে এবং দাদন দেওয়া গিয়াছে এখনও দেওয়া যাইতেছে।

পশ্চিম লাটের সাত কুঠীতে আটাইশ হাজার তিন শত সাতচল্লিশ টাকা বাকী আছে তাহার মধ্যে বিশ হাজার টাকা অনায়াসে আদায় হইবেক আর নিজ জোতে সাত শত বত্রিশ বিঘা জমী আবাদ আছে আর ত্রিশ হাজার বিঘা জমীর নীল প্রজাস্থানে পাওয়া যাইবেক।

পূর্ব্ব লাটের ছয় কুঠীতে একইশ হাজার চারি টাকা বাকী আছে তাহার মধ্যে প্রায় চৌদ্দ হাজার টাকা অনায়াসে আদায় হইবেক আর নিজ জোতে এক শত বায়ান্ন বিঘা আবাদ আছে ও প্রজার স্থানে আঠার হাজার বিঘার নীল পাওয়া যাইবেক।

এ সকল কুঠীর চতুর্দ্দিগে জমি উর্ব্বরা যেহেতুক কুশী নদী ও মেওরা নদী ও পুণা নদী ও করতোয়া নদীর জলধারা প্রতিবৎসর প্লাবন হয় অনেক কুঠীর মধ্যে পুষ্করিণী আছে ও [illegible] বোয়া আছে ইহা দেওয়ায় অন্য কিছু জানিবার আবশ্যক হয় শ্রীযুত মে° কুচিন [illegible] কো

ম্পানি ও শ্রীযুত এলকেম্বল সাহেবের নিকট জানিলে বিস্তারিত জানিতে পারিবেক।

সমাচার দর্পণ।

রাজকর্ম্মেনিয়োগ।

১৩ নবেম্বর।

শ্রীযুত জর্জ রসল ক্লার্ক সাহেব রাজশাসন ও অন্য২ রাজ্যবিষয়ক সেক্রেটারির প্রথম পেস্কার।

শ্রীযুত রবর্ট রিচার্ডসন সাহেব মো° কুমারখালির কোম্পানির বাণিজ্যের অধ্যক্ষ হইয়াছেন।

শ্রীযুত জেম্স ওলিয়ম গ্রান্ট সাহেব মো° হরিপালের কোম্পানির বাণিজ্যের অধ্যক্ষ।

শ্রীযুত এদবার্দ মার্চব্যাঙ্কস সাহেব শান্তিপুর ও গোলাগড়ি ও রণহাটীর কোম্পানির বাণিজ্যের অধ্যক্ষ।

শ্রীযুত এদবার্দ ব্যানের্ম্ম সাহেব মালদহের কোম্পানির বাণিজ্যের অধ্যক্ষ।

শ্রীযুত জোসেফ বর্নার্দ স্মিথ সাহেব মো° রঙ্গপুরের কোম্পানির বাণিজ্যের অধ্যক্ষ।

শ্রীযুত চার্লস চিচেলি হৈদ সাহেব মো° সরদহের কোম্পানির বাণিজ্যের অধ্যক্ষ।

১৭ নবেম্বর।

শ্রীযুত ফ্রান্সিস মাকনাটন সাহেব কলিকাতার কোম্পানির রঙ্গগুদামের অধ্যক্ষের সরঙ্গার পেস্কার।

১৮ নবেম্বর।

শ্রীযুত ওলিয়ম দগাস সাহেব দিল্লী

মোকামের দ্বিতীয় ওকীলের প্রধান পেস্কার হইয়াছেন।

খোদ হাকীমী।

জিলা জঙ্গলমহলের শহর বাঁকুড়াহইতে পূর্ব্ব দিকে অনুমান দেড় ক্রোশ অন্তরে দারুকেশ্বর নদী তীরে তপোবন নামে এক স্থান প্রসিদ্ধ আছে সেখানে প্রতিবৎসর বিজয়া দশমীর দিনে রঘুনাথ দেবের রথ হইয়া থাকে তাহাতে অনেক লোক-যাত্রা হয়। এবং নানা দেশহইতে অনেক দোকানী পসারীরা গিয়া নানা প্রকার দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করে। তাহাতে গত বিজয়া দশমীর দিনে সেখানকার জন কএক লোক একবাক্য হইয়া পরামর্শ স্থির করিল যে তপোবনের বাজারে যেং দ্রব্য বিক্রয় হইবেক তাহাতে আমরা ছাপ মোহর না করিলে কোন ব্যক্তি দ্রব্য লইয়া যাইতে পারিবে না। এই পরামর্শ মতে বাজারের মধ্যে এক স্থানে এক থানা করিয়া সে স্থানে বসিল। এবং বাজারের চতুর্দ্দিকে স্থানেং চৌকী বসাইল। এই রূপে অনেক লোকের স্থানে সকল দ্রব্যের মাসুল প্রভৃতি লইতে লাগিল। পশ্চাৎ এই কথা তথাকার জজ সাহেব শুনিয়া সেই সকল লোকেরদিগকে কএদ করিয়াছেন ইহার খুব তদারক হইবেক।

চুরি।

মোং কলিকাতার শ্রীযুত কাপ্তান গ্রীন সাহেবের বাটীহইতে ১৫ নবেম্বর রাত্রি কালে এক বাক্স চুরি গিয়াছে সে বাক্সের বাহির দিগ হস্তির দন্তে ও ভিতর দিগ চন্দন কাষ্ঠেতে নির্ম্মিত তাহার মধ্যে কতক টাকা ও মোহর ও ঘড়িপ্রভৃতি অনেক দ্রব্য ছিল। এবং মেজের চাদর ও আরং কাপড় অনেক লইয়া গিয়াছে। যে কেহ এ বিষয়ে তথ্য সমাচার দিতে পারিবে যে তাহাতে চোর ধরা পড়ে সে দুই শত টাকা বখশীশ পাইবেক।

ঐ তারিখে কলিকাতার শ্রীযুত সি দব লিও জোন্স সাহেবের বাটীহইতে অনেক জিনিস চোরে গিয়াছে। পর দিন প্রাতঃকালে দেখা গেল যে ঘরের খিড়কীর জিঞ্জির ওথা দিয়া কাটিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল এবং বাগানে অনেক সিন্দুক ও বাক্স ভাঙ্গা পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার পর দিন ৬ নবেম্বর রাত্রে ঐ বাটীতে ঘোড়ার আস্তবলের নিকট এক জন লোক বেড়াইতেছিল জ্যোৎস্না রাত্রি প্রযুক্ত চৌকিদার তাহাকে দেখিয়া ধরিল সে এক জন মগ বাবুর্চি।

ভূত।

পূর্ব্বে ছাপান গিয়াছে যে মোং কলিকাতার ধর্ম্মতলার রাস্তার ধারে এক চোর এক বিবীকে খুন করিয়াছে। সে বিবী খুন হইয়াছে অবধি সে বাটীতে ভূত আসিয়াছে এই জ[illegible]ব হওয়াতে সে ঘরে থাকিয়া লোকেরা মৃত্তিকার মধ্যে ঠংং শব্দ শুনিল এবং ঘরের বাহিরে থাকিয়া ঘরের মধ্যে ঠকং শব্দ শুনিল। ইহাতে সে স্থান লোকেরদের অতিভয়ানক হইয়াছে। এক দিন চারি জন কোরাণী মোল্লা একত্র হইয়া কহিল যে সে ঘরের মধ্যে আমরা এক রাত্রি বাস করিয়া ভূত ছাড়াইব। পরে তাহারা ঐ ঘরের মধ্যে বাতী জ্বালাইয়া বিছানা করিল এবং ঐ চারি জন একত্র হইয়া সেখানে কোরান পড়িতে আরম্ভ করিল। দুই প্রহর রাত্রি সময়ে অকস্মাৎ একটা ভয়ানক শব্দ শুনিয়া তাহারা অতিশয় ভীত হইয়া পলাইল। সে ঘরের মধ্যে যে শব্দ হয় তাহা [illegible] লোকেরাও নিশ্চয় জানিয়াছে।

হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধ।

দোআবহইতে সমাচার আসিয়াছে যে গত শারদীয় দেবী পূজাতে যে রূপ এতদ্দেশে হিন্দু ও মুসলমানেরদের বিরোধ হইয়াছিল সেই রূপ দোআবেও হইয়াছে এখানে যেমত মুসলমানেরা হিন্দুর উপরে প্রথম দৌরাত্ম্য করিয়াছিল সেখানেও সেই রূপ। তৎপ্রযুক্ত সেখানকার শ্রীযুত জজ সাহেব সৈন্য সহিত সেখানে গিয়া সকল সুস্থির করিয়াছেন এবং অন্য এক স্থানে ঐ রূপ হঙ্গাম উপস্থিত হইয়াছিল সেখানে জজ সাহেবের তরফ এক জন জ্ঞানবান লোক গিয়া বিরোধ ভঞ্জন করিয়াছে।

পারসী দেশ।

সমাচার আসিয়াছে যে পারসী দেশের যে ওকীল ফ্রান্স দেশে আছে সে পারসী দেশীয় দুই উত্তম ঘোটক ফ্রান্স দেশের বাদশাহকে দিয়াছে।

ডাকাইত।

পাল্লাস নামে ইংগ্লণ্ডীয় এক জাহাজ বাণিজ্য করিতে মালাই দেশের বাঙ্কা উপদ্বীপে গিয়াছিল। তাহাতে বিশখান নৌকা পরিপূর্ণ মালাই ডাকাইত জাহাজের দুই দিক্‌হইতে আসিয়া ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। তখন জাহাজের লোকেরা জাহাজের দুই পার্শ্ব হইতে তোপ ছাড়িতে লাগিল। ছাব্বিশবার তোপ চলনেতে আড়াই মোন বারুদ খরচ হইল পরে ডাকাইতেরা ভীত হইয়া নৌকার পালি নামাইয়া পলাইল।

জনরব।

গত সপ্তাহের মধ্যে চব্বিশপরগণার

তি শ্রীরামপুর ও তিলজলা মোকামে শ্রীযুত মেং অনহিল সাহেবের বাটীর নিকটস্থ লোকেরা অতিশয় ভীত হইয়াছিল তাহার কারণ এই যে কোন এক প্রধান ডাকাইত চব্বিশপরগণার জজ শ্রীযুত বারবেল সাহেবকে চিঠী লিখিয়াছিল যে আমি সর্ব্বত্র ডাকাইতি করিয়া থাকি। এবং তোমার সরহদ্দের মধ্যে একবার ভ্রমণ করিব। এই মিথ্যা জনরব হওয়াতে কএক গ্রামের লোক সর্ব্বদা সশঙ্ক ও সন্ধ্যা সময়ে চৌকীদারেরা ও গ্রাম্য লোকেরা তাবৎ সসজ্জ হইয়া সমুদায় রাত্রি জাগরণ করিলেক। ও ইংগ্লণ্ডীয় লোকেরা তাবৎ রাত্রি বন্দুকের শব্দ করিলেক।

স্বেচ্ছা মৃত্যু।

জিলা জঙ্গল মহলের মধ্যে থানা কোতলপুরের নিকটে এক ব্যক্তি বৈষ্ণব মহাব্যাধিগ্রস্ত ছিল সে ব্যাধির যন্ত্রণাতে সর্ব্বদা অত্যন্ত দুঃখ পাইত। সংপ্রতি গত আশ্বিন মাসেতে সেই বৈষ্ণব রোগযন্ত্রণা সহিতে না পারিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিয়াছে। আপন মরণের পূর্ব্বে নিকটবর্ত্তি তাবৎ বৈরাগী বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণ অনুমান তিন শত লোকেরদিগকে নানাবিধ মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়া এবং আপন গুরুকে আপন তাবৎ সম্পত্তি দিল এবং প্রথম বড় এক কুণ্ড করিয়া তাহার মধ্যে অনেক কাষ্ঠদ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করিল। পরে চতুর্দ্দিকে ইষ্ট বন্ধু লোকেরা খোল করতাল লইয়া হরিসংকীর্ত্তন করিতে লাগিল। এই সময়ে ঐ বৈষ্ণব ঐ অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল।

এই সমাচার পরম্পরাতে তথাকার জজ সাহেব শুনিয়া তৎপ্রদেশের দারোগাকে তলপ দিয়া নিকটে আনাইয়া বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে দারোগা কহিল যে আমি ইহার কিছুই জানি না কিন্তু পশ্চাৎ এই কথা লোকের দ্বারা শুনিয়াছি। জজ সাহেব কহিলেন যে থানা হইতে সে ব্যক্তির বাটী অতিনিকট যাত্রামহোৎসবের জনরব হইয়াছে তুমি ইহার কিছুই জান না ইহাতে বুঝা যায় যে তোমার কারসাজী থাকিবেক। জজ সাহেব এই সন্দেহ করিয়া দারোগাকে কএদ করিয়াছেন।

ধূমকেতু।

গত জুন মাসের ৭ তারিখে আমেরিকা দেশে আকাশে ধূমকেতুর লাঙ্গুলের ন্যায় দৃষ্ট হইয়াছিল যখন প্রথম দৃষ্ট হইল তখন কর্কট রাশিতে ছিল কিন্তু তাহার পর দিন যখন দৃষ্ট হইল তখন মিথুন রাশিতে দেখা গেল।

পর্ব্বত।

জর্ম্মনি দেশের অন্তঃপাতি এক গ্রামে এক পর্ব্বত ক্রমে মৃত্তিকার মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে। সে পর্ব্বত অনেক পর্ব্বতের সহিত সংলগ্ন। তাহার পূর্ব্ব দিবস ২০ মার্চ তারিখে দুই প্রহর রাত্রিকালে অকস্মাৎ এক বৃহৎ শব্দ হইল। তাহাতে লোকেরা জ্ঞান করিল যে পর্ব্বত ফাটিল। পর দিবস দশ ঘণ্টা রাত্রিকালে এক ঘরের দেওয়াল অকস্মাৎ পড়িল ও ক্রমেং ঘর সকল দশ বিশ হাত অন্তরে গিয়া পড়িল এবং দুই গির্জাঘর পড়িল কিন্তু ইহাতে প্রাণী হত্যা হয় নাই।

আশ্চর্য্যরক্ষা।

ইংগ্লণ্ডে এক জন অত্যন্ত সাহসী এবং সে কহিত যে এক জন ডাকাইতে আমার কিছুই করিতে পারে না। কিছু দিন পরে দৈবাৎ এক রাত্রিতে সে আপন গাড়িতে চড়িয়া গ্রামান্তর যাইতেছিল। পথি মধ্যে এক জন ডাকাইত আসিয়া তাহার গাড়ির দরোয়াজা খুলিয়া ঐ সাহেবের বুকের নিকট পিস্তল রাখিয়া কহিল যে তুমি কহিতা যে এক জন ডাকাইত আমার কিছু করিতে পারে না এখন আমি তোমাকে কাবু করিয়াছি আমাকে টাকা দেহ। তাহাতে সাহেব আর কোন ওপায় না দেখিয়া আপন জেবের টাকাতে হাত দিয়া তাহাকে মিথ্যা কহিলেন যদি তুমি একা আসিতা তবে আমি কখন তোমাকে টাকা দিতাম না কিন্তু দেখ তোমার পশ্চাৎ আর কএক জন ডাকাইত আসিতেছে অতএব আমি তোমাকে টাকা দিতেছি। ইহা শুনিয়া ঐ ডাকাইত আপন পশ্চাদ্দিগে দৃষ্টি করিল এই অবকাশে সাহেব আপন পিস্তল বাহির করিয়া তাহাকেই মারিয়া ফেলিল।

মহাকচ্ছপ।

জামেকা দ্বীপহইতে শ্রীযুত কাপ্তান বেল সাহেব আমেরিকা দেশে এক মহাকচ্ছপ আনিয়াছে সে কচ্ছপ তিন হাত লম্বা ও দেড় হাত চৌড়া তাহার ওজন সাড়ে তিন মোন। জামেকাহইতে আমেরিকা আসিতে দেড় মাস লাগিয়াছিল ইহার মধ্যে সে কচ্ছপ এক হাজার ডিম্ব প্রসব করিয়াছে তাহার ডিম্ব রাজহংসের ডিম্বের মত।

মহাসর্প।

আমেরিকা দেশে ইরাই নামে এক মহা সরোবর আছে তাহার মধ্যে জাহাজের

সমাচার দর্পণ।

দ্বারা বাণিজ্য করে। সে সরোবরের মধ্যে তীরহইতে দেড় ক্রোশ অন্তরে এক জাহাজ যাইতেছিল সেখানে জাহাজ হইতে অল্প দূরে এক মহাসর্প ভাসিয়া উঠিল। সে সর্প অনুমান সাতাইশ হাত লম্বা ও তাহার মাথা মুটুম হাত চৌড়া তাহার বর্ণ প্রায় কাল।

প্রতিবিম্ব।

ইংগ্লণ্ডে পল্টনের এক যুবা সাহেব আপন ঘরে আয়নার সম্মুখে একাকী কিরীচ লইয়া খেলা করিতেছিল। পরে সে আপন যুদ্ধশীল স্বভাবপ্রযুক্ত ঐ আয়নাতে পতিত আপন শরীরের প্রতিবিম্বকে কহিল যে হায় কি কহিব যদি তুই আমার প্রতিবাদী হইতিস্ তবে এইক্ষণে তোকে খুন করিতাম। পরে সে খেলিতে২ এমত রাগ উপস্থিত হইল যে সে আপন প্রতিবিম্বের প্রতি ঐ কিরীচ মারিল তাহাতে আয়না সংচূর্ণ হইল। অনন্তর এই সমাচার সর্ব্বত্র প্রকাশ হইলে বালকেরা ঐ ব্যক্তিকে পথে দেখিলে সেই২ কথা কহিয়া তাহাকে বিদ্রূপ করে ইহাতে সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়।

ধূর্ত্ত।

জর্ম্মানি দেশের রাজধানী নগরে দুই জন ধূর্ত্ত বলোপার্জনের চেষ্টাতে একপরামর্শ হইল এবং এক স্থানে অনেক লোক ক্রীড়া করিতেছিল সেইখানে তাহার এক জন গিয়া বসিল এবং অপর ব্যক্তি অতিকাতর হইয়া মিথ্যা আহা উহ

শব্দ করিতে২ তাহার নিকটে এক অতিথিশালাতে গিয়া মুমূর্ষু হইয়া পড়িল। লোকেরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে তোমার কি হইয়াছে। তাহাতে সে অতি কষ্টে কহিল যে আমার দন্তরোগ হইয়া আমি কাতর হইয়াছি। পরে তাহাকে পান করিতে কিছু মদিরা দিল। সে কপট রোগী তাহা মুখে দিয়া খাইতে না পারিয়া ফেলিয়া দিল। এই সকল বৃত্তান্ত ক্রীড়া ঘরের লোকেরা শুনিয়া তাহাকে দেখিতে আইল। এক গ্রাম্যের্ণী ধূর্ত্ত তাহাকে কহিল যে আমি এক ঔষধি জানি পাঁচ মিনিটের মধ্যে তোমার বেদনা দূর করিব। ইহা কহিয়া হরিদ্রাবর্ণ একটু কাষ্ঠ তাহাকে দিল। সে ব্যক্তি ঐ কাষ্ঠ টুকু মুখের মধ্যে কিছু কাল রাখিয়া কহিল যে ভাই হে এমত সুন্দর ঔষধি দেখি নাই আমার রোগ ভাল হইল। পরে সে আপনার মিথ্যা আরোগ্য প্রকাশ করিয়া কহিল যে হে ভাই আমাকে আর কিছু ঔষধি দেও। সে কহিল যে এ আমার অনেক যত্নের ঔষধি সর্ব্বত্র মেলে না। পুনর্ব্বার সে কহিল যে আমাকে ঐ ঔষধি দিতেই হইবেক তুমি যে কয় টুকরা ঔষধি দিবা সে কয় টাকা আমি তোমাকে দিব। ইহা শুনিয়া বিশ টুকরা ঔষধি লইয়া বিশ টাকা দিল। ইহা দেখিয়া অনেকে এই মত টাকা দিয়া ঔষধি লইল এবং অতিথিশালার কর্ত্তা অনেক টাকা দিয়া অনেক ঔষধি লইল যেহেতুক তাহার নিকটে অনেক লোকের গমনাগমন আছে। এই রূপে দুই ধূর্ত্ত এক পরামর্শ করিয়া মিথ্যা কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া টাকা লইল।

বাজার ভাও।

জিনিস	মোন	অবধি	পর্য্যন্ত
সুপারি	১	৩৸৹	৩৸৵
ভেরেণ্ডা তৈল	১	১৯	২০
গাছ মরিচ	১	২	৩
নারিকেল তৈল	১	১৪॥৹	১৫
তুলা কাছোড়া	১	০	০
আদা রঙ্গপুর	১	২॥	২॥৵
পাটনাই আদা	১	২	২৵
চালু পাটনাই	১	২৸	২৸৵
পাছড়ি উত্তম	১	২॥৹	২॥৴
পাছড়ি মধ্যম	১	২৶	২।৹
মুগী উত্তম	১	১৸৴	১৸৵
মুগী মধ্যম	১	০	০
বাদাম	১	০	০
দুধা গোম	১	১।	১।৴
পাটনাই বুট	১	১।৴	১।৵
অড়হর ডালি	১	১৸৵	১৸৶
উত্তমগায়া ঘৃত	১	২১	২২
মধ্যম ঘৃত	১	১৬	১৮
ভৈঁসা ঘৃত	১	১৮	১৯
মধ্যম ভৈসা	১	১৬॥	১৭
মোমবাতী	১	৬০	৬২
মিছরি উত্তম	১	১৬	০
মিছরি মধ্যম	১	১৩	১৪
সোরা উত্তম	১	৬	৬৵
মধ্যম	১	৫॥৹	৫৸
চিনী কাশীর	১	৯।৹	১০
মধ্যম	১	৭৸	৮॥৹
খার চিনী	১	৩।৹	৪
তেতুল	১	৸৹	৸৴
তামাকু	১	৫॥৹	৬৸
চন্দন	১	১৪	১৬।৹

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে২ এক টাকা [illegible] কলিকাতার নিকটে থাকেন না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার লিখামাত্র তাহার নিকটে পাঠান যাইবেক।

সমাচার দর্পণ

১৩৩ সংখ্যা। শনিবার। ২ দিসেম্বর সন ১৮২০। ১৮ আগ্রহায়ণ সন ১২২৭॥

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্ত সমাচারস্য দর্পণে ॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা আট আনা প্রিমিয়ম। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা প্রিময়ম।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

২	দিসেম্বর	শনিবার	১৯	আগ্রহায়ণ
৩	ঐ	রবিবার	২০	ঐ
৪	ঐ	সোমবার	২১	ঐ
৫	ঐ	মঙ্গলবার	২২	ঐ
৬	ঐ	বুধবার	২৩	ঐ
৭	ঐ	বৃহস্পতিবার	২৪	ঐ
৮	ঐ	শুক্রবার	২৫	ঐ

আফীমের ইস্তাহার।

শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর ইস্তাহার দিয়াছেন যে ৩০ দিসেম্বর শনিবার পূর্ব্বাহ্নে এগার ঘণ্টার সময়ে মোকাম কলিকাতার এক্সচেঞ্জ ঘরে বেহারের আফীমের সতর শত পাঁচ সিন্দুক। এবং বানারসের চারি শত আটার সিন্দুক। অমুল্যা দুই হাজার এক শত তেইশ সিন্দুক আফীম বিক্রয় হইবেক।

সমাচার দর্পণ।

শ্রীযুত সর এদবর্দ কোলবুরুক সাহেব।

শ্রীযুত সর এদবর্দ কোলবুরুক সাহেব ইংগ্লণ্ডে যাইতেছেন তাহাতে তাঁহার আত্মীয় সাহেব লোকেরা মোকাম কলিকাতাতে একত্র হইয়া চান্দা করিয়া গত সোমবারে অতিবড় উত্তম খানা করিয়াছেন এবং কলিকাতাস্থ তাবৎ ভাগ্যবান এতদ্দেশীয়েরা ঐ সাহেবের এক প্রশংসাপত্র প্রস্তুত করিয়া সকলের নাম স্বাক্ষর করিয়া তাহার নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। তাহা পাইয়া সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া সে পত্রের প্রত্যুত্তর এই লিখিলেন যে আমি আঠার বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে এই বাঙ্গালা দেশে আসিয়াছি এবং শ্রীশ্রীযুত হেষ্টিংস সাহেব বাহাদুর আমাকে কোম্পানি বাহাদুরের কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন তদবধি চল্লিশ বৎসরপর্য্যন্ত তোমারদের নিকটে থাকিয়া আপন বুদ্ধি সাধ্যানুরূপ কর্ম্ম করিয়া এখন স্বদেশে যাত্রা করিতেছি। ইহাতে আপনকারা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া এক প্রশংসাপত্র লিখিয়াছেন এ আপনকারদের গুণ। সে যে হউক আমি যাবৎ জীবদ্দশাতে থাকি তাবৎ আপনকারা আমাকে মনে রাখিবেন আমারও মনে আপনারা সতত থাকিবেন এবং যে পত্র আমাকে আপনারা লিখিয়াছেন ইহাও আমার মনে থাকিল আমাহইতে আপনকারদিগের যে উপকার হইতে পারে তাহাও হইবেক।

শ্রীশ্রীযুতের যাত্রা।

১৮ নবেম্বর ৪ আগ্রহায়ণ রাত্রিকালে শ্রীশ্রীযুত গবর্ণর জেনরাল বাহাদুর মোকাম রাজমহলে শিকার করিবার কারণ যোং চানকের বাটীহইতে প্রস্থান করিয়াছেন তাঁহার সহিত এক শত হাতী ও ঘোড়া প্রভৃতি অনেক গিয়াছে।

এবং তিনি মোকাম শান্তিপুরপর্য্যন্ত নৌকাতে যাইবেন ও সেখানহইতে মোকাম বহরমপুরপর্য্যন্ত গাড়ীতে যাইবেন পথের মধ্যে যেখানে যে খাল জোল ছিল তাহাতে সাঁকো করা গিয়াছে ও যেখানে কদর্য্য পথ ছিল তাহা পরিষ্কৃত হইয়াছে। এক মাস অবধি এই সকল তদারক হইতেছে।

তাঞ্জোরের রাজা।

লঙ্কা উপদ্বীপের নিকটবর্ত্তি তাঞ্জোর দেশের রাজা কাশী দর্শনার্থ যাইতেছেন তাহাতে শ্রীশ্রীযুত মান্দরাজের বড় সাহেব হকুম দিয়াছেন যে তাঞ্জোরের মহারাজ যখন ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকার দিয়া যাইবেন তখন তদ্দেশের জজ ও কালেক্তর ও রাজা ও জমীদারপ্রভৃতি সকলে ঐ মহারাজের সম্ভ্রমার্থ যথোপযুক্ত সেলামপ্রভৃতি করেন ও তাঁহার উপযুক্ত মর্য্যাদা করেন। অতএব মান্দরাজের নিকটবর্ত্তি নলুর মোকামে ঐ রাজার পঁহুছিবার পূর্ব্ব দিনে সেই প্রদেশের জজ সাহেব ও কালেক্তর সাহেব দেড় ক্রোশ অগ্রে গমন করিয়া ঐ রাজার সহিত মিলিলেন। সেখানে রাজা আপনি হাতী হইতে নামিয়া তাঁহারদিগকে আপন তা

মুখে লইয়া পান ও আতর পুষ্প মালাদি দ্বারা সম্মান করিলেন। সেখানে এত লোক সমাগম হইয়াছিল যে ইহার পূর্ব্বে এমত জনতা একত্র সেখানে হয় নাই।

ডাকাইত ধরা।

নিজামালী খাঁয়ের দেশে কলস্থি নামে এক গ্রামে মধুরসণা নামে এক অতি প্রসিদ্ধ প্রবীন ডাকাইত ছিল সে নিজামালীর দেশে নিয়ত থাকিত কিন্তু মধ্যে২ ইংগ্লণ্ডীয়াধিকারেও আসিত। সংপ্রতি পল্টনের এক সাহেব ১৯ আকটোবরে তাহাকে ধরিয়াছে তাহার শেষ কিছু জানা যায় নাই।

মহামৎস্য।

মোং সুখসাগরের নিকট এক বাঘা আড়ি মৎস্য গঙ্গার জলহইতে কিঞ্চিৎ অন্তরে তীরে উঠিয়াছিল। তাহা দেখিয়া লোকেরা প্রথম কুম্ভীর জ্ঞান করিয়া তাহার নিকটে গেল এবং দেখিল যে কুম্ভীর নহে কিন্তু তৎসদৃশ বাঘা আড়ি মৎস্য তখন তাহাকে কিঞ্চিৎ রোগার্ত্তের মত জ্ঞান হইল। তাহাতে লোকেরা লাঠী ও ঢেলা দ্বারা তাহাকে মারিল এবং তাহার মাপ করিয়া দেখিল যে সে লম্বে তিন হাত ও চৌড়া প্রৌলে দুই হাত এবং ওজন করা গেল তাহাতে তিন মোন ওজন হইল।

কাশী যাত্রা।

গত সপ্তাহে মোকাম কলিকাতার শ্রীযুত রাজা বদনচাঁদ ঐশ্বর্য্যপূর্ব্বক কাশী প্রস্থান করিয়াছেন তিনি বৃন্দাবনপর্য্যন্ত যান এমত বাসনা করিয়াছেন।

এবং তাহার তিন দিবস পরে মোং তেলেনিপাড়ার শ্রীযুত বাবু রামধন বন্দোপাধ্যায় কাশী যাত্রা করিয়াছেন।

অলঙ্কার গোপন।

সন ১৮১৮ সালে এক যুদ্ধে শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বাজিরাও পেশ্বার কুটুম্ব গোকুল বায়ের তাবৎ অলঙ্কার ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যের জমাদার সৈয়দ আবু লইয়াছিল। কিছু দিন পরে সে জমাদার মরিলে সে সকল অলঙ্কার কি হইল তাহার অন্বেষণ পাওয়া যায় না।

হঠাৎ চৌর্য্য।

এক জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মোকাম কলিকাতাহইতে এক শত বিশ টাকা উপার্জ্জন করিয়া লইয়া নৌকা যোগে আপন বাটীতে যাইতেছিল। পরে পথমধ্যে খাইবার উদ্যোগে মোকাম সুখসাগরে নৌকা হইতে নামিয়া স্নানাদির উদ্যোগ করিতেছিল। ব্রাহ্মণ এক শত কুড়ি টাকা সুদ্ধ এক কাপড়ের বোকচা আপন চাকরের স্থানে রাখিয়া বাজারে গেল। চাকর ঐ টাকা সমেত বোকচা হাতে করিয়া তলপীর নিকটে বসিয়া রহিল। এই সকল সন্ধান জানিয়া এক ধূর্ত্ত চোর আসিয়া ঐ চাকরের পৃষ্ঠ অদৃষ্ট রূপে কিঞ্চিৎ বিষ্ঠা ফেলিয়া দিল। চাকর ঐ বিষ্ঠার গন্ধে থুতু ফেলিতে লাগিল ও কাপড়ের বোকচা সুদ্ধ ঐ টাকা তলপীর নিকটে রাখিয়া অন্য এক সঙ্গি ব্রাহ্মণকে কহিয়া নিকটে গঙ্গাতে স্নান করিতে নামিল। তখন চোর ঐ রূপ আর এক ছেঁড়া কাপড়ের বোকচা সেখানে রাখিয়া টাকা সুদ্ধ ঐ বোকচা উঠাইয়া লইয়া পলাইল। ধনাধিকারী ব্রাহ্মণ আসিয়া অনুসন্ধান করিল কোন প্রকারে টাকা পাইতে পারিল না।

X কলিকাতা।

মোকাম কলিকাতার ধর্ম্মতলাঅবধি বাগবাজারপর্য্যন্ত যে রাস্তা ও পুষ্করিণী হইতেছিল তাহা অল্প দিনের মধ্যে সমাপ্ত হইবেক। এবং আরও শুনা যাইতেছে যে কসাই টোলার মাঝখান অবধি বৈঠকখানাপর্য্যন্ত এক বড় রাস্তা হইবেক।

শ্রীশ্রীযুত আপাসাহেব।

নাগপুরের রাজা শ্রীশ্রীযুত মহারাজ আপা সাহেব অনেক দিনপর্য্যন্ত অদৃষ্ট হইয়া ভ্রমণ করিতেছেন। ইংগ্লণ্ডীয়েরা তাঁহার সন্ধান অনেক করিতেছেন সংপ্রতি শুনা গেল যে তাঁহার এক চাকরের স্থানে তাঁহার এক আঙ্গরাখা পাওয়া গিয়াছে তাহা কোম্পানি বাহাদুরের মোতালকে আসিয়াছে তাহার যথার্থ মূল্য সকলে অনুমান করিলেন সত্তরি হাজার টাকা হইল। তাহাতে নানা প্রকার মুক্তা ও প্রস্তর আছে।

ওলওঠা।

কুশীনদীর তীরে নাথপুর মোকামের ১৪ নবেম্বরের পত্রের দ্বারা সমাচার আসিয়াছে যে সেই গ্রামে ওলাওঠা রোগে এক দিবস প্রাতঃকালে ২০ জন লোক মরিয়াছে এইরূপ ওলাওঠা রোগবৃদ্ধি হইয়াছে।

জাহাজ দাহ।

মোকাম মান্দরাজের নিকটবর্ত্তি মছলীপত্তন মোকামে গত ২৫ সেতম্বর পোনামে এক জাহাজে অগ্নি লাগিয়াছিল। তাহাতে রাত্রি প্রভাতকালে সমুদ্র তীরস্থ এক লোক ঐ জাহাজে ধূম উঠিতেছে দেখিয়া শ্রীযুত রিচার্ড আলেগজান্দ্র সাহে

রের নিকটে সমাচার দিল এবং সাহেব পাঁচ খানলৌকা সমেত ঐ জাহাজে গিয়া জাহাজের তাবৎ লোকেরদিগকে বাহিরে আনিলেন। পরে দুই প্রহর বেলার সময়ে সে জাহাজের গোরাতে অগ্নি লাগিয়া তাবৎ জাহাজ জলপর্য্যন্ত দগ্ধ হইয়া জলের মধ্যে পড়িল।

বিশ্বাসঘাতক।

ফ্রান্স দেশে এক জন এক উত্তম পুস্তক প্রস্তুত করিয়া ছাপাখানাতে ছাপা করিবার কারণ দিয়াছিল। সে পুস্তক ছাপা হইলে অনেক লাভ হইতে পারে ইহা জানিয়া ছাপাওয়ালা ক্রমে তাহার নকল লইয়া কিছু দিন অন্তরে সে পুস্তক ফিরাইয়া দিল ও কহিল যে এই পুস্তক ছাপা হইতে পারিব না। ইহা কহিয়া তাহাকে বিদায় করিল। কিছু দিন পরে অন্য এক জনের নামে ঐ পুস্তক ছাপাইয়া বিক্রয় করিয়া অনেক টাকা লাভ করিল। ঐ পুস্তককর্ত্তা ইহা শুনিয়া সে আপনার মানসিক খেদে প্রাণত্যাগ করিল। ইহাতে বুঝা গেল যে ঐ ছাপাওয়ালা অতিবিশ্বাসঘাতক।

গাড়ীতে চুরি।

ইংলণ্ড দেশে গাড়ীদ্বারা ডাক চলে তাহাতে এক স্থানে ঐ গাড়ীর দ্বার খুলিয়া এক পুলিন্দা উঠাইয়া দিয়া আর এক পুলিন্দা আনিয়া উঠাইয়া দিবার কালে দেখা গেল যে গাড়ীর দ্বিতীয় দ্বার খোলা ও এক পুলিন্দা নাই। পরে বিচার করিয়া দেখা গেল যে সে পুলিন্দাতে এক লক্ষ বার হাজার আট শত টাকার নোট ছিল পরে অনেক চেষ্টাতে সে পুলিন্দা পাওয়া গেল।

কর্ণরোগের ঔষধি।

মান্দরাজ মোকামে এক সাহেবের বাটীতে অনেকের কর্ণরোগ হইয়াছিল। তাহাতে এক জন আসিয়া এক তোলা ছাগ মাংস সুন্দর দগ্ধ করিয়া সেই মাংসের রস কর্ণের মধ্যে দিল তাহাতে কর্ণরোগ প্রতীকার হইল। এইরূপ প্রত্যেক জনের এক২ বার ঐ রস দেওয়াতে ভাল হইল তাহারদের আর কখনও হইল না।

রোমের ধর্ম্মাধ্যক্ষ।

এক গ্রামে এক দুঃখী লোক অনেক জ্ঞান ও পরিশ্রমপূর্ব্বক ধর্ম্মাধ্যক্ষ পদপ্রাপ্ত হইল তাহাতে আপন গ্রামস্থ লোকেরা তাহার নিকটে আসিয়া কহিল যে হে পিতা আপনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি আপনি সকল করিতে পারেন আপনার গ্রামস্থ যে আমরা আমারদিগকে এই বর দেন যে আমারদের বৎসরান্তরে দুই ফসল হয়। ধর্ম্মাধ্যক্ষ কহিলেন যে ভাল তাহা হইবেক এবং চব্বিশ মাসে এক বৎসরও করিলাম।

বুদ্ধিহীনতা।

ইংলণ্ডের দ্বিতীয় চার্লস বাদশাহের অধিকার কালে অনেক পণ্ডিত লোক সমাগত হইয়া আপন শাস্ত্রাধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতেন। বাদশাহ তাহাতে বড় প্রীত থাকিতেন। এক দিন বাদশাহ সেই পণ্ডিত লোকেরদের সহিত বসিয়া আরং আলাপ করিয়া কহিলেন যে হে পণ্ডিতেরা সমান দুই কলস জলপূর্ণ করিয়া দুই স্কন্ধে রাখিলে সমান ভার থাকে এবং তাহার এক কলসের মধ্যে একটা মৎস্য দিলেও সমান ভার থাকে ইহাতে অধিক ভার কি কারণ না হয়।

এই কথা শুনিয়া সকল পণ্ডিত ভাবিতে লাগিলেন কিন্তু নিশ্চয় উত্তর কেহই করিতে পারিলেন না। পরে এক পণ্ডিত ঐ কর্ম্ম ক্রিয়া করিয়া দেখিলেন যে মৎস্য যে কলসে দেওয়া গেল সে কলস অধিক ভার হইল। তখন বাদশাহকে কহিল যে মৎস্য দিলে অধিক ভার হয়। বাদশাহ কহিলেন যে আমি তাহা জ্ঞাত আছি।

স্ত্রীর ধূর্ত্ততা।

এক জন রোমান কাথোলিক মরণ সময়ে আপন স্ত্রীকে এক ঘোড়া ও এক বিড়াল দিল ও কহিল যে এই ঘোড়া বিক্রয় করিয়া আমার পরকালার্থ ব্যয় করিও এবং এই বিড়াল বিক্রয় করিয়া আপনি লইও। পরে ঐ ধূর্ত্তা স্ত্রী ঐ ঘোড়া ও ঐ বিড়াল বিক্রয়ার্থ এক লোকদ্বারা হাটে পাঠাইল ও তাহাকে কহিল যে এই ঘোড়ার দাম এক টাকা ও এই বিড়ালের দাম আট শত টাকা। যদি কেহ এই মূল্য দিয়া লয় তবে বিক্রয় করিয়া দাম আনিও। পরে ঐ ঘোড়া ও বিড়াল হাটে উপস্থিত করিলে ঐ উত্তম ঘোড়া আট শত টাকাতে বিক্রয় হইল এবং এক টাকাতে বিড়াল বিক্রয় হইল। ঐ স্ত্রী এই আট শত এক টাকা পাইয়া আপন স্বামির পরকালার্থ এক টাকা ব্যয় করিল ও আপনি আট শত টাকা রাখিল।

শঠতার প্রতিফল।

ফ্রান্স দেশের এক নগরে ধর্ম্মাধ্যক্ষেরা প্রাচীন লোকেরদের পরকাল রক্ষার্থে ধর্ম্মালয়ে পূজাদি করে। তাহাতে এক জন

অতিপ্রাচীন লোক বায়ু রোগে তাহার হস্ত ও পদ ও মস্তক সর্ব্বদা কম্পিত হয় এক শঠ বিদ্যাবিক্রা এক জনকে সঙ্গে করিয়া ঐ প্রাচীনের নিকটে আইল ও তাহাকে শঠতা পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল যে তোমার পরকালার্থে অমুক বাটী ও অমুক বাগিচা আমাকে দিলা। এই রূপ জিজ্ঞাসা করিলে ঐ বৃদ্ধের স্বভাবতো মস্তক নড়ে তাহাতে তাহার স্বীকার বুঝাইয়া আপন সঙ্গী লোককে সাক্ষী করিল। ও তাহার দ্বারা লিখাইয়া লইল। পরে ঐ প্রাচীনের পুত্র ঘরে আসিয়া বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া আপন পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল যে এই দুই লোককে ঘাড় ধরিয়া বাহির করিব। তাহাতে ঐরূপ মস্তক কম্পনে স্বীকার পাইয়া দুই জনের ঘাড় ধরিয়া বাহির করিয়া দিল।

মহাবন্যা।

পূর্ব্বে সমাচার দেওয়া গিয়াছে যে হুগলী দেশে অতিশয় বন্যা হইয়া অনেক লোকের অনেক অপচয় হইয়াছে। এইক্ষণে তাহার আর সমাচার আসিয়াছে যে সে স্থানকার দুঃখি লোকেরদের ঐ বন্যাতে যাহার যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা সেই দেশের অধ্যক্ষ সাহেব সেইং প্রজা লোকেরদিগকে তাহা নিজহইতে দিয়াছেন। ইহাতে তাহারদের বন্যা জন্য অপচয় জ্ঞান লোপ হইয়াছে।

ইতিহাস।

এক ব্যক্তি কুব্যয়েতে আপন সর্ব্বস্ব ঘুচাইয়া শেষে অতিদুঃখী হইল। কিছু দিন পরে তাহার এমন দুঃখ হইল যে সে আপন গুজরানের ভিক্ষুক হইল। পরে সে এক দিবস পিতার কাগজপত্র দেখিতে২ তাহার মধ্যে তাহার পিতার স্বাক্ষর এক কাগজ পাইল তাহাতে এই লিখিত ছিল যে পৌষী পূর্ণিমার দিবস তৃতীয় প্রহর রাত্রির সময় আমি আপন বাটীর পশ্চিম দিগস্থ মন্দিরের চূড়াতে কিঞ্চিৎ টাকা রাখিলাম। ঐ কাগজ পাইয়া ঐ ব্যক্তি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া আপন মিত্রেরদিগকে ঐ কাগজ দেখাইয়া পরামর্শ করিল যে মন্দিরের চূড়া ভাঙ্গিয়া টাকা বাহির করিয়া লওয়া যাউক। পরে কিছু খরচ করিয়া পুনর্ব্বার চূড়া নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া যাইবেক। পর দিন চূড়া ভাঙ্গিয়া কিছুমাত্র না পাইয়া অতিশয় দুঃখিত হইল। পরে এই পত্রের বিষয় কেহ কিছু স্থির করিতে না পারিয়া শাহ অকবর বাদশাহের নিকট ঐ কাগজ লইয়া গেল। বাদশাহ এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া ভাবিত হইয়া আপন উজীর বীরবরকে কহিলেন। বীরবর কহিল যে টাকা আছে সত্য কিন্তু এক্ষণে পাইবা না। মন্দির যেমত ছিল সেমত প্রস্তুত করহ। পরে পৌষী পূর্ণিমার দিবস তৃতীয় প্রহর রাত্রির সময়ে ঐ মন্দিরের ছায়া যেখানে পড়িবে সেখানে খনন করিলে টাকা পাইবা। ইহা শুনিয়া সকলে চমৎকৃত হইল। পরে সেই রূপ করাতে টাকা পাওয়া গেল। শাহ অকবর বাদশাহের ও তাহার উজীর বীরবরের অনেকং আশ্চর্য্য কথা প্রসিদ্ধ আছে।

বাজার ভাও।

জিনিস	মোন	অবধি	পর্য্যন্ত
সুপারি	১	৩৸০	৩৸৶
ভেরেণ্ডা তৈল	১	১৯	২০
গাছ মরিচ	১	২	৩
নারিকেল তৈল	১	১৪	১৪॥০
তুলা কাছোড়া	১	০	০
আদা রঙ্গপুর	১	২৷৷	২৷৷৵
পাটনাই আদা	১	২	২৵
চালু পাটনাই	১	২৷৷৶	২৸৵
পাছড়ি উত্তম	১	২৷৷০	২৷৷৵
পাছড়ি মধ্যম	১	২৶	২।০
মুগী উত্তম	১	১৸৵	১৸৶
মুগী মধ্যম	১	০	০
বাদাম	১	০	০
দুধা গোম	১	১।	১৷৵
পাটনাই বুট	১	১।৵	১৷৶
অড়হর ডালি	১	১৸	১৸৶
উত্তমগাওয়া ঘৃত	১	২১	২২
মধ্যম ঘৃত	১	১৬	১৮
ভৈসা ঘৃত	১	১৮৷৷	১৯
মধ্যম ভৈসা	১	১৬৷৷	১৭
মোমবাতী	১	৬০	৬৫
মিছরি উত্তম	১	১৬	[illegible]
মিছরি মধ্যম	১	১৩	১৫
সোরা উত্তম	১	৬	৬৷৷
মধ্যম	১	৫৷৷০	৫৸
চিনী কাশীর	১	৯।০	১
মধ্যম	১	৮	৮৷৷
খাঁড় চিনী	১	৩।০	[illegible]
তেঁতুল	১	৬০	[illegible]
তামাকু	১	৫৷৷০	৬
চন্দন	১	১৪	১৬।

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে প্রতিসপ্তাহে কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসেং এক টাকা যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকটে কাগজ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক।

সমাচার দর্পণ

৩৪ সংখ্যা। শনিবার। ৯ দিসেম্বর সন ১৮২০। ২৬ আগ্রহায়ণ সন ১২২৭॥

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যরিক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা আট আনা প্রিমিয়ম। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা প্রিমিয়ম।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

৯	দিসেম্বর	শনিবার	২৬	আগ্রহায়ণ
১০	ঐ	রবিবার	২৭	ঐ
১১	ঐ	সোমবার	২৮	ঐ
১২	ঐ	মঙ্গলবার	২৯	ঐ
১৩	ঐ	বুধবার	১	পৌষ
১৪	ঐ	বৃহস্পতিবার	২	ঐ
১৫	ঐ	শুক্রবার	৩	ঐ

হস্তী বিক্রয়।

মোকাম কলিকাতাতে এক সুন্দর সোয়ারির হস্তী বিক্রয় হইবেক সে হস্তী সাড়ে চারি হাত উচ্চ যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি হরকরা আপীসে গেলে বিস্তারিত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

নোট হারান।

শ্রীব্রজচরণ দে ও শ্রীবিশ্বম্ভর দের ৪৮২৪৪ নম্বরের হাজার টাকার এক নোট গত ২৫ নবেম্বর তারিখে হারাইয়াছে সে নোটের টাকা বাঙ্কে বন্দ হইয়াছে। ইতি সন ১৮২০ তারিখ ৩ দিসেম্বর।

সমাচার দর্পণ।

আওলাং ভাড়া।

শ্রীযুত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়দিগের নালিসে শ্রীযুত তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়দিগের মোকদ্দমাতে সুপ্রিমকোর্টের আজ্ঞানুসারে ৩০ আকটোবর তারিখে মৃত রাধামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্ব্বস্ব বিষয়ে শ্রীযুত মাকনাতন সাহেব রেসিভর হইয়াছেন অতএব ১৪ দিসেম্বর দুই প্রহর অবধি দুই ঘণ্টাপর্য্যন্ত ঐ রাধামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমীদারী ও বৃত্তি ও ঘর দরবাজা প্রভৃতি তিন বৎসরের কারণ ভাড়া দেওয়া যাইবে।

জিলা যশোহরের পরগণে মাহামুদ সহীর মধ্যেত অন্দর বৃত্তি ৶৪ তিন আনা ঘোল কড়া হিস্যা। এবং ঐ জিলার মধ্যে তালুক কামার কুণ্ড। এবং ঐ মাহামুদ সহীর ।৵৮ ছয় আনা আষ্ট গণ্ডা হিস্যা। এবং ঐ পরগণাতে দল্লবাহড়া নামে এক তালুক। এবং বাদা মালঞ্চি। ও ঐ জিলার মধ্যে তরফ ফয়জুল্লাপুর। এবং জিলা চব্বিশ পরগণার পরগণে ময়নগর ও জিলা মুরশেদাবাদের জুদা ইসলামপুর ও জিলা বর্দ্ধমানের পরগণে মিদিনীপুরে কিসমৎ ফতেপুরের ।৮৴ দশ আনি হিস্যা ও ঐ জিলার চৌমাহা ও আড়ুয়া ও ইচ্ছাপুর ও জল কর তারাকান্তিয়া ।৵ দশ আনা হিস্যা ও ঐ জিলার জগৎপুর গ্রামে ব্রহ্মোত্তর জমী কমবেশ পঞ্চাশ বিঘা ও গঙ্গাতীরে বালি গ্রামে এক কেতা কমবেশ তিন বিঘা জমী এবং সুঁড়া গ্রামে এক বাটী ও এক বাগান কমবেশ বত্রিশ বিঘা জমী এবং শালিখাতে কাদুয়ার পুষ্করিণী ও চানকে এক নালের কুঠি ও বেলুড়িয়া গ্রামে মহেশ পুস্করিয়া এক বাটী ও এক বাগান ও এক পুষ্করিণী এবং কলিকাতার নিকট বালুয়াতে কমবেশ বার বিঘা জমী ও হাবড়াতে এক বাটী ও এক বাগান ও এক পুষ্করিণী কমবেশ বিশ বিঘা জমী ও শালিখাতে নয়া বসতি নামে কমবেশ চার বিঘা জমী এবং শালিখা গ্রামে এক বৈঠকখানা ও বড় বাগান সমেত পুষ্করিণী কমবেশ ত্রিশ বাইশ বিঘা জমী তাহার ।।৵ দশ আনি হিস্যা এই সকল বিষয় ভাড়া দেওয়া যাইবেক। ইহার বিস্তারিত শ্রীযুত এদমণ্ড মাকনাতন সাহেবের আপীসে পাওয়া যাইবেক।

কালেজ।

গত শুক্রবারে কলিকাতার কালেজের ছয় মাহার ইম্তাহান হইয়াছে।

নূতন বরকন্দাজ।

গত সপ্তাহে মোং শহর মুরশেদাবাদীয় এক রাত্রিতে এক যুবতি বৈষ্ণবের

বলা আপন ভগিনীর হঠাৎ অতিশয় পীড়া হওয়াতে আপনিই কবিরাজ ডাকিতে যাইতেছিল। ইহা দেখিয়া বলরাম নামে এক ব্যক্তি লুচ্চা আপনি চৌকিদারের বেশ ধারণ করিয়া তাহার সম্মুখে গিয়া কহিল যে এত রাত্রিতে তুমি একাকি স্ত্রী লোক কোথায় যাইতেছ আমি বুঝি যে তুমি অন্য কোন পুরুষের সহিত পলাইয়া যাইবা অতএব আমি থানার বরকন্দাজ এ প্রকার তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারি না। তাহাতে ঐ স্ত্রী সন্দিগ্ধা হইয়া তাহার নিকটস্থ এক দোকানিকে জাগাইয়া জিজ্ঞাসা করিল যে এ লোক থানার বরকন্দাজ বটে কি না। সে দোকানী ঐ বলরামের ভাগিনীজামাই অতএব সে মিথ্যা কহিল যে এ লোক থানার বরকন্দাজ বটে। পরে ঐ স্ত্রী কহিল যে আমার ভগিনীর অতিশয় পীড়া হইয়াছে আর লোক না থাকাতে আপনিই কবিরাজ ডাকিতে যাইতেছি যদি তোমার সন্দেহ হয় তবে আমার সহিত আইস। তাহা সে না মানিয়া আপন কুৎসিত ইচ্ছা পূর্ণ করিবার কারণ তাহাকে প্রায় সমুদায় রাত্রি দুঃখ দিয়া আপন সঙ্গে লইয়া বেড়াইল। অল্প রাত্রি থাকিতে সে দেখিল যে আপন ইষ্ট সিদ্ধ কোন মতেই হইতে পারে না অতএব তাহাকে ঐ শহরের এক নাপিতের জিম্মায় রাখিয়া আপনি চলিয়া গেল। প্রাতঃকাল হইলে ঐ নাপিত সে স্ত্রীকে লইয়া থানায় হাজীর করিয়া থানাদারকে কহিল যে তোমার তরফ বরকন্দাজ গত রাত্রিতে এই স্ত্রীলোককে আমার জিম্মায় রাখিয়াছিল আসামী এই লও। পরে থানাদার আপন সকল বরকন্দাজকে ডাকাইয়া তদারক করিল তাহাতে কোন বরকন্দাজ এই কর্ম্ম করে নাই। পরে তদারক করিতে২ সেই বলরাম ধরা পড়িল। থানাদার এই সকল বিষয় জজ সাহেবের নিকটে রিপোর্ট করিলে জজ তাহাকে আনাইয়া দশ জুতা মারিলেন ও দশ দিন মেয়াদে কএদ করিলেন এবং ঐ মিথ্যাবাদি দোকানিকে তিন জুতা মারিয়া তিন দিন কএদ করিলেন। বলরামের ইষ্টসিদ্ধ না হইয়া বরং অনিষ্ট যথোচিত হইল।

বন্য মহিষ।

মোং সুখসাগরের উত্তর পূর্ব্ব কোণে দেবগ্রাম নামে এক গ্রামের মাঠে অল্প দিন হইল কোথাহইতে পাঁচ সাতটা বন্য মহিষ আসিয়া তৎপ্রদেশে বাস করিতেছে সে মাঠে যে রাস্তা আছে তাহাতে সর্ব্বদা লোক গমনাগমন করিত কিন্তু এখন সেই মহিষের ভয়ে অন্য পথ দিয়া লোকেরা গমনাগমন করিতেছে। সে পথে গেলে প্রাণ বাঁচান সংশয় পূর্ব্বে অনেক লোক তাহাতে দাখিল হইয়াছে এবং সে মাঠে কৃষিকর্ম্ম বন্দ হইয়াছে তৎপ্রযুক্ত তৎপ্রদেশের বর্দ্ধিষ্ণু লোকেরা সে মহিষ মারিতে কিম্বা সেখানহইতে দূর করিতে উপায় চেষ্টা করিতেছেন তাহাতে অদ্যাপি কিছু হয় নাই কিন্তু সেখানকার এক জন মুসলমান ঐ মহিষ সকলকে এক মাঠহইতে অন্য মাঠে তাড়িয়া দিতে পারে এই শক্তি তাহার আছে। ইহাতে লোকে কহে যে ঐ মুসলমান কোন মন্ত্র জানে। সে মুসলমান নির্ভয় হইয়া ঐ মহিষ সকলের নিকটে গিয়া এক প্রকার শব্দ করে তাহাতে তাহারা তৎক্ষণাৎ পলাইয়া অন্য মাঠে যায় কিন্তু সে প্রদেশ ছাড়ে না। ঐ মুসলমান ব্যতিরেকে এই কর্ম্ম করিতে অন্যের সাহস হয় না।

ডাকাইতি।

নওয়া সরাইয়ের পশ্চিম মোং গোপালপুরের এক ব্যক্তি অনেক কালপর্য্যন্ত উত্তর রাজ্যে থাকিয়া চাকরি করিয়া অনুমান হাজার ছয়েক টাকা সঞ্চয় করিয়া আনিয়াছিল। এবং বাটীতে আসিয়া পাকা বাটী করিবার উদ্যোগে চারি লক্ষ ইঁট প্রস্তুত করিতেছিল। এই সন্ধান পাইয়া গত সপ্তাহে অনেক ডাকাইত রাত্রিযোগে তাহার বাটীতে পড়িয়া অন্য কোন দ্রব্য না লইয়া কেবল হাজার পাঁচেক টাকা লইয়া গিয়াছে। ইহাতে তৎপ্রদেশের চতুর্দ্দিকের পুলিশের দারোগারা আসিয়া অনেক তদারক করিতেছে তথাপি ডাকাইতেরা ধরা পড়ে নাই।

বাঙ্গালবাঙ্ক।

শ্রীযুত আলেক্সান্দর কলবিন সাহেব ও শ্রীযুত হিণ্ড হোপ সাহেব বাঙ্গালবাঙ্কের অধ্যক্ষ ছিলেন তাঁহারা দুই জন আপন পদত্যাগ করিয়াছেন। সেই পদে অন্য দুই জন নিযুক্ত হইবার কারণ ১৫ দিসেম্বর শুক্রবারে সকল অংশী একত্র হইয়া দশ ঘণ্টার সময় ইস্তক দুই প্রহর তিন ঘণ্টাপর্য্যন্ত গুলিবাঁট হইবেক।

জাহাজ আমদানী।

দুই জাহাজ ২৪ জুন ও ১১ জুলাই তারিখে লণ্ডনশহর ছাড়িয়া গত সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতায় পঁহুছিয়াছে। এবং অন্য এক জাহাজ ৪ জুলাই তারিখে লিবরপুল ছাড়িয়া কলিকাতা পঁহুছিয়াছে এবং ফ্রান্স দেশহইতে দুই জাহাজ কলিকাতা আসিয়াছে এই জাহাজদ্বারা সমাচার পাওয়া গেল যে ডেবরিনকোম্পানির এক জাহাজ ফ্রান্স দেশহইতে আসিতেছে।

সমাচার দর্পণ।

ওপদেশক।

ইংল্লণ্ড দেশে এক জন ওপদেশক এই বৎসর মরিয়াছে তাহার মাসিক বেতন প্রায় আট টাকা ছিল পরে বারো টাকা হইল। সে এক স্থানে ষাটি বৎসরপর্য্যন্ত বাস করিল। সে বিবাহ করিয়া চারি সন্তান জন্মাইল ও সে আপন মাতাকে কবর দেওয়াইল। অপর আপন পিতাকে পুনর্ব্বার বিবাহ দিল পরে আপন পিতাকে কবর দিল সে আপন স্ত্রীর জন্ম সময়ে আপনি সেই ঘরে ছিল এবং সে আপন চারি সন্তানকে আপনি বিবাহ দিল। ও ছিয়ানব্বই বৎসর বয়সের সময়ে মরিয়া আট হাজার টাকা রাখিয়া গেল।

জাহাজের অধ্যক্ষ।

ইংগ্লণ্ডীয় বাদশাহের তাবৎ জাহাজের অধ্যক্ষ শ্রীযুত সর হেনরি ব্লাকওদ সাহেব গত বৃহস্পতিবারে কলিকাতা পঁহুছিয়াছেন। এবং উঁহার সম্ভ্রমের কারণ তোপ হইয়াছে। তিনি শ্রীশ্রীযুতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গত শনিবারে বহরমপুর প্রস্থান করিয়াছেন। বাদশাহের জাহাজের অধ্যক্ষ প্রায় কখন বাঙ্গালা দেশে আইসে না। তাহার নিযুক্ত স্থান মন্দরাজ যেহেতুক যুদ্ধ জাহাজের স্থান সেখানে। এই অধ্যক্ষ সাহেব কেবল শ্রীশ্রীযুতের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত এই দেশে আসিয়াছেন।

বাজি।

মোকাম কলিকাতায় এক সাহেব বাজি রাখিয়াছিলেন যে পাঁচ ঘোড়ার ডাকে পচিশ ক্রোশ পথ চারি ঘণ্টাতে চলিবেক। তাহাতে গত সোমবারে চানক ও কলিকাতার রাস্তাতে সেই সাহেব বার মিনিট কম চারি ঘণ্টাতে পচিশ ক্রোশ পথ চলিয়াছে।

ঘোড়া হারান।

কলিকাতার জানবাজারে এক সাহেব গত ২৭ নবেম্বর তারিখে এক ঘোড়া ধরিয়াছেন তদবধি সে ঘোড়া আপন স্থানে রাখিয়া খোরাক দিতেছেন অতএব সে ঘোড়া যাহার হয় তিনি তাহার প্রমাণ দিয়া ইস্তাহারের খরচ ও এলাগাদের খোরাকী ও সহিসের মাহিনা দিয়া লইয়া যাবেন।

ইংগ্লণ্ডের রাণী।

যাঁহারা গত মাসের ইংগ্লণ্ডের সমাচার পত্র পড়িয়াছেন উঁহারা অবগত আছেন যে ইংগ্লণ্ড দেশের শ্রীশ্রীমতী রাণীর বিবরণে সে পত্র পরিপূর্ণ। সকলের ভ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্তে আমরা তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিতেছি।

তৃতীয় জর্জের মরণের পূর্ব্বে পাঁচ বৎসর এই রাণী যুবরাজের ভার্য্যা হইয়া আপন দেশ ত্যাগপূর্ব্বক ইতালি দেশে বাস করিতে গেলেন। ইতালি দেশের লোকেরা স্বাভাবিক অবিশ্বস্ত ও কুক্রিয়ারত কিন্তু যুবরাজের ভার্য্যা তাহারদের দেশে বাস করণ সময়ে সুতরাং তাহারদের জন কএককে চাকর রাখিয়াছিলেন। তাহারা কোন বিষয়ে রাণীর প্রতি ক্রোধ করিয়া তাহার অপবাদ করিয়াছে গত ২৯ জানুআরিতে তৃতীয় জর্জ মরিলেন। এবং এই যুবরাজ রাজা হইলেন ও তাহার ভার্য্যা সুতরাং রাণী হইলেন। পরে এই সকল অপবাদ শুনিয়া রাজা ও তাহার ওজীরেরা রাণীকে তাহার পদে স্বীকার করিলেন না এবং প্রত্যেক গির্জা ঘরেতে রাণীর নামে যে প্রার্থনা হয় তাহা রাজা আপনি নিবারণ করিলেন। ইহা শুনিয়া রাণী ইতালি দেশহইতে ইংগ্লণ্ড দেশে আসিতে নিশ্চয় করিলেন কিন্তু স্বদেশে যে অখ্যাতি হইয়াছিল তাহাতে যেং দেশ দিয়া আইলেন সে সকল দেশে তিনি অখ্যাতি পাইলেন। রাণী ফ্রান্স দেশে পঁহুছিলে রাজার ওজীরেরা তাহার নিকটে ওকীলদ্বারা কহিয়া পাঠাইলেন যে তুমি ইংগ্লণ্ডে না আসিয়া যদি অন্য দেশে বাস কর তবে তোমার যথেষ্ট মশাহরা দেওয়া যায়। রাণী সে কথা হেয়জ্ঞান করিয়া ইংগ্লণ্ডে আইলেন ও কহিলেন যে যদি আমি নির্দ্দোষী হই তবে আমাকে আপন পদ দেও যদি তাহাতে সন্দেহ থাকে তবে এই বিষয়ে মোকদ্দমা কর। ইহাতে ওজীরেরা মোকদ্দমাতে প্রবৃত্ত হইয়া কুলীনেরদের সভাতে রাণীর নামে নালিস করিল কিন্তু লোকেরদের সভার ইচ্ছা হইল যে কোন প্রকারে এই মোকদ্দমা না হয় কেবল আপোসে এই বিরোধ নিষ্পত্তি হয়। এই নিমিত্ত এই বিষয়ে এক দরখাস্ত তাহারা রাণীর নিকটে পাঠাইল। রাণী আপনার তরফ দুই ওকীল পসন্দ করিলেন ও রাজাও আপনার তরফ দুই জন ওকীল পছন্দ করিলেন এই চারি জন ওকীলের পরস্পর কথোপকথন অনেক দিনপর্য্যন্ত হইল কিন্তু সকল নিষ্ফল। তথাপি লোকেরদের সভা আপনারদের ইচ্ছা ছাড়িল না। এবং পুনর্ব্বার রাণীর নিকটে ঐ রূপ দরখাস্ত করিল তাহাতেও কিছু সিদ্ধ হইল না।

গত বুধবার যে জাহাজ ইংগ্লণ্ডহইতে আইল তাহার দ্বারা ১৩ জুলাইপর্য্যন্তের সমাচার জানা গিয়াছে সে সমাচার দ্বারা বোধ হয় যে এক মোকদ্দমা ব্যতিরেকে এ কর্ম্ম নিষ্পত্তি হইবে না। রাণী কহেন যে আমি এ বিষয়ের কিছুই আদি

কাবং অ িার আমার উপর দেওয়া গিয়াছে সে তাবৎ মিথ্যা মোকদ্দমাতে আমার কোন ভয় নাই বং মোকদ্দমা হ ইলে আমার নির্দ্দোষতা প্রকাশ হইবেক। কিন্তু রাণী এই বিষয়ে দুই মাস মেয়াদ চাহিয়াছেন যেহেতুক ইতালি দেশহই তে এই বিষয়ের সাক্ষিপ্রভৃতি আনিতে হ ইবেক তাহাতে দুই মাস বিলম্ব অবশ্য হইবেক।

এ অতি গৌরব বিষয় ও ইংগ্লণ্ড দেশের তাবৎ লোকের মন তাহার উপরে সর্ব্বদা আছে। প্রায় তিন শত বৎসর হইল এ কর্ম্ম মোকদ্দমা ইংল্ণ্ড দেশে হয় নাই।

বাদশাহের মুকুট ধারণ।

শেষ সমাচারে জানা গেল যে ১ আগ ষ্ট ইংগ্লণ্ড দেশের বাদশাহের মুকুট ধারণের দিন স্থির হইয়াছে। তাহাতে আট লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা সর্ব্বাগ্রহইতে ব্যয় হইবেক এবং কুলীনেরাও অন্য ২ অনেক লোকেরাও নিজহইতে তদধিক ব্যয় করিবেক। এমত ঘটার ক্রিয়া ইংগ্লণ্ড দেশে আর নাই তাহাতে কুলীনেরা ও অন্যং সম্ভ্রান্ত লোকেরা ঐকত্র হইয়া ঐ মুকুটধারণের উৎসব দেখিবেন। এবং সেকালেও বাদশাহ দিব্য করিবেন যে আয়িনের বিপরীত কোন কর্ম্ম করি বেন না।

আওরঙ্গজেব বাদশাহের পূর্ব্ব কথা।

ইহার বালককালে মহীওদ্দীন মহম্মদ নাম ছিল। এক দিবস তাঁহার পিতা শাহজাহাঁ বাদশাহ মেহলার উপরে বসিয়া হস্তী যুদ্ধ দেখিতেছিলেন ঐ দালানের দ্বিতীয় মহলে বসিয়া বাদশাহজাদারা কৌতুক দেখিতেছিলেন এই কালে হস্তী সকল অতিমত্ত হইয়া বড় যুদ্ধ করিতে লাগিল। ইহাতে তাঁহার পিতা শাহজাহাঁ বাদশাহ আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ দারাসিকোকে ডাকাইয়া লইলেন। মহীওদ্দীন মহম্মদ বারাণ্ডাতে দাঁড়াইয়া কৌতুক দেখিতেছিলেন ইত্যবসরে এক মত্ত হস্তী হামলা করিয়া মহীওদ্দীন মহম্মদকে শুণ্ডে জড়িয়া লইল তৎক্ষণে মহীওদ্দীন মহম্মদ কিছু উপায় না পাইয়া কোমরের খঞ্জর লইয়া ঐ হাতির কণ্ঠদেশ বিদারিণ করিয়া আপন প্রাণ রক্ষা করিলেন তৎপ্রযুক্ত তাহার পিতা শাহজাহাঁ বাদ শাহ অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আও রঙ্গজেব খেতাব দিলেন। পরে বাদশাহ হইলে তাহার নাম আলমগীর হইল। আর যখন এই আওরঙ্গজেব দক্ষিণ দেশে গিয়াছিলেন তখন সৈন্য খরচের কারণ এক গুজরাতি মহাজনহইতে অনেক টা কা কর্জ লইয়াছিলেন সে কর্জের তমসুক লেখা গেল সেই তমসুকে খাতক বাদশাহ হইলেন। পূর্ব্বে মহাজনের নামের নীচে খাতকের নাম লিখা যাইত এই রীতি ছিল বাদশাহের নাম নীচেতে লিখা উপযুক্ত নয় অতএব এই তমসুকে খাতকের নাম মহাজনের নামের উপরে লিখা গেল তদবধি ফারিক্তি তমসুক লিখার এই ধারা হইল। আর তখন এমনি মহাজন ছিল যে ঐ মহাজন ঐ টাকার মধ্যে কেবল এই বাদশাহের অঙ্গুলী এক রকম কোটি টাকা দিয়াছিল।

বাজার ভাও।

জিনিস	মোন	অবধি	পর্য্যন্ত
সুপারি	১	৫॥০	৫॥৶
ভেরেণ্ডা তৈল	১	১৯	২০
গাছ মরিচ	১	৩	৪।০
নারিকেল তৈল	১	১৪	১৪॥
তুলা কাছোড়া	১	০	০
আদা রঙ্গপুর	১	২॥	২॥৵
পাটনাই আদা	১	২	২৵
চালু পাটনাই	১	২॥৶	২৸৴
পাছড়ি উত্তম	১	২।৴	২৵
পাছড়ি মধ্যম	১	২৶	২।০
মুগী উত্তম	১	১৸৴	১৸৵
মুগী মধ্যম	১	০	
বালাম	১	০	০
দুধ্য গোম	১	১।	১।৴
পাটনাই বুট	১	১॥	১॥৴
অড়হর ডালি	১	১॥৵	১॥৶
উত্তমগাওয়া ঘৃত	১	২০	২১
মধ্যম ঘৃত	১	১৬	১৮
ভৈসা ঘৃত	১	১৭॥	১৮
মধ্যম ভৈসা	১	১৬॥	১৭
মোমবাতী	১	৫৯	৬১
মিছরি উত্তম	১	১৬	০
মিছরি মধ্যম	১	১৩	১৪
দোবরা উত্তম	১	৯	৯৵
মধ্যম	১	৫॥০	৬।
চিনি কাশীর	১	৯।০	৯॥
মধ্যম	১	৮	৮॥০
খার চিনী	১	৩।০	৪
তেতুল	১	৬০	৸৴
তামাকু	১	৪॥০	৭
চন্দন	১	১৪	১৬॥০

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুর ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয় ॥ যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে ২ কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসেং এক টাকা যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকটে কাগজ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাহার নিকটে পাঠান যাইবেক।

সমাচার দর্পণ

[illegible] সংখ্যা। শনিবার। ১৬ ডিসেম্বর সন ১৮২০। ৩ পৌষ সন ১২২৭॥

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তমিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা আট আনা প্রিমিয়ম। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা প্রিমিয়ম।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

১৬	ডিসেম্বর	শনিবার	৩	পৌষ
১৭	ঐ	রবিবার	৪	ঐ
১৮	ঐ	সোমবার	৫	ঐ
১৯	ঐ	মঙ্গলবার	৬	ঐ
২০	ঐ	বুধবার	৭	ঐ
২১	ঐ	বৃহস্পতিবার	৮	ঐ
২২	ঐ	শুক্রবার	৯	ঐ

সুপ্রিমকোর্টের ইস্তাহার।

সুপ্রিমকোর্ট হইতে ১২ ডিসেম্বর তারিখে ইস্তাহার প্রকাশ হইয়াছে যে শ্রীযুত কোওর শিবচন্দ্র রায় বাহাদুর ফরিয়াদী এবং ঠাকুরাণী দাসী ও অন্যং আসামী হইয়া যে সকল তালুক প্রভৃতি বিক্রয় করিতে সুপ্রিমকোর্টে ডিক্রী হইয়াছিল এবং ১৩ ডিসেম্বর তারিখে বিক্রয়ের ইস্তাহার দেওয়া গিয়াছিল সে সকল এখন বিক্রয় হইবেক না।

সমাচার দর্পণ।

শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব।

৩০ নবেম্বর তারিখে শ্রীশ্রীযুত ও শ্রীমতী তাহার ভার্য্যা মোং বুরুহানপুর ঘাটে পঁহুছিলেন ও শ্রীযুত রিবেন্স সাহেবের ঘরে রহিলেন তারপর দিন প্রাতঃকালে অযোধ্যার বাদশাহের নবাব নাজীর সাহেব শ্রীশ্রীযুতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইলেন তাহার পর কোম্পানির প্রধান চাকরেরদিগকে শ্রীশ্রীযুত সাক্ষাৎ দিলেন। ২ তারিখ শনিবার শ্রীশ্রীযুত শ্রীযুত রিবেন্স সাহেবের ঘরহইতে মোং বামুনিয়ায় আপন ছাউনিতে গেলেন ও যাইবার কালে শ্রীশ্রীযুত নবাব নাজীর সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার ঘরে গেলেন।

গত সপ্তাহে আমরা জানাইলাম যে বাদশাহের আদালতের অধ্যক্ষ শ্রীযুত সর হেনরি ব্লক জজ সাহেব মোং কলিকাতা পঁহুছিয়া শ্রীশ্রীযুতের সাক্ষাৎ কারণ ডাকে গেলেন। ঐ সাহেব ৩ ডিসেম্বর শনিবার কলিকাতা ছাড়িয়া মোং হুগলিতে রাত্রি ক্ষেপণ করিলেন এবং রবিবার প্রত্যুষে হুগলি ছাড়িয়া রাত্রি দশ ঘণ্টার সময় বর্দ্ধমানে পঁহুছিলেন ও তথাকার জজ সাহেব অতিসমাদরপূর্ব্বক তাঁহার আতিথ্য করিলেন। সোমবার মোং কাশীমবাজারে পঁহুছিলেন সেখানকার বাণিজ্যের অধ্যক্ষ সাহেব অতিসমাদরপূর্ব্বক খানা করিলেন এবং তৎপ্রদেশের অনেকং সাহেব সেখানে আসিয়া মিলিলেন। তাহার পর দিন ঐ সাহেব মোং মুরশেদাবাদে পঁহুছিলেন এবং সেখানে শ্রীশ্রীযুত নবাব সাহেব তাহার কারণ অনেক উত্তম খানা প্রস্তুত করিলেন ও তাঁহার সম্ভ্রমের কারণ [illegible] দেড় শত সাহেব লোকেরদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া অনেক আমোদ করিলেন। এবং খানার পর নাচ ও বাজী অনেক প্রকার আমোদ হইল। পরে ৬ তারিখে ঐ সাহেব মোং সুতীতে শ্রীযুত বড় সাহেবের সহিত মিলিলেন ৭ তারিখে শ্রীশ্রীযুত ও ঐ সাহেব সকলে একত্র হইয়া বৈনাপুরে গেলেন ৮ তারিখে মোং ফরক্কাবাদ নামে এক গ্রামে গেলেন ৯ তারিখে মোং উদোনালা পর্য্যন্ত গেলেন এবং সেখানে তাহারা কথক দিন থাকিলেন যেহেতুক সে স্থানকার এক মৃগয়া স্থান।

কাশ্মীর দেশ।

কাশ্মীর দেশহইতে সমাচার আসিয়াছে যে সেখানে শ্রীযুত রণজিৎসিংহ বাহাদুরের অধিকার দৃঢ় হওয়াতে রাজশাসন অতিসুন্দররূপ হইতেছে তাহাতে তথাকার প্রজা লোক অতিসুখে কালক্ষেপ করিতেছে। পূর্ব্বে মুসলমানেরদের অধিকার কালে শালিত ও ধোবা ও সূত্রধর ও কর্মকার প্রভৃতি জাতির আপনং ব্যবসায়ের উপরে মাসুল দিতে হইত কিন্তু এখন শ্রীযুত রণজিৎসিংহ তাহা একবারে উঠাইয়া দিয়াছেন। এবং সে দেশে যত লোকেরদের নগদ বৃত্তি ও ভূমি বৃত্তি ছিল সে সকল এককালে বন্ধ করিয়াছেন। তাহারা সকলে দরখাস্ত করিয়াছিল তাহাতে রণজিৎসিংহ আজ্ঞা করিয়াছেন যে তোমারা সকলে এ

কত্র আমার নিকটে আইস আমি বিবেচনা করিয়া বুঝিব যে উপযুক্ত পাত্র হইবেক সে অবশ্য বৃত্তি পাইবেক।

সেইং বৃত্তিগ্রাহক লোকেরদের মধ্যে অনেক মুসলমান হিন্দু ব্রাহ্মণ অল্প তাহার মধ্যে যে ব্রাহ্মণ বিদ্যাবান ও শিষ্যেরদিগকে অধ্যাপনা করেন ও অধ্যাপনার্থে ব্যয়াধিক্য করেন তাহারদের বৃত্তি বিবেচনা করিয়া খালাস দিয়াছেন।

এবং শ্রীযুত রণজিৎসিংহের মাতা মার্ত্তণ্ডতীর্থ দর্শনার্থে গিয়াছিলেন তাহাতে কাশ্মীর দেশে যত ঘর ব্রাহ্মণ আছেন তাঁহারদের প্রতিঘরে পঞ্চাশং টাকা করিয়া বিতরণ করিয়াছেন। কাশ্মীর দেশে অনুমান দুই লক্ষ ঘর ব্রাহ্মণ আছেন।

আরো সমাচার আসিয়াছে যে পূর্ব্বে কাশ্মীর দেশে অনেক লোকের জ্বর ও ভু-মুন হইয়াছিল তাহাতে কোন লোকের ব্যাঘাত হয় নাই কিন্তু তাহার পর গত চৈত্র ও বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এই তিন মাস সেখানে ওলাওঠা রোগ হইয়া তথাকার অর্দ্ধেক লোক মারা পড়িয়াছে।

মুরশেদাবাদ।

৩ দিসেম্বর তারিখের পত্রের দ্বারা সমাচার জানা গেল যে মোং মুরশেদাবাদে অনেক রোগ বৃদ্ধি হইয়াছে এবং পুনর্ব্বার ওলাওঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে এখন সে কম হইয়াছে কিন্তু এতদ্দেশীয় লোকেরদের মধ্যে জ্বর অদ্যাপি আছে।

হসিংহাবাদ।

গত ১৮ আক্টোবর তারিখে যখন সকল সৈন্যেরা হসিংহাবাদে ছিল তখন ইমামবক্স ও শেখ নেয়ামতুল্লা হাওলদার ও মহম্মদ আলী এই তিন জন মুসলমান সিপাহী অন্যাং মুসলমান সিপাহীরদের সহায়তা পাইয়া হিন্দু লোকেরদের অসংভ্রম করিবার নিমিত্তে ঐ তারিখে মহরম কালে আপনারদের মুসলমানের চাওনিতে এক গরু জবাই করিয়াছিল। এবং ইমামবক্স এই ক্রিয়ার কতক দিন পূর্ব্বে আপন সেনাপতি শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ত কাম্বেল সাহেবের নিকটে গিয়া গরু মারিবার নিমিত্ত নিবেদন করিয়াছিল কিন্তু কি নিমিত্ত ও কোন সময়ে গরু মারিবেক তাহা কিছু সাহেবের নিকটে কহে নাই। ইহাতে সাহেব বিশেষ না জানিয়া আপনি সম্মতি দিয়াছিলেন। শেখ নেয়ামতুল্লা ঐ গরু কিনিয়াছিল ও মহম্মদ আলী এই সকল অসংভ্রম ক্রিয়াতে তুষ্ট না হইয়া ঐ গোরক্ত এক বন্দুকের উপরে লাগাইয়াছিল। এই সকল বৃত্তান্ত যখন শ্রীশ্রীযুতের নিকটে পঁহুছিল তখন মোকাম হসিংহাবাদে এই বিষয় মোকদ্দমা করিতে সেখানকার অধ্যক্ষেরদিগকে আজ্ঞা দিলেন এবং মোকদ্দমা হইলে সেই তিন জন মুসলমান দোষী নিশ্চয় হইল এবং শ্রীশ্রীযুতের আজ্ঞানুসারে তাহারদের এই শাস্তা হইল যে ইমামবক্স ও শেখ নেয়ামতুল্লা কোম্পানির চাকরি হইতে অত্যন্ত অসংভ্রমপূর্ব্বক বিদায় হইল। এবং মহম্মদ আলী যে বন্দুকের উপরে গোরক্ত দিয়াছিল সেই বন্দুকের উপরে তাহাকে বান্ধিয়া পাঁচ শত বেত মারিয়া কোম্পানির চাকরিহইতে দূর করিয়া দিল।

বালকের জুয়াচুরি।

গত সপ্তাহে মোং কলিকাতার বড়বাজারে পাঁচ সাত জন বালক একত্র হইয়া খেলা করিতেছিল তাহার মধ্যে দুই বালকের ভালো পোশাক আরং বালকেরদের গরীবের মত পোশাক। দৈবাৎ এক বিবি কোন সওদা করিবার কারণ ঐ বাজারে আইল এবং পালকীহইতে নামিয়া জিনিস দেখিয়া বেড়াইতেছে এই সময়ে ঐ ধূর্ত্ত বালকেরা আপনা আপনি মারামারি করিতে লাগিল। পরে এক গরীব বালক মারি খাইয়া দৌড়িয়া ঐ বিবির এক পার্শ্বে লুকাইয়া রহিল।

তাহাতে বিবি দয়াযুক্ত ঐ ক্ষুদ্র বালককে দূর করিয়া না দিয়া ক্ষণেক আশ্বাস দিয়া অন্য বালকেরদিগকে ধমকাইয়া কহিল যে তোমারদের এইক্ষণে পুলিসে পাঠাইতেছি। ইহা শুনিয়া ঐ সকল বালকেরা পলাইয়া গেল। অনন্তর ঐ জুয়াচোর বালক আপনার কোমরহইতে কাঁইচী লইয়া ঐ বিবির কাপড়ে যে টাকার থৈলে ছিল তাহা কাটিয়া বেবাক টাকা লইয়া বিবিকে কহিল যে তাহারা কোথা গেল যদি তাহারা আমাকে দেখে তবে আমাকে পুনর্ব্বার মারিবে। বিবি কহিল যে তাহারা এখানহইতে গিয়াছে তুমি অন্য পথে যাও। পরে ঐ ধূর্ত্ত বালক ঐ ছল করিয়া টাকা লইয়া পলাইল। অনন্তর বিবি জিনিস খরিদ করিয়া টাকা দিবার সময় আপন জেবে হাত দিয়া দেখিল যে টাকা নাই এবং আপন জেব কাটা। ইহাতে অনুমান করিল যে ঐ বালক জুয়াচুরি করিয়াছে।

ডাকাইতি।

মোং সুখসাগরের উত্তর পূর্ব্ব কোণে গৌড়পাড়া নামে গ্রামে গত সপ্তাহে

ডাকাইতি হইয়াছিল তাহার মধ্যে এক জন ধরা পড়িয়াছে আর ডাকাতিরদের তদারক হইতেছে।

মোং হুগলির নিজ পশ্চিম এক ক্রোশ অন্তরে খমনা বাজার নামে গ্রামে এক মোল্লার বাটীতে গত সপ্তাহে ডাকাতি পড়িয়া অনেক জিনিস পত্র ও নগদ টাকা লইয়া গিয়াছে সেই অঞ্চলের দারোগা আসিয়া তাহার তদারক করিতেছে নিশ্চয় কিছুই হয় নাই।

যাবা ওপদ্বীপ।

আমরা শুনিতে পাইতেছি যে যাবা ওপদ্বীপের ওপরে যত আফীমের ক্ষেত্র আছে সে সকল এক জন আরমাণী নব্বই হাজার টাকা মাসে ইজারা করিয়া লইয়াছে। সে ব্যক্তি পূর্ব্বে সন্ধান পাইয়াছিল যে এই বৎসর আফীমের দ্বিগুন খরচ হইবেক কিন্তু সে মিথ্যা এবং অনুমান হয় যে তাহার নোকসান হইবেক এবং আফীমের বিষয় আরো শুনা যাইতেছে যে মালোয়া দেশে যে আফীম জন্মে তাহার খরিদের বিষয় সে দেশের অধিপতি শ্রীশ্রীযুত সিন্ধিয়া মহারাজ কলিকাতার শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেবের সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

নবাব দিলাবর্জঙ্গ।

১৯ নবেনম্বর তারিখে মুরশেদাবাদের মধ্যে মোকাম নাওশাকে ময়মিনল মুলক নবাব দিলাবর্জঙ্গ বাহাদুর মরিয়াছেন তিনি মোকাম কলিকাতাতে চিতপুরের নবাব নামে খ্যাত ছিলেন। তাহার পিতার নাম মহম্মদ রেজাখাঁ মুজফ্ফরজঙ্গ তিনি হেষ্টিংস সাহেবের আমলে বাঙ্গালা ও বেহার ও ওড়িস্যার নাএব নাজীম ছিলেন। এবং নবাব মুবারকদ্দৌলার নাএবও ছিলেন।

দীর্ঘায়ু।

ইঙ্গ্লণ্ড দেশের এক কবরস্থানেতে এক জনের কবরের ওপরে এই খোদা আছে যে তিনি সাতানব্বই বৎসরবয়স্ক হইয়া মরিলেন তাহার প্রথম স্ত্রীতে আটাইশ সন্তান হইয়াছিল এবং তাহার দ্বিতীয় স্ত্রীতে সত্তর সন্তান হইয়াছিল তাহার মরণ সময়ে তাহার পঁয়তাল্লিশ সন্তান ছিল। এবং তাহার পৌত্র ও পৌত্রী সাতানব্বই ছিল এবং প্রপৌত্র প্রপৌত্রীতে মিলিয়া সর্ব্বসুদ্ধ দুই শত পঁয়ষট্টি সন্তান রাখিয়া মরিয়াছে।

ইঙ্গ্লণ্ড দেশের পাঠশালা।

ইঙ্গ্লণ্ড দেশে গত বৎসরে নানা পাঠশালাতে বালক বালিকাতে নয় লক্ষ জন পড়িয়াছে। ইংগ্লণ্ডের লোকসংখ্যা পঁচানব্বই লক্ষ তাহার মধ্যে দরিদ্র লোক সাড়ে আট লক্ষ।

চীন দেশ।

শেষ সমাচারদ্বারা জানা গেল যে চীন দেশের বাদশাহ মরিয়াছেন এখন তাহার পদে কে বসিবে তাহার নিশ্চয় নাই তাহার দ্বিতীয় কিম্বা তাহার তৃতীয় পুত্র বসিবেক।

খুন ধরা।

ইংগ্লণ্ড দেশে এক জন ওপদেশক যে গ্রামে ওপদেশ দিবেক সেই গ্রামে প্রথম পঁহুছিলে সে কবর স্থানে গেল এবং সেখানে দেখিল যে কবরখনক ব্যক্তি এক নূতন গর্ত্ত করিবার নিমিত্ত মৃত্তিকা তুলিতেছে ও ঐ মৃত্তিকার সহিত একটা মনুষ্যের মাথা ওঠিল। ওপদেশক দেখিল যে তাহার মধ্যে একটা প্রেক আছে। পরে এই কথা প্রকাশ না করিয়া ঐ প্রেক আপন থলিতে রাখিল অপর ঐ মৃত্তিকা খনক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিল যে এ পুরুষকে তুমি চিন। মৃত্তিকাখনক কহিল যে হাঁ এই ব্যক্তি আমার এক মিত্র ছিল। ওপদেশক জিজ্ঞাসা করিল যে এ ব্যক্তি কি প্রকারে মরিল। সে কহিল যে রাত্রিতে ভালোরূপে শয়ন করিল কিন্তু প্রাতঃকালে তাহাকে মৃত পাওয়া গেল আর কোন বিশেষ নাই। পরে ওপদেশক জিজ্ঞাসা করিল যে ইহাতে কাহারো মনে কিছু সন্দেহ হইয়াছিল। তাহাতে সে কহিল যে না সন্দেহের বিষয় কি কিন্তু তাহার পর দিনে তাহার স্ত্রী পুনর্ব্বার বিবাহ করিল ইহাতে আমারদের মনে বড় ভাল লাগিল না। পরে কিছু দিনের পর ওপদেশক ঐ স্ত্রীর ঘরে গেল ও অনেক কথোপকথনের পর আপন থৈলীহইতে ঐ প্রেক বাহির করিয়া ঐ স্ত্রীকে দেখাইল। তাহাতে ঐ স্ত্রী ওপদেশকের নিকটে আত্ম দোষ সকল স্বীকার করিল ও অনেক প্রকার বিনয়পূর্ব্বক ক্ষমা চাহিল। এই ক্রিয়া ত্রিশ বৎসরের পর প্রকাশ হইল।

ঘড়ী চুরির সাজা।

যখন ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যেরা বোনাপার্ত্তকে জয় করিয়া ফ্রান্স দেশে কএক বৎসর বসতি করিল তখন এক জন ইংগ্লণ্ডীয় সিফাহী এক ফরাশিষের ঘড়ী চুরি করিল সে তখনি নালিস করিয়া তাহার দোষ

সমাচার দর্পণ।

নিশ্চয় করিল তাহাতে পর দিন প্রাতঃকালে চারি ঘণ্টার সময়ে তাহাকে গুলি মারিতে আদালতের হুকুম হইল পর দিবস অতিপ্রত্যূষে সকল সৈন্য মাঠে একত্র হইল। তাঁহার দোষ ও তাহার দণ্ড তাহার সম্মুখে পাঠ করা গেল। ও মৃত্যুর চিহ্ন কৃষ্ণবর্ণ পতাকা উড়ান গেল এবং একবারমাত্র হুকুমের অপেক্ষা রহিল ইত্যোমধ্যে সকল সৈন্যের সেনাপতি শ্রীযুত ডুক বেলিঙ্গন সাহেব তাহারদের সম্মুখে দৌড়িয়া গিয়া এক মিনিট বিলম্ব করিতে হুকুম দিলেন এবং দোষী ব্যক্তিকে এই রূপ কথা কহিলেন যে তুমি ঈশ্বর ও সম্ভ্রম ও মনুষ্যের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছ মৃত্যু তোমার সম্মুখে এবং অল্প ক্ষণ পরে তুমি আপন ঈশ্বরের আদালতে পঁহুছিবা কিন্তু যে ব্যক্তির দোষ করিয়াছ সেই ব্যক্তি তোমার নিমিত্ত ক্ষমা চাহিতেছে তুমি এক যোদ্ধা ও সাহসী এবং এখনপর্য্যন্তও শিষ্টাচার করিয়াছ তুমি ঈশ্বরের সম্মুখে আছ কহ তোমার মনে কি লাগে। দোষী ব্যক্তি কহিল যে হে সেনাপতি তুমি গুলি মারিতেছেও যখন যোদ্ধা আপন নাক ফাড়াইয়াছে তখন পুনর্ব্বার কি আবশ্যক এবং আমার দোষে অন্য কেহ না পড়ে এই নিমিত্ত আমাকে বধ কর। সেনাপতি কহিল যে তুমি উত্তম কহিয়াছ তুমি আপন প্রাণ বাঁচাইয়াছ তোমার মরণহইতে তোমার এই বাক্যেতে সৈন্যেরদের অধিক উপকার হইবেক অপর সৈন্যেরদের প্রতি মুখ ফিরাইয়া সেনাপতি কহিল যে ইহা মনে রাখ ও মান হানি ভয়েতে তোমরা অভদ্র কর্ম্ম ত্যাগ কর।

ইতিহাস।

মিথিলা দেশে নীলাম্বর নামে এক ছাত্র সেখানকার এক অধ্যাপকের নিকটে ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এক দিন তিনি নিকটবর্ত্তি এক কলুর বাটীতে তৈল আনিতে গেলেন। ঐ কলুর ঘানিতে যোড়া এক গরু ঘুরিতেছে ও তাহার গলদেশে দোলায়মান এক ঘণ্টার শব্দ হইতেছে। তাহা দেখিয়া বিদ্যার্থিতিক ছাত্র কলুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে কিকারণ এই গরুর গলদেশে ঘণ্টা বন্ধা আছে। তাহাতে কলু উত্তর করিল যে আমি একাকী এই গরু তাড়াইবার অবকাশ হয় নাই অন্যং কর্ম্মে আবদ্ধমনস্ক থাকি ঐ ঘণ্টার শব্দেতে জানিতে পারি যে গরু চলিতেছে এবং যখন ঘণ্টার শব্দ না হয় তখন বুঝিতে পারি যে গরু দাঁড়াইয়া আছে চলে না তখন আমি গিয়া গরু তাড়াইয়া ঘানি চালাই এই রূপে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করি। ইহা শুনিয়া নীলাম্বর কহিলেন যে ভাল যদি ঐ গরু এক স্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া কেবল আপন গলদেশ চালন করে তাহাতেও ঘণ্টার শব্দ হইতে পারে তাহাতে কি রূপে তুমি জানিতে পারিবা। ইহা শুনিয়া কলু উত্তর করিল যে হে মহাশয় আপনকার মেধাতে ন্যায়শাস্ত্র পড়িয়া স্থূলবুদ্ধি হইয়াছেন [illegible] গরু ন্যায়শাস্ত্র পড়ে নাই অতএব কি রূপে এমত বুদ্ধি পাইবেক। এই উপযুক্ত উত্তর শুনিয়া নীলাম্বর অতিসন্তুষ্ট হইলেন।

বাজার ভাও।

জিনিস	মোন	অবধি	পর্য্যন্ত
সুপারি	১	৫॥০	৫॥৶
ভেরেণ্ডা তৈল	১	১১	১০
গোল মরিচ	১	৩	৪॥০
নারিকেল তৈল	১	১৪	১৪॥
সুলা কাছোতা	১	০	০
আদা রঙ্গপুর	১	২॥	২॥৶
পাটনাই আদা	১	২	২৶
চালু পাটনাই	১	২॥৶	২৬
পাছড়ি উত্তম	১	২॥৵	২॥৶
পাছড়ি মধ্যম	১	২৶	২।০
মুগী উত্তম	১	১৵	১৶
মুগী মধ্যম	১	০	
বাদাম	১	০	০
দুধে পোস্ত	১	১।	১৵
পাটনাই কুট	১	১৶	১॥
অড়হর ডালি	১	১॥৵	১॥৶
উত্তম গাওয়া ঘৃত	১	২০	২১
মধ্যম ঘৃত	১	১৯	১৮
ভৈষা ঘৃত	১	১৭	১৭॥
মধ্যম তৈল	১	১৬॥	১৭
[illegible]	১	৩৩	৩১
মিছরি উত্তম	১	১৪	০
মিছরি মধ্যম	১	১৫	১৪
দোবরা উত্তম	১	৬	৬৷০
মধ্যম	১	৫॥৮	৬৭
চিনি কাশীর	১	৯৷০	১০
মধ্যম	১	৮	৮॥০
খাঁড় চিনি	১	৩।৭	৪
তেঁতুল	১	৫	৫৶
তামাকু	১	৪॥৮	১৭
চন্দন	১	১৪	১৬॥৮

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আকাঙ্ক্ষা হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে পাইবেন কিম্বা তাঁহার নিকটে [illegible] এক টাকা [illegible] যদি তাহার নিকটে [illegible] না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে [illegible] জানাইবেন।

সমাচার দর্পণ

১৩৬ সংখ্যা। শনিবার। ২৩ দিসেম্বর সন ১৮২০। ১০ পৌষ সন ১২২৭॥

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে ॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা আট আনা প্রিমিয়ম। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা প্রিমিয়ম।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

২৩	দিসেম্বর	শনিবার	১০	পৌষ
২৪	ঐ	রবিবার	১১	ঐ
২৫	ঐ	সোমবার	১২	ঐ
২৬	ঐ	মঙ্গলবার	১৩	ঐ
২৭	ঐ	বুধবার	১৪	ঐ
২৮	ঐ	বৃহস্পতিবার	১৫	ঐ
২৯	ঐ	শুক্রবার	১৬	ঐ

বাঙ্কনোট হারান।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে ৬৬৬৭ নম্বরের দুই শত টাকার এক কেতা বাঙ্কনোট হারাইয়াছে সে নোটের টাকা বাঙ্কে বন্দ হইয়াছে অতএব সে নোট যে কেহ পাইবেক সে শ্রীযুত মেস্তর এচ ওলিয়ম সাহেব সদর দেওয়ানী নেজামত আদালতে দাখিল করিবেক ও বখশীশ পাইবেক।

সমাচার দর্পণ।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

২৪ নবেম্বর সন ১৮২০ সাল।

শ্রীযুত জি জে মরিশ সাহেব সদরদেওয়ানী ও নেজামত আদালতের প্রথম পেস্কার হইয়াছেন এবং রিপোর্ট প্রস্তুত করিবার অধ্যক্ষ হইয়াছেন।

শ্রীযুত ই বরি সাহেব ঐকর্ম্মের দ্বিতীয় পেস্কার হইয়াছেন।

৮ দিসেম্বর সন ১৮২০ সাল।

শ্রীযুত দবলিও লম্বর্র সাহেব সদর দেওয়ানী ও নেজামত আদালতের প্রধান জজ হইয়াছেন।

শ্রীযুত স্মিথ সাহেব সদর দেওয়ানী ও নেজামত আদালতের ছোট জজ হইয়াছেন।

শ্রীযুত এম্ লা সাহেব বানারসের কোর্ট আপীল ও দায়রালের দ্বিতীয় জজ হইয়াছেন।

শ্রীযুত দবলিও সান্দস সাহেব বানারসের কোর্ট আপীল ও দায়রালের তৃতীয় জজ হইয়াছেন।

বড় আদালত।

সমাচার পাওয়া গেল যে শহর কলিকাতার বড় আদালত সন ১৮২১ সালের ৮ জানুআরি তারিখ সোমবারে খোলা যাইবেক।

নূতন কালেজ।

শ্রীযুত লর্ড বিশপ সাহেব মোং. কলিকাতার পশ্চিম পারে কোম্পানির বাগানের নিকটে এক কালেজ বসাইবেন তাহার কারণ ১৫ দিসেম্বর শুক্রবারে সেখানে অনেক ভাগ্যবান লোক ও শ্রীযুত জেম্‌স্ ষ্টুয়ার্ট সাহেব ও শ্রীযুত জেকাদম্স সাহেব ও শ্রীযুত মেজর জেনেরাল হার্দবিক সাহেব ও শ্রীযুত অতলী সাহেব ও তাঁহার পত্নী ও আরং ভাগ্যবান সাহেবেরদের বিবি লোক ও কলিকাতার অনেক উপদেশক সাহেব এই সকল লোক একত্র হইয়াছিলেন তৎকালে শ্রীযুত লর্ড বিশপ সাহেব যেং লোক এই কালেজের অনুষ্ঠাতা হইবেন তাহারদের কারণ পরমেশ্বর স্থানে প্রার্থনা করিলেন। পরে এক পিত্তলের পাত্র সন ও তারিখ ও রাজের নাম ও আরং বিষয় সকল খুদিয়া এক প্রস্তরের নীচে প্রথম ইষ্টক পুঁতিলেন।

ভাগীরথী।

এই বৎসর ভাগীরথীতে অন্য বৎসর হইতে অধিক জল আছে যেহেতুক এ সময়ে অন্য বৎসরে যে স্থানে বড় নৌকা ও বজরাপ্রভৃতি যাইতে পারিত না এ বৎসর অনায়াসে যাইতেছে।

নৌকা ডুবি।

শ্রীযুত কিং সাহেব ও শ্রীযুত লি সাহেব এই দুই সাহেব একত্র হইয়া জাহাজে আরোহন করিয়া সাগরে যাইতেছিলেন। গত রবিবারে এক নৌকারোহন করিয়া কিনারা আসিতেছিলেন এই সময় ঐ নৌকা বানে পড়িয়া উলটিয়া পড়িল তাহাতে দুই সাহেব মারা পড়িয়াছেন।

সমাচার দর্পণ।

খুন।

গত ৩০ নবেম্বর তারিখে মোং কলিকাতার এক সাহেবের চাকর খোদাবক্স নামে সে আপন মুনীবের নিকটহইতে মাহিনা লইয়া রাত্রে আপন ঘরে আসিতেছিল। মোকাম কলিঙ্গার বাজারে রহমত নামে এক জন আসিয়া তাহার মস্তকে এক রুলের আঘাত করিল তাহাতে সে অতিশয় কাতর হইয়া নিকটে দুই জন বারুই পানের দোকান উঠাইতেছিল তাহারদিগকে ডাকিল পরে তাহারা নিকটে আইলে ঐ রহমত তাহারদিগকে মারিতে উদ্যত হইলে তাহারাও পলাইল। পরে ঐ খোদাবক্স ঐ স্থানে কাতর হইয়া পড়িয়া থাকিল। এগার ঘণ্টা রাত্রির সময়ে চৌকীদার আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলে সে তাহাকে সকল বৃত্তান্ত কহিল ও তাহার বাটীতে সমাচার দিতে বলিল। পরে চৌকীদার তাহার বাটীতে সমাচার দিলে বাটীর লোক আসিয়া তাহাকে বাটী লইয়া গেল। তাহারপর দিবস তাহার মৃত্যু হইল ১০ দিসেম্বরে তাহার অদালত হইয়া রহমত দোষী হইল। এবং তাহাকে সদর অদালতে চালান করিয়াছে।

আশ্চর্য্য অনুমরণ।

মোং বড়াগ্রামের পদ্মলোচন বসুর পুত্র হরিশ্চন্দ্র বসু তাহার বয়ঃক্রম অনুমান সতর বৎসর সে ব্যক্তির মোং শাহপুরে বিবাহ হইয়াছিল তৎপ্রযুক্ত সে আপন শ্বশুরালয়ে কিছু দিন ছিল পরে অগ্রহায়ণ মাসের শেষে তাহার সেইখানে জ্বর হইয়াছিল সে জ্বর ক্রমে২ বৃদ্ধি পাইলে সে প্রায় সঙ্কটাপন্ন হইল তাহাতে তাহার আত্মীয় লোকেরা তাহাকে মোং চাতরা গ্রামে গঙ্গাতীরে আনিল সেখানে এক দিনমাত্র থাকিয়া তাহার পরলোক প্রাপ্তি হইল এবং তাহার দাহাদি ক্রিয়া করিয়া সকলে আপন২ বাটীতে গেল এবং তাহার শ্বশুর বাটীতে সমাচার পাঠাইল। সেখানকার লোকেরা তাহা শুনিয়া অনেক খেদ করিল কিন্তু তাহার স্ত্রীকে কিছু কহিল না। তাহার স্ত্রীর বয়ঃক্রম তের বৎসর সে আপন মাতাকে কহিল যে আমার প্রাণ কিরূপ করিতেছে তাহা আমি কহিতে পারি না আমার স্বামী জ্বরী হইয়া আপন বাটীতে গিয়াছেন আমিও সেখানে যাইয়া তাঁহার সেবা করিব অতএব আমাকে শীঘ্র সেখানে পাঠাও আমি অনুমানে বুঝিতেছি যে আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। ইহা কহিয়া সে স্ত্রী বড়াগ্রামে আসিয়া শুনিল যে তাহার স্বামির শব দাহাদি হইয়াছে। তাহাতে সে খেদান্বিতা হইল পরে সে আপন স্বামির একখান রেজাই লইয়া ৩ পৌষ শনিবার অনুমরণ করিয়াছে।

সিন্দ চুরি।

মোকাম পেঁড়ুয়া গ্রামে এক ঘর বর্দ্ধিষ্ণু মুসলমান বাস করে গত মাসে তাহার বাটীতে তিন জন চোর আসিয়া এক ঘরে সিন্দ দিয়া এক জন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল দুই জন সিন্দ মোহনায় রহিল। দৈবাৎ ঐ দিন সে বাটীর পুরুষেরা গ্রামান্তরে গিয়াছিল সে রাত্রিতে কেহ ঘরে ছিল না। ঐ চোর ঘরের মধ্য হইতে কতক২ জিনিস পত্র বাহির করিয়া বাহিরের দুই চোরের স্থানে দিতেছে এই সময়ে ঐ ঘরে এক স্ত্রী নিদ্রাভঙ্গ হইয়া চোরের সন্ধান পাইল ও আপনি উঠিয়া ঐ ঘরের কোণেতে এক কুড়ালি ছিল তাহা লইয়া ঐ চোরের উপরে আঘাত করিতে লাগিল। চোর তিন চারি আঘাত খাইয়া ভাগো২ আপন প্রাণ লইয়া পলাইল অধিক জিনিস লইতে পারিল না। পরে ঐ সকল চোরা জিনিস এক বানিয়ার নিকটে রাখিয়া পর দিন প্রাতঃকালে এক গরুর গাড়ী ভাড়া করিয়া তাহার উপরে আপনি সোয়ার হইল ও কাপড়ে আপন শরীর ঢাকিয়া আসিতেছিল। পরে তথা হইতে এক ক্রোশান্তরে মোকাম খন্যানের হাটখোলাতে পঁহুছিল। সেখানে এক জন থানার বরকন্দাজ তাহার মস্তকে টুপীর নীচে রক্তের দাগ দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল। তাহাতে তাহার কথার অন্যথা বুঝিয়া তাহার শরীরের কাপড় খুলিয়া দেখিল যে তাহার সর্ব্বাঙ্গে কুড়ালির আঘাতের দাগ ও রক্ত। পরে তাহাকে ও গাড়ীওয়ালাকে তৎক্ষণাৎ কএদ করিয়া সদরে চালান করিয়াছে।

বাণিজ্য।

গত সপ্তাহের মধ্যে তুলা একইশ
টাকা দামে কিছু বিক্রয় হইয়াছে। এব
আগিরাতে তিন টাকা দাম কম হইয়া
মৃজাপুরে দেড় টাকা বেশী হইয়াছে
বিক্রয় অনেক হইয়াছে সেখানকার আ
দানী লাগাদ ১৩ দিসেম্বর ৭৩৬৭৭ ম
হইয়াছে গত বৎসরে এমত হয় না
গত বৎসরে লাগাত ফিব্রুআরিতে
আমদানী হইয়াছিল।

নীল।

নীল এখন মোকাম কলিকাতা
অতিশয় বিক্রয় হইতেছে আমদানী হ
লে দুই দিনও থাকে না যমত আসি

সে সেই দণ্ডেই বিক্রয় হইতেছে দামও দিনে২ বৃদ্ধি হইতেছে এখন এক শত পচাশী টাকা দাম হইয়াছে লাগাদ ১৩ দিসেম্বর এক চল্লিশ হাজার এক শত তিপ্পান্ন মন আমদানী হইয়াছিল গত বৎসরে এমাসপর্য্যন্ত ৬১ হাজার মন আমদানী হইয়াছিল।

কাপড়। অন্যং কাপড় গত সপ্তাহে সমান দরে আছে কিন্তু এলাহাবাদের সানা কুড়িতে ৫ টাকা দাম বৃদ্ধি হইয়াছে।

চিনি ও সোরা। গত সপ্তাহের মধ্যে চিনী ও সোরা সমান মূল্যে আছে বিক্রয়ও অনেক হইতেছে।

শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব।

সকৃগালিহইতে ১৭ দিসেম্বরের এক পত্র আসিয়াছে তাহাতে জানা গেল যে শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব ৯ দিসেম্বরে ওদানালার অঞ্চলে স্বীকারে গিয়াছেন। ১২ দিসেম্বরপর্য্যন্ত সেইখানে ছিলেন। ঐ তারিখে অনেক পক্ষী স্বীকার করিলেন। এবং সেখানহইতে সরকুণ্ডাতে গেলেন। পরে বৃহস্পতিবারের দিন মহারাজপুর অঞ্চলে যাইতে এক মহাবনে দুই গাণ্ডার দেখিলেন তাহার একটাকে শ্রীযুত করনাল নিকল সাহেব এক গুলি মারিলে সে পড়িল কিন্তু কিঞ্চিৎ কালানন্তরে উঠিয়া পলাইল আর একটাকে শ্রীযুত কাপ্তান বুক সাহেব এক গুলি মারিলে তাহার গল দেশে লাগিয়া গাণ্ডার পড়িয়া মরিল। সে গাণ্ডারকে তিন হস্তীতে টানিয়া তাঁহার নিকট আনিল। শুক্রবারের দিবস সকৃগালিতে থাকিলেন পরে শনিবারের দিবস সেখানহইতে যাইবেন। ঐ গাণ্ডার ভিন্ন অন্য কোন জন্তু স্বীকার হয় নাই। ব্যাঘ্রের অন্বেষণ করিতেছেন কিন্তু এমত নিবিড় বন যে তাহার মধ্যে যাওয়া যায় না।

চীন দেশের বাদশাহ।

সমাচার পাওয়া গিয়াছে যে চীন দেশের বাদশাহ মরিয়াছেন তাঁহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র আছেন কিন্তু তাহার মধ্যে ঐ মহারাজাধিকার কাহার ভাগ্যে হইয়াছে তাহার নিশ্চয় সমাচার পাওয়া যায় নাই।

দণ্ড।

লণ্ডন নগরে এক জন য়িহুদী লোক শ্রীযুত ওয়াইট সাহেবের এক বদনামীর দরখাস্ত আদালতে দিয়াছিল তাহার কারণ য়িহুদী লোকের চারি হাজার টাকা দণ্ড হইয়াছে।

ইংগ্লণ্ডের রাণী।

ইংগ্লণ্ডের রাজার সহিত তাঁহার রাণীর পূর্ব্বাবধি বিবাদ আছে। তাহাতে রাজা রাণীকে দুষ্কর্ম্মান্বিতা কহিয়া তাহাকে রাণী করিতে সম্মত হন না। রাণী কহেন যদি আমি দুষ্কর্ম্ম করিয়া থাকি তবে আদালত করিয়া আমার শিরশ্ছেদন করহ নতুবা রাণী করহ। কিন্তু দেশস্থ অনেক লোক রাণীকে দোষরহিতা জানিয়া রাণীর পক্ষে আছে। লোকেরদের সর্ব্বান্তঃকরণেই সর্ব্বদা চেষ্টা যে রাণী কোন মতে রাজ্যের রাণী থাকেন। তাহাতে রাজা কহেন যে আপন স্ত্রীর দোষের আদালত প্রকাশরূপে করিব না এবং যখন রাণী দেশান্তরে ছিলেন তখন ঐ রাজা লোকদ্বারা টাকা দিবার প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন যে রাণী টাকা লইয়া ক্ষান্ত থাকেন এবং তিনি রাণী হইতে চেষ্টা না করেন। তাহাতে রাণী কহিলেন যে আমি টাকা লইয়া আপন দোষ সত্য করিয়া অপবাদগ্রস্তা হইয়া থাকিব ইহা কখন হইবে না আমার কোন দোষ থাকে প্রকাশ রূপে অদালত হইয়া সাজা হবেক। যখন রাণী নগরের মধ্যে আইলেন তখন নগরস্থ তাবৎ লোক একত্র হইয়া তাঁহাকে এক পত্র লিখিল যে আপনি নগরে প্রত্যাগমন করিয়াছেন ইহাতে আমারদিগের মৃতদেহে জীবন্যাস বোধ হইল এবং আপনি এরাজ্যের রাণী আখ্যা পাইয়াছেন ইহাতে আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম কিন্তু এই আহ্লাদের মধ্যে এই শোক হইতেছে যে আপনার শ্বশুর আমারদিগের প্রাচীন রাজার মৃত্যু হইয়াছে এবং আপনার কন্যার মৃত্যু হইয়াছে তাঁহার রাজত্বের ভরসা ছিল যে হউক এইক্ষণে আপনার যে বিপদ উপস্থিত হওয়াতে আপনি খেদিতা আছেন ইহাতে আমরাও অতিশয় খেদিত আছি কিন্তু এ বিপদ আমারদিগের হইতে উপস্থিত হয় নাই ইহাতেই আমরা স্থির আছি এবং এমত বিপদে আপনি সাহসে থাকিয়া অদালতে প্রস্তুত আছেন ইহাতে ভরসা হইতেছে ঈশ্বর আপদহইতে আপনাকে উদ্ধার করিবেন আমারদিগের এই প্রার্থনা যে আপনি এরাজ্যের যেমত রাণী হইয়া থাকেন সেমত আমারদিগের মনোরাজ্যের রাণী হইয়া থাকেন তবে আপনার প্রতি আমারদিগের যেমত মন তাহাও জানিতে পারেন। এবং লোকেরা আহ্লাদিত হইয়া নানা প্রকার রোশনাই করিল এখন তাহারাও এই চেষ্টা করিতেছে যে রাণী নির্দোষা হইয়া রাজ্যের রাণীরূপে থাকেন।

মহাধূর্ত্ত।

শান্তিপুর নিবাসী শ্রীগুরু ও গোপেশ্বর নামে দুই ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণ পরপ্রতারণা করিয়াই কাল যাপন করিতেন।

এক সময়ে গোপেশ্বর ব্রহ্মচারীর বেশ ধারণ করিয়া আপন ভাগিনেয় শ্রীগুরুকে সঙ্গে করিয়া পশ্চিম দেশে গেলেন এবং সেখানে নিবিড় বনের মধ্যে এক পর্ব্বতের গুহাতে আপনি থাকিলেন ও শ্রীগুরু তাহার আহারের সামগ্রী অন্বেষণে সময়ানুসারে নিত্য দেয়। এই রূপ কিছু দিন গেলে ঐ শ্রীগুরু তদ্দেশের রাজার নিকটে গিয়া কহিল যে হে মহারাজ এই প্রদেশে আমার গুরু তপস্যা করিতেছিলেন আমি তৎকালে তাঁহার নিকটে বিদায় হইয়া তীর্থ দর্শনে গিয়াছিলাম সে অনেক কাল হইল। এই জঙ্গলে অনুসন্ধান করিলাম তাঁহার সন্ধান পাই না অনুমান করি যে তাঁহার উপরে মৃত্তিকাদি রাশি হইয়া থাকিবেক। অতএব মহারাজ মনোযোগ করিয়া কতক লোক আমাকে দেউন তবে তাহার অনুসন্ধান করিতে পারি। ইহাতে রাজা অতিবিস্ময় জ্ঞান করিয়া ও আপন দেশে মহাপুরুষের বাসে আপনাকে ধন্য জ্ঞানে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে অনেক লোক প্রভৃতি দিলেন। ঐ ধূর্ত্ত শ্রীগুরু অন্য২ বনে গিয়া যেখানে২ উচ্চ ভূমি ও ক্ষুদ্র২ পাহাড় দেখে সেখানেই খনন করে। এই রূপে দশ পোনর দিন গত হইল। পরে এক দিন সেই নির্দ্দিষ্ট বনে গেল ও সেই গুহার এক দিকে খনন করিতে লাগিল ও অনেক ক্ষণ পরে দ্বিতীয় ধূর্ত্ত দেখা গেল তখনি রাজার নিকটে সমাচার গেল ও রাজা আপন পরিবার সুদ্ধ তৎক্ষণাৎ আসিয়া দেখিলেন যে সে ধূর্ত্ত চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিঃস্পন্দ বসিয়া আছে। পরে শ্রীগুরু অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া গলে বস্ত্র দিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া বার২ কহিতে লাগিল যে হে প্রভো চক্ষুঃ প্রকাশ কর তোমার সেই শিষ্য শ্রীগুরু আমি ঠাকুরের আজ্ঞাতে তাবৎ তীর্থ দর্শন করিয়া আসিয়াছি। ইহাতে অনেক ক্ষণ পরে সে চক্ষুঃ প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে রাম কি সীতা পাইয়াছেন। সে উত্তর করিল যে হে প্রভো সে সত্যযুগ এখন কলিকাল আগত। ইহা শুনিয়া সে কহিল যে হা পাপ কাল আসিয়াছে এখানে থাকা কর্ত্তব্য নহে আমি কাশী যাইব। রাজা গুরু শিষ্যের ঐ উত্তর প্রত্যুত্তর শুনিয়া চমৎকৃত হইয়া অনেক প্রার্থনাতে আপন বাটীতে তাহাকে আনাইল ও তাহাকে ধন গ্রহণ করাইতে অনেক প্রার্থনা করিলে ঐ ধূর্ত্ত কহিল যে হে মহারাজ তুমি কলিকালের মনুষ্য তোমার স্থানে কিছু লইব না তবে যদি নিতান্ত দিবা তবে একটী টাকামাত্র লইব। রাজা ইহা শুনিয়া একটী টাকা আনিয়া দিলে ঐ মহাধূর্ত্ত কহিল যে হায় কলিকালের টাকা এই আমি যখন সত্যযুগে তপস্যাতে বসিয়াছিলাম তখন ইহার পচিশ হাজারে এক টাকা হইত। রাজা ইহা শুনিয়া ভয় প্রযুক্ত পচিশ হাজার টাকা তাহাকে দিল। ঐ দুই ধূর্ত্ত এইরূপে ঐ সরল রাজাকে ভুলাইয়া অনেক টাকা লইয়া গেল।

বাজার ভাও।

জিনিস	মোন	অবধি	পর্য্যন্ত
সুপারি	১	৩॥০	৩॥৵
ভেরেণ্ডা তৈল	১	১৯	২০
গাছ মরিচ	১	৩	৪॥০
নারিকেল তৈল	১	১৪	১৪॥
তুলা কাছোড়া	১	০	০
আদা রঙ্গপুর	১	২।০	২৸০
পাটনাই আদা	১	২	২৵
চাল পাটনাই	১	২॥৵	২৸
পাছড়ি উত্তম	১	২॥/	২॥৵
পাছড়ি মধ্যম	১	২৶	২।০
মুগী উত্তম	১	১৶	১৸৶
মুগী মধ্যম	১	০	
বালাম	১	০	০
দুধা গোম	১	১।	১।/
পাটনাই বুট	১	১।৶	১।৶
অড়হর ডালি	১	১॥/	১॥৵
উত্তমগায়া ঘৃত	১	২০	২১
মধ্যম ঘৃত	১	১৬	১৮
ভৈসা ঘৃত	১	১৭	১৭॥
মধ্যম ভৈসা	১	১৬॥	১৭
মোমবাতী	১	৫৯	৬১
মিছরি উত্তম	১	১৬	০
মিছরি মধ্যম	১	১৩	১৪
সোরা উত্তম	১	৬	৬।০
মধ্যম	১	৫।০	৫৸
চিনী কাশীর	১	৯।০	১০
মধ্যম	১	৮	৮॥০
খার চিনী	১	৩।০	৪
তেতুল	১	৸০	৸/
তামাকু	১	৫	৬৸০
চন্দন	১	১৪	১৬॥০

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাঁহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে২ এক টাকা যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাঁহার নিকটে কাগজ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক।

সমাচার দর্পণ

১৩১ সংখ্যা। শনিবার। ৩০ দিসেম্বর সন ১৮২০। ১৭ পৌষ সন ১২২৭॥

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ বৃত্তান্তানিহ জানন্ত সমাচারস্য দর্পণে ॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা আট আনা প্রিমিয়ম। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা প্রিময়ম।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

৩০	দিসেম্বর	শনিবার	১৭	পৌষ
৩১	ঐ	রবিবার	১৮	ঐ
১	জানেওয়ারি	সোমবার	১৯	ঐ
২	ঐ	মঙ্গলবার	২০	ঐ
৩	ঐ	বুধবার	২১	ঐ
৪	ঐ	বৃহস্পতিবার	২২	ঐ
৫	ঐ	শুক্রবার	২৩	ঐ

ইস্তাহার।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে এক [illegible] হীরাতে খচিত শিরোভূষণ হয় এবং [illegible] সর্প্ভূষণ হয় তাহা হারাইয়াছে [illegible] কেহ পায় তবে শ্রীযুত হামিলটন [illegible] নী সোনার সাহেবের নিকট দাখিল করিলে ৬০০ ছয় শত টাকা পারিতোষিক পাইবেক।

সমাচার দর্পণ।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

৫ দিসেম্বর সন ১৮২০ সাল।

শ্রীযুত তি জি রসল সাহেব জিলা শাহারনপুরের কালেক্টরের সেক্কার হইয়াছেন।

১৪ দিসেম্বর সন ১৮২০ সাল।

শ্রীযুত জর্জ ওয়ার্ড সাহেব জিলা এলাহাবাদের কালেক্টর হইয়াছেন।

শ্রীযুত আর হণ্টর সাহেব বোর্ডরিবনুর সেক্রেটারি হইয়াছেন।

২২ দিসেম্বর।

শ্রীযুত আর জে টেলর সাহেব জিলা বানারসের কালেক্টরের সেক্কার হইয়াছেন।

দ্বারকা।

এই সপ্তাহে মোবাই কলিকাতাতে সমাচার আসিয়াছে যে গুজরাটমণ্ডলের অন্তঃপাতী মহাতীর্থ স্থান দ্বারকাপুরী ইংগ্লণ্ডীয়রদের হস্তগত হইয়াছে।

২৪ নবেম্বর তারিখে শ্রীযুত করনল ষ্টানহোপ সাহেব তাবৎ ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য সঙ্গে লইয়া দ্বারকার প্রতি গমন করিলেন। পথে দ্বারকাইইতে কথক দূর অন্তরে দ্বারকার রাজার উকীল ঐ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং আপন মুনীবের কথা কহিল তাহাতে করনল সাহেব কহিলেন যে দ্বারকার মহারাজ শ্রীযুত মুলমাণিক্য আপন দেশ ও সম্পত্তি প্রভৃতি আমার হস্তে অর্পণ করুন তবে আমি যুদ্ধ করিব না নতুবা যুদ্ধ অবশ্য করিব। মুলমাণিক্য ইহা শুনিয়া ঐ উকীলদ্বারা কহিয়া পাঠাইলেন যে মোকায় ভাট্টে আমার ভ্রাতা আছেন তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া যে কর্ত্তব্য হয় তাহা করিব অথবা করনল সাহেবের নিকটে আসিব। ইহাতে করনল সাহেব উত্তর করিলেন যে তোমার যেমত ইচ্ছা তাহা কর কিন্তু আমি যুদ্ধ নিবৃত্ত করিব না। ইহা কহিয়া সমুদ্রে জাহাজের উপরহইতে গুলি মারিতে লাগিল ও মৃত্তিকাহইতেও গুলি বৃষ্টি হইতে লাগিল। ইহাতে মুলমাণিক্য রাজা আপনার প্রধান অধিকারিকে সঙ্গে করিয়া করনল সাহেবের সাক্ষাতে আইল। এবং কহিল যে আমি তোমার সহিত সন্ধি করি আমাকে ওখা মণ্ডলে থাকিতে দেহ ও দ্বারকার গড় আমার অধীনে থাকে। ইহাতে করনল সাহেব কদাচ সম্মত হইলেন না এবং দ্বারকার গড় প্রস্তরময় তাহাতে গুলি প্রবেশ অতি দুষ্কর তৎপ্রযুক্ত ঐ গড় সিপাহীরদের দ্বারা ঘেরাইল এবং সিঁড়ীর দ্বারা প্রাচীরের উপরে উঠিয়া ভিতরে সিঁড়ি দিয়া সিপাহীরা গড় প্রবেশ করিতে নিশ্চয় করিল। তাহাতে সেখানকার লোকেরা প্রাচীরের উপরে থাকিয়া গুলি মারিতে লাগিল। ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যেরা তাহা না মানিয়া প্রাচীরের উপরে উঠিল। পরে তাঁহারা তরবালদ্বারা বিপক্ষেরদিগকে কাটিতে লাগিল ইংগ্লণ্ডীয়েরদের পরাক্রমে তাহাতেও অসমর্থ হইয়া তাহারা প্রাচীরহইতে ঝম্প দিয়া পড়িল। পরে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য সে গড় প্রবেশ করিল। ঐ গড়রক্ষকেরা তৎক্ষণাৎ প্রধান মন্দি

...দৌড়িল। তাহাতে করনল সাহেব জানিল যে ঐ মন্দির মুখ্য যুদ্ধ হইবেক। ... জন ইংগ্লণ্ডীয় সাহেব অনেক ... সেই মন্দিরের নিকটবর্ত্তি এক ঘরে উঠিয়া ঐ মন্দিরের মধ্যে লাফ দিয়া পড়িল ও অপর২ সৈন্যও সেই রূপ সেখানে ... ও সেখানে যুদ্ধ হইতে২ সেখান রক্ষকেরা পরাজিত হইয়া পলাইয়া নিকট২ বনে প্রবেশ করিল সেখানেও ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য গিয়া তাহারদিগকে প্রহার করিতে লাগিল পরে সেখানহইতে পলাইয়া তাহারা এক জলের মধ্যে পড়িল সেখানেও এক দিগে ইংগ্লণ্ডীয় পদাতিক ও অন্য দিগে ইংগ্লণ্ডীয় ঘোড় সোয়ার তাহারদিগকে জলের মধ্যে কাটিতে লাগিল তাহাতে সে জল রক্ত বর্ণপ্রায় হইল। পরে যখন তাহারদের ষোল আনা সৈন্যের মধ্যে চৌদ্দ আনা বিনাশ হইল। তখন করনল সাহেব তাহারদিগকে কহিলেন যে তোমরা কেন মারা পড় দেখ তোমারদের সকলে মরিয়াছে তোমরা ক্ষান্ত হও। ইহাতে তাহারা নিবৃত্ত হইয়া করনল সাহেবের শরণাপন্ন হইল তাহার মধ্যে এক জন তথাকার রাজা মলুয়ানিক। এই যুদ্ধে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের দুই জন সেনাপতিমাত্র আঘাতী হইল কিন্তু বিপক্ষেরদের পাঁচ পঞ্চাশ লোকের মধ্যে কেবল পঞ্চাশ জন রক্ষা পাইল।

শ্রীযুত করণল জএল সাহেব।

শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব বাহাদুরের সেক্রেটারি শ্রীযুত করণল জএল সাহেব ইংগ্লণ্ডে প্রস্থান করিয়াছেন তাহার সম্ভ্রমার্থে ২৩ দিসেম্বর মোং কলিকাতার তোপ হালে অর্থাৎ সাবীরন ঘরে অতিবড় থানা হইয়াছে।

মানিলা উপদ্বীপে উপপ্লব।

চীন দেশের নিকটবর্ত্তী মানিলা নামে উপদ্বীপ স্পানিয়ারদের অধিকার সেখানে মালাই লোকেরা বাস করে। সেখানে অন্য২ দেশহইতে জাহাজ গিয়া বাণিজ্যাদি করে ও অন্য২ দেশীয়েরদের বাণিজ্যের কুঠীও আছে।

সেখানে ফরাশিসেরদের এক বাণিজ্যের জাহাজ গিয়াছিল এবং সেই জাহাজে অনেক লোক ওলাউঠা রোগে পীড়িত হইয়াছিল তাহাতে ঐ জাহাজের ফরাশিসেরা সেই শহরে উঠিয়া ওলাউঠার ঔষধি এক ইউরোপীয় চিকিৎসকের স্থানে লইয়া জাহাজে আনিতেছিল। পরে সেই শহরের মালাই লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল যে তোমরা কি লইয়া যাও। তাহাতে ফরাশিসেরা কহিল যে ওলাউঠার ঔষধি। তাহারা কহিল যে কি প্রকার ঔষধি দেখি। ইহাতে ঐ ফরাশিসেরা দেখিবার কারণ সে ঔষধি তাহারদিগকে দিল। তাহারা সেই ঔষধি এক কুকুরকে খাওয়াইলে কুকুর তৎক্ষণাৎ মরিল। তাহা দেখিয়া মালাই লোকেরা ফরাশিসেরদিগকে গালি দিয়া কহিল যে তোরা এই ঔষধিদ্বারা আমারদিগকে খুন করিতে আসিয়াছিস এই২ কথা প্রকাশ হওয়াতে অত্যন্ত বিরোধি হইলে তাবৎ মালাই লোক সেখানে জমা হইয়া ফরাশিসেরদিগকে খুন করিতে উদ্যত হইল। ঐ ফরাশিসেরা আপনারদের প্রাণের ভয়ে সেখানহইতে পলাইয়া দিনামার সাহেবের কুঠীতে আসিয়া ঐ সাহেবেরদের শরণাপন্ন হইল এবং ঐ দুরাত্মা মালাই লোকেরা তাহারদের পশ্চাৎ২ দৌড়িয়া ঐ কুঠীতে আসিয়া সম্মুখে যাহাকে২ পাইল তাহাকেই বধ করিল এবং কেহ২ খিড়কী ভাঙ্গিয়া পলাইল। সেখানে পঁয়তাল্লিশ জন সাহেবেরদিগকে খুন করিল। তাহার মধ্যে এক জন সাহেব ইস্কি নামে তিনি মোং শ্রীরামপুর বাল্যকালাবধি ছিলেন ও তিনি অতিগুণযুক্ত ও সুজন অতএব তাঁহার কারণ অনেকে খেদ করে। পরে মালাই লোকেরা ঐ ফরাশিসেরদের জাহাজের উপরে গিয়া অনেককে খুন করিল ও জাহাজে অগ্নি দিয়া পোড়াইল তাহাতে জাহাজের তাবৎ জিনিসপত্র ভস্ম হইল। ইহার মধ্যে অল্প লোক পলাইয়া বাঁচিল।

কাশগর।

শ্রীযুত মোরক্রাপ্ত সাহেব মোং কাশগরে গিয়াছেন সে কাশ্মীর দেশের উত্তর অনুমান আড়াই শত ক্রোশ দূর সে অতিদুর্গম স্থান সেখানে চীনেরদের অধিকার। তাঁহার সেখানে যাওয়ার উদ্দিশ এই যে সেখানে শাল জন্মাইবার কারণ পশুর লোম অনেক পাওয়া যায় তিনি সেখানহইতে কতক টাকার ঐ লোম মোং দিল্লীতে পাঠাইয়াছেন আরো অন্বেষণ করিতেছেন সেখানে অন্য২ বিপক্ষেরদের ভয়ে ইংগ্লণ্ডীয় বেশ পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু সন্ন্যাসীর বেশে গিয়াছেন। ঐ সাহেব অত্যন্ত সাহসী যেহেতুক একাকী এমত দুষ্কর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

খুন।

গত ৫ দিসেম্বর তারিখে মোকাম কলিকাতার শ্যামপুখরিয়ার মুটীয়া পাড়ার মধ্যে পদ্মিনী নামে এক স্ত্রীর মৃত

শরীর পাওয়া গেল ও তাহা আদালতে প্রকাশ হইল। ২ ডিসেম্বর তারিখে লোকেরা তাঁহাকে যখন সজীব দেখিয়াছিল তখন সে পদ্মিনী আপন দাসীকে তাহার ঘরে যাইতে কহিল। তাহাতে দাসী ঘরে গেল। পর দিবস দাসী সাত ঘণ্টার সময় ঐ পদ্মিনীর ঘরে আসিয়া দেখিল যে দরবাজা চাবি বন্দ। তাহাতে সে মনে করিল যে গরানহাটাতে ঐ পদ্মিনীর ভগিনী আছে সে বুঝি তাহাকে দেখিতে গিয়া থাকিবেক। পরে দাসী ইতস্তত করিয়া আপন ঘরে গেল। পর দিবসে ঐ দাসী সাত ঘণ্টার সময় আসিয়া ঐ রূপ দরবাজা বন্দ দেখিয়া ফিরিয়া আপন ঘরে গেল পুনর্ব্বার বৈকালে পাঁচ ঘণ্টার সময় আইল তাহাতেও ঐ রূপ দরবাজা বন্দ দেখিয়া বাটীর খিড়কীতে যাইয়া দেখিল যে খিড়কী দরবাজার কপাটের শিকল দড়ির দ্বারা বাঁধা আছে। ইহা দেখিয়া তাহা না খুলিয়া গরানহাটাতে পদ্মিনীর ভগিনীর নিকট যাইয়া সকল বৃত্তান্ত কহিল।

পরে তাহার ভগিনী ঐ দাসীকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া বাটীর দ্বার খুলিয়া ঘরে যাইয়া দেখিল যে সে বিছানাতে মৃতা পড়িয়া আছে ও গলা কাটিয়াছে তাহাতে বিছানা রক্তেতে আর্দ্র হইয়াছে। এই রূপ দেখিয়া তখনি থানাতে সমাচার দিলে থানার লোক আসিয়া দেখিল যে তাহার শরীরের অলঙ্কার মাত্র নাই এবং তাহার বালিসের নীচে এক চাবি পাইল তাহাতে এক সিন্দুক খুলিয়া দেখিল যে সিন্দুকের তালা ভাঙ্গা ও তাহাতে মূল্যবান বস্তু কিছু নাই কিন্তু প্রতিবাসী লোকেরা জানিত যে তাহার দুই শত আড়াই শত টাকার সম্পত্তি ছিল। পরে তাহারদিগের অদালত সময় তাহার ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল যদি আমার ভগিনীর ধন কিছু থাকিত তবে আমি পাইতাম যেহেতুক আমা ভিন্ন তাহার অন্য কেহই নাই তবে ইহাকে যে খুন করিয়াছে ইহা কাহারও প্রতি আমার সন্দেহ নাই এবং ইহার তদারকে আমার কিছু আবশ্যক নাই। ইহা শুনিয়া বিচারকর্ত্তা অনেক তদারক করিয়া জানিল যে ঐ পদ্মিনীর উপপতি যে ব্রাহ্মণ সে পদ্মিনীর ভগিনীরও উপপতি ছিল কিন্তু পদ্মিনী অপেক্ষা ইহাতেই অধিক প্রীতি ছিল ইহাতে সে ব্রাহ্মণ ও পদ্মিনীর ভগিনী ও দাসী এই তিন জনের উপর সন্দেহ করিয়া সদরে চালান করিয়াছে এখন অদালতে যে হয় তাহা হইবেক।

মহাবান সিংহ ডাকাইত।

ঐ ডাকাইতের বিষয় এমত শুনা গেল যে সে অনেক দিন অবধি পশ্চিম দেশের মধ্যে অনেক দৌরাত্ম্য করিতেছে সে নিজে অতিসাহসী ও আপন কীর্ত্তিচেষ্টাকারী ও তাহার সহিত ঐ বীর্য্যবিশিষ্ট শতাবধি লোক ছিল। গত ফেব্রুআরি মাসে পাটনা শহরের বৈদ্যনাথসিংহ নামে এক মহাজনের এক লক্ষ টাকা এই রূপে লইয়াছিল।

ঐ মহাবান সিংহ টাকা রওয়ানার সন্ধান পাইয়া আপন বেরাদারিরদিগকে ঐ টাকার পশ্চাৎ শ্রীরামপুরহইতে মুঙ্গেরের নিকট মোং মকরিপর্য্যন্ত পাঠাইয়াছিল। পরে আপনিও সেই মোকামে গেল সেই স্থানে তাহারা দুই ভাগ হইয়া নৌকার উপরে পড়িল কিন্তু সেই নৌকার খোসালখাঁ নামে এক ব্যক্তি তাহারদিগকে নিবারণ করিল। ইহাতে মহাবানসিংহ আপন বেরাদারিরদিগকে ধমকাইয়া কহিল যে তোরদের এই সাহস দেখ আমি কি করি। ইহা কহিয়া বন্দুক লইয়া ঐ খোসালখাঁয়ের প্রতি এক গুলি মারিলে সে তৎক্ষণাৎ মরিল। পরে সিন্দুক ভাঙ্গিয়া সকল টাকা লইল। এবং আপনার চাকর ষোল জন বেহারারদের ও আপন বেরাদারিরদের মাথায় সেই টাকার মোট দিয়া এবং মোকাম রামপুর সাশিরামহইতে অন্য বেহারারদিগকে আনাইয়া তাহারদের দ্বারা আপন স্ত্রীর পালকী বহাইয়া আপন স্থানে প্রস্থান করিল। সেই কর্ম্মসিদ্ধি করাতে সে উত্তাভিলাষী হইয়া আপনার তাবৎ বেরাদারি লইয়া পুনর্ব্বার ডাকাইতি করিতে বাহির হইল। এই সমাচার বেহারের জজ সাহেব শুনিলেন কিন্তু সে ডাকাইত কোন পথে গেল তাহা জানিলেন না। তৎপ্রযুক্ত স্থানে২ ও ঘাটে২ গোয়িন্দা লোক রাখিলেন। অনন্তরে তাহারা জিলা গাজীপুরে প্রবেশ করিল তাহাতে এক জন গোয়িন্দা তাহারদের পশ্চাৎ২ গিয়া মোকাম সিরঘাটীতে তাহারদের সহিত মিলিল।

পরে তৎপ্রদেশের এক গ্রামের লোকেরা ঐ মহাবান সিংহকে কহিল যে আমরা বড় এক জন ডাকাইতের অপেক্ষা করিতেছি। ইহাতে তাহারা সেখানহইতে উঠিয়া সিরঘাটীর এক মহাজঙ্গলে দুই দিন রহিল পরে তাহাতে কিছু সশঙ্ক হইয়া বেরাদারি এক শত বিশ জন ও আপনার স্ত্রীপুত্রাদি ত্রিশ জনকে দুই ভাগ করিয়া তীর্থ দর্শন ছলে মোং গয়াতে আপন ঘরে পাঠাইল এবং ত্রিশ জন বেরা

দারিয়াত্র সংগে লইল তাহার বার জন কে কোম্পানির সিপাহীর মত পোশাক পরিধান করাইল ও আপনি মহারাজের মত পালকীতে আরোহণ করিয়া চলিল। পথে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে যে কে যাইতেছে। তাহাতে ঐ সিপাহীরা উত্তর করে যে মহারাজ যাইতেছেন। এই রূপে সিরঘাটী মোকামে জজ সাহেবের বাটীর নিকট হইয়া তাহারা যাইতেছিল তৎকালে এক গোয়িন্দা জজ সাহেবকে সমাচার দিবামাত্র জজ সাহেব তাহারদের সকলকে কএদ করিয়া মোং গয়াতে পাঠাইলেন এবং গয়াতে তাহার যেং ছিল সে সকলকে ধরিয়া কএদ করিলেন তাহারদের মধ্যে কেবল তিন জন পলাইয়াছিল কিছু দিন পরে তাহারাও ধরা পড়িল। মোং কলিকাতাহইতে পশ্চিম দেশে এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকার মোহর যাইতেছিল সে টাকার পশ্চাৎ২ মহাবান সিংহের চারি জন গোয়িন্দা যাইতেছিল পরে মোং আহালাবাদে সেই টাকা পঁহুছিলে সেই সমাচার মহাবান সিংহকে শীঘ্র দেতে সেই চারি জন গোয়িন্দা যাইতেছিল তাহারাও ধরা পড়িয়াছে।

আত্মহত্যা।

১৩ আগ্রহায়ণ মোং হাঁসখালী গ্রামের এক স্ত্রী আপন পরিজনের সহিত ঝগড়া করিয়া এক মুগুর আপন মাথায় মারিয়া খুনাখুনী করিয়াছিল তাহার আট দিন পরে সে স্ত্রী ঐ ক্ষতেতেই মরিল পরে সে থানকার দারোগা সমাচার পাইয়া ঐ মৃতা স্ত্রীর পরিজন লোকেরদিগকে মোং কৃষ্ণনগর চালান করিয়াছে শেষ শুনা যায় নাই।

৩ পৌষ মোং একডেলা গ্রামে এক গাড়িরের স্ত্রী আপন পুত্রবধূর সহিত বিবাদ করিয়া গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে তাহাকে মোং পূর্ব্বস্থলীর দারোগা তাহারদিগকে বর্দ্ধমান চালান করিয়াছেন।

সহগমন।

গত শুক্রবারে মোকাম দেওয়ানগঞ্জে গঙ্গার তীরেতে এক স্ত্রী সহগামিনী হইয়াছে।

আর গত সোমবারে মোং ত্রিবেণীতে এক স্ত্রী সহমরণ করিয়াছে।

বেগমের মৃত্যু।

৩১ দিসেম্বর তারিখের মান্দরাজের পত্রদ্বারা সমাচার জানা গেল যে মান্দরাজের নবাব ওয়ালজ্বার স্ত্রী দেরায়া নামে বেগমের মৃত্যু হইয়াছে তাঁহার বয়ঃক্রম বাষট্টি বৎসর। তাহাতে বাবজ্জীবন তাঁহার সন্ত্রমের কারণ সেদিন অর্দ্ধেক মাস্তুলপর্য্যন্ত নিশান উঠাইয়াছিল এবং তাঁহার বয়সের বৎসরানুসারে ঐ মোকামে বাষট্টি তোপ হইয়াছে।

বাজার ভাও।

জিনিষ	ওজন	অবধি	পর্য্যন্ত
সুপারি	১	৩॥০	৩॥৵
ভেরেণ্ডা তৈল	১	১৯	২০
গাছ মরিচ	১	৩	৩॥০
নারিকেল তৈল	১	১৪	১৪॥
তুলা কাছোড়া	১	০	০
আদা রঙ্গপুর	১	২।০	২৷৷০
পাটনাই ঝাঁপী	১	২	২৵
চান্দু পাটনাই	১	২॥৵	২৸
পাছড়ি উত্তম	১	২॥৴	২॥৵
পাছড়ি মধ্যম	১	২৵	২।০
মুগী উত্তম	১	১৵৴	১৵৴
মুগী মধ্যম	১	০	
বাদাম	১	০	০
দুধা গোম	১	১।	১।৴
পাটনাই বুট	১	১৸৵	১৸৵
অড়হড় ডাল	১	১॥৴	১॥৵
উত্তমগাওয়া ঘৃত	১	২০	২১
মধ্যম ঘৃত	১	১৬	১৮
ভৈসা ঘৃত	১	১৭	১৭॥
মধ্যম ভৈসা	১	১৬॥	১৭
মোমবাতী	১	৬২	৬৪
মিছরি উত্তম	১	১৬	০
মিছরি মধ্যম	১	১৩	১৪
দোবরা উত্তম	১	৬	৬৷০
মধ্যম	১	৫॥০	৫৸
চিনী কাশীর	১	৯।০	১০
মধ্যম	১	৮	৮।০
খার চিনী	১	৩।০	৩
তেতুল	১	৬০	৬৴
তামাকু	১	৩॥	৭
চন্দন	১	১৩	১৩॥

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে প্রতি শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে এক টাকা যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকট কাগজ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাহার নিকটে পাঠান যাইবেক।

সমাচার দর্পণ

১৩৮ সংখ্যা। শনিবার। ৬ জানুয়ারি সন ১৮৩১। ২৪ পৌষ সন ১২৩৭॥

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ বৃত্তান্তানিহ জানন্ত সমাচারস্য দর্পণে ॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা আট আনা প্রিমিয়ম। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা প্রিমিয়ম।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

৬	জানেওয়ারি	শনিবার	২৪	পৌষ
৭	ঐ	রবিবার	২৫	ঐ
৮	ঐ	সোমবার	২৬	ঐ
৯	ঐ	মঙ্গলবার	২৭	ঐ
১০	ঐ	বুধবার	২৮	ঐ
১১	ঐ	বৃহস্পতিবার	২৯	ঐ
১২	ঐ	শুক্রবার	১	মাঘ

ইস্তাহার।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে এক প্রকার হিরাতে খচিত শিরোভূষণ হয় এবং কণ্ঠভূষণ হয় তাহা হারাইয়াছে যদি কেহ পায় তবে শ্রীযুত হামিলটন কোম্পানী স্বর্ণকার সাহেবের নিকটে দাখিল করিলে ৬০০ ছয় শত টাকা পারিতোষিক পাইবেক।

সমাচার দর্পণ।

শ্রীযুত কালীপ্রসাদ দত্ত।

সুপ্রীমকোর্টে ইস্তাহার দেওয়া গিয়াছে যে ১৮ জানুয়ারি তারিখে দুই প্রহর বেলার সময়ে সুপ্রিম কোর্টের বারাণ্ডাতে শ্রীযুত কালীপ্রসাদ দত্তের তালুক জিলা মেদিনীপুর পরগণে কোতবপুরের অন্তঃপাতি নরই গ্রাম নিলামে বিক্রয় হইবেক।

আরো তৎস্থানে কাছারি বাড়ী নামে খ্যাত তাহার যে ভদ্রাসন তাহাতে আশী বিঘা জমী ও চারি পুষ্করিণী।

আরো তৎস্থানে কমবেশ সাত শত বিঘা অন্য এক স্থান।

আরো তৎস্থানে অন্য চল্লিশ বিঘা আর চব্বিশপরগণার মধ্যে বালগাছার নিকটে চব্বিশ বিঘা জমী। এবং নানা প্রকার রূপার বাসন ও পোশাক প্রভৃতি।

নূতন বাঙ্ক।

১ জানুয়ারি তারিখে শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব সৈন্যেরদের জন্যে এক নূতন বাঙ্ক সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার নাম বাঙ্গালার সৈন্যের বাঙ্ক তাহার নয় জন অধ্যক্ষ হইবেক তাহার মধ্যে শ্রীশ্রীযুত তিন জনকে আপনি নিযুক্ত করিবেন। অপর যাহারা ঐ বাঙ্কে টাকা নিয়োগ করিবেক তাহারা অন্য ছয় জনকে পছন্দ করিয়া নিযুক্ত করিবেক। ঐ বাঙ্কে দশ টাকার ন্যূন জমা হইবেক না ও আনা পাই তাহাতে জমা হইবেক না। এবং বৎসরের শেষে ৩১ ডিসেম্বর তারিখে হিসাব হইবে। এবং বৎসরের মধ্যে দুই সময়ে অর্থাৎ জুলাই ও জানুয়ারি মাসে টাকা বাহির হইবেক।

শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব।

শ্রীশ্রীযুতের বিষয় এই শুনা গেল যে তিনি ও তাঁহার সঙ্গি লোকেরা ২০ ডিসেম্বর তারিখে মোং গঙ্গাপ্রসাদহইতে পুনরাগমন করিতেছেন। ২৫ তারিখে বড় দিনে অতএব সে দিনে মোং পীরপাহাড়ে তিনি মোকাম করিলেন। ২৭ ও ২৮ তারিখে মোং উদনালাতে শীকার করিলেন ২৯ তারিখে মোং দিনাপুরে পঁহুছিলেন সেখানহইতে তৎপর দিন প্রস্থান করিবার কথা ছিল তাহাতে বুঝা যায় যে ৩ জানুয়ারি তারিখে মোং বহরমপুরে পঁহুছিয়া থাকিবেন।

৩০ ডিসেম্বর অবধি শ্রীশ্রীযুতের সোনামুখী বজরা প্রভৃতি নৌকা সকল মোকাম বহরামপুরের নীচে প্রস্তুত আছে।

আফীম।

৩০ ডিসেম্বর তারিখে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের প্রথম আফীম বিক্রয় একপ্রকার সুস্বরে হইল এবং যেমত এই বৎসর অধিক মূল্যে আফীম বিক্রয় হইল এমত অনেক বৎসর বিক্রয় হয় নাই।

বাহারের চৌদ্দ শত সাতাশহাজার সিন্দুক ও কাশীর তিন শত ছেষট্টি সিন্দুক বিক্রয় হইল। বাহারের আফীম দুই হাজারি চারি শত পঁয়ত্রিশ টাকা সিন্দুক। এবং

...ক ঘায় দুই হাজার চারি শত ... টাকা। তাহার মধ্যে তিন শত সিন্দুক আফীম বন্দোবস্তানুসারে মান্নীয় কাম্পানির কারণ রাখা গেল। এতদ্ব্যতিরেকে অবশিষ্ট যে পোনর শত তেইশ সিন্দুক বিক্রয় হইল তাহার মূল্য চৌয়াল্লিশ লক্ষ ঊনপঞ্চাশ হাজার পাঁচ শত চল্লিশ টাকা।

দিল্লী।

দিল্লীহইতে সমাচার আসিয়াছে যে তৎপ্রদেশে এই বৎসর শীত এমত প্রবল হইয়াছে যে রাত্রিকালে তিন কম্বল শরীরে দিলেও শীত নিবারণ করা যায় না। যদি এক দিন রৌদ্র না হয় তবে লোকেরা অত্যন্ত কষ্ট পায়। সেখানকার জ্যোতির্বিদেরা কহে যে বড় দিনের কালে বৃষ্টি অবশ্য হইবেক।

ভূমিকম্প।

গত রবিবারে সাড়ে নয় ঘণ্টা রাত্রির সময় ভূমিকম্প হইয়াছে অধিক রাত্রিপ্রযুক্ত অনেকের উপলব্ধি হয় নাই এবং বিষয়ী অনেক লোকের উপলব্ধি হইয়াছে।

পরীক্ষা।

শ্রীরামপুরের শ্রীযুত সাহেবেরদের যে ধর্ম্মার্থ পাঠশালা মোকাম কলিকাতার বহুবাজারে আছে সেখানে বালকেরদের পরীক্ষা বৎসরং হইয়া থাকে গত ১০ দিসেম্বর তারিখে সেখানে বালকেরদের পরীক্ষা হইয়াছে তাহাতে অনেক ভাগ্যবান ইংলণ্ডীয় সাহেব ও অনেক বিবী লোক আসিয়াছিলেন তাহাতে ইংরেজী ব্যাকরণ পাঠ ও লিখা ও বাঙ্গালা লিখা পড়ার যে পরীক্ষা হইল তাহাতে সকলে তুষ্ট হইলেন।

সহমরণ।

পাঁড়রা গ্রামের ভবপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায় নামে এক জন কুলীন ব্রাহ্মণ তাঁহার বয়ঃক্রম অনুমান ষাটি বৎসর তিনি স্থানেং এগার বিবাহ করিয়াছিলেন তাহাতে বড়া গ্রামে এক বিবাহ করিয়া সেইখানে শ্বশুরালয়ে বাস করিতেন। পরে রোগগ্রস্ত হইয়া সংশয়াপন্ন হইলে তাঁহার আত্মীয় লোকেরা গঙ্গাতীর চাতরার ঘাটে তাঁহাকে আনিল এবং অনুমান চল্লিশ বৎসরবয়স্কা তাঁহার এক স্ত্রী ও পঁয়ত্রিশ বৎসরবয়স্কা অন্য স্ত্রী এই দুই স্ত্রী সঙ্গে আসিয়াছিল। পরে ১৫ পৌষ বৃহস্পতিবারে সেই বন্দোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইল। দৈবাৎ সেই দিবসে ঐ দুই স্ত্রীর মধ্যে এক স্ত্রীর স্ত্রীধর্ম্ম উপস্থিত হওয়াতে সেই মৃতশরীর তিন দিবস রাখিয়া চতুর্থ দিবস ১৮ পৌষ রবিবারে তাঁহাকে দাহ করিল ঐ দুই স্ত্রী তাঁহার সহিত সহগমন করিল।

ওলাওঠা।

সমাচার আসিয়াছে যে সামলকোট্টা হইতে মোং হয়দরাবাদে এক পল্টন সিপাহী যাইতেছিল পথের মধ্যে পোনর দিবসে তাহার আশী জন সিপাহী ওলাওঠা রোগে মরিয়াছে।

মানিলা উপদ্বীপ।

গত সপ্তাহে সমাচার দেওয়া গিয়াছে যে মোং মানিলা উপদ্বীপে মালাই লোকেরা কএক জন সাহেবেরদিগকে মারিয়াছে। তাহার বিশেষ সমাচার এখন পাওয়া গেল যে সে মানিলা উপদ্বীপে স্পানিয়ারদের অধিকার। সেখানে মালাই লোকেরা যে এই কুকর্ম্ম করিয়াছে সে স্পানিয়ারদের পরামর্শ ব্যতিরেকে করে নাই যেহেতুক অন্যং দেশীয় লোকেরা সেখানে থাকিয়া বাণিজ্যদ্বারা সুন্দর লাভ করে ইহাতে স্পানিয়ারদের ঈর্ষা জন্মিয়াছিল তৎপ্রযুক্ত তাহারা মালাই লোকেরদের দ্বারা এই কুকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছে সেখানে কলিকাতার এক জাহাজের কাপ্তান নিকল্স সাহেব ও অন্য এগার জন সাহেব খুন হইল ও এগার জন ফরাশিস সাহেব ও দিনামার সাফাল ইস্কি সাহেব ও ডনপ্লেল সাহেব ইংলণ্ডীয় ষ্টিবেন্স কোম্পানীর অংশী ও আমেরিকীয় জাহাজের এক সাহেব ও চীন দেশীয় মহাজন আশী জন ও অন্যং দেশস্থ মহাজন কএক জনও খুন হইয়াছে কিন্তু ইহার মধ্যে স্পানিয়া দেশীয় এক জনও মারা পড়ে নাই শ্রীযুত ষ্টিবেন্স সাহেব সে দেশে অনেক দিন আছেন ও তদ্দেশীয় লোকেরদের সহিত তাঁহার যথেষ্ট প্রীতি হইয়াছে ও পরস্পর বিশ্বাস আছে তথাপি সে দিবস তিনিও গির্জাঘরের মধ্যে পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। তাঁহার অংশী সাফাল ইঁস্কি সাহেবের মস্তক ছেদন করিয়া এক বাঁশের উপরে উঠাইয়া রাস্তায়ং মহাজাঁক করিয়া ফিরাইল ও অন্যং মৃত সাহেবেরদের শব গাড়িতে উঠাইয়া রাস্তায়ং ফিরাইল।

খুন।

মোং বারইপুরের শ্রীযুত রাজবল্লভ রায় চৌধুরীর জমীদারী গোড়কাটী দিগরে আছে এবং সেই অঞ্চলে মোং ভুমরদহের শ্রীযুত বাবুরদের তালুক আছে

সমাচার দর্পণ।

তাহাতে দোদীমাদার মালিক জমী লইয়া বিরোধ ছিল। সেই জমীতে চৌধুরীর মুজারা ধান্য বুনিয়াছিল পরে সে ধান্য সুপক্ব হইলে ঐ মুজারা ধান্য কাটিয়া আপন সরহদ্দে আনিলে পরে জুমরদ্দের খুড়তব বুয়া এই সমাচার শুনিয়া আপন অধিকারস্থ কতক লোক লইয়া সেই ধান্য উঠাইয়া আপন সরহদ্দে আনিলেন। এই সমাচার চৌধুরী শুনিয়া পাঁচ সাত দিন পরে আপন অধিকারস্থ লোক ও আপন চাকর লোক পাঠাইয়া ধান্য উঠাইয়া আনিলেন তাহাতে তাঁহারা মুজাহেম হইলে অতিশয় মারপীট হইল। শুনা যাইতেছে যে তাহাতে এক জন লোক খুন হইয়াছে ও দুই চারি জন জখমী হইয়াছে। এই মোকদ্দমা জিলা চব্বিশ পরগণার কাছারিতে চালান হইয়াছে আদালতে কি হয় জানা যায় নাই।

নীল।

আটার শত দশ সাল অবধি তদা পর্য্যন্ত এই দশ বৎসরের মধ্যে নীল এত কম উৎপন্ন কোন বৎসর হয় নাই যেমন গত বৎসর হইয়াছে। এবং তাহা অধিক দামে বিক্রয় হইতেছে। গত বৎসরের এই সময়ে যত নীল আমদানী হইয়াছিল এই বৎসরে সেই সময়ে তাহা হইতে ত্রিশ হাজার মোন নীল কম আমদানী হইয়াছে।

আশ্চর্য্য ধূর্ত্ততা।

কতক দিন হইল মোকাম কলিকাতার বড়বাজারের এক জন মহাজন বংশালে শ্রীযুত হেইস সাহেবের নিকটে গিয়া কহিল যে আমাকে কতক ডুবরু দেও যে আমার মুক্তার থৈলী বিবীয়ামের ঘাটে গঙ্গাতে পড়িয়াছে তাহা ডুবরুরা উঠাইয়া দেয় এবং তদারকের কারণ তোমার তরফ অনেক লোক সঙ্গে দেও। ইহাতে ঐ সাহেবের হুকুমে ডুবরুরা গিয়া ঐ থৈলী উঠাইল ও মহাজনকে দিল। মহাজন ঐ থৈলী খুলিয়া তাহার মধ্যে কেবল কতক সিসার ক্ষুদ্র২ গুলি ও মটর দেখিল। তাহার বৃত্তান্ত শুন। এক জন গ্রীক দেশীয় লোক এই মহাজনের নিকটে এক থৈলী মুক্তা বন্ধক রাখিয়া কতক টাকা কর্জ করিয়াছিল। কিছু দিন পরে ঐ গ্রীক লোক তাহার নিকটে আসিয়া কহিল যে আমার টাকা দেওনের এখন যোত্র হইল না অতএব ঐ মুক্তার থৈলী দেও তাহা বিক্রয় করিয়া তোমার কর্জ শোধ করি। ইহাতে ঐ মহাজন স্বীকৃত হইয়া বন্ধকের মুক্তা সমেত থৈলী গ্রীক লোককে দিল এবং কিঞ্চিৎ অবিশ্বাসপ্রযুক্ত আপন তরফ অনেক লোক তাহার সহিত দিল। ঐ ধূর্ত্ত গ্রীক লোক আপন বাটীতে গেল ও ঐ প্রকার এক থৈলী সিসার গুলিতে ও মটরে পূর্ণ করিয়া আপন ঘরে পূর্ব্বে রাখিয়াছিল পরে আসল মুক্তার থৈলী ঘরে রাখিয়া ঐ মিথ্যা মুক্তার থৈলী লইয়া চলিল। পথে গিয়া ঐ মহাজনের লোককে কহিল যে এই পারে বিক্রয় করিব না ওপারে গিয়া বিক্রয় করি। ইহা কহিয়া এক নৌকায় চড়িল ও কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া ঐ মহাজনের লোককে কহিল যে তোমার মুনীবের আমাতে এত অবিশ্বাস যে এক জনকে আমার সহিত দিয়াছেন এই রূপ কথায়২ বিরোধেতে মিথ্যা রাগ প্রকাশ করিয়া ঐ মিথ্যা থৈলী জলে ফেলিয়া দিল।

সেই থৈলী এই প্রকারে ঐ মহাজন উঠাইয়া সকল শঠতা জানিল এবং তাহার নামে সুপ্রীমকোর্টে নালিস করিবেক এই মত শুনা যাইতেছে।

ডাকাইতি।

ইংলণ্ডের এক নগরে পঁচিশ জন ডাকাইত একত্র হইয়া আপনা২ মুখে কালি মাখিয়া ও কালা কাপড়দ্বারা অর্দ্ধেক মুখ ঢাকিয়া বেলা দুই প্রহর কালে এক সাহেবের বাটীতে গিয়া সদর দরবাজা ভাঙ্গিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাতে এক জন দাসী দোতালার উপরে যাইয়া সোর করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া ডাকাইতেরা ঐ দাসীকে ধমকাইয়া কহিল যে সোর করিস না যদি সোর করিবি তবে গুলি করিয়া তোকে খুন করিব ইহা কহিয়া বন্দুক উঠাইল। তাহাতে দাসী ভয়ে নিরস্ত হইলে পরে কোঠার মধ্যে সাহেবের নিকটে যাইয়া সিন্দুকের চাবি চাহিল। সাহেব চাবি দিতে বিলম্ব করিল তাহাতে তাহারা সিন্দুক ভাঙ্গিল কিন্তু তাহাতে কিছুই পাইল না। পরে সাহেবকে বান্ধিয়া এক ঘড়ী ও এক পাজামা ও নগদ ত্রিশ টাকা ও খাদ্য বস্তু কিছু লইল। অন্য এক স্ত্রীলোক শয়ন করিয়াছিল তাহার গায়ের বস্ত্রাদি ফেলিল ও সিন্দুক ভাঙ্গিতে লাগিল। পরে সে স্ত্রী সিন্দুকের চাবি দিলে সে সিন্দুক খুলিয়া তাহাতে কেবল পুরাতন আটটা টাকা পাইল তাহা লইয়া ঐ সকল খাদ্য বস্তু খাইতে লাগিল। পরে দুই জন বন্দুক হস্তে লইয়া ও চারি জন কুঠার হস্তে করিয়া সাহেবকে ধমকাইতে লাগিল ও কহিল যে যদি তুমি কাহাকেও ডাকহ তবে তোমাকে খুন করিব। পরে তাহারা অকুতোভয়ে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

সমাচার দর্পণ।

ব্রহ্মদেশ।

ব্রহ্ম দেশের নূতন রাজা শ্যাম দেশের রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন এবং উপযুক্ত রূপে যুদ্ধ আরম্ভের নিমিত্ত তাঁহার নানা উদ্যোগ করিতেছেন নানা প্রদেশহইতে টাকা আনাইতেছেন তাঁহারা রঙ্গুন শহরে দশ হাজার লোক অপেক্ষা করিতেছে। তাহারদের টাকা আয়োজনের উপায় আশ্চর্য্য। তাহারা আপন দেশের মধ্যে এই হুকুম দিয়াছে যে প্রজা লোকেরদের প্রতিঘরে২ এক২ জন লোক যুদ্ধে অবশ্য যাইবেক তাহার মধ্যে যদি কেহ যাইতে না পারে তবে সে এক শত টাকা দিবেক এই আজ্ঞা আপন দেশের মধ্যে দেওয়াতে টাকা ও যোদ্ধাতে অপ্রতুল কি।

গুণগ্রাহক।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য নিজ সাম্রাজ্য সময়ে আপন নগর শোভার নিমিত্ত এক দিন আজ্ঞা করিলেন যে যে ব্যক্তির এক কোটির ন্যূন সম্পত্তি হয় সে আমার রাজধানী নগরে বাস করিতে পারিবেক না। এই আজ্ঞানুসারে এক কোটির ন্যূন সম্পত্তিক লোকেরা অন্যত্র গিয়া বসতি করিতে লাগিল। ঐ নগরে এক ভগ্ন গৃহে মহাকবি এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন তিনি এমত সুদরিদ্র যে অন্যত্র গিয়া নূতন গৃহ করিয়া বাস করণেও অসমর্থ। ঐ ব্রাহ্মণকে উঠাইবার কারণ রাজপুরুষেরা বার২ উত্তেজনা করিতে লাগিল: তাহাতে ঐ ব্রাহ্মণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন ও উপায়ান্তর না দেখিয়া আপনি এক শ্লোক রচনা করিয়া মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নিকটে কোন প্রকারে গিয়া ঐ শ্লোক পাঠ করিলেন।

বাট্যাং বাট্যাল কোটিঃ স্ফুলিতর জঠরে মক্ষিকাণাঞ্চ কোটিঃ কোটির্মৎকুণানাং মম গৃহপটলে ভেককোটিঃ করোত্যাং। গাত্রে বিস্ফোটকোটিঃ কটিতটবিলসৎকর্পটে গ্রন্থিকোটির্ভো বট্কোটীশ্বরো২হং তদপি বদ কথং গন্তুমন্যত্র রাজন্।।

ইহার অর্থ এই। হে মহারাজ আমার বাটীতে এক কোটি বেত্তালার বৃক্ষ আছে এবং আমার কুৎসিত ভোজন পাত্রে এক কোটি মক্ষিকা বাস করে ও আমার গৃহের প্রান্ত ভাগে এক কোটি ভেক শব্দ করে এবং আমার কেশে এক কোটি উকুন আছে ও আমার শরীরে এক কোটি বিস্ফোটক আছে এবং আমার কোমরের ছিন্ন বস্ত্রে এক কোটি গ্রন্থি আছে। অতএব হে মহারাজ আপনকার আজ্ঞানুসারে এক কোটির ন্যূনসম্পত্তিক ব্যক্তির অন্যত্র যাইতে হয়. দেখ আমি এই রূপে ছয় কোটির অধিপতি তথাপি কেন আমাকে অন্যত্র যাইতে আজ্ঞা করিতেছ।

অতিশয় গুণগ্রাহক মহারাজ বিক্রমাদিত্য ঐ ব্রাহ্মণের দারিদ্র্য ও কবিতাশক্তি দেখিয়া দয়া ও সন্তোষে মগ্ন হইলেন ও তাঁহাকে কোটি টাকার সম্পত্তি প্রদান করিয়া নিজ আজ্ঞা রূপ সেই রাজধানীতেই রাখিলেন।

বাজার ভাও।

জিনিস	মোন	অবধি	পর্য্যন্ত
সুপারি	১	৫৷৷০	৫৷৷৵
ভেরেণ্ডা তৈল	১	১৯	২০
গাছ মরিচ	১	৩	৪৷৷০
নারিকেল তৈল	১	১৪	১৪৷৷
তুলা কাছোরা	১	০	০
আদা রঙ্গপুর	১	২৷০	২৸০
পাটনাই আদা	১	২	২৵
চাল পাটনাই	১	২৷৷৵	২৸
পাছড়ি উত্তম	১	২৷৷৴	২৷৷৶
পাছড়ি মধ্যম	১	২৶	২৷০
মুগী উত্তম	১	১৸৵	১৸৶
মুগী মধ্যম	১	০	
বাদাম	১	০	০
দুধা গোম	১	১৷	১৷৴
পাটনাই বুট	১	১৷৷৶	১৸
অড়হর ডালি	১	১৷৷৴	১৷৷৵
উত্তমগাওয়া ঘৃত	১	২০	২১
মধ্যম ঘৃত	১	১৬	১৮
ভৈসা ঘৃত	১	১৬৸	১৭
মধ্যম ভৈসা	১	১৬৷৷	১৭
মোমবাতী	১	৬২	৬৪
মিছরি উত্তম	১	১৬	০
মিছরি মধ্যম	১	১৩	১৪
সোরা উত্তম	১	৬	৬৸
মধ্যম	১	৫৷৷০	৫৸
চিনী কাশীর	১	৯৷০	১০
মধ্যম	১	৮	৮৷৷০
খার চিনী	১	৩৷০	৪
তেতুল	১	৸০	৸৴
তামাকু	১	৩৷৷	৭৷৷
চন্দন	১	১৪	১৬৷৷০

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে এক টাকা যিনি যাহের করিয়াছেন যদি তাহার নিকটে কাগজ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাহার নিকটে পাঠান যাইবেক।

সমাচার দর্পণ

১৩৯ সংখ্যা। শনিবার। ১৩ জানুআরি সন ১৮২১। ২ মাঘ সন ১২২৭॥

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে ॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা আট আনা প্রিমিয়ম। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা প্রিমিয়ম।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

১৩	জানেওয়ারি	শনিবার	২	মাঘ
১৪	ঐ	রবিবার	৩	ঐ
১৫	ঐ	সোমবার	৪	ঐ
১৬	ঐ	মঙ্গলবার	৫	ঐ
১৭	ঐ	বুধবার	৬	ঐ
১৮	ঐ	বৃহস্পতিবার	৭	ঐ
১৯	ঐ	শুক্রবার	৮	ঐ

ইস্তাহার।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে মোং লক্ষ্ণৌহইতে সন ১৮১৯ সালের ১ নবেম্বর তারিখের ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকার এক কেতা ও সন ১৮১৯ সালের ২ দিসেম্বর তারিখের ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকার এক কেতা এই দুই কেতা শতকরা ছয় টাকা সুদের মবলগে ১০০০০ দশ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ মোকাম কলিকাতা শ্রীবেণীরাম ও শ্রীভবানী প্রসাদের নামে সন ১৮২০ সালের ১৫ নবেম্বরে রওয়ানা হইয়াছিল সে কাগজ হারাইয়াছে সে কারণ তাহার টাকা জানেরেল ট্রেজরিতে বন্দ হইয়াছে।

সমাচার দর্পণ।

তালুক বিক্রয়।

সুপ্রীম কোর্টহইতে ইস্তাহার প্রকাশ হইয়াছে যে ২০ জানুআরি তারিখে মোং সুপ্রীমকোর্টে ১৮২০ সালের ২৭ এপ্রেল তারিখের শ্রীযুত কৌন্সর শিবচন্দ্ররায় বাহাদুর ফরিআদী নারায়ণ দত্তের বিধবা ঠাকুরাণীদাসী ও কৃষ্ণময়ী আসামী হইয়া যে ডিক্রী হইয়াছিল তদনুসারে এইং জমী বিক্রয় হইবেক।

জিলা বর্দ্ধমানের মধ্যে মানকুণ্ডা নামে তালুক ছয় গ্রাম এবং ঐ জিলাতে জগদীশপুর প্রভৃতি তিন গ্রাম। ও জিলা কৃষ্ণনগরে বালিখোরা তিন গ্রাম এবং চব্বিশ পরগণাতে সুতল নামে দেবত্র তালুক ও কলিকাতার মধ্যে সুতানটার হাটখোলাতে নানা স্থানে নয় বিঘা আট কাটা জমী এবং পুরানা চীনাবাজারে চারি কাটা আর ঐ সুতানটীতে বুদ্দবাটী ও তাহার সহিত এক বিঘা দশ কাটা ও মোং শিয়ালদহে ত্রিশ বিঘা জমী এই সকলের অর্দ্ধেক হিস্সা।

সুপ্রীমকোর্ট।

গত ৯ জানুআরি সোমবার মোকাম কলিকাতার সুপ্রীমকোর্টের আদালত খোলা গিয়াছে।

শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব।

গত রবিবার রাত্রিতে শ্রীশ্রীযুত আপন সঙ্গি সকল লোক লইয়া আপনার চাঁদপালের বাটীতে পঁহুছিয়াছেন।

সাজা।

পূর্ব্বে ছাপান গিয়াছে যে মোকাম গাজীপুরের পল্টনের এক জন সিপাহী আপন স্ত্রীর দোষ দেখিয়া তাহাকে খুন করিয়াছিল তাহাতে সে মোকাম কলিকাতার সুপ্রীমকোর্ট আদালতে চালান হইয়াছিল। সংপ্রতি শুনা গেল যে সুপ্রীমকোর্টের সাহেব লোকেরদের আদালত মতে তাহার ফাঁসী হইতে পারে কিন্তু তাহাতে তাহার নানাপ্রকার অসুখ দেখিয়া সাহেব লোকেরা তাহার ফাঁসী মাফ করিয়া জিঞ্জিরে চালান করিতে হুকুম দিয়াছেন।

মরণ।

মোং মুরশেদাবাদের শ্রীশ্রীযুত নবাব সাহেবের পিতামহী বেগম ওয়ালিদাহ ত্রিশা দিসেম্বর তারিখে পরলোক প্রাপ্তা হইয়াছে অতএব তাঁহার সম্ভ্রমের কারণ মোকাম কলিকাতার গড়ে ঐ মৃত বেগমের বয়ঃক্রমানুসারে চৌয়াত্তি তোপ হইবেক।

সমাচার দর্পণ।

আত্মঘাতী।

গত সোমবার মোকাম কলিকাতাতে এক জন ফ্রান্সিস রাবি নামে পোর্তুগীশের ও মুচীরাম দাস নামে এক ব্যক্তি হিন্দুর মরণ সমাচার পাওয়া গেল। তাহার বিবরণ এই। ফ্রান্সিস রাবি নামে ফিরিঙ্গী আমড়াতলার গলিতে এক খাপো ঘরের আড়াতে ঝুলান পাওয়া গেল। টৌনহাল অর্থাৎ সাধারণ ঘরে তাহার আদালতে সাক্ষীদারা জানা গেল যে সেই ঘরে ঝাঁপের দ্বার ছিল এবং সে ঝাঁপ ঘরের মধ্যে বাঁধা ছিল যে লোক প্রথম সে ঘরে গেল সে লোক সে ঝাঁপের দড়ি কাটিয়া ঘরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে মৃত দেখিল ও বাহিরে প্রকাশ করিল।

পরে বিচারকর্ত্তা সাহেবেরা মোং শ্যামপুকুরিয়াতে বালাখানার গলীতে মুচীরাম দাসের বাটীতে গিয়া তহকীক করিয়া দেখিলেন যে ঘরের মধ্যে মুচীরাম দাস পড়িয়া আছে এবং তাহার গলাতে এক পেঁচ দড়ি আছে ও ঘরের আড়াতেও এক পেঁচ দড়ি আছে ইহাতে বোধ হইল যে গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে কিন্তু দড়ি অশক্ত সে কারণ মরিলে মৃত শরীর ভারী হইয়া দড়ি ছিঁড়িয়া পড়িয়াছে এইদুই জনের বিষয়ে আত্মহত্যা স্থির হইল।

গত বৎসর বাণিজ্যের জুমলা।

১ জানুআরি অবধি ৩১ ডিসেম্বর তারিখপর্য্যন্ত গত বারো মাসে মোকাম কলিকাতাতে সমুদ্র পথে দুই ক্রোর আটার লক্ষ একষট্টি হাজার আট শত আটচল্লিশ টাকার রূপা এবং পঞ্চাশ লক্ষ চল্লিশ হাজার পাঁচ শত পঞ্চাশী টাকার সোনা।। জুমলা। দুই ক্রোর চৌহত্তর লক্ষ সাত হাজার চারি শত তেত্রিশ টাকা আমদানী হইয়াছে।

মোকাম কলিকাতাহইতে এইং জিনিস গত বৎসরে রপ্ত হইয়াছে।

তুলা চৌয়াল্লিশ হাজার সাত শত চল্লিশ গাঁট।

চিনি তিন লক্ষ তিরাশী হাজার দুই শত চব্বিশ মোন বাহিরে গিয়াছে।

সোরা দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার মোন।

আফীম তিন হাজার আট শত ঊনত্রিশ সিন্দুক।

তণ্ডুল চারি লক্ষ চৌরানব্বই হাজার এক শত ছত্রিশ বাস্তা। প্রত্যেক বাস্তাতে প্রায় দুই মোন।

আদা বায়ান্ন হাজার দুই শত পঁচিশ মোন।

কাপড় ছত্রিশ লক্ষ একাশী হাজার থান।

রেশম ছয় হাজার ছয় শত বিরানব্বই মোন।

নীল ছত্রিশ হাজার চারি শত বিশ মোন।

এইং ভারি বস্তু বিনা আর এইং ক্ষুদ্র বস্তুর রপ্তানী।

ভেরেণ্ডা তৈল পাঁচ হাজার এক শত চল্লিশ মোন।

হরিদ্রা পাঁচ হাজার আট শত আটহত্তি মোন।

তেঁতুল পাঁচ শত বিয়াল্লিশ মোন।

কুসুম ফুল দুই হাজার এক শত দশ মোন।

তামাকু সত্তর শত ঊনত্রিশ মোন।

গাছ মরিচ তিন শত একইশ মোন।

হস্তিদন্ত এক শত এক মোন।

গুড় দুই হাজার এক শত চৌত্রিশ মোন।

মঞ্জিষ্ঠা চারি হাজার [illegible] শত পঁচানব্বই মোন।

মহুরী নয় শত সাত মোন।

কর্পূর দুই শত আট মোন।

হিঙ্গু এক শত ষোল মোন।

জৈত্রী একত্রিশ মোন।

লবঙ্গ এক শত ঊনআশী মোন।

আবলুস কাষ্ঠ সাত শত ছয় মোন।

কাওয়া দুই হাজার আট শত ছেষট্টি মোন।

চরবি নয় শত ছাপান্ন মোন।

গন্ধ বিরজা এক শত তেতাল্লিশ মোন।

সেগুদানা চারি হাজার চারি শত তেত্রিশ মোন।

বকম কাষ্ঠ ছয় শত পঞ্চাশ মোন।

কায়াপুতি তৈল দুই শত তিপ্পান্ন মোন।

নানাপ্রকার গোন্দ চারি হাজার তিন শত চৌষট্টি মোন।

শাল আট শত সাত থান।

মহিষের শৃঙ্গ দুই লক্ষ আটাইশ হাজার তিন শত পঞ্চান্ন টা।

গোচর্ম্ম সাত হাজার চারি শত সাত ষষ্টিখান।

ছাগচর্ম্ম পঁয়ষট্টি হাজার দুই শত দশ থান।

বেত ছয় হাজার বাণ্ডীল।

অকস্মাৎ মৃত্যু।

স্পিৎজেলাও নগরে গির্জা ঘরের মধ্যে উপরে রেল ঘেরা বারাণ্ডা চতুর্দ্দিকে ছিল তাহাতে অনেক লোক বসিয়াছিল অকস্মাৎ সেই বারাণ্ডার ছাত ভাঙ্গিয়া পড়াতে অনেক লোক নীচে চাপা পড়িল তাহার মধ্যে ত্রিশ জন মরিয়াছে আর দুই শত সাতানব্বই জন আঘাতী হইয়াছে।

সমাচার দর্পণ।

আমেরিকা দেশ।

আমেরিকা দেশে এক সাহেব দুই শত টাকার নোট ভাঙ্গাইবার কারণ আপন কন্যাকে নিকটস্থ এক শহরে পাঠাইয়াছিল সে স্ত্রী নোট লইয়া আপন ঘোড়ায় চড়িয়া বাঙ্ক ঘরে গিয়া দেখিল যে বাঙ্ক বন্দ হইয়াছে। পরে অন্য দোকানে ভাঙ্গাইতে চেষ্টা করিল কিন্তু টাকা না পাইয়া নোট ফিরাইয়া লইয়া আপন ঘরে আসিতে লাগিল। পথিমধ্যে অন্য এক ঘোড়সোয়ার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া শিষ্টাচারপূর্ব্বক নানাপ্রকার সম্ভাষ হইলে ঐ স্ত্রী তাহাকে সল্লোক জ্ঞান করিয়া তাহার সহিত এক ক্রোশপর্য্যন্ত এক পথে একত্র গেল। পরে এক গোপনীয় স্থানে উপস্থিত হইলে ঐ সাহেব স্ত্রীকে কহিল যে তোমার স্থানে দুই শত টাকার নোট আছে তাহা আমাকে দেহ নতুবা তোমাকে খুন করিব। ইহা কহিয়া বন্দুক হস্তে লইলে স্ত্রী ভীতা হইয়া ঐ নোট বাহির করিয়া তাহাকে দিতেছে এই সময় দৈবাৎ সে নোট সাহেবের হাতে না পড়িয়া বাতাসে কতক দূর উড়িয়া গিয়া নীচে পড়িল। সাহেব ঘোড়াহইতে নামিয়া নোট লইতে গেলে স্ত্রী আপন ঘোড়া ছুটাইয়া দিল সাহেবের ঘোড়াও তাহার পশ্চাৎ২ দৌড়িতে লাগিল। তাহাতে সাহেব অতিশয় ব্যস্ত হইয়া এক গুলি মারিল সে গুলি তাহারদের শরীরে না লাগিয়া এক পার্শ্ব দিয়া গেল কিন্তু শব্দ শুনিয়া দুই ঘোড়াই অতি বেগে চলিল। পরে স্ত্রী আপন ঘরে আসিয়া ঐ সাহেবের ঘোড়া বাঁধিয়া তাহার জিনের মধ্যে কতক কৃত্রিম নোট ও নগদ তিন হাজার টাকা [illegible] সমেত ঘোড়া পাইল।

ডাকাইতি।

বর্ণও দেশে এক সাহেবের বাটীতে দশ পোনের জন ডাকাইত অনুমান এগার ঘড়ী রাত্রির সময়ে আসিয়া খানাঘরের দ্বার ভাঙ্গিয়া ঘরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। সাহেব তাহার নিকটে অন্য ঘরে থাকিয়া এ বিষয় জানিতে পাইয়া আপন বিছানাহইতে উঠিয়া অস্ত্র অন্বেষণ করিতে লাগিল। সে ঘরে কোন অস্ত্র না পাইয়া মনে বিবেচনা করিল যে খানাঘরে মেজের উপরে ছুরি আছে তাহা আনি। পরে সাহেব ঘোর অন্ধকারে মন্দ২ গমন করিয়া ঐ খানাঘরহইতে ছুরি লইয়া আপন ঘরে আইল ও সতর্ক হইয়া ডাকাইতেরদের কর্ম্ম দেখিতে লাগিল। পরে এক জন ডাকাইত খানাঘরহইতে সাহেবের ঘরে আসিবামাত্র সাহেব তাহার পেটে ছুরি মারিল তাহাতে সে আঘাতী হইয়া পশ্চাৎ দিগে ফিরিয়া গেল পরে আর এক জন আইল তাহাকেও ঐ রূপ মারিলে সেও ফিরিয়া গেলে ডাকাইতেরা সাহেবের ঘরে যাওনে ক্ষান্ত হইয়া কহিল যে ঘরের দ্বারহইতে গুলি মারা উচিত। পরে এক ডাকাইত বন্দুক লইয়া এক দ্বারে গিয়া গুলি মারিতে উদ্যোগ করিলে সাহেব আপনাকে এমন রাখিল যে গুলি তাহার শরীরে না লাগিয়া বুকের নিকট দিয়া গিয়া দেওয়ালে লাগিল। পরে সাহেব অতিবেগে যাইয়া সেই ডাকাইতের হাতে দুই তিন বার ছুরি মারিল। তাহাতে সে আঘাতী হইয়া অন্য২ ডাকাইতেরদের নিকটে গেল। তখন সকল ডাকাইতেরা একত্র হইয়া সাহেবের ঘরের মধ্যে গেলে সাহেব আপন মৃত্যু নিশ্চয় করিল কিন্তু তথাচ ভীত না হইয়া চতুর্থ ডাকাইতকেও ছুরি মারিল। তৎকালে ঐ ডাকাইত তাহার মস্তকে এক আঘাত করিল। তাহাতে সাহেব সেই ডাকাইতকে পুনর্ব্বার ছুরি মারিতে অধিক শক্ত জ্ঞান হইয়া দেখিল যে ডাকাইতের শরীর ভেদ হইয়া ছুরির অগ্রভাগ মৃত্তিকাতে লাগিয়া বক্র হইয়া গিয়াছে এবং ভূমি রক্তেতে পিছলা হইয়াছে। পরে সাহেব অন্য এক ডাকাইতের সহিত মল্লযুদ্ধ করিতে২ উভয়েই মৃত্তিকাতে পড়িল। এই সময়ে সাহেব আপন ছুরির অগ্রভাগ মৃত্তিকাতে সোজা করিতে উদ্যত হইলে তাহার সহিত যে যুদ্ধ করিতেছিল সে তাহাকে মারিল। ইহাতে তাহার হাত দিয়া যে সাহেবের শরীর শক্তরূপে বদ্ধ ছিল তাহা কতক শিথিল হইল। ইত্যবকাশে সাহেব ভরোসা পাইয়া উঠিল এবং ডাকাইতের হস্তে এক তলোয়ার পাইল। ইহা দেখিয়া ডাকাইতেরা অতিশয় ভীত হইয়া আপনারদিগের মৃত সঙ্গিরদিগকে তুলিয়া লইতে আরম্ভ করিল। তখন সাহেব ঘরহইতে বাহির হইয়া অন্য এক স্থানে থাকিল। পরে ডাকাইতেরা বাহির হইয়া গেলে আপন চাকর লোকেরদিগকে ডাকিয়া ঘর সাবধান করিল।

খুনের প্রমাণ।

জর্ম্মানি দেশে এক ব্যক্তি আপন গুণ পত্নীকে কোন দোষের কারণ বধ করিয়া এক কূপেতে নিক্ষেপ করিয়াছিল পরে তাহার অন্বেষণ করিয়া ঐ কূপে মৃত শরীর পাওয়া গেল। তাহার সর্ব্বাবয়ব সুন্দর মত দেখিল তাহাতে তাহার দন্তেতে এক টুকরা কাপড় পাওয়া গেল সে কাপড় তাহার উপপতির হাতের জামাতে লাগাইলে ঠিক মিলিল। এই প্রমাণে তাহার ফাঁসী হইয়াছে।

সমাচার দর্পণ।

চোর।

লণ্ডন নগরে এক চোর এক সাহেবকে মারিপীট করিয়া টাকা লইয়া এক অতিথিশালাতে পলাইয়া গেল। তাহা দেখিয়া তথাকার চৌকীদার সেই চোরকে ধরিতে অতিথিশালাতে যাইতেছিল পথিমধ্যে আরো বিশ ত্রিশ জন চোর একত্র হইয়া পরস্পর কৃত্রিম যুদ্ধ করিতেছে তাহার কারণ এই যে লোকেরা যুদ্ধ দর্শনে মগ্ন চিত্ত হইলে অনায়াসে তাহাদের গাঁটি কাটিয়া টাকা লইবেক। পরে চৌকীদার তাহারদের যুদ্ধ নিবারণার্থ তাহারদের মধ্যবর্ত্তী হইলে এক জন অতিক্রোধি চৌকীদারকে ঘুসা মারিয়া অতিথিশালাতে পলাইল। পরে চৌকীদার পশ্চাৎ২ ঐ ঘরের মধ্যে গেলে ঐ সকল চোরেরা আসিয়া ঐ ঘরের মধ্যে যে যাহা হস্তে পাইল তাহার দ্বারা চৌকীদারকে মারিতে লাগিল এক জন শিশার বোতলদ্বারা মস্তকে মারিল তাহাতে চৌকীদারের মস্তক ফাটিয়া রক্ত স্রোত বহিতে লাগিল কিছুকাল পরে সে মৃত তুল্য হইয়া পড়িল। পরে এক চোর আপন মঙ্গলের কারণ অতিবেগে অন্য চৌকীদারকে এই সমাচার কহিলে সেই চৌকীদার তদ্বর্ত্তির পলিস লোক লইয়া তাহারদিগকে ধরিবার কারণ সে স্থানে গেল কিন্তু তখন সকলে পলাইয়াছে কাহাকেও ধরিতে পারিল না। অতঃপর সে সকল চোরের নাম নিশ্চয় হইয়াছে এবং তাহারদিগকে ধরিবার কারণ ওয়ারিন হইয়াছে সে চৌকীদার মৃত তুল্য হইয়াছিল তাহাকে শোয়াইয়া ডাক্তরের ঘরে লইয়া গেল কিন্তু তাহার জীবন সংশয়।

ইংগ্লণ্ড।

ইংগ্লণ্ডহইতে সমাচার আসিয়াছে যে ফ্রান্স দেশে ইংগ্লণ্ডের বাদশাহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীর পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে।

শ্রীশ্রীযুত ইংগ্লণ্ডীয় বাদশাহ।

পূর্ব্বে সমাচার দেওয়া গিয়াছে যে শ্রীশ্রীযুত ইংগ্লণ্ডের বাদশাহ আগামি মাসে রাজমুকুট ধারণ করিবেন। কিন্তু এখন সমাচার পাওয়া গেল যে শ্রীশ্রীযুত আপনি আপন অধীন লোকেরদের নিকটে সর্ব্বত্র পত্র পাঠাইয়াছেন যে এখন রাজমুকুট ধারণ করিব না যখন কর্ত্তব্য হইবে তাহা স্থির করিয়া সর্ব্বত্র সমাচার দেওয়া যাইবেক।

নূতন সাঁকো।

স্কটলণ্ড দেশে টুইড নদীতে সম্প্রতি এক সাঁকো হইয়াছে ঐ নদীর উভয় পারে দুই২ বৃহৎ স্তম্ভ করিয়া তাহার উপরে লৌহ জিঞ্জির দিয়া ঐ জিঞ্জিরের উপরে কাষ্ঠের তক্তা দিয়া সুন্দর রাস্তার মত করিয়াছে তাহার নীচে দিয়া নৌকা ও জাহাজ প্রভৃতি গমনাগমন করে ও উপর দিয়া গাড়ী ঘোড়া মনুষ্যপ্রভৃতি যাতায়াত করে।

বাজার ভাও।

জিনিস	মোন	অবধি	পর্য্যন্ত
সুপারি	১	৩॥৹	৫॥৶
ভেরেণ্ডা তৈল	১	১৯	২৹
গাছ মরিচ	১	৩	৪॥৹
নারিকেল তৈল	১	১৩॥	১৪
তুলা কাছোকা	১	৹	৹
আদা রঙ্গপুর	১	২।৹	২৸৹
পাটনাই আদা	১	২	২৶
চালু পাটনাই	১	২॥৶	২৸
পাছড়ি উত্তম	১	২॥৴	২॥৶
পাছড়ি মধ্যম	১	২৶	২।৹
মুগী উত্তম	১	১৸৶	১৸৶
মুগী মধ্যম	১	৹	
বাদাম	১	৹	৹
দুধা গোম	১	১৷৴	১৷৶
পাটনাই বুট	১	১॥৶	১৸
অড়হর ডালি	১	১॥৴	১॥৶
উত্তমগাওয়া ঘৃত	১	২১	২১॥
মধ্যম ঘৃত	১	১৬	১৮
ভৈসা ঘৃত	১	১৬৸	১৭
মধ্যম ভৈসা	১	১৬॥	১৭
মোমবাতী	১	৬২	৬৪
মিছরি উত্তম	১	১৬	৹
মিছরি মধ্যম	১	১৩	১৪
গোরা উত্তম	১	৬	৬৷৹
মধ্যম	১	৫॥৹	৫৸
চিনী কাশীর	১	৯	৯৸৹
মধ্যম	১	৮	৮॥৹
খার চিনী	১	৩।৹	৪
তেতুল	১	৸৹	৸৴
তামাকু	১	৪॥	৬॥
চন্দন	১	১৪	১৬॥৹

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে [illegible] তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে এক টাকা [illegible] করিয়াছেন যদি তাঁহার নিকটে কাগজ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাহার নিকটে প্রেরণ যাইবেক।

সমাচার দর্পণ

১৪০ সংখ্যা। শনিবার। ২০ জানুআরি সন ১৮২১। ৯ মাঘ সন ১২২৭॥

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ বৃত্তান্তমিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে ॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা আট আনা প্রিমিয়ম। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা প্রিমিয়ম।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

২০	জানেওয়ারি	শনিবার	৯	মাঘ
২১	ঐ	রবিবার	১০	ঐ
২২	ঐ	সোমবার	১১	ঐ
২৩	ঐ	মঙ্গলবার	১২	ঐ
২৪	ঐ	বুধবার	১৩	ঐ
২৫	ঐ	বৃহস্পতিবার	১৪	ঐ
২৬	ঐ	শুক্রবার	১৫	ঐ

ইস্তাহার।

আনসেন ডেক্সনরী।

সকল লোককে অবগত করা যাইতেছে যে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষাতে নানা প্রকার ডেক্সনরী প্রস্তুত হইতেছে ও হইয়াছে কিন্তু অধিক মূল্যপ্রযুক্ত অনেকে তাহা লইতে অসমর্থ তৎপ্রযুক্ত সর্ব্বসাধারণ গ্রহণের কারণ আনসেন ডেক্সনরী যে কেতাব প্রসিদ্ধ আছে সেই কেতাব অনুসারে এক দিকে ইংরেজী শব্দ সাবেক মত থাকিবেক এবং তাহার প্রতিরূপ বাঙ্গালা শব্দ অন্য দিকে বিন্যাস করা যাইবে। ইহাতে যিনি ইংরেজী শিখিতে ইচ্ছা করেন ও যিনি বাঙ্গালা শিখিতে বাসনা করেন সে উভয়েরি যথেষ্ট উপকার হইবেক। এই কেতাব অনুমান তিন শত পৃষ্ঠা হইবেক ইহার প্রতিকেতাবের মূল্য স্বাক্ষরকারীরা ৮ আট টাকাতে কেতাব পাইবেন তদ্ভিন্ন লোকেরা ১২ বার টাকার ন্যূনে পাইবেন না। অতএব যিনি তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন তিনি আপন নাম এবং কোন মোকামে কাহার নিকট কেতাব পাঠান যাইবে তাহাও লিখিয়া মোকাম শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে শ্রীজন মেগ্রিস সাহেবের নিকট পাঠাইবেন যেহেতুক দূর দেশে কেতাব ডাকে পাঠাইতে তাহারদের অনেক ব্যয় হইবেক এবং কি প্রকার বা টাকা পঁহুছিবে অতএব তাহার বেওরা করিয়া লিখিবেন। পরে কেতাব প্রস্তুত হইলে তাঁহারদের নিকটে পাঠাইয়া টাকা আদায় করা যাইবেক ইতি।

ইস্তাহার।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে মোং [illegible]হইতে সন ১৮১৯ সালের ১ নবেম্বর তারিখের ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকার এক কেতা ও সন ১৮১৯ সালের ২ দিসেম্বর তারিখের ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকার এক কেতা এই দুই কেতা শতকরা ছয় টাকা সুদের সবলগে ১০০০০ দশ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ মোকাম কলিকাতা [illegible] ও শ্রীভবানী প্রসাদের [illegible] ১৮২০ সালের [illegible] রও য়ানা হইয়াছিল সে কাগজ হারাইয়াছে সে কারণ তাহার হাক্‌ জিনেরেল ক্রেজরিতে বন্দ হইয়াছে।

সমাচার দর্পণ।

মহারাজ প্রতাপচন্দ্ররায় বাহাদুর।

বর্দ্ধমানাধিপতি শ্রীশ্রীযুত মহারাজকুমার মহারাজ প্রতাপচন্দ্ররায় বাহাদুর ৩ জানুআরি ২১ পৌষ বুধবারে মোকাম কালনাতে গঙ্গাতীরে পাঞ্চভৌতিক শরীর পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার এই সাংঘাতিক রোগ উপস্থিত হইলে বর্দ্ধমান হইতে কালনাতে আনিয়াছিলেন এবং সেখানে আরোগ্যের কারণ অনেক স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি করাইয়াছিলেন তাহাতে সদ্ব্যয়ও অনেক হইয়াছে। তাঁহার কারণ খেদ সর্ব্বলোক সাধারণ তাঁহার অনেক সৌজন্য সর্ব্বত্র বিখ্যাত আছে। তাঁহার পিতা শ্রীশ্রীযুত মহারাজ তেজশ্চন্দ্ররায় বাহাদুর কলিকাতার অর্ণলে সমাচার দিয়াছেন যে বর্দ্ধমানের রাজা প্রতাপচন্দ্ররায় বাহাদুর আপনার দুর্ভাগা দুই স্ত্রী ও ভাগ্যহীন পিতা ও গোষ্ঠী কুটুম্বাদি সকলকে শোকসাগরে মগ্ন করিয়া ২৯ ঊনত্রিংশ বৎসর দুই মাস দশ দিনবয়স্ক হইয়া ৩ জানুআরি বুধবারে মোকাম কালনাতে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

গঙ্গাসাগরোপদ্বীপের সোসয়িটী।

গঙ্গাসাগর উপদ্বীপের কমিটী এই সমাচার লোকেরদিগকে জানাইতেছেন যে গঙ্গাসাগরের মধ্যে যে জঙ্গল এখন আছে তাহা যে লোকেরা কাটিয়া আবাদ করিতে পারিবেক সে জমী সাবেক দস্তুর মতে তাহারদিগকে দেওয়া যাইবেক। ইতি মোকাম কলিকাতা সন ১৮২৬ সাল ৫ জানুআরি।

শোক চিহ্ন ধারণ।

পূর্ব্বে সমাচার দেওয়া গিয়াছে যে শ্রীশ্রীযুত ইংগ্লণ্ডীয় বাদশাহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীর কাল হইয়াছে। তাহাতে বাদশাহ হুকুম করিয়াছেন যে লোকেরা শোক চিহ্ন কাল পোশাক পরিধান করিবেক।

সহমরণ।

মোকাম আরামবাগের কলুপুখরিয়াতে এক জন মুচীর কাল হইয়াছে গত রবিবারে তাহার তেত্রিশ বৎসরবয়স্কা স্ত্রী তাহার সহিত সহগমন করিয়াছে। বিশিষ্ট লোকের ঘরের স্ত্রী লোক কদাচিৎ সহগমন করেন কিন্তু অন্ত্যজ লোকের স্ত্রীর সহগমন প্রায় দেখা যায় না এ অতি আশ্চর্য্য।

যাওা উপদ্বীপ।

যাওা উপদ্বীপে এক পর্ব্বত আছে ভূমি কম্প সময়ে তাহাহইতে অগ্নি নির্গত হয়। গত ১১ জুন রবিবারে ভূমিকম্প হইয়া অকস্মাৎ মেঘ গর্জ্জনের তুল্য শব্দ হইয়া পর্ব্বতের গহ্বরহইতে অতিশয় ধূম নির্গত হইল। তাহা শুনিয়া নিকটস্থ লোকেরা ভীত হইয়া সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে লাগিল ও ঘণ্টা বাজাইয়া সর্ব্বত্র সমাচার জানাইল। পরে সেই পর্ব্বতহইতে অতি বেগে পাথর চতুর্দ্দিকে পড়িতে লাগিল। রাত্রিযোগে কেবল অগ্নির বৃহৎ স্তম্ভ বোধ হইল এবং মেঘ গর্জ্জন শব্দ ও ভূমিকম্প পুনঃপুনঃ হইতে লাগিল ও বিদ্যুৎ ন্যায় চলিতে লাগিল সে দিবস কিছু মেঘারম্ভ ছিল। ১২ জুন সোমবার অবধি ১৫ তারিখপর্য্যন্ত আকাশ সুন্দর খোলাসা হইল সে অগ্নি চৌদ্দ দিবস পর্য্যন্ত এক রূপ ছিল তাহার পরে ক্রমে নির্ব্বাণ হইল কিন্তু তাহার নিকটস্থ বৃক্ষাদি ও শস্যাদি তাবৎ নষ্ট হইল।

শ্রীযুত জেম্স্ষ্টুয়ার্ট সাহেব।

শ্রীশ্রীযুত জেম্স ষ্টুয়ার্ট সাহেব কিঞ্চিৎ পীড়িত হইয়া বেড়াইতে গত শনিবার কেপে প্রস্থান করিয়াছেন তিনি যখন কলিকাতার গড়ের নিকট হইয়া যাইতে ছিলেন তখন তাঁহার সম্ভ্রমের কারণ তোপ হইয়াছে।

শ্রীযুত লর্ড বিশপ সাহেব।

এই দেশের ইংগ্লণ্ডীয় ধর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুত লর্ড বিশপ সাহেব ধর্ম্মবিষয়ক তদারক করিবার কারণ মোং বোম্বে ও সিংহদ্বীপে গমনার্থ গত সপ্তাহে প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার সম্ভ্রমের কারণ তোপ হইয়াছে।

সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেব।

সৈন্যাধ্যক্ষ শ্রীযুত মেজর জানরল সর উলায়ম গ্রান্ট কের সাহেব দুই তিন দিনের মধ্যে ইংগ্লণ্ডে প্রস্থান করিবেন।

কানপুর।

আমরা শুনিয়াছি যে এতদ্দেশহইতে এক জন এতদ্দেশীয় লোক মোং কানপুরে কিঞ্চিৎ যোত্রাপন্ন রূপে আছে সে এতদ্দেশীয় যত পূজা ও পর্ব্ব ও উৎসব সেই দেশে প্রচার করিয়াছে তাহাতে সে দেশে যেং পূজা ও পর্ব্বাদি করা ব্যবহার ছিল না তাহাও সে দেশীয়েরা করিতেছে সম্প্রতি আগামি চৈত্র মাসে সংক্রান্তিতে এই দেশের মত সেখানেও চড়ক হইবেক এমত উদ্যোগ হইতেছে।

সৈন্য প্রেরণ।

পূর্ব্বে জানান গিয়াছিল যে ইংগ্লণ্ডীয় কথক সৈন্য আরবেরদের সহিত যুদ্ধে মারা পড়িয়াছে যেহেতুক আরবেরা চারি হাজার সৈন্য ছিল ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য কেবল পাঁচ শত ছিল তাহাতেও তাহারা অকস্মাৎ ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যের উপরে আক্রমণ করিয়াছিল। এখন তাহার সমাচার পাওয়া গেল যে বোম্বের বড় সাহেব আরবেরদের প্রতীকারার্থ পাঁচ হাজার সৈন্য ও তাহার মত সরঞ্জাম পাঠাইতেছেন তাহাতে শ্রীযুত মেজর জনরল স্মিথ সাহেব সৈন্যাধ্যক্ষ হইবেন এই মত হুকুম হইয়াছে।

সাঁকো।

ইংগ্লণ্ড দেশের এক নগরে এক প্রাচীন সাঁকো ছিল কিন্তু সে স্থানেং ভগ্ন হইয়াছিল গত ২৭ জুন তারিখে সেই সাঁকো মেরামত করিবার কারণ রাজ মজুর লা

গিয়াছিল তাঁহাতে সে শাঁস্যের এক খী লান ভাঙ্গিয়া পড়াতে এক লোক চাপা প ড়িয়াছিল সে তখনি মরিয়াছে আর দুই লোক আঘাতী হইয়াছে এবং সেই নগ রের এক কুক্কুর ক্ষিপ্ত হইয়া পাঁচ জন বা লককে দন্তাঘাত করিয়াছে তাহারদিগের চিকিৎসা হইতেছে।

অস্ত্রচিকিৎসা।

ফ্রান্স দেশে কালেজের এক জন চিকিৎ সকের পেটের মধ্যে পশিয়া বুন হইয়া ছিল তাহাতে অন্য এক চিকিৎসক তা হার অদৃশ্য বুন দৃশ্য করিবার কারন তা হার পেট কাটিল তাহাতে তাহার কলী জা পর্য্যন্ত দেখা গেল পরে ঔষধিদ্বারা ২৭ সাতাইশ দিনের মধ্যে সে ক্ষত ভাল করিয়াছে।

জেমেকা উপদ্বীপ।

আমেরিকা দেশের জেমেকা উপদ্বীপে এক জাহাজের পার্শ্বে এক ক্ষুদ্র নৌকা বান্ধা ছিল তাহাতে জন কএক বালক ক্রীডা করিতেছিল এই সময়ে এক বৃহৎ মৎস্য অতিক্ষুধিত হইয়া ঐ বালক ধরি বার চেষ্টাতে ঐ নৌকার উপরে আস্ফা লন করিল কিন্তু বালক ধরিতে পারিল না কেবল আপনি নৌকার মধ্যে আটক পড়িল। তখন অন্যং লোকেরা আসিয়া তাহাকে মারিল সে মৎস্যের শরীর মাপা গেল তাহাতে দেখা গেল যে সে আড়াই গজ।

ঘোড়দৌড়।

ইংগ্লণ্ডে এক ঘোড়সওয়ার সাহেব ১১ জু লাই তারিখে অন্য এক সাহেবের সহিত বাজী রাখিল যে ত্রিশ মিনিটের মধ্যে ঘোড়াতে সাড়ে পাঁচ ক্রোশ গমন করি তে পারিলে ১৬০০ ষোল শত আশী টাকা পাইবেক কিন্তু না পারিলে ষোল শত আশী টাকা দিতে হইবেক এই নিয়ম করিয়া ঘোড়া ছাড়িয়া দিল তাহাতে এক পৌয়া কম ত্রিশ মিনিটের মধ্যে সাড়ে পাঁচ ক্রোশ গমন করিয়া সেই বা জীর টাকা পাইল এবং ঐ সাহেব ঘোড়া হইতে নামিয়া শ্রম দূর করিতেং ঐ ঘোড়া দুই হাজার বার টাকা দামে বিক্রয় হইল।

জর্ম্মনি দেশ।

জর্ম্মনি দেশের এক নগরে এক পর্ব্বতের নিকটে জল উঠিবার উনই ছিল তাহাই হইতে জল নির্গত হইয়া ঐ নগরের মধ্য দিয়া নদীতে পড়িত। কিছু দিন হইল সে পথ বন্দ হইলে জল সেখানহইতে চলিত না এবং কোথা দিয়া চলিত তাহা কেহই জানিতে পারিত না ও অন্বেষণ কেহ করিত না। কিছু দিন পরে ঐ নগরের লোকের দের ঘরের দেওয়াল কথকং ফাটিল ও দ্বা রে কোনং কপাট ভালমতে লাগিল না। পরে গত জুলাই মাসে এক রাত্রিতে এক টা অতিবৃহৎ শব্দ হইয়া ভূমি ছিন্ন হইতে ল গিল। তাহাতে লোকেরা ভীত হইয়া আপনং গোষ্ঠী ও পশ্বাদি লইয়া স্থানা ন্তরে গেল। তাহার পর দিবস তাহারা আসিয়া দেখিল যে সে গ্রামের চিহ্ন কিছু নাই কেবল অত্যুচ্চ গির্জাঘর যে ছিল তা হার অগ্রভাগ কিছুং দেখা যাইতেছে।

পর্ব্বতপতন।

জর্ম্মনি দেশের এক নগরে নদীর তীরে এক পর্ব্বত আছে সে পর্ব্বতের স্থানেং ফাটা ছিল পাঁচ বৎসর অবধি প্রতিবৎ সর সেই ফাটা এক হাত দেড় হাত বৃদ্ধি হইতেছিল তাহাতে নগরস্থ লোকেরা নিশ্চয় জানিল যে পর্ব্বত পড়িবেক। গত ১৭ জুলাই তারিখে বৈকালে ঐ পর্ব্বতহই তে প্রস্তর ও মৃত্তিকা পড়িতে আরম্ভ হইয়া শেষ রাত্রিতে পর্ব্বতের এক ভাগ এক কালে নদীর মধ্যে পড়িল সেই বেগে ন দীর জল গ্রামের মধ্যপর্য্যন্ত উঠিল। পরে নদীর জল নদীতে আইল কিন্তু তাহার নিকটে গোষ্ঠী চল্লিশেক দ্রাক্ষা বৃক্ষ ছিল তাহা এক কালে নষ্ট হইল এবং সেই নদীর তীরে অন্য এক পর্ব্বত পড়িবেক এমত বোধ হইতেছে।

ছবি।

ফ্রান্স দেশের রাজধানী পারিশ শহরের নিকটস্থ এক লোকের কর্ম্মক্ষয়ে পুরাতন জিনিস বিক্রয় হইতেছিল তাহার মধ্যে এক ছবির নিলামে প্রথম ডাক ১৮ টাকা পর্য্যন্ত হইল। পরে এক জন ছবিওয়ালা তাহার মর্ম্মজ্ঞ আসিয়া এক কালে পঞ্চাশ টাকা ডাকিল। পরে সাবেক ডাকওয়ালা পঞ্চাশের অধিক ডাকিয়া ঐ ছবি ক্রয় করিল। অনন্তর ঐ ছবি অনেক ছবিওয়ালা আসি য়া মূল্য করিতেং এক জন ছবিওয়ালা তিন হাজার টাকা দিয়া সেই ছবি লইল।

বজ্রাঘাত।

ইংগ্লণ্ডের এক নগরে গত জুনমাসে অতিশয় মেঘারম্ভ হইল তাহাতে বজ্রা ঘাতে বাছুরি ভেড়া মরিল ইহাতে আ শ্চর্য্য এই যে এক মাঠে একত্র উনসাটি ভেড়া ছিল অন্য স্থানে তিন ভেড়া ছিল

একখানি পরিবেয় বস্ত্র তাহারা পাইল ও রক্ত দেখিল। সেই রক্ত চিহ্ন দেখিতেং জঙ্গলের মধ্যে অন্বেষণ করিতেং সে চিহ্ন হারাইল পরে সাহেবেরা ইতস্ততো দেখিতেং দেখিল যে সে ব্যাঘ্র মনুষ্যের গন্ধ পাইয়া আপনি প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছে। তাহা দেখিয়া এক সাহেব গুলি মারিল সে গুলি ব্যাঘ্রের নাসিকা দ্বারে প্রবেশ করিল। অন্য এক সাহেব আর এক গুলি মারিল এই দুই গুলি খাইয়া তথাপি ব্যাঘ্র পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এক জন সিপাহী ভয়েতে বৃক্ষের উপরে ছিল সাহেব তাহার হাত হইতে বন্দুক লইয়া ব্যাঘ্রের পশ্চাৎ২ গিয়া তাহার শরীরের মধ্যে বন্দুকের সঙ্গীন মারিল কিন্তু সঙ্গীন বাহির করিল না তাহাতেও ব্যাঘ্র বেগ করিয়া সাহেবের প্রতি আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল কিন্তু সাহেব অতিশক্তরূপে বন্দুক ধরিয়া রহিল ইহাতে ব্যাঘ্র ফিরিতে কদাচ পারিল না।

পরে ব্যাঘ্র সেখানহইতে অতিবেগে দুই শত হাত দৌড়িল সাহেবও সেই বন্দুক হস্তে ধারণ করিয়া অতিকষ্টে পশ্চাৎ২ চলিল। পরে সাহেব পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল যে আপনার চাকর এক বন্দুক লইয়া আসিতেছে সাহেব তাহা দেখিয়া হাতের বন্দুক ছাড়িয়া ঐ চাকরের স্থানহইতে বন্দুক লইয়া এক গুলি মারিলে ব্যাঘ্র পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল। সে ব্যাঘ্র নয় হাত দীর্ঘ তাহাকে বারো জন লোক স্কন্ধে করিয়া জঙ্গলের বাহিরে আনিল। সে সাহেবের ঐ পরিশ্রম প্রযুক্ত দুই দিন উত্থানশক্তি ছিল না কিন্তু যে সাহেব এ পর্য্যন্ত করিয়াছে সে সাহেবই কহিয়াছে যে এমত ব্যাঘ্র দেখিয়া সিপাহীরা পলাইয়াছে এ আশ্চর্য্য নহে কিন্তু সে ব্যাঘ্রকে যদি ভূতে দেখিত তবে সেও পলাইত।

—

বোম্বাটিয়া।

সমাচার পাওয়া গেল যে গত মঙ্গলবার ১২ মাঘ তারিখে এক চারাই পলয়ারে বোঝাই তাম্বা প্রভৃতি জিনিস মোং কলিকাতাহইতে মোং মুরশেদাবাদে যাইতেছিল পরে বল্লভপুর গ্রামের নীচে ঐ তারিখে দুই প্রহর রাত্রির সময়ে কতক বোম্বাটিয়া আসিয়া ঐ নৌকার উপরে পড়িয়া কথক জিনিস লইয়া গিয়াছে তাহাতে দারোগারা আসিয়া সে বিষয় অতিশক্ত তদারক করিতেছে।

—

শ্রীযুত আলেক্সান্দ্র সাহেব।

শ্রীযুত জোসেয়াস ডুপ্র আলেক্সান্দ্র সাহেব মোং কলিকাতার হিন্দুস্থানীয় বাঙ্কের প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন তিনি এখান হইতে ইংগ্লণ্ডে গিয়াছেন। এবং সর দেবিড স্কট সাহেব ইংগ্লণ্ড কোম্পানির এক অধ্যক্ষ ছিলেন তিনি পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন অতএব এই আলেক্সান্দ্র সাহেব তাঁহার পদাভিষিক্ত হইয়াছেন এবং শ্রীযুত এদ মনস্তন সাহেব মোকাম কলিকাতায় শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেবের নীচ পদস্থ ছিলেন তাহারও ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার কল্প ছিল তাহাতে আলেক্সান্দ সাহেবের পক্ষে এক হাজার ঊনষাটি লোকে অনুমতি দিল। তাঁহার পক্ষে কেবল তিন শত বিশ লোকে অনুমতি দিল ইহাতে অধিক লোকের অনুমতিপ্রযুক্ত এঁহার না হইয়া আলেক্সান্দ্র সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন।

—

তুলা।

তুলা গত সপ্তাহে যেমত ছিল এ সপ্তাহেও সেইরূপ আছে কিন্তু নূতন তুলা মোন পঁচিশ টাকা দামে বিক্রয় হইতেছে গত সপ্তাহের মধ্যে মির্জাপুরের দুই হাজার এক শত সাতহত্তরি মোট তুলা আমদানী হইয়াছে অন্যং সপ্তাহে যেমত আমদানী হয় তাহাহইতে অতি ন্যূন হইয়াছে।

—

পশ্চিম আমদানি।

গত সপ্তাহ মধ্যে মোং কলিকাতায় আমদানী জিনিস।

তুলা	৭৩৮	মোন
চিনী	৫৩২৭	
জোয়া	২৩৯১	
সুঁট	৩৭২	
রেসম	৬৮	
সোহাগা	১৮	
মাঞ্জিষ্ঠা	১১২	
নীল	১৫৯১	
বস্ত্র	৫৯৭৫৮	থান

—

জাহাজীয় আমদানী।

লোহা	২১৯৪	মোন
শীসা	১৩৮০	
তাঁবাগঠন	৪৮০	
দস্তা	৩২১৯	
গোলমরীচ	৬৫	
জৈত্রী	২৮	
তাঁবাপাত	২৮০	থান

—

কাল পোশাক।

পূর্ব্বে জানান গিয়াছে যে ইংগ্লণ্ডের বাদশাহের ভ্রাতৃবধূর পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে তাহাতে শ্রীশ্রীযুত তাবৎ লো

ষ্টানির চাকর ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে কাল পোশাক পরিধান করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন

জাহাজ ডুবি।

সন ১৮৩১ সালের ৮ জানুআরি তারিখের সমাচার মান্দ্রাজহইতে আসিয়াছে তাহাতে জানা গেল যে বক্সর নামে সওদাগরী এক জাহাজ ২৭ দিসেম্বরে মান্দ্রাজ ছাড়িয়া ইংলণ্ডে যাইতেছিল ২৯ দিসেম্বর তারিখে এক ঝড় ঠেকিল সে প্রযুক্ত অসম্ভব ঝড় তুফান হইল যে জাহাজ উলটিয়া পড়নের আশঙ্কাতে মাস্তুল কাটিয়া দিল পরে জাহাজের নীচেহইতে জল উঠিতে লাগিল এই রূপে ৩০ দিসেম্বর মোকাম মান্দ্রাজে পঁহুছিল সেখানে পঁহুছিয়া জাহাজ ডুবিল তাহাতে শ্রীযুত কাপ্তান বার্কি সাহেব প্রভৃতি জাহাজ ত্যাগ করিয়া নৌকাতে উঠিয়া মান্দ্রাজে উপস্থিত হইয়া চিঠী লিখিয়াছেন। সে জাহাজে অনেক সদাগরের অনেক জিনিস ছিল সে সকল নাশ হইয়াছে কিন্তু প্রাণি নাশ হয় নাই।

বিযোনি জন্ম।

মান্দ্রাজের নিকটে বলহরি নগরে এক শূকরের চারিটা বাচ্চা জন্মিয়াছিল তাহার মধ্যে তিন বাচ্চা শূকরের মত হইয়াছে এক বাচ্চা হস্তির ন্যায় জন্মিয়াছিল কিন্তু সে বাচ্চা তখনি মরিল।

মান্দ্রাজ।

মান্দ্রাজের শ্রীযুত নবাব সাহেব আপনি সিংহাসনে বসিয়াছেন তৎপ্রযুক্ত ২৭ দিসেম্বর তারিখে বড় খানা হইয়াছে তাহাতে তথাকার শ্রীযুত বড় সাহেব প্রভৃতি অনেক ইংগ্লণ্ডীয় ভাগ্যবানেরা গিয়াছিলেন এবং নবাব বাটীর সদরদরবাজা হইতে মজলিসের ঘরপর্য্যন্ত রাস্তার দুই দিকে মোমবাতিদ্বারা নানা প্রকার ছবি অর্থাৎ মনুষ্য ও পক্ষী ও মৎস্য প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছিল তাহাতে রোশনাই অতিশয় হইয়াছিল এবং নবাবের নাচঘর যে রূপ সুশোভিত হইয়াছিল তাহা কত লিখিব। এবং ঐ নাচঘরের পশ্চাৎ দিকে অনেক প্রকার আতস বাজী হইলে পরে সাহেব লোকেরদের উত্তম খানা হইল পরে নবাব সাহেব ও তাহার পারিষদ লোকেরা ঐ সাহেব লোকেরদিগকে আতর ও গোলাপ ও উত্তম পুষ্পাদি দান রূপ শিষ্টাচার করিয়া বিদায় করিলেন।

নূতন ছাপা প্রকরণ।

ছাপার কর্ম্ম প্রায় ইংগ্লণ্ড দেশহইতে নানা দেশে হইয়াছে তাহাতে গ্রন্থাদি ছাপা করিলে সে গ্রন্থ অনেক হয় ও কখনও লুপ্ত হয় না ইত্যাদি ছাপা কর্ম্মের গুণের পরিসীমা নাই। সম্প্রতি সমাচার আসিয়াছে যে জর্ম্মানি দেশে এক প্রকার নূতন ছাপা সৃষ্টি হইয়াছে সে অতি আশ্চর্য্য তাহার বিবরণ এই।

এক প্রকার কালি করিয়াছে সেই কালি দ্বারা কাগজে লিখিয়া এক প্রকার কোমল পাথরের উপরে চাপা দিলে তাবৎ অক্ষর কাগজহইতে উঠিয়া ঐ পাথরে লাগে কিঞ্চিৎ কাল পরে সেই সকল অক্ষর পাথরের উপরে কিঞ্চিৎ স্ফীত হইয়া উঠে তাহাতে অন্য কালি দিয়া কাগজ ছাপাইলে উত্তম ছাপা হয় এবং এক লক্ষ ফর্দ্দ ছাপা হইলেও কিছু মন্দ হয় না আদ্যন্ত সমান ছাপা হয়। এই রূপে যে ছাপা হইতেছে সে ছাপার কাগজ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আসিয়াছে এবং সে কল ইংগ্লণ্ড দেশে গিয়াছে এবং শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে শীঘ্র আসিবেক।

নানা ভাষা।

রুষিয়া দেশের এক ব্যক্তি জ্ঞানবান এক নূতন গ্রন্থ সৃষ্টি করিয়া ছাপাইয়াছে তাহাতে এক শত তিপ্পান্ন পৃষ্ঠা আছে। পৃথিবীর চারি ভাগে যত ভাষা আছে তাহার বিবরণ ঐ গ্রন্থে বিশেষঃ করিয়া লিখিয়াছে।

আসিয়াতে নয় শত সাতাশী ভাষা ও ইউরোপে পাঁচ শত সাতাশী ভাষা ও আফ্রিকাতে দুই শত ছেহত্তরি ভাষা এবং আমেরিকাতে বার শত চৌষট্টি ভাষা এই তিন হাজার এক শত চৌদ্দ ভাষা পৃথিবীর চারি ভাগেতে চলিতেছে।

নূতন গ্রন্থ।

ইংগ্লণ্ডের রাজপত্নী আত্মবিবরণের এক গ্রন্থ করিয়াছেন সে গ্রন্থ সেখানে বিক্রয় হইতেছে তাবৎ লোক ক্রয় করিতেছে।

নিন্দার ফল।

ইংগ্লণ্ডে এক নৌকাতে কতক লোক যাইতেছি তাহার মধ্যে এক লোক ইংগ্লণ্ডের রাণীর নিন্দা করিয়াছিল তৎপ্রযুক্ত এক জন খালাসী সেই লোককে জলে ফেলিয়া দিল। পরে ঐ ব্যক্তি জলে ভাসিয়া নৌকা ধরিয়া চলিল কিঞ্চিৎ কাল পরে দয়াপ্রযুক্ত অনেকে তাহাকে নৌকায় উঠাইল।

হিতোপদেশ।

অবন্তী নগরীতে এক বিদ্যী ব্রাহ্মণ থাকেন ও সেখানে এক মুচীও বসতি

সমাচার দর্পণ

১৪২ সংখ্যা। শনিবার। ৩ ফেব্রুআরি সন ১৮২১। ২৩ মাঘ সন ১২২৭।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তামিহ জানন্ত সমাচারস্য দর্পণে ॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা আট আনা প্রিমিয়ম। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা প্রিমিয়ম।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

৩	ফিব্রুআরি	শনিবার	২৩	মাঘ
৪	ঐ	রবিবার	২৪	ঐ
৫	ঐ	সোমবার	২৫	ঐ
৬	ঐ	মঙ্গলবার	২৬	ঐ
৭	ঐ	বুধবার	২৭	ঐ
৮	ঐ	বৃহস্পতিবার	২৮	ঐ
৯	ঐ	শুক্রবার	২৯	ঐ

ইস্তাহার।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে শ্রীযুত টালা কোম্পানির পূর্ব্ব অংশী যে২ সাহেব ছিলেন তাঁহারা সন ১৮১৬ সালের ৩০ এপ্রিল তারিখে ঐ কোম্পানী ছাড়িয়াছেন সংপ্রতি সেই সাহেবেরা এই বর্ত্তমান কোম্পানীর নিকটে চিঠী পাঠাইয়াছেন যে তাহারদের টাকা যে সকল লোকের স্থানে পাওনা আছে তাহা আদায় করিয়া পাঠান অতএব বর্ত্তমান টালা কোম্পানির সাহেবেরা সকল লোককে জানাইতেছেন যে যে২ লোকের স্থানে তাহারদের টাকা পাওনা আছে তাহারা লাগাএৎ ১ মে তারিখের মধ্যে আপনং টাকা দাখিল করেন ইহাতে যে কেহ টাকা দাখিল না করিবেন তাহারদের নামে খত ও বিল ও রসিদ দর্শাইয়া আদালতে নালিশ হইবেক।

ইস্তাহার।

জানসেন ডেক্সনরী।

সকল লোককে অবগত করা যাইতেছে যে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষাতে নানা প্রকার ডেক্সনরী প্রস্তুত হইতেছে ও হইয়াছে কিন্তু আধিক মূল্যপ্রযুক্ত অনেকে তাহা লইতে অসমর্থ তৎপ্রযুক্ত সর্ব্বসাধারণ গ্রহণের কারণ জানসেন ডেক্সনরী যে কেতাব প্রসিদ্ধ আছে সেই কেতাব অনুসারে এক দিকে ইংরেজী শব্দ সাবেক মত থাকিবেক এবং তাহার প্রতিরূপক বাঙ্গালা শব্দ অন্য দিকে বিন্যাস করা যাইবে। ইহাতে যিনি ইংরেজী শিখিতে ইচ্ছা করেন ও যিনি বাঙ্গালা শিখিতে বাসনা করেন সে উভয়েরি যথেষ্ট উপকার হইবেক। এই কেতাব অনুমান তিন শত পৃষ্ঠা হইবেক। ইহার প্রতিকেতাবের মূল্য স্বাক্ষরকারীরা ৮ আট টাকাতে কেতাব পাইবেন তদ্ভিন্ন লোকেরা ১২ বার টাকার ন্যূনে পাইবেন না। অতএব যিনি তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন তিনি আপন নাম এবং কোন মোকামে তাঁহার নিকটে কেতাব পাঠান যাইবে তাহাও লিখিয়া মোকাম শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে শ্রীজন মে গ্রিস সাহেবের নিকট পাঠাইবেন যেহেতুক দূর দেশে কেতাব ডাকে পাঠাইতে তাহারদের অনেক ব্যয় হইবেক এবং কি প্রকার বা টাকা পঁহুছিবে অতএব তাহার বেওরা করিয়া লিখিবেন। পরে কেতাব প্রস্তুত হইলে তাঁহারদের নিকটে পাঠাইয়া টাকা আদায় করা যাইবেক ইতি।

সমাচার দর্পণ।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

সন ১৮২১ সাল।

তারিখ ২৩ জানুআরি।

শ্রীযুত হেনরি স্মিথ সাহেব জিলা বানারসের বাণিজ্যের অধ্যক্ষের পেস্কার হইয়াছেন।

খুন।

শ্রীযুত বেকর সাহেবের খেদমৎগার খয়রাতির মোকদ্দমা ১২ জানুআরি তারিখ শুক্রবারে সুপ্রীমকোর্টে হইয়াছে তাহাতে হিরন নামে এক ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল যে মোকাম কলিঙ্গাতে লালমাহামুদের বাটীতে আমি রাত্রিযোগে শয়ন করিয়াছিলাম শেষ রাত্রিতে ঐ লালমাহামুদ আমাকে কহিল যে দেখ খয়রাতীর

সমাচার দর্পণ।

বাটীতে কাহার ওলাওঠা হইয়াছে। ইহা শুনিয়া হিগিন মযুরাতীর বাটীতে যাইয়া দেখিল যে বন্নুনামে মানকী ও মযুরাতী এই দুই জন পড়িয়া আছে কিন্তু দুই জনের গলা কাটা তাহার মধ্যে বন্নু মরিয়াছে মযুরাতির শ্বাসমাত্র আছে। ইহা দেখিয়া হিগিন ঐ মযুরাতির পিতাও ভ্রাতাকে ডাকাইল। তাহারা উঠিয়া পুলিসে সমাচার দিল। যে ঘরে তাহারা শয়ন করিয়াছিল সেখানহইতে ১৫ হাত অন্তরে ঐ দুই জন পড়িয়াছিল ঘর অবধি সেইপর্য্যন্ত রক্তের ফোটা২ চিহ্ন দেখিল এবং শয়ন ঘরে তাহারদের বালিসের নিকটে এক গাছ খোলা ক্ষুর রক্ত সহিত দেখিল। এবং থেকর সাহেব সাক্ষ্য দিলেন যে এই ক্ষুর আমার বটে আমার চাকর মযুরাতীকে এ ক্ষুর ও কাপড় সমেত চানকে যাইতে কহিয়াছিলাম পরে চানকে যাইয়া পালকীতে কাপড় পাইলাম কিন্তু ক্ষুর পাইলাম না। এবং সাহেব সেই ক্ষুরের জোড়া এক ক্ষুর আপন নিকটে ছিল তাহাও সকলকে দেখাইলেন। ইহাতে বিচারকর্ত্তারা বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে এই দুই খুন মযুরাতিহইতে হওয়ার সম্ভব হয় না যেহেতুক মযুরাতী বন্নুকে ও আপনাকে কাটিয়া পোনর হাত অন্তরে আপন শরীর ও বন্নুর শরীর টানিয়া লইতে পারে না এবং যে স্থানে তাহারা পড়িয়াছিল সেই স্থানে কাটাকাটী করিলে ক্ষুর সেই স্থানে থাকিত। এই বিবেচনা মতে মযুরাতী নির্দ্দোষী হইয়া খালাস পাইল।

আশ্চর্য্য বিবাহ।

মোকাম কলিকাতাতে শ্রীযুত জন একলর্স সাহেব তিনি এখন প্রায় সত্তরি বৎসরবয়স্ক। তিনি এক স্ত্রীকে বিবাহ করিবার কারণ উনত্রিশ বৎসরপর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়া সংপ্রতি গত ৯ জানুআরিতে সেই স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া মনোভিলাষ পূর্ণ করিয়াছেন।

বোম্বাটিয়া।

মোং বল্লভপুরের নীচে গঙ্গাতে যে বোম্বাটিয়ারা নৌকা মারিয়াছিল গত সপ্তাহে ইহা ছাপান গিয়াছে তাহার বিশেষ এই। সে নৌকাতে শ্রীসাধুসুখ ও শ্রীরামসুখ এই দুই মহাজনের জিনিস ছিল ঐ নৌকার জিনিসের উপরে শ্রীযুত হাজারিমল্ল ও শ্রীযুত বেহারিলালের বিমা ছিল এবং দস্তা ও সিন্দুর ও গোল মরিচ রওনাতে ৪৫৭০ চারি হাজার পাঁচ শত সত্তরি টাকার জিনিস বোঝাই ছিল। সূর্য্য অস্তের পূর্ব্বে নৌকার মাজী রওয়ানা জারি করিতে বল্লভপুরের ঘাটের দারোগার নিকটে আইল এবং দারোগা নৌকা মালাম দিলে পরে ঐ মাজী কহিল যে আমি রাত্রে নৌকা এই ঘাটে রাখিতে বাসনা করি। দারোগা কহিল যে ঘাটে থাকিতে পারিবা না ঘাট ছাড়িয়া থাকহ তাহাতে ঘাট ছাড়িয়া অনুমান এক শত হাত অন্তরে নৌকা রাখিল। অনন্তর দুই পুহর রাত্রি কালে এক জন ডুবরু আসিয়া নৌকার দাঁড় কাটিয়া দিল তাহাতে নৌকা কথক দূর ভাসিয়া গেলে নৌকার লোকেরা জানিয়া আপন২ দাঁড় প্রস্তুত করিতেছে এই সময়ে দুই নৌকাতে অনেক লোক লাঠীহাতে করিয়া নৌকার উপরে পড়িয়া ছয় জন লোককে জলে ফেলিয়া দিল কেবল মাজী ও এক বালকমাত্র নৌকাতে থাকিল যাহারা জলে পড়িল তাহারা অনেক সোর করিল কিন্তু চৌকীদারেরা কেহ খবর লইল না অন্যা২ রাত্রিতে চৌকীর পাল্কী গমনাগমন করে সেই রাত্রিতে কাহারো অন্বেষণ পাওয়া গেল না। সে লোকেরা মোং রিসড়াপর্য্যন্ত ভাসিয়া গেল তাহারদের মধ্যে দুই জন প্রায় মৃতকল্প হইয়াছিল পরে রিসড়ার এক সাহেবের ভাওলিয়ার লোকেরা তাহারদিগকে উঠাইল এবং তাহারা আপনারদের নৌকায় গেল ও মোং কলিকাতাতে মহাজনকে সমাচার দিল। বিমাওয়ালার লোকেরা নৌকাতে আসিয়া তদারক করিয়া দেখিল যে জিনিস তিন অংশের একাংশের ও কিছু অধিক গিয়াছে।

মান্দরাজ।

১৪ জানুআরি রবিবার লেপ্টেনেন্ট জেনরাল বৌএর সাহেব মোকাম মন্দরাজহইতে মহীসুর দেশের অধীনে যাত্রা করিয়াছেন।

পাণ্ডিচেরি।

মোকাম পাণ্ডিচেরিতে ৩১ দিসেম্বর ও ১।২ জানুআরি এই তিন দিনে অতি শয় বৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে নিশানের সিঁড়িপর্য্যন্ত সমুদ্রের তরঙ্গে ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইয়াছিল বন্দুয়ানেরা অনেক পাথর ও আর২ দ্রব্য দিয়া বান্ধিল কিন্তু নিবৃত্ত করিতে পারিল না। সে স্থানকার লোকেরা কহে যে ১৭৬২ সাল অবধি উনষাটি বৎসরের মধ্যে এমন বৃষ্টি প্রায় কখন হয় নাই।

হয়দরাবাদ।

৫ জানুআরি তারিখের পত্র মোকাম হয়দরাবাদহইতে আসিয়াছে তাহাতে জানা গেল যে সেখানহইতে সত্তরি ক্রোশ অন্তরে এক স্থানে গোআল নামে

এক প্রকার ডাকাইতেরা আসিয়া বসতি করিতেছে ও লোকেরদের ওপর অতিশয় দৌরাত্ম্য করিতেছে তাহাতে শ্রীযুত লেপ্টেনন্ত সদরলণ্ড সাহেব এক শত ত্রিশ জন ঘোড়সোয়ার লইয়া মোকাম হয়দরাবাদহইতে গিয়া তাহারদিগকে উচ্ছিন্ন করিয়াছেন। যাহারা পলায়ন করিল তাহারা একটা ক্ষুদ্র গড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রহিল সেখানে তাঁহার ঘোড়সোয়ারেরা যাইতে পারিল না তাহাতে তিনি ফিরিয়া আসিয়া পাঁচ শত সিপাহী ও দুই বৃহৎ কামান ও কতক ক্ষুদ্র কামান তাহারদের নাশার্থ পাঠাইয়া দিয়াছেন শেষ শুনা যায় নাই।

মূর্ত্তি।

মো° কলিকাতাহইতে সমাচার আইল যে কোম্পানির মূর্ত্তিতে ২৮৫৬ দুই হাজার আট [illegible] নম্বর টিকেট ৩১ জানুআরি তারিখে পঞ্চাশ হাজা টাকার মাল উঠিয়াছে। এই টিকীট শ্রীযুত জোসেফ ফ্রস সাহেবের তিনি ডি ফ্রস কোম্পানির অন্তঃপাতী।

জৌনপুর।

মো° জৌনপুরহইতে ১৩ জানুআরি তারিখের সমাচার আসিয়াছে তাহাতে জানা গেল যে সেখানে সংপ্রতি বৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে কৃষিকর্ম্মের অনেক উপকার হইয়াছে। এবং তরকারীপ্রভৃতি সকল দ্রব্য সুমূল্য হইয়াছে তাহাতে সেখানকার লোকেরা সুস্থির আছে।

পুলোপিনাঙ্গ।

পুলোপিনাঙ্গ উপদ্বীপের ৩০ দিসেম্বর তারিখের সমাচার আসিয়াছে তাহাতে জানা গেল যে চীন দেশহইতে এক জাহাজ ১ দিসেম্বরে ও আর এক জাহাজ ১০ দিসেম্বরে ছাড়িয়া পুলোপিনাঙ্গ উপদ্বীপে পঁহুছিয়াছে তাহার দ্বারা সমাচার পাওয়া গেল যে চীন দেশে ওয়াম্পু নগরে এক সওদাগর ইঙ্গলণ্ডীয়কে চীন দেশীয়েরা খুন করিয়াছিল তাহাতে বাণিজ্য বন্দ ও অতিশয় উপদ্রব হওনের সম্ভাবনা হইয়াছিল সে সকল শান্তি হইয়া বাণিজ্য চলিতেছে।

ওলাউঠা।

সমাচার পাওয়া গেল যে মো° নাগপুরহইতে এক হাজার ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য মো° হয়দরাবাদ যাইতেছিল পথের মধ্যে তাহার তিন জন অধ্যক্ষ সাহেব ও দুই শতের অধিক সৈন্য ওলাউঠা রোগে মরিয়াছে।

প্রয়াগ।

১৯ জানুআরি তারিখের পত্র আসিয়াছে তাহার দ্বারা সমাচার জানা গেল যে সেখানে তিন চারি দিন অতিশয় বৃষ্টি ও বজ্রাঘাতপ্রভৃতি হইয়াছে ইহাতে বোধ হয় যে যব ও গোমের অনেক ক্ষতি হইয়াছে যেহেতুক সে সকল শস্যের দানা পুষ্ট হয় নাই সেই দুর্য্যোগে এমত মেঘাড়ম্বর হইয়াছিল যে দিবা রাত্রি ভেদ করা অতিকঠিন ছিল। বিশেষতঃ ১৮ জানুআরি তারিখে বৈকালে চারি ঘণ্টার সময়ে এমত অন্ধকার হইয়াছিল যে প্রদীপ বিনা ঘরে কিছু দেখা যাইত না।

জাহাজডুবি।

বুলমর নামে যে জাহাজ মো° মান্দ্রাজে যাত্রা করিয়াছিল গত সপ্তাহে জাপান গিয়াছে এখন তাহার বিশেষ সমাচার পাওয়া গেল যে খালাসীরা জাহাজের অনেক প্রাণি রক্ষা করিবার কারণ দুই দিবস অধিক পরিশ্রম করিয়াছিল তাহাতে তাহারা আপনারা চান্দা করিয়া ৫৯০ পাঁচ শত নব্বই টাকা খালাসিরদিগে দিয়াছে।

কয়লোঘরি।

মো° কয়লোঘরিহইতে ১ জানুআরি তারিখের সমাচার আসিয়াছে যে গত ৩১ দিসেম্বর তারিখে সাত আট ঘণ্টা রাত্রির সময়ে অস্ত্রশস্ত্র সমেত চল্লিশ জন ডাকাইত প্রায় উলঙ্গ হইয়া দ্বিতীয় ভাগ ইংগ্লণ্ডীয় তুরুকসোয়ারের বাজারে আসিয়া পড়িল এবং কোতোয়াল ও প্রধান দুই জন পোতদারের অন্বেষণ করিল ও তাহারদের বাটীতে পড়িয়া সকল সম্পত্তি লুঠ করিয়া গৃহে অগ্নি দিল। তখন পোতদারেরা আপন গোষ্ঠী ও জিনিস পত্র যাহা লইতে পারিল তাহা লইয়া পলাইল। এবং অন্যং দোকানদারেরা ভয়েতে অতিশয় হতজ্ঞান হইল। পরে ডাকাইতেরা লুঠ করিয়া ও দগ্ধ করিয়া আট ঘণ্টা রাত্রি পরে চলিয়া গেল কিন্তু টাকা কত লইয়াছে তাহার নিশ্চয় নাই। এক জন খুন হইয়াছে আর দশ বার জন আঘাতী হইয়াছে। ডাকাইতেরা ব্যস্তক্রমে যে বস্তু না লইতে পারিল তাহা অগ্নিতে দগ্ধ করিল। ইহাতে লোকেরা বড় দুঃখী হইল তৎপ্রযুক্ত সে বাজারের কর্ত্তা দ্বিতীয় ভাগ তুরুকসোয়ারের মধ্যে চান্দা করিয়া সে সকল লোককে কিছুং টাকা দিল ও ডাকাইতেরদের ধরিবার চেষ্টা করিল কিন্তু ধরিতে পারে নাই ইহার অনুসন্ধান করিতেছে। সে ডাকাইতেরা

সমাচার দর্পণ।

কোথাহইতে আইল ও কোথা গেল তাহা অদ্যাপি নিশ্চয় হয় নাই।

পার্সিদেশ।

বসরাহইতে ২১ নবেম্বর তারিখের পত্র আসিয়াছে তাহাতে জানা গেল যে ইংগ্লণ্ডীয় উকীল শ্রীযুত টেরি সাহেব মোং বাগদাদহইতে বসরার কাপ্তান টেলর সাহেবের নিকট এই পত্র লিখিয়াছেন যে এখানকার কোম্পানির কুঠীতে যে কথক জিনিস ছিল তাহা বাগদাদের রাজা অন্যায় করিয়া লইয়াছে অতএব তুরুকী দেশীয়েরদের সহিত বাণিজ্য ব্যবহার করিও না। তাহাতে কাপ্তান টেলর সাহেব তাঁহারদের সহিত বাণিজ্য ব্যবসায় বন্দ করিয়াছে ইহাতে বোধ হয় যে একবার কোন ব্যতিক্রম হইবেক।

চীনের রাজা।

চীন দেশের প্রাচীন রাজার কাল হইলে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র রাজ্যাভিষক্ত হইয়াছিলেন তাহাতে দেশের প্রজারা তাহার রাজত্বে অসম্মত হইয়া তাঁহাকে বাণ দ্বারা খুন করিয়া প্রাচীন রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অতিবালক তাঁহাকে রাজা করিয়াছে।

এবং চীন দেশের অন্তঃপাতী ক্যাণ্টন নগরে ওলাওঠা রোগের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

আয়ুঃ শেষ না হইলে মৃত্যু হয় না তাহার কথা।

এক ব্রাহ্মণী পাকের কারণ পেটারা হইতে শর্ষপ হরিদ্রাদি মসালা লইয়া বাস্ততাপ্রযুক্ত ঐ পেটারা বন্দ না করিয়া পাকে গেল ইত্যবসরে এক উন্দুর সর্প ভয়ে ভীত হইয়া ঐ পেটারার মধ্যে প্রবিষ্ট হইল এবং সর্পও ভক্ষণার্থে তাহাতে সান্ধাইল। দৈবাৎ এই সময়ে ব্রাহ্মণী আসিয়া পেটারা বন্দ করিল উন্দুর ও সর্প দুই জন বন্দ থাকিল। তখন সর্প মনে বিবেচনা করিতেছেন যে যদি আমি এখন মূষিককে খাই তবে আমার পেটারা হইতে বাহির হওনের উপায় হয় না যখন ব্রাহ্মণী পেটারা খুলিবে তখনি আমি মারা পড়িব যদি এই উন্দুরকে না খাই তবে উন্দুর পেটারা কাটিয়া পথ করিয়া আপনি নির্গত হইবে আমিও সেই পথে বাহির হইব যদি কপালে থাকে তবে উন্দুরকে খাইতেও পারিব অতএব এই ক্ষণে ইহাকে নষ্ট করা পরামর্শ নহে। ইহা ভাবিয়া সর্প উন্দুরকে কহিল যে হে মিত্র মূষিক আমাহইতে তোমার ভয় নাই আমি তোমার সহিত মিত্রতা করিলাম তুমি পেটারা কাটিয়া পথ করিয়া নির্গত হও আমিও তোমার প্রসাদে রক্ষা পাই। উন্দুর ঐ খল সর্পের বিনয় বাক্যেতে মনে বিশ্বাস না করিয়া পেটারার উপরি ভাগে কাটিয়া উঠিয়া এক ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া দূরে লম্ফ দিয়া পড়িয়া পলায়ন করিল। সর্প উন্দুর ভক্ষণ প্রত্যাশাতে সেই পথে শীঘ্র নির্গত হইতে না পারিয়া কিঞ্চিৎ বিলম্বে নির্গত হইবামাত্র ঐ ব্রাহ্মণীর লগুড় প্রহারে প্রাণ রক্ষোপায়দায়ি মূষিকের প্রাণহিংসাভিলাষের প্রত্যক্ষ ফল পাইল।

বাজার ভাও।

জিনিস	মোন	অবধি	পর্য্যন্ত
সুপারি	১	৩৫	৩৬৵
ভেরেণ্ডা তৈল	১	১৯	২০
গাছ মরিচ	১	৬	৬।।০
নারিকেল তৈল	১	১৩	১৩।
তুলা কাছোয়া	১	০	০
আদা রঙ্গপুর	১	২।০	২৸০
পাটনাই আদা	১	২	২৵
চালু পাটনাই	১	২।।৵	২৸
পাছড়ি উত্তম	১	২।।	২।।৴
পাছড়ি মধ্যম	১	২৶	২।০
মুগী উত্তম	১	১৸৶	২
মুগী মধ্যম	১	১৸৵	
বালাম	১	১৸৴	১৸৵
দুধা খৈ	১	১।৵	০
পাটনা বুট	১	১।৵	১৶
অড়হর ডালি	১	১।৶	১।।০
উত্তম ঘৃত	১	২১	২১।।
মধ্যম ঘৃত	১	১৯	১৮
ভৈসা ঘৃত	১	১৭।।	১৮
মধ্যম ভৈসা	১	১৬।।	১৭
মোমবাতী	১	৩২	৩৪
মিছরি উত্তম	১	১৬	০
মিছরি মধ্যম	১	১৩	১৪
সোরা উত্তম	১	৬	৬।০
মধ্যম	১	৫।।০	৫।
চিনী কাশীর	১	৯	১০।
মধ্যম	১	৮	৮।।০
থার চিনী	১	৩।০	৪
তেতুল	১	৸০	৸৴
তামাকু	১	৪।।	৬।।
চন্দন	১	১৪	১৬।।০

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে এক টাকা যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকটে কাগজ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাহার নিকটে পাঠান যাইবেক।

সমাচার দর্পণ

১৪৩ সংখ্যা। শনিবার। ১০ ফেব্রুআরি সন ১৮২১। ৩০ মাঘ সন ১২২৭॥

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ বৃত্তান্তমিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে ॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা আট আনা প্রিমিয়ম। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা প্রিমিয়ম।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

১০	ফিব্রুআরি	শনিবার	৩০	মাঘ
১১	ঐ	রবিবার	১	ফাল্গুন
১২	ঐ	সোমবার	২	ঐ
১৩	ঐ	মঙ্গলবার	৩	ঐ
১৪	ঐ	বুধবার	৪	ঐ
১৫	ঐ	বৃহস্পতিবার	৫	ঐ
১৬	ঐ	শুক্রবার	৬	ঐ

ইস্তাহার।

২৮ ফিব্রুআরি ১৮ ফাল্গুন তারিখ বুধবার এগার ঘড়ীর সময়ে মোং কলিকাতার একস্চেঞ্জ ঘরে অর্থাৎ দারিরণ ঘরে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সন ১৮১৯। ২০ সালের খাস পয়দাইসী আফীম বেহারের ১৭০৪ সিন্দুক ও বানারসের ৪৪৭ সিন্দুক নিলামে বিক্রয় হইবেক।

প্রতিলাট পাঁচ সিন্দুকে হইবেক খরিদারান নিলামের সময়ে একটাকা বায়না দিয়া পাঁচ দিবসের মধ্যে প্রতিলাটের বিক্রয়ের অন্দরে ফিশত দশ টাকা নগদ কিম্বা কোম্পানির কাগজ দাখিল করিবেক যে কেহ দাখিল না করে তাহার লাট পুনর্ব্বার নিলামে বিক্রয় হইবেক তাহাতে লোকসান হয় প্রথম খরিদারানকে লাগিবে মুনাফা হয় সরকারে থাকিবেক ইতি।

ইস্তাহার।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুত চন্দ্রনারায়ণ রায়ের গ্রাম আগাজানী নামে তালুক ওয়ারীশের দায়েতে সন ১৮২১ সাল ২২ ফিব্রুআরি তারিখে বেলা দুই প্রহরের সময়ে শ্রীযুক্ত হরবর্ট কমটন সাহেব কলিকাতার পূর্ব্ব সুপ্রিম কোর্টের বড় আদালতের বাটীতে বিক্রয় করিবেন।

জিলা যশোহর পরগণে রসুলী।

তপসীল আমী

তালুক গ্রাম আগাজানী		জমা
মৌজে রাজিয়ালী	১	সরে মাফসমুদি
মৌ সাতাইশ	১	
মৌ কমলপুর	১	
মৌ রিকাবপুর	১	
মৌ অগাখাপুর	১	
মৌ গোপীনাথপুর	১	
মৌ চৌবাড়ী	১	

১৪০৩৬৮/১৪

সমাচার দর্পণ।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

২২ দিসেম্বর।

শ্রীযুত আর জে টেলর সাহেব জিলা বারানসের কলেক্টরের পেস্কার হইয়াছেন।

১১ জানুআরি।

শ্রীযুত এ আগনিউ সাহেব মোকাম বাখরগঞ্জের কালেক্টর হইয়াছেন।

শ্রীযুত জে এচ ওয়ালি সাহেব বোর্ডের সাফীমের অধ্যক্ষ সাহেবের দ্বিতীয় পেস্কার হইয়াছেন।

শ্রীযুত জে এচ বার্লো সাহেব মোকাম কলিকাতা শহরের পরমিট শুল্কঘরের অধ্যক্ষ সাহেবের প্রথম পেস্কার হইয়াছেন।

নূতন আইন।

সমাচারের কাগজ ডাকে পাঠানের বিষয়ে শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব নূতন এক আইন করিয়াছেন।

প্রথম। যে কাগজ সপ্তাহের মধ্যে একবার ছাপা হয় সে কাগজ পাঠাইতে হইলে তাহার তিন তোলা পর্য্যন্ত একহারা চিঠীর ডাকের দাম দিতে হইবেক।

দ্বিতীয়। যে কাগজ সপ্তাহের মধ্যে দুই তিনবার ছাপা হয় সে কাগজ পাঠাইতে হইলে আড়াই তোলা পর্য্যন্ত একহারা চিঠীর দামের তিন ভাগের দুই ভাগ দিতে হইবেক।

তৃতীয়। যে কাগজ সপ্তাহের মধ্যে তিনবারের অধিক ছাপা হয় ও পাঠান যায় সে কাগজ দুই তোলা পর্য্যন্ত একহারা চিঠীর অর্দ্ধেক দাম দিতে হইবেক।

চতুর্থ। যে কোন সমাচারের কাগজ

গুণ্ডরের লিখিতের অধিক ওজন হইবেক তাহার তদনুসারে মূল্য দিতে হইবেক। সন ১৮২১ ৩০ জানুআরি মোং কলিকাতা।

নূতন গ্রন্থ।

মোকাম কাশীর শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের পাঠশালাতে এক সাহেব অনেক পণ্ডিত লোক লইয়া এক অতিআশ্চর্য্য অভিধান প্রস্তুত করিয়াছেন। সে সকল শব্দের অর্থ সংস্কৃত ও ইংরাজীতে হইয়াছে সে গ্রন্থ এগার শত পৃষ্ঠা।

পাঠশালা।

০ ২৫ জানুয়ারি তারিখে মোং শোভাবাজারে শ্রীযুত রাজা গোপীমোহন দেবের বাটীতে স্কুলবুক সোসইটীর পরীক্ষা হইয়াছে তাহাতে কলিকাতার অনেক ভাগ্যবান ইংগ্লণ্ডীয় সাহেব ও বিবি লোক ও শহরের অনেক ভাগ্যবান হিন্দু ও মুসলমান একত্র হইয়াছিলেন। এবং দুই প্রহর দুই ঘণ্টা বেলার সময় আরম্ভ হইয়া পাঁচ ঘণ্টার সময় সাঙ্গ হইয়াছে। অতএব প্রথম ভাগে বালকেরদিগের পাঠ পরীক্ষা হইল দ্বিতীয় ভাগে গোলাধ্যায় ও জ্যোতিষ ও হিন্দু দেশের বিবরণ পরীক্ষা হইল চতুর্থভাগে গণিত ও লিখনের পরীক্ষা হইল।

পরে হিন্দু কালেজে যে বালকেরা ইংরাজী পাঠ করিতেছে তাহারদিগের পরীক্ষাও সেইখানে সেই দিবস হইল।

সিংহলদ্বীপ।

ইংগ্লণ্ড দেশহইতে পত্র আসিয়াছে তাহাতে জানা গেল যে শ্রীযুত জনরল সর এডর্দ পেজেট সাহেব সিংহলদ্বীপের বড় সাহেবী কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং গত জানুআরি মাসে ইংগ্লণ্ড ছাড়িয়া আসিবেন এমত কল্প শুনা যাইতেছে।

আসাম দেশ।

আসাম দেশের পূর্ব্ব রাজা গৌরীকান্ত সিংহ তিনি নিঃসন্তান হইয়া মরিলে প্রধান রাজমন্ত্রী ঐ রাজার জ্ঞাতি পুত্র কমল সিংহকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন পরে ঐ রাজার অন্য জ্ঞাতি বৃজনাথ সিংহ আপন পুত্রকে রাজা করিবার কারণ অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহাতে কিছু করিতে না পারিয়া কিছু বল সংগ্রহ পূর্ব্বক দেশান্তরী হইয়া ঐ বলের দ্বারা অনেক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মোং গোয়ালপাড়াতে আগমন করিয়াছিলেন পরে রাজা কমল সিংহের মন্ত্রিরদের সহিত সাহিত্য করিয়া তাহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া আপন পুত্র শ্রীযুত চন্দ্রকান্ত সিংহকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। অল্প দিন পরে ঐ বৃজনাথ সিংহ পরলোকপ্রাপ্ত হইলে ঐ কমল সিংহের ভ্রাতা মান দেশহইতে কথক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ঐ রাজা চন্দ্রকান্ত সিংহের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে দেশহইতে দূর করিয়া আপনি রাজা হইয়াছেন। চন্দ্রকান্ত সিংহ এখন মোং চীলমারিতে আছেন এবং পুনর্ব্বার রাজ্য লাভের কারণ অনেক চেষ্টা করিতেছেন।

ওলাওঠা।

সমাচার পাওয়া গেল যে আসাম দেশের দক্ষিণ দিকস্থ খাসীনামে ক্ষুদ্র ও বন্য দেশে অতিশয় ওলাওঠা রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

অজ্ঞাত মৃত্যু।

গত বুধবার ৭ ফিব্রুআরি সন ১৮২১ সাল বাঙ্গালা সন ১২২৭ সাল ২৭ মাঘ এক জন গোরা মরিয়া গঙ্গাতে ভাসিয়া শ্রীরামপুরের ঘাটে লাগিয়াছিল। তাহাতে এক জন সাহেব তাহাকে প্রথম দেখিয়া থানায় খবর দিল থানার লোক আসিতে বিলম্ব হইল এ কারণ সাহেব আপনি ঐ মড়ার পায়ে দড়ি দিয়া বন্ধ করিয়া রাখিল যে জোয়ারে ভাসাইয়া লইতে না পারে সে সময়ে অন্য আর তিন জন সাহেব আসিয়া একত্র হইয়া সে মড়া উপরে তুলিল। তাহার পরিচ্ছদের দ্বারা জ্ঞান হইল যে সে লোক ইংগ্লণ্ডীয় কাপ্তান পল্টনের যোদ্ধা। পরে তাঁহাকে উঠাইয়া সাহেব লোকেরা সেই স্থানে গোর দিল যখন সাহেবেরা তাহাকে গোর দিতেছিল তখন চানকের সৈন্যাধ্যক্ষ দুই জন সাহেব পার হইয়া যাইতেছিল তাহারা ইহা দেখিয়া সেখানে আসিয়া সাহেবেরদের সহকারী হইল। অনুমান হয় যে উত্তরহইতে যে সৈন্য তিন চারি দিন পঁহুছিয়াছে তাহারদের মধ্যে এক জন হইবে। এবিষয় তদারকের কারণ মোং দমদমায় সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেবের নিকট সমাচার লেখা গিয়াছে তাহার প্রত্যুত্তর অদ্যাপি আইসে নাই।

বাগদাদ।

মোং বাগদাদে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের এক উকীল আছেন তাহার আশ্রয়ে তথাকার এক ভাগ্যবান লোক ছিল ইহাতে তুরুকেরা আসিয়া সেই লোকের উপরে আক্রমণ করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব লুট করিয়াছে এবং এই দৌরাত্ম্য দেখিয়া

সেই উকীল তুরুষ্কের অধিকার বসরা মোকামস্থ শ্রীযুত কাপ্তান টেলর সাহেবকে সে স্থান ত্যাগ করিতে পত্র লিখিয়াছে এবং ইঙ্গ্লণ্ডীয় লোকেরদের তুরুকেরদের সহিত যে প্রয়োজন আছে তাহা ও তাহারদের জিনিষ ইঙ্গ্লণ্ডীয় জাহাজে বোঝাই করিতে বারণ লিখিয়াছে। ইহাতে তুরুষ্ক লোকেরা ইঙ্গ্লণ্ডীয়েরদের সহিত পুনর্ব্বার মিলনার্থ উদ্যোগ করিতেছে।

জাহাজ।

পারুত্রিশ নামে জাহাজ গত ২০ দিসেম্বর তারিখে কলিকাতাহইতে ইংগ্লণ্ডে যাইতেছিল তাহাতে ৩১ দিসেম্বর তারিখে দুই ঘণ্টা রাত্রির সময়ে গাঞ্জামের পাহাড় দেখিয়া ভ্রমেতে এক গ্রাম জ্ঞান করিয়া নিরুদ্বেগে জাহাজ চালাইতেছিল। ইহার মধ্যে সেই জাহাজ চড়ায় লাগিল। ইহাতে জাহাজস্থ লোকেরা অতিশয় ভীত হইল যেহেতুক জাহাজে দুইখান নৌকামাত্র ছিল তাহাতে সকল লোক রক্ষা হইতে পারে না। পরে জাহাজের মাল্লিম জাহাজস্থ গাড়ী ও ঘোড়া সকল জলে ফেলিয়া দিয়া জাহাজ পাতল করিয়া অনেক চেষ্টাতে অধিক জলে জাহাজ নাগাইয়া নঙ্গর করিয়া রাখিল। এখন কোম্পানির তরফ লোক যাইয়া যেমত হুকুম দেন সেইমত হইবেক। বোধ হয় যে ঐ জাহাজ বাহির যাইতে হুকুম হইবে না কিন্তু ভাঙ্গিতে হুকুম হইবেক।

মস্কাট।

মোং মস্কাটের সমাচার মোং বোম্বে আসিয়াছিল সেই সমাচার বোম্বের পত্র দ্বারা জানা গেল যে শ্রীযুত করনল ওয়ারিন সাহেব মোং মস্কাটে পঁহুছিয়া তথাকার শ্রীযুত এমামের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উত্তম মত মিলিয়াছেন এবং এমাম সাহেব ইঙ্গ্লণ্ডীয়েরদের উপকার করিতে স্বীকার করিয়াছেন।

ইংগ্লণ্ডের রাণী।

ইংগ্লণ্ডদেশের শ্রীশ্রীযুত মহারাজের সহিত যে শ্রীশ্রীমতী রাণীর বিরোধ হইয়া আদালত হইতেছে তাহা পূর্ব্বে জানান গিয়াছে এই ক্ষণে শুনা যাইতেছে যে সে আদালতে ষোল লক্ষ টাকা ব্যয় হইবেক তাহা ব্যতিরেকে রাণীর চারি লক্ষ টাকা ব্যয় হইবেক।

ইতালী দেশের যেং লোকেরা সাক্ষ্য দিতে আসিবেক এ সকল টাকা প্রায় তাহারদিগের প্রতি ব্যয় হইবেক।

প্রথম কল্প হইয়াছিল যে রাণীর মোকদ্দমা নয় দশ দিনের মধ্যে সাঙ্গ হইবেক এখন তেমন লক্ষণ বুঝা যায় না রাণীর বিপক্ষে এক শত বত্রিশ জন সাক্ষী আছে ইহারদের মধ্যে তিন জনের অধিক কোন দিন নিকাশ হয় না ইহাতে অনুমান হয় যে উভয় দিকের সাক্ষীর কথাগুলিতে ও উভয় পক্ষীয় উকীলের বক্তৃতা শুনিতে সাত আট মাসের কমে এ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইবে না। ইহার শেষ কি হইবে তাহা কেহই অনুমান করিতে পারে নাই কিন্তু এমত ভারি মোকদ্দমা আড়াই শত বৎসরের মধ্যে ইংগ্লণ্ড দেশে হয় নাই।

বাণিজ্য।

তুলা। গত বৎসরে প্রায় তুলা জন্মে নাই গত বৎসর এই সময়পর্য্যন্ত কেবল পোনর হাজার গাঁটি তুলা আমদানী হইয়াছিল এই বৎসরে ছেষট্টি হাজার গাঁটি তুলা আমদানী হইয়াছে। মোং মুরশেদাবাদে তুলার মোন পচিশ টাকাতে বিক্রয় হইতেছে কিন্তু মোং কলিকাতাতে গত সপ্তাহে মোন বিশ টাকা বিক্রয় হইয়াছে।

নীল। গত বৎসরের পূর্ব্ব বৎসরে তিয়ানব্বই হাজার মোন নীল উৎপন্ন হইয়াছিল। গত বৎসরে কেবল চৌষট্টি হাজার মোন উৎপন্ন হইল।

চিত্রকর।

ইংগ্লণ্ডে দুই জন ছবিকর বাজি রাখিয়াছিল তাহাতে অনেকং লোক সাক্ষী ছিল. এক জন ছবিকর উত্তম সুপক্ক কৃত্রিম দ্রাক্ষাফল প্রস্তুত করিয়া বাহিরে রাখিল। তাহা যথার্থ জ্ঞান করিয়া পক্ষী আসিয়া ১০ হল ভোজনোদ্যত হইল ইহা দেখিয়া সকল লোকের আশ্চর্য্য বোধ হইল। দ্বিতীয় ছবিকর আপন ঘরের দেওয়ালে এক পরদা চিত্র করিয়া রাখিল। পরে প্রথম ছবিকর অন্যং লোক সঙ্গে করিয়া আসিয়া কহিল যে তোমার ছবি কোথায়। তাহাতে সে কহিল যে আমি যে ছবি করিয়াছি সে ছবি ঐ পরদার নীচে আছে পরদা উঠাইলে দেখিতে পাইবা। ইহা শুনিয়া প্রথম ছবিকর ঐ পরদা উঠাইতে চেষ্টা করিয়া কৃত্রিম পরদা দেখিয়া আপন পরাজয় স্বীকার করিল এবং কহিল যে আমি পক্ষীকে ভুলাইয়াছি তুমি আমাকে ভুলাইলা।

নূতন নৌকা।

ইংগ্লণ্ডদেশে এক প্রকার নূতন নৌকা তথাকার বাদশাহের কারণ প্রস্তুত হইয়াছে সমাচার পাওয়া গেল যে সে নৌকা রুষিয়ার বাদশাহকে উপঢৌকন দিবেন।

সাঁকো।

ইংগ্লণ্ড দেশে গত বৎসরে এক নূতন প্রকার সাঁকো সৃষ্টি হইয়াছে সামান্য সাঁকো দুই দিকে নীচ হইয়া মধ্য দেশ ওচ্চ হয় কিন্তু এই নূতন সাঁকো তাহার দুই দিকে ওচ্চ মধ্য দেশ নীচ তথাপি সে জলহইতে তের হাত ওচ্চ।

ধাতু।

জানুআরি মাসে মোং কলিকাতার মধ্যে বিশ লক্ষ টাকার রূপা এবং এক লক্ষ পচিশ হাজার টাকার স্বর্ণ আমদানী হইয়াছে।

বারএয়ারি পূজা।

মোং গুপ্তপাড়াতে এক বারএয়ারি পূজা হইবেক তদর্থ প্রতিমা হইতেছে। যেরূপ আড়ম্বর শুনা যাইতেছে ইহাতে অনুভব হয় যে এমত পূজা হয় নাই। যে দিন প্রতিমারম্ভ হইল সে দিন অনেক পণ্ডিতের নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক সভা হইয়া বিদায় দিয়াছে ও তদবধি নওবৎ বাজিতেছে কিন্তু অদ্যাপি পূজার দিন স্থির হয় নাই।

পতাকারক্ষক।

হলণ্ড দেশে ফ্রাংশিষেরদের সহিত ইংগ্লণ্ডীয়েরদের যুদ্ধে ইগ্লণ্ডীয় এক জন নিশান ধরিয়াছিল সে ঐ যুদ্ধে মরিলে তাহার হস্তে এমত দৃঢ়রূপে নিশান ধরা ছিল যে কোন সিপাহী তাহার হাতহইতে তাহা লইতে পারিল না। তখন বিপক্ষ নিকটে আইলে নিশান সমেত ঐ মৃত লোককে স্কন্ধে করিয়া বিপক্ষ সৈন্য মধ্য দিয়া আপন সৈন্যে প্রবেশ করিল কিন্তু তাহার সাহস দেখিয়া বিপক্ষেরা তাহাকে মারিল না। তখন সে আপন সৈন্যে আইলে তাহার অনেক সম্ভ্রম হইল।

ধান্য চোর।

সেহাখালার নিকট এক গ্রামে এক গৃহস্থের বাটীতে ঘরের মধ্যে এক প্রাচীনা স্ত্রী শয়ন করিয়াছিল। সে ঘরের মধ্যে অনেক ধান্য থাকে সেই ধান্য চুরি করিতে এক চোর ঘরের দ্বার খসাইয়া ঘরে গেল। পরে সেই প্রাচীনা স্ত্রী জাগিয়া জানিল যে ঘরে চোর আসিয়াছে তাহার ওপায় কিছু না পাইয়া আপন শয্যাতে বসিয়া ভাবিতে লাগিল। চোর ঐ শয্যার নিকটে আপন গায়ের শীত বস্ত্র খসাইয়া মৃত্তিকাতে পাতিয়া ধান্য লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ঐ প্রাচীনা ঐ শীত বস্ত্র ওটাইয়া আপন হস্তে রাখিল তাহা চোর জানিতে পাইল না। পরে ধান্য লওয়া হইলে বস্ত্রের কারণ বস্ত্রের খোঁজ অন্বেষণ করিয়া কিছু না পাইয়া ভাবিল যে ধান্যেতে সকল বস্ত্র ঢাকিয়াছে। মধ্যস্থানে অন্বেষণ করিয়া ও বস্ত্র পাইল না তখন চোর অপ্রতিভ হইল ও গৃহস্থ সজাগ হইয়াছে ভাবিয়া পলায়ন করিল। তখন সেই প্রাচীনা স্ত্রী সোর করিয়া কহিল যে আমার সর্ব্বস্ব চোরে লইল। চোর কিছু দূরে যাইয়া ওচ্চৈস্বরে কহিল যে আমি তোর সর্ব্বস্ব কি লইলাম তুই আমার সর্ব্বস্ব লইলি। ইহা বলিয়া চোর পলাইল।

বাজার ভাও।

জিনিস	মোণ	অবধি	পর্য্যন্ত
সুপারি	১	২৸	৩৸৶
ভেরেণ্ডা তৈল	১	১৯	২০
গাছ মরিচ	১	২৷৷	৫
নারিকেল তৈল	১	১৩	১৩৷৷
তুলা কাছোড়া	১		
আদা রঙ্গপুর	১	২৷০	২৸০
পাটনাই আদা	১	২	২৶
চালু পাটনাই	১	২৷৷৶	২৸
পাছড়ি উত্তম	১	২৷৷	২৷৷৴
পাছড়ি মধ্যম	১	২৶	২৷০
মুগী উত্তম	১	১৸৶	২
মুগী মধ্যম	১	১৸৶	
বাক্লাস	১	১৸৴	১৸৶
দুধা গোম	১	১৷৶	১৷৵
পাটনাই বুট	১	১৷৵	১৷
অড়হর ডালি	১	১৷৵	১৷৷০
উত্তমগায়া ঘৃত	১	২১	২১৷৷
মধ্যম ঘৃত	১	১৬	১৮
ভৈসা ঘৃত	১	১৮	[illegible]
মধ্যম ভৈসা	১	১৬৷৷	
মোমবাতী	১	৬২	
মিছরি উত্তম	১	১৬	
মিছরি মধ্যম	১	১৩	১৪
সোরা উত্তম	১	৬	৬৷০
মধ্যম	১	৫৷৷০	৬৸
চিনী কাশীর	১	৯	১০
মধ্যম	১	৮	৮৷৷০
খার চিনী	১	৩৷০	৪
তেতুল	১	৷৷৶	৸
তামাকু	১	৪৷৷	৬৷৷
চন্দন	১	১৪	১৬৷৷০

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে এক টাকা যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাঁহার নিকটে কাগজ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক।

সমাচার দর্পণ

১৪৪ সংখ্যা। শনিবার। ১৭ ফেব্রুআরি সন ১৮২১। ৭ ফাল্গুন সন ১২২৭॥

দর্পণে মুখং সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে ॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা আট আনা প্রিমিয়ম। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা প্রিমিয়ম।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

১৭	ফিব্রুআরি	শনিবার	৭	ফাল্গুন
১৮	ঐ	রবিবার	৮	ঐ
১৯	ঐ	সোমবার	৯	ঐ
২০	ঐ	মঙ্গলবার	১০	ঐ
২১	ঐ	বুধবার	১১	ঐ
২২	ঐ	বৃহস্পতিবার	১২	ঐ
২৩	ঐ	শুক্রবার	১৩	ঐ

ইস্তাহার।

ডাকচুরি।

মোং কলিকাতার সদর ডাক ঘরহইতে ৯ ফিব্রুআরি তারিখে এই সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে মোং কলিকাতা ও মনিপুর ও ফতেহগড় ও কানপুর ও মিনপুরি ও কালপী ও ইটোয়ায় পাঠাইবার কারনটীর পুলিন্দা ২৪ জানুআরি তারিখে আলীগড়ের ডাক ঘরহইতে রাহী হইয়া কাশীগঞ্জ মোকামে চোরে লইয়াছে।

বাটী বিক্রয়।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে বাগবাজারের শ্রীহরলাল মিত্রের এক তালা বাটী ২২ ফিব্রুআরি বৃহস্পতিবার তারিখে সরীফের নিলামে বিক্রয় হইবেক।

সমাচার দর্পণ।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

৯ জানুআরি।

শ্রীযুত জেম্স আর্ম্মষ্ট্রং সাহেব আমদানী গুদামের স্বরীফের পেস্কার হইয়াছেন।

২ ফিব্রুআরি।

শ্রীযুত জার ওদার্দ সাহেব জিলা রাজসাহীর আদালতের রেজেষ্টর হইয়াছেন।

শ্রীযুত জে বিস্কো সাহেব জিলা বীরভূমির আদালতের রেজেষ্টর হইয়াছেন।

শ্রীযুত এস্ করি সাহেব জিলা গোরক্ষপুরের আদালতের রেজেষ্টর হইয়াছেন।

পুলিস।

মোং কলিকাতার পুলিস মোতালকের সাহেবেরদের ১০ মার্চ তারিখে টৌনহালে অর্থাৎ সাধারণ ঘরে মিসিল হইবেক।

সরীফ আপীস।

সরীফ আপীসহইতে সমাচার দেওয়া গিয়াছে যে ১ মার্চ তারিখে নয় ঘণ্টার সময়ে সুপ্রীমকোর্টের আদালত খোলা যাইবেক।

যুদ্ধ।

বোম্বেহইতে সমাচার আসিয়াছে যে শ্রীযুত লেপ্তেনন্ত সদর্লাণ্ড সাহেব সিন্ধিয়ালির দোভসওয়ারেরদের সহিত ২৪ দিসেম্বরে মুলিয়ালী গড় আক্রমণ করিয়াছেন। যখন ঐ ২৪ তারিখে প্রাতঃকালে গড়ের নিকটে গেলেন তখন বিপক্ষেরা অতিশক্তরূপে গড় রক্ষা করিয়াছিল। তৎপ্রযুক্ত সাহেব তাহার কিছু দূরে আসিয়া আপনারদের সৈন্যের অর্দ্ধেক লুকাইয়া রাখিয়া অর্দ্ধেক সৈন্য সমেত পুনর্ব্বার গড়ের নিকটে গিয়া গড়ের সৈন্য বাহির করিবার উপায় করিলেন। পরে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য অল্প দেখিয়া গড়ের মধ্যহইতে কতক পদাতিক সৈন্য বাহিরে আইলে চারি ঘণ্টা বেলার সময়ে সাহেব তাহারদের উপরে আক্রমণ করিয়া বর্শা ও তলোয়ারদ্বারা তাহারদের অনেক নষ্ট করিলেন এবং গড়ের প্রাচীরের উপরে যে সকল লোক ছিল তাহারদিগকেও বন্দুকদ্বারা সংহার করিলেন ইহাতে তাহারদের কামান সকল বন্দ হইল।

এবং ঐ সাহেব লিখিয়াছেন যে তাঁহার সঙ্গী সেনা সকল প্রত্যেকে অতিশয় সাহসরূপে যুদ্ধ করিয়াছে। এবং সাহেব প্রথম যুদ্ধ না করিয়া এক কালে গড়ের মধ্যে যাওনের উদ্যোগ করিয়াছিলেন কিন্তু দশ গজ দীর্ঘ সিঁড়ি না হইলে পারেন না ও গড়ের মধ্যে এক শত সৈন্য আছে ইহা জানিয়া এক কালে আক্রমণ করিলেন না। সে গড়ের অধ্যক্ষ সুলিন্দ নামে এক ব্যক্তি জ্যোৎস্না রাত্রিতে গড়

হইতে পলাইল। সাহেব তাহাকে আটক করিতে পারিলেন না কিন্তু কাগজ পত্র অনেক রাখিয়া গিয়াছে তাহাতে তাহার অংশীরদিগের সকল জানা যাইবেক। তাহার নিকট অন্য দুই গড় আছে সে গড়ের এমত শক্তি নাই কিন্তু সাহেব লিখিয়াছেন যে ঐ অধ্যক্ষ তাহার এক গড়ে লুকাইয়া রহিয়াছে সাহেবও তাহার পর দিবস সেখানে যাইবেন এবং সাহেব যে গড় লইয়াছেন সে গড় সেখানকার তালুকদারকে দিয়াছেন ও সে গড় নাশ করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন।

মোং বোম্বে।

মোং বোম্বেহইতে সমাচার আসিয়াছে যে এই বৎসর সেখানে বানিজ্য অতিমন্দ হইয়াছে ১৮১৮ সালে দুই লক্ষ আট হাজার নয় শত মোন তুলা বিক্রয় হইয়াছে। এবং ১৮১৯ সালে এক লক্ষ পাঁচ হাজার তিন শত চল্লিশ মোন বিক্রয় হইয়াছে। এবং ১৮২০ সালে কেবল বিশ হাজার এক শত সত্তরি মোন বিক্রয় হইয়াছে। এবং ১৮১৮ সালে ইংগ্লণ্ডীয় সওদাগরী জাহাজ পঁয়ত্রিশখান আসিয়াছিল এবং ১৮১৯ সালে চল্লিশ খান আসিয়াছিল। ১৮২০ সালে কেবল বিশখান আসিয়াছিল।

মুরশেদাবাদ।

মোং মুরশেদাবাদহইতে ৭ ফিব্রুআরি তারিখের সমাচার আসিয়াছে তাহাতে জানা গেল যে জানুআরি মাসে যৎকিঞ্চিৎ বৃষ্টি হইয়াছিল কিন্তু এখন জলাভাবে তদ্দেশের শস্যাদি নষ্ট হইতেছে ইহাতে প্রজা লোকেরা জলের প্রার্থনা করিতেছে।

নূতন জাহাজ।

৩ ফিব্রুআরি তারিখে মোং কলিকাতাতে বিন্ কোম্পানীর এক নূতন জাহাজ ভাসিয়াছে এবং কলিকাতার এক প্রধান ওকীল ফরগাসন সাহেবের সম্ভ্রমের কারণ তাঁহার নামানুসারে ঐ জাহাজের ফরগাসন নাম রাখা গিয়াছে। এবং যে২ সাহেব লোক তাহা দেখিতে গিয়াছিলেন বিন্ কোম্পানী তাঁহারদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া উত্তমরূপে খানা করিয়াছেন।

নূতন ব্যবস্থা।

যে লোক মিথ্যা বাঙ্কনোট প্রস্তুত করিত তাহার দণ্ড ফাঁসি হইত এমত ব্যবস্থা পূর্ব্বে ছিল তাহাতে ইংগ্লণ্ডে অনেক লোক মহাসভার নিকটে অনেক প্রার্থনা করিল যে এ অপরাধে প্রাণ দণ্ড না হয়। তৎপ্রযুক্ত মহাসভারা আজ্ঞা করিয়াছেন যে হস্ত কলমে নোট যে লোক প্রস্তুত করিবেক তাহা প্রমাণ হইলে সে লোকের দেশ বদলী হইবেক।

কিন্তু অনুমান হয় যে মহাসভারা এই বিষয় বিবেচনা করিয়া অন্য কোন দণ্ড স্থির করিবেন যেহেতুক দেশ বদলী দণ্ডেতে লোকেরদের তাদৃক্ ভয় নাই।

ফ্রান্সীয় রাজধানী পারিশ।

গত ৩ আগস্ত তারিখে পারিশ শহরের একভাগে অগ্নি লাগিয়া আর্দ্ধ ক্রোশপর্য্যন্ত ঘর ও গুদাম প্রভৃতি তাবৎ দগ্ধ হইয়াছে ইহার মধ্যে পঞ্চাশ হাজার মদিরার পিপা দগ্ধ হইয়াছে ইহাতে অনুমান হয় অনেক লক্ষ টাকার দ্রব্য নষ্ট হইয়াছে সে অগ্নি এগার ঘণ্টা রাত্রির সময়ে আরম্ভ হইয়া পরদিন সাত ঘণ্টাপর্য্যন্ত ছিল তাহা নির্ব্বাণের কারণ পল্টনের অনেক গোরা গিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাহারা দগ্ধ মদিরার গন্ধে অনেকে মত্ত হইয়া পড়িল তাহাতে অনেক লোক মরিল। সেই অগ্নিদাহে আশী জন আঘাতী হইয়াছিল তাহার মধ্যে কতক মরিল ও কতক চিকিৎসালয়ে পাঠান গেল। দুই জন কেরাণী এক ঘরে বসিয়াছিল তাহারদের চতুর্দ্দিকে অগ্নি ব্যাপ্ত হইলে বাহির হওনের পথ না পাইয়া সেই ঘরে দগ্ধ হইয়া মরিল। ইহাতে তথাকার লোকেরা কহে যে দুষ্ট লোকে অগ্নি দিয়াছে যেহেতুক এক কালে তিন স্থানে অগ্নি লাগিয়াছিল।

আশ্চর্য্য চিকিৎসা।

ইংগ্লণ্ড দেশের এক নগরে এক স্ত্রী পাণ্ডুরোগে অনেক দিনপর্য্যন্ত পীড়িতা ছিল পরে লণ্ডন শহরে উত্তম চিকিৎসকের নিকটে সে চিকিৎসার নিমিত্ত গেল সেখানেও রোগ প্রতীকার না হওয়াতে পুনর্ব্বার আপন ঘরে আইল। গত ৩ আগস্তে অনেক চিকিৎসকেরা একত্র পরামর্শ করিল যে শরীর কাটিয়া জল নির্গত করিলে প্রতীকার হইবে। এইরূপ চিকিৎসা অনেক২ স্থানে করিয়া থাকে। পরে দুই চিকিৎসক অতিসাবধানে ঐ স্ত্রীর উদর কাটিয়া তাহার নাড়ীহইতে বৃক্ষের আঠার মত ঘন জল ক্রমে২ নির্গত করিয়া সে সকল ওজন করিল তাহাতে ১৫॥ সাড়ে পোনর শের জল হইল সে স্ত্রীর বয়ঃক্রম পঁয়ত্রিশ বৎসর সে স্ত্রীর এমত সহিষ্ণুতা যে এই পর্য্যন্ত করিল ইহাতেও সে কোন শব্দ করিল না আপন স্বভাবে থাকিল। উদর কাটিবার সময়ে

সে মৃততুল্যা ছিল পরে সে সবলা হইল ক্রমেং ঐ ঔষধি দ্বারা সে ক্ষত শুষ্ক হইয়া সে আরোগিণী হইল।

চীন দেশ।

চীন দেশের মাকাও শহরহইতে সমাচার আসিয়াছে যে চীন দেশে ইংগ্লণ্ডীয় এক জন চীনীয় এক লোককে বধ করিয়াছে তৎপ্রযুক্ত তথাতে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের বাণিজ্য বন্দ হইয়াছে তাহার বিশেষ জানা গেল।

জাহাজের এক সাহেব মিষ্ট জলের কারণ এক নৌকারোহণ করিয়া জাহাজ হইতে এক নদীতে গিয়াছিল সে নদীর তীরে অনেক চীনীয় লোক ছিল তাহারা ঐ সাহেবকে অনেক কটু কহিল। তাহাতে সে আপন বন্দুকে মটর পুরিয়া তাহারদিগের প্রতি ছাড়িল তাহাতে তাহারা ক্ষান্ত হইল না পরে এক গুলি পুরিয়া বন্দুক ছাড়িলে এক জন চীনীয় লোক মারা পড়িল। পরে সাহেব সেখান হইতে ইংগ্লণ্ডীয় যুদ্ধ জাহাজ আশ্রয় করিয়া আপন প্রাণ রক্ষা করিল। চীনীয় বিচারকর্ত্তা যখন ঐ সাহেবকে ধরিবার নিমিত্তে ঐ জাহাজে আইল তাহার কিছু পূর্ব্বে দৈবাৎ সেই জাহাজে এক লোক আত্মঘাতী হইয়া মরিয়াছিল জাহাজের লোকেরা চীনীয় বিচারকর্ত্তার হাতে সেই লোককে দিয়া কহিল যে এই লোক তোমারদের লোককে খুন করিয়াছে। চীনীয় যে লোক খুন হইয়াছিল তাহার লোকেরা কহিল যে সে লোক এই ব্যক্তি নহে ইহাকে লইব না। পরে জাহাজস্থ লোকেরা ঐ বিচারকর্ত্তার সহিত যোগ করিয়া বিরোধ নিষ্পত্তি করিল।

আশ্চর্য্য যমজ সন্তান।

ইংগ্লণ্ড দেশে এক শহরে এক স্ত্রীর সাত সন্তান বর্ত্তমান আছে। এবং গত ১৯ জুলাই তারিখে ঐ স্ত্রীর এক সময়ে তিন পুত্র যমজ জন্মিয়াছে।

তাহার অন্য এক শহরে এক চিকিৎসক আছে সেই শহরে দুই স্ত্রীর প্রসব বেদনা হইয়াছিল তাহাতে ঐ চিকিৎসক ক্রমেং দুই স্থানে গিয়া প্রসব করাইল তাহাতে দুই স্ত্রীর গর্ব্ভে পাঁচ সন্তান হইল।

শ্রীশ্রীযুত ইংগ্লণ্ডীয় বাদশাহ।

ইংগ্লণ্ড দেশে এই জনরব হইয়াছে যে ইংগ্লণ্ডের শ্রীশ্রীযুত বাদশাহ জর্ম্মনি দেশান্তর্গত হানোবর শহরে ভ্রমণ করিতে যাইবেন এবং সেখানকার লোকেরা তাঁহার কারণ নানা প্রকার আয়োজন করিতেছে।

আশ্চর্য্য গোধূম।

ইংগ্লণ্ড দেশের এক গ্রামে এক সাহেব স্পানিয়া দেশহইতে কিছু গোম আনিয়া আপন বাগানে বুনিয়াছিল তাহার মধ্যে এক বীজেতে সত্তরি বৃক্ষ হইল ও সে বৃক্ষ সকল চারিং পাঁচ হাত দীর্ঘ এবং তাহার ফলের ছড়া আট অবধি বার আঙ্গুলি পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইয়াছিল।

বোলতা।

গত বৎসরে ইংগ্লণ্ড দেশে অতিশয় বোলতা হইয়াছিল তাহার দংশনে অনেকং লোক দুঃখ পাইত। তাহাতে এক ঔষধি সৃষ্টি হইয়াছে যে বনাতের থলিয়ার মধ্যে নীল দিয়া জলে ভিজাইয়া দংশনস্থানে ঘষিলে জ্বালা নিবৃত্তি হয়। লোকেরা যখন বোলতার দংশন জ্বালাতে জ্বলিত হইত তখন ঐ রূপ ঔষধিদ্বারা জ্বালা নিবৃত্তি করিত।

শিলাবৃষ্টি।

ইংগ্লণ্ড দেশে গত ২৪ জুলাই তারিখে অতিশয় শিলাবৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতে লিবরপুল শহরের নিকটে অনেক পক্ষী মারা পড়িয়াছে ও বজ্রাঘাত হইয়া এক গো ও এক কুকুর মরিয়াছে ও নগর ও গ্রাম জলময় হইয়াছিল ও নীচ পোতা ঘরের মধ্যপর্য্যন্ত জল উঠিয়াছিল এবং স্থানেং জলের স্রোতের দ্বারা রাস্তার পাথর পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল এবং বৈকাল বেলা চেষ্টর শহরের লোকেরা কেবল নদীর ন্যায় দেখিল।

ফ্রান্স দেশ।

ফ্রান্স দেশে গত ২০ জুলাই তারিখে অতিশয় ঝড় ও বৃষ্টি ও বজ্রাঘাত হইয়াছিল তাহাতে অনেক পাকা ঘর পড়িয়াছে ও দুই শত বৃহৎ বৃক্ষ সমূলে উৎপাত হইয়াছে। অনুমান হয় যে সেই সময়ে ভূমিকম্পও হইয়া থাকিবেক। এক ঘরে চারি বালক ছিল সে ঘর পড়িয়া দুই বালক তখনি মরিয়াছিল ও এক বালক আঘাতী হইয়াছিল অবশিষ্ট বালকের কোন উৎপাত হয় নাই যেহেতুক ঘরের দুই আড়া তাহার দুই দিকে পড়িয়াছিল সকল ভার সেই দুই আড়ার উপরেই ছিল ইহাতে সে বালক রক্ষা পাইয়াছে।

ডূক ডি বেরি সাহেব।

ফ্রান্স দেশীয় বাদশাহের ভ্রাতৃ পুত্র যে ডূক ডি বেরী সাহেব খুন হইয়াছিলেন তাঁহার স্মরণার্থে তাঁহার এক প্রতিমূর্ত্তি

করিয়া রাখা যাইবেক তদ্বিষয়ে খরচের কারণ চান্দা হইতেছে তাহাতে ঐদেশের শ্রীমতী মহারাণী ২৫০ দুই শত পঞ্চাশ টাকার সহী করিয়াছেন।

—

ইংগ্লণ্ডের শ্রীশ্রীমতী মহারাণী।

ইংগ্লণ্ডহইতে সমাচার আসিয়াছে যে শ্রীশ্রীযুত মহারাজের সহিত শ্রীমতী মহারাণীর বিবাদের বিচার হইতেছিল তাহাতে শ্রীশ্রী মহারাণীর বিপক্ষ সাক্ষীর দের জবানবন্দী সারা হইয়াছে গত ৩ সেপ্তম্বরে তিন সপ্তাহের কারণ বিচার বন্দ হইয়াছে এবং মহারাণীর উকীলকে স্বপক্ষ সাক্ষী প্রস্তুত করিবার কারণ বিচার কর্ত্তারা তিন সপ্তাহ মেয়াদ দিয়াছেন।

ইংগ্লণ্ডীয় বিশিষ্ঠ কুলীন সাহেব ও বিবী এই সতর জন শ্রীশ্রীমতী রাণীর পক্ষে সাক্ষী দিতে উপস্থিত হইয়াছেন।

—

কৌতুকোপাখ্যান।

এক ব্যক্তি বিজ্ঞ লোক পুস্তুমকর্ণে এক কৌতুকের উপাখ্যান সমাচার দর্পণে ছাপাইবার কারণ পাঠাইয়াছেন তাহা আগামি সপ্তাহে ছাপান যাইবেক।

—

আশ্চর্য্য স্বপ্ন।

ইংগ্লণ্ডহইতে এক সাহেব এ দেশে আসিয়া লণ্ডন শহরের এক জনের স্বপ্নের বিষয় ছাপিয়াছে। লণ্ডন শহরে এক ব্যক্তি পুরাণ বস্ত্র কলদ্বারা নুতন করিয়া বিক্রয় করিত সে সকল বস্ত্র শুষ্ক করিবার কারণ আপন বাটীর সম্মুখে উচ্চ এক কাষ্ঠ টাঙ্গান ছিল সেই কাষ্ঠ আপনার দোতালা ঘরের দ্বারের সহিত সংলগ্ন। ঐ লোক এক দিবস জ্যোৎস্না রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিয়া উঠিয়া ঐ কাষ্ঠের উপরে আসিয়া বসিল। তাহার নিকটস্থ লোকেরা তাহা দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইল যে সে পাছে সেখানহইতে পড়িয়া মরে। তাহারা অনেক বিবেচনার পর তাহার ঐ দোতালা ঘরে যাইয়া অতিধীরে ঐ কাষ্ঠ টানিয়া আপনারদের নিকটে আনিয়া দেখিল যে সে নিদ্রাযুক্ত। তখন তাহাকে জাগাইল এবং সে জাগিয়া দেখিল যে আপনি ঐ কাষ্ঠের উপরে বসিয়া আছি। তাহাতে ভয়যুক্ত মৃত তুল্য অচেতন হইল।

পরে সে সচেতন হইয়া আপনার স্বপ্ন বৃত্তান্ত কহিল যে আমি স্বপ্নে দেখিতেছিলাম যে আমার ভ্রাতা ও আমার স্ত্রী দেশান্তরে আছে তাহারা আমাকে সেখানে যাইতে লিখিয়াছে ও এক ঘোড়া পাঠাইয়াছে তাহাতে আমি ঐ ঘোড়াতে চড়িয়া সেখানে যাইতেছিলাম। সে ঘোড়া যে পঁহুছিবার অল্প পথ থাকিতে শুনিলাম যে আমার ভ্রাতার মৃত্যু হইয়াছে। এই সময়ে তোমরা আমাকে জাগাইলা। ইহা শুনিয়া সকলে হাসিতে লাগিল ও অন্য লোক সেই সময় লিখিয়া রাখিল। পর দিবস তাহার ভ্রাতার নিকটহইতে এক পত্র আইল তাহাতে জানিল যে যে সময়ে কাষ্ঠ টানিয়া দোতালার উপরে আনিয়াছিল সেই সময়ে তাহার ভ্রাতার মৃত্যু হইয়াছে।

বাজার ভাও।

জিনিস	মোন	অবধি	পর্য্যন্ত
সুপারি	১	২৸	৩৶৴
ভেরেণ্ডা তৈল	১	১৯	২০
গাছ মরিচ	১	২॥	৩
নারিকেল তৈল	১	১৩	১৩।
তুলা কাছোড়া	১০	০	০
আদা রঙ্গপুর	১	২।০	২৸০
পাটনাই আদা	১	২	২৵
চাল পাটনাই	১	২॥৵	২৸
পাছড়ি উত্তম	১	২॥	২॥৴
পাছড়ি মধ্যম	১	২৶	২।০
মুগী উত্তম	১	১৸৶	২
মুগী মধ্যম	১	১৸৵	
বাদাম	১	১৸০	১৸৴
দুধা গোম	১	১।৶	১॥
পাটনাই বুট	১	১।৵	১৶
অড়হর ডালি	১	১।০	১।৵
উত্তমগায়া ঘৃত	১	২১	২[illegible]
মধ্যম ঘৃত	১	১৯	১৮
ভৈসা ঘৃত	১	১৭॥	১৮
মধ্যম ভৈসা	১	১৬॥	১৭
মোমবাতী	১	৬২	৬৪
মিছরি উত্তম	১	১৬	০
মিছরি মধ্যম	১	১৩	১৪
সোরা উত্তম	১	৬	৬৸
মধ্যম	১	৫।০	৫৸
চিনী কাশীর	১	৯	১০
মধ্যম	১	৮	৮॥০
খার চিনী	১	৩।০	৪
তেঁতুল	১	॥৶	৸
তামাকু	১	৩।০	৬
চন্দন	১	১৪	১৬॥০

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাঁহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে এক টাকা যিনি বাজার করিয়া থাকেন যদি তাহার নিকট কাগজ পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাহার নিকটে পাঠান যাইবেক।

সমাচার দর্পণ

১৬৪ সংখ্যা। শনিবার। ২৪ ফেব্রুআরি সন ১৮২১। ১৪ ফাল্গুন সন ১২২৭॥

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা আট আনা প্রিমিয়ম। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা প্রিমিয়ম।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

২৪	ফিব্রুআরি	শনিবার	১৪	ফাল্গুণ
২৫	ঐ	রবিবার	১৫	ঐ
২৬	ঐ	সোমবার	১৬	ঐ
২৭	ঐ	মঙ্গলবার	১৭	ঐ
২৮	ঐ	বুধবার	১৮	ঐ
১	মার্চ	বৃহস্পতিবার	১৯	ঐ
২	ঐ	শুক্রবার	২০	ঐ

ইস্তাহার।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে ইনসুরেন্স কোম্পানী আগামি আগস্ত মাসে ভগ্ন হইবেক ও তাহার হিসাব নিকাশ হইবেক যদি কাহারো এই আপীসে পাওনা থাকে তবে মেয়াদ মধ্যে হাজীর হইয়া আপন পাওনা বুঝিয়া লইবেক মেয়াদ গত হইলে কাহারো কথা গ্রাহ্য হইবে না।

অপহৃত পুনর্লাভ।

ডাকের যে চিটী চোরে লইয়াছিল পূর্ব্বে জ্ঞাপন গিয়াছে এখন তাহার সমাচার পাওয়া গেল যে সে সকল চিটী পাওয়া গিয়াছে এবং তাহাতে যাহারং চিটী ছিল তাহারং নিকটে পঠান গিয়াছে।

সমাচার দর্পণ।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

২ ফিব্রুআরি।

শ্রীযুত জেম্স ওইমস্ সাহেব মোং কানপুরের কালেক্তর হইয়াছেন।

শ্রীযুত সি প্যাটেনসন সাহেব মোং পাটনার পরিমিটে নক্সরার কালেক্তর হইয়াছেন।

শ্রীযুত এল কেনেদি সাহেব মোং সারণের কালেক্তর।

শ্রীযুত হেন্রি মণ্টি সাহেব বেহারের আফীমের অধ্যক্ষের সেক্রেটারির পেস্কার।

শ্রীযুত জে আর দেবিদসন সাহেব সল্টের ও আয়লন্ড দেশের অধ্যক্ষের সেক্রেটারির পেস্কার।

১৩ ফিব্রুআরি।

শ্রীযুত ওয়েস হরবর্ট মানক সাহেব সাগার শহরে ও নর্ম্মদা নদীর উভয়তীরবর্ত্তি দেশে শ্রীশ্রীযুতের নাএবের পেস্কার হইয়াছেন।

শ্রীযুত এদ্বার্দ ওলাম্ব কাক্রেল সাহেব ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীযুত এদ্বার্দ গুলিদ্দি সাহেব ঐ

শ্রীযুত চার্লস ফ্রেজর সাহেব ঐ

শ্রীযুত রিচার্দ মাকান সাহেব ঐ

শ্রীযুত ওলায় রেক্স ক্লার্ক সাহেব ঐ

শ্রীযুত লেনক দেবিস সাহেব ঐ

শ্রীযুত লেপ্তেনান্ত তামস ওয়ার্লো সাহেব ঐ।

১৬ ফিব্রুআরি।

শ্রীযুত এ দবলু বেগী সাহেব বন্দেলখণ্ডের উত্তর ভাগের জজের পেস্কার হইয়াছেন।

শ্রীযুত জি এ বুনবি সাহেব কলিকাতার চতুর্দ্দিগস্থ প্রদেশের জজের পেস্কার হইয়াছেন।

শ্রীযুত এচ পি রসল সাহেব সদরদেওয়ানী ও নেজামতের রেজেষ্টরের পেস্কার হইয়াছেন।

শ্রীযুত জে এফ জি কুক সাহেব জিলা নদিয়ার জজের পেস্কার হইয়াছেন।

বহুমূল্য প্রস্তরের গণেশ।

কাশী অঞ্চলের এক রাজা বহুমূল্য প্রস্তর নির্ম্মিত এক গণেশ দেবের মূর্ত্তি বন্ধক দিয়াছিলেন সে মূর্ত্তি কবুতরের ডিম্ব হইতে অধিক পরিমিতা নহে। পরে তাহা বিক্রয় করিতে উদ্যত হইয়া তাহার মূল্য সাত হাজার টাকা কহিয়াছিল এবং সে মূর্ত্তি মোং কলিকাতাতে আগামি বৃহস্পতিবার বিক্রয় হইবেক।

সরতি।

মোং কলিকাতার চন্দিণ লাটরির মাল

১৩ ফিব্রুআরি তারিখে ওঠিয়াছে তাহার শেষ দিবসে যে ওঠিল তাহাতে এক লোক এক লক্ষ ষাটি হাজার টাকা পাইয়াছে। ও অন্য জন এক লক্ষ টাকা। আর এক জন দশ হাজার টাকা। আর তিন জন পাঁচ শত টাকা। আর তেইশ জন দুই শত পঞ্চাশ টাকা পাইয়াছে।

আশ্চর্য্য চুরি।

গত পৌষ মাসে জিলা যশোহরের মধ্যে ভালাইপুর গ্রামের জন কএক ভাগ্যবান মুসলমান চারি শত টাকা লইয়া নিকটস্থ বজরাপুর ও রঘুনাথপুরের জালিয়ারদের চারি নৌকা ভাড়া করিয়া বাদা অঞ্চলে ধান্য খরিদ করিতে গিয়াছিল পথের মধ্যে অন্য এক নৌকাতে নয় দশ জন মুসলমান যাইতেছিল তাহারা ভালাইপুরের মুসলমানেরদের সহিত অতিশয় শিষ্টাচারপূর্ব্বক যথোচিত প্রণয় করিল ও কহিল যে আমরাও দুই হাজার টাকার ধান্য খরিদ করিব অতএব একত্র এক স্থানেই খরিদ করিব। পরে এক দিবস ভালাইপুরের মুসলমানেরা ঐ মুসলমানেরদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া অন্ন ব্যঞ্জন খাওয়াইল। অন্য এক দিবসে অন্য মোকামে ঐ মুসলমানেরা ভালাইপুরের মুসলমানেরদিগকে কহিল যে ভাই তোমারদের সঙ্গে আট দশ জন হিন্দু লোক আছে অন্ন ব্যঞ্জন করিলে সকলের হইবে না এ কারণ আমরা জলপানের সামগ্রী প্রস্তুত করিয়াছি। ইহা কহিয়া সকলকে নিমন্ত্রণ করিল। পরে মধ্যাহ্ন সময়ে ভালাইপুরের চারি নৌকার হিন্দু ও মুসলমান যে কয় জন ছিল সকলকে এক কালে পাত দিয়া বসাইল এবং দধি ও চিড়া স্বচ্ছন্দে দিল ইহারাও আমোদে খাইতে আরম্ভ করিল ও সন্দেশ প্রত্যেক জনকে আধ শের দেড় পোয়া বরাওন্দে দিল সেই সন্দেশ খাইবামাত্র তাবৎ লোক ক্ষিপ্ত হইয়া উলঙ্গ হইল পরে তাহারদিগের টাকা ও বস্ত্রাদি যে ছিল তাহা লইয়া সেই মুসলমানেরা গমন করিল। যাহারা২ ক্ষিপ্ত হইয়াছিল তাহারদের দুই চারি জন সেইখানে মরিল যাহারা বাঁচিয়া আসিয়াছে তাহারদের অদ্যাপি সুন্দর জ্ঞান হয় নাই ও বাক্যের জড়তা দূর হয় নাই।

খুন।

মুরশেদাবাদহইতে ৭ ফিব্রুআরি তারিখের সমাচার আসিয়াছে যে মোং বহরমপুরে গোরা পল্টনের এক জন সার্জন অর্থাৎ হাওলদার প্রতিদিন রাত্রে আপন পহরাতে থাকিত। তাহার স্ত্রী প্রতিদিন তাহার রাত্রির খাদ্য বস্তু আনিয়া দিত। এক দিন ঐ স্ত্রী আপন স্বামীর খাদ্য বস্তু আনিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে আজি তুমি ঘরে যাইবা। তাহাতে সার্জন উত্তর করিল না কিন্তু তাহার মনে সন্দেহ জন্মিল। পরে সার্জন আপন নিত্য কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া অধিক রাত্রিতে আপন ঘরে গিয়া দেখিল যে তাহার স্ত্রী অন্য এক গোরার সহিত একত্র এক খাটে নিদ্রিতা আছে। ইহাতে সার্জন ক্রোধী হইয়া আপন স্ত্রীর হাতে বন্দুকের সঙ্গীনের খোঁচা মারিল তাহাতে সে স্ত্রী চীৎকার শব্দ করিল সেই শব্দ শুনিয়া নিদ্রিত গোরা অতিবেগে দৌড়িল। সার্জন তাহার পশ্চাৎ২ গিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশে সঙ্গীনের খোঁচা মারিল সে সঙ্গীন তাহার উদর ভেদ করিয়া বাহির হইল তাহাতে সে তখনি মরিল। পরে তাহাকে যখন আদালতে আনিল তখন সার্জন যথার্থ কহিল। এখন তাহারা দুই স্ত্রী পুরুষ আদালতে কএদ আছে কি হুকুম হয় জানা যায় নাই।

সিংহলদ্বীপ।

শ্রীযুত সর এদার্দ পাজেট সাহেব সিংহলদ্বীপের বড় সাহেব হইয়া ইংগ্লণ্ডহইতে আসিতেছেন ইহা পূর্ব্বে জানান গিয়াছে এইক্ষণে সমাচার পাওয়া গেল যে তিনি সিংহলদ্বীপের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন মোকামে অতিশীঘ্র পঁহুছিবেন।

জাহাজ।

ইংগ্লণ্ডহইতে মোং বোম্বে এক জাহাজ পঁহুছিয়াছে তাহাতে সমাচার জানা গেল যে ইতালি দেশে অতিশয় রেশম জন্মিয়াছে সে রেশম ইংগ্লণ্ডে গিয়াছে সেই কারণ বাঙ্গালার ও চীন দেশের রেশমের মূল্য অতিন্যূন হইয়াছে। এবং কাওয়া ও গোলমরিচের মূল্য ন্যূন হইয়াছে।

এই জাহাজ ইংগ্লণ্ডহইতে আইসন কালে এক উপদ্বীপের নিকটে সমুদ্রের মধ্যে এক ছোট নৌকাতে সঙ্কটগ্রস্ত কতক গুলি লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহারদিগকে ঐ জাহাজে উঠাইয়া লইল। তাহারা কহিল যে অন্য এক জাহাজে আমরা ছিলাম কার্য্যক্রমে কিনারা যাইবার কারণ জাহাজহইতে নৌকা নামাইয়া তাহাতে আরোহণ করিয়া নিজ জাহাজ ছাড়িলাম এই সময়ে অতিপ্রবল বায়ু উপস্থিত হইয়া আমারদিগকে নৌকা সমেত কিনারাহইতে সমুদ্রের মধ্যে আনিল তাহাতেই আমরা আপন জাহাজ

হারাইলাম। তাহারদের এই কথা শুনিয়া ঐ জাহাজের লোকেরা তাঁহারদিগকে মোং বোম্বেতে নামাইয়া দিল যদি এই জাহাজের সঙ্গে দেখা না হইত তবে তাহারা অবশ্য মরিত।

রজপুথানা।

মোং আজমের শহরহইতে সমাচার আসিয়াছে যে তৎপ্রদেশে মীনা নামে পাহাড়ীয় এক প্রকার জাতি তাছে তাহারা আসিয়া অনেক গ্রাম লুট করিয়া বিধ্বস্ত করিয়াছে তাহাতে শ্রীযুত কাপ্তান মেক্কওআল সাহেব ঘোড়সওয়ার ও পদাতিক সৈন্য সমেত তাহারদের পশ্চাৎ২ পাহাড়ে গিয়াছেন তাহারা পাহাড়ের উপরে রামপুর নামে এক গ্রামে আছে সে পাহাড়ে ঘোড়সওয়ারেরা ভাল চলিতে পারে না।

শিবরাত্রি।

২ মার্চ শুক্রবার ও তৎপর দিন এই দুই দিবস হিন্দু লোকের পর্ব্ব শিবরাত্রি ব্রত হইবেক তৎপ্রযুক্ত কোম্পানির খাজানা ঘর বন্দ থাকিবেক।

সারজ্ঞানী।

ইতালি দেশের এক জন ধর্ম্মাধ্যক্ষ অতি দুঃখী তিনি অতি ক্লেশে ধর্ম্ম কর্ম্ম করেন তাহা দেখিয়া তাহার অন্তরঙ্গ এক লোক জিজ্ঞাসা করিল যে হে ভাই তুমি অতি দুঃখী কোন ভাল চেষ্টা কর না কি রূপে নিশ্চিন্ত থাক। তিনি ইহা শুনিয়া উত্তর করিলেন যে আমি যে কর্ম্মে আসিয়াছি আমার ইন্দ্রিয় সকল তৎ কর্ম্মে নিযুক্ত আছে। অল্প দিনের কারণ অধিক ধন ও অধিকস্থান চেষ্টা করাতে কি প্রয়োজন কেবল চারি হাত স্থানের আবশ্যকতা আছে তার আমাহইতেও অনেক অধিক দুঃখী লোককে দেখিতেছি ইহাতেই আমি নিশ্চিন্ত থাকি।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী।

ইংলণ্ডের শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর যে মোকদ্দমা হইতেছে তাহাতে লোকেরা সন্দেহ করিয়াছিল যে মহারাজ মহারাণীকে ত্যাগ করিবেন। তাহার সমাচার এখন জানা গেল যে মহারাজের উজীর সকল লোককে জানাইয়াছেন যে মহারাজ মহারাণীকে ত্যাগ করিয়া অন্য বিবাহ করিবার কারণ ব্যবস্থা লইতে কখনও বাসনা করিবেন না।

নূতন কল।

ইংলণ্ডে এক নূতন কল সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে মেষের লোমের সূত্র জন্মে পূর্ব্বে যে প্রকারে মেষের লোমের সূত্র জন্মাত তাহাহইতে এখন অতিসূক্ষ্ম সূত্র জন্মে ও তাহাহইতে অতিশীঘ্র হয়। তাহার আধ সেরের সূত্র চৌত্রিশ হাজার দুই শত গজ দীর্ঘ হয়।

যাথার্থিক লোক।

স্কটলণ্ড দেশে এক সাহেব মহাজনি কর্ম্ম করিতেছিল তাহাতে কোন দোষে কর্ম্মের ব্যাঘাত হইয়া অনেক দেনা হইল তাহাতে সে আপনি সকলের নিকটে গিয়া অনুনয় বিনয় করিয়া যাহার যে টাকা তাহার চতুর্থাংশ দিয়া আপনি রিক্ত হস্তে সেখানহইতে আমেরিকাদেশে গেল ও সেখানে ব্যবসায় করিয়া ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে পুনর্ব্বার ধন সঞ্চয় করিল। পরে চৌদ্দ বৎসরের পর ১৮১৮ সালে পূর্ব্ব মহাজনেরদিগকে যাহার যে পাওনা ছিল তাহা বেবাক পাঠাইয়া দিয়াছে।

বাজার ভাও।

জিনিস	মোন	অবধি	পর্য্যন্ত
সুপারি	১	৫৸	৩৸৵
ভেরেণ্ডা তৈল	১	১৯	২০
গাছ মরিচ	১	২৷৷	৪
নারিকেল তৈল	১	১৩	১৩৷৷
তুলা কাছোড়া	১	০	০
আদা রঙ্গপুর	১	২।০	২৸০
পাটনাই আদা	১	২	২৵
চাল পাটনাই	১	২৷৷৴	২৷৷৶
পাছড়ি উত্তম	১	২৷৷	২৷৷৴
পাছড়ি মধ্যম	১	২৶	২।০
মুগী উত্তম	১	১৸৶	২
মুগী মধ্যম	১	১৸৵	
বালাম	১	১৸০	১৸৴
দুধা গোম	১	১৷৷	১৷৷৴
পাটনাই বুট	১	১৷৶	১৷৶
অড়হর ডালি	১	১৷৶	১৷৶
উত্তমগাওয়া ঘৃত	১	২১	২১৷৷
মধ্যম ঘৃত	১	১৬	১৮
ভৈসা ঘৃত	১	১৭৷৷	১৮
মধ্যম ভৈসা	১	১৬৷৷	১৭
মোমবাতী	১	৫৮	৬০
মিছরি উত্তম	১	১৬	০
মিছরি মধ্যম	১	১৩	১৪
সোরা উত্তম	১	৫৸	৬৷
মধ্যম	১	৫।০	৫৷
চিনী কাশীর	১	৯	৯।০
মধ্যম	১	৮	৮৷৷০
খার চিনী	১	৩।০	৪
তেতুল	১	৷৷৶	৸
তামাকু	১	৩।০	৬
চন্দন	১	১৪	১৩৷৷০

সমাচার দর্পণ।

বাবুর উপাখ্যান।

অমরাবতী নগরে রাজচক্রবর্ত্তী নামে এক জন অতিবড় ধনবান্ কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন। চক্রবর্ত্তী সুপ্রসাদেতে রাজকীয় ও জমীদারী সংক্রান্ত নানাপ্রকার বড়২ কর্ম্ম করিয়া ধনোপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

তিনি বড় বিজ্ঞ মন্ত্রী বুদ্ধিমান আদালতের রীতিজ্ঞ এবং বড় চাকুরিয়া পুষ্টর জ্ঞাপ বাক্ত হইবাতে সুলতান অহম্মদ খলীফা ভারতবর্ষের ব্যাপক মনোজন তাহাকে ডাকাইয়া আফীমের কুঠীর দেওয়ানি কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। আফীম মহলের কর্ম্ম বড় উপার্জ্জনের সীমা নাই। অতএব ঘরে আফীম প্রস্তুত হইয়া চীন দেশে যায় সেখানে বিক্রয় হইয়া সুলতান খলীফার যথেষ্ট লাভ হয়। দেওয়ান চক্রবর্ত্তী দেখিলেন যে আকাঙ্ক্ষামত ধনবৃদ্ধি হয় না অতএব কৃত্রিম অকৃত্রিম আফীম প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। তাহাতেই তিনি অসংখ্য ধনশালী হইলেন। কিন্তু চক্রবর্ত্তী নিঃসন্তান সর্ব্বদা দুঃখী কহেন যে আমার এত বড় নাম ডুবিল নির্ব্বংশ হইলাম সন্তান নাই ধন কাহাকে দিয়া যাইব। তৎপ্রযুক্ত সর্ব্বদা যথা দান করেন।

পরে এক চন্দ্রতুল্য উত্তম পুত্র জন্মিল। তাহাতে সংসারে আহ্লাদের সীমা নাই দেওয়ানজীর পুত্র হইয়াছে। চক্রবর্ত্তী আহ্লাদে পুলকিত হওত যথেষ্ট দানাদি করিলেন ও বাটীতে টিকটিকীর নাচ ও ভেকের গান ইত্যাদি মাঙ্গলিক কর্ম্ম করাইলেন। এমতে পুত্রের বয়স্ ছয় মাস হইল অন্নপ্রাশন কাল উপস্থিত নাম করণ হইবেক। চক্রবর্ত্তী সভাস্থ পণ্ডিত লোককে প্রশ্ন করিলেন যে ভো ভো পণ্ডিতেরা আমার পুত্রের নাম কি হইবেক। প্রধান পণ্ডিত যিনি নিয়ত সভায় থাকেন এবং কুলাচার্য্য কহিলেন যে দেওয়ানজী আপনকার পুত্রের অনেক সুলক্ষণ আছে যাহা বলিতে প্রায় সম্ভবে না যদি ঈশ্বর ইচ্ছায় ইনি বাঁচেন তবে প্রাকৃত মনুষ্য হইবেন না ইনি কুলীনের ঔরসে জাত আর কুলীনের নবগুণের লক্ষণ আছে সে কি কি।

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং। নিষ্ঠা বৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণং।

ইহার তাবতেরি চিহ্ন আছে ইনি আপনকার বংশের তিলক হইবেন অতএব ইহার নাম কুলীনচন্দ্র কিম্বা তিলকচন্দ্র রাখুন। দ্বিতীয় জন কহিলেন যে দেওয়ানজী আপনকার যে পুত্র ইনি কত কাল তপস্যা করিয়াছেন সেই বরে তোমার ঘরে জন্মিয়াছেন ইনি অতি বড় সুখী মহাবাবু হইবেন ইহার ভাল কর্ম্মানুযায়ি নাম আর দেখি না বরং মধুমক্ষিকার চাকনাশক বাবু নাম রাখহ।

তৃতীয় কহিলেন যে দেওয়ানজী বিদ্যালঙ্কার উত্তম কহিয়াছেন আপনকার এত ঐশ্বর্য্যে এ সন্তান হইয়াছেন ইনি বাবু হইবেন অত্র সন্দেহো নাস্তি আর বাবুর চিহ্ন গণনার দ্বারা কিঞ্চিৎ অনুভব হইয়াছে সে কিং।

ঘুড়ী তুড়ী জস দান আখড়া বুলবুলি মুনিয়া গান। অষ্টাহে বন ভোজন এই নবধা বাবুর লক্ষণ। অতএব ইহার নাম তিলকচন্দ্র বাবু রাখুন। পরে অনেক বিবেচনাতে তিলকচন্দ্র বাবু নাম স্থির হইল। তিলকচন্দ্র বাবু ক্রোড়ে ব্যতীত মৃত্তিকাতে পদার্পণ করেন না যেহেতু আদর্য্য বড়২ লোক তাহাকে ক্রোড়ে করিতে ইচ্ছা করে। দেওয়ানজী পুত্রের শরীর যত ধরে তত স্বর্ণালঙ্কারে তাঁহাকে ভূষিত করিলেন দেওয়ানজীর ইচ্ছা যে স্বর্ণের ইষ্টক পুত্রের গলে দোলায়মান করত আপন ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন।

এমতে পুত্র বড় হইতে লাগিলেন বাক্যশক্তি হইল তিলকচন্দ্র সকলকেই বটু বাক্য কহেন ও মারেন তাহাতে দমন না করিয়া বরং সকলেই তাঁহাতে আহ্লাদ করেন তিলকচন্দ্র বাবু কোন অধর্ম্ম করিলে তাহার দণ্ড না করিয়া চক্রবর্ত্তী দেওয়ান শিখাইয়া দেন যে তুমি কহ আমি করি নাই। এইরূপে বাবুকে লয়ে সর্ব্বদাই আমোদ হয় তখন বাবু নামে খ্যাত হইলেন তিলকচন্দ্র নাম কে উল্লেখ করে। দেওয়ান এত ঐশ্বর্য্য থাকিতে পুত্রকে বিদ্যাভ্যাস করাইলেন না কহেন ব্রাহ্মণের ছেলে গায়িত্রী শিখিলেই হয় কপালে থাকে বিদ্যা হবে আমি যাহা রাখিয়া যাইব যদি রক্ষা করিয়া খাইতে পারেন কখন দুঃখ পাইবেন না পুত্রের অদৃষ্টে যাহা থাকে তাহাই হবে আমি দেখিতে আসিব না। বাবু যেখানে যান সেই খানেই আদর্য্য ও মান্য দেওয়ানজীর পুত্র অনেক আভরণ আছে। বাবু ঘুড়ী বুলবুলি প্রভৃতি খেলাতে সদা মগ্ন থাকেন লেখা পড়ার দোকান আছে কিন্তু করেন না। অর্থী ও স্বার্থপর খোশামুদে প্রি

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে এক টাকা লিপি বাদ্ধ করিয়াছেন যদি তাহার নিকট কাগজ পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাহার নিকটে পাঠান যাইবেক।

মুখো কতক গুলিন দেওয়ানজীর পারিষদ লোক বাবুর নানাবিধ গুণ ও বিদ্যাসূচক প্রশংসা করে।

এমতে বাবুর ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম হইল সুতরাং বিষয় বোধ ও জ্ঞান যথেষ্ট কেহ বাবুর স্থানে পরামর্শ লয়েন কেহবা কোন বিষয়ের বিবেচনা বাবুকে লইয়া করেন শাস্ত্রার্থ যাহা অন্য বিষয়ী ও পণ্ডিত লোকহইতে নিষ্পন্ন হয় না বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেই তাহার শেষ হয়। বৃত্তিভোগী অধ্যাপক মহাশয়েরা দর্শন শাস্ত্রাদির বিচার স্থলে বাবুকে মধ্যস্থ মানেন বাবু তাহা বুঝেন এমত ক্ষমতা কি কিন্তু শেষ করিয়া দেন ইহাতে পণ্ডিত ঠাকুরেরা কহেন যে বাবুজী দেবানুগৃহীত মনুষ্য এমত উত্তম বুদ্ধি বিবেচনা আর নাই বলা শুভক্ষণে ভারতবর্ষে আসিয়াছেন বাবুর যে মত শিষ্টতা ও নম্রধীরা ও ধার্ম্মিকতা প্রভৃতি গুণ এমত কুত্রাপি দেখি না। কেহ২ আপনাআপনি ও পরস্পর অথচ বাবুর সম্মুখে কহেন যে দেখ ইহার অপেক্ষা বিজ্ঞ নাই ইংরাজী পারশী আরবী নাগরী ফিরিঙ্গী জারমানি ইত্যাদি তাবৎ শাস্ত্রে তৎপর ইংরাজী বাবু এক মাস দেখিয়াছিলেন ইহাতে চিঠী গুলান দেখিব মাত্রেই বুঝিতে পারেন ও তাহার উত্তর চটং করিয়া লিখিয়া দেন বিশেষতঃ সংস্কৃত শাস্ত্র কোন কালে দেখিলেন জ্ঞাত নহি কিন্তু তাহার ব্যাখ্যা করিতে পারেন যাহা হউক বাবু না পড়িয়া পণ্ডিত না হবেক কেন দেওয়ানজীর পুত্র প্রাকৃত মনুষ্য নহেন ক্ষণজন্মা ইত্যাদি কল্পিত স্তব ও প্রশংসাদ্বারা বাবু অন্তঃকরণে স্ফীত হইয়া মনং করেন যে আশ্চর্য্য আমি আপ্ত বিস্মৃত সকলেই আমাকে বিজ্ঞ ও পণ্ডিত কহে আর আমার আপনাআপনিও বোধ হয় যে আমি পণ্ডিত বটি তবে কি নিমিত্তে অন্যং লোকের মত ক্লেশ লয়ে বিদ্যা শিক্ষা করিব আমি মুহুরি কিম্বা মুনসী অথবা কেরাণী গিরি করিব না আমার দানাদিদ্বারা যথেষ্ট পুণ্য হইয়াছে তৎপ্রযুক্ত অনুপার্জ্জিত বিদ্যাও হইয়াছে অতএব এ অনিত্য সংসারে কেবল শারীরিক সুখ ভোগাই সত্য কোন দিন মরিয়া যাইব যত সুখ করিয়া লইতে পারি সেই কর্ত্তব্য এই মতে পূর্ব্বোক্ত বাবুর নব গুণ অথবা ধর্ম্মপ্রতিপালনপূর্ব্বক আমোদে কালক্ষেপ করেন।

অনন্তর চক্রবর্ত্তী দেওয়ানের মৃত্যু হইল বাবু স্বয়ং তাবৎ ধনাধিপতি হইয়া কর্ত্তা হইলেন কেহ কর্ত্তা বলে কেহ২ বাবু কহে কর্ত্তা বাবু বড় লোক কতক গুলি নির্ধন দরিদ্র খোশামুদে যাতায়াত করে। কাহাকে ধন দেন কাহাকেও চাকরি দেন তখন বাবুর পূর্ব্বোক্ত নামের অর্থ প্রকাশ করিতে লাগিলেন অর্থাৎ যেমত মধুমক্ষিকা নানাবিধ পুষ্পহইতে কণামাত্র মধু আহরণ করিয়া বহু কালে চাক বদ্ধ করিয়া অধিক মধু সংগ্রহ করেন পরে কোন ব্যক্তি ঐ চাকে অগ্নি নুড়া দিয়া পোড়াইয়া মধু ভাঙ্গিয়া লয়ে বিংশতি শের হিসাবে টাকায় বিক্রয় করে। সেই মত বাবুর পিতা বহুকালে বহু প্রযত্নে কিঞ্চিৎ২ করিয়া ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন বাবু সেই ধন হাজারং টাকা নানা প্রকারে খরচ করিতে লাগিলেন। কিছু কাল পরে বাবু মনে ভাবিলেন যে আমার পিতা চাকরি করিয়া এত বিষয় করিয়াছিলেন তাহাতে আমি মান্য অতএব আমার চাকরি কর্ত্তব্য চাকরি না করিলে লোকে মানে না ও দশ জন প্রতিপালন হয় না। ইহা সর্ব্বদা ব্যক্ত করাতে ও কোন সাহেব কোন স্থানে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হইল ইহার অনুসন্ধান করাতে অনেকের প্রতীতি হইল যে বাবু চাকরি করিবেন ইহাতে কতক গুলি বিদেশস্থ কর্ম্মচ্যুত বিষয়াকাঙ্ক্ষী উমেদওয়ার লোক বাবুর নিকটে যাতায়াত আরম্ভিল ইহারা কতক সোপারিশদ্বারা কতক স্বয়ং পরিচিত হইয়া প্রাতে বৈকালে রাত্রিতে বাবুর নিকটে অনবরত হাজির থাকে। বাবুর পূর্ব্বোক্ত বিদ্যার কোন অংশেই গুণ নাই কেবল কতক গুলি অর্থ আছে কিন্তু আত্মাভিমানে পূর্ণ সুতরাং বিষয় কর্ম্ম হয় না হইবার সম্ভাবনাও নাই উমেদওয়ারেরদিগকে এমত আশ্বাসদ্বারা পরিতুষ্ট রাখেন যে বাবুর হস্তে নানা কর্ম্ম প্রস্তুত অত্যল্প দিনের মধ্যে তাবৎকে উত্তমং কর্ম্ম দিবেন। ইহারা বাবুর কথায় প্রত্যয় করিয়া আপনং স্বজন ও পরিবারকেও ঐ মত আশ্বাসানুসারে সমাচার লিখে। বাবু মনে জানেন যে তাহারো কর্ম্ম হইবে না সুতরাং অন্যেরো কর্ম্ম দিতে পারিবেন না এই রূপ প্রতারণা না করিলে কোন লোক আসিবেক না অতএব সভাবর্দ্ধক লোক সংগ্রহ আবশ্যক। উমেদওয়ার সকল প্রাতে ও সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই বৈঠকখানায় আসিয়া থাকেন বাবু আসিবামাত্রেই তাবতে অতিসম্মাদরপূর্ব্বক যথেষ্ট শিষ্টাচার করত অভ্যর্থনা করিয়া বাবুকে নিয়মিত সিংহাসনরূপ মজলন্দী মসনদে বসাইলে পরে বাবু প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করেন যে অদ্যকার কি সমাচার। উমেদওয়ার মহাশয়েরা ক্রমেং যে যাহা তাবৎ দিবসের মধ্যে উত্তমং অথবা অসম্ভব কথা শুনিয়া থাকেন অনুসন্ধান করেন কেহং রচিয়া থাকেন

তাহা কহেন পরে ভূত ডাকাইত সর্প দুষ্কর্ম্ম দাতৃত্ব কৃপণতাদি বিষয়ে কথোপকথন হাস্য পরিহাসে অধিক রাত্রি হয় পরে বাবু গাত্রোত্থান করেন। ওমোদওয়ারেরা স্ব২ বাসায় যান তাহারা কেহ২ কহেন যে এবার আমার কর্ম্ম হওনের বাধা নাই আমার শনির শেষ হইয়াছে আমার প্রতি বাবুর বড় অনুগ্রহ। কেহবা দৈবজ্ঞের স্থানে গণনা করিয়া ভবিষ্যৎ শুভাশুভ দেখেন। কেহ বলেন যে বাবু গোলানগরের নবাব হইলেন কেহ কহেন যে বাবুর এবার বড় কর্ম্ম হইল সুন্দরবন তাবৎ ইজারা করিলেন কোন দিবস বাবু মজলিসে পদার্পণ করিবামাত্রেই চাকরকে হকুম করেন যে আমার জামা জোড়া পাগ ইত্যাদি পোশাক তৈয়ার রাখ কল্য দরবার যাইব। ইহা শুনিতেই কর্ম্মের নিমিত্ত ব্যগ্র ব্যক্তিরা মনে করে যে যাহা অনুভব করিয়াছি তাহা বুঝি সত্য হইয়াছে ইহা বলিয়া কেহ কালীঘাটে পূজা মানে কেহ সত্য পীরের শীরণি দিতে চাহে কেহবা আপন২ ইষ্টদেবতার স্থানে বাবুর মঙ্গল প্রার্থনা করে। সকলেই কর্ণে২ ফুসফুস করে ও পরস্পর বিবেচনা করে যে বাবু কল্য কোথা যাইবেন কেহ কহে যে চুপ কর সে দিবস আমি যাহা কহিয়াছি সেই বটে বাবু সুন্দরবনের দেওয়ান হইবেন দেখ যা জগদীশ্বরীর ইচ্ছা কিন্তু কেহ সহসা জিজ্ঞাসা করিতে পারে না। তাহার মধ্যে এক জন আর্সীধারী নোপর্দা লোক অধিক প্রশ্রয় ছিল সে জিজ্ঞাসা করিল যে বাবু জী কল্য কোথা যাইবেন। বাবু ঈষদ্ হাসিয়া কহিলেন। যে ঈশ্বর প্রতুল করুন পশ্চাৎ কহিব দেবতার নিকট প্রার্থনা করহ। বাবু পর দিনে দরবার যাইবেন অতএব মজলিস অল্প রাত্রে বরখাস্ত হইল। বিদায় কালে বাবু কহিলেন যে তোমরা কল্য প্রাতে আসিও না।

পরদিনে বাটীর তাবৎ লোক ব্যস্ত কর্ম্মের ভিড়ের সীমা নাই বাবু কুঠী যাইবেন। বাবু প্রাতে স্নান করিলেন কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া উত্তম জামা জোড়া বহুকালে পরিধান করিয়া বেশ বিন্যাস পূর্ব্বক অভুক্ত উত্তম গাড়ীতে আরোহণ করিলেন সঙ্গে চারি জন বৃজবাসী লাল পাগড়ীওয়ালা বাঁকা হামরা চলিল গাড়ী দড়২ শব্দে দুর্ব্বি বাজারে পঁহুছিল সেখানে হাজী হাদী সাহেবের খেজুরের দোকানে উত্তীর্ণ হইলেন হাদি সাহেব বড় লোক বাবুর সহিত বড় প্রণয় বাবুকে বসিতে চৌকি দিলেন পরে উভয়ে অন্য ভাষায় আলাপ হইল বাবুর বাক্শক্তি তাদৃক নাই তথাচ বড় লোক গাটমিট করিয়া কহিলেন। হাদী সাহেব বাবুর প্রতি কহিলেন যে আদা বড় গরমী তুমি বড় মোটা হইয়াছ তোমার কত টাকা আছে টাকার কি দর এক্ষণে সুদ বাজারে টাকার অল্পতা কেন হইল বানিয়ারা ইহার কি বলে। বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন যে সাহেব এ দেশে আর এক জন কাজী আসিতেছেন শুনি সত্য কি না লড়াইয়ের কি খবর এত জাহাজ আসিতেছে কেন ইত্যাদি আলাপ হইয়া বাবু বৃজবাসীর দিগকে তাকিয়া হকুম দিলেন যে এক জন দেখ মোল্লা ফিরোজ ঘরে আছেন কি না আর তুমি বদ্রিও সাহেব ঘরে হাজিরা আছ কি না দ্বিতীয় জনকে কহিলেন যে দেখ এয়াণ্ড সাহেব নিশ্চিন্ত বসিয়া আছেন কি না জানিয়া আইস তবে আমি যাইব ইহা কহিয়া গাড়ীতে সওয়ার হইলেন ও নিলাম ঘর হইয়া বাজার দিয়া বাবু বাটী আইলেন বাটীর লোক সকলে স্তব্ধ বড় গরমি বাবু অভুক্ত কুঠী গিয়াছিলেন আহার হইলে হয় সুতরাং সকলেই অতিব্যস্ত পরিশ্রম হইয়াছে শিরঃপীড়াও হইল আহার সুন্দররূপে করিতে পারিলেন না যৎকিঞ্চিৎ খাইয়া শয়ন করিলেন।

এখানে ওমোদওয়ার মহাশয়েরা সূর্য্য দেখিতেছেন কতক্ষণে সন্ধ্যা হইবেক বাবুর নিকটে গিয়া মঙ্গল খবর শুনিব সন্ধ্যাপরে বাবু উত্তম মসলন্দে আসিয়া বসিলেন ও প্রথমত আলাপ করিলেন যে অদ্য বড় ক্লেশ হইয়াছে দরবার হইতে আসিতে গৌণ হওয়াতে শিরঃপীড়া হইয়া শয়ন করিয়াছিলাম। বিষয় কর্ম্মের কথা বাবু কিছুই কহেন না। ওমোদওয়ারেরা বাবুর মনঃসন্তোষজনক দিনমল যে যাহা২ শুনিয়াছিলেন দেখিয়াছিলেন অথবা রচনা করিয়াছিলেন ক্রমে২ নিবেদন করিলেন। পরে কোন ইংরাজ কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হইল অনুমান সিদ্ধ ব্যক্ত করিলেন কোন সাহেবের কেডাকর হইল। এই প্রকার প্রায় প্রতিদিন মজলিস হয় অভাগা ওমোদওয়ারেরা যে যত টাকা আনিয়াছিলেন তাহা খরচ করিলেন পরে কর্জ করিয়া বাসা খরচ চালাইলেন যখন কর্জ না পাইলেন তখন কুটুম্ব স্বজনের বাটীতে থাকিয়াও বাবুর উপাসনা করিলেন কিন্তু বাবুর অক্ষমতা প্রযুক্ত ইহারদের উপকার করিলেন না জবাবও দেন না বরঞ্চ যাতায়াতের অল্পতা হইলে কহেন যে অহো মহাশয় আপনি কোথায় গিয়াছিলেন এক কর্ম্ম উপস্থিত হইয়াছিল। তোমার কএক দিন না আইসাতে সে কর্ম্ম অন্যের হইয়াছে। এই প্রকারে বাবু কাল ক্ষেপ করেন। ইতি বাবুর উপাখ্যান।

এই উপাখ্যান পুস্তকরূপে কোন অজ্ঞাত লোক পাঠাইয়াছিলেন অতএব ছাপান গেল।

সমাচার দর্পণ

১৪৯ সংখ্যা। শনিবার। ৩ মার্চ সন ১৮২১। ২১ ফাল্গুন সন ১২২৭॥

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বুদ্ধ্যাত্মানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে ॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা আট আনা প্রিমিয়ম। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা প্রিমিয়ম।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

৩	মার্চ	শনিবার	২১	ফাল্গুন
৪	ঐ	রবিবার	২২	ঐ
৫	ঐ	সোমবার	২৩	ঐ
৬	ঐ	মঙ্গলবার	২৪	ঐ
৭	ঐ	বুধবার	২৫	ঐ
৮	ঐ	বৃহস্পতিবার	২৬	ঐ
৯	ঐ	শুক্রবার	২৭	ঐ

ইস্তাহার।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতে যে ইনসুরেন্স কোম্পানী আগামি আগস্ত মাসে ভঙ্গ হইবেক ও তাহার হিসাব নিকাশ হইবেক যদি কাহারো এই আপীসে পাওনা থাকে তবে মেয়াদ মধ্যে হাজীর হইয়া আপন পাওনা বুঝিয়া লইবেক মেয়াদ গত হইলে কাহারো কথা গ্রাহ্য হইবে না।

ইস্তাহার।

কলিকাতা মোকামের শোভাবাজারের শ্রীমীরজা আকবরআলীর ঘরহইতে এইং কয় পর্যন্ত প্রমেশরী নোট প্রত্যেক দশ হাজার টাকার চোরে গিয়াছে।

৭৯১০	নম্বর	১০০০০
৭৯১৩	নম্বর	১০০০০

সন ১৮১১ ও সন ১৮১২ সালের ৩ জুন তারিখে দস্তখতী নোট মীরজা মজফ্ফরের নামে হইয়াছে এ সকল নোটের টাকা ত্রেজুরিতে বন্দ হইয়াছে এ কাগজ যে পাইয়া দাখিল করিবেক সে এক শত টাকা বখশীশ পাইবেক।

সমাচার দর্পণ।

রাজকর্ম্মনিয়োগ।

৭ ফিব্রুআরি।

শ্রীযুত ভুলাম রিচার্দ যং সাহেব রাজকর্ম্মবিষয়ক দপ্তরের সেক্রেটারির দ্বিতীয় পেস্কার হইয়াছেন।

শ্রীযুত মেজর দবলু আর গিলবর্ত সাহেব টিপুসুলতানের পুত্রেরদের তত্ত্বাবধারক করিবার কারণ মোক্তিয়ার হইয়াছেন।

শ্রীযুত আপাসাহেব।

মোকাম জয়রেশ্বর শহরে এমত জনরব হইয়াছে যে শ্রীশ্রীযুক্ত নাগপুরের রাজা আপাসাহেব শিখেরদের মতাবলম্বী হইতে চেষ্টা করিতেছেন।

বেগম সম্বন্ধ।

শুক্কুনীহইতে দিল্লীর সমাচার আসিয়াছে যে বেগম সমর শ্রীযুত নবাব নসীরদ্দৌলাকে বিবাহ করিবেন এমত স্থির করিয়াছেন। তাহাতে শ্রীশ্রীযুত দিল্লীর বাদশাহ আজ্ঞা করিয়াছেন যে এই উভয় জনের পুত্র জন্মিলে তাহাকে পাঁচ হাজার ঘোড়সওয়ারের উপরে আমীর করিব।

নূতন রাস্তা।

মোং কলিকাতার গঙ্গারধারে নূতন রাস্তা শাই এইক্ষণে শুনা যাইতেছে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুর সেই রাস্তা করিতে হুকুম দিয়াছেন। এই রাস্তা হইলে শহরের শোভা উত্তম হইবেক। কিন্তু সেখানকার যে ভাগ্যবান লোকেরদিগের জমী ও বাটী গঙ্গারধারে আছে তাহারদিগের অনেক অপচয় হইতে পারে এবং বাহিররাস্তা ও বড় রাস্তার মধ্যে যে রাস্তা আরম্ভ হইয়া বহুবাজার পর্য্যন্ত আসিয়াছিল সে রাস্তা এইক্ষণে মহকুপ হইয়াছে।

ডাকাইত ধরা।

মোং হয়দরাবাদহইতে ৮ ফিব্রুআরি তারিখের সমাচার আসিয়াছে যে মোং নাগপুর ও হয়দরাবাদের মধ্যবর্ত্তি রাস্তাতে অনেক গোঁড় লোকেরা একত্র হইয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত ডাকাইতি করিতেছিল

তাহারদের ভয়ে সেই পথে লোক গমনাগমন করিতে পারিত না ইহাতে শ্রীযুত লেপ্তেনান্ত রিসেন্ট সাহেব এক কোম্পানি সিপাহী সমেত ও শ্রীযুত লেপ্তেনন্ত নেবিল সাহেব কতক গোরা সিপাহী সমেত তাহারদের নাশার্থ সেখানে গিয়াছিলেন পরে পঁয়ত্রিশ ক্রোশ গমন করিয়া পাঁচ শত গোঁদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহারদিগকে নাশপ্রাপ্ত করিয়াছেন। শ্রীযুত লেপ্তেনন্ত সদর্লান্দ সাহেব কতক ঘোড়সওয়ার সাত করিয়া গিয়া অবশিষ্ট কতক গোঁদ লোকেরদের নাশ করিয়াছেন ইহাতে ভরোসা হয় যে নবাব নিজামালী গাঁয়ের অধিকার ডাকাইতের হাতহইতে উদ্ধার পাইল।

ঝড় বৃষ্টি।

মোং বোম্বেইহইতে সমাচার আসিয়াছে যে বোম্বের নিকটবর্ত্তি ইলিচপুর গ্রামে ২০ জানুআরি তারিখে অতিশয় ঝড় বৃষ্টি ও শিল হইয়াছে প্রথম ঝড় ধুলিতে অন্ধকার হইল পরে বৃষ্টি ও কবুতরের ডিম্বাকার শিলাবৃষ্টি অতিশয় হইল ইহাতে অনেকের অনেক অপচয় হইয়াছে ঘরের ছাত প্রায় শূন্য করিয়াছে ও যেখানেং তাম্বু ছিল তাহা উড়াইয়া লইয়াছে ও বৃহৎ বৃক্ষ অনেক পড়িয়াছে তাহার দ্বারা অনেক লোকের ক্ষতি হইয়াছে এবং বাজারে অনেক ঘর পড়িয়া বিস্তর দ্রব্য নষ্ট হইয়াছে তাহাতে লোকও বিস্তর খুন হইয়াছে তাহার দুই দিবস পরেও বৃষ্টি ছিল এবং এমন শিল পড়িয়াছিল যে স্থানেং এক হাত উচ্চ হইয়াছিল।

রজপুত শোয়াহা।

এক সাহেবের নিকটে এক রজপুত হরকরা ছিল। এক দিবস ঐ সাহেব ঘোড়ায় চড়িয়া অনেক কুকুর সঙ্গে লইয়া শীকারে যাইতেছিলেন তাহাতে ঐ হরকরা সময় না বুঝিয়া দৈবাৎ ঐ কুকুর তাড়িয়া দিয়াছিল। তাহাতে সাহেব ক্রুদ্ধ হইয়া আপন হস্তে তাহাকে এক বেত মারিলেন। হরকরা তদ্দণ্ডে আপন কোমরহইতে ছোরা খসাইয়া সাহেবকে কহিল যে তোমার নিমক অনেক খাইয়াছি এবং যে হস্তকে আপনি প্রতিপালন করিয়াছেন সে হস্ত আপনকার প্রতি কদাচও উঠিবেক না এবং আমারও এমত অসম্ভ্রম প্রাপ্ত হইয়া জীবন অপেক্ষায় মরণ ভাল। ইহা কহিয়া সে আপন উদরে ঐ ছোরা মারিয়া মরিল।

ডাকাইত।

গত শুক্রবার ৯ টার ঘণ্টা রাত্রিকালে মোকাম কলিকাতার চৌরঙ্গীর নাচঘর হইতে পোর্ত্তুগীশ দুই জন সাহেব আপন ঘরে আসিতেছিল শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেবের বাটীর দরওয়াজার পূর্ব্বদিকে অনকয়েক গোরা ডাকাইত কৃত্রিম মুখ মুখোস দিয়া সাহেবেরদের গাড়ীর নিকটে আসিয়া ঘেরাও করিল। সাহেবেরা জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কহিল যে আমরা পুলিসের লোক। পরে এক সাহেবকে ধরিয়া গাড়ীহইতে নামাইয়া হস্ত ধরিয়া ঘুরাইয়া ফেলাইয়া দিল অন্য সাহেবের প্রতি বন্দুক ছাড়িল তাহার মুখে গুলি লাগিয়া মুখ ভেদ হইল। পরে বন্দুকের আঘাত মারিল তাহাতে সাহেব নিঃশক্তি হইয়া পড়িল পরে সাহেবের জেবহইতে এক স্বর্ণ ঘড়ী লইয়া পলাইল। শ্রীশ্রীযুতের দরওয়াজাতে যে সিপাহী ছিল সে দেখিয়া [illegible] বস ঐ সিপাহীকে পুলিসে আনিয়া তদারক করিলে সে কহিল যে আমি শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেবের বাটীর চৌকীর পহরাতে ছিলাম আমি কি প্রকারে আপন স্থান ছাড়িয়া যাইতে পারি। এই কথাতে সে ব্যক্তি মুক্ত হইল। পরে পুলিসে নূতন হুকুম হইয়াছে যে নয় ঘণ্টা রাত্রির পরে কোন সাহেব পদব্রজে যাইতে পারিবেন না যদি আবশ্যক প্রয়োজন নিমিত্ত কাহারো যাইতে হয় তবে পুলিসে আপনার সরেওয়ার জানাইয়া হুকুম লইয়া যাইতে পারিবেন।

ইহার পর শুনা গেল যে এই ডাকাইতের জনরব কেবল মিথ্যা। সন্দেহ হয় যে যে ব্যক্ত জনরব করিল সেই এই কর্ম্ম করিয়াছে।

গোলাম বৃদ্ধি।

মোং কায়রুপে কোঁচ জাতি এক ব্যক্তি গৃহস্থ বাস করিত তাহার কিছু তাল্লুক ছিল সে ব্যক্তি অত্যল্প মূল্যেতে এক গোলাম ক্রয় করিয়া আপন বাটীতে রাখিয়াছিল। কিছু দিন পরে এক স্ত্রী ক্রয় করিয়া তাহার সহিত বিবাহ দিয়াছিল। পরে ইহারদের যত সন্তান উৎপন্ন হয় তাহারা ঐ গৃহস্থের স্বাধীন হয়। এইরূপে তাহার সন্তানেরদের বিবাহাদি দিয়া ক্রমে বংশবৃদ্ধি হইতে লাগিল।

এই ক্ষণে শুনা গেল যে ঐ গোলাম বংশ হাজার ঘর হইয়াছে এবং তাহারদিগকে সে এক গ্রাম বসতি করিবার কারণ দিয়াছে। তাহার বাটীতে এত কর্ম্ম নাই যে ঐ সকল গোলাম কর্ম্ম পায় তৎপ্রযুক্ত সে আপন কর্ম্মোপযুক্ত লোক রাখিয়া অবশিষ্ট সকলকে অন্য লোকের কর্ম্ম করিতে হুকুম দিয়াছে তাহাতে তাহারা অন্য লোকের কর্ম্ম করিয়া যাহা উপার্জ্জন করে

তাহার মধ্যে পুত্রিজন আপন মাহিনা হইতে ঐ মুন্সীকে মাসং এক টাকা করিয়া দেয় তাহাতে সে প্রতিমাস গোলাম হইতে হাজার টাকা পাইতেছে।

তঞ্জাবুর।

১৩ ফিব্রুআরি ৩ ফাল্গুন তারিখ শুক্রবারে তঞ্জাবুরের মহারাজ শ্রীশ্রীযুত সরফাজী বাহাদুর আপন দেশহইতে মোং কলিকাতা আসিয়াছেন। তিনি ঐ তারিখে মোং কলিকাতার নিকটে পঁহুছিলে চব্বিশপরগনার জজ শ্রীযুত বারবেল সাহেব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন এবং মোং খালিঘাটে ঐ রাজার কারণে যে স্থান শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব প্রস্তুত করিয়াছেন সেই স্থানে তাঁহাকে আনিলেন এবং কোম্পানির পারশি দপ্তরের অধ্যক্ষ শ্রীযুত প্রিনসেপ সাহেবের রেশেলা লোক সেই মোকামে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিল। শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব ঐ রাজার আরোহনের কারণ আপনার দুই ভাগুলিয়া নিযুক্ত রাখিয়াছেন। এবং শ্রীশ্রীযুতের সহিত ঐ রাজার সাক্ষাৎ করিবার কারণ দিন সোমবার স্থির হইলে ঐ প্রিনসেপ সাহেব চান্দপালের ঘাটে রাজার সহিত মিলিলেন। এবং ঐ রাজা যখন মৃত্তিকাতে পদার্পণ করিলেন তখন কিল্লাতে সতর তোপ হইল। পরে শ্রীশ্রীযুতের চারি ঘোড়ার গাড়ীতে রাজা ও ঐ প্রিনসেপ সাহেব আরোহণ করিয়া শ্রীশ্রীযুতের নিকটে যাইতে লাগিলেন ও অন্য গাড়ীতে তাঁহার পারিষদ লোকেরা আরোহণ করিল। অপর তাঁহারা বড় সাহেবের তুরুকসওয়ার রেতে বেষ্টিত হইয়া শ্রীশ্রীযুতের নিকটে গেলেন। সেখানে পঁহুছিলে শ্রীযুত কোম্পানির প্রধান সেক্রেটারি সাহেব ও অন্য দপ্তরের সেক্রেটারি সাহেব বড় সাহেবের সিঁড়ির ওপরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাজা যখন বড় সাহেবের ঘরের মধ্যে গেলেন তখন বড় সাহেব অগ্রগামী হইয়া রাজার সহিত কোলাকোলি করিলেন। অনন্তর রাজা ও তাঁহার সঙ্গী কেবল পাঁচ জন লোক চৌকীতে বসিলেন রাজা কাশী ও প্রয়াগ যাইবেন এবং শ্রীশ্রীযুতের সহিত সাক্ষাৎ করণার্থে কেবল এখানে আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীযুত ঐ রাজাকে মোং চানকে আসিতে অনুরোধ করিয়াছেন। রাজার সহিত দুই হাজার লোক আছে।

সিংহলদ্বীপের নিকট তঞ্জাবুর দেশ মোং মান্দ্রাজহইতে দক্ষিণ অনুমান দশ বারোদিনের পথ। রাজা স্বাধীন কিন্তু ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত যথেষ্ট প্রীতি রাখেন ইনি তলজাজী মহারাজের পোষ্য পুত্র।

ঝড় তুফান।

গত সোমবার সন্ধ্যার পর ঝড় তুফান হইয়াছিল তাহাতে কতক লোক পূর্ণ এক নৌকা কলিকাতাহইতে জোয়ারে আসিতেছিল মোং মহেশের নীচে গঙ্গাতে ঐ নৌকা ডুবিল। পরদিনে এক বালক সুদ্ধ এক স্ত্রীকে মরা ঐ নৌকার মধ্যে পাওয়া গেল আর তিন চারি জনের সন্ধান পাওয়া যায় নাই তদ্ব্যতিরিক্ত আরং লোক রক্ষা পাইয়াছে। এবং এক জন ভাগ্যবান লোকের স্ত্রী নৌকাতে পিত্রালয়হইতে আপন বাটীতে যাইতেছিল সঙ্গে দুই জন বরকন্দাজ ছিল ঐ তুফানে যে কায় কোনগরের নিকট নৌকাডুবি হওয়াতে ঐ স্ত্রী মরিয়াছে তৎপরদিন তাহার স্বামী আসিয়া তাহাকে মরা পাইল কিন্তু দুই বরকন্দাজের অস্ত্র শস্ত্র আছে তাহারদের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। এবং চানকের পূর্ব্ব এক ক্রোশ গণেশপুরের ঘাটে এক ব্যক্তি মুসলমান চানকহইতে যাইতেছিল এই সময়ে বজ্রাঘাত হইয়া তাহার মস্তক উড়াইয়া লইয়া গেল নির্ম্মস্তক শরীরমাত্র পাওয়া গেল।

বারোএয়ারি পূজা।

৬ ফাল্গুন ১৬ ফিব্রুআরি শুক্রবার মোং কালনার গঞ্জে বারোএয়ারি পূজা হইয়াছে তাহাতে ঐ গঞ্জের তাবৎ লোক একবাক্য হইয়া অতি সমৃদ্ধিরূপে নানা প্রকার ব্যয় করিয়াছে এই প্রকার সমারোহপূর্ব্বক পূজা প্রায় হয় নাই। গান ও বাদ্য ও রোশনাই ইত্যাদির বিবরণ কত লিখা যাইবেক অতিসুন্দররূপ হইয়াছিল প্রতিমা এবং অত্যাশ্চর্য্য পাঁচ মূর্ত্তি এমত নির্ম্মাণ করিয়াছিল যে তাহা দেখিলে কৃত্রিম জ্ঞান হয় না।

বাণিজ্য।

তুলা। এই সপ্তাহে মোং কলিকাতাতে প্রায় তুলা কিছু বিক্রয় হয় নাই। গত সপ্তাহে মোং মীরজাপুরে ছয় হাজার পাঁচ শত ছেয়াত্তর গাঁট বাজারে আমদানী হইয়াছিল। পূর্ব্ব বৎসরহইতে গত বৎসরে যাট হাজার গাঁট্‌রি তুলা বেশী আমদানী হইয়াছিল।

কোম্পানীর আফীম।

গত বুধবারে এক শেঠঘরে ১৮২০ সালের বেহারের আফীমের অতর শত

সমাচার দর্পণ।

সাত সিন্দুক এবং কাশীর চারি শত সিন্দুক বিক্রয় হইয়াছে মো° পাটনার আফীম ফি সিন্দুক গড়ে দুই হাজার পাঁচ শত সাতচল্লিশ টাকাতে বিক্রয় হইয়াছে এবং কাশীর আফীম দুই হাজার চারি শত তিরানব্বই টাকাতে ফিসিন্দুক। সর্ব্ব সুদ্ধ তিপ্পান্ন লক্ষ আশী হাজার টাকার আফীম এক দিনে বিক্রয় হইল।

—

শ্রীশ্রীযুত মানসিংহরাও পাণ্ডরের।

শ্রীযুত ডাক্তর টৈডলর সাহেব রাজা বিক্রমাদিত্য ও রাজা শালিবাহনের বিষয় এক পুস্তক করিয়াছেন তাহাতে শ্রীযুত মানসিংহরাও পাণ্ডর উজ্জয়নীর অধীশ্বর এমত তুষ্ট হইয়াছেন যে আপন পণ্ডিত সমাজের মধ্যে ঐ সাহেবকে এক উপাধি দিতে হুকুম করিয়াছেন তাহাতে পণ্ডিতেরা তাহাকে মায়াপতি উপাধি দিয়াছেন।

হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত আছে যে প্রয়াগ অবধি বিক্রমাদিত্যের উজ্জয়নীপর্য্যন্ত মৃত্তিকার মধ্যে পথ আছে যে ব্যক্তি ঐ পথ দিয়া উজ্জয়নীতে উঠিতে পারে তাহার পঞ্চাশ অশ্বমেধযজ্ঞের ফল ও এক ব্রহ্মাণ্ড ও তিন কামধেনু দানের ফল হয়।

—

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী।

ইংলণ্ডের মহারাণী এক দিন আপন নগরহইতে নৌকারোহণ করিয়া উলবিচ নগরে যাইতেছিলেন সেখানে মহারাজের নৌকা ও জাহাজ ইত্যাদির কারখানা আছে তাহারদিগকে মহারাজ আজ্ঞা করিয়াছিলেন যদি মহারাণী আইসেন তথাপি তোমরা কর্ম্ম ছাড়িবা না ও তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিবা না পরে যখন মহারাণী সে স্থানে পঁহুছিলেন তখন তাবৎ লোকেরা তাঁহার আগমন বার্ত্তা শুনিয়া কর্ম্ম ছাড়িয়া অগ্রগামী হইয়া সেলাম প্রভৃতি করিল।

—

বহুপত্যা।

লণ্ডন নগরের হসপাতালে এক জন স্ত্রী প্রসব হইল তাহাতে এক কালে তাহার তিন পুত্র জন্মিল।

—

ইচ্ছা ফাঁসী।

ইংলণ্ডে স্ত্রী লোকেরা বিবি লোকের মস্তকের টুপী নির্ম্মাণ করিয়া বিক্রয় করে তাহাতে এক স্থানে কএক স্ত্রী টুপী প্রস্তুত করিতেছিল। তাহার মধ্যে এক স্ত্রী কহিল যে লোক ফাঁসীতে কিরূপে মরে আমি দেখিব। তাহাতে অন্য স্ত্রী লোকেরা এক দড়ি আনিয়া নিকটস্থ বৃক্ষের ডালে বান্ধিয়া ফাঁস করিয়া ঐ স্ত্রীকে দুই জনে স্কন্ধে করিয়া উঠাইয়া ফাঁস গলায় দিয়া ছাড়িয়া তাহারা আপন২ কর্ম্মে গেল। কিঞ্চিৎ পরে আসিয়া দেখিল যে তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়াছে তখন তাহারা অতিশীঘ্র দড়ি কাটিয়া দিয়া অনেক শুশ্রূষাতে তাহাকে বাঁচাইল।

বাজার ভাও।

জিনিস	মোন	অবধি	পর্য্যন্ত
সুপারি	১	৩৷৵	৩৷৵
তেরেণ্ডা তৈল	১	১৯	২০
গাছ মরিচ	১	২৷৷	৩
নারিকেল তৈল	১	১৩	১৩৷৷
তুলা কাছোড়া	১	০	০
আদা রঙ্গপুর	১	২৷০	২৷৷০
পাটনাই আদা	১	২	২৵
চালু পাটনাই	১	২৷৷৵	২৷৷৶
পাছড়ি উত্তম	১	২৷৷	২৷৷৵
পাছড়ি মধ্যম	১	২৶	২৷০
মুগী উত্তম	১	১৷৷৶	২
মুগী মধ্যম	১	১৷৵	
বালাম	১	১৷৷০	১৷৷৶
দুম্বা গোম	১	১৷৷৵	১৷৷৵
পাটনাই বুট	১	১৷৵	১৷৵
অড়হর ডালি	১	১৷৷	১৷৷
উত্তমগায়া ঘৃত	১	২১	২১৷৷
মধ্যম ঘৃত	১	১৬	১৬
ভৈসা ঘৃত	১	১৭৷৷	১৮৷৷
মধ্যম ভৈসা	১	১৬৷৷	১৭
মোমবাতী	১	৫৮	৬০
মিছরি উত্তম	১	১৬	০
মিছরি মধ্যম	১	১৩	১৪
সোরা উত্তম	১	৫৷৷০	৫৷
মধ্যম	১	৫৷০	৫৷
চিনী কাশীর	১	৯	৯৷
মধ্যম	১	৮	৮৷০
খার চিনী	১	৩৷০	৪
তেতুল	১	৷৶	৷৷
তামাকু	১	৩	৫৷
চন্দন	১	১৪	১৬৷৷

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে এক টাকা যিনি গ্রাহক হইয়াছেন যদি তাঁহার নিকটে কাগজ পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাকে সমাচার দিবামাত্র তাহার নিকট পাঠান যাই।

সমাচার দর্পণ

১৪৭ সংখ্যা। শনিবার। ১০ মার্চ সন ১৮২১। ২৮ ফাল্গুন সন ১২২৭॥

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যাদির কার্য্যবিচক্ষণাঃ বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে ॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা আট আনা দিতে হয়। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা পাইতে হয়।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

১০	মার্চ	শনিবার	২৮	ফাল্গুন
১১	ঐ	রবিবার	২৯	ঐ
১২	ঐ	সোমবার	৩০	ঐ
১৩	ঐ	মঙ্গলবার	১	চৈত্র
১৪	ঐ	বুধবার	২	ঐ
১৫	ঐ	বৃহস্পতিবার	৩	ঐ
১৬	ঐ	শুক্রবার	৪	ঐ

সমাচার দর্পণ।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

২৭ ফিব্রুআরি।

শ্রীযুত জেটি মেকেঞ্জীর সাহেব সদর দেওয়ানি ও নেজামত আদালতের এক জজ হইয়াছেন।

শ্রীযুত হেন্রি মেকেঞ্জির সাহেব মোং কলিকাতা ও ঢাকা ও মরশেদাবাদ ও পাটনার পুলিসের অধ্যক্ষ এবং শহর কলিকাতার প্রধান জজ হইয়াছেন।

শ্রীযুত এচ জি খ্রীষ্টান সাহেব এলাহাবাদের নূতন বোর্ডের প্রধান অধ্যক্ষ হইয়াছেন।

শ্রীযুত দবলু দবলু বর্ড সাহেব ঐ বোর্ডের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ হইয়াছেন।

শ্রীযুত দবলু আর জেন্নিংস সাহেব মোং ত্রিহুতের কালেক্টর হইয়াছেন।

১ মার্চ।

শ্রীযুত কলিন মেকেঞ্জীর সাহেব শহর কলিকাতার ডাকঘরের প্রধান অধ্যক্ষ হইয়াছেন।

কোম্পানির কর্ম্মকারিরদের সংখ্যা।

লাগাদ ১৮২০ সালের ৩০ দিসেম্বর পর্য্যন্ত এ হিসাব জানা গিয়াছে যে এই দেশে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের কর্ম্মে ৪৭৮ চারি শত আটহত্তরি জন ইঙ্গরেজ নিযুক্ত আছেন ইহার মধ্যে কেহ২ পীড়িত হইয়া বায়ু সেবনার্থে বিদেশ গমন করিয়াছেন এবং গত বৎসরের মধ্যে ১৫ পোনের জন সাহেব কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন এবং ১৫ পোনের জন পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এবং শ্রীশ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুর ও শ্রীশ্রীযুত বাদশাহের পলটনের মধ্যে ২৪৭৮ চব্বিশ শত আটহত্তরি জন ইঙ্গরেজ নিযুক্ত আছেন তাহার মধ্যে গত বৎসরে ৩২০ তিন শত বিশ জন বায়ু সেবনার্থে ইংলণ্ডে গিয়াছেন এবং কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ১৫ পোনের জন সাহেব ইংলণ্ডে গিয়াছেন এবং গত বৎসরের মধ্যে ৬৯ উনসত্তরি জন সাহেব পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

পলটন থাকিবার প্রধান স্থান এই২ কলিকাতার গড় ও দমদমা ও চানক ও কটক ও জগন্নাথ দেবের পুরী ও মেদিনীপুর ও ঢাকা ও চাটগ্রাম ও বহরমপুর ও ও দানাপুর ও মালাই ও মুঙ্গের গড় ও কৃষ্ণগঞ্জ ও তেঁতুলিয়া ও [illegible] পুর ও [illegible] ও গোরক্ষপুর ও চুনারগড় ও গাজীপুর ও কানপুর ও ফতেগড় ও কিমাওন জেলা ও লক্ষ্ণৌ ও প্রতাপগড় ও এলাহাবাদ ও বন্দেলখণ্ড ও বরেলী ও মিরট ও সাহরণপুর ও মথুরা ও আগরা ও আলীগড় ও দিল্লী ও করনাল লুধিয়ানা ও হানসী ও সাগর ও জবলপুর জেলা ও নসীরাবাদ ও হুসিংহাবাদ ও আশীরগড় ও মউ ও নিমচ ও বক্সর।

শ্রীশ্রীযুত বাদশাহের তরফ সুপ্রীমকোর্টে তিন জজ সাহেব ও কৌন্সিলে আট জন সাহেব ও উকীল ৩০ জন নিযুক্ত আছে।

কোম্পানী বাহাদুরের প্রধান ধর্ম্মাধিক্ষ্য শ্রীযুত লার্ড বিসপ সাহেব আছেন এবং ইহা ভিন্ন ১৯ জন উপদেশক আছেন।

ইন্দোর।

মালবা দেশে জনরব এমত করে যে সেখানে অনেক ডাইন আছে এবং এ

মত কোন স্ত্রী নাই যে সত্তরি বৎসর বয়স্কা হইলে তাহাকে ডাইন সন্দেহ না করা যায়। সেখানে তাহারা ডাইনের পরীক্ষা এইমত করে যে স্ত্রীর প্রতি ডাইন সন্দেহ হয় তাহাকে এক জালার মধ্যে ভরিয়া জলে নিক্ষেপ করে তাহাতে সে স্ত্রী যদি জলে ডুবে তবে সে নির্দ্দোষা নিশ্চয় হয় যদি সে না ডুবিয়া ভাসে তবে তাহাকে সত্য ডাইন জ্ঞান করিয়া মারিয়া ফেলে। ইহাতে কোটাবুন্দির রাজা শ্রীযুত মহারাজ আলম সিংহ বাহাদুর মহারাষ্ট্র দেশের মধ্যে অতিবিদ্যক তিনিও এই বিষয়ে ভ্রান্ত হইয়াছেন যেহেতুক তাঁহার স্ত্রী মরিলে পরে তাহার জ্ঞান হইল যে আমার স্ত্রীকে ডাইনে মারিয়া ফেলিয়াছে এই মিথ্যা জ্ঞানে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তিন চারি শত বৃদ্ধ স্ত্রী লোককে ডাইন [illegible]। পরে সেখানে যেসকল ইংগ্লণ্ডীয় সাহেবেরা আছেন তাহারা অনেক চেষ্টাতে এই অজ্ঞান তাহারদের মনহইতে কতক দূর করিয়াছেন ইহাতে সে কুব্যবহার কিছু ন্যূন হইয়াছে।

জাহাজ।

মোং মান্দরাজহইতে সমাচার আসিয়াছে তাহাতে জানা গেল যে ময়ুরা নামে জাহাজ কলিকাতাহইতে ইংগ্লণ্ডে যাইতেছিল তাহাতে ২৭ জানুআরি তারিখে সিংহলদ্বীপের দক্ষিণে এক ক্ষুদ্র চড়ায় লাগিয়া পুনর্ব্বার অধিক জলে আইল কিন্তু তাহাতে এমত ধক্কা লাগিয়াছিল যে ইহাতে জাহাজের হালি ভাঙ্গিয়া ভগ্ন হইল ও তৎক্ষণে সেই স্থানে লঙ্গর করিল সে সময়ে বাতাস কম ছিল ও সমুদয় পালি তোলা ছিল না মতে চড়ায় লাগিয়া রক্ষা পাইল পরে নূতন হালি প্রস্তুত করিয়া ৩১ জানুআরিতে পালি উঠাইল কিন্তু নূতন হালি লাগিল না তৎপ্রযুক্ত দ্বিতীয়বার চড়ায় লাগিল। কিন্তু কিঞ্চিৎ অনুকূল বায়ু ছিল ইহাতে জাহাজ পুনর্ব্বার অধিক জলে আসিয়া রক্ষা পাইল তৎক্ষণাৎ হালি পুনর্ব্বার উপযুক্ত মত করিয়া ৪ ফিব্রুআরি তারিখে পুনর্ব্বার পালি উঠাইয়া চলিল সেই দিবস বেলা চারি ঘণ্টার সময়ে এক জাহাজের সহিত দেখা হইল সে জাহাজ চীন দেশহইতে বোম্বে যাইতেছিল সেই জাহাজ দেখিয়া ময়ুরা জাহাজের লোকেরা দুঃখ চিহ্ন তোপ করিল তাহারাও তা নিয়া তোপদ্বারা তাহার প্রত্যুত্তর করিল। পরে সাক্ষাৎ হইয়া তাহারদের উপকারের কারণ সেই [illegible] চীনীয় জাহাজ বোম্বে গেল ময়ুরা জাহাজ সিংহলদ্বীপে গেল সেখানহইতে বোম্বে পঁহুছিয়া জাহাজ সারিয়া লইয়া ইংগ্লণ্ডে যাইবেক।

শ্রীশ্রীযুত মহারাজ সরফোজী বাহাদুর।

তঞ্জাবুর দেশাধিপতি শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মোং কলিকাতার মধ্যে যত২ কারখানা তাহা প্রায় সকলি দেখিয়াছেন বিশেষ মোং খিদিরপুরে কীদ সাহেবের জাহাজ প্রস্তুত করিবার কারখানাতে গিয়াছিলেন ও সেখানে তাবৎ বিষয় দেখিলেন ও আপনার রাজধানী শহর তঞ্জাবুরে জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানা করিবার কারণ তৎকর্ম্মকারি এক সাহেবকে চাকর রাখিলেন ও জাহাজের তাবৎ সরঞ্জাম খরিদ করিতে আজ্ঞা করিলেন।

পরে মোং জানবাজারে বিদ্যার্থপাঠশালাতে গিয়া সেখানকার বালকেরদের ইস্তাহান লইলেন তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া সেই পাঠশালাতে খয়ার্থে বার শত টাকা দিলেন।

পরে ৬ মার্চ ২৪ ফাল্গুন মঙ্গলবার ঐ মহারাজ মোকাম শালিখাহইতে প্রস্থান করিয়া সায়ংকালে মোং মাহেশে পঁহুছিয়াছিলেন ৭ রোজ বুধবার প্রাতঃকালে সেখানহইতে মোকাম বৈদ্যবাটীর নিকট চাপদানির মাঠে ছাওনি করিয়া বৈকালে শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেবের অনুরোধে মোং চানকে গিয়া সেখানে শ্রীশ্রীযুতের সহিত অনেক আমোদপূর্ব্বক ভোজন ভুয়পাদি করিয়া সে দিবস থাকিলেন পরদিন ৮ রোজ বৃহস্পতিবার বেলা এগার ঘণ্টার সময়ে মোং শ্রীরামপুরের শ্রীযুত কেরি সাহেবের বাটীতে আসিবার কারণ চানকহইতে নৌকারোহণ করিলেন মহারাজের নৌকা মধ্যেগঙ্গায় থাকিতে২ শ্রীযুত সাহেবেরা আপনারদের আমলামত ও শ্রীরামপুরস্থ অন্য২ সাহেবেরদের সহিত গঙ্গার তীরে গেলেন ও মহারাজ তীরে আগতমাত্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও পরস্পর শিষ্ট সম্ভাষা যথোপযুক্ত হইল। পরে মহারাজ ছাপাখানা ও হরফখানা ও লাইবরি অর্থাৎ পুস্তকালয় ও কালেজ ও স্কুল ও কাগজের কল তাবৎ দুই ঘণ্টাপর্য্যন্ত দেখিয়া পুনর্ব্বার নৌকারোহণ করিয়া মোং চানকে গেলেন।

মহারাজের বয়ঃক্রম অনুমান পঞ্চাশ বৎসর। মহারাজ আপন পুত্র মহারাজ শ্রীশ্রীযুত শিবজী বাহাদুরকে সিংহাসনোপবিষ্ট করিয়া আপনি তীর্থদর্শনার্থ যাত্রা

করিয়াছেন। মহারাজ সংস্কৃত ও পারসি ও ইংরাজী বিদ্যাতে তুল্যবিদ্য এবং মহারাষ্ট্রীয়াদি চারি ভাষা কহিতে পারেন এবং গান বিদ্যাতে নিপুণ ও তিনি নিজে মহারাষ্ট্র দেশীয়। শ্রীযুত বড় সাহেব মহারাজের সহিত তৈনাতী অনেক সিপাহী ও দুই জন সাহেব লোক দিয়াছেন। মহারাজের সহিত তাহার নিজের দুই হাজার লোক আসিয়াছে এবং শতাবধি ঘোড়সওয়ার ও দশ পোনরটা উট ও হাতী ও বলদ ও দুগ্ধবতী গো ইত্যাদি ও বিশ পচিশখান সোয়ারি ও স্ত্রী লোক পরম্পরা অনেক ও গুণযুক্তমত রেশালা লোক তাঁহার সাত যাইতেছে। অনেকং সৈন্য সঙ্গে আসিয়াছিল তাহারদিগকে মোং কটক হইতে বিদায় করিয়াছেন এখন কেবল তীর্থ যাত্রিক বেশে যাইতেছেন। যে রূপ বিলম্ব পথে হইতেছে তাহাতে অনুমান হয় যে দুই তিন মাসের কমে কাশীক্ষেত্রে পহুছিতে পারিবেন না।

——

দণ্ড।

শুনা গিয়াছে যে মোং বহরমপুরে এক জন পল্টনীয় গোরা আপন স্ত্রীর সহিত এক শয্যাতে অন্য এক গোরাকে দেখিয়া তাহাকে খুন করিয়াছিল। গত শুক্রবারে তাহার আদালত হইয়া এক টাকা দণ্ড হইয়াছে।

——

বাণিজ্য।

তুলা। গত সপ্তাহে তুলার কিছু ক্রয় বিক্রয় প্রায় হয় নাই। মোকাম মীরজাপুরে ষোল হাজার দুই শত পঁয়তাল্লিশ গাঁটি আমদানী হইয়াছে সেইখানে ফি মোনে দুই টাকা অবধি আড়াই টাকা পর্য্যন্ত দাম কম হইয়াছে। কিন্তু মোকাম কলিকাতাতে সত্তর টাকা মোন বিক্রয় হইতে পারে মোকাম মুরশেদাবাদে ফি মোনে চারি টাকা মূল্য কম হইয়াছে। গত ছয় বৎসরের মধ্যে এ দেশ হইতে এইং প্রকারে তুলার রপ্তানি হইয়াছে। ১৮১৫ সালে ৮৩২৭১ গাঁটি রপ্তানি হয় ১৮১৬ সনে ১২৮০৩০ গাঁটি। ও ১৮১৭ সনে ২৯০৩১৮ গাঁটি। ১৮১৮ সনে ৩২৬৮৩৬ গাঁটি। ১৮১৯ সালে ৮৫৩৯১ গাঁটি। ১৮২০ সালে ৫৮৫২৮ গাঁটি।

——

মীনা।

মীনা নামে পাহাড়ীয় এক জাতি তাহারদের বিষয়ে মোং নসীরাবাদ হইতে এই সমাচার আসিয়াছে যে ১২ ফিব্রুয়ারি তারিখে মীনারদের দমনার্থ যে সকল সৈন্য গিয়াছিল তাহারা কৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। মৌবীপুর ও কদিপুর এই দুই দেশের মধ্যবর্ত্তি পর্ব্বতে তাহারা বসতি করে। তাহারা কথক দিন হইল ইংগ্লণ্ডীয় পুলিশের লোকেরদের উপরে দৌরাত্ম্য করিয়াছিল তাহাতে তাহারদের দমনার্থ ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য গিয়াছিল। ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য নয় ঘণ্টার মধ্যে তাহারদের বসতি স্থানে প্রবিষ্ট হইয়া সেখানে তাহারদের সকল সরদার প্রভৃতির দেখা পাইল ও আক্রমণ করিল তাহাতে তাহারদের প্রায় সকলের নাশ হইয়া অল্প লোক জীবৎ আছে। তাহারদের মধ্যে এক জন বাদশাহ নামে খ্যাত ছিল সেও খুন হইয়াছে এই প্রধান ব্যক্তি যখন মরিল তখ নসকল মীনারা ইংগ্লণ্ডীয়েরদের শরণাপন্ন হইল ও অভয় চাহিল। তাহাতে তাহারা যেং লুট করিয়া লইয়াছিল তাহারা যাবৎ তাহা না দিল তাবৎ ইংগ্লণ্ডীয়েরা তাহারদিগকে অভয় দিলেন না। মীনারা অর্দ্ধেক মুসলমানের ও অর্দ্ধেক হিন্দুর আচার করে এবং তাহারদের মধ্যে কোন পূজাদি ব্যবহার দেখা গেল না। তাহারা পূর্ব্বে অনেক গ্রামে ভয় প্রদর্শন করাইত কিন্তু তাহারা এখন যে রূপ শাস্তি পাইয়াছে তাহাতে অনুমান হয় যে তাহারদের দুষ্ট স্বভাব দূর হইতে পারে।

——

লাটরি।

২ জুলাই তারিখে যে লাটরি হইবেক তাহার পাণ্ডুলেখ্য এখন প্রকাশ হইয়াছে তাহার মধ্যে প্রধান প্রৈজ দশ হাজার স্বর্ণ মোহর। দ্বিতীয় প্রৈজ ছয় হাজার মোহর। তৃতীয় তিন হাজার মোহর চতুর্থ দুই হাজার মোহর। আর তিনটা প্রত্যেক একং হাজার মোহর। আর পাঁচটা প্রত্যেকে পাঁচ শত মোহর। আর বারো একং শত মোহর। আর সত্তর শত বারো তাহার একং টা দেড় শত টাকা করিয়া। সর্ব্বসুদ্ধা সাত লক্ষ টাকার প্রৈজ এই লাটরি ১৫ মার্চ তারিখে দুই প্রহর বেলার সময়ে একস্চেঞ্জঘরে নিলাম হইবে এবং সেই সময়ে যে ব্যক্তি সাত লক্ষ টাকার ঊর্দ্ধ ডাকিবেক সেই পাইবেক।

——

রুষিয়ার লোক সংখ্যা।

রুষিয়া দেশের সমাচার আসিয়াছে তাহাতে জানা গেল যে সে দেশে শেষ গণনাতে ১৩৫১৬৭০৭ পাঁচ কোটি তেরলক্ষ

সমাচার দর্পণ।

ষোল হাজার সাত শত সাত লোক সংখ্যা হইয়াছে ও তাঁহার অন্তঃপাতি পোলও দেশে ২৭৩২৩১৪ সাতাইশ লক্ষ বত্রিশ হাজার তিন শত চব্বিশ লোকসংখ্যা হইয়াছে।

ফ্রান্সদেশ।

ফ্রান্সদেশের বাদশাহের ভ্রাতৃ পুত্র মরণ হইয়াছেন ইহা দুই দফা ছাপান গিয়াছে এইক্ষণে সেখানহইতে সমাচার আসিয়াছে তাহাতে জানা গেল যে তাঁহার স্ত্রীর গর্ভ ছিল ইহাতে সে দেশীয় লোকেরা ঈশ্বরের নিকটে তাহার পুত্র সন্তান হওনের কারণ অনেক প্রার্থনা করিতেছিল যেহেতুক সে দেশে স্ত্রী লোক সিংহাসনে কখনও বসে নাই অতএব পরমেশ্বরের ইচ্ছাতে গত ৩০ সেপ্তম্বর তারিখে সেই গর্ভে পুত্র সন্তান হইয়াছে ইহাতে সেখানকার লোকেরদের আনন্দের সীমা নাই তাঁহার নাম শ্রীশ্রীযুত হেন্রি চার্ল্স ফর্দিনাণ্ড দিওদাতস। দিওদাতস অর্থাৎ ঈশ্বরদত্ত।

হিতোপদেশ।

এক কালে শরীরের প্রত্যেক অবয়ব অর্থাৎ চক্ষু ও হস্ত ও চরণ প্রভৃতিরা ওদরের প্রতিকূল মন্ত্রণা করিল এবং পরস্পর কহিল যে দেখ আমরা সকলে দিবারাত্রি পরিশ্রম করি ও নানা দেশ ভ্রমণ ও নানা সঙ্কটারোহণপূর্ব্বক উপার্জন করি ওদর কোন কর্ম্ম করেন না কেবল আমারদের উপার্জন ফল ভোগ করিয়া সুখে কালক্ষেপ করেন ও নিশ্চিন্ততা রূপে সুখভোগ করাতে প্রতিদিন স্ফীত হন। অতএব ঐ আত্মম্ভরি স্বার্থমাত্রপর ওদরের উপকারং আমরা আর করিব না। চরণ কহিলেন যে আমি ওদরকে বহিব না ও তাহার কারণ পর্য্যটন করিব না। হস্ত কহিলেন যে আমি তাহার ভোজন সাহায্য করিব না। দন্ত কহিলেন যে আমি তাহার কারণ ভক্ষ্য দ্রব্য চর্ব্বন করিব না। এইরূপে সকল অবয়ব ওদরের উপকার করণহইতে নিবৃত্ত হইলেন। ইহাতে ওদর ক্ষুব্ধ হইয়া বিবেচনা করিলেন যে যদি আমার চির অনুগত অবয়বেরো আমার প্রতি ঈর্ষা করিয়া স্বং কর্ম্মে বিরত হইল তবে আমার থাকাতে কি প্রয়োজন এবং তাহারাও দেখুক যে কাহার বলে তাঁহারদের এত বিক্রম। ইহা বিবেচনা করিয়া ওদর চলিতে লাগিলেন। তাহাতে কেহং কহিতে লাগিল যে পেট চলে এবং অন্য কেহ কহিল যে ওদর ভঙ্গ হইতেছে।

কতক্ষণ পরে চক্ষু দর্শনশক্তিরহিত ও হস্ত নিস্পন্দ ও চরণ গতিশক্তি হীন হইলেন এইরূপে সকল অবয়ব প্রায় বিনা শোণিতশূন্য হইয়া জানিলেন যে যাহার যত শক্তি সে সকলের মূল ওদর। এবং বিবেচনা করিলেন যে ওদরের সহিত অপ্রীতি করিয়া আমারদের থাকা দুষ্কর। ইহা কহিয়া ওদরকে বিনয় স্তব করিয়া প্রসন্ন করিলেন তাহাতে আপনারা সবল হইলেন।

এই হিতোপদেশের তাৎপর্য্য সকলি বুঝিতে পারেন।

বাজার ভাও।

জিনিস	মোন	অবধি	পর্য্যন্ত
সুপারি	১	৩৸	৩৸৶
ভেরেণ্ডা তৈল	১	১১	[illegible]
গাছ মরিচ	১	৩	[illegible]
নারিকেল তৈল	১	১৩	১১
তুলা কাছোকা	১	[illegible]	[illegible]
আদা রঙ্গপুর	১	২।০	[illegible]
পাটনাই আদা	১	২	[illegible]
চালু পাটনাই	১	২৷৷/	২৷৷৵
পাছড়ি উত্তম	১	২৷৷	২৷৷/
পাছড়ি মধ্যম	১	২৶	[illegible]
মুগী উত্তম	১	১৸৶	[illegible]
মুগী মধ্যম	১	১৸৴	
বদাম	১	১৷৷৴	[illegible]
দুধা গোম	১	১৷৷/	[illegible]
পাটনাই বুট	১	১৶	[illegible]
অড়হর ডাল	১	১৷৷	[illegible]
উত্তমগাওয়া ঘৃত	১	২১	[illegible]
মধ্যম ঘৃত	১	১৬	[illegible]
ভৈসা ঘৃত	১	১৭৸	[illegible]
মধ্যম ভৈসা	১	১৬৷৷	[illegible]
মোমবাতী	১	৫১	[illegible]
মিছরি উত্তম	১	১৬	[illegible]
মিছরি মধ্যম	১	১৩	[illegible]
সোরা উত্তম	১	৫৸০	[illegible]
মধ্যম	১	৫।০	[illegible]
চিনী কাশীর	১	৯	[illegible]
মধ্যম	১	৮	৮৷৷০
খার চিনী	১	৩।০	৪
তেতুল	১	৷৷৶	[illegible]
তামাকু	১	৩	[illegible]
চন্দন	১	১৪	১৫৷৷০

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে এক টাকা যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকটে কাগজ পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাঁহার নিকটে পাঠান যাই

সমাচার দর্পণ

১৪৮ সংখ্যা। শনিবার। ১৭ মার্চ সন ১৮২১। ৫ চৈত্র সন ১২২৭।।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যা[illegible]ক্ষণং বৃত্তান্তানিহ জানন্ত সমাচারস্য দর্পণে ॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা ছয় টাকা আট আনা প্রিমিয়ম। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা ছয় টাকা প্রিমিয়ম।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

১৭	মার্চ	শনিবার	৫	চৈত্র
১৮	ঐ	রবিবার	৬	ঐ
১৯	ঐ	সোমবার	৭	ঐ
২০	ঐ	মঙ্গলবার	৮	ঐ
২১	ঐ	বুধবার	৯	ঐ
২২	ঐ	বৃহস্পতিবার	১০	ঐ
২৩	ঐ	শুক্রবার	১১	ঐ

নোট হারান।

মোকাম কলিকাতার শ্রীনবকৃষ্ণ দত্তের ১৮৩২৩ নম্বরের ১০০ এক শত টাকার এক বাঙ্গালবাঙ্ক নোট হারাইয়াছে তাহার টাকা দিতে বাঙ্ক বন্দ হইয়াছে যদি সে নোট কেহ পায় তবে গবর্নমেণ্ট গেজেট আপিসে দাখিল করিবেক।

নোট হারান।

মোং কলিকাতার শ্রীযুত পামরকোম্পানীর বাটীহইতে ৫ মার্চ তারিখে ২ দুই হাজার টাকার পাঁচখান নোট রওয়ানা হইয়া কুলবাড়িয়া মোং যাইতেছিল সেই নোট পথের মধ্যে হারাইয়াছে। সে কারণ তাহার টাকা বাঙ্কে বন্দ হইয়াছে। তাহার নম্বর নীচের তপশীলে জ্ঞাত হইবা।

নম্বর	টাকা
১০২০২	১০০০
৮৫৮৩	২৫০
৭১৩২	২৫০
১০৭১৪	২৫০
১০১৮০	২৫০
মবলগে দুই হাজার টাকা	২০০০

সমাচার দর্পণ।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

১ মার্চ ১৮২১ সাল।

শ্রীযুত দবলিও ব্রোডি সাহেব ষ্ট্যাম্প আপিসের অধ্যক্ষ হইয়াছেন।

মেক্লিণ্টক কোম্পানী।

শ্রীযুত মেক্লিণ্টক কোম্পানী সকলকে জানাইতেছেন যে শ্রীযুত ওলিয়ম মর্টন সাহেব ও শ্রীযুত হেনরি হামিলটন বেল সাহেব ঐ কোম্পানীর অংশী নিযুক্ত হইয়াছেন তৎপ্রযুক্ত মেক্লিণ্টক মর্টন কোম্পানীর নামে সে আপিসের খ্যাতি হইবেক।

কলবিন কোম্পানী।

শ্রীযুত দেবিদ কলবিন সাহেব ও শ্রীযুত রিচার্দ কাম্বেল বাজেট সাহেব কলিকাতার আপন কোম্পানীর বাটী ছাড়িয়া লণ্ডন নগরে ঐ কোম্পানীর বাটীতে গিয়া থাকিবেন। শ্রীযুত জেমিস কল্‌বিন ও শ্রীযুত আলেক্সান্দ্র কল্‌বিন ও শ্রীযুত ওলিয়ম এইনশ্লি সাহেবেরা এখানকার কর্ম্ম চালাইবেন এবং কলবিন কোম্পানীর নামে বাটী খ্যাত হইবেক।

আত্মঘাতী।

মোকাম ফরাসডাঙ্গার এক জন তিলীর স্ত্রী অনুমান বিশ বাইশ বৎসর বয়স্কা ১১ মার্চ রবিবার স্নান করিতে গঙ্গার ঘাটে গিয়া আপন হাতের রূপার পৈঁছা এক ছড়া হারাইয়াছিল তাহাতে তাহার স্বামী যথোচিত গালি দিয়াছিল ইহাতে মৌনী হইয়া তাবৎ দিবস থাকিল বেলা-বসানসময়ে অন্য দুই চারি জন স্ত্রী লোকেরদিগের সহিত গঙ্গাজল আনিতে চন্দননগরের তেঁতুলতলার ঘাটে গেল অন্য স্ত্রীলোকেরা জল পুরিয়া লইয়া বাটী গমনোদ্যতা হইলে ঐ তিলীর স্ত্রী জলে নামিলে তাহারা জিজ্ঞাসা করিল কি কারণ জলে যাইতেছ তাহাতে কহিল আমি বস্ত্র কাচিব ও গাহুইব ইহাতে স্ত্রী লোকেরা ঘাটে দাঁড়াইল ও বুক জল

পর্য্যন্ত গেলে স্ত্রীলোকেরা অনুযোগ করি য়া কহিল অধিক জলে যাওনের আবশ্যক কি তাহাতে সে উত্তর করিল যে আমি গ ঙ্গাজলে যাইয়া গাঙ্গুইব ইহা কহিয়া গ লাজলপর্য্যন্ত যাইয়া ঝাঁপ দিয়া অধিক জলে পড়িবামাত্র ডুবিল। তখন স্ত্রীলো কেরা অনেক চীৎকার শব্দ করিল তাহাতে ক্রমেং লোক একত্র হইয়া অনুসন্ধান করি তেং তাহার মৃত্যু হইল পরে মৃতশরীর লইয়া হাহাদি করিল।

—

দৈব মৃত্যু।

জিলা যশোহরের মধ্যে মোং কুমার গাঙ্গুর শালকুপীতে জনাথন ব্রান্‌লাও সা হেব ১০ দিসেম্বরে বন্দুক ছাড়িতেছিলেন বারুদ পূর্ণ বন্দুকের মুখে আপন হস্ত দিয়া ছিলেন। দৈবাৎ কোন ক্রমে কল ছুটিয়া তাঁহার হস্তে লাগিয়া হাত ছিন্ন হইল ঐ আঘাতে তিনি প্রাণত্যাগ করি লেন।

—

ঝড়।

৪ মার্চ রবিবার তারিখে মোকাম মুরশি দাবাদে অতিশয় ঝড় ও শিলাবৃষ্টি হই য়াছে। ঢাকাহইতে এক সাহেব চিঠী লিখি য়াছে যে এ বৎসরের প্রথম বৃষ্টি ২৬ ফি ব্রুআরিতে হইয়াছে। দ্বিতীয় বৃষ্টি ১ মার্চে হইয়াছে কিন্তু ৪ মার্চ তারিখে অ তিশয় শীত ও ঝড় ও বৃষ্টি হইয়াছে দুইপ্রহর দই ঘণ্টার সময় মেঘ হইয়া দুইপ্রহর তিন ঘণ্টার সময় ঝড় ও শিল ও বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া কদম্ব প্রমাণ মত শিল পড়িয়া অনুমান বারপল [illegible] পরের মধ্যে তাবৎ শ্বেতবর্ণ হইল। এবং এক শিলাঘাতে এক গরু মরিল ও পক্ষী কত মরিল তাহার সংখ্যা নাই। কিন্তু শীঘ্র বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া শিল বারণ হইল। পরে দুইপ্রহর রাত্রির সময়ে আকাশ খোলাসা হইল যে বড় শীত হইল তদ্দে শীয় প্রাচীন লোকেরা এমত শীতহইতে দেখে নাই। সে দিবস কলিকাতাতে যে বৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতেও অল্পং শিল পড়িয়াছিল।

—

গোধূম।

মোং জৈনপুরহইতে এক সাহেব পত্র লিখিয়াছেন যে তিনি বিলাতী গোধূমের বীজ আনাইয়া জৈনপুর মোকামে ক্রমে চারি বৎসর আবাদ করিতেছেন সে শস্যের শীষ চারি হাতপর্য্যন্ত দীর্ঘ হই য়া এ বৎসর অতিশয় শস্য উৎপন্ন হই য়াছে। দেড় বৎসর পূর্ব্বে ঐ শস্য টাকায় সাড়ে সাত সের করিয়া বিক্রয় হইয়াছিল এখন তাহা টাকায় প্রায় এক মোন বিক্রয় হইতেছে ইহাতে তত্রস্থ লোকেরা এমত মত্ত হইয়াছে যে তাহারা এখন দ্বিগুণ মাহিনা ব্যতিরেকে কর্ম্ম করে না যখন শস্য দুর্ম্মূল্য ছিল তখন ইহার অর্দ্ধেক মাহিনাতে কর্ম্ম করিত।

—

স্বর্ণ রূপা।

এ বৎসরের জানুআরি ও ফিব্রুআরি মাসে একান্ন লক্ষ ত্রিশ হাজার এক শত বার টাকার রূপা কলিকাতার মধ্যে আ মদানী হইয়াছে ও দুই লক্ষ আঠার হাজা র সাত শত তিন টাকার স্বর্ণ আমদানী হইয়াছে সকল সমেত তিপ্পান্ন লক্ষ আট চল্লিশ হাজার আট শত পোনর টাকার ধাতু বাহিরহইতে আমদানী হইয়াছে।

—

জাহাজ ভঙ্গ।

সম্প্রতি বারে মোকাম ইঙ্গিলামহইতে চিঠী আসিয়াছে যে ২৫ ফিব্রুআরি তারি খে গ্রিলিয়ন্ট নামে জাহাজ নর্শীপুরের নিকট এক চড়াতে লাগিয়া ভাঙ্গিয়াছে তাহাতে মাদাপুলামে শ্রীযুত কোম্পানীর বা ণিজ্যের অধ্যক্ষ শ্রীযুত টেলর সাহেব আ ছেন জাহাজস্থ লোকেরা তাঁহার আশ্রয় তে আছে কিন্তু জাহাজে অধিক বোঝাই নাই যে আছে তাহাও রক্ষা হয় এমত ভরোসা আছে। নর্শীপুর মছলীপট্টম হইতে পূর্ব্বদিগে ১৭ সতের ক্রোশ।

—

নির্দয়।

তুরক দেশের দ্বিতীয় মহম্মদ আশ্চর্য্য ছবি করণার্থ ইতালী দেশহইতে বিলিনী নামক এক চবিকরকে আনাইয়া চাকর রাখিল পরে সেই চবিকর এক ছেদিত মুণ্ডের ছবি করিয়া মহম্মদকে দেখাইল। মহম্মদ তাহা দেখিয়া তুষ্ট হইলেন কিন্তু কহিলেন যে রক্তচিহ্ন ও কৃষ্ণবর্ণ শির কিছু তফাৎ হইয়াছে ইহা চবিকরকে দেখানের কারণ আপন এক গোলামকে আনিয়া তাহার মস্তকচ্ছেদন করিতে উদ্যত হইলে চবিকর তাহাকে বাঁচাইবার কারণ অনেক প্রার্থনা করিল। পরে মহ ম্মদের এই সকল রীতি দেখিয়া সে বিবে চনা করিল যে যদি অন্য চবিকর আনা ইয়া কোন দিবসে আমার মস্তকচ্ছেদন করে এই ভাবিয়া সে পলায়ন করিল।

—

জন্ম।

এতদ্দেশে কলিকাতার অন্তঃপাতি স্থান স্থিত ইংগ্লণ্ডীয় লোকেরদিগের সন ১৮২০ সালের মধ্যে ১৩৮ এক শত আটত্রিশ পুত্র ও ১২০ এক শত কুড়ি কন্যা ও মৃত ৫ পাঁচ বালক সর্ব্বশুদ্ধা ২৬৩ দুই শত তে ষট্টি সন্তান জন্মিয়াছে।

বিবাহ।

এতদ্দেশে কলিকাতার অন্তঃপাতি যেং স্থানে ইংগ্লণ্ডীয় লোক আছেন তাঁহার দিগের সন ১৮২৭ সালের ইস্তক জানুআরি লাগাএদ দিসেম্বর এই বার মাসের মধ্যে ১৩১ এক শত একত্রিশ বিবাহ হইয়াছে।

মৃত্যু।

এতদ্দেশে কলিকাতার অন্তঃপাতি স্থান স্থিত ইংগ্লণ্ডীয় লোকেরদিগের মধ্যে ৮৩ তিরাশী স্ত্রী লোক ও ১৭৯ এক শত উনআশী পুরুষ সকল সমেত ২৬২ দুই শত বাষট্টি লোক সন ১৮২৭ সালের মধ্যে মরিয়াছে।

মাঁন্দরাজের মূর্ত্তি।

মান্দরাজের মূর্ত্তিতে ২০ ফিব্রুআরি ও ২২ ফিব্রুআরি তারিখে যে ২ টিকীটে নাম উঠিয়াছে তাহা নীচের লিখনীতে জাত হইবেন।

নম্বর টিকীট	তঙ্কা
১৩৭৫	১০০০০
৬০৬	৫০০০
৪৯৮৯	২০০০
৪৩১৬	১০০০
১৯০৯	১০০০
৪২৭৮	৫০০
২২৬১	৫০০
৬৩৪৪	৫০০

মূর্ত্তি।

পূর্ব্বে প্রকাশ গিয়াছে যে ১৫ মার্চ তারিখে আগামী মূর্ত্তি বিক্রয় হইবে এইক্ষণে সমাচার জানা গেল যে ১৫ মার্চ তারিখে ঐ মূর্ত্তি বিক্রয় হইয়াছে এবং শ্রীযুত পঞ্চানন মিত্র কোম্পানী সাত লক্ষ আটত্রিশ হাজার টাকাতে ডাকিয়া লইয়াছেন এবং সেই সকল টিকীট বিক্রয়ার্থে হিন্দুস্থানিবাঙ্কে ও কমরসলবাঙ্কে দিয়াছেন। যে পর্য্যন্ত নূতন সমাচার দেওয়া যায় সেই পর্য্যন্ত এক শত দশ টাকা টিকীটের মূল্য হইয়াছে।

তুলা।

তুলা গত সপ্তাহে পূর্ব্বাপেক্ষা কলিকাতাতে অল্প আমদানী হইয়াছে এবং মণের আটার টাকা মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে। গত বৎসরে মোকাম মীরজাপুরের ১১৯৩৪৮ এক লক্ষ উনিশ হাজার তিন শত আটচল্লিশ গাঁইট তুলা আমদানী হইয়াছে সেখানে পূর্ব্বহইতে বারোআনা মূল্য ন্যূন হইয়াছে মুরশেদাবাদে এক টাকা মূল্য ন্যূন হইয়াছে। ও কাছোড়া তুলার মূল্য পোনর টাকা চারি আনা অবধি পোনর টাকা আট আনা পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়াছে।

নীল।

নীল এ সময়ে বাজারে অত্যল্প আছে এই বৎসরে নীল লাগাএদ মার্চ ৬৯৩৯৪ ঊনসত্তরি হাজার তিন শত চৌরানব্বই মোন আমদানী হইয়াছে। গত বৎসরে এই তারিখপর্য্যন্ত ১২০৯৪ এক লক্ষ বিশ হাজার চৌরানব্বই মোন নীল আমদানী হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীযুত সরফুজী মহারাজ।

সমাচার জানা গেল যে শ্রীশ্রীযুত সরফুজী মহারাজ গত বুধবারে অগ্রদীপ পঁহুছিয়াছেন। এবং শুনা যাইতেছে যে তাহারা তীর্থদর্শন করিয়া প্রয়াগ হইয়া শ্রীবৃন্দাবন দর্শনপূর্ব্বক হরিদ্বারপর্য্যন্ত গিয়া মহারাষ্ট্রের দেশ দিয়া পুনরায় যাইয়া আপন দেশে যাইবেন।

অগ্নিদাহ।

১৪ মার্চ বৃহস্পতিবার মোং কলিকাতার বহুবাজারে অগ্নি লাগিয়া ডেরেটির বাজার পর্য্যন্ত দগ্ধ হইয়াছে। ইহাতে অনেক লোকের অনেক দ্রব্যাদি নষ্ট হইয়াছে ও অনেকং জীবহত্যা হইয়াছে। এ বৎসর দাহের প্রথমারম্ভ এই হইল।

পিত্তল।

ফ্রান্স দেশের অঙ্ক নগরের নিকটে এক পুস্তরের খাতহইতে এক প্রস্তর আনিয়া ভগ্ন করিলে তাঁহার মধ্যহইতে একখান পিত্তল বাহির হইল। ইহাতে বোধ হয় যে পূর্ব্বকালের পিত্তল জলে মগ্ন ছিল সেইখানে প্রস্তর জন্মিয়া চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত হইয়াছে।

আশ্চর্য্য দর্শন।

ফ্রান্স দেশের এক ক্ষুদ্র গ্রামে এক ব্যক্তি এক বৃক্ষ ছেদন করিয়া করাতদ্বারা খণ্ডং করিতেছিল তাহাতে বৃক্ষের মধ্যে পরং কোদ নির আঁচ বার স্থানে দেখিয়া তাহা ফ্রান্স দেশের আশ্চর্য্যালয়ে আনিয়া রাখিয়াছে।

গির্জাঘর।

সমাচার পাওয়া গেল যে মোকাম মান্দরাজে স্কটলণ্ডের মতানুসারে এক গিরজা ঘর প্রস্তুত হইয়াছে সে ঘরে ২৫ ফিব্রুআরি রবিবারে প্রথম গিরজা হইয়াছে।

সমাচার দর্পণ।

সাঁকো।

স্কটলণ্ড দেশের টুইদ নদীতে নূতন প্রকার সাঁকো হইয়াছে তাহার বিষয় পূর্ব্বে ছাপান গিয়াছে তাহার বিষয় এই স্থলে বিশেষ জানা গেল টুইদ নদী ২৯৪ দুই শত একানব্বই হাত প্রস্থ ঐ নদীতে কেবল লৌহশৃঙ্খলদ্বারা সাঁকো প্রস্তুত হইয়া ২৭ সেপ্তম্বর তারিখে খোলা গিয়াছে তদবধি গাড়ী ঘোড়া প্রভৃতি যাতায়াত করিতেছে। এবং তাহার নীচে বড়২ নৌকা অনায়াসে গমনাগমন করিতেছে।

অসভ্যতা।

গত বৎসরে ইংগ্লণ্ড দেশে এক উত্তম সূর্য্যগ্রহণ হইয়াছিল তাহাতে বরমিংহম নগরের এক সাহেব সমাচারের কাগজে ঐ গ্রহণ ছাপাইয়াছিলেন যে গ্রহণ এখানে সুন্দর দর্শন হইবেক ইহাতে সেই নগরের নিকটস্থ কতক অসভ্য লোকেরা ঐ গ্রহণদর্শনার্থে বরমিংহাম নগরে সেই দিবসে সেই সময় আসিয়া উপস্থিত হইল।

আশ্চর্য্যালয়।

ইংগ্লণ্ডে ও অন্যং প্রধান নগরে এই রীতি আছে যে পৃথিবীর মধ্যে যত আশ্চর্য্য বস্তু পাওয়া যায় সে সকল একত্র রাখে। তাহাতে লণ্ডন নগরের আশ্চর্য্যালয়ে এক জন জানবান আশ্চর্য্য দেখিতে গিয়া নানা প্রকার দেখিয়া একখান প্রস্তর দূরে উঠাইলেন তাহাতে হস্তহইতে সে প্রস্তর পড়িয়া দুই খণ্ড হইল তাহার দুই খণ্ডেতে মনুষ্যের মুখের ছবি দৃষ্ট হইল ইংগ্লণ্ডের পূর্ব্ব রাজকর্ত্তার যে ছবি প্রস্তুত হইয়াছিল সেই ছবির মুখের সদৃশ দেখিল।

আশ্চর্য্য শিশুমার।

স্কটলণ্ড দেশে কএক সাহেব এক নদী পার হইতেছিল সেই নদীতে শ্বেতবর্ণ এক শিশুমার উঠিল তাহাতে সে নৌকার তাবৎ লোকেই তাহা দেখিল।

ইংগ্লণ্ডের মহারাণী।

ইংগ্লণ্ডে শ্রীশ্রীযুত মহারাজের সহিত শ্রীশ্রীমতীমহারাণীর যে বিবাদ যাইতেছে তাহাতে ইংগ্লণ্ডের এক গরীবের স্ত্রী মহারাণীর অর্থের ক্লেশ শুনিয়া আপন মনে বিবেচনা করিয়া অতিঃক্লেশে সঞ্চিত আপন সর্ব্বস্ব আট শত টাকা লইয়া এক চিঠী দিয়া মহারাণীর নিকটে পাঠাইল চিঠী পাইয়া মহারাণী পরমসন্তুষ্টা হইয়া সে স্ত্রীলোককে আপন নিকটে আনাইয়া যথোচিত সাধুবাদ করিলেন ও আট শত টাকা ফিরাইয়া দিলেন ও আপনহইতে এক স্বর্ণ ঘড়ী তাহাকে দিয়া কহিলেন যে আমাকে স্মরণার্থে এ ঘড়ী তোমাকে দিলাম তুমি কোন বিষয়ে উদ্বিগ্ন হইবা না ঈশ্বর আমার বিষয়ে অবশ্য মঙ্গল করিবেন এইং কথা কহিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন।

বাজার ভাও।

জিনিস	মোন	অবধি	পর্য্যন্ত
সুপারি	১	৩৸	৩৷৵
তেরেপ্তা তৈল	১	১৯৲	২০
গাছ মরিচ	১	৩	৪
নারিকেল তৈল	১	১৩,	১৩॥
তুলা কাছোড়া	১	০	০
আদা রঙ্গপুর	১	২।০	২৸০
পাটনাই আদা	১	২	২৵
চান্দু পাটনাই	১	২॥/	২॥৶
পাছড়ি উত্তম	১	২॥	২॥/
পাছড়ি মধ্যম	১	২৶	২।০
মুগী উত্তম	১	১৸৶	২
মুগী মধ্যম	১	১৸৵	
বালাম	১	১॥৵	১৸
দুধা গোম	১	১।০	১।/
পাটনাই বুট	১	১৶	১।/
অড়হর ডালি	১	১॥৵	১॥৶
উত্তমগায়া ঘৃত	১	২১	২১॥
মধ্যম ঘৃত	১	১৬	[illegible]
ভৈসা ঘৃত	১	১৭৸	১৮॥
মধ্যম ভৈসা	১	১৬॥	১৭
মোমবাত্তী	১	৫৬	৫৭
মিছরি উত্তম	১	১৬	০
মিছরি মধ্যম	১	১৩	১৪
সোরা উত্তম	১	৫৸০	৬।৵
মধ্যম	১	৫।০	৫৷
চিনী কাশীর	১	৯	১০৵
মধ্যম	১	৮	৮॥০
দোবার চিনী	১	৩।০	৪
তেঁতুল	১	৷৶	[illegible]
তামাকু	১	২॥	৫॥
চন্দন	১	১৭৶	১৬॥০

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহেং কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে এক টাকা যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকটে কাগজ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবে।

সমাচার দর্পণ

১৪৯ সংখ্যা। শনিবার। ২৪ মার্চ সন ১৮২১। ১২ চৈত্র সন ১২২৭॥

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যাদির কার্য্যবিচক্ষণাঃ বৃত্তান্তাদিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে ॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা ছয় টাকা আট আনা প্রিমিয়ম। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা ছয় টাকা প্রিমিয়ম।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

২৪	মার্চ	শনিবার	১২	চৈত্র
২৫	ঐ	রবিবার	১৩	ঐ
২৬	ঐ	সোমবার	১৪	ঐ
২৭	ঐ	মঙ্গলবার	১৫	ঐ
২৮	ঐ	বুধবার	১৬	ঐ
২৯	ঐ	বৃহস্পতিবার	১৭	ঐ
৩০	ঐ	শুক্রবার	১৮	ঐ

স্বর্ণঘড়ী হারান।

শ্রীযুত চন্দ্রকুমার ঠাকুরের জেমেস মাক্কেবকর্তৃক প্রস্তুত ৭৭০৷ নম্বরের এক স্বর্ণ ঘড়ী তেহারা স্বর্ণ জিঞ্জির সহিত ও স্বর্ণ দুই মওরি সমেত ১৬ মার্চ শুক্রবার সাত ঘণ্টা রাত্রির সময়ে হারাইয়াছে যে লোক এ ঘড়ীর সমাচার দিতে পারে কিম্বা ঘড়ী ফিরে দিতে পারে সে লোক উপযুক্ত পারিতোষিক পাইবেক।

নোট হারান।

মোং বারাণসীতে মহিম কোম্পানীর ঘর হইতে ৩ মার্চ তারিখে রাত্রিতে পাঁচ খান নোট চোরে লইয়াছে তাহার টাকা বাঙ্কে বন্দ হইয়াছে যদি কোন লোক ইহার অনুসন্ধান করিয়া দিতে পারে তবে সে অর্দ্ধাংশ পাইবেক নোটের টাকা ও নম্বর নীচের তপশীলে জ্ঞাত হইবা।

নম্বর	টাকা	বাঙ্ক
৪৯৪	২৫০	কমর্স্যাল
৫৮৯	১৫০	ঐ
২৭৫২	১০০	ঐ
১১১৩৫	১০০	হিন্দুস্থানী
১১৭৬৯	১০০	ঐ
	৮০০	

সমাচার দর্পণ।

শ্রীশ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুর।

শ্রীশ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের এক অধ্যক্ষ সর আলেক্সান্দর আল্লেন সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে তৎপদে নিযুক্ত হওনের কারণ শ্রীযুত এস বি এডমন্ষ্টন সাহেব ও শ্রীযুত ওয়াল্ড সাহেব ও শ্রীযুত আলেক্সান্দর রাবর্টসন সাহেব শ্রীযুত জে পি মস্‌ক্রাট সাহেব উপস্থিত আছেন। ইহার মধ্যে যাহার বিষয়ে অধিক লোক সম্মত হইবেক তিনি পদাভিষিক্ত হইবেন। কিন্তু অনুমান হয় যে শ্রীযুত এডমন্ষ্টন সাহেব তৎপদাভিষিক্ত হইতে পারেন যেহেতুক তিনি উপস্থিত হইলে অন্য তিন সাহেব উপস্থিত হইবেন না এবং তিনি নানা প্রকারে বিজ্ঞ।

শ্রীযুত মহারাজ সরফুজী।

মুরশেদাবাদহইতে সমাচার আসিয়াছে যে শ্রীযুত মহারাজা সরফুজী মোং বড়ুয়া গ্রামহইতে ১৬ মার্চ তারিখে পঁহুছিবেন এমত উদ্যোগ আছে সেখানহইতে পাঁচ ক্রোশ অন্তরে বহরমপুর সেখানেও আয়োজন হইতেছে।

অগ্নিদাহ।

গত সপ্তাহে জানান গিয়াছে যে ১৫ মার্চ বৃহস্পতিবারে কলিকাতার বহুবাজারে যে অগ্নি লাগিয়াছিল তাহার বিস্তারিত কিছু জানা গেল না কেহ কহে চুনা গলিতে এক ফকীরের বাটীতে প্রথম অগ্নি লাগে ইহাতে সে ফকীর কারাগারে বদ্ধ হইয়াছে। কেহ কহে এক ছোকরা মলঙ্গাতে এক চিকিৎসকের বাটীতে অগ্নি আনিতে গিয়াছিল তদ্দ্বারা অগ্নি লাগিয়াছে। বৈকালে পাঁচ ঘণ্টার সময় চুনা গলিতে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া কলুটোলা ও ডেকরটীর বাজার ও বহুবাজার দগ্ধ হইয়া আট ঘণ্টা রাত্রির সময়ে অগ্নি নির্ব্বাণ হইল।

খুন।

জিলা বর্দ্ধমানের মধ্যে পঁইলী গ্রামের

এক ব্রাহ্মণ ঐ জিলার মধ্যে গোপালপুর গ্রামে বিবাহ করিয়াছিল কিছুকালান্তরে গত ১০ ফাল্গুন শুক্রবারে আপন শ্বশুরালয় গিয়াছিল। এক দিবস তাহার শ্যালকেরা ও তাহার শ্বশুর ও গ্রামের তালুকদার প্রভৃতি সকলে একত্র হইয়া মদ্যপানের আয়োজন করিতেছিল। দৈবাৎ ঐ ব্রাহ্মণ সেই স্থানে উপস্থিত হইলে তাহাকে বহুসমাদর করিয়া বিশেষ কহিল। তাহাতে সে অস্বীকৃত হইল পরে তাহার শ্বশুর তাহাকে সে স্থানহইতে যাইতে কহিল কিন্তু তাহার শ্যালক যৎকিঞ্চিৎ মদ্য লইয়া তাহার কপালে তিলক দিল। ইহাতে সে দুই এক কুবাক্য বলিয়া স্নান করিয়া সায়ংসন্ধ্যা করিল ইহা শুনিয়া তাহার শাশুড়ী আপন পুত্রেরদিগকে যথোচিত মন্দ কহিল। পরে রাত্রিতে ঐ ব্রাহ্মণ আহারাদি না করিয়া আপন স্ত্রীকে কহিল আমি প্রাতঃকালে বাটী যাইয়া দুই তিন দিবসের মধ্যে বেহারা পাঠাইব তুমিও যাইবা তাহাতে তাহার স্ত্রী স্বীকার করিল। এই সকল বাক্য ঐ স্ত্রীর মাতা শুনিয়া অনেক রোদন করিল এবং তাহার স্বামীও আপন পুত্রকে অনেক দুর্ব্বাক্য বলিল। পরে তাহারা বিবেচনা করিল যে এ লোককে রাখা কর্ত্তব্য নহে ইহাতে পাঁচ সাত জন একত্র হইয়া তাহার ঘরের দ্বারে যাইয়া কহিল দ্বার খোল তামাকু লইব। তাহাতে তাহারা ব্যস্ত হইয়া দ্বার খুলিয়া দিল পরে কেহ ঐ স্ত্রীর মুখ বন্ধ করিয়া রাখিল এবং কেহ২ ঐ ব্রাহ্মণের শরীরে দণ্ডাঘাত ও মুষ্ট্যাঘাতাদি মারিয়া অণ্ডকোষদ্বয় ছেদন করিয়া তাহাকে বধ করিল।

পরে ঐ গ্রামের চৌকিদার এই সকল শুনিয়া বাটীর মধ্যে আসিয়া খুন দেখিল পরে তালুকদার তাহাকে ১০ টাকা দিয়া খুন তাহার জিম্মা করিয়া দিল চৌকিদার সে খুন লইয়া এক পীরের আস্তানাতে এক বৃক্ষে টাঙ্গাইয়া রাখিল। অল্প রাত্রি থাকিতে ফকীর খুন দেখিয়া ঐ চৌকিদারকে ৫ টাকা দিয়া অন্য গ্রামে ফেলাইল। সে গ্রামের চৌকিদার প্রত্যুষে ঐ খুন দেখিয়া এক পুষ্করিণীতে পুতিয়া রাখিল। পরদিবস প্রাতঃকালে ঐ ব্রাহ্মণের শ্বশুর জামাতাকে আসিতে কাল্পনিক এক পত্র লিখিয়া জামাতার বাটীতে পাঠাইল। পত্র পাইয়া জামাতার পিতা ব্যস্ত হইয়া গোপালপুর চলিল পথের মধ্যে আপন শ্যালকের বাটী যাইয়া সকল কহিল ও পুত্রের মৃত্যু সমাচার সেইখানে শুনিল। সে স্থানহইতে পাঁচ সাত জন একত্র হইয়া গোপালপুর গ্রামে যাইয়া পুত্রের শ্বশুরালয় গিয়া শুনিল যে সে পীরের আস্তানাতে গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে। এই সময়ে সেই মৃতপুত্রের স্ত্রী রোদন করিয়া আপন শ্বশুরের নিকট সকল বৃত্তান্ত কহিল ইহাতে তাহারা সে ব্রাহ্মণকেও খুন করিতে উদ্যত হইলে তাহার সঙ্গী লোকেরা সোর করিল ইহাতে চৌকিদার ও গ্রামস্থ লোক ও দারোগা প্রভৃতি আসিয়া সকলকে বাঁধিল ও ক্রমে২ খুন তহকিক হইতে২ ফকীর ধরা পড়িল ও ফকীরের কথাতে চৌকিদার ধরা পড়িল ও চৌকিদারের কথাতে অন্য গ্রামের চৌকিদার ধরা পড়িয়া খুন উঠাইয়া দিল। পরে সে ব্রাহ্মণেরা গোষ্ঠী সমেত ও তালুকদার ও চৌকিদার ও ফকীর প্রভৃতি অনেক লোক কয়েদ হইয়া বর্দ্ধমানে চালান হইয়াছে পরে আদালতে যেমত হয়।

অপমৃত্যু।

উলাগ্রামের এক ব্রাহ্মণ কলিকাতায় চাকুরি করে সে বাটী যাওনের কল্প করিয়া বাটী সমাচার দিয়াছিল দৈবাৎ কোন ক্রমে যাওয়া হইল না। পরে কোন দুষ্ট লোকে গ্রামের মধ্যে মিথ্যা জনরব করিল যে সে ওলাউঠা রোগে মরিয়াছে ইহা শুনিয়া তাহার ব্রাহ্মণী গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে।

লুট।

কাণাটি দেশের কলহরী গ্রামের বাজারে ২৪ ফিব্রুআরি তারিখে অনেক ডাকাইত আসিয়া লুট করিয়া এক মহাজনকে খুন করিয়া ও অন্য তিন জনকে আঘাতী করিয়া গিয়াছে।

বজ্রাঘাত।

১৩ মার্চ্চ মঙ্গলবার কলিকাতা অঞ্চলে যে অল্প ঝড় বৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতে এক জাহাজের মাস্তুলের উপরে এক বজ্রাঘাত হইয়া মাস্তুলের ভিত্তির বহিয়া সে বজ্র জলে পড়িয়াছে।

গিরজা।

মোং কলিকাতার বৈঠকখানার দক্ষিণে এক গিরজা ঘর প্রস্তুত হইয়াছে সে ঘর গত শুক্রবারে খোলা গিয়াছে।

পারিস নগরের লোকসংখ্যা।

ফ্রান্স দেশের রাজধানী পারিস নগরের লোক বৃদ্ধি হইয়া ৬৫৭১৭২ ছয় লক্ষ সাতান্ন হাজার এক শত বাহত্তরি লোক হইয়াছে ইহার মধ্যে তিন ভাগ স্ত্রী দুই ভাগ পুরুষ।

আরব দেশ।

১৭ ফিব্রুআরি তারিখের মস্কাটের চিঠী

বোম্বের ডাকে ১৯ মার্চ মোকাম কলিকাতাতে আসিয়াছে তাহাতে জানা গেল যে বোম্বেহইতে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য আরব দেশের জোয়ার নগরে যেখানে নামিল সেইস্থানে ১০ ফিব্রুআরি রাত্রিতে দুই শত আরবীয় সৈন্য আসিয়া অগ্রগামী ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যের উপরে আক্রমণ করিয়া ৪৩ জনকে খুন ও আঘাতী করিল। ইহার মধ্যে এক জন কর্ণেল ও এক কাপ্তান ও অন্য তিন জন পল্টনের অধ্যক্ষ সাহেব খুন হইয়াছে। এখন আরবীয় সৈন্য সকল সমেত পোনর হাজার আছে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য কেবল পাঁচ হাজার আছে। বোম্বেহইতে যে জাহাজে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য জোয়ার নগরে গিয়াছিল সেই জাহাজের এক সাহেব আরবীয় এক সৈন্যের সাহসের বিষয় লিখিয়াছে যে যখন ইংগ্লণ্ডীয় এক গোরা সৈন্য এক আরবের পেটের মধ্যে সঙ্গীন বসাইল তখন সেই আরবীয় সৈন্য আপন পেটের সঙ্গীন আপন হস্তদ্বারা বন্দুকের মুখহইতে ছিড়িয়া বাহির করিয়া ফেলিয়া গোরা পল্টনে পড়িয়া সেই গোরার দুই হস্ত ছেদন করিল।

মানিলা উপদ্বীপ।

মানিলা উপদ্বীপহইতে মান্দরাজে জাহাজ পঁহুছিয়াছে তাহাতে জানা গেল যে ইংগ্লণ্ডীয় বাণিজ্য অধিকারী যে পুর্বান সাহেব তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহার অংশী দুই সাহেব খুন হইয়াছে তাহা পুর্ব্বে জানান গিয়াছে। এই খুনের অদালতে অনেক লোক সদোষী হইয়াছে তাহার মধ্যে এক জনের ফাঁসী হইয়াছে ও অন্য দুই শত পঞ্চাশ লোক কারাগারে বদ্ধ হইয়াছে।

ধূমকেতু।

৪ মার্চ তারিখের যে সমাচার মান্দরাজ হইতে আসিয়াছে তাহাতে লিখিয়াছে যে গত চারি পাঁচ রাত্রিতে পশ্চিম দিগে ধূমকেতু উঠিয়াছে কিন্তু ক্রমে২ তেজের হ্রাস হইতেছে।

সিংহলদ্বীপ।

সিংহলদ্বীপের সমাচারপত্রদ্বারা জানা গেল যে গত বৎসরের মধ্যে ৩৪৪৯২ চৌত্রিশ হাজার চারি শত বিরানব্বই লোকের টীকা হইয়াছে।

আশ্চর্য্য ঔষধি।

বাঙ্গালাহইতে ইংগ্লণ্ডে এক জাহাজ যাইতেছিল পথে লবণাম্বুপ্রযুক্ত কিম্বা কোন খাদ্য দ্রব্যপ্রযুক্ত কিম্বা পিত্তজন্য সেই জাহাজস্থ তাবৎ লোকের শরীরে চক্রাকার২ হইল ইহাতে তাহারা অতিশয় উদ্বিগ্ন হইল। দৈবাৎ সেই জাহাজে কতক গুলি ছোলা ছিল তাহাতে জল লাগিয়া তাহার অঙ্কুর হইয়াছিল। জাহাজস্থ লোকেরা তাহা দেখিয়া সেই ছোলা নষ্ট না হওনের কারণ সকলে ভক্ষণ করিতে লাগিল কিন্তু এক জন তাহা ভক্ষণ করিল না। পরে যাহারা২ ভক্ষণ করিল তাহারা সকলেই অরোগী হইল ইহা দেখিয়া যে ব্যক্তি ভক্ষণ না করিয়াছিল সেও ঐ ছোলার গুণ নিশ্চয় জানিয়া ভক্ষণ করিয়া অরোগী হইল।

ডাকাইতি।

মোকাম পুরাতন কালনারগঞ্জে ২৯ ফাল্গুন শনিবার দুই প্রহর রাত্রির সময়ে তুলাপট্টীতে আন্দাজ ত্রিশ পঁয়ত্রিশ জন ডাকাইত পড়িয়া অনেক দ্রব্যাদি লইল ও সেই গঞ্জের মধ্যে এক বিধবা স্ত্রী লোক নিদ্রিতা ছিল সে অগ্নিদাহ জ্ঞান করিয়া বাহিরে আসিয়া ডাকাইত দেখিল। ও তাহারদিগকে চিনিয়া অনুযোগবিধানে বারণ করিল তাহাতে দুই জন ডাকাইত বর্শাদ্বারা সে স্ত্রীলোককে খুন করিল ও ঐরূপে দুই জন পুরুষকে খুন করিয়াছে সে ডাকাইতেরদের অনুসন্ধান হইতেছে।

উন্মত্ত।

চীন দেশে চাংফিঙ্গ নামে এক ব্যক্তির পুত্র চাংলিঙ্গ নামে সে উন্মত্ত হইয়াছিল। তাহার এক পুত্র রাজ্যের রীতিক্রমে তাহাকে কারাগারে বদ্ধ রাখিতে হয় এই কারণ অন্য কাহাকেও জানায় নাই। এক দিবস ঐ উন্মত্ত এক ছুরিকা হস্তে করিয়া নৃত্য করিতেছিল এই সময় তাহার পিতা তাহাকে ডাকিল তাহাতে সে নিকটে আসিয়া ঐ ছুরিদ্বারা আপন পিতাকে বধ করিল। পরে হাকিমের লোক আসিয়া অদালত করিয়া তাহার দুই চক্ষু বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া হাটের মধ্যে লইয়া তাহার মস্তক ছেদন করিল। এবং লোকেরদিগের দর্শনার্থে তাহাকে প্রকাশ স্থানে শূলে দিয়া রাখিল।

গুলবাঘা।

ফ্রান্স দেশের এক ভাগে অনেক গুলবাঘা আছে তাহারা ক্রমে২ বৃদ্ধি হইতেছে তাহার নিকট দিয়া লোক যাইতে আক্রমণ করে। এবং নিকটস্থ এক গ্রামের এক বালককে অনেক লোকের মধ্যহইতে ধরিয়া লইয়াছিল। পরে তাহার পশ্চাৎ২ লোক গিয়া তাহাকে ধরিতে পারিল না। পরদিবস সে বালকের হাড়মাত্র পাইল এ কারণ ঐ সকল গুলবাঘা মারিতে হুকুম হইয়াছে।

সমাচার দর্পণ।

চীন দেশ।

সম্বাচার জানা গেল যে চীন দেশের শ্রীশ্রীযুত মহারাজার ভ্রাতা রাজা নামে খ্যাত ছিলেন তিনি তিন মাস রোগগ্রস্ত থাকিয়া পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি যখন অসুস্থ ছিলেন তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহাকে সুস্থ করিবার কারণ ও তাঁহাকে তুষ্ট রাখিবার কারণ তাহাকে প্রতি দিন নূতনং খ্যাতি দিতেন। এবং ঐ রাজা অসুস্থ হওনের পূর্ব্বে আপনারদিগের পিতৃ পিতামহের কবরস্থান দেখিতে বাঞ্ছা করিয়াছিলেন এখন একবারে সেই স্থানেই তাঁহাকে যাইতে হইল।

আশ্চর্য্য বানর।

আমেরিকা দেশে ছয় সের ওজন এক বানর দশ বার সের ওজনের চারি পাঁচ কুক্কুরের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছে। এবং কুক্কুরের গলদেশে দন্তাঘাত করিবামাত্র কুক্কুরেরা প্রাণত্যাগ করে এই রূপ চারি পাঁচ কুক্কুর বধ করিয়াছে।

পিস্তললড়াই।

আমেরিকা দেশে ১৯ জুন তারিখে দুই জন সাহেব ক্ষুদ্রবিষয়ে বিরোধ করিয়া পরস্পর পিস্তললড়াই করিয়া এক সাহেব অগ্রে মরিল অন্য সাহেব কিছু পরে মরিল এই দুই সাহেবের পরস্পর অতিশয় প্রীতি ছিল ও কুটুম্বিতাও ছিল।

আশ্চর্য্য চক্ষু লাভ।

ইংলণ্ড দেশে গত বৎসরের যে সূর্য্য গ্রহণে অসভ্য লোকেরদিগের বিষয় গত সপ্তাহে ছাপান গিয়াছে সেই গ্রহণ দেখিতে বাম চক্ষুহীন এক জন সাহেব বাহিরে থাকিয়া দক্ষিণ চক্ষুর উপরে হস্ত রাখিয়া গ্রহণ দেখিতেছিল দৈবাধীন সেই বাম চক্ষুতে অকস্মাৎ দৃষ্টি হইয়া দুই চক্ষু সমান দৃষ্টি হইল।

রাজদণ্ড।

স্কটলণ্ড দেশে স্তর্লিং নগরে বেয়র্দ সাহেব ও হার্দি সাহেব রাজদ্রোহী হইয়াছিলেন সেই অপরাধে আদালতের আজ্ঞানুসারে গত ৮ সেতম্বর তারিখে তাহারদিগের দুই জনের ফাঁসী হইয়াছে। এক ঘণ্টা ফাঁসে ঝুলাইল পরে নামাইয়া জীবৎ থাকিতেং পুনর্ব্বার খড়্গাঘাতে মস্তক ছেদন করিয়া জল্লাদ ঐ দুই মৃত মস্তক হস্তে করিয়া দুই জনের অপরাধ সর্ব্বত্র প্রকাশ করিয়া লোকেরদিগকে দেখাইল।

সেণ্টপাটরিক অর্থাৎ মহাপুরুষ।

ঐর্লণ্ড দেশে পূর্ব্বে সেণ্টপাটরিক নামে অতিধার্ম্মিক এক লোক ছিল তাহাকে তদ্দেশস্থ লোকেরা ঈশ্বরস্বরূপ বোধ করিত তাহার জন্ম দিন গত ১৭ মার্চ শনিবারে হইয়াছে তাহাতে তদ্দেশস্থ শ্রীযুত সর ফ্রান্সীস্ মাকনাটন সাহেব প্রভৃতি অনেকে টৌনহালে অর্থাৎ সাধারণ ঘরে একত্র হইয়া অতিশয় খানা করিয়াছেন এবং কলিকাতার গড়ে তদ্দেশীয় যে সৈন্যেরা আছে তাহারাও ঐ তারিখে ঐ গড়ে খানা করিয়াছে।

বাজার ভাও।

জিনিস	মোন	অবধি	পর্য্যন্ত
সুপারি	১	৩৻৶	৩৻৴
ভেরেণ্ডা তৈল	১	১৯	২০
গাছ মরিচ	১	৩	৪
নারিকেল তৈল	১	১২৷৷	১৩
তুলা কাছোড়া	১	০	০
আদা রঙ্গপুর	১	২৷০	২৸০
পাটনাই আদা	১	২	২৵
চালু পাটনাই	১	২৷/	২৷৷৵
পাছড়ি উত্তম	১	২৷৵	২৷
পাছড়ি মধ্যম	১	২৵	২৷০
মুগী উত্তম	১	১৸৵	১৸৶
মুগী মধ্যম	১	১৸৵	
বাদাম	১	১৷৷৵	১৷৷৶
দুধা গোম	১	১৷০	১৷৴
পাটনাই বুট	১	১৶	১৷/
অড়হর ডালি	১	১৷৷৵	১৷৷৶
উত্তমগায়া ঘৃত	১	২১	২১৷৷
মধ্যম ঘৃত	১	১৬	১৮
ভৈসা ঘৃত	১	১৭৷৷	১৮৷৷
মধ্যম ভৈসা	১	১৬৷৷	১৭
মোমবাতী	১	৫৭	৫৮
মিছরি উত্তম	১	১৬	০
মিছরি মধ্যম	১	১৩	১৪
সোরা উত্তম	১	৫৸০	৬৷৵
মধ্যম	১	৫৷০	৫৷৷
চিনী কাশীর	১	৯	১০৴
মধ্যম	১	৮	৮৷০
খার চিনী	১	৩৷০	৪
তেতুল	১	৷৷/	৷৷
তামাকু	১	৩	৬
চন্দন	১	১৪	১৬৷৷০

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহেং কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে এক টাকা বিধি স্থাপন করিয়াছেন যদি তাহার নিকটে কাগজ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানার সমাচার দিবোয়ালাদের নিকটে পাঠান যাইবে।

সমাচার দর্পণ

১৫০ সংখ্যা। শনিবার। ৩১ মার্চ সন ১৮২১। ১৯ চৈত্র সন ১২২৭।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যাদির কার্য্যং লক্ষ্যতে। বৃত্তান্তানিহ জানন্ত সমাচারস্য দর্পণে।

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা সাত টাকা আট আনা প্রিমিয়ম। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা সাত টাকা প্রিমিয়ম।

সপ্তাহের পাঁজি।

৩১	মার্চ	শনিবার	১৯	চৈত্র
১	এপ্রিল	রবিবার	২০	ঐ
২	ঐ	সোমবার	২১	ঐ
৩	ঐ	মঙ্গলবার	২২	ঐ
৪	ঐ	বুধবার	২৩	ঐ
৫	ঐ	বৃহস্পতিবার	২৪	ঐ
৬	ঐ	শুক্রবার	২৫	ঐ

ইস্তাহার।

সন ১৮২১ সাল ১০ মার্চ তারিখ শনিবার এই জানেরেল ও কোর্টের কলিকাতার বিচার পৌলিসহালে বিবেচনাতে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন যে বর্ত্তমান অপেক্ষা শহর মজাফাতে বাটী ও ইমারত ও জমীর উৎপন্ন ও মূল্য অধিক হইয়াছে ইহাতে বিবেচনা করিলেন যে হাল বন্দোবস্তের প্রতি পুনর্ব্বার দৃষ্টি করা যাইবেক এবং শহর মত্তালিকের বাটী ইমারত ও জমী মকরার মালিয়ানা মোট ৪০ লক্ষের এক ইশং অংশের প্রতি নুতন বন্দোবস্ত হইবেক। অতএব কোর্টহইতে হুকুম হইল যে ঐ সকলের মূল্য নির্ণয় কারণ আমীনেরা অবিলম্বে তহকিক করে ও বাটী ইমারত ও জমীনের মালিকেরদিগকে উপরের হুকুম ও পুনর্ব্বার বিশেষ বন্দোবস্তের বিষয় বারং সমাচার দিবেক। অতএব ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে ঐ সকল মালিকলোকের ঐ হুকুমের প্রতি ও নূতন বন্দোবস্তের প্রতি কোন আপত্তি থাকে তবে এই ইস্তাহারের তারিখহইতে দশ দিবসের মধ্যে আরজী দাখিল করিবেক। তাহা জ্ঞাত হইয়া বিবেচনা করিতে পারা নিবৃত্ত হইবেন তাঁহার সমাচারের জন্যে গেজেটে ইস্তাহার দেওয়া যাইবেক। ইতি তারিখ ২১ মার্চ ১৮২১ সাল।

সমাচার দর্পণ

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

১৩ মার্চ।

শ্রীযুত ডি কাম্বেল সাহেব মুরশেদাবাদের পরমিটের অধ্যক্ষ এবং তিনি বাণিজ্য দপ্তরের একটিং দ্বিতীয় অধ্যক্ষ।

শ্রীযুত জে পাটল সাহেব খাজানা দপ্তরের প্রধান অধ্যক্ষ।

শ্রীযুত দবলিও ও সামন সাহেব বেহার ও বারনসের কমিসন দপ্তরের প্রধান অধ্যক্ষ।

শ্রীযুত সর চার্লস দয়লি সাহেব বেহারের আফিমের অধ্যক্ষ।

শ্রীযুত দবলিও বি মার্টিন সাহেব খাজানা দপ্তরের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ।

শ্রীযুত জি মাওর্স সাহেব আগরার পরমিটের অধ্যক্ষ।

শ্রীযুত সি আর লিঞ্জে সাহেব কলিকাতা পরমিটের অধ্যক্ষ।

শ্রীযুত দবলিও জে হার্দিং সাহেব আলীগড়ের কালেক্টর।

শ্রীযুত জে এম মাক নাব সাহেব কলিকাতার টাকশালের অধ্যক্ষ।

শ্রীযুত এন এম বৌলর্ণন সাহেব আগারার কালেক্টর।

শ্রীযুত জে দূার সাহেব চব্বিশপরগনার নিমকের অধ্যক্ষের পেস্কার।

শ্রীযুত এচ্ ওয়ালটর্স সাহেব চট্টগ্রামের খাজানা ও পরমিটের কালেক্টর।

শ্রীযুত ডি বেল সাহেব সুন্দরবনের অধ্যক্ষ।

শ্রীযুত দবলিও এচ্ বালবী সাহেব জঙ্গল ও সন্নিকৃষ্ট দেশের অধ্যক্ষেরদের দ্বিতীয় সেক্রেটারি ও হিসাবের অধ্যক্ষ।

শ্রীযুত আর্ক রিদ সাহেব হিজলীর নিমকের অধ্যক্ষের পেস্কার।

ইংরেজী বাঙ্গালা অভিধান।

শ্রীযুত ফিলিক্স কেরি সাহেব ও শ্রীযুত রাম কমল সেন কর্ত্তৃক ইংরেজী ও বাঙ্গলা ভাষাতে এক অভিধান তর্জ্জমা হইয়া শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে ছাপা হইতেছে সে পুস্তক ক্ষুদ্র অক্ষরে দুই বালামে কমবেশ হাজার পৃষ্ঠা হইবেক। যে ব্যক্তি সহী করিবেন তিনি পঞ্চাশ টাকাতে পাইবেন তদ্ভিন্ন লোকেরদিগের লইতে হইলে সত্তরি টাকা লাগিবেক যাহারদিগের সহী করিবার বাসনা থাকে তাহারা হিন্দুস্থানীয় প্রেস শ্রীযুত পেরেরা শীলাবের নিকটে কিম্বা মোকাম্মর পর জারে শ্রীযুত ম্যাকর সাহেবে

কিম্বা শ্রীরামপুরের শ্রীযুত ফিলিক্স কেরি সাহেবের নিকটে আপন নাম পাঠাই বেক।

কালেজ।

মোকাম কাশীতে শ্রীশ্রীযুত দনকিন্ সাহেব যে কালেজ বসাইয়াছেন তাহার ব্যয় প্রতিবৎসর বিশ হাজার টাকা বরাওর্দ্দ করিয়া দিয়াছেন। কিছু দিন পরে সে কালেজ শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের অধিকারে আসিয়াছে তদবধি সে অধিক সুখ্যাত হইয়াছে। সে কালেজে পোনর সংপ্রদায় আছে চারি বেদ ৪। বেদান্ত ১। ও মীমাংসা ১। ও সাংখ্য ১। ও ন্যায় ১। ও বৈদ্যক ১। ও স্মৃতি ১। ও কাব্যালঙ্কার ১। ও ব্যাকরণ দুই। গণিত ও জ্যোতিষ দুই সংপ্রদায়। প্রায় এক শত ছাত্র সেখানে আহার পাইয়া অধ্যয়ন করে ও এতদ্ভিন্ন অনেকে স্বং ব্যয় করিয়া অধ্যয়ন করিতেছে। এই রূপ ছাত্র দিনেং বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার মধ্যে দক্ষিণে তৈলঙ্গাবধি উত্তরে নেপাল পর্য্যন্ত তাবৎ দেশীয় ছাত্র বিশেষতো বাঙ্গালি ব্রাহ্মণ ছাত্র অধিক ইস্তক দ্বাদশ বৎসরবয়স্ক লাগাদ অষ্টাদশ বৎসর বয়স্ক বালকেরা অধ্যয়ন করিতে আইসে। যখন বালকেরা আইসে তখন তাহারদিগের ব্যাকরণের পরীক্ষামাত্র লইয়া অধ্যয়নারম্ভ করান যায় এবং তাহার ব্যবস্থা এই যে আরম্ভাবধি দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে তাবৎ বিদ্যাভ্যাস করিতে হইবেক ইহার অধিক কাল কালেজে থাকিতে পারিবেক না। এবং প্রতিবৎসরে চারিবার ক্ষুদ্রং পরীক্ষা হইবেক এবং আং... বার প্রধান পরীক্ষা হইবেক। কালেজ ... প্রধান পরীক্ষা গত জানুআরি মাসের প্রথম দিবসে শ্রীযুত ব্রুক সাহেবের বাটীতে হইয়াছে। তাহাতে কোম্পানীর পলটনীয় সাহেব লোক ও জিলাদার সাহেব লোক ও অন্যং সাহেব লোক অনেক আসিয়াছিলেন তাহাতে প্রথম ব্যাকরণ দুই সংপ্রদায় ও ন্যায় এক। ও মীমাংসা এক। ও বেদান্ত এক। ও স্মৃতি এক সংপ্রদায়ের মধ্যেং দুইং ছাত্র বিচার হইল অধ্যাপকেরা মধ্যস্থ থাকিলেন সাহেব লোকেরা শুনিতে লাগিলেন পাঁচ সংপ্রদায়ের পরীক্ষা হইলে শ্রীযুত কাপ্তান ফ্যাল সাহেব সংস্কৃতজ্ঞ ও নানা রূপে জ্ঞানবান তিনি শুনিয়া তুষ্ট হইয়া সকলকে সাধুবাদ করিলেন ও ওপযুক্ত মত পারিতোষিক দিলেন।

আশ্চর্য্য খুন।

মো° কৃষ্ণনগরের উত্তর ঘুরণী গ্রামের এক ব্রাহ্মণ কলিকাতাহইতে বাটী যাইতেছিল। ১৩ ফাল্গুন সোমবার ওলা মোকামে মধ্যাহ্ন ক্রিয়া সমাপন করিয়া বাটী যাইতেছিল তাহাতে ঘুরণীর পূর্ব্ব পাড়বাড়িয়া গ্রামের আম্র বাগিচার মধ্যে তাহার লিঙ্গ ছেদন করিয়া খুন করিয়া গলায় গামোছা দিয়া আম্রডালে টানাইয়া রাখিয়াছিল। পর দিবস লোকেরা দেখিয়া দারোগার নিকট সমাচার দিল ও জিলার সাহেব লোকেরা আসিয়া ঐ খুনের অনেক তদারক করিতেছেন তাহার কিছু স্থির হয় নাই পশ্চাৎ যে হয় জানা যাইবে।

ডাকাইতি।

মো° নবদ্বীপে এক জন মহাজন কলিকাতাহইতে তাঁবা ও দস্তা এক নৌকা বোঝাই করিয়া নবদ্বীপে আনিতেছিল। ২২ ফাল্গুন রবিবার মো° তেঘরির ঘাটে নৌকা রাখিল রাত্রি এক প্রহর সময়ে চারি নৌকা ডাকাইত আসিয়া ঐ সকল তাঁবা ও দস্তা লুট করিয়া লইল। পরে নৌকাস্থ লোকেরা সোর করিলে তেঘরি ও নবদ্বীপের চৌকীদার ও গ্রাম্য লোক অনেক আইল কিছু পরে দারোগাও আইল তখন ডাকাইতেরা নৌকা লইয়া গঙ্গার পূর্ব্ব পারে আসিয়া তিন নৌকার লোক উঠিয়া পলায়ন করিল। পরে এক নৌকার কতক লোক ঐ তাঁবা দস্তা লইয়া যাইতে বিলম্ব হইল ইহাতে দারোগা আসিয়া সে নৌকার তাবৎ লোককে ধরিয়া বন্ধন করিল এবং তাঁবা দস্তা তাবৎ পাইল। সেই লোকেরা তেঘরি ও গাদখালি ও মহিষগুড়া ও সিকারপুর এই কয় গ্রামের অনেক লোকের নাম লিখিয়া দিয়াছে। সে সকল লোকের তলপ হইয়া কৃষ্ণনগর চালান হইয়াছে আদালতে যে হয় পশ্চাৎ জানা যাইবেক।

অগ্নিদাহ।

২৭ মার্চ মঙ্গলবারে দুই প্রহর রাত্রি সময়ে মোকাম কলিকাতার চৌরঙ্গীর রাস্তার ধারে বিবি ফার্ষ্টের জমীতে বামন বসতিতে অগ্নি লাগিয়া গৃহাদি দগ্ধ হইতে লাগিল তাহাতে তথাকার অধ্যক্ষ শ্রীযুত বিলর সাহেব দশটা দমকল আনিয়া অগ্নি নির্ব্বাণ করিলেন এক বিঘা জমীর মধ্যে ষোলখান গৃহমাত্র দগ্ধ হইল। এ অগ্নি প্রথম শ্রীযুত জর্জ ওয়াট সাহেবের এক চাকরের বাটীতে হইয়াছিল তাহাকে জিজ্ঞাসা করা গেল। তাহাতে সে কহিল যে আমি নিদ্রিত ছিলাম অগ্নিদাহের শব্দ শুনিয়া উঠিয়া দেখিলাম যে আমার গৃহ দগ্ধ হইতেছে যে. হউক

সমাচার দর্পণ।

কিরণে অগ্নি হইল তাহার কিছু নিশ্চয় হইল না।

পর্ব্ব জানান গিয়াছে যে বহুবাজার প্রভৃতি স্থানে অগ্নিদাহ হইয়া অনেক লোকের অনিষ্ট হইয়াছে কিন্তু এই ক্ষণে জানা গেল যে কলিকাতার তাবৎ সাহেব লোকেরা সেই সকল লোকেরদিগের উপকারার্থে চান্দা করিয়া টাকা সঞ্চয় করিতেছেন।

মোকদ্দমা।

শ্রীযুত টাটী সাহেব চৌরঙ্গীতে অনেক খালি স্থান খরিদ করিয়া গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহার নিকটে এক হালালখোরের টাটী পূর্ব্বে হইতে আছে এখন ঐ সাহেব তাহাকে উঠাইবার কারণ নালিশ করিয়াছেন যে এ স্থানে হালালখোরের টাটী থাকিলে অনেক লোকের ব্যামোহ হয়। তাহাতে হালালখোরের উকীল জবাব দিল যে শ্রীযুত টাটী সাহেব টাটীর নামে নালিশ করিয়াছেন কিন্তু যৎকালীন সাহেব স্থান খরিদ করিয়াছেন তৎকালীন এ টাটী না থাকিলে যে মূল্যে খরিদ করিয়াছেন তাহার তিন গুণ মূল্য লাগিত অতএব এ টাটী থাকিলে অনেকের উপকার আছে কেবল সাহেবের অনুপকার বোধ হয়। এই জবাব শুনিয়া বিচারকর্ত্তারা সাহেবকে জবাব দিলেন যে এ টাটী উঠান হইবে না।

অশ্ব।

আরব দেশহইতে ফ্রান্সের বাদশাহের কারণ ছয় ঘোড়া আনিয়াছে তদ্দেশস্থ তাবৎ ঘোড়ার বংশাবলী প্রসিদ্ধ আছে। ঐ ছয় ঘোড়ার যে বংশাবলী লিখিয়াছে তাহার মধ্যে এক ঘোড়া মহম্মদের সোয়ারির ঘোড়ার বংশ সে ঘোড়া যেমত বংশোদ্ভব তদনুরূপ রূপে ও গুণে যুক্ত।

আরব দেশ।

আরবেরদিগের সহিত ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যের ১০ ফিব্রুয়ারি তারিখে যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহা গত সপ্তাহে জানান গিয়াছে। তাহার পর ১৪ তারিখে কাপ্তান পার সাহেব আরবেরদিগের সহিত যুদ্ধ করিলেন তাহাতে সাহেব একাকী পাঁচ জন আরবের সহিত অনেক ক্ষণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং অস্ত্রাঘাতে তাহার শরীর ছিন্নভিন্ন হইয়াছিল পরে অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে আপন লোকেরা আনিয়া অনেক চিকিৎসা করিল কিন্তু দেড় ঘণ্টার পরে তাহার প্রাণবিয়োগ হইল। এ যুদ্ধে আরবীয় সৈন্য এগার জন খুন হইল ও বার জন আঘাতী হইল এবং আরবীয় যে সৈন্য সজীব ধরা গেল তাহারদিগকে শ্রীযুত এমাম সাহেব ফাঁসী দিতে হুকুম করিলেন। আরবীয়েরা ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যের অনেক ঘোড়া কাটিয়াছে।

মৎস্য।

লণ্ডন নগরের নিকটে টেমস নদীতে নাবিকেরা আপনারদিগের নৌকার নোঙ্গর অন্বেষণ করিতেছিল তাহাতে এক জন এক খান মনুষ্যাকৃতি মৎস্য পাইল। পরে চেষ্টা করিতে২ অনেকে অনেক মৎস্য পাইল। তাহার গায়ে যে লিখিত আছে তাহাতে দুই তিন শত বৎসরের প্রস্তুত জ্ঞান হইল কিন্তু লোকেরা ইহার বিশেষ জানিতে অনেক চেষ্টা করিল কেহ কিছু জানিতে পারিল না দুই চারি শত বৎসরের মধ্যে সেখানে কোন জাহাজ ডুবে নাই।

এপ্রিল ফুল।

ইংগ্লণ্ড দেশে এপ্রিল মাসের প্রথম তারিখে সকলকে সকলেই পরস্পর ঠকায় এমত ব্যবহার আছে তাহাতে গত বর্ষের এপ্রিল মাসের প্রথম দিনে এক জন এক চিকিৎসকের নিকটে যাইয়া কহিল যে অমুক বাটীর অমুক বিবি সাহেব বড় পীড়িতা। ইহা শুনিয়া ঐ চিকিৎসক ঔষধি লইয়া ঐ বাটী গিয়া সে বিবি সাহেবকে সুস্থা দেখিয়া কিছু প্রকাশ না করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে এই সময়ে তাঁহার শেকার চিকিৎসককেও ঐ লোকেরা কহিল যে তোমার মুনীব অনেক ঔষধি লইয়া তোমাকে যাইতে কহিয়াছেন। ইহা শুনিয়া সেও যাইতেছিল পথের মধ্যে দুই জন সাক্ষাৎ হইয়া ফিরিয়া ঘরে যায় এই অবকাশে সেই লোক জুতার মেস্ত্রী ও রাজমেস্ত্রী ও দরজী প্রভৃতি ব্যবসায়ী যে২ সকল লোককে দেখিল তাহারদের সাক্ষাতে প্রত্যেকে কহিল যে চিকিৎসক সাহেবের বাটীতে কর্ম্ম হইবেক তোমারদিগকে ডাকিয়াছেন। ইহা শুনিয়া সে সকল লোক চিকিৎসক সাহেবের বাটীতে আসিয়া বসিয়া আছে। পরে চিকিৎসক সাহেব ঘরে আসিয়া তাবৎ লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া বৃত্তান্ত জানিয়া বুঝিলেন যে অদ্য এপ্রিল ফুল ইহাতে আমাকে এইরূপ পরিহাস করিয়াছে।

আশ্চর্য্য সন্তান।

ইংগ্লণ্ড দেশে অবিবাহিতা এক স্ত্রীর গর্ভে এক সন্তান গত আগস্ত মাসে জন্মিয়াছিল সে বালকের দুই মস্তক ও দুই মুখ ও পৃষ্ঠের তিন দাঁড়া এবং অন্য সকল অবয়ব স্বভাবমত ছিল জন্মের পর দুই ঘণ্টা পরে সে মরিল।

চুরি।

ইংগ্লণ্ডে এক জন চোর লবণ গুদামের উপরে ছাত কাটিয়া ঘরে যাইয়া আটা ইশ শের লবণ চুরি করিয়া লইয়া ঐ পথ যাইতেছিল কিন্তু তাহার সঙ্গে যে ঘড়ী ছিল সে ঘড়ী ছাতে লাগিয়া ঐ গুদামে পড়িয়াছিল তাহা চোর জানিতে পারিল না। ও প্রাতঃকালে মহাজন আপন গুদামে যাইয়া দেখিল যে চোরে লবণ লইয়াছে এবং এক ঘড়ী ফেলিয়া গিয়াছে। ইহাতে দেখিল যে লবণহইতে তাহার অধিক মূল্য লাভ হইয়াছে।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী।

৩১ আকটোবর তারিখে ইংগ্লণ্ডের সমাচার আমেরিকা দেশে আসিয়া সেখান হইতে জাহাজদ্বারা নিরাপদ উপস্থিত হইয়া মান্দরাজে আসিয়াছিল সেই সমাচার ডাকে ১৮ মাঘে কলিকাতা পঁহুছিয়াছে তাহাতে জানা গেল যে ইংগ্লণ্ডে শ্রীশ্রীযুত মহারাজের সহিত শ্রীশ্রীমতী রাণীর যে মোকদ্দমা হইতেছিল তাহাতে শ্রীশ্রীমতী রাণীর জয় হইয়া তিনি মুক্তা হইয়াছেন। পরে মহারাজ ভিন্ন তাবৎ রাজসম্পর্কীয় লোক মহারাণীর নিকট আসিয়া আদর কায়দাক্রমে সম্ভ্রম বৃদ্ধি করিল এবং মহারাণীর জামাতা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইল ও নানাপ্রকার আপ্যায়িত করিল।

জাহাজ মারা।

আমেরিকাহইতে ইংগ্লণ্ডে এক জাহাজ আসিতেছিল সে দিবস সন্ধ্যাসময়ে অতিশয় কুজ্ঝটিকা হইল তাহাতে জাহাজস্থ লোকেরা জাহাজের মাস্তুলের উপর এক বাতি জ্বালিয়া দিল পরে অতিশয় বাতাসে জাহাজ অতিবেগে যাইতেছিল এই জাহাজের সম্মুখে এক মৎস্যধরা ক্ষুদ্র জাহাজ ছিল সে জাহাজে দৃষ্টিপাত হইতেং তাহার উপর দিয়া চলিয়া গেল সে জাহাজ লোক সমেত এক কালে সমুদ্রে মগ্ন হইল পরে বড় জাহাজস্থ লোকেরা জাহাজ ফিরাইয়া তোপ করিল ও বাতি জ্বালাইল কিন্তু কাহারো অনুদ্দেশ পাইল না।

হস্তিদন্ত।

স্কটলণ্ড দেশে গত ১৮ জুলাই তারিখে এক খাদ কাটিতেছিল তাহার মধ্যহইতে এক হস্তির দন্ত উঠিল সে দীর্ঘে দেড় হাত এবং আধ হাত বেড় এ অতি আশ্চর্য্য যেহেতুক ইংগ্লণ্ড দেশে হস্তী কখন নাই।

এই মত ইহার পূর্ব্বেও একটা হস্তীর দন্ত পাওয়া গিয়াছিল।

পুরাতন মুদ্রা।

ইংগ্লণ্ড দেশে এক গ্রামের নিকটে এক টাকা পাওয়া গিয়াছে সে টাকা আর্থর বাদশাহের আমলের সেই বাদশাহের নামের আদ্যাক্ষর দুই অক্ষর আর্‌র সেই টাকাতে লিখা আছে এবং তিনি ৫০৮ পাঁচ শত আট ইংরেজী সনে বাদশাহ ছিলেন।

বাজার ভাও।

জিনিস	মোন	খরীদ	বিক্রি
সুপারি	১	৫৬	[illegible]
তেরেণ্ডা তৈল	১	১১	[illegible]
গাছ মরিচ	১	৩৸	[illegible]
নারিকেল তৈল	১	১৩	[illegible]
তুলা বাছোড়া	১	•	•
আদা রঙ্গপুর	১	২৷০	[illegible]
পাটনাই আদা	১	২	[illegible]
চালু পাটনাই	১	[illegible]	[illegible]
পাছড়ি উত্তম	১	[illegible]	[illegible]
পাছড়ি মধ্যম	১	২	[illegible]
মুগী উত্তম	১	•	•
মুগী মধ্যম	১	•	
[illegible]	১	[illegible]	[illegible]
[illegible]	১	[illegible]	[illegible]
পাটনাই [illegible]	১	[illegible]	[illegible]
[illegible]	১	১৷৷	[illegible]
উত্তম [illegible] ঘৃত	১	২১	[illegible]
[illegible] ঘৃত	১	১৬	[illegible]
ভৈসা ঘৃত	১	১৭৷৷	[illegible]
মধ্যম ভৈসা	১	১১৷৷	[illegible]
মোমবাতী	১	৫৭	[illegible]
মিছরি উত্তম	১	১৬	[illegible]
মিছরি মধ্যম	১	১৩	১৪
সোরা উত্তম	১	৫৸০	[illegible]
মধ্যম	১	৫৷০	[illegible]
চিনী কাশীর	১	৯	[illegible]
মধ্যম	১	৮	[illegible]
খার চিনী	১	৩৷০	৪
তেতুল	১	৷৷৶	[illegible]
তামাকু	১	৩	[illegible]
চন্দন	১	১৪	[illegible]

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহেং কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে এক টাকা। যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাঁহার নিকটে কাগজ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবে।

সমাচার দর্পণ

১৫১ সংখ্যা। শনিবার। ৭ এপ্রিল সন ১৮২১ ২৬ চৈত্রসন ১২২৭ ॥

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্ত সমাচারস্য দর্পণে ॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা আট টাকা চৌদ্দ আনা প্রিমিয়ম। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা আট টাকা দশ আনা প্রিমিয়ম।

সপ্তাহের পত্রিকা

৭	এপ্রিল	শনিবার	২৬	চৈত্র
৮	ঐ	রবিবার	২৭	ঐ
৯	ঐ	সোমবার	২৮	ঐ
১০	ঐ	মঙ্গলবার	২৯	ঐ
১১	ঐ	বুধবার	৩০	ঐ
১২	ঐ	বৃহস্পতিবার	১	বৈশাখ
১৩	ঐ	শুক্রবার	২	ঐ

ইস্তাহার।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীরাম নবমী ও সংক্রান্তি ও চড়কের কারণ ইস্তক মঙ্গলবার লাগাএদ বৃহস্পতিবার ১০ ও ১১ ও ১২ মার্চপর্য্যন্ত জেনেরল ট্রেজুরি বন্দ হইবেক।

নোটহারাণ।

গত মার্চ মাসের ইস্তক ২৯ তারিখ লাগাদ ৩১ তারিখের মধ্যে ১৮৩২৮ নম্বরের এক শত টাকার এক বাঙ্ক নোট হারাইয়াছে সে টাকা বাঙ্কে বন্দ হইয়াছে এই নোট যে কেহ সন্ধান পাইবেক সে তখনি কলিকাতার জরনল আপীসে সমাচার দিবেক।

মোকাম কলিকাতার চৌরঙ্গীর রাস্তাতে গত ১৫ মার্চ তারিখে হিন্দুস্থানী বাঙ্কের এই২ নম্বরের নোট হারাইয়াছে সে সকল নোটের টাকা বাঙ্কে বন্দ হইয়াছে যে কোন ব্যক্তি এই সকল নোট পায় তবে সে গবর্ণমেণ্ট গেজেট আপীসে কিম্বা ইণ্ডিয়া গেজেট আপীসে কিম্বা পুলিস আপীসে কিম্বা হিন্দুস্থানী বাঙ্কে দাখিল করিলে এক শত টাকা পারিতোষিক পাইবেক।

নম্বর	টাকা	বাঙ্ক
১৮২১৬	১০০০	হিন্দুস্থানী
১৯০৩৩	৫০০	ঐ
৮৮২৯	২৫০	ঐ
১৮৩৮৩	২৫০	ঐ
১ কেতা	১০০	কমরসল বাঙ্কি
	৫০	ঐ
১ কেতা		
	২১৫০	

সমাচার দর্পণ

শ্রীযুত পামর কোম্পানী।

আগামী ৩০ এপ্রিল তারিখহইতে শ্রীযুত পি মেক্‌ল্যাণ্ড সাহেব পামর কোম্পানীর কুঠী ছাড়িবেন সেই অবধি ঐ কোম্পানীর মধ্যে তাহার দেনা পাওনা থাকিবে না।

শ্রীযুত রিচার্ডসন কোম্পানী।

গত ২৬ মার্চ তারিখহইতে শ্রীযুত এম সে পিংস সাহেব রিচার্ডসন কোম্পানী ত্যাগ করিয়াছেন ঐ কোম্পানীর সহিত তাহার কোন এলাকা নাই।

কোম্পানি বাহাদুর।

শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের এক অধ্যক্ষ সর আলেক্সাণ্ডর আল্লেন সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে অতএব তাহার কর্ম্মে নিযুক্ত হওনের কারণ তিন জন সাহেব উপস্থিত আছেন ইহা পূর্ব্বে ছাপান গিয়াছে। এইক্ষণে তাহার নিশ্চয় সমাচার পাওয়া গেল যে তিন জনের মধ্যে শ্রীযুত এন বি এডমনষ্টন সাহেব তৎকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব।

ইংগ্লণ্ডহইতে যে সমাচারের কাগজ আসিয়াছে তাহাতে জানা গেল যে ইংগ্লণ্ডে এমত জনরব হইয়াছে যে শ্রীশ্রীযুত বর্ত্তমান বড় সাহেব বাঙ্গালাহইতে ইংগ্লণ্ডে যাইবেন এবং ইঁহার পরীবর্ত্তে শ্রীশ্রীযুত লর্ড লদের্দেল সাহেব বাঙ্গালাতে আসিবেন কেহ২ কহে যে শ্রীশ্রীযুত হটিসন সাহেব আসিবেন।

ডাকাইতি।

সমাচার পাওয়া গেল যে মোং করয়গাজী গ্রামে এক কায়স্থের বাটীতে গত ২১ চৈত্র তারিখে রাত্রিতে ডাকাইতি হইয়াছে তাহাতে সেই গৃহস্থের অনেক সম্পত্তি লইয়াছে ও অনেক কাটাকাটি

করিয়াছে এবং ডাকাইতেরদের অনেক ঘাইল হইয়াছে ও ধরা পড়িয়াছে এবং ঐ সকল ডাকাইতেরা নানা সাকীমের অনেক লোকের নাম লিখাইয়া দিয়াছে তাহাতে দারোগারা সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া সেই২ ডাকাইতেরদিগকে ধরিতেছে।

মান্দ্রাজ।

মান্দ্রাজের প্রধান জজ শ্রীযুত জন নিও বোল্ড সাহেব ইংলণ্ডে গিয়াছেন তাহার পরিবর্ত্তে শ্রীযুত সর [illegible] সাহেব বাদশাহের [illegible] মঙ্গলবার তারিখে নিযুক্ত হইয়াছেন।

মহামহাবারুণী।

গত শনিবারে মহামহাবারুণীর যোগে গঙ্গা স্নানে অনেক২ দেশীয় লোক আসিয়াছিল তাহাতে মোকাম বৈদ্যবাটী তে উৎকল দেশীয় অনেক লোক আসিয়াছিল তাহারা অধিক পথ গমনেতে দুর্ব্বল হইয়া অতিশয় প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপেতে উত্তপ্ত জল পান করিয়া ওলাউঠা রোগে অনেক লোক পথে ও মোকাম বৈদ্যবাটীতে মরিয়াছে এবং তদ্দেশস্থ লোকেরা অতিশয় নির্দয় ঐ বৈদ্যবাটীতে যে২ লোকের ওলাউঠা রোগ হইয়াছিল তাহারা অবসন্ন হইলে তাহার সঙ্গী লোকেরা ত্যাগ করিয়া পলাইল। ইহাতে গঙ্গার তীরে যে২ অবসন্ন লোক ছিল তাহার মধ্যে অনেকে জোয়ার সময়ে সজীব গঙ্গা পাইয়াছে। তথাকার দারোগা অনেক লোককে উঠাইয়া ঘোল ও দধিপ্রভৃতি খাওয়াইয়াছিল তাহার মধ্যেও অনেক মরিল কৃচিৎ কেহ২ বাঁচিয়াছে।

মোং ত্রিবেণীতে মহামহাবারুণীতে সেমস্তি লোক মরে ইহার মধ্যে ওলাউঠা রোগে ৩০ ত্রিশ জন ও লোকের চাপাচাপিতে ত্রিশ জন মরে ইহার মধ্যে বৃদ্ধ ৪ চারি জন ও বালক ৭ সাত জন আর শিষ্ট সকলি যুবা। এই সকল লোক প্রায় ওড়্যাপুরবাসী আর২ দেশীয় অল্প। ঐ মোকামে দারোগারা অনেকে আসিয়া তদারক করিয়াছিল কিন্তু কিছুই হইল না কারণ লোকের হটাথে লোক মারা পড়িয়াছে।

অগ্নিদাহ।

গত মঙ্গলবারে মোং সূতানুটিতে দুই প্রহর বেলার সময়ে বাজারে অগ্নি লাগিয়া তাবৎ গঞ্জ গোলা ও বাজার ও জিনিস পত্র দগ্ধ হইয়াছে ইহাতে অনেক২ লোকের অনেক২ ক্ষতি হইয়াছে এবং মনুষ্য ও অনেকগুলি ভস্ম হইয়াছে গরু ও ছাগ মেষ প্রভৃতি অনেক দগ্ধ হইয়াছে।

খুন।

গত শনিবারে রাত্রিতে কলিকাতার সীমার্দ্ধে এক সাহেবের এক সহীস খুন হইয়াছে। প্রাতঃকালে লোকেরা দেখিল যে তাহার মস্তক ভগ্ন ও রক্তেতে শরীর মগ্ন কিন্তু কিপ্রকারে খুন হইল তাহার নিশ্চয় হয় নাই।

সহমরণ।

গত মহাবারুণী যোগে উড়িষ্যা দেশের অনেক লোক গঙ্গাস্নানে আসিয়াছিল তাহার মধ্যে মোং বাঁশবাড়িয়া গ্রামে এক ব্যক্তি আপন স্ত্রী প্রভৃতি পরিজন সমেত রহিয়াছিল দৈবাৎ শনিবারে গঙ্গাস্নান করিয়া সেই রাত্রিতে তাহার পীড়া হইয়া প্রাণ ত্যাগ হইল। পর দিন রবিবার তাহার স্ত্রী সহমরণে যাইতে নিশ্চয় করিয়া ঐ মোকামে গঙ্গাতীরে চারি দিকে চারি হস্ত প্রমাণে এক কুণ্ড কাটাইল ও ঐ কুণ্ড কাষ্ঠ ও চন্দন কাষ্ঠ ও ধুনা ও আর২ সুগন্ধি মসালাতে পূর্ণ করিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিল। পরে ঐ কুণ্ডের অগ্নি অত্যন্ত প্রজ্বলিত হইল দেখিয়া আপন মৃত স্বামির শরীর ঐ প্রজ্বলৎ কুণ্ডে নিক্ষেপ করিল। অনন্তর ঐ স্ত্রী গঙ্গাস্নান করিয়া ও সূর্য্যার্ঘ্য দিয়া এক হাঁড়ী ঘৃত স্কন্ধদেশে করিয়া ঐ অগ্নি কুণ্ডে ঝম্প দিয়া পড়িল এবং তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ হইল তাহার আত্মীয় লোকেরা হরিধ্বনি করিতে লাগিল।

এতাদৃশ সহমরণ ব্যবহার এতদ্দেশে নাই তৎপ্রযুক্ত বিশেষ করিয়া লিখা গেল।

মানিলা ওপ্যান।

মানিলা ওপ্যানের ২১ জানুআরির এক চিটী আসিয়াছে তাহাতে জানা গেল যে সেখানকার যে মালাই লোকেরা পূর্ব্বে কতক সাহেব লোকেরদিগকে খুন করিয়াছিল তাহা পূর্ব্বে জানান গিয়াছে তাহারা এখন স্থির হইয়াছে যেহেতুক সেই অপরাধি লোকেরদের মধ্যে এক জনের ১০ জানুআরি তারিখে প্রাণদণ্ড হইয়াছে এবং যে ফরাসীসের বাটীতে এই লোকেরা খুন করিয়াছিল সেই বাটীর সম্মুখে লোকেরদিগের দর্শনার্থে তাহাকে টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছে এতদ্ভিন্ন অন্য চারি জনেরও ঐ রূপ দণ্ড হইবেক।

জাহাজ ডুবি।

গত আক্টোবর মাসে ইংগ্লণ্ডহইতে

দুই জাহাজ রওয়ানা হইয়া আসিতেছিল এবং নেমুার্ক হইতে তাহারদের এক জাহাজ আসিতেছিল সম্প্রতি গত জানুআরি মাসে এক দিনায় ঝড় হেনের নিকটে ঐ তিন জাহাজ ডুবিয়াছে তাহার সকল লোক রক্ষা পাইয়াছে কিন্তু জিনিস কিছু রক্ষা পায় নাই।

জিনিস আমদানী

ইস্তক ১ জানুআরি লাগাদ ১৮ মার্চ তারিখের মধ্যে মোকাম কলিকাতায় এই সকল জিনিস আমদানী হইয়াছে।

জিনস	মোন
তুলা	১৪৫৪০
চিনি	৪১৬৩৮
রেশম	১৭৬৩
মরিচ	৫২১
ইস্তক ... নীল	৭১১৬৬
লৌহ	১৭৭৭৬
শীশা	৩২৫১
ইস্পাত	৩৯১৯
গড়ন তাঁবা	২৯৩০
গোলমরীচ	১৬১২৫
লবণ	১৭৯৬
সোরা	৫১৮৫০
সুরুট	৩৫২
দেশী সুপারি	৭১১৫
জাহাজী সুপারি	১৮০২
জায়ফল	৮২
বস্ত্র	৯১৬২৮৯ থান

যুদ্ধ।

আরব দেশের মোচা জোয়ার হইতে বোম্বে মোকামে জানুআরির চিঠী আসিয়াছে তাহার সমাচার এখানে পঁহুছিল. তাহাতে জানা গেল যে সেখানকার ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যেরা আরব দেশের মধ্যে গমন করিতে পারে নাই যেহেতুক লওয়াজিম জিনিষ উট ব্যতিরেকে যায় না তাহা সেখানে মিলে নাই ইহাতে অনুমান হয় যে লাগায়েদ ২৫ ফিব্রুআরির মধ্যে সৈন্য সেখানহইতে উঠিতে পারিবে না।

১০ ফিব্রুআরিতে আরবীয় যে এক দল সৈন্য ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যের উপরে আক্রমণ করিয়াছিল সর্ব্ব জানা গিয়াছে তাহারা পাঁচ শত সৈন্যের অধিক ছয় শত সৈন্যের মধ্যে। তাহার মধ্যে এগার জন খুন ও বার জন আঘাতী হইয়াছে আঘাতীর মধ্যে এক জন সরদার ছিল। তাহারদিগের তলওয়ার দুই দিগে ধার ও অতিশয় দীর্ঘ তাহারা দুই হস্তদ্বারা আঘাত করে একং আঘাতে একং অঙ্গচ্ছেদন করিতে পারে। ইংগ্লণ্ডীয় সেনা যুদ্ধে যেং আঘাতী হইয়াছিল যুদ্ধের পর তাহার কতক মরিয়াছে এবং আক্রমণ সময়ে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যের আঠার ঘোড়া নাশ করিয়াছিল। শ্রীযুত কর্নেল সাহেব তিন জন আরবেরদের সহিত অনেক ক্ষণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন পরে তাহারা তলোয়ারদ্বারা তাহার মুখে আঘাত করিল এবং স্কন্ধে এক তলোয়ার আঘাত জঙ্ঘাতে এক তলোয়ার ও পৃষ্ঠে এক বর্শার আঘাত করিয়াছিল। ইহাতে তিনি রক্ষা পাইবেন এমত ভরসা ছিল না কিন্তু এখন ক্রমেং তাহার সকল পীড়া দূর হইয়াছে। কাপ্তান পার সাহেবকে সাত জন আরবীয় লোকে ঘিরিয়া দক্ষিণ পায় আঠার আঘাত করিল এবং অন্যং স্থানে আঘাত করিয়া সর্ব্বাঙ্গে পঁয়ত্রিশ আঘাত করিল তাহাতে তিনি তিন ঘণ্টা পরে মরিলেন। আর দুই সাহেব আঘাতী হইয়াছিলেন কিন্তু তাহারদের প্রাণরক্ষা হইয়াছে এখন মন্দবাতাসে অনেক সৈন্যের পীড়া হইয়াছে এবং অনেক মরিয়াছে।

জাহাজ।

লাগাদ ১ এপ্রিল মোকাম কলিকাতায় বর্ত্তমান জাহাজ।

জাহাজ	সংখ্যা
কোম্পানীর ভাড়ার জাহাজ	৩
ইংগ্লণ্ডীয় সওদাগরের জাহাজ	৫
ভারত সমুদ্রের বানিজ্যের জাহাজ	১৭
আমেরিকায় জাহাজ	২
ফ্রান্সীয় জাহাজ	৫
পোর্ত্তুগীশীয় জাহাজ	২
ব্রানীয় জাহাজ	১
বিক্রী ও ভাড়ার কারণ	২০

গত বর্ষের এ তারিখে ইংগ্লণ্ডীয় সওদাগরি জাহাজ চৌদ্দখান ছিল এ বৎসর পাঁচ খানমাত্র আছে ইহাতে জানা যায় যে ইংগ্লণ্ডের বানিজ্য ন্যূন হইয়াছে।

আশ্চর্য্য সিংহ।

আফ্রিকা দেশে কতক লোক সিকার করিতে বনে গিয়াছিল এক স্থানে দুইটা সিংহের বাচ্চা আসিয়া তাহারদের নিকটে ক্রীড়া করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া ঐ ব্যক্তিরা মনে নিশ্চয় করিল যে এই স্থানে সিংহ ও সিংহস্ত্রী অবশ্য আসিবেক আইলে তাহারদিগকে বধ করিব। এই স্থির করিয়া বন্দুক প্রভৃতি অস্ত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিল এবং ক্ষুধার সময়ে আহারাদি করিতে লাগিল ও কিঞ্চিৎ ভক্ষ্য দ্রব্য সিংহের দুই বাচ্চাকেও দিল তাহারাও ভক্ষণ করিতে লাগিল। এই সময়ে সিংহ ও সিংহী সেই স্থানে হটাৎ আইল। তাহা দেখিয়া ঐ লোকেরা মহাব্যস্ত হইল কিন্তু

সমাচার দর্পণ।

যে আপন দুই বাচ্চাকে খাদ্য দ্রব্য দিয়াছে ও তাহারা খাইতেছে ইহা দেখিয়া ঐ সিংহ ও সিংহী নিশ্চিন্তবনে থাকিল। পরে সিংহী বনের মধ্যে গিয়া একটা মেষ আনিয়া ঐ লোকেরদের পায়ের নিকটে রাখিল। তাহারা ঐ মাংস পাক করিয়া আহার করিল ও সিংহেরদিগকে দিল সিংহেরাও ভক্ষণ করিল। এবং ঐ বন্য সিংহের এমত আশ্চর্য্য স্বভাব দেখিয়া তাহারা ঐ সকল সিংহের উপরে অনুক্রোশ করিল না। পরে ঐ লোকেরা যখন বন হইতে ঘরে যাইতে লাগিল তখন ঐ ক্ষেক সিংহ বনের বাহির হওয়া পর্য্যন্ত তাহারদের সঙ্গেং চলিল পরে তাহারা গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইলে ঐ পশুরা আপন বনে গেল। তদবধি সে লোকেরা নিশ্চয় করিল যে এমত সুন্দর পশু কখনও বধ করিব না।

হিত করিলে বিপরীত।

এক মহাবনের মধ্যে এক ব্যাঘ্র কোন লোককর্ত্তৃক জালদ্বারা বদ্ধ ছিল। দৈবাৎ এক ব্রাহ্মণ যাইতেছিল তাহাকে দেখিয়া ব্যাঘ্র কহিল যে হে বিপ্র আমি বিনতিপূর্ব্বক আমাকে বিপদহইতে মুক্ত কর। দ্বিজ কহিলেন যে তুমি স্বভাবতো হিংস্রক অতি তোমাকে মুক্ত করিলে তুমি আমার হিংসা অবশ্য করিবা। ব্যাঘ্র কহিল যে হে ব্রাহ্মণ তুমি আমাকে মুক্ত কর আমি তোমাকে কদাচ নষ্ট করিব না সত্য করিতেছি। ইহা শুনিয়া সরল স্বভাব ঐ বিপ্র ব্যাঘ্রের বন্ধন খসাইবামাত্র ব্যাঘ্র ব্রাহ্মণের উপরে আক্রমণ করিল। তখন ব্রাহ্মণ কহিল যে তোমার এ কি স্বভাব তুমি সত্য করিয়াছ তৎপ্রযুক্ত আমি তোমার উপকার করিলাম। ব্যাঘ্র উত্তর করিল যে ওরে মূর্খ তোর জ্ঞান নাই যে তুই আমার খাদ্য বস্তু এবং কালের বীর্য্য হিত করিলে বিপরীত হয় অতএব আর মধ্যস্থের নিকটে যাই। ইহা কহিয়া উভয় সম্মতিতে বৃক্ষ ও শৃগালকে মধ্যস্থ মানিয়া উভয় জন প্রথম বৃক্ষের নিকটে গেল। ও তাহাকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিল। তাহাতে বৃক্ষ কহিল যে ব্রাহ্মণকে তুমি অবশ্য নষ্ট করিতে পার যেহেতুক পথ শ্রান্ত লোক প্রথম আমার ছায়াতে বসিয়া শ্রান্তি দূর করে পশ্চাৎ আমারি শাখা পত্র ছেদন করিয়া যায়। ইহাতে ব্যাঘ্র তুষ্ট হইল ব্রাহ্মণ কাতর হইল। পরে ঐ দুই জন এক শৃগালের নিকটে গেল ও তাহাকে সমুদায় বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিল। শৃগাল শুনিয়া উত্তর করিল যে আমি এখানে ইহার কিছুই কহিতে পারি না যে স্থানে তোমারদের বিবাদ হইয়াছে সেই স্থানে চলহ। ইহা শুনিয়া ঐ তিন জন সেই স্থানে গেল এবং চতুর শৃগাল ব্যাঘ্রকে কহিল যে তুমি কিরূপে জালে বদ্ধ ছিলা ও ব্রাহ্মণবা তোমাকে কিরূপে মুক্ত করিল তাহা আমি দেখিলে উভয়ের বিবাদ ভঞ্জন করিতে পারি। ইহা শুনিয়া ঐ নির্ব্বোধ ব্যাঘ্র পূর্ব্বের জালে বদ্ধ হইল। শৃগাল ব্রাহ্মণকে কহিল যে হে ব্রাহ্মণ তুমি এই দুরাত্মা কৃতঘ্ন ব্যাঘ্রকে আরো দৃঢ় বন্ধন করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান কর। ইহা কহিয়া শৃগাল ও ব্রাহ্মণ আপন স্থানে গেল ব্যাঘ্র উচিত ফল পাইয়া বদ্ধ থাকিল।

[illegible]

জিনিস	মোন	[illegible]	পর্য্যন্ত
সুপারি	১	৩৷৵	৩৸৶
কোড়্যা তৈল	১	১৩	২০
গোল মরিচ	১	[illegible]	৪॥
নারিকেল তৈল	১	১৩	১৩॥
তুলা কাছোয়া	১	৯	০
আদা রঙ্গপুর	১	১৷৩	১৸০
পাটনাই আদা	১	১	১৶
চালু পাটনাই	১	১৷৶	॥৴
পাছড়ি উত্তম	১	১৷০	১৷৶
পাছড়ি মধ্যম	১	১	১৶
মুগী উত্তম	১	৪	০
মুগী মধ্যম	১	৩	
বাদাম	১	১৷৶	১॥৶
দুধা গোম	১	১॥	১৷৴
পাটনাই চুট	১	১৶	১৶
অড়হর ডালি	১	১৷৶	১॥
উত্তমগাওয়া ঘৃত	১	১০	২১
মধ্যম ঘৃত	১	১৭	১৮
ভৈসা ঘৃত	১	১৩॥	১৮
মধ্যম ভৈসা	১	১৬॥	৫৭
মোমবাতী	১	৪৭	৭৮
মিছরি উত্তম	১	১৩	০
মিছরি মধ্যম	১	১৭	১৪
কোরা উত্তম	১	৩॥	৯
মধ্যম	১	৪	৫.৶
চিনী কাশীর	১	৯	১০৶
মধ্যম	১	৭৷	৮
খাঁর চিনী	১	৩৷০	৪
তেতুল	১	।৷৶	৪
তামাকু	১	৩	৩
চন্দন	১	১৭	১৬॥০

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহেং কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে এক টাকা। যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদিতাঁহার নিকটে কাগজ পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবে।

সমাচার দর্পণ

১৫২ সংখ্যা। শনিবার। ১৪ এপ্রিল সন ১৮২১। ৩ বৈশাখ সন ১২২৮॥

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। দৃষ্টান্তানিহ কামন্ত সমাচারস্য দর্পণে॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা আট টাকা প্রিমিয়ম। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা সাত টাকা আট আনা প্রিমিয়ম।

সপ্তাহের পত্রিকা

১৪	এপ্রিল	শনিবার	৩	বৈশাখ
১৫	ঐ	রবিবার	৪	ঐ
১৬	ঐ	সোমবার	৫	ঐ
১৭	ঐ	মঙ্গলবার	৬	ঐ
১৮	ঐ	বুধবার	৭	ঐ
১৯	ঐ	বৃহস্পতিবার	৮	ঐ
২০	ঐ	শুক্রবার	৯	ঐ

ইস্তাহার।

অনাই সাকীমের শ্রীমানন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কলিকাতার ইটিতলার জমীদার তাহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে তাহার জমীদারি প্রভৃতি দৌলত যে আছে সে সকল শ্রীযুত রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের নামে ওইল করিয়াছে অতএব সকলকে জানান যাইতেছে যাহার যে দেনা পাওনা থাকে তাহা ঐ রামনারায়ণ মজুমদারকে জানাইবেক।

নুরানাবি।

চন্দ্রনগরের মধ্যে চিতপুর মোকাম যে নুরানাবি নামে এক পারসী দেশীয় লোক বাস করিত তাহার মৃত্যু হইয়াছে তাহার দৌলত শ্রীযুত হামেদ আমীদের হস্তগত হইয়াছে অতএব সকলকে জানান যাইতেছে যে নুরানাবির দেনা ও পাওনা যাহার যে থাকে তাহারা ঐ হামেদ আমীদের নিকট জানাইলে শোধ হইবেক।

সমাচার দর্পণ

রাজকর্ম্ম নিয়োগ।

শ্রীযুত চার্লস কেরি সাহেব শ্রীরামপুরের বাণিজ্য কুঠীর অধ্যক্ষ।

শ্রীশ্রীযুত লার্ড বিশপ।

সমাচার পাওয়া গেল যে শ্রীশ্রীযুত লার্ড বিশপ সাহেব গত মার্চ মাসে যোং বোম্বে পঁহুছিয়াছেন এবং সেখানকার গির্জায় দুই পাদরিদার ইস্তাহার লইয়াছেন।

আশ্চর্য্য চুরি।

বোম্বের নিকটে যোং অহমদাবাদে দুই জন আরমানী লোক এক দালালের নিকট কতক হীরা দেখাইয়া কহিল যে এ হীরা বন্ধক রাখিয়া কিছু টাকা লইব। তাহাতে সেই দালাল তাহারদিগের সহিত এক মহাজনের নিকট যাইয়া ঐ হীরার মূল্য বার হাজার টাকা স্থির করিল। মহাজন এক বৎসরের মেয়াদে ঐ হীরা বন্ধক রাখিয়া সাড়ে আট হাজার টাকা দিল। তাহারা টাকা লইয়া স্বস্থানে গেল কিছু দিন অন্তরে বোম্বের এক লোক তাহার নিকট আসিয়া কথায়ং কহিল যে আমার স্থানে হীরা বন্ধক রাখিয়া এক দুষ্ট লোক টাকা লইয়াছিল পরে শুনা গেল যে সে হীরা মিথ্যা হইয়া গোটা কতক পয়সা হইল। ইহা শুনিয়া সেই মহাজন ভীত হইয়া আপন বাক্স খসাইয়া দেখিল যে হীরা নাই কিন্তু বাক্সের মধ্যে সাতটা পয়সামাত্র আছে পরে সে লোকের অন্বেষণ করিল কিন্তু ঠিকানা হইল না। অনুমান করিল যে যখন হীরা বন্ধক দিতে আনিয়াছিল তখনি একাকৃতি দুইটা বাক্স আনিয়াছিল যে বাক্সে হীরা রাখিয়া মোহর করিল সেই বাক্স বদল করিয়া চোরেরা বাক্স রাখিয়া গিয়াছে।

আশ্চর্য্য ডাকাইতি।

সমাচার পাওয়া গেল যে পূর্ব্ব অঞ্চলে নিকটে এক গ্রামে সম্প্রতি একদিন রাত্রি দণ্ড ছয় কালে পঞ্চাশ জন ডাকাইত ক্রমে২ আসিয়া পঁহুছিল। তাহারদের মধ্যে এক জন পালকিতে সোয়ারি ও ভাগ্যবন্ত লোকের মত তাহার পোশাক। আর দুই তিন জন বক্সী ও মুহুরির মত আকার আর সকল লোক বরকন্দাজ। তাহারা ঐ গ্রামে আসিয়া জাহির করিল যে অমুক গ্রামের দারোগা চোর ধরিবার কারণ আসিয়াছেন এবং গ্রামের গোমাস্তা ও পাইককে ধরিয়া আপনারদের খোরাক প্রভৃতির কারণ অনেক জুলুম করি

তে লাগিল এবং ঐ গ্রামের তাবৎ চৌকীদারকে চোর ধরিবার ছলে ক্রমেং বান্ধিয়া কএদ করিল ইত্যাদি ক্রিয়া করিতেং রাত্রি দুই প্রহর হইল। তখন স্বচ্ছন্দে ঐ গ্রামে ডাকাইতি করিয়া প্রস্থান করিল। চৌকীদারেরা বান্ধা থাকিল তাহারদের নিবারণ আর কে করিতে পারে।

নূতন রাস্তা।

কলিকাতা শহরের যে সংস্থান পূর্ব্বে ছিল তাহাহইতে এইক্ষণে রাস্তা পুষ্করিণী দ্বারা অতিসুন্দর সংস্থান হইতেছে তাহা কোমিটীতে স্থির হইয়া প্রকাশ হইতেছে। এইক্ষণে যে রাস্তা আরম্ভ হইয়াছে সে আলকাআরে আরম্ভ হইয়া ধর্ম্মতলা পর্য্যন্ত মিলিত হইবেক। আরও এক রাস্তা পুরাণা কুঠীর নিকটে শ্রীযুত স্মিথ সাহেবের বংশালের নিকট হইয়া গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত মিলিত হইয়াছে এবং সেইখানে মনোরম এক ঘাট হইয়াছে তাহাতে বাণিজ্য দ্রব্যের আমদানী রপ্তানীতে অনেক সুগম হইবেক। এবং পুরাণা কুঠীর পূর্ব্বে বারিকের নিকট লাল দীঘীর উত্তর পশ্চিম কোণে যে এক প্রাচীন নির্ম্মিত স্তম্ভ ছিল তাহা ভাঙ্গা যাইতেছে তাহার কারণ এই যে পুরাণা কুঠী ভাঙ্গিয়া যে নূতন পরমিট ঘর প্রস্তুত হইয়াছে তাহার শোভা ঐ স্তম্ভের দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে তৎপ্রযুক্ত ঐ স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া পরমিট ঘরের সম্মুখ খোলা করা যাইবেক। এবং ঐ স্তম্ভের প্রস্তরাদি অন্যত্র সংস্থাপিত করা যাইবেক এবং লাল দীঘীর দুই দ্বার আছে আর দক্ষিণ দিকে বড় এক দ্বার হইবেক। এবং মৌলআলী গোরস্থানের দক্ষিণ নবাবের বাগানের উত্তরে যে বাগান ছিল তাহা শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর খরিদ করিয়াছেন সেই বাগান কাটিয়া সেই স্থানে একটা গোয়ালা হইবেক বহুবাজারে যে গোয়ালা ছিল সে গোয়ালা উঠাইয়া দিবেক। সাবেক গোয়ালা ভাঙ্গিবার কারণ এই যে শহরে দুর্গন্ধ না হয়। এই সকল বিবেচনাতে ক্রমেং কলিকাতা শহরের সৌন্দর্য্য হইতেছে ইহাতে অনুমান হয় বিশ পচিশ বৎসরের মধ্যে সমুদায় নূতন হইবেক।

অগ্নিদাহ।

৭ এপ্রিল তারিখ শনিবারে নবাব বাজারে মৌলআলী দরগার দক্ষিণে এক দরজীর বাটীতে প্রথম অগ্নি লাগিয়া জ্বলিতেং অর্দ্ধ দণ্ডের মধ্যে বেণে পুখুরিয়ার বাজারপর্য্যন্ত গেল ইহার মধ্যে তিন চারি শত ঘর দগ্ধ হইল। তাহাতে অনেকের অনেক ক্ষতি হইয়াছে কিন্তু প্রাণী নষ্ট হয় নাই। সে অগ্নির নিকটে এক শুঁড়ির দোকান ও তাহার পশ্চাতে এক তাড়ীর দোকান ছিল তাড়ীর দোকানের দুই ঘর ছাড়া এক ঘরে অগ্নি লাগিয়াছিল সেই সময়ে এক জন সাহেব অনেক হাম্বরাও লোক লইয়া তাড়ীর দোকান ও তাহার নিকটবর্ত্তি দুই ঘর ভাঙ্গিয়া দিল তাহাতে শুঁড়ির দোকান রক্ষা পাইল যদি শুঁড়ির দোকানে অগ্নি লাগিত তবে সরাপের পিপা ফাটিয়া অনেক মনুষ্য মারা পড়িত। কলিকাতার মধ্যে স্থানেং প্রায় প্রতিদিন অগ্নিদাহ হইতেছে।

মোকাম হাবড়ার পশ্চিম ইচাপুর গ্রামে ও চৈত্র বেলা দুই প্রহরের সময়ে এক জন বারুইর বাটীতে অগ্নি লাগিয়াছিল সে অগ্নি নির্ব্বাণ কারণ হাবড়াহইতে ভিষ্টি ও দমকল সমেত অনেক লোক আইল কিন্তু রাস্তার ওত্নীচতাপ্রযুক্ত দমকল গ্রামের মধ্যে যাইতে পারিল না। পরে তাবৎ লোক অতিশয় অগ্নি দেখিয়া গ্রামের মধ্যে যাইয়া ভাণ্ডং ঘরে জল সেচন করিতে লাগিল। ঐ বসতির মধ্যে এক স্ত্রী প্রসূতা হইয়াছিল তাহার সন্তানের নাড়ী ছেদন করিতে সেই সময় এক ধাত্রী আসিয়াছিল ঐ ধাত্রী ঐ অগ্নি দেখিয়া সন্তান লইয়া এক বাঁশ বনে গেল ও প্রসূতা স্ত্রীও সেই সঙ্গে গেল। পরে তাহার ঘরে অগ্নি লাগিয়া ঘর দগ্ধ হইল। সেই স্ত্রীর স্বামী কর্ম্মান্তরে গিয়াছিল সে আসিয়া দেখিল যে ঘর দগ্ধ হইয়াছে। অতএব সে অনুমান করিল যে আমার স্ত্রী পুত্র অগ্নিতে দাহ হইয়াছে ইহাতে সে অনেক রোদন করিয়া ও স্থানেং অন্বেষণ করিয়া বাঁশ বনে আপন স্ত্রী পুত্র পাইয়া সন্তুষ্ট হইল ও সেই বনে এক কুঁড়ে নির্ম্মাণ করিয়া তাহারদিগকে রাখিল।

চুরি।

কলিকাতার উত্তরে কাশীপুরের শ্রীযুত মেজর ফেংফুল সাহেবের বাটীহইতে অনেকং বস্তু চোরে লইয়াছে তাহার মধ্যে ৮০৩১ নম্বরে গ্রে সাহেবের কৃত দোহারা এক স্বর্ণ ঘড়ী লইয়াছে ঐ ঘড়ীর সন্ধান যদি কেহ করিয়া দিতে পারে তবে সে উপযুক্ত বখশীশ পাইবেক এমত ইস্তাহার দিয়াছে।

বামন।

মোং দানাপুরহইতে এক সাহেব লিখিয়াছেন যে গণ্ডক নদীর তীরে ভুগুসরাই গ্রামে শ্রীশঙ্কররাম নামে চল্লিশ বৎসরবয়স্ক দুই হাত ও দুই অঙ্গুলি দীর্ঘ এক খর্ব্ব লোক আছে তাহার দাড়ী উঠে নাই গোঁপমাত্র উঠিয়াছে। কিন্তু ঐ লোক

সুগঠন ও সর্ব্বাঙ্গ সমান এবং উপযুক্ত মস্তক সে লোককে ওজন করিয়া দেখা গেল যে সাড়ে বার শের ওজন হইল।

ওলাউঠা।

সর্ব্বত্রকার সমাচার পাওয়া যাইতেছে যে ওলাউঠা রোগ সর্ব্বত্র অনিবার্য্যরূপে ভ্রমণ করিতেছে কিন্তু কোনং স্থানে বাহুল্যরূপে আর কোনং স্থানে শৈথিল্যরূপে সঞ্চার করিতেছে।

বিনাইবুআলী গড়।

বিনাইবুআলী গড় লইবার উদ্যোগে যে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য আরব দেশে গিয়াছিল তাহারা ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া ১ মার্চ তারিখে সে গড় লইয়াছে। তাহাতে আরবীয়েরা অতিশয় যুদ্ধ করিয়াছিল কিন্তু ঐ যুদ্ধে আরবেরদের এক হাজার সৈন্যের মধ্যে পাঁচ শত সৈন্য নষ্ট ও আঘাতী হইয়াছে তাহার অবশিষ্ট সৈন্য ও তাহারদের স্ত্রী পুত্রাদি সকল সমেত বার শত লোক ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যের হস্তগত হইয়াছে। ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্যের মধ্যে ২৯ মৃত ২০২ সিপাহী আঘাতী। সকল সমেত ২৩১ লোক নষ্ট ও আঘাতী হইয়াছে। সেখানকার অধ্যক্ষ পিতা পুত্র দুই জনকে ইংগ্লণ্ডীয়েরা হস্তগত করিয়া মোং বোম্বে আনিতেছেন।

মৃত্যু।

কলিকাতার মুরগীহাটাতে পারশী দেশীয় এক জন ভাগ্যবান মহাজন সৈয়দ সাদক নামে পঞ্চাশ বৎসরবয়স্ক ছিল সে অতিবিশিষ্ট লোক ও অনেকে তাহার সম্ভ্রম করিত। সম্প্রতি ৭ এপ্রিল শনিবার তাহার মৃত্যু হইয়াছে সে লোকের গোর তাহার নিজ দেশে হইবেক তৎপ্রযুক্ত তাহার মৃত শরীর সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা মসাল্লা করিয়া জাহাজে উঠাইয়া লইয়া গিয়াছে।

বাণিজ্য।

গত সপ্তাহে সংক্রান্তি ও শ্রীরামনবমী ও চড়ক ইত্যাদি প্রতিবন্ধকপ্রযুক্ত বাণিজ্যাদি সকল বন্দ হইয়াছে ইহাতে তুলার কিছু ক্রয় বিক্রয় হয় নাই। মোং মৃজাপুরে তুলার মূল্য সাবেক মত আছে। ভগবান গোলাতে সাবেক মূল্যের উপরে বার আনা অধিক মূল্য হইয়াছে। কাচড়া তুলার মূল্য পৌনে চৌদ্দ ও চৌদ্দ টাকা হইয়াছে। চীন দেশের বাণিজ্যের কারণ কয় গাঁটি ১৪ ।৵ সাড়ে পোনর টাকা মূল্যে খরিদ হইয়াছে।

ইংগ্লণ্ড দেশের লিবরপুল শহরহইতে এক সওদাগর সাহেব মোং কলিকাতাতে আপন অংশীকে সমাচার লিখিয়াছে যে দুই বৎসরের মধ্যে হিন্দুস্থানহইতে তুলা না পাঠায় যেহেতুক আমেরিকাহইতে পাঁচ লক্ষ গাঁটি তুলা ইংগ্লণ্ডে আসিতেছে। এবং গত বৎসরহইতে এক লক্ষ গাঁটি তুলা ইংগ্লণ্ডে অধিক আমদানী হইয়াছে। এবং হিন্দুস্থানের তুলাহইতে আমেরিকা দেশের তুলা অত্যুত্তম। কিন্তু মোং কলিকাতা শহরে দুই চারি দিবসের মধ্যে যে মূল্যে তুলা বিক্রয় হইয়াছে এই সমাচার পূর্ব্বে প্রকাশ হইলে তাহাহইতে অল্প মূল্যে বিক্রয় হইত।

জিনিস রপ্তানী।

মোং কলিকাতাহইতে মার্চ মাসের প্রথম দিন অবধি ৩১ রোজপর্য্যন্ত এইং দ্রব্য বাহিরে গিয়াছে।

তুলা	১৭৩ গাঁইট
চিনী	৩৪৬৭৩ মোন
শোরা	১৪৫০৫ ঐ
আফীম	১৮৭৫ ঐ
চাল	৭০০৪ ঐ
সুঁওই	১৮০০ ঐ
রেসম	১৯৪ ঐ
ভেরণ্ডা তৈল	৪৩ ঐ
গজ দন্ত	১৯ ঐ
গোচর্ম্ম	৬০০ ঐ
নীল কুঠীর মোম	৩১৩৬ ঐ
বস্ত্র	১৯৫৯৯ থান
সাল	৫৫ থান

আমদানী কলিকাতা ইং ঐ লাং ঐ

ধাতু দ্রব্য	তঙ্কা
স্বর্ণ	৫৯৮০০
রুপা	২১৮২৯৪৫

জাহাজ ভাসান।

শ্রীযুত স্কাট কোম্পানীর কারখানার এক জাহাজ গত মঙ্গলবারে মোং বজবজিয়ার নীচেহইতে ভাসিয়াছে।

চুঁচুড়ার সং।

গত সপ্তাহে মোকাম চুঁচুড়াতে অনেকং আশ্চর্য্য সং করিয়াছিল। তাহার মধ্যে শ্রীশ্রীরামজীকে রাজা করিয়াছিল ও শ্রীমতী রাধিকে রাজা করিয়াছিল এবং সুন্দর নৌকাতে নৌকাখণ্ড যাত্রা হইয়াছিল এবং শরৎ কালীন দশভুজা মূর্ত্তি এবং শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধ এইং রূপ অনেক প্রকার সং হইয়াছিল ইহার অধ্যক্ষ চুঁচুড়া শহরবাসী সকল ও কলিকাতাস্থ অনেক কিন্তু দুই ভাগে দুই কর্ম্মকর্ত্তা এক জনের নাম খোঁড়া নবু দ্বিতীয় চোরা নবু। এবৎসর এ সংগা খোঁড়া নবুর জয়,

সমাচার দর্পণ।

সাহেবকে লিখিয়াছেন তাহার বিবরণ এই।

চতুর্থ জর্জ ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ড ও ঐর্লণ্ডের বাদশাহ খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মপালক হেনোবর দেশের বাদশাহ।

শ্রীযুত নবাব আজমজা ওমদতুলওমরা মহম্মদ মুনবরখাঁ বাহাদুর কর্ণাট দেশের নবাব সুবেদার সদুদারচরিত্রেষু।

তোমার পিতা নবাব আজীমদ্দৌলার মৃত্যু সমাচারে বড় খেদিত হইলাম যাঁহার সত্যতা ও সুখ্যাতি গুণেতে আমারদের যথোচিত বিশ্বাস ও প্রীতি ছিল। আমার নিজ পরিজনেরদের ও মৃত্যু হওয়াতে দুঃখী আছি বিশেষত আমার পিতা অল্প দিন আমারদিগকে ত্যাগ করিয়া স্বর্গে আপন সৎ কর্ম্মফল ভোগ করিতেছেন যে সৎ কর্ম্মের স্মরণ শেষ বংশপর্য্যন্ত স্থায়ি। আমি এই শোকে মগ্ন আমার সম দুঃখির দুঃখ আমি জানিতেছি কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান ব্রহ্মের চলনের বিপরীতে চলন বিফল। আমারদের উচিত যে স্বর্গগত পূর্ব্ব পুরুষেরদিগের চলন আদর্শ দৃষ্টিতে চলন। আপনি সিদ্ধ বংশজাত স্বপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন ইহাতে আমার যথোচিত আহ্লাদ। শ্রীযুত সর তামস মনরো সাহেবের কর্ম্মোদ্ধার ক্ষমতাতে মান্দরাজের বড় সাহেবী কর্ম্ম হইয়াছে। তাহাতে যে আপনি আহ্লাদিত হয়েন ইহাতে আমারদের সন্দেহ নাই এবং আমারদিগের মনে নিশ্চয় আছে যে শ্রীযুত বড় সাহেবের সহিত আপনকার যে২ কর্ম্ম উপস্থিত হইবেক তাহাতে যেরূপে আপনকার ভাল হইবেক তিনি সেইমত করিবেন এবং তাহার বুদ্ধি ও তাহার মিত্রতার মধ্যে আপনি থাকিবেন ও তাহার অভিমতে চলিবেন এমত আমারদের ভরসা আছে ও কর্ণাট দেশের নবাব আপনকার পিতার সহিত আমারদের যে মিত্রতা আছে ইহাতে তাহার বন্ধন দৃঢ় হইবে নিশ্চয় জানিবেন। এবং আমারদের এই বাসনা যে বর্ত্তমান সম্ভ্রমযোগ্য পদ ভোগ করিতে অধিক কাল আপনকার শরীর অরোগি থাকে। এবং আপনকার অতিপ্রিয় আত্মীয় জর্জবাদশাহ জানিবেন।

আমারদের রাজধানী বাটী কার্লটিন হৌস সন ১৮২০ সাল ২৯ মে আমারদিগের রাজশাসনের প্রথম বৎসরে চিঠী দেওয়া গেল। ইতি।

জুয়াচুরি।

গত ২৮ চৈত্র তারিখে এক জুয়াচোর বালির হাটখোলার দোকানী এক ময়রার নিকট আসিয়া কহিল যে আমার খানিক চিনী বিক্রী আছে কিন্তু আমি স্পষ্টরূপে বিক্রয় করিতে পারি না। ইহা শুনিয়া ময়রা অন্তঃকরণে কিছু হৃষ্ট হইয়া নমুনা দেখিয়া অর্দ্ধ মূল্যে দাম করিল। পরে রাত্রিতে এক নৌকাতে ঐ ময়রা ঐ চোরকে সঙ্গে করিয়া মধ্যগঙ্গাতে গিয়া ঐ চোরের নৌকার নিকট উপস্থিত হইল। পরে চোর আপন নৌকাতে গিয়া তিন বস্তা দেখাইল ও এক বস্তা খসাইয়া এক প্রদেশহইতে আন্দাজ আধ শের চিনি বাহির করিয়া দেখাইল। ও তিন বস্তাতে ৫ পাঁচ মোন আন্দাজ করিয়া ময়রা ১০ দশ টাকা দিয়া বস্তা আপন নৌকাতে উঠাইয়া ঘাটে আনিয়া দোকানে রাখিল। পর দিবস প্রাতে বস্তা খুলিয়া দেখিল তিন বস্তাতে কেবল মৃত্তিকা ভরা ছিল। তাহা দেখিয়া সকল লোককে জানাইল ও সে লোকের অন্বেষণ করিল কিন্তু পাইল না।

অগ্নিদাহ।

১১ এপ্রিল বুধবার সায়ংকালে মোকাম কলিতার লালবাজারে এক দেবালয়ের সম্মুখে চটের পরদা টাঙ্গান ছিল তাহার নীচে ধূনা পোড়াইতে ঐ অগ্নি চটে লাগিয়া সখা বায়ুসংসর্গে অতিপ্রবল হইয়া অনেক খড়ের ঘর ভস্মসাৎ করিল। পরে শ্রীযুত তিকষ্টা সাহেবের মদের গুদামে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইল তাহার নিকটে জাহাজি গোরা অনেক ছিল তাহারা দেখিয়া আপনং শরীরের বস্ত্র ত্যাগ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে কর্দ্দম মাখিল এবং অগ্নির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গুদামের চাল ভাঙ্গিল পরে দমকল আনাইয়া গোরারদের গায় ও অগ্নিতে জল দিতে লাগিল। তথাপি ঐ সাহেবের অনেক অপচয় হইয়া যে অনুমান হয় পঞ্চাশ হাজার টাকা ক্ষতি হইয়াছে। ঐ অগ্নির নিকটে এক চীনের দোকানে অনেক বারুদের পিপা ছিল দৈবাৎ যদি ঐ অগ্নি নির্ব্বাণ না হইয়া সে বারুদে লাগিত তবে সে অঞ্চল উড়িয়া যাইত ও অনেক গোমনুষ্যাদি ও অন্যং অনেক জীব নাশ হইত। এবং ঐ অগ্নির অতিনিকটে এত বারুদ আছে ইহা জানিলেও ঐ অগ্নি নির্ব্বাণ করণার্থে লোক যাইত না।

প্রাচীন পদ্মপত্র।

মোকাম বর্দ্ধমানে এক অতিপ্রাচীন অনুমান এক শত বৎসরের এক এমারত সম্প্রতি ভাঙ্গা গেল তাহাতে যে কড়িকাষ্ঠ দিয়াছিল তাহার দুই মুড়াতে বান্ধনের মধ্যে পদ্মের পাত জড়াইয়া দিয়াছিল। এত কালের পর সেই কড়ি কাষ্ঠ দেখা গেল যে তাহাতে পদ্মের পাত অদ্যাপি আছে ও কড়ির কিছু অপচয় হয় নাই।

জয়ন্তীপুরের নরবলির জবানবন্দী।

বিতারিখ ১০ এপ্রিল সন ১৮২১ সাল

সমাচার দর্পণ।

মতাবকে ২৯ চৈত্র শন ১২২৭ সাল রোজ মঙ্গলবার রাত্রি সময়ে মচম বক্তায়র ওল দে শেখ জান শাহীন মৌজা তিতর মল মতালক জয়ন্তীপুর বয়ঃক্রম অনুমান ৬০ বৎসর ব্যবসায় কৃষি কর্ম্ম হাজির আইলেক। সওয়াল। সাং তেলিখালের মনু ফৈরাদীকে কি কারণ ধরিয়াছিলা। জবাব। জয়ন্তীপুরের রাজা রামসিংহের ভগিনীপতি ওচন্দ্রবঙ্গাট কোঁওর কালীর নিকটে বলিদান করণার্থে এক জন মনুষ্য ধরিতে আমারদের তিন জনকে পাঠাইয়াছিলেন তাহাতে আমরা অর্থাৎ আলী ও গাজী ও রহিম আসিয়া মনু মুন্সাইকে ধরিয়াছিলাম তাহাতে সে দোহাই ফৈরাদ করিলে মৌজার সকল লোক আসিয়া আমারদিগকে ধরিয়া আনিলেক। সওয়াল। কোঁওর মজকুর কেবল তোমারদিগকে পাঠাইয়াছে কি অন্যং লোককেও পাঠাইয়াছে। জবাব। আমারদের তিন জনকে পাঠাইলেক অন্য কাহাকে পাঠাইল কি না তাহা জানি না। সওয়াল। ইহার পুর্ব্বে কোন লোককে ধরিয়া কোঁওরের নিকট দিয়াছ। জবাব। না। সওয়াল। তোমরা মনুষ্যকে যে ধরিয়া লও ইহাতে কোঁওর মজকুর তোমারদিগকে কিছু দেয়। জবাব। আমরা তাঁহার প্রজা হই যদি আমরা তাঁহার আজ্ঞা না মানি তবে আমারদের প্রাণের রক্ষা নাই অতএব ধরিয়া লই ইহাতে কিছু লাভের সম্ভাবনা আমারদের নাই।

তাহারপর কাপড়ের দুই পোঁটলা যে আসামিআনহইতে পাওয়া গিয়াছিল তাহা দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করা গেল যে তোমরা ইহা দিয়া কি কর্ম্ম করহ। জবাব। মনুষ্যের মুখে টিপে দিয়া তাহার বাক্য রোধ করি। সওয়াল। তোমরা কোঁওরের আজ্ঞাতে মনুষ্য ধরিয়া যে লও তাহা রাজা রামসিংহ জানেন। জবাব। রাজা রামসিংহ তাহা জানে না। সওয়াল। কখনো তোমরা নরবলি দেখিয়াছ। জবাব। বটে দেখিয়াছি সন বৎসন এই কোঁওর নরবলি দেন। সওয়াল। গত সনে কোন দেশীয় মনুষ্য লইয়া নরবলি দিয়াছিল। জবাব। আমি তাহা জানি না। সওয়াল। কত বৎসর কত জনকে বলি দিয়াছে দেখিয়াছ। জবাব। অনুমান দশ বৎসর হইল যে অবধি রামসিংহের ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছে তদবধি নরবলি দেন। সওয়াল। প্রতি বৎসর কত জনকে বলি দেয়। জবাব। ইহার তায়দাদ প্রকৃত কহিতে পারি না। কালী ও জয়ন্তী ও দুর্গা ঠাকুরাণীর নিকট ইং মাহ মাঘ লাং বৈশাখ এই চারি মাসে বলি দেন। সওয়াল। কি প্রকারে বলি দেয়। জবাব। মনুষ্যকে স্নান করাইয়া তাহার গলেতে পুষ্পমালা দিয়া বলি ছেদ দিয়া গোপনেতে বলি দেয়। সওয়াল। তোমাকে কোঁওর কোম্পানির রাজ্যহইতে লোক ধরিয়া নিতে হুকুম দিয়াছে কি না। জবাব। এমত দেশের তাইন আমাকে কহেন নাই যে স্থানে কিম্বা কোম্পানীর দেশ কিম্বা কাছাড় অথবা অন্য স্থানে পাইলে লইয়া যাইব। সওয়াল রাজা রামসিংহ এ বিষয় কিছু মানা করেন। জবাব। রামসিংহ রাজা নিষেধ করেন এবং আপন প্রজা সকলকে আজ্ঞা দিয়াছেন যে যাহারা বলির কারণ লোক ধরে তাহারদিগকে কাটিয়া ফেল। সওয়াল। এই কথা শুনিয়া রামসিংহ কোঁওর মজকুরের উপরে ক্রোধ করেন কি না। জবাব। হাঁ ক্রোধ করেন। সওয়াল। কোঁওর মজকুর কোথায় থাকেন। জবাব। রাজা রামসিংহের এক বাড়ীতে কোঁওর মজকুর থাকেন। সওয়াল। মনুষ্যকে বলি দিয়া কি কর্ম্ম করে। জবাব। আমি শুনিয়াছি যে মনুষ্যের রক্ত দিয়া স্নান করে মাত্র চক্ষুতে দেখি নাই। সওয়াল। রক্ত দিয়া কে স্নান করে। জবাব। কোঁওরের স্ত্রী স্নান করে। সওয়াল। কোঁওরের স্ত্রী বলি দেওনের সময় সাক্ষাৎ হয় কি না। জবাব। বটে সাক্ষাৎ হইয়া থাকে শুনিয়াছি। সওয়াল। তুমি যখন নরবলি দেখিয়াছ তাহাতে কোঁওরের স্ত্রীকে দেখিয়াছিলা কি না। জবাব। দেখি নাই। সওয়াল। তোমরা জানিতে পাও যে কোঁওর মজকুর এই কর্ম্ম আপন ইচ্ছাতে করে কি আপন স্ত্রীর কথা মত। জবাব। কোঁওরীর গর্ভ রক্ষার কারণ দুই জনের পরামর্শে বলি দেন। সওয়াল। তোমরা কত জন খোজ করিতে আসিয়াছ ও তোমারদের সহিত আর কেহ আছে। জবাব। অন্যং লোকেরাও খোজ করিতে আসিয়াছে এইমাত্র কিন্তু তাহারদের নাম কহিতে পারি না ও আমার সঙ্গি গাজী ও রহিম এই তিন জন আসিয়াছি। সওয়াল। অন্যং লোক যে খোজ করিতে আসিয়াছে তাহারদের নাম জানহ। জবাব। আমি তাহারদের নাম জানি না। সওয়াল। কত লোক ধরিবার কারণ তোমারদের প্রতি হুকুম ছিল। জবাব। এক জনকে ধরিতে হুকুম ছিল।

পরে তাহারদের টিপা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করা গেল যে এমত কত টিপা আনিয়াছ আর এই টিপা কে দিয়াছে। জবাব। এই দুই টিপা যে আনিয়াছি তাহা কোঁওর দিয়াছিল। সওয়াল। যখন কোঁওর নর বলি দেয় সে দিবা কি রাত্রি ও সকল লোককে জ্ঞাত করিয়া কি না। জবাব। রাত্রি দিবার নিকাশ নাই যখন তাহার

সমাচার দর্পণ।

ইচ্ছা হয় তখনি গোপনে বলি দেয়। দণ্ড ধ্যান। যদি তোমরা মনুষ্যকে ধরিয়া কো ঠারের নিকট লইতা তবে কোন সময়ে বলি দিত। জবাব। আত্মাতেও ধরিয়া দেই মাত্র কোন সময়ে বলি দেন কহি তে পারি না।

নূতন গির্জাঘর।

মোকাম কলিকাতার ধর্ম্মতলাতে শ্রীযুত টৌনলী সাহেব এক নূতন গির্জাঘর প্রস্তু ত করিয়াছেন সে গির্জা ঘর গত বুধবার খোলা গিয়াছে।

আশ্চর্য্য মৃত্যু।

গত রবিবারে মোকাম শ্রীরামপুরে এক সেকরার ষোড়শ বৎসরবয়স্কা অষ্টম মাস গর্ভিণী এক স্ত্রী মধ্যাহ্ন সময়ে ভো জনাদিকরিয়া উচ্ছিষ্টাদি ত্যাগ করিয়া হস্ত পদাদি প্রক্ষালন করিয়া বাটীর বাহিরহই তে অতিশয় হাসিতেং বাটীর মধ্যে আ ইল। তাহা দেখিয়া তাহার শাশুড়ী জিজ্ঞাসা করিল তাহাতে সে উত্তর করিল না এবং তাহার আরো হাস্যবৃদ্ধি হইল। এইরূপ যে কেহ জিজ্ঞাসা করে কাহাকেও সদুত্তর না করিয়া বহুত্তর করে। এইরূপ কিছু কাল করিয়া পরে কতক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিল। পরে দশ দণ্ড রাত্রি স ময়ে মুখ দিয়াং লাল পড়িয়া তাহার মৃত্যু হইল। তাহার রোগ কেহ নিশ্চয় করিতে পারিল না কেহ কহে ভৌতিক কেহ কহে ডাইনে খাইয়াছিল। কেহ কহে সন্নিপাতিক পূর্ব্ব হইয়াছিল।

আত্মঘাতী।

কলিকাতার বৈদ্যনাথ সরকারের অপ মৃত্যু হইয়াছে তাহার বিষয় গত সোম বারে তজবিজ হইল বৈদ্যনাথ মজকুর অনেক লোকের অনেক টাকা ধারিত এবং আপনি রোগগ্রস্ত ছিল পরিশোধের কোন উপায় না দেখিয়া আপন গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে।

এবং এক মুসলমান ডুবিয়া মরিয়াছিল তাহার বিচারও ঐ দিবস হইল তাহার সাক্ষী কিছু পাওয়া গেল না কিন্তু লোকে রা কহিল যে সে মাতাল ছিল ইহাতে অনুমান হয় যে সে আপনি ডুবিয়া মরি য়াছে।

উপস্থিত বক্তা।

এক সময়ে ফ্রান্স দেশের বাদশাহ রো মের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট এক যুবা পুরুষকে আপন উকীল করিয়া পাঠাইলেন। উকীল ধর্ম্মাধিপের নিকটে গিয়া সাক্ষাৎ করিল ও যথোপযুক্ত স্থানে বসিল। ঐ পু রাতনী ধর্ম্মাধ্যক্ষ রোবিশুদ্ধ যুবা উকীল কে কহিলেন যে তোমার বাদশাহ কি আ মার সহিত উপহাস করেন দেখ যাহার দাড়ী উঠে নাই এমত বালককে আমার নিকটে পাঠাইয়াছেন। ইহা শুনিয়া উকীল উত্তর করিল যে যদি আমার বাদ শাহ জানিতেন যে জ্ঞান ও বিদ্যা সকলি দাড়ীর মধ্যে আছে তবে এক ছাগলকে পাঠাইলেই উপযুক্ত হইত। ইহাতে ধর্ম্মা ধ্যক্ষ আন্তরিক তুষ্ট হইলেন।

বাজার ভাও।

জিনিস	মোন	অবধি	পর্যন্ত
সুপারি	১	৫৩	৫৬৶
ভেরেণ্ডা তৈল	১	১৯	২০
গাছ মরিচ	১	৩॥	৫
নারিকেল তৈল	১	১৩	১৩॥
তুলা কাছোড়া	১	০	০
আদা রঙ্গপুর	১	২।০	২৷৷০
পাটনাই আদা	১	২	২৵
চালু পাটনাই	১	২।৶	২॥
পাছড়ি উত্তম	১	২৶	২/
পাছড়ি মধ্যম	১	২	২৶
বালাম	১	১॥	১॥/
আটা	৪	৪॥	॥/
দুধা গোম	১	১।৶	১।৶
পাটনাই বুট	১	৪/	১৶
অড়হর ডাল	১	১॥	১॥/
মটর	৪	৪	১/
উত্তমগাওয়া ঘৃত	১	২০	২১
মধ্যম ঘৃত	১	১৬	১৮
ভৈসা ঘৃত	১	১৮	১৮॥
মধ্যম ভৈসা	১	১৬॥	১৭
মোমবাতী	১	৫৭	৫৮
মিছরি উত্তম	১	১৬	০
মিছরি মধ্যম	১	১৩	১৪
সোরা উত্তম	১	৫॥	৬
মধ্যম	১	৫	৫।৶
চিনী কাশীর	১	৯।	১০
মধ্যম	১	৭।।০	৮
খার চিনী	১	৩।০	৪
কেতল	১	॥৶	৬
তামাকু	১	২॥	৫।
চন্দন	১	৪৩	১১।

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে এক টাকা। যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকটে কাগজ না পহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাহার নিকটে পাঠান যাইবে।

সমাচার দর্পণ

১৫৪ সংখ্যা। শনিবার। ২৮ এপ্রিল সন ১৮২১। ১৭ বৈশাখ সন ১২২৮॥

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে।

কোম্পানির কাগজ।

১৮১১ ও ১৮১২ সালের কোম্পানির শত করা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা ছয় টাকা প্রিমিয়ম। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা পাঁচ টাকা বার আনা প্রিমিয়ম।

তাহার পশ্চাৎ সনের ঐ সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে বার টাকা বার আনা প্রিমিয়ম বিক্রয় করিতে হইলে দশ টাকা আট আনা প্রিমিয়ম।

সপ্তাহের পত্রিকা।

২৮	এপ্রিল	শনিবার	১৭	বৈশাখ
২৯	ঐ	রবিবার	১৮	ঐ
৩০	ঐ	সোমবার	১৯	ঐ
১	মে	মঙ্গলবার	২০	ঐ
২	ঐ	বুধবার	২১	ঐ
৩	ঐ	বৃহস্পতিবার	২২	ঐ
৪	ঐ	শুক্রবার	২৩	ঐ

বিক্রয়ের ইস্তাহার।

এক বাঙ্গালি বিবির এক দোতালা ঘর তিন বিঘা বাস্তু ও ফলকর সমেত মোং শিবপুরে চান্দপালের ঘাটের সম্মুখে আছে তাহা আগামি ৩ মে বৃহস্পতি বার শ্রীযুত টালা কোম্পানী সাহেবের নিলাম ঘরে বিক্রয় হইবেক সে বাটীর কাগজাত যে দেখিতে বাসনা করেন সেই টালা সাহেবের ঘরে গেলে দেখিতে পাইবেন।

মোং ঘুসড়ীতে যে তুলা চাপার কলঘর আছে সেই কলঘর ও দুই গুদাম আট বিঘা জমী সমেত ৩ মে বৃহস্পতি বার শ্রীযুত টালা কোম্পানীর নিলামে বিক্রয় হইবেক।

ইস্তাহার।

সকলকে সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুত কারাণিং আরাটুন সাহেব মোং কলিকাতার ডোমতলাতে ৫০ নম্বরের ঘরে নিলাম স্থান করিয়াছেন। যাহারং কাটরা জিনিস ও মদ ও ঘোড়া ও গাড়ীপ্রভৃতি বিক্রেয় থাকে তাহারা ঐ স্থানে আনিয়া দিলে বিক্রয় হইবেক এবং বাহিরের লোকেরদিগের যাহার যে জিনিসের আবশ্যক হইবেক ঐ সাহেবকে লিখিলে উত্তম জিনিস অল্প মূল্যে খরিদ করিয়া অতিশীঘ্র সে সকল লোকের নিকটে পাঠাইবেন এবং আপন কমীসন লইবেন।

সমাচার দর্পণ

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

১৬ মার্চ।

শ্রীযুত সি এফ্ ফর্গাসন সাহেব বেহার ও বারানসের বোর্ড কমিসনের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ হইয়াছেন।

১৩ এপ্রিল।

শ্রীযুত অনরবল জে আর এলফিন্স্টন সাহেব কলিকাতার কোর্ট আপীল ও কোর্ট সরকীটের প্রধান জজ।

শ্রীযুত জে সানফর্ড সাহেব পাটনার কোর্ট আপীল ও কোর্ট সরকীটের দ্বিতীয় জজ হইয়াছেন।

শ্রীযুত জে সি মাস্তর সাহেব পাটনার ঐ কর্ম্মের তৃতীয় জজ।

শ্রীযুত দবলিও এম্ ফ্লেমিং সাহেব ঐং কর্ম্মের চতুর্থ জজ।

শ্রীযুত দবলিও লক সাহেব তীরহুতের জজ ও মাজিস্ত্রেৎ হইয়াছেন।

শ্রীযুত এফ মোনিজাক সাহেব মুরশেদাবাদের জজ ও মাজিস্ত্রেৎ।

শ্রীযুত এন মেক্‌লেওড সাহেব বারানসের জজ ও মাজিস্ত্রেৎ।

শ্রীযুত দবলিও লৌদর সাহেব শারনের জজ ও মাজিস্ত্রেৎ।

শ্রীযুত এ জে কলবিন সাহেব এলাহাবাদের জজ ও মাজিস্ত্রেৎ।

শ্রীযুত দবলিউ এ চাল্মর সাহেব জঙ্গল মহলের জজ ও মাজিস্ত্রেৎ।

শ্রীযুত জি ফ্রেঞ্চ সাহেব মৃজাপুরের জজ ও মাজিস্ত্রেৎ।

শ্রীযুত এর টি কথবর্দ সাহেব রামগড়ের জজ ও মাজিস্ত্রেৎ।

শ্রীযুত সার এচ স্কট সাহেব মুরাদাবাদের রেজেষ্টর ও তুল্য জজ ও মাজিস্ত্রেৎ।

শ্রীযুত জে সি ডিক সাহেব মীরটের দ্বিতীয় রেজেষ্টর।

সমাচার দর্পণ।

শ্রীযুত এস গ্রেহাম সাহেব আলীগড়ের জেলা কোর্টের রেজেষ্টর হইয়াছেন।

শ্রীযুত জি এফ ফ্রাঙ্কো সাহেব মীরটের জেলা কোর্টের তৃতীয় রেজেষ্টর হইয়াছেন।

শ্রীযুত জন নিব সাহেব কানপুরের জেলা কোর্টের রেজেষ্টর।

শ্রীযুত এ গ্রোট সাহেব মুরাদাবাদের জেলা কোর্টের দ্বিতীয় রেজেষ্টর।

শ্রীযুত জে দি ব্রৌন সাহেব বারানসের নগর কোর্টের দ্বিতীয় রেজেষ্টর হইয়াছেন।

শ্রীযুত এচ নিস্‌বেট সাহেব মৃজাপুরের জেলা কোর্টের রেজেষ্টর।

শ্রীযুত জে ববলিও টেম্প্লর সাহেব পাটনার নগর কোর্টের রেজেষ্টর।

শ্রীযুত এস বুল্লল সাহেব রাজসহীর জিলা কোর্টের অন্য মাজিস্ত্রেৎ ও রাজসহী ও রঙ্গপুর ও দিনাজপুরের তুল্য মাজিস্ত্রেৎ।

শ্রীযুত দবলিও এ পুঙ্গল সাহেব দিনাজপুরের দ্বিতীয় রেজেষ্টর।

শ্রীযুত টি জি বৈবার্ট সাহেব চব্বিশ পরগনার রেজেষ্টের ও বাগন্ধির তুল্য মাজিস্ত্রেৎ।

শ্রীযুত এচ এস ডাম্‌সন সাহেব মেদিনীপুরের জিলা কোর্টের রেজেষ্টর।

শ্রীযুত সার বার্লো সাহেব নদিয়ার জিলা কোর্টের রেজেষ্টর।

শ্রীযুত নূতন বড় সাহেব।

শ্রীশ্রীযুত লর্ড মদের্লে সাহেব এ দেশের বড় সাহেব হইয়া আসিবেন পূর্ব্বে এমত চালান গিয়াছে। এই ক্ষণে সমাচার জানা গেল যে মহাসভার পরামর্শের সময় উপস্থিত হইলে তিনি কহিলেন যে সকল লোকে কহে বাঙ্গালার বড় সাহেব হইয়া আমি যাইব কিন্তু এ বিষয় আমার মনে কখন ইচ্ছা জন্মে নাই। ইহাতে বোধ হয় যে পূর্ব্বে যে চালান গিয়াছিল সে মিথ্যা হইল।

অনাবৃষ্টি।

মোং সুখসাগরের উত্তর অঞ্চলে বৃষ্টি না হওয়াতে লোকেরদের কৃষিকর্ম্ম ব্যাঘাত হইতেছে। এবং যে২ গ্রাম কোন নদীর নিকটবর্ত্তি নহে সে গ্রামে পুষ্করিণীপ্রভৃতি যে আছে সেও শুষ্ক হইয়া কর্দ্দম শেষ হইয়াছে সেই২ গ্রামের লোকেরা ঐ কর্দ্দম জলপান করাতে অতিকষ্ট পাইতেছে। এবং ঐ প্রদেশে ওলাওঠা রোগেরও অধিক প্রাদুর্ভাব শুনা যাইতেছে ও যেখানে অধিক জল কষ্ট সেখানে অধিক লোক ওলাওঠা রোগে মরিতেছে। ইহাতে লোকে কহে যে ঐ কর্দ্দম জলপানে লোক অধিক মরিতেছে।

ডাকাইতি।

মোং সিংহভূমিতে অনেক দুষ্ট লোক একবাক্য হইয়া গ্রামে২ ডাকাইতি করিতেছিল তাহারদের দৌরাত্ম্যেতে তথাকার লোকেরা অতিশয় ভীত হইয়াছিল। এই সম্বাদ মোং কলিকাতাতে পঁহুছিলে শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেবের সঙ্গী ঘোড়সয়ার এক দল লইয়া শ্রীযুত কাপ্তান পর্ণ্টন সাহেব তাহারদের দমনার্থে সেই মোকামে গিয়াছিলেন। পরে ১৩ এপ্রিল তারিখের পত্রদ্বারা জানা গেল যে কাপ্তান সাহেব আপন পুরসরগ্রামে ঐ ডাকাইতেরদের উপরে আক্রমণ করিয়া পঞ্চাশ ষাটি জনকে কাটিয়া খুন করিয়াছেন। সাহেবের পক্ষে দুই জন ঘোড়সয়ার আঘাতী হইয়াছে আর এক জন সহীস ও এক জন বাঙ্গালি কবিরাজ খুন হইয়াছে এবং চারি ঘোড়া আঘাতী হইয়াছে ও এক ঘোড়া হারাইয়াছে।

মোং করনাল ও দিল্লীর মধ্যে যে রাস্তা আছে তাহাতে অনেক ডাকাইত জমা হইয়াছে। এক দিবস এক সাহেব আপন স্ত্রীপুত্র সঙ্গে করিয়া যাইতেছিল সেই মোকামে সায়ংকাল হইলে সেই রাস্তার নিকটে সাহেব তাম্বু খাড়া করিয়া সেইখানেই রাত্রি থাকিল। পরে অধিক রাত্রি হইলে সকলে নিদ্রিত হইল তখন ঐ ডাকাইতেরা আসিয়া সাহেবের পুত্রের দাইর অলঙ্কার লইবার চেষ্টা করিল এবং তাহার গলা ধরিয়া তাম্বুর বাহিরে লইয়া যাইতেছিল ইতোমধ্যে ঐ দাই সোর করিল। সাহেব তাহা শুনিয়া অতিশীঘ্র উঠিয়া সে স্থানে গেল। সাহেবকে দেখিয়া ডাকাইতেরা পলায়ন করিয়া নিকটস্থ গ্রামের মধ্যে গেল। পর দিবস তদারক করাতে কতক ডাকাইত ধরা পড়িল আর কতক ডাকাইত সে স্থানহইতে পলায়ন করিল।

মুরশেদাবাদ।

মোং মুরশেদাবাদের ২০ এপ্রিল তারিখের পত্রে জানা গেল যে ১৯ এপ্রিল তারিখের বৈকালে অতিশয় মেঘ হইয়া ঝড় বৃষ্টি হইয়াছে এবং কপোতের ডিম্বাকার শিলাবৃষ্টিও অধিক হইয়াছে ইহাতে লোকেরদের অধিক উপকার ও কৃষি কর্ম্ম সুন্দর চলিতেছে তাহাতে সে দেশ স্থির হইয়াছে।

সঙ্কট।

গত সোমবারে বৈকালে মোকাম কলিকাতার গড়ের মাঠের রাস্তাতে যে স্থানে প্রতিদিন সাহেব লোকেরা গাড়ী ও ঘোড়াতে যাতায়াত করেন সেই স্থানে এক গাড়ীতে দুই সাহেব আসিতেছিলেন অন্য এক গাড়ীতে এক সাহেব ও এক বিবী যাইতেছিলেন দৈবাৎ দুই গাড়ীর চাকাতে২ সংলগ্ন হইয়া অতিশয় ধাক্কা লাগিয়া দুই গাড়ী বন্দ হইল সেই ধাক্কাতে দুই গাড়ীর সাহেবেরা আপন২ গাড়ীর সম্মুখে পড়িলেন। তাহা দেখিয়া নিকটস্থ সাহেবেরা আসিয়া ঐ সাহেবেরদিগকে ধরিয়া তুলিলেন কিন্তু কাহারো আত্যন্তিক বেদনা লাগে নাই।

মহামৎস্য।

গত মঙ্গলবারে সন্ধ্যা সময়ে মোকাম কলিকাতার পুলিসের ঘাটে এক ছোকরা জাহাজের চতুর্দ্দিগে সাঁতার দিয়া জলে খেলা করিতেছিল। পরে জাহাজে উঠিবার কারণ জাহাজের রশী ধরিল। ঐ সময়ে এক বৃহৎ মৎস্য তাহার পা ধরিল ও পায়ের মাংস কাটিয়া লইল। ঐ সময়ে এক ডিঙ্গী নৌকা সেখানহইতে যাইতেছিল তাহারা সে ছোকরাকে নৌকাতে উঠাইল। যদি তাহাকে না উঠাইত তবে ঐ মৎস্য ঐ মাংস ভক্ষণ করিয়া পুনর্ব্বার ধরিত। পরে সে যে জাহাজের লোক সেই জাহাজে উঠাইয়া দিল।

জাহাজ ভাসান।

১৬ মার্চ সোমবারে বেলা দুই প্রহর তিন ঘণ্টার সময় মোকাম কলিকাতার শ্রীযুত কিড্ কোম্পানীর কারখানাহইতে এক জাহাজ ভাসিয়াছে তাহা দেখিতে অনেক ভাগ্যবান লোক ও অনেক সাহেব লোক আসিয়াছিলেন তাহাতে অনুমান দুই শত সাহেব লোকেরদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া কিড্ কোম্পানী অতিবড় খানা দিয়াছেন।

হঠাৎ মৃত্যু।

গত মঙ্গলবারে প্রাতঃকালে মোং কলিকাতার পরমিটের ঘাটে সহিসেরা ঘোড়া ধোয়াইতে আনিয়াছিল। তাহাতে এক সহিস আপন ঘোড়ার পশ্চাতে থাকিয়া তাহার গা ধোয়াইতেছিল দৈবাৎ ঐ ঘোড়া ঐ সহিসের পেটে লাথি মারিল তাহাতে সে তখনি মরিল।

চান্দা।

পূর্ব্বে বহুবাজারদিগরে যে অগ্নিদাহ জানান গিয়াছে তাহাতে যে সকল লোকের অপচয় হইয়াছিল তাহার কারণ কতক সাহেব লোকেরা চান্দা করিয়াছিলেন। তাহাতে সাত শত টাকামজুৎ হইয়াছিল ঐ সাহেবেরা সেখানে যাইয়া যাহার যেমত অপচয় হইয়াছে সেই মত বিবেচনা করিয়া টাকা দিয়াছেন।

জন্ম দিবস।

ইংগ্লণ্ডের শ্রীশ্রীযুত বাদশাহের জন্ম দিন গত সোমবার হইয়াছিল তাহাতে মোকাম কলিকাতাতে শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেবের বাটীতে বড় খানা ও নাচ হইয়াছে তাহাতে শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব ও তাঁহার পত্নী ও জজ সাহেবেরা ও বাদশাহের তরফ অন্য২ চাকরেরা ও কোম্পানীর চাকরেরা আসিয়াছিলেন সেই দিবস প্রাতঃকালে ২১ একইশ তোপ হইয়াছিল ও জাহাজে সকল নিশান উঠাইয়া কেহ২ তোপ করিয়াছিল ও গড়ের সকল সৈন্য কাবাজ করিয়াছিল ও বন্দুক ছাড়িয়াছিল।

অজ্ঞাত মৃত।

গত আক্টোবর মাসে ইংগ্লণ্ড দেশে এক বনের মধ্যে এক মনুষ্যের মৃত শরীর পাওয়া গিয়াছিল তখন লোকেরা অনুমান করিয়াছিল ১ সেপ্তম্বর তারিখে সে মরিয়াছে যেহেতুক সেই ব্যক্তি ঐ তারিখে আপনার এই বিবরণ এক জন লোককে কহিয়াছিল যে আমি লণ্ডন নগরে যাইতেছিলাম তাহাতে ব্রিস্টল নগরে অতিথিশালাতে এক দিবস ছিলাম তাহাতে সেখানকার এক লোক জল তপ্ত করিয়া লইয়া অসাবধানে যাইতেছিল দৈবাৎ সেই জল আমার পায়েতে পড়িয়াছিল তৎপ্রযুক্ত সেই ঘা অতিশয় বাড়িয়াছে। পরে ধর্ম্মার্থ চিকিৎসালয়ে ঔষধ চাহিলাম তাহাও পাওয়া গেল না। সে এই বিবরণ কহিয়া ঐ বনের পথে প্রস্থান করিয়াছিল। ইহাতে অনুমান হয় যে সেই ক্ষত রোগে ঐ বনের মধ্যে সে মরিয়াছে। এবং যখন তাহাকে মৃত পাওয়া গেল তখন তাহার সেই ক্ষতের মধ্যে চারি পাঁচটা বড়২ কীট পাইল সেই কীটদ্বারা তাহার মস্তক শূন্য হইয়া মরিয়াছে।

ডাকাইতি।

ইংগ্লণ্ডদেশে এক সাহেব দেশ ভ্রমণ করিতেছিল। হল নগরহইতে তিন ক্রোশ অন্তরে এক স্থানে এক জন ডাকাইত আসিয়া ঐ সাহেবকে ধরিয়া তাহার জেবহইতে ২০ খান মোহর লইল। পরে সাহেব সেখানহইতে এক ক্রোশ চলিয়া এক অতিথিশালাতে থাকিল এবং অতিথি

সমাচার দর্পণ।

শালার অধ্যক্ষকে আত্মবিবরণ সকল কহিল যে চোরে আমার ২০ খান মোহর লইয়াছে তাহার প্রত্যেক মোহরে আমার চিহ্ন আছে অনুমান করি যে সে চোর ধরা যাইতে পারে। পরে সাহেবের আহারাদি হইলে ঐ অতিথিশালাধ্যক্ষ ঐ সাহেবকে কহিল যে তোমার চোর আমি ধরিয়া দিতে পারি আমার এক চাকরের প্রতি আমার সন্দেহ আছে আমি সেই চাকরকে বৈকালে একখান মোহর ভাঙ্গাইতে দিয়াছিলাম পরে রাত্রিতে যখন তুমি আমার এখানে আসিয়া বসিলা তখন সেই চাকর মোহর ভাঙ্গাইতে না পারিয়া তাহা আমাকে ফিরাইয়া দিল। আমি এক জনের টাকা ধারিতাম সে মোহর তাহাকেই দিয়াছি কিন্তু যে মোহর ভাঙ্গাইতে দিয়াছিলাম এ সে মোহর নহে যদি তোমার বৃত্তান্ত আমি আগে শুনিতাম তবে সে মোহর রাখিতাম এবং সে চাকর মদ খাইয়া মাতাল হইয়াছে সে কারণ আমি তাহাকে ঘরে বিদায় করিয়াছি।

পরে দুই জন পরামর্শ স্থির করিয়া সেই চাকরের নিকট যাইয়া তাহাকে নিদ্রিত দেখিল এবং তাহার জেবের মধ্যে হাত দিয়া এক থৈলী সমেত সেই নিশানী ১৯ খান মোহর পাইল। তখন সাহেব দিব্য করিয়া সে সকল মোহর লইল পরে চাকরকে জাগাইয়া সকল কহিল। সেও দিব্য করিয়া কহিল যে আমি মোহর লই নাই। পরে আগামি বিচারের কারণ ঐ চাকরকে জেলখানাতে কয়েদ রাখিল। ঐ চাকরের আত্মীয় লোকেরা তাহাকে নানারূপ কহিল যে আপনি স্বীকার করিলে প্রাণদান পাইবা। সে তাহা কদাচ স্বীকার করিল না। পরে বিচারে সদোষী হইয়া হলনগরে তাহার ফাঁসী হইল কিন্তু সে চাকর মৃত্যুকাল পর্য্যন্তও আপনাকে সদোষী কহিল না। আপনি আপনাকে নির্দোষী কহিতেং ফাঁসীতে মরিল। ঐ বৎসরের মধ্যে ঐ অতিথিশালাতে অন্য এক সাহেব আসিয়াছিল ঐ অধ্যক্ষ তাহার ওপর ডাকাইতি করিয়া ধরা পড়িল। যখন তাহার বিচার হইল তখন আপন পরকাল ভয়ে সত্যরূপ আপনার সকল পাপ প্রকাশ করিয়া কহিল তাহার মধ্যে ঐ চাকরের ফাঁসীর বিষয় কহিল যে আমি ঐ সাহেবের মোহর ডাকাইতি করিয়া লইয়া আপন অতিথিশালাতে আইলাম। এই কালে আমার এক মহাজন আসিয়া ওপস্থিত হইলে ঐ ২০ খান মোহরের মধ্যহইতে একখান মোহর তাহাকে দিয়া বিদায় করিলাম। পরে ঐ সাহেব আসিয়া যখন বিবরণ কহিল ও মোহরের নিশান আছে শুনিলাম তখন আমার অতিশয় ভাবনা হইল ও যে একখান মোহর পর হস্তগত হইয়াছে ইহাতে আমার ধরা পড়নের আটক নাই। এই সকল বিবেচনা করিয়া আপন চাকরের ওপর দোষ দিয়া তাহাকে ফাঁসী দেওয়াইয়াছি। ডাকাইতি করা এক মহাদোষ তাহাহইতেও মহাদোষ করিয়াছি যে নির্দোষী লোকের প্রাণদণ্ড করাইয়াছি। পরে এই সকল বিবরণ শুনিয়া তাহাকে ফাঁসী দিল।

বাজার ভাও।

জিনিস	মোন	অবধি	পর্য্যন্ত
সুপারি	১	৩৸	২৵
ভেরেণ্ডা তৈল	১	১৯	২০
গাছ মরিচ	১	৩৷৷	৫
নারিকেল তৈল	১	১২৷৷	১৩
তুলা কাছোড়া	১	•	•
আদা রঙ্গপুর	১	২৷০	২৷৷০
পাটনাই আদা	১	২	২৵
চাল পাটনাই	১	২৷৵	২৷৷
পাছড়ি উত্তম	১	২৶	৩/
পাছড়ি মধ্যম	১	২	২৵
বাদাম	১	১৷৷	১৷৷/
রাড়ী		১৷৷	১৷৷/
দুধা গোম	১	১৷৷	১৷৶
পাটনাই বুট	১	১/	১/
অড়হর ডালি	১	১৷৷	১৷৷/
মটর	১	১	১/
উত্তমগায়া ঘৃত	১	২০	২১
মধ্যম ঘৃত	১	১৬	১৮
ভৈসা ঘৃত	১	১৮	১৯৷৷
মধ্যম ভৈসা	১	১৬৷৷	১৭
মোমবাতী	১	৫৭	৫৮
মিছরি উত্তম	১	১৬	[illegible]
মিছরি মধ্যম	১	১৩	[illegible]
সোরা উত্তম	১	৫৷৷	[illegible]
মধ্যম	১	৫	৫৵
চিনী কাশীর	১	৯৷	[illegible]
মধ্যম	১	৭৷৷০	[illegible]
খার চিনী	১	৩৷০	[illegible]
তেতুল	১	৷৷৶	[illegible]
তামাকু	১	৩৷৷৵	[illegible]
চন্দন	১	১৬	[illegible]

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহেং কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে এক টাকা যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকটে কাগজ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাহার নিকটে পাঠান যাইবে।

সমাচার দর্পণ

১৫৫ সংখ্যা। শনিবার। ৫ মে সন ১৮২১। ২৪ বৈশাখ সন ১২২৮॥

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে ॥

কোম্পানির কাগজ।

১৮১১ ও ১৮১২ সালের কোম্পানির শত করা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা প্রিমিয়ম। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা প্রিমিয়ম।

তাহার পশ্চাৎ সনের ঐ সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে বার টাকা প্রিমিয়ম বিক্রয় করিতে হইলে এগার টাকা আট আনা প্রিমিয়ম।

সপ্তাহের পত্রিকা।

৫	মে	শনিবার	২৪	বৈশাখ
৬	ঐ	রবিবার	২৫	ঐ
৭	ঐ	সোমবার	২৬	ঐ
৮	ঐ	মঙ্গলবার	২৭	ঐ
৯	ঐ	বুধবার	২৮	ঐ
১০	ঐ	বৃহস্পতিবার	২৯	ঐ
১১	ঐ	শুক্রবার	৩০	ঐ

ইস্তাহার।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে মোকাম শ্রীরামপুরে সেবিংস্ বাঙ্কে যেং লোকের টাকা আছে তাহারা সম্বৎসরের আপনং হিসাব মোকাম কলিকাতা শ্রীযুত আলেক্সান্দর কোম্পানীর বাটীতে গেলে দেখিতে পাইবেক।

সকলকে জানান যাইতেছে যে শ্রীযুত হো। ডেবিডসন কোম্পানীহইতে শ্রীযুত ওয়ালটর ডেবিডসন সাহেবের দেনা পাওনা ৩০ এপ্রিল পর্য্যন্ত বন্দ হইয়াছে।

সকলকে জানান যাইতেছে যে শ্রীযুত বি রণল্ড সাহেব ও শ্রীযুত দবলিও এ লিবিংষ্টন সাহেব শ্রীযুত টালা কোম্পানীর বাটীতে অংশী হইয়াছেন।

এবং শ্রীযুত তামস স্মর্ট সাহেব শ্রীযুত হটন কোম্পানীর এক অংশী হইয়াছেন।

সমাচার দর্পণ

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

১৩ এপ্রিল শ্রীযুত জে ষ্টেনি কোর্ট সাহেব শ্রীহট্টের জিলা কোর্টের রেজেষ্টর।

শ্রীযুত জে আর হাচিন্ সন্ সাহেব জিলা রাজসাহীর কোর্টের রেজেষ্টর হইয়াছেন।

শ্রীযুত আর ওয়র্দ সাহেব চাটগাঁয়ের জিলা কোর্টের রেজেষ্টর।

শ্রীযুত এচ নিরসন সাহেব চব্বিশপরগণার মাজিস্ত্রেতের পেস্কার।

২৩ এপ্রিল শ্রীযুত জর্জ ছোট অর্নি সাহেব কলিকাতার রপ্তানি বাণিজ্যের আপীসের অধ্যক্ষের দ্বিতীয় পেস্কার।

কোম্পানির কাগজ।

১ মে তারিখে শ্রীশ্রীযুত ইস্তাহার দিয়াছেন যে ১৮১১ সালের ৩ জুন তারিখের কাগজের এক নম্বর অবধি দশ হাজার নম্বরপর্য্যন্ত সকল কোম্পানির কাগজের টাকা আগামি ৩১ জুলাই তারিখেতে কোম্পানির ত্রেজুরি ঘরহইতে দেওয়া যাইবেক। যদি কেহ কাগজ দাখিল করিয়া টাকা না লয় তবে তাহার পর তারিখ অবধি তাহার সুদ বন্দ হইবেক।

ঐ তারিখের বিষয়ও শ্রীশ্রীযুত ইস্তাহার দিয়াছেন যে কলিকাতা ও মন্দরাজ ও বোম্বেতে খাজাঞ্চি দপ্তরে কোম্পানির নিমিত্ত টাকা কর্জ করিতে হুকুম হইয়াছে। এবং যদি কেহ সাবেক ১৮১১ সালের কাগজ পুনর্ব্বার কোম্পানির এই নূতন কর্জে দাখিল করিতে বাসনা করে তবে ঐং মোকামের খাজাঞ্চী সাহেবেরা সেই লোককে পুরাতন কাগজ লইয়া নূতন কর্জের খত দিবেন।

কলিকাতার খাজাঞ্চি দপ্তরের অধ্যক্ষ এবং লক্ষ্ণৌ ও দিল্লীর ওকীল এবং কালেক্তর সাহেবেরা এবং কোম্পানির সৈন্যের বক্সীরা এই নূতন কর্জের নিমিত্ত কোম্পানির নামে টাকা হিম্বা ঐ সাবেক সালের নোট লইয়া খত দিবেক কিন্তু টাকা দাখিল করিতে হইলে খতে লিখিত টাকাহইতে শতকরা তিন টাকা অধিক দাখিল করিয়া এক শত টাকার হিসাবে খত পাইবেক। এক হাজারের কমী টাকা কোম্পানি লইবেন না।

এই নূতন কর্জের সুদ শতকরা বৎসরে ছয় টা ।।

এই নূতন কর্জের হিসাব ১৮২২ সালের ৩১ মার্চ তারিখে বন্দ হইবে। সে সময়ে

যত যত প্রত্যেক জন পাইবেক সে সকল খত কলিকাতায় কোম্পানীর খাজাঞ্চি দপ্তরে আনিতে হইবেক এবং ঐ২ খতের বদলে শ্রীযুত কোম্পানীর খাজাঞ্চির অধ্যক্ষ সাহেব কোম্পানীর ধারাবাহিক সুদের কাগজ তাহারদের প্রত্যেক জনকে দিবেন।

এই নূতন কর্জে লখনৌ ও ফরক্কাবাদ ও কাশীর এক শত সাড়ে চারি টাকা কলিকাতার এক শত টাকার তুল্য হিসাবে আসিবেক।

যখন এই কর্জের টাকা শোধ করিতে কোম্পানির বাসনা হইবেক তখন কোম্পানি ষাটি দিন পূর্ব্বে সকলকে খবর দিবেন এবং সে ষাটি দিন গত হইলে তাহার টাকার সুদ বন্দ হইবেক।

স্মরণার্থ স্তম্ভ।

মোকাম কড়িগ্রামে সন ১৮১৮ সালে মহারাষ্ট্রীয়েরদের সহিত যে মহাসংগ্রাম হইয়াছিল তাহাতে ইংগ্লণ্ডীয়েরা জয়প্রাপ্ত হইয়াছেন তদ্বিবরণ স্মরণার্থে মোং বোম্বেতে এক প্রস্তরময় স্তম্ভ হইতেছে তাহার প্রস্তর গত ২৬ মার্চ তারিখে গ্রথিত হইয়াছে। সেই দিবস বৈকালে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার সময়ে সকল সাহেবেরা একত্র হইয়া সেই স্থানে প্রস্থান করিলেন তাঁহারা সেখানে পঁহুছিলে গোলন্দাজেরা বাদ্য করিল ও তোপ দাগিতে লাগিল এবং যে গোরা পল্টনীয় যোদ্ধারা ঐ যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিল তাহারাও বাদ্য করিল ও বন্দুক ছাড়িল এবং যে প্রস্তর প্রথম গাঁথা গেল তাহার মধ্যে এক পিত্তলের পত্রে এই কয় অক্ষর খুদিয়া দিয়াছে যে কড়িগ্রামের যুদ্ধ স্মরণার্থে হিন্দুস্থানের প্রধান বড় সাহেব শ্রীশ্রীযুত মারকুিস অব্ হেষ্টিংস সাহেবের ও বোম্বের বড় সাহেব শ্রীশ্রীযুত মণ্ট ষ্টুয়াট আলফিন্‌ষ্টন সাহেবের আমলে সন ১৮২১ সালে এই স্তম্ভের প্রথম প্রস্তর স্থাপিত হইল। এবং সে প্রস্তরের মধ্যে নানা দেশীয় টাকা ও ছাগলের পরিষ্কৃত চর্ম্মেতে তত্রস্থিত তাবৎ সাহেবেরদের নাম লিখিয়া সেই প্রস্তর শ্রীযুত কর্ণল হসকিসেন সাহেব আপন হস্তে করিয়া নিয়মরূপে স্থাপন করিলেন।

গাজীপুর।

১৮ এপ্রিল তারিখের পত্রে জানা গেল যে মোং গাজীপুরে ১৭ তারিখে দুই জন মনুষ্য রৌদ্রের উত্তাপে পড়িয়া মরিয়াছে তাহারা মরণ কালে অধিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মরিয়াছে তাহারদের শরীর ফুলিয়াছিল ও মৃত্যু হওয়ামাত্র তাহারদের শরীর পচিয়া দুর্গন্ধ হইয়াছিল।

সূর্ত্তি।

১৪ এপ্রিল তারিখে মন্দ্রাজের সূর্ত্তি প্রথম যে উঠিল সে এই২।

১ টিকীট	২০০০০
১ টিকীট	১০০০০
১ টিকীট	৫০০০
৪ টিকীট প্রত্যেক	১০০০
১০ টিকীট প্রত্যেক	৫০০
১১ টিকীট প্রত্যেক	২৫০
১৯ টিকীট প্রত্যেক	১০০

বৃহৎ হস্তী।

দুই বৎসর হইল আমেরিকা দেশীয় জাহাজের এক কাপ্তান সাহেব মোং বোম্বেহইতে এক বৃহৎ হস্তী ক্রয় করিয়া আপন দেশে লইয়া এক ব্যক্তির স্থানে বিক্রয় করিয়াছিল কিন্তু সে হস্তী সে লোকের অনিবার্য্য হইল। তাহা শুনিয়া কাপ্তান সাহেব তাহার উপকারার্থে সেই স্থানে গেল। সেই দিন সে হস্তী লইয়া এক গ্রামহইতে অন্য গ্রামে যাইতে এক নদী পার হইতে হইল। সে নদীর উপরে কাষ্ঠের সাঁকো ছিল।

পরে হস্তীর অগ্রে এক জন সাহেব এক ঘোড়াতে ও এক কাফ্রি লোক এক ঘোড়াতে চড়িয়া সাঁকো প্রায় ছাড়াইয়া সাঁকোর দ্বার খুলিতেছিল এবং হস্তীর পশ্চাতে ঐ কাপ্তান সাহেব ও এক কাফ্রি লোক এক ঘোড়াতে যাইতেছিল। এই সময়ে ঐ সাঁকো ভগ্ন হইয়া পড়িল তাহাতে কাপ্তান সাহেবের ঘোড়া ও কাফ্রির ঘোড়া পড়িয়া তৎক্ষণাৎ মরিল। কাপ্তান সাহেবের পা ভাঙ্গিল ও তাহার মস্তকে অনেক আঘাত লাগিল দুই তিন ঘণ্টার পর সাহেব মরিল ও কাফ্রির এক পা ভাঙ্গিল কবিরাজ কাফ্রির পা কাটিয়া দিয়া তাহাকে বাঁচাইল। হস্তী পড়িলে লোকেরা অনুমান করিল যে হস্তী মরিয়াছে। পর দিবস কপী কলদ্বারা হস্তীকে উঠাইল কিন্তু সে উঠিতে পারিল না তাহার পশ্চাদের পায়ে আঘাত শক্ত লাগিয়াছিল। পরে এক তক্তাতে চাকা লাগাইয়া ১৬ মহিষ দ্বারা টানিয়া লইয়া এক পিলখানাতে রাখিয়া চিকিৎসা করিল কিন্তু সে হস্তী বাঁচিল না। সে সাঁকো ২৯ হাত উচ্চ ছিল।

ওলাউঠা।

কাসুন্দী গ্রামে রামচাঁদ বাঁজা নামে এক গোয়ালার ওলাউঠা হইলে তাহার গোষ্ঠী সমেত ব্যস্ত হইল কিন্তু পরে তাহার স্ত্রীর ওলাউঠা হইল ও দুই জনের চিকিৎসা করিতে২ তাহার পুত্রের ওলাউঠা

হইল ও এই তিন জনের চিকিৎসা হইতেছে ইহার মধ্যে তাহার কন্যার ওলাওঠা হইয়াছে সমাচার লইয়া তাহার জামাতার বাটীহইতে লোক আইল। পরে রামচাঁদ মল্লিক চিকিৎসাদ্বারা তাহার স্ত্রী পুত্র রক্ষা পাইল তাহার কন্যার শেষ সমাচার কিছু পাওয়া যায় নাই।

চট্টগ্রাম।

মোং চট্টগ্রামহইতে ১৩ এপ্রিল তারিখের সমাচার আসিয়াছে তাহাতে জানা গেল যে সেখানে অতিশয় জনরব হইয়াছে যে পল্টনীয় শ্রীযুত ফিসর সাহেব চট্টগ্রামের জমী তদারকের কারণ শ্রীহট্টের সীমাতে গিয়াছিলেন সেখানে কতক ব্রহ্মদেশীয় লোক আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া কাছাড় দেশে কএদ রাখিয়াছে দুই বৎসর হইল ব্রহ্মদেশীয়েরা ছয় হাজার সৈন্য সমেত আসিয়া সে দেশ পরাজিত করিয়া স্বাধীন করিয়াছে যে হওক সেখানকার সাহেব লোকেরা সেই সাহেবের বিষয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়াছে যেহেতুক তদ্দেশীয় বায়ু অতিমন্দ ইহাতে রোগাদি হইতে পারে যদ্যপিও রোগাদি না জন্মে তথাপি ব্রহ্মদেশীয় লোকেরা অতিনির্দ্দয় তাহারা খুন করিতে পারে। কিন্তু ভরসা আছে যে এখানকার রাজশাসনকর্ত্তা সাহেব ব্রহ্মদেশীয় কাছাড়ের অধ্যক্ষকে এই সাহেবের খালাসের কারণ পত্র লিখিয়াছেন ইহাতে ঐ সাহেবকে তাহারা ছাড়িতে পারে যদি না ছাড়ে তবে ইহারা আপন জোরে তাহাকে খালাস করিয়া আনিবেন।

শ্রীযুত লর্ড বিশপ সাহেব।

মোকাম বোম্বেহইতে সমাচার আসিয়াছে যে শ্রীযুত লর্ড বিশপ সাহেব ৯ এপ্রিল তারিখ সোমবার মোকাম বোম্বেহইতে সিংহলদ্বীপের রাজধানী মোকাম কলম্ব নগরে প্রস্থান করিয়াছেন সেখান হইতে কলিকাতা আসিবেন।

শ্রীভোজদেব।

শ্রীভোজদেবের রাজত্বের কীর্ত্তি অনেক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কাব্যাদিতে প্রসিদ্ধা আছে কিন্তু তিনি কোন সময়ে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া এতাদৃশ বহুকালস্থায়ি যশঃপতাকা উড্ডীয়মানা করিয়াছেন তাহার কিছু নিদর্শন না পাওয়াতে সকলের মনে উৎকণ্ঠা আছে এবং এই বিষয়ে অনেকের সন্দেহ আছে।

সে সন্দেহ দূর হইল যে মোং হসিংগাবাদের পূর্ব্ব বিশ ক্রোশ অন্তর নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণ তীরে মোহাজপুর গ্রামে সংপ্রতি এক প্রস্তর মৃত্তিকার মধ্যে পাওয়া গিয়াছে তাহাতে শ্রীভোজরাজের পিতৃব্য মুঞ্জরাজের নাম ও তাহার রাজত্ব করণের সময় নিরূপণ আছে তাহার দ্বারা জানা যায় যে শ্রীভোজদেব আট শত বৎসর হইল তৎপ্রদেশে ধারা নগরীতে রাজত্ব করিয়াছেন।

অগ্রদ্বীপ।

গত বারুণী যোগে মোং অগ্রদ্বীপে বডিলিও নামে এক ফরাশিশ সাহেবের মৃত শরীর পাওয়া গিয়াছিল তাহাতে অনুমান হইল যে বারুণী যোগে অনেক যাত্রিক লোকের মেলা হইয়াছিল তাহাতে দুষ্ট লোকেরা একত্র হইয়া ঐ সাহেবকে মারিয়া থাকিবেক। কিন্তু তাহার কোন নিশ্চয় সমাচার অদ্যাপি জানা যায় নাই।

সমাচার বিলম্ব।

অন্যং বৎসরে এই সময়ে ইংলণ্ডহইতে সমাচার আসিতে এত বিলম্ব প্রায় কখন হয় নাই। অন্যং বৎসর এই কালে সাড়ে তিন মাসে ইংলণ্ডের সমাচার পাওয়া যাইত কিন্তু এই বৎসর ছয় মাস পাঁচ দিন গত হইল তথাপি কোন সমাচার পাওয়া যায় নাই।

আশ্চর্য্য দূরদর্শী।

যখন মরিচ উপদ্বীপ ফরাশিশেরদের অধীন ছিল তখন সেখানে এক জন ফরাশিশ সাহেব ছিল সে ঐ উপদ্বীপের এক উচ্চ পর্ব্বতের উপরে উঠিয়া দেখিত। এবং যত জাহাজ তিন চারি দিনের পথে আসিত তাহা দেখিয়া লোকেরদিগকে কহিত। এবং তাহার তিন চারি দিনের পরে তাহার কথা মত জাহাজ আসিয়া পঁহুছিত এই মত আশ্চর্য্য বিদ্যা ছিল। সেই রূপ দেখিতে অনেকে অনেক চেষ্টা করিত কোনো প্রকারে কেহই কোনো [illegible] জানা করিতে পারিত না এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে কাহাকেও সে বিদ্যা শিক্ষা করাইত না। সেখানকার বাদশাহ তাহাকে অনেক পারিতোষিক দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন কিন্তু সে কোন প্রকারেই তাহার বিষয় কাহাকেও কহিল না কিন্তু সে ব্যক্তি অল্প দিন পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছে সে বিদ্যাও তাহার সহিত লুপ্তা হইয়াছে।

ঝড়।

গত আক্টোবর মাসে ইংলণ্ড দেশে ক্রমে পাঁচ ছয় দিন পর্য্যন্ত অতিশয় ঝড় হইয়াছিল তাহাতে অনেক জাহাজ নাশ হইয়াছে ও অনেক প্রাণিহত্যা হইয়াছে।

সমাচার দর্পণ।

জাহাজ ভাসান।

গত ২৪ আক্টোবর তারিখে ইংলণ্ড দেশের প্লিমোত নগরে ইংলং নামে এক শত কুড়ি তোপের এক জাহাজ ভাসিয়াছে।

ভ্রান্তি।

এক সময়ে সূর্য্য গ্রহণের কালে মোংপারি শ শহরে অনেক লোক তাহা দেখিতে উৎসুক হইল এবং এক সাহেব আপন সারথিকে কহিল যে আমার গাড়ী প্রস্তুত কর আমি সূর্য্য গ্রহণ দেখিতে যাইব। পরে গাড়ী প্রস্তুত হইলে সাহেব গাড়ীতে আরোহণ করিয়া যাইতে লাগিল। অনেক দূর গেলে সারথি জিজ্ঞাসা করিল যে আর কত দূর যাইব। সাহেব উত্তর করিল যে যত নিকটে যাইতে পার তাহা যাও যেহেতুক আমি অনেক দূরের বস্তু দেখিতে ভাল পারি না।

স্বয়ংদোষ প্রকাশ।

ইংলণ্ড দেশে এক লোক অনেক পরিশ্রমে কিছু ধন সঞ্চয় করিয়াছিল তাহার সংসারে এক পুত্র ও এক কন্যামাত্র ছিল। কিছু দিন পরে তাহার পুত্র ঐ ধনাধিকারী শীঘ্র হওনের কারণ পিতার মৃত্যু প্রার্থনা করিত এবং সর্ব্বদা সেই চেষ্টা করিত। এক দিবস ঐ বৃদ্ধের কন্যা কার্য্যক্রমে অন্য কুটুম্বের বাটীতে এক রাত্রি ছিল। সেই রাত্রে ঐ বৃদ্ধ আপন বাটীর কিছু অন্তরে আপন গোশালাতে গোদোহন করিতে গিয়াছিল সেই স্থানে সে খুন হইল। পর দিবস প্রাতঃকালে তাহার কন্যা বাটী আসিয়া দেখিল বাটীতে কেহ নাই। পরে প্রতিবাসীরদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া দুই চারি জন সঙ্গে করিয়া গোশালাতে গেল এবং সেখানে দেখিল যে পিতা খুন হইয়া পড়িয়া আছে। তাহা দেখিয়া তাহার ভ্রাতার প্রতি তাহার সন্দেহ জন্মিল এবং আপন বাটীহইতে গোশালাপর্য্যন্ত ঘাসের উপরে নীহারে পায়ের জুতার চিহ্ন পাইল। পরে তাহার ভ্রাতার পায়ের জুতা আনিয়া সেই চিহ্নের সহিত মিলাইয়া দেখিল যে সে নিশ্চয় মিলিল এবং সেই ভ্রাতার ঘরে যাইয়া অন্বেষণ করিয়া মেজের দেরাজের মধ্যে এক হাতুর পাইল তাহাতে রক্ত চিহ্ন দেখিল যখন আদালতে বিচার হইল তখন এই সকল প্রমাণদ্বারা ঐ বৃদ্ধের পুত্র সদোষ হইয়া তাহার ফাঁসি হুকুম হইল। কিন্তু সে মৃত্যুকাল পর্য্যন্তও কবুল করিল না। কিন্তু চারি বৎসর পরে ঐ মৃত বৃদ্ধের কন্যা রোগগ্রস্তা হইয়া মৃতকল্প হইল তখন সে কহিল যে আমার পিতা ও ভ্রাতার উপর আমার অতিশয় রাগ ছিল তাহাতে তাহারদিগের দুই জনকে খুন করিতে আমার চেষ্টা ছিল আমার পিতা যে সময়ে গোদোহন করিতেছিল সেই সময় আমার ভ্রাতা বাটী ছিল না আমি তাহার জুতা পায় দিয়া যাইয়া হাতুরের আঘাত পিতার মস্তকে মারিয়া হাতুর ভ্রাতার ঘরে মেজের মধ্যে রাখিয়াছিলাম। এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া তাহাকে আদালতে কএদ করিল কিন্তু বিচার হওনের পূর্ব্বে সে পূর্ব্বজাত রোগেই মরিল।

বাজার ভাও।

জিনিস	মোন	অবধি	পর্য্যন্ত
সুপারি	১	৩৫	৩৬৴
ভেরেণ্ডা তৈল	১	১৯	২০
গাছ মরিচ	১	৩॥	৫
নারিকেল তৈল	১	১৩	১৪
তুলা কাছোড়া	১	০	[illegible]
আদা রঙ্গপুর	১	২।০	২॥৴
পাটনাই আদা	১	২	২৵
চাল পাটনাই	১	২।৵	২॥
পাছড়ি উত্তম	১	২৶	[illegible]
পাছড়ি মধ্যম	১	২	[illegible]
বালাম	১	১॥	১॥৴
রাঢ়ী		১॥	১॥৴
দুধা গোম	১	১॥৴	[illegible]
পাটনাই বুট	১	১৴	[illegible]
অড়হড় ডালি	১	১॥৴	১॥৴
মটর	১	১	১৴
উত্তমগাওয়া ঘৃত	১	২০	২১
মধ্যম ঘৃত	১	১৬	১৮
ভৈসা ঘৃত	১	১৮	[illegible]
মধ্যম ভৈসা	১	১৬॥	১৭
মোমবাতী	১	৫৭	[illegible]
মিছরি উত্তম	১	[illegible]	[illegible]
মিছরি মধ্যম	১	[illegible]	[illegible]
সোরা উত্তম	১	৫॥	[illegible]
মধ্যম	১	৫	[illegible]
চিনী কাশীর	১	৯।	[illegible]
মধ্যম	১	৭॥০	[illegible]
খার চিনী	১	৩।০	[illegible]
তেতুল	১	॥৶	[illegible]
তামাকু	১	৩	৫।
চন্দন	১	১১	[illegible]

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে এক টাকা যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকটে কাগজ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাহার নিকটে পাঠান যাইবে।

সমাচার দর্পণ

১৫৩ সংখ্যা। শনিবার। ১২ মে সন ১৮৩২। ৩১ বৈশাখ সন ১২৩৯॥

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্ত সমাচারস্য দর্পণে॥

কোম্পানির কাগজ।

১৮৩১ ও ১৮৩২ সালের কোম্পানির শত করা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা সাড়ে তিন টাকা প্রিমিয়ম। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা চারি আনা প্রিমিয়ম।

তাহার পশ্চাৎ সনের ঐ সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে সাড়ে নয় টাকা প্রিমিয়ম বিক্রয় করিতে হইলে আট টাকা আট আনা প্রিমিয়ম।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

১২	মে	শনিবার	৩১	বৈশাখ
১৩	ঐ	রবিবার	১	জ্যৈষ্ঠ
১৪	ঐ	সোমবার	২	ঐ
১৫	ঐ	মঙ্গলবার	৩	ঐ
১৬	ঐ	বুধবার	৪	ঐ
১৭	ঐ	বৃহস্পতিবার	৫	ঐ
১৮	ঐ	শুক্রবার	৬	ঐ

চুরির ইস্তাহার।

সকলকে জানান যাইতেছে যে মোং কলিকাতার চৌরঙ্গীর পার্ক ষ্ট্রিট রাস্তাতে এক সাহেবের বাটীতে ৩০ এপ্রিল তারিখের রাত্রিতে কএক জন চোর আসিয়া শ্রীযুত স্মিথ সাহেব ও শ্রীযুত সমৃ পি সাহেবকর্ত্তৃক প্রস্তুত এক সুবর্ণ ঘড়ী ও তাহার চাবি ও শ্বেত প্রস্তরে শ্রীযুত জেমিস ওয়াএট সাহেবের নাম পারসী অক্ষরে খোদিত এক মোহর ও লাল প্রস্তরে রচিত এক মোহর এই দুই মোহর সমেত স্বর্ণ জিঞ্জির লইয়াছে। যদি কেহ তাহা অন্বেষণ করিয়া দিতে পারে তবে সে এক শত টাকা বখশীশ পাইবেক।

পাঠশালা।

পশ্চিম দেশের কএক পাঠশালাতে বালকেরদের শিক্ষার জন্যে মুসলমান কিম্বা হিন্দু চারি জন লোক মকরর হইবেক। তাহারা যদি বালকেরদিগকে ইঙ্গরেজী বিদ্যাতে শিক্ষা দিতে পারে তবে তাহারদের অধিক ভাল হইবেক। তত্রকার বালক প্রায় হিন্দু। প্রত্যেক জন বিশ বালকের ন্যূন শিক্ষাইতে পারিবেক না। ইহার দরমাহা প্রভৃতির বিস্তারিত যে কেহ জানিতে বাসনা করেন তিনি মোকাম কলিকাতার জরনেলের সাহেবের নিকটে গেলে বিশেষ জানিতে পারিবেন।

সমাচার দর্পণ

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

৫ মে।

শ্রীযুত করনল পি ব্রাউন সাহেব মোং লখনৌয়ে ইশ্পাএনেয়ের উকীল হইয়াছেন।

সুপ্রীমকোর্ট।

১ জুন শুক্রবার প্রাতঃকালে নয় ঘণ্টার সময়ে মোকাম কলিকাতার সুপ্রীমকোর্টের অদালত খোলা যাইবেক ইহা কলিকাতার সরীফ দপ্তরের অধ্যক্ষ শ্রীযুত জি ওয়ার্ড সাহেব সর্ব্বত্র সমাচার দিয়াছেন।

জনরল ট্রেজুরি।

জনরল ট্রেজুরির অধ্যক্ষ সাহেবেরা আজ্ঞা করিয়াছেন যে বেলা দুই প্রহর তিন ঘণ্টার অধিক হইলে ট্রেজুরি ঘরে টাকা দাখিল হইবেক না এবং সেখানে টাকা পাইবেক না।

পরমিট।

মোকাম কালনারি গঞ্জে পরমিটের এক কাচারি নূতন বসিয়াছে তাহাতে তথাকার মহাজনেরা দুশ্চিন্তা করিয়া মোকাম মজাপুরে জিনিস উঠাইতেছে। ইহাতে বুঝা যায় যে সেখানেও পরমিটের কাচারি বসিবেক।

মরণ।

শ্রীযুত করনল মেকিঞ্জী সাহেব যাঁহা জানা ছিলেন তিনি এই ভারতবর্ষের কোনং স্থানে কিং আছে এবং পূর্ব্ব কালের কোনহ আশ্চর্য্য প্রস্তর পাওয়া যায় এই সকল সঞ্চয় ও তদারক কারণ শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের তরফ নিযুক্ত ছিলেন গত বুধবারে তাঁহার মরণ হইয়াছে।

সমাচার দর্পণ।

নীল।

এই বৎসর অনাবৃষ্টিপ্রযুক্ত প্রায় সর্ব্বত্র নীলের বীজ রোপন করিতে পারে নাই কোন নদীর তীরে সজল স্থলে যে বীজ বপন করিয়াছিল সে নীল প্রায় প্রস্তুত হইয়াছে অন্যত্র বীজ বপনপর্য্যন্ত হইল না। ইহাতে এই বৎসর নীলের অপ্রতুল অতিশয় জ্ঞান হয়।

ডাকাইতি।

গত শনিবারে রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে মোকাম রিসড়ার বাজারে অনুমান বিশ ত্রিশ জন ডাকাইত নৌকা যোগে আসিয়া তীরে উঠিয়া বাজারে পড়িল ও অনেক দোকান লুঠ করিল বিশেষতঃ সাত জন বনিকের দোকানহইতে থান কএক বস্ত্র ও নগদ টাকা ও শিক্কা আধুলী পয়সা প্রভৃতি হাজার টাকা লইল। এবং আরং ময়রার দোকানে চিড়া মুড়কী সন্দেশ প্রভৃতি লইল ও কোনং দোকানের ঝাঁপে কেবল দুই এক বাড়ী মারিয়াছিল। পরে বাজারের পাইকেরা আট জন একত্র হইল কিন্তু ডাকাইতেরদের নিকটে যাইতে পারিল না। ডাকাইতেরা লুঠিত তাবৎ দ্রব্য ও দ্রব্যাদি লইয়া পুনর্ব্বার নৌকারোহণ করিয়া গেল। ইহার পোনের দিন পূর্ব্বেও এইরূপ এক দোকানে পড়িয়া লুঠ করিয়াছিল তাহাতে দারোগা আসিয়া শ্রীযুত জজ সাহেবের নিকটে সমাচার না দিয়া চুপেং রাখিয়াছিল। এবারের ডাকাইতিতেও এইরূপ চেষ্টা করিতেছিল সেই কারণ রিসড়ার কুঠীর সাহেব এই সমাচার জানাইবার কারণ কলিকাতাতে সমাচার দিয়াছেন।

রাহাজানি।

মোকাম বোড়াই গ্রামের অঞ্চলে ব্যাপারিরা মোকাম সিঙ্গুরের হাটে অনুমান হাজার টাকার বস্ত্র খরিদ করিয়া লইয়া দশ বারো জন আপনং বাটীতে আসিতেছিল। সন্ধ্যা সময়ে মাঠের মধ্যে বিশ পচিশ জন ডাকাইত আসিয়া তাহারদিগকে মারি পীঠ করিয়া সে সকল বস্ত্র লইয়া গিয়াছে তাহারদিগকে ধরিবার কারণ অনেক চেষ্টা হইতেছে কিন্তু অদ্যাপি কিছু অনুসন্ধান হয় নাই।

অগ্নিদাহ।

কএক দিবস হইল মোকাম মুরশেদাবাদে অগ্নিদাহ হইয়াছে। তাহাতে এক অন্ধ লোক আপনার একটী ছোট কন্যাকে রক্ষা করিবার নিমিত্তে ঘরে প্রবেশ করিয়া কন্যাকে ক্রোড়ে লইল কিন্তু বাহির হইতে না পারিয়া কন্যাসমেত দগ্ধ হইয়া মরিল।

জাহাজ ভাসান।

গত ৪ মে শুক্রবার মোকাম শালিখার শ্রীযুত মণ্টগোমরি সাহেবের কারখানা হইতে তিন শত টোনের এক জাহাজ ভাসিয়াছে। তাহা দেখিতে অনেকং সাহেব ও বিবি আসিয়াছিলেন। জাহাজ ভাসানের পরে ঐ সাহেব তাহারদিগকে উত্তমরূপে খানা দিয়াছেন এবং নাচ ও গান অনেক হইয়াছে।

হাঙ্গোর।

মোকাম কলিকাতায় বংশালের সম্মুখে এক জাহাজের পার্শ্বে গত ৭ মে সোমবার দুই প্রহর বেলার সময়ে এক ডিঙ্গীর লোক পা ধুইবার কারণ জলে নামিয়া ঐ ডিঙ্গী ধরিয়া পা ধুইতেছিল এই সময়ে এক হাঙ্গোর আসিয়া তাহার এক পা গ্রাস করিল। পরে সে চীৎকার শব্দ করিতে লাগিল। তাহাতে অনেক লোক আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানাটানি করিয়া উঠাইল কিন্তু যে পা গ্রাস করিয়াছিল তাহার ঊরুদেশপর্য্যন্ত সমুদয় কাটিয়া লইয়াছে। সে লোককে তীরে তুলিল। পরে দুই প্রহর তিন ঘণ্টার সময়ে তাহার মৃত্যু হইল সে ব্যক্তি মুসলমান তখন তাহাকে কবর দেওয়া গেল।

পর্ব্বত।

হিমালয় পর্ব্বত সকল পর্ব্বতহইতে উচ্চ এবং অন্যং প্রধান পর্ব্বতও আছে তাহারা সকল এত অন্তরহইতে দৃষ্ট হয়।

পর্ব্বত	ক্রোশ অন্তর
হিমালয়	১১২
আরমাণী দেশে আরারাট	১১০
প্রশান্তসাগরে মৌনারোয়া	৯০
দক্ষিণামেরিকা চিম্বরাজো	৮০
আতলান্তিক সাগরে টেনেরিফ	৬৭৷৷
আফ্রিকার নিকট আজোরিস	৬৩
আফ্রিকা দেশে আথস্	৫০
সিংহলদ্বীপে আদমের পর্ব্বত	৪৭৷৷
ডেলিচেরি	৪৭
সুমাত্র উপদ্বীপে সোনা	৩৪৷৷
সুমাত্রার নিকট পুলুপাবা	৩৭৷৷
কুমারী অন্তরীপে ১ পর্ব্বত	৩৬৷৷
পুলোপিনাঙ্গ উপদ্বীপে ১ পর্ব্বত	২৩৷৷

আশীর গড়।

মোকাম আশীর গড়হইতে ১৮ এপ্রিল তারিখের পত্রে জানা গেল যে শেখ দুল্লা নামে এক ব্যক্তি আশীর গড়ের নিকটস্থ দেশ লুঠ করিবার কারণ ভ্রমণ করিতেছে। মধ্যে দশ বার দিন হইল

মোং বুড়াহানপুরহইতে ইঙ্গলণ্ডীয় সৈন্যের এক জন ঘোড়সওয়ার মোং আশীরগড় যাইতেছিল পথে তাহাকে ধরিয়া ঐ শেখ দুল্লা দুই তিন বর্সার খোঁচা মারিল ও কহিল যে আশীরগড়ের ইঙ্গলণ্ডীয় সাহেবেরদিগকে আমার সেলাম দিও। সে এমত সাহসী ও অকুতোভয়। অতএব তাহাকে ধরিবার কারণ ও তন্নিকটস্থ গ্রাম রক্ষা করিবার কারণ আশীরগড়ের এক দল পদাতিক সৈন্য বুড়াহানপুরের নিকটে আছে কিন্তু তাহারা তাহার উপায় কিছুই করিতে পারে না যেহেতুক বিপক্ষেরা ঘোড়সওয়ার ইহারা কেবল পদাতিক সৈন্যদ্বারা কি করিতে পারে।

কেন্দুয়া।

মোকাম কানপুরহইতে ১০ এপ্রিলে এক সাহেব পত্র লিখিয়াছেন যে সেখানে অতিশয় কেন্দুয়ার ভয় হইয়াছে যেহেতুক কোন এমন এক রাত্রি নাই যাহাতে দুই তিন বালককে কেন্দুয়ায় না লইয়া যায় বিশেষত এই সকল বালকের মধ্যে অধিক অতিক্ষুদ্র বালক এবং কতক চারি পাঁচ বৎসর বয়স্কও আছে। তন্নিবারণ অতিসুকঠিন হইয়াছে যেহেতুক প্রাচীর বেষ্টিত বাটীর মধ্যে অনায়াসে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া পড়িয়া বালক লইয়া যায়। এই নিমিত্তে সেখানকার পল্টনে এই একটা নিয়ম হইয়াছে যে যে লোক কেন্দুয়া মারিতে পারিবে সে লোক প্রত্যেক কেন্দুয়ার কারণ চারি টাকা বখশীশ পাইবে। ইহাতে তিন চারিটা কেন্দুয়া মারা গিয়াছে কিন্তু তথাচ কিছু ন্যূন হয় নাই। এই নিমিত্তে ঐ সাহেব এখানে পত্র লিখিয়াছেন যে এখানহইতে যদি রাজশাসকেরা কোনো উপায় করিয়া ঐ ভয় নিবারণ করিতে পারেন।

বজ্রাঘাত।

গত ৮ মে ২৭ বৈশাখ মঙ্গলবার বৈকালে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার সময়ে মেঘারম্ভ হইয়া বৃষ্টি হইতে লাগিল তাহাতে মোং নবাবগঞ্জের কোম্পানির বারুদখানার বাটীর এক ঘরে বজ্রপাত হইয়া সেখানকার চারি জন লোক খুন হইয়াছে। ঐ বজ্রপাত যদি পাকা বারুদের ঘরে হইত তবে অনুমান করি যে সে অঞ্চল বিনাশ প্রাপ্ত হইত কিন্তু রক্ষার হেতু এই যে কাঁচা বারুদের ঘরে বজ্রপাত হইয়াছিল।

এবং ঐ বজ্রপাতের পর অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত বৃষ্টি সমকালীন উষ্ণ বায়ু তৎপ্রদেশের দুই তিন ক্রোশপর্য্যন্ত সর্ব্বত্র অনুভব হইল। তাহার কারণ কেহ২ অনুমান করেন যে দিগ্দাহ হইয়াছে এবং কেহ কহেন যে ঐ বজ্রপাতের উত্তাপে বায়ুর উষ্ণতানুভব হইল। কেহ২ কহেন যে অনেক দিনের পর বৃষ্টি হওয়াতে পৃথিবীর উত্তাপপ্রযুক্ত বায়ু উত্তপ্ত হইয়াছে।

এবং তৎপর দিবসে রাত্রি দশ ঘড়ীর সময়েও কিঞ্চিৎ মেঘারম্ভ হইয়া বিন্দুপাত হইতেই সেইরূপ উষ্ণ বায়ু এক ঘণ্টাপর্য্যন্ত বহিল তাহাতে সকলের ব্যামোহ বোধ হইল ইহার নিশ্চয় কারণ জানা গেল না।

দুই দিবসই এই অঞ্চলের লোকেরা বায়ুর উত্তপ্ততা অনুভব করিয়াছে কিন্তু অন্যত্র কিরূপ হইয়াছে তাহা জানা যায় নাই।

এবং ঐ দিনে সন্ধ্যাকালে মোকাম কলিকাতার চৌরঙ্গীর ক্যামাক স্ত্রিট্ গলিতে এক পাকা ঘরে বজ্রাঘাত হইয়াছে। কিন্তু সে বজ্র গৃহভেদ না করিয়া বাহিরের চুনকাম ভেদ করিয়া দ্বারের কপাট ও চৌকাট ও গেলাস দগ্ধ করিল। এক স্ত্রী সেই ঘরে ছিল তাহার শরীরে অল্প উত্তাপ বোধ হইয়াছিল কিন্তু বাঁচিয়াছে আর কিছু ক্ষতি হয় নাই।

ভূমিকম্প।

গত জুলাই মাসে জর্ম্মানী দেশে [illegible] নগরে অতিশয় ভূকম্প হইয়াছে কিন্তু ইহার আশ্চর্য্য এই যে পূর্ব্বে সন ১৬[illegible] সালে ঐ তারিখে অতিশয় ভূকম্প হ[illegible] লোকেরদিগের অনেক অপচয় হইয়াছিল তাহাতে তদবধি লোকেরা ঐ দিনে ভূমিকম্প বারণার্থে গির্জা ঘরে প্রার্থনা [illegible] তাহাতে এ বৎসরেও সেই দিন গির্জা ঘরে যখন লোকেরা ঐ ভূমিকম্প [illegible]র্থ প্রার্থনা করিতেছিল তখনি ভূকম্প হইল।

বামন।

লাপ্লাণ্ড দেশহইতে এক খর্ব্ব পুরুষ ও এক খর্ব্ব স্ত্রী ফ্রান্স দেশের এক নগরে আসিয়াছে সে পুরুষ বিয়াল্লিশ বৎসরবয়স্ক ও দুই হাত দীর্ঘ ও তাহার ভগিনী [illegible] বৎসরবয়স্কা ও দুই হাতহইতে কিছু ন্যূন দীর্ঘা তাহারদের অঙ্গ সৌষ্ঠব সমান তাহারা ইতালী দেশের ভাষা অতি[illegible] কহে।

দক্ষিণামেরিকা।

কলিকাতাহইতে এক বাণিজ্যের জাহাজ দক্ষিণামেরিকার এক নগরে [illegible] ছিল ঐ জাহাজে পারকিন্স সাহেব [illegible] মাস্তা ছিলেন তাহাতে জাহাজের [illegible] পাইবার কারণ ঐ নগরস্থ পাঁচ জন [illegible] কে সাহেবকে খুন করিল এই পাঁচ জ[illegible] মধ্যে এক জন ছয় দিবস পূর্ব্বে এই [illegible] নাতে ঐ সাহেবের নিকট চাকর [illegible]

সমাচার দর্পণ।

ছিল রাত্রে শয়নের সময়ে ঐ চাকর সাহেবের পায়ের জুতা খুলিতেছিল সেই সময়ে অন্য চারি জন আসিয়া এককালে সাহেবের ওপরে পড়িয়া খুন করিল। ঐ সাহেবের পেস্কার সাহেব অন্য কুঠরীতে ছিল তাহাকে খুন করিতে উদ্যত হইয়া গিয়া দেখিল যে দ্বারের চাবি বন্ধ আছে। তাহাতে চাবি চাহিল সাহেব চাবি দিল না অন্য লোকে জানিবার ভয়ে দ্বার ভাঙ্গিল না। পরে মৃত সাহেবের ঘরে দুই ঘণ্টা থাকিয়া লুট করিয়া যেং ধন পাইল তাহা লইয়া গেল। পরে অন্বেষণদ্বারা আট ঘণ্টার মধ্যে তিন জনকে ধরিল এবং যে দিবস পারবিন্দ সাহেবের কবর হইল সেই দিবস সে তিন জনকেও বন্দুকদ্বারা মারিল ও তাহার দিগের মস্তকচ্ছেদন করিয়া দীর্ঘ বাঁশে লটকাইয়া নগরের মধ্যে স্থাপন করিল। এই তিন জনের মধ্যে এক জন সাহেবের নূতন চাকর হইয়াছিল সে মরণের পূর্ব্বে কবুল করিয়াছিল যে সাহেবকে খুন করিবার কারণ আমি চাকর হইয়াছিলাম। পরে অন্য দুই জনকে ধরিবার চেষ্টা হইতেছে এমত বোধ হয় যে তাহারা ধরা যাইবেক।

অশিক্ষিত শিক্ষা।

প্রুষিয়া দেশের ফ্রেড্রিক নামে বাদশাহের এমত রীতি ছিল যে যখন ইতর পল্টনের সিপাহী নিজ পল্টনে নিযুক্ত হইত তখন কেবল তাহাকে তিন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার ওত্তর লইয়া তাহাকে নিজ পল্টনে নিযুক্ত করিতেন। সে তিন জিজ্ঞাসা এই। প্রথম তোমার বয়স্ কত। দ্বিতীয় তুমি কত দিন আমার এখানে চাকর। তৃতীয় মাহিনাতে ও চাকরিতে তুমি তুষ্ট কি না পরে এক জন ফ্রান্সীয় সিপাহী বিশ বাইশ বৎসর বয়স্ক অতি সুপুরুষ তাহাকে নিজ পল্টনে নিযুক্ত করিবার কল্প করিলেন। প্রুষিয়াতে জর্ম্মানি ভাষা চলে সে সিপাহী জর্ম্মানি ভাষা জানে না। তাহাতে সেনাপতি ঐ তিন জিজ্ঞাসার তিন ওত্তর ক্রমে তাহাকে জর্ম্মানি ভাষাতে শিখাইল। প্রথম একইশ বৎসর। দ্বিতীয় এক বৎসর। তৃতীয় উভয়েই। এই তিন ওত্তর সে সিপাহী ক্রমে মনে রাখিল। পরে জিজ্ঞাসার সময়ে বাদশাহ তাহাকে ব্যতিক্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রথম দ্বিতীয় কথা জিজ্ঞাসা করিলেন অর্থাৎ তুমি কত দিন আমার সরকারে চাকর। তাহাতে সে ওত্তর করিল যে বিশ বৎসর। ইহা বাদশাহ মিথ্যা বোধ করিয়া পুনর্ব্বার প্রথম কথা জিজ্ঞাসা করিলেন অর্থাৎ তোমার বয়স কত। তাহাতে সে পূর্ব্ব শিক্ষিত মত ওত্তর করিল যে এক বৎসর। ইহা শুনিয়া বাদশাহ তাহাকে পাগল জ্ঞানে কহিলেন যে কে পাগল তুমি কি আমি। তাহাতে সে ওত্তর করিল যে উভয়েই।

বাদশাহ অপর যাহাং জিজ্ঞাসা করিলেন তাহা সে আপন ভাষাতে ওত্তর করিল যে আমি জর্ম্মানি ভাষা জানি না। তাহাতে বাদশাহ সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া তাহাকে নিজ পল্টনে নিযুক্ত করিলেন।

বাজার ভাও।

জিনিস	মোন	অবধি	[illegible]
সুপারি	১	[illegible]	[illegible]
ভেরেণ্ডা তৈল	১	১১	১০
গাছ মরিচ	১	৩	৪।
নারিকেল তৈল	১	১২॥	[illegible]
তুলা কাছোড়া	১	০	০
আদা রঙ্গপুর	১	২।০	২।৵
পাটনাই আদা	১	২	[illegible]
চানু পাটনাই	১	২।৵	২॥
পাহড়ি উত্তম	১	২৶	[illegible]
পাহড়ি মধ্যম	১	২	[illegible]
বালাম	১	১॥	[illegible]
[illegible]		৪।	[illegible]
দুধা গোম	১	[illegible]	[illegible]
পাটনাই বুট	১	১৵	[illegible]
অড়হর ডাল	১	১॥	[illegible]
মটর		[illegible]	[illegible]
উত্তম গাওয়া ঘৃত	১	২৩	[illegible]
মধ্যম ঘৃত	১	[illegible]	[illegible]
ভৈসা ঘৃত	১	[illegible]	[illegible]
মধ্যম ভৈসা	১	[illegible]	[illegible]
মোমবাতী	১	৩৭	[illegible]
মিছরি উত্তম	১	[illegible]	[illegible]
মিছরি মধ্যম	১	[illegible]	[illegible]
সোরা উত্তম	১	৫	[illegible]
মধ্যম	১	৪।।	৫
চিনী কাশীর	১	৯।	[illegible]
মধ্যম	১	৭।।০	৮
খার চিনী		৩।০	৪
তেতুল		[illegible]	[illegible]
তামাকু	১	[illegible]	[illegible]
চন্দন	১	৪১	[illegible]

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহেং কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে এক টাকা যিনি [illegible] করিয়াছেন যদি তাহার নিকটে কাগজ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবে।

৹ সমাচার দর্পণ

১৫৭ সং। শনিবার। ১৯ মে সন ১৮৩১। ৭ জ্যৈষ্ঠ সন ১২৩৮।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে॥

কোম্পানির কাগজ।

১৮৩১ ও ১৮৩২ সালের কোম্পানির শতকরা [illegible] টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে [illegible] শতকরা চারি টাকা বার আনা [illegible] বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা চা[illegible] টাকা [illegible] আনা প্রিমিয়ম।

তাহার পশ্চাৎ সনের ঐ সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে সাড়ে না টাকা প্রিমিয়ম বিক্রয় করিতে হইলে আট টাকা আট আনা প্রিমিয়ম।

—

[illegible]

১৯	মে	শনিবার	৭	জ্যৈষ্ঠ
২০	ঐ	রবিবার	৮	ঐ
২১	ঐ	সোমবার	৯	ঐ
২২	ঐ	মঙ্গলবার	১০	ঐ
২৩	ঐ	বুধবার	১১	ঐ
২৪	ঐ	বৃহস্পতিবার	১২	ঐ
২৫	ঐ	শুক্রবার	১৩	ঐ

—

ইস্তাহার।

৬ মে তারিখে মো° চুঁচুড়াতে কএক খান বাঙ্কনোট হারাইয়াছে অথবা চোরে লইয়াছে সে সকল নোটের নম্বর ও টাকা নীচে লিখা যাইতেছে সে সকল নোটের টাকা বাঙ্কে বন্দ হইয়াছে।

নম্বর	বাঙ্ক	টাকা
১৩৩২	হিন্দুস্থানী	১০০
৩৩৭১	ঐ	১০০
১২০৫০	ঐ	১০০
১৮৮৯৩	বাঙ্গাল	১০০
৩৩৩৭	কমরস্যাল	১০০
৫		৫০০

সমাচার দর্পণ

নূতনকর্ম্ম।

এই সপ্তাহে [illegible] আজ্ঞা হইয়াছে [illegible] কর্ম্ম [illegible] যে আজ্ঞা হইয়াছিল তাহা বন্দ হইয়াছে কিন্তু পুরাতন কার্য্যের [illegible] নূতন [illegible] লইতে যে আজ্ঞা হইয়াছিল তাহার কোন অন্য মত হয় নাই।

—

অবোধমৃত্যু।

মো° কলিকাতার বহুবাজারে এক জন চিকিৎসক বৈদ্য বিষঘটিত [illegible] ঔষধি প্রস্তুত করিল ও তাহা বড়ি করিয়া রাখিল পরে ঐ ঔষধির গুণ পরীক্ষার্থে অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ আপনি সেবন করিয়া ক্ষণেক পরে শরীরের আবল্য হওয়াতে শয়ন করিল কিন্তু আর উঠিল না তাহাতে ঔষধির গুণ আপনাতেই প্রকাশ হইল। তাহার আত্মীয় লোকেরা তাহার হঠাৎ মরণে বিস্ময়াপন্ন হইয়া মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিতে লাগিল তাহাতে বিবেচনায় স্থির হইল ও প্রমাণ পাওয়া গেল যে ঐ ঔষধি প্রস্তুত করণকালে বিষ শোধন না করিয়া ঔষধিতে [illegible] সেই কর্ম্মের ফল ভোগ আপনি করিল।

যদি ঐ মূর্খ চিকিৎসক এই [illegible] না মরিতেন তবে ঐ ঔষধিদ্বারা [illegible] হত্যা করিতেন। [illegible]

—

[illegible]

মো° [illegible] চণ্ডালজাতি [illegible] এক গৃহস্থ আছে গত সপ্তাহে [illegible] বাটীতে ডাকাইতেরা ডাকাতি করিয়া তাহার [illegible] কিছু [illegible] ইত [illegible] গিয়াছে।

—

আশ্চর্য্য [illegible]!

জিলা যশোহরের মো° [illegible] কটবর্ত্তি জঙ্গল নামে ক্ষুদ্র এক গ্রাম আছে তাহাতে অনুমান পঞ্চাশ [illegible] লোক বসতি করে। সম্প্রতি শুনা গেল যে গত চৈত্র মাসে ঐ গ্রামে [illegible] কিঞ্চিৎ মেঘারম্ভ হইয়া অতিশয় [illegible] হইল তাহাতে ঐ গ্রামের ঘর ও [illegible] নির্ম্মূল করিয়াছে এবং এক [illegible] অন্যের বাটীতে ও এক স্থানের [illegible] স্থানে ফেলিয়াছে ও মনুষ্য ও গো [illegible] অনেক বিনষ্ট করিয়াছে। ইহার [illegible] এই যে ঐ গ্রামের অতিনিকট [illegible] সেখানে কেবল অধিক বায়ু [illegible] হইয়াছে।

নূতন হুকুম।

শহর কলিকাতাতে সংপ্রতি এই হুকুম প্রকাশ হইয়াছে যে দিবাভাগে শহরের মধ্যে হালালখোরেরা পাইখানা পরিষ্কার করিতে পারিবে না তাহার কারণ এই যে দিবসে শহরের কি রাস্তা কি গলিতে সর্ব্বত্রই অনবরত লোক গমনাগমন এক পলও বিরত হয় না তৎকালে হালালখোরেরা বিষ্ঠার ভার লইয়া রাস্তা দিয়া যাইতে হইলে লোকেরদের সর্ব্বদা কষ্ট জ্ঞান হয়। এবং মলভার লইয়া নির্ম্মল গঙ্গা জলে নিক্ষেপ করে তাহাতে লোকেরদের স্নানাদির ব্যাঘাতও হয় অতএব যাবৎপর্য্যন্ত লোকেরদের গমনাগমন রাস্তাতে অধিক থাকে তাবৎ হালালখোরেরা ব্যবসায় করিতে পারিবে না।

অতএব হালালখোরেরা রাত্রিতে আপনং কর্ম্ম করিতেছে।

কুম্ভীর।

৩১ বৈশাখ শনিবার মোং মনিরামপুরের গঙ্গার ঘাটে পশ্চিম দেশীয়া এক স্ত্রী জলে স্নান করিতেছিল ইহার মধ্যে তাহাকে কুম্ভীরে ধরিলে সে আপন রক্ষার কারণ অনেক চেষ্টা করিল তাহাতে কিছু হইল না। কুম্ভীর তাহাকে স্বচ্ছন্দে আহার করিল।

পোষা হরিণ।

ভরতপুরের নিকটে এক স্থানহইতে সমাচার আসিয়াছে যে সেখানে এক সাহেব দুই তিন হরিণ পালন করেন তাহার মধ্যে একটী ছোট হরিণকে সাহেব অধিক স্নেহ করেন ও তাহার খাদ্যাদি দ্রব্য সাহেব আপন হস্তে দেন। তাহাতে এক দিন ঐ হরিণকে খাদ্যাদি দিয়া তাহার গাত্রে হস্ত দিতেছিলেন এই সময়ে একটা বৃহৎ শৃঙ্গী বড় হরিণ রজ্জুতে বদ্ধ ছিল সে রজ্জু ছিড়িয়া এককাল সাহেবের উপরে আক্রমণ করিলে সাহেব এক কুটরীতে গেলেন তাহার পশ্চাতে ঐ হরিণ এমত বেগে গেল যে তাহার শৃঙ্গ কুটরীর দ্বারে লাগিয়া দুই তিন হাত পশ্চাতে আসিয়া পড়িল। এই অবকাশে সাহেব আপন কুটরীতে যাইয়া বন্দুক লইয়া গুলিদ্বারা ঐ হরিণকে বধ করিলেন।

সহমরণ বাধা।

মোং বরেলির উত্তর ডেরাবুন নামে স্থানহইতে শ্রীযুত কাপ্তান গোয়ান সাহেব ২৯ এপ্রিল তারিখে পত্র লিখিয়াছেন যে নবাব দেশের মোকাম ভাগলের অধ্যক্ষ শ্রীযুত জগৎসিংহের ভ্রাতার মৃত্যু হইলে তাহার দুই স্ত্রী সহমরণোদ্যতা হইয়াছিল। ইহা শুনিয়া ঐ জগৎসিংহ তাহারদিগকে বারণ করিল তাহারা বারণ না মানিলে ঐ শবদাহের শেষ পর্য্যন্ত ঐ দুই স্ত্রীকে এক কুটরীতে বন্দ করিয়া রাখিল পরে শবদাহ হইলে তাহারদিগকে বাহির হইতে দিল।

রঙ্গুন।

মোং রঙ্গুন শহরহইতে ১৩ এপ্রিল তারিখের সমাচার আসিয়াছে যে ওথাকার শ্রীযুত কাপ্তান ফ্লেমেং সাহেবের নিকটে কলিকাতাহইতে জাহাজদ্বারা বড় দুই হরিণ গিয়াছিল ঐ কাপ্তান সাহেব তাহা লইয়া ব্রহ্মা দেশের বাদশাহকে নজর দিলেন। বাদশাহ তাহা পাইয়া বড় সন্তুষ্ট হইলেন ও যে জাহাজে হরিণ গিয়াছিল সে জাহাজের যাতায়াতের পরিমিট পঞ্চত্বরা প্রভৃতি খরচ মহকুফ করিলেন।

এবং ঐ রঙ্গুনের সমাচারে জানা গেল যে ওথাকার বিশিষ্ট লোকের মধ্যে জনরব হইয়াছে যে সেখানে কুক্কুরেরও ওলাউঠা রোগ হইয়া মনুষ্যহইতে কুকুর অধিক মরিতেছে। রঙ্গুন শহর ব্রহ্মা দেশের অধীন সেখানকার লোকেরা জীবহিংসা কদাচ করে না এই প্রযুক্ত সেখানে অনেক কুকুর জমা হইয়া লোকেরদের অধিক উপদ্রব করিত এখন ওলাউঠা রোগের প্রসাদাৎ সেখানকার লোকেরদের সে উপদ্রবশান্তি হইয়াছে এখন প্রায় সেখানে কুকুর দেখা যায় না।

এবং রঙ্গুনের আরো সমাচার আসিয়াছে যে অন্য দেশে লোকালয়ে প্রতিপালিত যে হস্তী তাহার সন্তান হয় না কিন্তু ব্রহ্মা দেশে পোষা হস্তীরো সন্তান আদেশান্ত হইয়া থাকে তাহারদের রাজধানী অমরপুরে অনেক হস্তিনী আছে কিন্তু এমত হস্তিনী দেখা যায় না যে যাহার সঙ্গে সন্তান নাই কিম্বা গর্ব্ভে সন্তান নাই এবং সেখানে হস্তির বাল্যকালাবধি বার্দ্ধক্যপর্য্যন্ত সকল দশা দেখা যায়। ব্রহ্মা দেশীয়েরা বাঙ্গালার পোষা হস্তীর সন্তান হয় না ইহা শুনিয়া আশ্চর্য্য বোধ করে। ব্রহ্মা দেশে হস্তী অনেক জন্মে কিন্তু তাহারদের আর কোন প্রয়োজন নাই কেবল দেখিবার কারণ হস্তী রাখে এবং যুদ্ধ কালে উপকারে আইসে।

মৃত্যু।

শ্রীযুত লেপ্তেনন্ত এন যেমন সাহেব পল্টনে থাকিতেন তিনি মোকাম চন্দন নগরে অন্ধ ও আতুর ও দুঃখী অনেক লোককে আহারার্থ মাসিক টাকা দি

তেন ইহাতে অনেক লোকের প্রতিপালন হইত। সংপ্রতি তিনি বত্রিশ বৎসর বয়স্ক হইয়া মোকাম কলিকাতাতে পর লোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

ইংলণ্ডের রাণী।

ছয় মাস অধিক দিন হইল ইংলণ্ডের কোন জাহাজ এতদ্দেশে আইসে নাই তৎপ্রযুক্ত কোন সমাচার পাওয়া গিয়াছিল না কিন্তু সংপ্রতি ফ্রান্সদেশহইতে ফরাশিশেরদের এক জাহাজ মোং কলিকাতাতে আসিয়া পঁহুছিয়াছে তাহার দ্বারা ফরাশিশেরদের যে পত্র আসিয়াছে তাহাতে জানা গেল যে ইংলণ্ডের শ্রীশ্রীমতী রাণীর যে মোকদ্দমা সে মোকামে হইতেছিল তাহাতে শ্রীশ্রীমতী রাণীর জয় হইয়াছে। পরে ইংলণ্ডীয় জাহাজ মোকাম মান্দরাজে পঁহুছিলে তাহার পত্রাদি গত বুধবারে মোকাম কলিকাতাতে আসিয়াছে তাহাতে সে সমাচারের সত্যতা ও তাহার সকল বিবরণ পাওয়া গেল।

শ্রীমতী রাণীর মোকদ্দমা কুলীনেরদের সভাতে হইতেছিল। ইংলণ্ডে কুলীনেরদের সভাতে ও লোকেরদের সভাতে এমত রীতি আছে যে কোন নূতন বিষয় উপস্থিত হইলে তাহার বিচার বিষয়ে অন্তঃপাতি লোকেরদের সম্মতি অথবা অসম্মতি তিন বার লইতে হয়। মহারাণীর এই মোকদ্দমাতে দুই বারেই রাণীর প্রতিকূলে অনেক লোকের সম্মতি ছিল কিন্তু তৃতীয় বার রাণীর প্রতিকূলবাদী এক শত আট লোক ও রাণীর অনুকূলে নিরানব্বই লোক। ইহাতে ইংলণ্ডের রাজার উজীর উঠিয়া কহিলেন যে রাণীর অনুকূল লোকহইতে অধিক কেবল নয় জন প্রতিকূল হইল তাহারাও রাজার উজীর অতএব ঐ নয় জন বাদ দিলে রাণীর পক্ষে অনুকূল প্রতিকূল সমান সংখ্যক হইল। অতএব রাণীর পক্ষে বাহিরের তাবৎ লোকের সম্মতি জানিয়া এবং কুলীনেরদের গণতা জ্ঞান করিয়া আমরা এ মোকদ্দমা ত্যাগ করিলাম। ইহাতে শ্রীশ্রীমতী রাণী নির্দোষা হইলেন।

মহারাণীর জয় শব্দ প্রকাশ হইলে সেখানকার সকল লোকেরদের অত্যন্ত আনন্দ হইল এবং লণ্ডন নগরের প্রতি ঘরে ও প্রতি জাহাজে ও প্রতি নৌকাতে সেই রাত্রিতে ও তাহারপর রাত্রিতে এত বাতী জ্বালিল যে তাহাতে রাত্রিতেও প্রায় দিবা জ্ঞান হইল।

ইহার পরে মহারাণী লোকেরদের প্রতি এই পত্র লিখিলেন যে রাজার উজীরেরা আমার প্রতি এই মিথ্যাপবাদ দিয়াছিল তাহাতে আমি নির্দোষা হইলাম কিন্তু এখন আমি তাহারদের স্থানে টাকা লইতে পারি না. অতএব তোমরা আমার প্রয়োজনানুসারে টাকা দিবা। এই পত্র পাঠ করিতে২ উজীরের চাকরেরা আসিয়া লোক সভাকে কুলীন সভাতে ডাকিল। সেখানে পঁহুছিলে রাজার আজ্ঞানুসারে উভয় সভা দুই মাসের কারণ বিদায় হইল। ইহার পরে মহারাণী প্রধান গির্জা ঘরে যাইতে উদ্যতা হইলে পথে কোন ব্যাঘাত না জন্মে এই কারণ নগরের অনেক প্রজারা ঘোড়সওয়ার হইয়া রাণীর সঙ্গে২ প্রস্থান করিল। এবং মহারাণী গির্জাঘরে পঁহুছিয়া আপন নির্দোষতা হেতুক ঈশ্বরকে স্তব করিলেন।

অতিপ্রাচীন।

ফ্রান্স দেশের বাদশাহের ভ্রাতৃপুত্র খুন হইয়াছিল এবং তৎকালে তাহার স্ত্রীর গর্ভ ছিল। তাহাতে এক পুত্র জন্মিয়াছে তৎপ্রযুক্ত তদ্দেশীয় সকল লোক আনন্দিত হইয়াছে ইহা পূর্ব্বে জানান গিয়াছে। সংপ্রতি সেই বালককে সন্দর্শন করিতে অনেক২ লোক যাতায়াত করে তাহারদের মধ্যে এক শত [illegible] বৎসরবয়স্ক এক প্রাচীন আসিয়া ঐ বালককে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইল ও বালকের মাতাকে কহিল যে আমি এই বালকপর্য্যন্ত ব[illegible] ছয় পুরুষ দেখিলাম।

মৎস্য শৃঙ্গ।

জামেকা উপদ্বীপহইতে এক জাহাজ আমেরিকা দেশের এক নগরে পঁহুছিল তাহাতে লোকেরা দেখিল যে এক বৃহৎ মৎস্যের শৃঙ্গ ঐ জাহাজের তলা অর্থাৎ তক্তা ভেদ করিয়া তের অঙ্গুলি বাহিরে নির্গত হইয়া ভগ্ন হইয়া ঐ জাহাজে ছিল। এবং জাহাজের লোকেরা অনুমান করিল যে দুই তিন দিন ঐ মৎস্য জাহাজের তলে লাগিয়াছিল যেহেতুক আইসন কালে দুই তিন দিন জাহাজের বেগ অল্প হইয়াছিল। পরে যখন মৎস্যের শৃঙ্গ ভগ্ন হইয়া মৎস্য জাহাজ ছাড়িল তখন জাহাজের বেগ গমনে অনুভব হইল। পরে সেখানকার লোকেরা আশ্চর্য্য দর্শনার্থ ঐ শৃঙ্গসমেত জাহাজের চারি পাঁচখান তক্তা কাটিয়া লইয়া আশ্চর্য্যালয়ে রাখিল।

উপযুক্ত শোধ।

লণ্ডন নগরে এক অসতী স্ত্রী এক পুরুষের নামে আমার দন্ত ভাঙ্গিয়াছে কহিয়া নালিশ করিল। তাহাতে বিচারকর্ত্তারা ঐ পুরুষকে আনাইয়া তজবীজ করিলে ঐ পুরুষ কহিল ও দেখাইল যে এই

সমাচার দর্পণ।

আমার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে অতিশক্তরূপে দন্তাঘাত করিয়াছিল তাহাতে আমি আত্মরক্ষার হেতু ঐ স্ত্রীর মুখে মুষ্ট্যাঘাত করিয়াছিলাম তাহাতে এই স্ত্রীর দন্ত ভাঙ্গিয়া থাকিবেক ইহা শুনিয়া বিচারকর্ত্তারা উপযুক্ত দোষী হইয়াছে ইহা কহিয়া ঐ ওস্তাদকে বিদায় করিলেন।

বাজী।

লণ্ডন নগরের এক ব্যক্তির এক অতি সুন্দর কুকুর ছিল সে ব্যক্তি এক দিবস এক জনের সহিত বাজি রাখিল যে এই সাঁকোহইতে আমি ও আমার কুকুর এক কালে ঝাঁপ দিয়া জলে পড়িয়া অমুক স্থানে এক কালে উঠিব। পরে ঐ ব্যক্তি যখন জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল তখন কুকুর জানিল যে ব্যক্তি ডুবিয়া মরিল। পরে কুকুর তাহার পশ্চাতে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া ব্যক্তির গলা ধরিয়া তাহাকে উঠাইল কিন্তু নিয়ম স্থানে যাইতে দিল না। এবং ব্যক্তি সে বাজীতে হারিল।

বাজীকর।

এক জন বাজীকর হিন্দুস্তান দেশে বাদশাহের নিকট যাইয়া বাজী দেখাইবার প্রার্থনা করিল তাহাতে বাদশাহ কহিলেন যে বাজীকরেরা সকল মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিয়া সকল লোকের কড়ি লয় অতএব আমি দেখিতে চাহি না। বাজীকর কহিল যে আমি প্রবঞ্চনা জানি না যথার্থ বাজী করি। এই কথা কহিতে২ এক লম্ফ দিয়া বাদশাহকে ডিঙ্গাইল। ইহাতে বাদশাহ তুষ্ট হইয়া তাহাকে তুষ্ট হইয়া অন্য২ নানা প্রকার বাজী দেখিলেন ও পারিতোষিক দিলেন।

আশ্চর্য্য বন্দুক।

ইংলণ্ড দেশে এক প্রকার নূতন বন্দুক প্রস্তুত হইয়াছে সে বন্দুকে এক কালে ৮ আট গুলি পুরিয়া এক বার কল টানিলে ক্রমে২ অষ্ট গুলি নির্গত হয়। এ বন্দুকের ন্যায় এক পিস্তল আর নলেও এইটা পিস্তল আছে।

আশ্চর্য্য অগ্নি।

সন ১৮০৩ সালে যখন ফ্রান্সীয়েরদিগের সহিত ইংলণ্ডীয়েরদের যুদ্ধ ছিল তখন তাহারা অতিশয় ব্যস্ত ছিল তাহাতে ফ্রান্স দেশের লীওন নগরের বনাত জন্যে বনাত [illegible] তৈল দিতে হয় এইরূপে এক জন [illegible] বনাত প্রস্তুত করিয়া [illegible] লুটের ভয়ে ঐ স্থানের জন্যই যাহাতে সকল বনাত এক অন্ধকুটরীতে রাখিয়া সকল দ্বার ও জানালাদি এমত বন্ধ করিল যে তাহার মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে। পরে এক মাস অন্তরে আগস্তমাসে তাহার দ্বার খুলিয়া হস্ত দিয়া দেখিল যে নরম ও আর্দ্র বোধ হইল পরে এক ব্যক্তি বাতি লইয়া দেখিতে গেল তখন অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া তাবৎ বনাত দগ্ধ হইল। ইহাতে বোধ হইল যে ঐ তৈলের সহিত বনাতে অতিশয় গ্রীষ্মেতে অগ্নি হইয়াছিল দ্বার খুলাইলে বায়ু সহকারে জ্বলিয়া উঠিল কিন্তু সে কুটরীতে অন্য রকম যে বস্ত্রাদি ছিল তাহা দগ্ধ হয় নাই।

বাজার ভাও।

জিনিস	মোন	জবধি	পর্য্যন্ত
সুপারি	১	৫৸	[illegible]
ভেরেণ্ডা তৈল	১	১৯	২০।
গোল মরিচ	১	৩	৪।
নারিকেল তৈল	১	১২।।	[illegible]
তুলা কাছোড়া	১	০	০
আদা রঙ্গপুর	১	২	[illegible]
পাটনাই আদা	১	১৸	[illegible]
চাল পাটনাই	১	২।০	২।।
পাছড়ি উত্তম	১	২৶	[illegible]
পাছড়ি মধ্যম	১	২	[illegible]
বাদাম	১	[illegible]	[illegible]
রাঢ়ী		১।	[illegible]
[illegible]	১	১।৶	[illegible]
[illegible]	১	[illegible]	[illegible]
[illegible]	১	[illegible]	[illegible]
[illegible]		১	[illegible]
[illegible] ঘৃত	১	২০।।	[illegible]
মধ্যম ঘৃত	১	১৬	[illegible]
ভৈসা ঘৃত	১	১৮	[illegible]
মধ্যম ভৈসা	১	১৬।।	
মোমবাতী	১	৫৭	
মিছরি উত্তম	১	১৬	
মিছরি মধ্যম	১	১৩	
সোরা উত্তম	১	৫	
মধ্যম	১	৪।।	
চিনী কাশীর	১	৯।	
মধ্যম	১	৭।।০	
খার চিনী		৩।০	
তেতুল		।।৶	
তামাকু	১	২।।	
চন্দন	১	১১	

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুর ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে এক টাকা। যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি [illegible] কাগজ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাহার নিকটে পাঠান যাইবে।

সমাচার দর্পণ

[illegible]। শনিবার। ২৬ মে সন ১৮২১। ১৪ জ্যৈষ্ঠ সন ১২২৮॥

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে॥

কোম্পানির কাগজ।

১৮১১ ও ১৮১২ সালের কোম্পানির শত করা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা পাঁচ টাকা প্রিমিয়ম। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা চারি টাকা বার আনা প্রিমিয়ম।

তাহার পশ্চাৎ সনের ঐ সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে নয় টাকা বার আনা প্রিমিয়ম বিক্রয় করিতে হইলে নয় টাকা চারি আনা প্রিমিয়ম।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

২৬	মে	শনিবার	১৪	জ্যৈষ্ঠ
২৭	ঐ	রবিবার	১৫	ঐ
২৮	ঐ	সোমবার	১৬	ঐ
২৯	ঐ	মঙ্গলবার	১৭	ঐ
৩০	ঐ	বুধবার	১৮	ঐ
৩১	ঐ	বৃহস্পতিবার	১৯	ঐ
১	জুন	শুক্রবার	২০	ঐ

ইস্তাহার।

শ্রীদয়ালচাঁদ বসু সকলকে জানাইতেছেন যে তাহার এক জন চাকর এই কএকখান বেঙ্ক নোট লইয়া পলাইয়াছে অতএব যে কেহ তাহাকে ধরিয়া দিতে পারিবেক সে উপযুক্ত বখশিশ পাইবেক। নোটের বিস্তারিত নীচে লিখা যাইতেছে।

নং	নোট	টাকা
৪৮৪	কমরস্যাল	৫০০০
৪৮৩	ঐ	৫০০০
৪৩৯	ঐ	৫০০০
৪৯৫	ঐ	৫০০০
২২৫০২	হিন্দুস্থানী	১০০০
১৮৩১৯	ঐ	৫০০
২২১১৪	ঐ	৫০০
		২২০০০

সমাচার দর্পণ

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

১১ মে সন ১৮২১ সাল।

শ্রীযুত আর ওলিয়ম সাহেব নূতনলব্ধ দেশের বোর্ড কমিসনের সেক্রেটারির পেস্কার হইয়াছেন।

১৮ মে সন ঐ।

শ্রীযুত মেস্তর এচ মেল্ভিং সাহেব জিলা কটকের নিমক মহলের অধ্যক্ষের পেস্কার এবং বালেশ্বরের পচ্ছেরার কালেক্টর হইয়াছেন।

শ্রীযুত দবলিও পি পামর সাহেব কলিকাতার বোর্ডরিবনুর অধ্যক্ষের পেস্কার হইয়াছেন।

জাহাজ।

ফ্রান্স দেশে বাঙ্গালি নামে এক জাহাজ প্রস্তুত হইয়া কলিকাতায় আসিয়াছে।

টর্নি।

পূর্ব্বে ছাপান গিয়াছে যে কলিকাতার কাশীনাথ বশাক পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহার সকল বিষয়ের উপরে কলিকাতার বড় বাজারের শ্রীযুত রামধন বশাক টর্নি হইয়াছেন।

বন্দর।

মোং বসরাতে কোনহ কারণ প্রযুক্ত পূর্ব্বে বাণিজ্যের ব্যাঘাত হইয়াছিল কিন্তু এখন সে সকল ব্যাঘাত দূর হইয়া বাণিজ্য চলিতেছে।

সহমরণ।

মোং বাঁশবেড়িয়াপাড়া গ্রামের রামকান্ত ন্যায়বাচস্পতি ভট্টাচার্য্য যিনি শাস্ত্রে বিদ্যাবান ও কবি ও সভ্য। তিনি সম্প্রতি ২৪ মে ১২ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার মোকাম কোন্নগরের ঘাটে গঙ্গাতীরে পরলোকগত হইয়াছেন। এবং তাঁহার পত্নী সহগমন করিয়াছেন।

এবং ঐ তারিখে ঐ সময়ে শ্রীরামপুরের মোকাম বালিয়া আদমপুরের ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের ও পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে তাহার স্ত্রী ও সেইক্ষণে সহমরণ করিয়াছেন।

লাহোর।

পশ্চিম দেশের আখবার দ্বারা সমাচার জানা গেল যে মোং লাহোর শহরে শ্রীশ্রীযুত রণজিৎসিংহ বাহাদুর আপন বসতি বাটীর বাহিরে যে সকল পুরাতন ইমারত ছিল তাহা ভাঙ্গিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন তাহাতে তাহা ভাঙ্গিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহার মধ্যে মুসলমানেরদের অতি শক্ত এক কবর ছিল তাহা কোন প্রকারে ভাঙ্গা গেল না। তাহাতে এক বৈরাগী উপদেশ করিল যে ঐ কবরের উপরে এক নরবলি প্রদান করিলে কবর অনায়াসে ভাঙ্গা যাইবেক। পরে শ্রীযুত রণজিৎসিংহ বাহাদুর ঐ বৈরাগীর কথাক্রমে এক নরবলি দিলে সে কবর অনায়াসে ভাঙ্গা গেল।

কিন্তু এই কথাতে আমারদের প্রায় বিশ্বাস হয় না যদি কেহ বিশ্বাস করেন তবে করুন।

দিল্লী।

ঐ আখবার দ্বারা দিল্লীর এই সমাচার আসিয়াছে। এক ক্ষুদ্র মহাজনের পঁচিশ বৎসরবয়স্ক এক পুত্র ও দশ বৎসর বয়স্কা এক কন্যা ছিল সে পুত্র অতিশয় দুষ্কর্ম্মান্বিত হইয়া অর্থব্যয় অধিক করিতে লাগিল তৎপ্রযুক্ত সে আপন পিতার নিকট অর্থ যাচ্ঞা করিল। তাহার পিতা তাহাকে কিছু দিল না। সেই রাগেতে সেই দিন রাত্রিযোগে সে আপন সঙ্গী এক যুবা লোককে সঙ্গে করিয়া আপন পিতাকে ধরিয়া কাটিয়া খণ্ড২ করিল এবং আপন বাটীর মধ্যে পুঁতিয়া রাখিল ও বাঁশ ও কঞ্চি ও অন্য২ জঙ্গল সেই স্থানের উপরে চাপা দিল। পর দিন প্রাতঃকালে সকলকে জানাইল যে আমার পিতার নিকটে আমি পুনঃপুনঃ অর্থ যাচ্ঞা করি তাহাতে আমার পিতা আমাতে বিরক্ত হইয়া পলায়ন করিয়া মোং লখনৌ গিয়াছেন। কিছু দিন পরে এক দিবস তাহার খুড়া তাঁহার বাটীতে আইল। তাহাতে সে ঐ বাঁশ প্রভৃতির মধ্যে দুর্গন্ধ অনুভব করিয়া ঐ ভ্রাতৃপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিল। তাহাতে সে উত্তর করিল যে ঐ দুর্গন্ধ নিকটের নহে দূরহইতে আসিতেছে। এই উত্তর করার সময়ে তাহার মুখের অনেক বৈলক্ষণ্য দেখা গেল তাহাতে তাহার খুড়ার মনে অতিশয় সন্দেহ জন্মিলে সে পুলিসে সমাচার দিল। পরে পুলিসের লোক আসিয়া সে স্থান খুদিয়া দেখিল যে ঐ ব্যক্তির পিতা খণ্ড২ হইয়া রহিয়াছে। পরে তৎক্ষণাৎ তাহাকে জেলখানাতে কএদ করিল। তজবীজ হইলে সকল লোকের দর্শনার্থ তাহার জিঞ্জিরা ফাঁস হইবেক।

ডাকাইতি।

মোকাম রিসড়াতে যে ডাকাইতি হইয়াছিল পূর্ব্বে ছাপান গিয়াছে তাহার তদারক কারণ মোকাম বৈদ্যবাটীর থানার দারোগা ৭ মে রবিবার রিসড়া মোকামে আসিয়া সেই সকল বণিকেরদের যে২ দ্রব্যাদি গিয়াছে তাহার কারণ তাহারদিগকে শপথ করাইয়া লিখাইয়া লইল এবং চৌকীদারকে আনিয়া তদারক করিতে এক জন চৌকীদার চারি জন ডাকাইতের নাম লিখাইয়া দিল। পরে তাহারদিগকে আনাইয়া তাহারদিগকে ও বণিকেরদিগকে এক দিন থানায় রাখিয়া পর দিন হুগলী চালান করিয়াছে। সে চারি জন ডাকাইতের বমাল কিছু হইল না ডাকাইতিও সাবুদ হইল না তাহাতে সে চারি জন খালাস পাইল। ডাকাইতি হওনের কালে চৌকীদার পলাইয়াছিল এই অপরাধে চৌকীদারের ত্রিশ বেত হইল ও ছয় মাস মেয়াদ হইল।

লখনৌ।

মোকাম লখনৌহইতে ৪ মে তারিখের পত্র আসিয়াছে তাহাতে জানা গেল যে সেখানে তিন বৎসর আট মাসের এক কন্যার গর্ভ হইয়াছে এবং তাহার স্ত্রী লক্ষণ সমুদয় সম্পূর্ণ হইয়াছে কিন্তু ইহা প্রায় প্রত্যয় হয় না। যে লোক পত্র লিখিয়াছেন সে লোক মাতবর এবং লিখিয়াছেন যে এই গর্ভের বিষয় লখনৌয়ের বাদশাহ সুন্দর তদারক করিতেছেন ও এক বাটী স্বতন্ত্র করিয়া তাহাকে দিয়াছেন এবং দুই চারি জন স্ত্রীলোক তাহার সেবার কারণ নিযুক্ত করিয়াছেন ও তাহার খরচের কারণ ত্রিশ টাকা প্রতিমাসে দিতেছেন।

এই সমাচার ইংগ্লণ্ডীয় সমাচার পত্রে যেমত ছাপা করিয়াছে আমরা সেমত ছাপাইলাম এ বিষয়ের আর কোন সমাচার পাইলে পশ্চাৎ ছাপান যাইবেক।

হয়দরাবাদ।

মোং হয়দরাবাদহইতে সমাচার আসিয়াছে তাহাতে জানা গেল যে নিজামালীর দেশে অতিশয় দস্যুভীতি হইয়াছিল তৎপ্রযুক্ত শ্রীযুত কাপ্তান সদর্লন্দ সাহেব সে মোকামে যাইয়া সে দেশ হইতে দস্যুরদিগকে দূর করিয়া দেশ নির্ভয় করিয়াছেন।

হাজোর।

গত সপ্তাহে মোকাম কলিকাতায় ই

লিশ মৎস্য ধরিবার কারণ জালিয়ারা গঙ্গাতে জাল ফেলিয়াছিল তাহাতে এক হাঙ্গোর ঐ জালে বদ্ধ হইয়া প্রায় পলাইবার চেষ্টা করিতে জালিয়ারা সন্ধান পাইয়া তাহার গলায় ও লেজে তৎক্ষণাৎ দড়া বান্ধিয়া তাহাকে ধরিল। এই প্রকারে তিনটা হাঙ্গোর মারা পড়িয়াছে।

পর্ব্বতীয় অগ্নি।

অল্পদিন হইল একটা জনরব হইয়াছিল যে মোং রাজমহালের পাহাড়ে মোতিঝর্ণার নিকটে এক প্রকার অগ্নি উঠিয়াছে কিন্তু ভাগলপুরের চিঠীতে জানা গেল যে শ্রীযুত ফ্রাঙ্কলিন সাহেব দেশ ভ্রমণার্থে সেখানে গিয়াছিলেন কিন্তু তাহার অনুমানে হইয়াছে যে সেখানে অগ্নি কখনও উঠে নাই কিন্তু সে পাহাড়ের আরম্ভ স্থান দেখিলে বোধ হয় যে অগ্নি উঠিয়াছিল সে ভ্রমমাত্র।

মান্দরাজ।

মান্দরাজের ১৮ এপ্রিল তারিখের চিঠীতে জানা গেল যে তথাকার সৈন্যাধ্যক্ষ শ্রীযুত সর তামস হিস্লপ সাহেব যে মাসেতে ইংগ্লণ্ডে যাইবেন। অতএব যে পর্য্যন্ত ইংগ্লণ্ডহইতে নূতন সৈন্যাধ্যক্ষ না আইসেন সে পর্য্যন্ত শ্রীযুত জনরল বাউসর সাহেব সৈন্যাধ্যক্ষ থাকিবেন।

রাজশাহী।

রাজশাহীহইতে সমাচার আসিয়াছে যে সেখানকার কাছারির নিকট গ্রামে অগ্নি লাগিয়া তাবৎ গ্রাম দগ্ধ হইয়াছে এবং সদর আমীনের কাছারি ও রেজেষ্টরি কাছারি দগ্ধ হইয়াছে। তাহাতে জিলার কাগজ পত্র অনেক দগ্ধ হইয়া অনেক ক্ষতি হইয়াছে।

বাদশাহের জন্মদিন।

২৩ এপ্রিল তারিখে ইংগ্লণ্ডের শ্রীশ্রীযুত বাদশাহের জন্মদিন ছিল তৎপ্রযুক্ত বোম্বের অঞ্চলের মোং বরদাতে শ্রীযুত মরিস সাহেবের বাটীতে উত্তম ভোজ ও নৃত্যাদি অনেক আমোদ হইয়াছিল।

আশ্চর্য্য জন্তু।

আমেরিকা দেশে এক আশ্চর্য্য জন্তু পাওয়া গিয়াছে তাহার নাম বনাসস্ সেই জন্তু আমেরিকাহইতে ইংগ্লণ্ডে আনান গিয়াছে তাহাকে দেখিবার কারণ ইংগ্লণ্ডীয় অনেক লোক সর্ব্বদা যাতায়াত করে। তাহার বয়ঃক্রম এক বৎসর দুই মাস কিন্তু সে ওজনে ষাটি মোন।

শ্রীশ্রীমতী রাণী।

ইংগ্লণ্ডের শ্রীশ্রীমতী রাণীর মোকদ্দমায় জয় হওয়াতে অধিকারস্থ তাবৎ প্রজা লোকেরা আনন্দিত হইয়াছে। তাহারা আপনং মনের আহ্লাদে এক দিবস রোশনাই করিতে সকলে একত্র হইয়া আয়োজন করিল কিন্তু অধ্যক্ষের আজ্ঞা অপেক্ষা করিয়া রোশনাইতে অগ্নি দিতে বিলম্ব হইল। তাহাতে কতক প্রজা লোক আনন্দে অস্থির হইয়া সে অপেক্ষা না করিয়া রোশনাইতে অগ্নি দিল। তাহা দেখিবামাত্র তাবৎ শহরের লোক এককালে তাবৎ রোশনাইতে অগ্নি দিয়া শহর অতিশয় দীপ্ত করিল দৈবাৎ যেং ঘরে রোশনাই না হইয়াছিল প্রজারা সেইং ঘরের উপরে ইট ঢেলা মারিতে লাগিল তাহাতে তাহারাও অতিশয় ব্যস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ রোশনাই এবং যেং লোক বিপক্ষ ছিল তা[illegible] প্রজারদের ভয়ে তৎক্ষণাৎ স্বপক্ষ[illegible] করিল ও আপনং ঘরে রোশনাই করিল। পরে তাহারা পুনর্ব্বার [illegible] পাইল ও অবকাশ দিন পাইল ই[illegible] পুনর্ব্বার উদ্যোগ করিয়া তিন দিন [illegible] নানা প্রকার রোশনাই করিল [illegible] কোনং প্রজার দ্বারেতে শ্রীশ্রীমতী [illegible] নাম লিখিল এবং কোনং প্রজার দ্বারে তাঁহার ছবি নির্ম্মাণ করিল ও কোনং [illegible] লিখিয়া দিল যে আমারদের শ্রীশ্রীমতী রাণীর প্রতি যে সকল লোকেরা মিথ্যা দোষ দিয়াছিল সে সকল লোকের দুর্গতি এমত হউক। এই রোশনাই দেখিতে বাহির গ্রামাদিহইতে যে লোকেরা গাড়ীতে আসিয়াছিল সে সকল গাড়ীতে আহ্লাদ চিহ্ন দিল ও ঘোড়ার মস্তকে আহ্লাদ চিহ্ন লাল বস্ত্রের ফুল দিল। এইং রূপ যত আহ্লাদ করিল সে সকল লিখিতে হইলে এই কাগজে অন্য সমাচার লিখিবার স্থান থাকে না।

চৈতন্য মঙ্গল গান শ্রবণের ফল অতিসুমধুর কথা।

কোন স্থানে চৈতন্যমঙ্গল গান হইতেছিল সেই স্থানে নিমন্ত্রিত হইয়া অনেক লোক শ্রবণ করিতে গিয়াছিল বিশেষ স্ত্রী লোক অধিক। ইতোমধ্যে গায়ক আপন গুণ প্রকাশ অনেক করিতে লাগিল এবং অঙ্গভঙ্গী ও কটাক্ষ নৃত্য অনেক [illegible] যাইল। তাহাতে কোন ধনাঢ্য ব্য[illegible] স্ত্রী অতিগুণগ্রাহিকা ও গুণবতী ঐ সকল দেখিয়া মুগ্ধা হইয়া আপন পুত্রের [illegible] গায়ককে পেলা দিবার নিমিত্ত আশি টাকা দিলেন। সে বিশ বৎসরের

সমাচার দর্পণ।

লক বাবু গায়ককে পেলা দিলে গায়ক আপন নায়ককর্ত্তৃক যে পুষ্পমালা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা বাবুর গলে দোলায়মান করিলেক এবং কানেং কি কহিয়া দিলেক। পরে ঐ শিশু পুষ্মালিক বাবু ঐ মালা গলে দিয়া তাহার জননীর নিকটে যাইবামাত্র গুণবতী ঐ মালা সন্তানের গলহইতে আপন গলে দোলায়মান করত কত ঐশ্বর্য্য মাৎসর্য্য প্রকাশ করিতে লাগিল। পরে কোন সুরসিকা বিধবা স্ত্রী তিনিও মহাবিনাচা লোকের স্ত্রী তিনি বিবেচনা করিলেন যে আমি সত্ত্বে এই মালার পাত্রী অন্য কেহ নহে ইহাতে ঐ গুণবতীকে কহিলেক যে আমাকে মালা দেহ। গুণবতী উত্তর করিলেক যে কারণ কি। সুরসিকা কহিতে লাগিল যে বিবেচনা কর যদি বীনের সংখ্যা করিস তবে বীনাচা বলিয়া আমার স্বামির নাম খ্যাত ছিল রাঢ় বঙ্গে কে না জানে যদি সৌন্দর্য্য বিবেচনা করিস তবে আমার রূপ দেখ এবং এই সভার স্ত্রী পুরুষ সকলে দেখিতেছে আর ঐ গায়ককেও জিজ্ঞাসা কর যদি ভাবিস যে তুই সধবা অনেক অলঙ্কার গায়ে দিয়াছিস্ আমার গলে যে মুক্তার মালা ও হস্তে যে হীরার অঙ্গুরী আছে তোর সকল অলঙ্কারের মূল্য ইহার একের তুল্য হইবেক না যদি বয়সের গরিমা করিস তবে দেখ তোর বয়স পঁয়ত্রিশ বৎসরের অধিক নহে আমার বয়স চল্লিশ বৎসর হইয়াছে যদি সন্তানের অভিমান করিস তোর চারি পুত্র বিনা নহে আমার পাঁচ পুত্র ও পৌত্র ও দৌহিত্র হইয়াছে। পরে গুণবতী কহিলেক যে গায়ক ঠাকুর এ মালা আমাকে দিয়াছেন আমার পুত্রের কানেং কহিয়াছেন এবং আট টাকা পেলা দিয়াছি চক্ষুখাগী তাহা কি দেখিস নাই। পরে সুরসিকা কহিলেক তুই আট টাকা পেলা বই দিস নাই আমি বিলাতি বুতি ঢাকাই একলাই চেলির জোড় সোনার হার বাজু দিয়াছি আর আমার সঙ্গে অনেক কালের জানা শুনা। এই প্রকার কথোপকথনদ্বারা বড় গোল হইলে গানভঙ্গ হইল শেষে দুই জনে মারামারি করিয়া ঐ মালা ছিঁড়িয়া ফেলিলেক। সে উভয়ের সোনার অঙ্গে হায় কত নখাঘাতে ক্ষত হইয়া অঙ্গ ভঙ্গ শরীর চূর্ণ ও রক্তপাত হইল যত লোক বাহিরে ছিল ঐ রাক্ষসীদের মায়া দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিল। শেষে দুই জনে প্রতিজ্ঞা করিলেক যে ভাল দেখা যাইবেক গায়ককে কে কত টাকা দিতে পারে আর গায়ক ঠাকুরকে আপন বাটীতে লইয়া যাইতে পারে।

ইহাতে লোকে কহে উচিত হয় বলা সকলের মুখে ছাই দিয়া কে বাঞ্ছা পূরাইতে পারে ——দেখ সমাচার দর্পণ কর্ত্তা মহাশয় চৈতনমঙ্গল গায়কের ফল আর শ্রোতার ফল বিবেচনা করিবেন এবং প্রকাশ হইলে অনেক মহাশয় বিবেচনা করিতে পারেন। অতএব—— শুনিয়া দরিদ্র দ্বিজ গান শিক্ষা ত্বরা করি। সোনায় মণ্ডিবে ভুজ পাবে সুখসিন্ধু তরি।

কোনহ বিচক্ষণ ব্যক্তি এই কথা সমাচার দর্পণে বিন্যাস করিতে পুর্ব্বরূপে পাঠাইয়াছেন অতএব তাহা করা গেল।

বাজার ভাও।

জিনিস	মোন	অবধি	পর্য্যন্ত
সুপারি	১	২৬	৩।৶
ভেরেণ্ডা তৈল	১	১৯	২০
গাছ মরিচ	১	৩	৪॥
নারিকেল তৈল	১	১২॥	১৩॥
তুলা নাছোড়া	১	০	০
আদা রঙ্গপুর	১	২	২।০
পাটনাই আদা	১	৪৬	৪৬৵
চানু পাটনাই	১	২।৵	[illegible]॥
পাহাড়ি উত্তম	১	২৶	৩।/
পাহাড়ি মধ্যম	১	২	২৵
বাদাম	১	১।৵	১।৶
রাঢ়ী	১	১॥	১॥/
দুধা গোম	১	১॥	১।/
পাটনাই বুট	১	১৵	১।৵
[illegible]	১	১।৵	১।৵
[illegible]		১	[illegible]
উত্তম [illegible] ঘৃত	১	২০॥	[illegible]
মধ্যম ঘৃত	১	১৯	১৮
ভৈসা ঘৃত	১	১৮॥	১৯॥
মধ্যম ভৈসা	১	১৬॥	১৭
মোমবাতী	১	৫৭	৫৮
মিছরি উত্তম	১	১৬	০
মিছরি মধ্যম	১	১৩	১৪
সোরা উত্তম	১	৪৬	৫।
মধ্যম	১	৪।	৪॥
চিনী কাশীর	১	৮॥	৯
মধ্যম	১	৭।০	৭॥
খার চিনী		৩।০	৪
তেঁতুল		॥৶	৬
তামাকু	১	২॥	৩।
চন্দন	১	১৩	১৮

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাঁহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে এক টাকা। যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাঁহার নিকটে কাগজ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবে।

সমাচার দর্পণ

১৫৯ সংখ্যা।   শনিবার।   ২ জুন সন ১৮২১।   ২১ জৈষ্ঠ সন ১২২৮॥

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ।   বৃত্তান্তানিহ জানন্ত সমাচারস্য দর্পণে ॥

কোম্পানির কাগজ।

১৮১১ ও ১৮১২ সালের কোম্পানির শত করা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা পাঁচ টাকা প্রিমিয়ম। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা চারি টাকা বার আনা প্রিমিয়ম।

তাহার পশ্চাৎ সনেরই সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে দশ টাকা প্রিমিয়ম বিক্রয় করিতে হইলে নয় টাকা বার আনা প্রিমিয়ম।

সপ্তাহের পত্রিকা।

২	জুন	শনিবার	২১	জ্যৈষ্ঠ
৩	ঐ	রবিবার	২২	ঐ
৪	ঐ	সোমবার	২৩	ঐ
৫	ঐ	মঙ্গলবার	২৪	ঐ
৬	ঐ	বুধবার	২৫	ঐ
৭	ঐ	বৃহস্পতিবার	২৬	ঐ
৮	ঐ	শুক্রবার	২৭	ঐ

ইস্তাহার।

মুগ্ধবোধ কৌমুদী

অথবা

সংস্কৃত ব্যাকরণ ও গণ।

গৌড় দেশীয় সাধু ভাষায় অর্থ।

শ্রীবোপদেব গোস্বামির কৃত এতদ্দেশে প্রচুর রূপে চলিত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ও তৎকৃত কবিকল্পদ্রুমনামক গণের পশ্চাৎ বক্ষ্যমাণ রীতিক্রমে এতদ্দেশীয় সাধুভাষায় গদ্যেতে দুই খণ্ডে অর্থ প্রকাশ করা গিয়াছে।

প্রথম খণ্ডের বিবরণ।

১ মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের পরিভাষা এবং সাধু প্রয়োগসাধনার্থ অত্যাবশ্যক অন্যান্য ব্যাকরণোক্ত কারিকা অকারাদি ক্রমে লেখা গিয়াছে।

২ মূলসূত্র প্রথমহইতে শেষপর্য্যন্ত একাদি সংখ্যাক্রমে অঙ্কিত হইয়াছে।

৩ সূত্রের তদঙ্ক সম্বলিত আদ্য অংশের অকারাদিক্রমে সূচীপত্র লেখা গিয়াছে।

৪ প্রত্যয় আদেশ লোপ ও গুণ ইত্যাদির যেং সূত্রে বিধি আছে তত্তৎসূত্রের অঙ্ক সহিত তত্তৎ প্রত্যয়াদির অকারাদি ক্রমে সূচীপত্র করা গিয়াছে।

৫ সূত্রস্থ বিভক্তির অঙ্ক সহিত প্রত্যেক সূত্রের, প্রত্যেক অংশ পশ্চাৎ সূত্রস্থ বিভক্তির অঙ্ক সহিত প্রত্যেক সূত্র পশ্চাৎ বৃত্তি পশ্চাৎ তাহার সাধু ভাষায় অর্থ।

৬ প্রত্যেক পদের অংশ পশ্চাৎ তত্তৎ পদ সাধনোপযুক্ত সূত্র অর্থাৎ যেং সূত্রদ্বারা ঐ সকল পদ সাধ্য হইয়াছে তাহার সকলের যথা ক্রমে অঙ্ক সহিত প্রত্যেক পদ লেখা গিয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ডের বিবরণ।

১ গণের পরিভাষা।

২ অকারাদিক্রমে ধাতু পশ্চাৎ তাহার সংস্কৃতার্থ পশ্চাৎ সাধুভাষায় অর্থ।

ভারতবর্ষে যত ভাষা আছে তাহার মধ্যে সংস্কৃত অত্যুত্তম হয় যেহেতুক অতিপ্রাচীন ও সুশ্রাব্য এ ভাষা জানিবার আবশ্যক এই যে এতদ্দেশীয় সদনুষ্ঠান রাজনীতি হিতো[illegible] ও মোক্ষসাধনের শাস্ত্রাদি সকলই এই [illegible] লিখিত আছে বাঙ্গালা ভাষায় নাই [illegible] সুতরাং সংস্কৃত না জানিলে এতদ্দেশী[illegible] ধর্ম্ম কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য এবং হিতাহিত ইত্যাদি বিষয় তৎশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির উপদেশ ব্যতিরিক্ত জানা যায় না এবং লিখনের ও কথনের [illegible] শুদ্ধ বিবেচনাতে ক্ষমতা জন্মে না। [illegible] স্বদেশীয় বা স্বশাস্ত্রীয় ভাষা না জানাতে সর্ব্বদা ক্ষুণ্ন হইতে হয় আর তৎপ্রকরণের বো[illegible] নানা বিষয় উপস্থিত হইলে সংস্কৃত [illegible] ব্যক্তিরদিগের উপদেশ অপেক্ষা করে [illegible] অভাবে যেপর্য্যন্ত দুঃখ হয় তাহা [illegible] জানেন।

অন্যান্য দেশের রীতি এই যে বিদ্যা[illegible] আদৌ স্বজাতীয় ও স্বদেশীয় ভাষা [illegible] শিক্ষা করে তাহাতে সংস্কার জন্মি[illegible] দেশীয় ভাষা ব শাস্ত্র অভ্যাস করে [illegible] দেশে ইহার বিপরীত।

হিন্দুর শাস্ত্র ব্যবসায়ার্থি কতক গুলিন [illegible] বালককালাবধি ব্যাকরণাদি শাস্ত্র বহু [illegible] ও বহুকালে অভ্যাস করিয়া থাকেন [illegible] রিক্ত অন্য লোকের সংস্কৃত ভাষায় [illegible] প্রায় বোধ হয় না।

সংস্কৃত ভাষা জানাতে তদ্ভাষায় [illegible] শিক্ষা অপেক্ষা করে সে ব্যাকরণ [illegible] বহু কালসাধ্য ও বহু পরিশ্রমসাধ্য [illegible] ইংগ্লণ্ডীয় পারস্য শাস্ত্রজ্ঞ বিষয়ী বা [illegible]

যে সকল লোক তাহারদিগের সংস্কৃত শাস্ত্রে বোধ হওয়া দূরে থাকুক সামান্য কথোপকথনে ও লিখনে বাক্যের জড়তা বর্ণাশুদ্ধি এবং অপর ভাষা যে প্রকার নির্গত হয় তাহা অগোচর কি। এ জন্য মনঃ ক্ষুব্ধতা ও ক্লেশ বোধ হইলে যদি কোন জ্ঞানের নিমিত্ত নিরন্তর ব্যাকুল ক্ষুব্ধান্তঃকরণ ও অল্পমুমী ব্যক্তি ঐ সংস্কৃত ভাবার্থজ্ঞানে অভিলাষী হয় তাহার ব্যাঘাত অনেক আদৌ অল্পায়াসসাধ্য সুগম উপায় নাই দ্বিতীয় অধিক পরিশ্রম ও উপদেশকর্তার ইত্যাদি কারণাধীন তাহারা ক্লান্ত হয়।

এই সকল বিবেচনা করিয়া কোন বিজ্ঞ অনু-লোক স্বপ্রয়োজনার্থে পূর্ব্বোক্ত রীতিক্রমে মুগ্ধ বোধ ব্যাকরণের ও গণের গৌড়দেশীয় সাধু ভাষায় গদ্যেতে অর্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন তেঁহ স্বয়ং বা স্বার্থ এ পুস্তক ছাপা করিয়া প্রকাশ করণে অনিচ্ছুক কিন্তু পরোপকারার্থ ঐ পুস্তক আমাকে দিয়াছেন তাহা আমি বহু পরিশ্রমে শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ রামতর্কবাগীশ প্রভৃতির টীকানুসারে মূল ও ভাবার্থ শুদ্ধ এবং বাহুল্য করিয়া প্রস্তুত করিয়াছি ইহাতে গুরূপদেশ ব্যতিরিক্ত অনায়াসে সংস্কৃত পদ পদার্থ বোধ হইতে পারিবেক সংস্কৃত জ্ঞানেচ্ছুক ব্যক্তির মহোপকার হইবে।

পুস্তকের পরিমাণ ছোট আকার পুস্তকের ৫০০ পাঁচ শত পৃষ্ঠা হইবেক ইঙ্গরাজী কাগজে উত্তম বাঙ্গালা অক্ষরে ছাপা হইবেক প্রতিপুস্তকের মূল্য ছাপার ব্যয়ানুসারে প্রথম খণ্ড ব্যাকরণ ৫ পাঁচ টাকা দ্বিতীয় খণ্ড গণ ১ এক টাকা সর্ব্বশুদ্ধ ৬ ছয় টাকা। ছাপার ব্যয়ের সংস্থান হইলে ছাপা করিতে উদ্যুক্ত হইতে পারি। অতএব এতদ্দেশীয় ধনি গুণি বিদ্যার্থি মহাশয়েরদিগের প্রতি নিবেদন যদি এই পুস্তক গ্রহণোপযুক্ত বুঝেন আর ইহাতে উপকার বোধ হয় তবে আপন নাম নিকট পাঠাইবেন কিম্বা আপনারদিগের স্বাক্ষরার্থে পত্র পাঠান যাইবেক পুস্তক পাইলে মূল্য দিবেন ইতি।

শ্রীকাশীনাথ শর্ম্মণঃ।

কলিকাতা শিমুল্যা।

এই গ্রন্থ প্রস্তুত হইলে অনেকের উপকার হইবেক যেহেতুক যিনি এই গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন তিনি অতিজ্ঞানবান্।

সমাচার দর্পণ।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের তরফ এই ভারতবর্ষের তাবৎ দেশের নদী ও নালা ও খাল ও রাস্তাপ্রভৃতির তদারক করণে নিযুক্ত ছিলেন যে করনল মার্কি জি সাহেব তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে এই কারণ তাহার কর্ম্মে শ্রীযুত কাপ্তান জে এ হদমন সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন।

ডাকাইতি।

মোং দমদমার পূর্ব্ব মোং খড়িগাছী গ্রামে বাসুদেব রায় নামে এক রজপুত ছিল তাহার পরলোক হইয়াছে তাহার স্ত্রী ও দুই শিশু পুত্র আছে। সম্প্রতি ৯০ জ্যৈষ্ঠ রাত্রিযোগে তাহার বাটীতে এই কণ ডাকাইতি হইয়াছিল। ডাকাইতেরা প্রথম বাটীর মধ্যে প্রবেশ করণের পূর্ব্বে ঐ স্ত্রী তাহার সন্ধান পাইয়া আপন কোঠার ছাতের উপরহইতে ইট মারিতে লাগিল। ইহাতে তিন চারি জন ডাকাইত আঘাতী হইল তাহাতে তাহারা সম্মুখ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে না পারিয়া খড়কীদার ভাঙ্গিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথম ঐ সাহসিকা স্ত্রীকে মারিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল কিন্তু তাহাকে প্রাণে মারিতে পারিল না কেবল দুই তিন আঘাত করিয়া কতক জিনিস পত্র টাকা প্রভৃতি লইয়া পলাইল। ঐ স্ত্রী ডাকাইতেরদের কতক লোককে চিনিয়াছিল তৎপ্রযুক্ত পর দিন রাজার হাটের থানাতে খবর দিয়া তাহারদিগকে পাকড়া করিয়া দিয়াছে।

ঐ স্ত্রী লোক একাকী আর বারেক দুই বার আপন বাটীহইতে এইরূপে ডাকাইতেরদিগকে তাড়াইয়াছে কোনবার কিছু লইতে পারে নাই কিন্তু এই বার কিঞ্চিৎ লইয়াছে।

শ্রীযুত সর জন মালকম সাহেব।

মোং বোম্বেতে জনরব হইয়াছে যে শ্রীযুত সর জন মালকম সাহেব দুই তিন সাহেব লোকের সহিত স্থলপথে ইগ্লণ্ডে যাইতে স্থির করিয়াছেন।

খান দেশ।

খান দেশহইতে সমাচার আসিয়াছে যে সেখানে অতিশয় এক বিরোধ হইয়াছে শ্রীযুত কাপ্তান ব্রিগস সাহেব সেখানে আছেন তিনি জানিয়াছিলেন যে ভিল লোকেরা অর্থাৎ তদ্দেশীয় ডাকাইতেরা রাজদ্রোহী হইয়াছে সে কারণ তিনি সৈন্য সঞ্চয় করিতে উদ্যত হইয়া লোক পাঠাইলে সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। পরে জানা গেল যে তাহারা পূর্ব্বে কোম্পানির চাকর ছিল কিন্তু কর্ম্ম না থাকাতে সুতরাং কোম্পানি তাহারদিগকে চাকরিহইতে বরতরফ করিয়াছেন। ঐ সকল লোক মিলিয়া রাগপ্রযুক্ত ঐ সাহেবের তহবীলে কোম্পানির যে সকল টাকা ছিল তাহা লইতে উদ্যত হইয়াছিল। পরে

সাহেব তাহারদিগকে তাড়াইয়া সৈন্য সকল স্বং২ স্থানে বিদায় করিলেন।

কর্ণাট দেশের নবাব।

ইংগ্লণ্ডের শ্রীশ্রীযুত চতুর্থ জর্জ বাদশাহ কর্ণাট দেশের শ্রীযুত নবাব সাহেবকে পত্র লিখিয়াছিলেন সে বিষয় পূর্ব্বে প্রকাশ গিয়াছে সেই পত্রের প্রত্যুত্তর নবাব সাহেব তথাকার শ্রীযুত বড় সাহেবের নিকটে পাঠাইয়াছেন তৎপ্রযুক্ত সই কালে ২১ তোপ হইয়াছিল।

জাহাজ আমদানী।

ইংগ্লণ্ডহইতে দুই তিন মাস জাহাজ আমদানী ছিল না কিন্তু গত দুই সপ্তাহের মধ্যে পাঁচ ছয় জাহাজ ইংগ্লণ্ডহইতে মোং কলিকাতা পঁহুছিয়াছে।

সেগুন কাষ্ঠ।

দশ বৎসর হইল বোম্বেহইতে সেগুন কাষ্ঠে নির্ম্মিত হইয়া এক জাহাজ ইংগ্লণ্ডে গিয়াছিল গত বৎসরে সে জাহাজ ওঠাইয়া দেখা গেল যে তাহার কোনখানে কাষ্ঠের ক্ষতি কিছু হয় নাই। ইংগ্লণ্ড দেশে এক প্রকার শক্ত কাষ্ঠ আছে তাহার নাম ওক তাহাহইতে উত্তম কাষ্ঠ আর নাই কিন্তু সে কাষ্ঠও অল্প দিনে পোকা লাগিয়া নষ্ট হয়।

ভূমিকম্প।

মোং ময়মনসিংহহইতে সমাচার আসিয়াছে যে ৭ মে নয় ঘণ্টা রাত্রি সময়ে সেখানে ভূমিকম্প হইয়াছে।

বহরমপুর।

১৬ মে মাহার সমাচার আসিয়াছে যে মোং বহরমপুরে চারি পাঁচ দিন পর্য্যন্ত ঝড় ও মেঘ ও রাজহংসের ডিম্বের ন্যায় শিলা বৃষ্টি অতিশয় হইয়াছে।

এবং বহরমপুরের আড়পারে এক বন্য শূকর এক লোককে আঘাত করিয়াছিল তাহাতে গ্রামস্থ লোকেরা তাড়াতাড়ি করিলে ঐ শূকর গঙ্গা পার হইয়া বহরমপুরের গড়ের মধ্যে প্রবেশ করিল। দুই তিন ঘর বেড়াইয়া গোরা পল্টনের মধ্যে এক গোরা পহরা দিতেছিল তাহার উপর আক্রমণ করিলে গোরা সিপাহী সঙ্গীন ধরিলে শূকর আপন বেগে সঙ্গীনের উপর পড়িল তাহাতে তাহার বেগে সঙ্গীন বক্র হইল। পরে সোর শুনিয়া পল্টনের সাহেবেরা আসিয়া দুই তিন বর্ষা মারিয়া শূকরকে মারিল।

শ্রীযুত জনরল তামস সাহেব বহরমপুরের পল্টনে যাইয়া গোরা পল্টনের ও সিপাহী পল্টনের কাবাজ দেখিয়া কর্ম্মের তদারক করিয়াছেন।

মান্দ্রাজ।

মান্দরাজহইতে সমাচার পাওয়া গেল যে সেখানকার শ্রীযুত বড় সাহেবের বিবি পীড়িতা হইয়া ১১ মে তারিখে বেঙ্গলূর শহরে গিয়াছেন এবং শ্রীযুত সর তামস হিস্লপ সাহেবকে মান্দরাজে আপন কর্ম্মে রাখিয়া শ্রীযুত বড় সাহেব বিবির সহিত গিয়াছেন।

আশ্চর্য্য চাকু।

ইংগ্লণ্ড দেশে সেফিল নামে এক নগরে অধিক অস্ত্র উৎপন্ন হয় সেইখানকার এক প্রধান সাহেব আপন কারখানাহইতে ইংগ্লণ্ডের শ্রীশ্রীমতী রাণীর কারণ চাকু পাঠাইয়াছেন তাহার আশ্চর্য্য এই [illegible] যেহেতুক এক চাকুর মধ্যে দুই হাজার ষোল ছুরি এবং তাহা রাখিবার কারণ গোলাপের এক খাপ আছে সে খাপের উপরে খোদিত অসংখ্য অস্ত্র।

আশ্চর্য্য শাক।

শ্রীশ্রীযুত ইংগ্লণ্ডীয় বাদশাহ ইংগ্লণ্ডহইতে এই দেশে ও চীন দেশে গমনাগমনের কারণ উত্তরকেন্দ্র দিয়া পথ করিবার উদ্যোগ অনেক দিন অবধি করিতেছেন কিন্তু অতিশীতপ্রযুক্ত তাহা অদ্যাপি [illegible] নাই মধ্যে দুই জাহাজ ফিরিয়া আসিয়াছে সে জাহাজের লোকেরা শীত কালে সেইখানে ছিল তাহাতে তারা আপনারদের স্থান শুষ্ক রাখিবার জন্যে জাহাজের মধ্যে এক স্থানে দিবা রাত্রি জ্বলন্ত অগ্নি রাখিত সেই অগ্নির যে আঙ্গার সঞ্চিত হইত তাহাতে দুই তিনটা শাকের গাছ হইয়াছিল কিন্তু তাহার বৃক্ষ ও পত্র ও শীষ সকল কিছু কাল শ্বেত বর্ণ ছিল পরে যখন শীত কাল গত হইল তখন ঘরের জানালা খোলা গেল তাহাতে বাতাস লাগিয়া সেই বৃক্ষের পাত ও শীষ ক্রমে২ সবুজ বর্ণ হইল এবং শীত কালে এমত শীত ছিল যে জাহাজের লোকেরা দিবা রাত্রি আপনারদের সকল শরীর লেপেতে বেষ্টিত রাখিত কেবল দুই চক্ষুমাত্র অনাবৃত থাকিত এবং শীতে শরীরের রক্ত স্থানে২ জমাইত হইত ও সে স্থানে হস্তদ্বারা মর্দ্দন করিলে শরীরের মধ্যে মিশাইত যদি সেইরূপ না করিত তবে ঐ সকল স্থান পচিয়া সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত হইত।

সমাচার দর্পণ।

বাজী।

ইংলণ্ডে এক জন পাঁচ দিবসে ১৫০ দেড় শত ক্রোশ পথ পদব্রজে চলিবার কারণ বাজী রাখিয়াছিল সে ব্যক্তি অনায়াসে ঐ রূপে ঐ পথ চলিয়া বাজীতে জয়ী হইয়াছে।

অন্য এক জন ৪ চারি দিবসে ১৭৪ এক শত চৌহত্তরি ক্রোশ পথ পদব্রজে চলিবার কারণ বাজী রাখিয়াছিল তাহা প্রথম দিবসে ১২ বার ঘণ্টাতে ৩৬ ছত্রিশ ক্রোশ চলিল দ্বিতীয় দিনে ২০ বিশ ঘণ্টাতে ৩২ বত্রিশ ক্রোশ তৃতীয় দিবসে ২০ বিশ ঘণ্টাতে ৩৪ চৌত্রিশ ক্রোশ চতুর্থ দিনে ২১ একইশ ঘণ্টাতে ২৭।. সাড়ে সাতাইশ ক্রোশ চলিল কিন্তু সেই দিবসে তাহার পায়ের নীচে ফোস্কা হইল।

গুরুদক্ষিণা।

ইংলণ্ড দেশের এক নগরে এক পাঠশালা আছে সেখানে রুষিয়া দেশের বাদশাহের স্ত্রী আপনার এক পোষ্য পুত্রকে বিদ্যাভ্যাসের কারণ পাঠাইয়াছিলেন পরে ঐ পোষ্য পুত্র সেখানে বিদ্যাভ্যাস করিয়া আপন দেশে প্রস্থান কালে তিন জন পণ্ডিতকে গুরুদক্ষিণা দিয়াছেন তাহার মধ্যে এক জনকে ৮৪০ টাকার এক হীরার ডপ্পুরী দিয়াছেন এবং অন্য এক জনকে ঐ মূল্যের এক অঙ্গুরী এবং আর এক জনকে এক নস্যদানী দিয়াছেন তাহার মূল্য ৪২০ টাকা ও নগদ ২৩০ টাকা দিয়াছেন।

জাহাজ দাহ।

লণ্ডন নগর হইতে এক জাহাজে অনেক সাহেব লোক স্ত্রী পুত্র সমেত আফ্রিকার অন্তদ্বীপে আসিতেছিলেন গত ১৬ আকটোবর তারিখে দুই প্রহর বেলার সময়ে দৈবাৎ এক সাহেব কোনহ দ্রব্য অন্বেষণ করিবার কারণ জ্বলন্ত বাতী লইয়া জাহাজের নীচে গেলেন সেই বাতীর স্ফুলিঙ্গ যে স্থানে উড়িয়া পড়িল সাহেব তাহা জানিতে পারিলেন না। পরে সাহেব উপরে আইলে ঐ অগ্নি ক্রমে২ প্রজ্বলিত হইল তখন জাহাজের সকল লোক জানিল। সে জাহাজে তিনখান ছোট নৌকা ও একখান বড় নৌকা ছিল তাহাতে লোকেরা অতিব্যস্ত হইয়া বড় নৌকা নামাইতে পারিল না এবং ছোট তিন নৌকা নামাইয়া যাহারা২ উঠিতে পারিল তাহারা উঠিল কেহ২ স্ত্রী পুত্র জাহাজে রাখিয়া নৌকাতে উঠিয়া আপন প্রাণরক্ষা করিল কাহারো বা স্বামী জাহাজে থাকিল আপনি নৌকাতে উঠিয়া আপন প্রাণ রক্ষা করিল এবং ছোট নৌকা ডুবিবার আশঙ্কাতে আপন২ স্ত্রী পুত্র উঠাইতে পারিল না। পরে শেষ বিবরণ জানিবার জন্যে ঐ তিন নৌকা জাহাজের নিকটে রাখিল। দৈবাৎ পোর্তুগালের এক জাহাজ সেখানে উপস্থিত হইল। তাহারা তাহারদিগের ঘোর বিপদ দেখিয়া তাবৎ লোককে আপনারদের জাহাজে উঠাইয়া সকলের প্রাণ দান করিল কিঞ্চিৎ কালানন্তর সে জাহাজ দগ্ধ হইয়া জলে মিশাইল।

বাজার ভাও।

জিনিস	মোন	অবধি	[illegible]
সুপারি	১	৫৸	[illegible]
ভেরেণ্ডা তৈল	১	১৯	[illegible]
গাছ মরিচ	১	২।৷	[illegible]
নারিকেল তৈল	১	১২	[illegible]
তুলা কাছোড়া	১	০	[illegible]
আদা রঙ্গপুর	১	২	[illegible]
পাটনাই আদা	১	১৫	[illegible]
চালু পাটনাই	১	২।৵	[illegible]
পাছড়ি উত্তম	১	২৶	[illegible]
পাছড়ি মধ্যম	১	২	[illegible]
বাদাম	১	১।।৵	[illegible]
রাড়ী	১	১।।	[illegible]
দুধা গোম	১	১।৶	[illegible]
পাটনাই বুট	১	১৵	[illegible]
অড়হর ডালি	১	১।৵	[illegible]
মটর		১	[illegible]
উত্তমগাওয়া ঘৃত	১	২২	[illegible]
মধ্যম ঘৃত	১	১৮	[illegible]
ভৈসা ঘৃত	১	০	[illegible]
মধ্যম ভৈসা	১	০	[illegible]
মোমবাতী	১	৫৭	[illegible]
মিছরি উত্তম	১	১৬	[illegible]
মিছরি মধ্যম	১	১৩	[illegible]
সোরা উত্তম	১	৪৫	[illegible]
মধ্যম	১	৪।	[illegible]
চিনী কাশীর	১	৮।।	[illegible]
মধ্যম	১	৭	[illegible]
খার চিনী		৩।	[illegible]
তেতুল		।।৶	[illegible]
তামাকু	১	২।।	[illegible]
চন্দন	১	১৩	[illegible]

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে [illegible] আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে এক টাকা যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকটে [illegible] কাগজ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাহার নিকটে পাঠান যাইবে।

সমাচার দর্পণ

৩৬৯ [illegible] শনিবার। ২ জুন সন ১৮৩২। ২১ জৈষ্ঠ সন ১২৩৯॥

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যসিদ্ধয়ঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে ॥

কোম্পানির কাগজ।

১৮২৯ও ১৮৩২ সালের কোম্পানির শতকরা [illegible] টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা পাঁচ টাকা প্রিমিয়ম। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা চারি টাকা বার আনা প্রিমিয়ম।

তাহার পশ্চাৎ সনের ঐ সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে দশ টাকা প্রিমিয়ম বিক্রয় করিতে হইলে নয় টাকা বার আনা প্রিমিয়ম।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

২	জুন	শনিবার	২১	জৈষ্ঠ
৩	ঐ	রবিবার	২২	ঐ
৪	ঐ	সোমবার	২৩	ঐ
৫	ঐ	মঙ্গলবার	২৪	ঐ
৬	ঐ	বুধবার	২৫	ঐ
৭	ঐ	বৃহস্পতিবার	২৬	ঐ
৮	ঐ	শুক্রবার	২৭	ঐ

ইস্তাহার।

মুগ্ধবোধ কৌমুদী

অথবা

সংস্কৃত ব্যাকরণ ও গণ।

গৌড় দেশীয় সাধু ভাষায় অর্থ।

শ্রীবোপদেব গোস্বামির কৃত এতদ্দেশে প্রচুররূপে চলিত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ও তৎকৃত কবিকল্পদ্রুমনামক গণের পশ্চাৎ বক্ষ্যমাণ রীতিক্রমে এতদ্দেশীয় সাধুভাষায় গদ্যেতে দুই খণ্ডে অর্থ প্রকাশ করা গিয়াছে।

প্রথম খণ্ডের বিবরণ।

১ মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের পরিভাষা এবং সাধু প্রয়োগসাধনার্থ অত্যাবশ্যক অন্যান্য ব্যাকরণোক্ত কারিকা অকারাদি ক্রমে লেখা গিয়াছে।

২ মূলসূত্র প্রথমহইতে শেষপর্য্যন্ত একাদি সংখ্যাক্রমে অঙ্কিত হইয়াছে।

৩ সূত্রের তদঙ্ক সম্বলিত আদ্য অংশের অকারাদিক্রমে সূচীপত্র লেখা গিয়াছে।

৪ প্রত্যয় আদেশ লোপ ও গুণ ইত্যাদির যেং সূত্রে বিধি আছে তত্তৎসূত্রের অঙ্ক সহিত তত্তৎ প্রত্যয়াদির অকারাদি ক্রমে সূচীপত্র করা গিয়াছে।

৫ সূত্রস্থ বিভক্তির অঙ্ক সহিত প্রত্যেক সূত্রের প্রত্যেক অংশ পশ্চাৎ সূত্রস্থ বিভক্তির অঙ্ক সহিত প্রত্যেক সূত্র পশ্চাৎ বৃত্তি পশ্চাৎ তাহার সাধু ভাষায় অর্থ।

৬ প্রত্যেক পদের অংশ পশ্চাৎ তত্তৎ পদ সাধনোপযুক্ত সূত্র অর্থাৎ যেং সূত্রদ্বারা ঐ সকল পদ সাধ্য হইয়াছে তাহার সকলের যথাক্রমে অঙ্ক সহিত প্রত্যেক পদ লেখা গিয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ডের বিবরণ।

১ গণের পরিভাষা।

২ অকারাদিক্রমে ধাতু পশ্চাৎ তাহার সংস্কৃতার্থ পশ্চাৎ সাধুভাষায় অর্থ।

ভারতবর্ষে যত ভাষা আছে তাহার মধ্যে সংস্কৃত অত্যুত্তম হয় যেহেতুক অতিপ্রাচীন ও সুশ্রাব্য এ ভাষা জানিবার আবশ্যকতা এই যে এতদ্দেশীয় সদনুষ্ঠান রাজনীতি চিকিৎসাদেশ [illegible] ও মোক্ষসাধনের শাস্ত্রাদি সকলই এই [illegible] লিখিত আছে বাঙ্গালা ভাষায় নাই [illegible] সুতরাং সংস্কৃত না জানিলে এতদ্দেশীয় [illegible] ধর্ম্ম কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য এবং হিতাহিত ইত্যাদি বিষয় তৎশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির উপদেশ ব্যতিরেকে জানা যায় না এবং লিখনের ও কথনের শুদ্ধাশুদ্ধ বিবেচনাতে ক্ষমতা জন্মে না। [illegible] স্বদেশীয় বা স্বশাস্ত্রীয় ভাষা না জানাতে পরাধীন হইতে হয় অর্থাৎ উপকারের কোন [illegible] মান্য বিষয় উপস্থিত হইলে সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিরদিগের উপদেশ অপেক্ষা করে তাহার অভাবে যেপর্য্যন্ত দুঃখ হয় তাহা সকলেই জানেন।

অন্যান্য দেশের রীতি এই যে বিদ্যার্থীরা আদৌ স্বজাতীয় ও স্বদেশীয় ভাষা [illegible] শিক্ষা করে তাহাতে সংস্কার জন্মিলে [illegible] দেশীয় ভাষা বা শাস্ত্র অভ্যাস করে কিন্তু এ দেশে ইহার বিপরীত।

হিন্দুর শাস্ত্র ব্যবসায়ার্থি কতক গুলিন বালক কলাপাদি ব্যাকরণাদি শাস্ত্র বহু পরিশ্রমে ও বহুকালে অভ্যাস করিয়া থাকেন [illegible] রিক্ত অন্য লোকের সংস্কৃত ভাষায় [illegible] প্রায় বোধ হয় না।

সংস্কৃত ভাষা জানাতে তদ্ভাষায় [illegible] শিক্ষা অপেক্ষা করে সে ব্যাকরণ অ[illegible] বহু কালসাধ্য ও বহু পরিশ্রমসাধ্য [illegible] ইংলণ্ডীয় পারস্য শাস্ত্রজ্ঞ বিষয়ী বা অ[illegible]

যে সকল লোক তাহারদিগের সংস্কৃত শাস্ত্রে বোধ হওয়া দূরে থাকুক সামান্য কথোপকথনে ও লিখনে বাক্যের জড়তা বর্ণাশুদ্ধি এবং অপর ভাষা যেপ্রকার নির্গত হয় তাহা অগোচর কি।

এ জন্য মনঃ ক্ষুন্নতা ও ক্লেশ বোধ হইলে যদি কোন জ্ঞানের নিমিত্ত নিরন্তর ব্যাকুল ক্ষুদ্রান্তঃকরণ ও অল্পশ্রমী ব্যক্তি ঐ সংস্কৃত ভাবার্থজ্ঞানে অভিলাষী হয় তাহার ব্যাঘাত অনেক আদৌ অল্পায়াসসাধ্য সুগম উপায় নাই দ্বিতীয় অধিক পরিশ্রম ও উপদেশকাভাব ইত্যাদি কারণাধীন তাহারা ক্ষান্ত হয়।

এই সকল বিবেচনা করিয়া কোন বিজ্ঞ ভদ্র লোক স্বপ্রয়োজনার্থে পূর্ব্বোক্ত রীতিক্রমে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের ও গণের গৌড়দেশীয় সাধুভাষায় গদ্যেতে অর্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন তেঁহ স্বয়ং বা স্বার্থে এ পুস্তক ছাপা করিয়া প্রকাশ করণে অনিচ্ছুক কিন্তু পরোপকারার্থে ঐ পুস্তক আমাকে দিয়াছেন তাহা আমি বহু পরিশ্রমে শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ রামতর্কবাগীশ প্রভৃতির টীকানুসারে মূল ও ভাবার্থ শুদ্ধ এবং বাহুল্য করিয়া প্রস্তুত করিয়াছি ইহাতে গুরূপদেশ ব্যতিরিক্ত অনায়াসে সংস্কৃত পদ পদার্থ বোধ হইতে পারিবেক সংস্কৃত জ্ঞানেচ্ছুক ব্যক্তির মহোপকার হইবে।

পুস্তকের পরিমাণ ছোট আক্ষার পুস্তকের ৫০০ পাঁচ শত পৃষ্ঠা হইবেক ইঙ্গরাজী কাগজে উত্তম বাঙ্গালা অক্ষরে ছাপা হইবেক প্রতিপুস্তকের মূল্য ছাপার ব্যয়ানুসারে প্রথম খণ্ড ব্যাকরণ ৫ পাঁচ টাকা দ্বিতীয় খণ্ড গণ ১ এক টাকা সর্ব্বশুদ্ধ ৬ ছয় টাকা। ছাপার ব্যয়ের সংস্থান হইলে ছাপা করিতে উদ্যুক্ত হইতে পারি। অতএব এতদ্দেশীয় ধনি গুণি বিদ্যার্থি মহাশয়েরদিগের প্রতি নিবেদন যদি এই পুস্তক গ্রহণোপযুক্ত বুঝেন আর ইহাতে উপকার বোধ হয় তবে আপন নাম নিকট পাঠাইবেন কিম্বা আপনারদিগের স্বাক্ষরার্থে পত্র পাঠান যাইবেক পুস্তক পাইলে মূল্য দিবেন ইতি।

শ্রীকাশীনাথ শর্ম্মণঃ।

কলিকাতা শিমুল্যা।

এই গ্রন্থ প্রস্তুত হইলে অনেকের উপকার হইবেক যেহেতুক যিনি এই গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন তিনি অতিজ্ঞানবান্।

সমাচার দর্পণ।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের তরফ এই ভারতবর্ষের তাবৎ দেশের নদী ও নালা ও খাল ও রাস্তাপ্রভৃতির তদারক করণে নিযুক্ত ছিলেন যে করনল ম্যাকিঞ্জি সাহেব তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে এই কারণ তাহার কর্ম্মে শ্রীযুত কাপ্তান জে এ হড্ডসন সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন।

ডাকাইতি।

মোং দমদমার পূর্ব্ব মোং ঘাটিগোছী গ্রামে বাসুদেব রায় নামে এক রজপুত ছিল তাহার পরলোক হইয়াছে তাহার স্ত্রী ও দুই শিশু পুত্র আছে। সম্প্রতি ১০ জ্যৈষ্ঠ রাত্রিযোগে তাহার বাটীতে এই কর্ম ডাকাইতি হইয়াছিল। ডাকাইতেরা প্রথম বাটীর মধ্যে প্রবেশ করণের পূর্ব্বে ঐ স্ত্রী তাহার সন্ধান পাইয়া আপন কোঠার ছাতের উপরহইতে ইট মারিতে লাগিল। ইহাতে তিন চারি জন ডাকাইত আঘাতী হইল তাহাতে তাহারা সম্মুখ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে না পারিয়া খড়কীদ্বার ভাঙ্গিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথম ঐ সাহসিকা স্ত্রীকে মারিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল কিন্তু তাহাকে প্রাণে মারিতে পারিল না কেবল দুই তিন আঘাত করিয়া কতক জিনিস পত্র টাকা প্রভৃতি লইয়া পলাইল। ঐ স্ত্রী ডাকাইতেরদের কতক লোককে চিনিয়াছিল তৎপ্রযুক্ত পর দিন রাজার হাটের থানাতে খবর দিয়া তাহারদিগকে পাকড়া করিয়া দিয়াছে।

ঐ স্ত্রী লোক একাকী আর বারেক দুই বার আপন বাটীহইতে এইরূপে ডাকাইতেরদিগকে তাড়াইয়াছে কোনবার কিছু লইতে পারে নাই কিন্তু এই বার কিঞ্চিৎ লইয়াছে।

শ্রীযুত সর জন মালকম সাহেব।

মোং বোম্বেতে জনরব হইয়াছে যে শ্রীযুত সর জন মালকম সাহেব দুই তিন সাহেব লোকের সহিত ডাঙ্গা পথে ইঙ্গলণ্ডে যাইতে স্থির করিয়াছেন।

শ্যাম দেশ।

শ্যাম দেশহইতে সমাচার আসিয়াছে যে সেখানে অতিশয় এক বিরোধ হইয়াছে শ্রীযুত কাপ্তান বুর্ণেস সাহেব সেখানে আছেন তিনি জানিয়াছিলেন যে তিল লোকেরা অর্থাৎ তদ্দেশীয় ডাকাইতেরা রাজদ্রোহী হইয়াছে সে কারণ তিনি সৈন্য সঞ্চয় করিতে উদ্যত হইয়া লোক পাঠাইলে সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। পরে জানা গেল যে তাহারা পূর্ব্বে কোম্পানির চাকর ছিল কিন্তু কর্ম্ম না থাকাতে সুতরাং কোম্পানি তাহারদিগকে চাকরিহইতে বরতরফ করিয়াছেন। ঐ সকল লোক মিলিয়া রাগপ্রযুক্ত ঐ সাহেবের তহবীলে কোম্পানির যে সকল টাকা ছিল তাহা লইতে উদ্যত হইয়াছিল। পরে

সাহেব তাহারদিগকে তাড়াইয়া দৈন্য সকল স্বং স্থানে বিদায় করিলেন।

কর্ণাট দেশের নবাব

ইংগ্লণ্ডের শ্রীশ্রীযুত তৃতীয় জর্জ বাদশাহ কর্ণাট দেশের শ্রীযুত নবাব সাহেবকে পত্র লিখিয়াছিলেন সে বিষয় পূর্ব্বে ছাপান গিয়াছে সেই পত্রের প্রত্যুত্তর নবাব সাহেব তাঁহার শ্রীযুত বড় সাহেবের নিকটে পাঠাইয়াছেন তৎপ্রযুক্ত সেই কালে ২১ তোপ হইয়াছিল।

জাহাজ আমদানী।

ইংগ্লণ্ডহইতে দুই তিন মাস জাহাজ আমদানী ছিল না কিন্তু গত দুই সপ্তাহের মধ্যে পাঁচ ছয় জাহাজ ইংগ্লণ্ডহইতে মোং কলিকাতা পঁহুছিয়াছে।

সেগুন কাষ্ঠ।

দশ বৎসর হইল বোম্বেহইতে সেগুন কাষ্ঠে নির্ম্মিত হইয়া এক জাহাজ ইংগ্লণ্ডে গিয়াছিল গত বৎসরে সে জাহাজ উঠাইয়া দেখা গেল যে তাহার কোনখানে কাষ্ঠের ক্ষতি কিছু হয় নাই। ইংগ্লণ্ড দেশে এক প্রকার শক্ত কাষ্ঠ আছে তাহার নাম ওক তাহাহইতে উত্তম কাষ্ঠ আর নাই কিন্তু সে কাষ্ঠও অল্প দিনে পোকা লাগিয়া নষ্ট হয়।

ভূমিকম্প।

মোং ময়মনসিংহহইতে সমাচার আসিয়াছে যে ৭ মে নয় ঘণ্টা রাত্রি সময়ে সেখানে ভূমিকম্প হইয়াছে।

বহরমপুর।

২৬ মে মাহার সমাচার আসিয়াছে যে মোং বহরমপুরে চারি পাঁচ দিন পর্য্যন্ত ব্যাঙ ও মঘ ও রাজহংসের ডিম্বের ন্যায় শিলা বৃষ্টি অতিশয় হইয়াছে।

এবং বহরমপুরের আড়পারে এক বন্য শূকর এক লোককে আঘাত করিয়াছিল তাহাতে গ্রামস্থ লোকেরা তাড়াতাড়ি করিলে ঐ শূকর গঙ্গা পার হইয়া বহরমপুরের গড়ের মধ্যে প্রবেশ করিল। দুই তিন ঘর বেড়াইয়া গোরা পল্টনের মধ্যে এক গোরা পহরা দিতেছিল তাহার উপর আক্রমণ করিলে গোরা সিপাহী সঙ্গীন ধরিলে শূকর আপন বেগে সঙ্গীনের উপর পড়িল তাহাতে তাহার বেগে সঙ্গীন বক্র হইল। পরে সোর শুনিয়া পল্টনের সাহেবেরা আসিয়া দুই তিন বর্ষা মারিয়া শূকরকে মারিল।

শ্রীযুত জনরল ডায়স সাহেব বহরমপুরের পল্টনে যাইয়া গোরা পল্টনের ও সিপাহী পল্টনের কাবাজ দেখিয়া কর্ম্মের তদারক করিয়াছেন।

মান্দ্রাজ।

মান্দরাজহইতে সমাচার পাওয়া গেল যে সেখানকার শ্রীযুত বড় সাহেবের বিবি পীড়িতা হইয়া ৯৯ মে তারিখে বেঙ্গলুর শহরে গিয়াছেন এবং শ্রীযুত সর তামস হিস্লপ সাহেবকে মান্দরাজে আপন কর্ম্মে রাখিয়া শ্রীযুত বড় সাহেব বিবির সহিত গিয়াছেন।

আশ্চর্য্য চাকু।

ইংগ্লণ্ড দেশে সেফিল নামে এক নগরে অধিক অস্ত্র উৎপন্ন হয় সেইখানকার এক প্রাচীন সাহেব আপন কারখানাহইতে ইংগ্লণ্ডের শ্রীমতী রাণীর কারণ এক চাকু পাঠাইয়াছেন তাহার আশ্চর্য্য অভিপ্রায় যেহেতুক এক চাকুর মধ্যে দুই হাজার ষোল ছুরি এবং তাহা রাখিবার কারণ গোলাফের এক খাপ আছে সে খাপের উপরে খোদিত অসংখ্য অস্ত্র।

আশ্চর্য্য শাক।

শ্রীশ্রীযুত ইংগ্লণ্ডীয় বাদশাহ ইংগ্লণ্ডহইতে এই দেশে ও চীন দেশে গমনাগমনের কারণ উত্তরকেন্দ্র দিয়া পথ করিবার উদ্যোগ অনেক দিন অবধি করিতেছেন কিন্তু অতিশীতপ্রযুক্ত তাহা অদ্যাপি হয় নাই মধ্যে দুই জাহাজ ফিরিয়া আসিয়াছে সে জাহাজের লোকেরা শীতকালে সেইখানে ছিল তাহাতে তাহারা আপনারদের স্থান উষ্ণ রাখিবার জন্যে জাহাজের মধ্যে এক স্থানে দিবারাত্রি প্রজ্বলন্ত অগ্নি রাখিত সেই অগ্নির যে আপাঙ্গ সঞ্চিত হইত তাহাতে দুই তিনটা শাকের গাছ হইয়াছিল কিন্তু তাহার বৃক্ষ ও পত্র ও শীষ সকল কিছু কাল শ্বেত বর্ণ ছিল পরে যখন শীত কাল গত হইল তখন ঘরের জানালা খোলা গেল তাহাতে বাতাস লাগিয়া সেই বৃক্ষের পাতা ও শীষ ক্রমে২ সবুজ বর্ণ হইল এবং শীত কালে এমত শীত ছিল যে জাহাজের লোকেরা দিবা রাত্রি আপনারদের সকল শরীর লেপেতে বেষ্টিত রাখিত কেবল দুই চক্ষুমাত্র অনাবৃত থাকিত এবং শীতে শরীরের রক্ত স্থানে২ জমাইত হইত ও সে স্থানে হস্তদ্বারা মর্দ্দন করিলে শরীরের মধ্যে মিশাইত যদি সেইরূপ না করিত তবে ঐ সকল স্থান পচিয়া সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত হইত।

সমাচার দর্পণ।

বাজী।

ইংগ্লণ্ডে এক জন পাঁচ দিবসে ১৫০ দেড় শত ক্রোশ পথ পদব্রজে চলিবার কারণ বাজী রাখিয়াছিল সে ব্যক্তি অনায়াসে ঐ রূপে ঐ পথ চলিয়া বাজীতে জয়ী হইয়াছে।

অন্য এক জন ৪ চারি দিবসে ১৭৪ এক শত চৌহত্তরি ক্রোশ পথ পদব্রজে চলিবার কারণ বাজী রাখিয়াছিল তাহা পুথম দিবসে ১২ বার ঘণ্টাতে ৩১ ত্রিশ ক্রোশ চলিল দ্বিতীয় দিনে ২০ বিশ ঘণ্টাতে ৩২ বত্রিশ ক্রোশ তৃতীয় দিবসে ২০ বিশ ঘণ্টাতে ৩৪ চৌত্রিশ ক্রোশ চতুর্থ দিনে ২১ একইশ ঘণ্টাতে ২৭॥ সাড়ে সাতাইশ ক্রোশ চলিল কিন্তু সেই দিবসে তাহার পায়ের নীচে ফোস্কা হইল।

গুরুদক্ষিণা।

ইংগ্লণ্ড দেশের এক নগরে এক পাঠশালা আছে সেখানে রুষিয়া দেশের বাদশাহের স্ত্রী আপনার এক পোষ্য পুত্রকে বিদ্যাভ্যাসের কারণ পাঠাইয়াছিলেন পরে ঐ পোষ্য পুত্র সেখানে বিদ্যাভ্যাস করিয়া আপন দেশে পুস্থান কালে তিন জন পণ্ডিতকে গুরুদক্ষিণা দিয়াছেন তাহার মধ্যে এক জনকে ৮৪০ টাকার এক হীরার অঙ্গুরী দিয়াছেন এবং অন্য এক জনকে ঐ মূল্যের এক অঙ্গুরী এবং আর এক জনকে এক নস্যদানী দিয়াছেন তাহার মূল্য ৪২০ টাকা ও নগদ ২৬০ টাকা দিয়াছেন।

জাহাজ দাহ।

লণ্ডন নগর হইতে এক জাহাজে অনেক সাহেব লোক স্ত্রী পুত্র সমেত আফ্রিকার অন্তরীপে আসিতেছিলেন গত ১৬ আকটোবর তারিখে দুই পুহর বেলার সময়ে দৈবাৎ এক সাহেব কোনহ দ্রব্য দেখন করিবার কারণ জ্বলন্ত বাতী লইয়া জাহাজের নীচে গেলেন সেই বাতীর স্ফুলিঙ্গ যে স্থানে উড়িয়া পড়িল সাহেব তাহা জানিতে পারিলেন না। পরে সাহেব উপরে আইলে ঐ অগ্নি ক্রমেং পুজ্বলিত হইল তখন জাহাজের সকল লোক জানিল। সে জাহাজে তিনখান ছোট নৌকা ও একখান বড় নৌকা ছিল তাহাতে লোকেরা অতিব্যস্ত হইয়া বড় নৌকা নামাইতে পারিল না এবং ছোট তিন নৌকা নামাইয়া যাহারাং উঠিতে পারিল তাহারা উঠিল কেহং স্ত্রী পুত্র জাহাজে রাখিয়া নৌকাতে উঠিয়া আপন প্রাণরক্ষা করিল কাহারো বা স্বামী জাহাজে থাকিল আপনি নৌকাতে উঠিয়া আপন প্রাণ রক্ষা করিল এবং ছোট নৌকা ডুবিবার আশঙ্কাতে আপনং স্ত্রী পুত্র উঠাইতে পারিল না। পরে শেষ বিবরণ জানিবার জন্যে ঐ তিন নৌকা জাহাজের নিকটে রাখিল। দৈবাৎ পোর্তুগীশের এক জাহাজ সেখানে উপস্থিত হইল। তাহারা তাহারদিগের ঘোর বিপদ দেখিয়া তাবৎ লোককে আপনারদের জাহাজে উঠাইয়া সকলের প্রাণ দান করিল কিঞ্চিৎ কালানন্তর সে জাহাজ দগ্ধ হইয়া জলে মিশাইল।

বাজার ভাও।

জিনিস	মোন	অবধি	ত.
সুপারি	১	৩৸	৩
ভেরেণ্ডা তৈল	১	১৯	[illegible]
গোল মরিচ	১	২।।	[illegible]
নারিকেল তৈল	১	১২	[illegible]
তুলা পাছোড়া	১	০	
আদা রঙ্গপুর	১	২	২
পাটনাই আদা	১	১৸	১৸
চালু পাটনাই	১	২।৵	[illegible]
পাছড়ি উত্তম	১	২৶	[illegible]
পাছড়ি মধ্যম	১	২	[illegible]
বালাম	১	১।।৵	[illegible]
রাড়ী	১	১।	[illegible]
দুধা গোম	১	১।৶	[illegible]
পাটনাই বুট	১	১৵	[illegible]
অড়হর ডালি	১	১।৵	[illegible]
মটর		১	[illegible]
উত্তর গাওয়া ঘৃত	১	২২	২
মধ্যম ঘৃত	১	১৮	[illegible]
ভৈসা ঘৃত	১	০	[illegible]
মধ্যম ভৈসা	১	০	[illegible]
মোমবাতী	১	৫৭	৬
মিছরি উত্তম	১	১৬	[illegible]
মিছরি মধ্যম	১	১৩	[illegible]
সোরা উত্তম	১	৪৸	[illegible]
মধ্যম	১	৪।	৪।
চিনী কাশীর	১	৮।।	[illegible]
মধ্যম	১	৭	৭।।
খার চিনী		৩।	৪
তেতুল		।।৶	৸
তামাকু	১	২।।	৫।
চন্দন	১	১৬	১৮

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহেং কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে এক টাকা যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাহার নিকটে কাগজ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাহার নিকটে পাঠান যাইবে।

সমাচার দর্পণ

৩০ সংখ্যা। শনিবার। ৯ জুন সন ১৮২১। ২৮ জৈষ্ঠ সন ১২২৮॥

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্ত সমাচারস্য দর্পণে ॥

কোম্পানির কাগজ।

১৮১১ ও ১৮১২ সালের কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা চারি টাকা আট আনা প্রিমিয়ম। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা চারি টাকা চারি আনা প্রিমিয়ম।

তাহার পশ্চাৎ সনের ঐ সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে দশ টাকা প্রিমিয়ম বিক্রয় করিতে হইলে নয় টাকা বার আনা প্রিমিয়ম।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

৯	জুন	শনিবার	২৮	জৈষ্ঠ
১০	ঐ	রবিবার	২৯	ঐ
১১	ঐ	সোমবার	৩০	ঐ
১২	ঐ	মঙ্গলবার	৩১	ঐ
১৩	ঐ	বুধবার	১	আষাঢ়
১৪	ঐ	বৃহস্পতিবার	২	ঐ
১৫	ঐ	শুক্রবার	৩	ঐ

ইস্তাহার।

সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে এই সমাচার দর্পণে তাবৎ দেশের সমাচার ছাপান যায় বিশেষতো ভাগ্যবান লোকের সন্তানোৎপত্তি ও বিবাহ ও মৃত্যু প্রভৃতি যখন যাহা জ্ঞাত হওয়া যায় তাহা ছাপাদ্বারা সর্ব্বত্র প্রকাশ করা যায় কিন্তু যাহা আমরা জানিতে না পারি তাহা অন্যকে কি প্রকারে জানাই। অতএব সকলকে জানান যাইতেছে যে কোন লোকের জন্ম ও বিবাহ ও মৃত্যু হইলে শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে বিবরণ সমেত সমাচার দেন তবে দর্পণে অর্পণ করা যাইবেক ইহাতে কাহারো ডাক খরচ লাগিবেক না।

পোষ্ট আপীস।

পোষ্ট আপীসের অর্থাৎ সদর ডাকের অধ্যক্ষ শ্রীযুত সিকন্দার সাহেব সকলকে জানাইতেছেন যে তাঁহার নিকট কোন সমাচার আনিতে যাহারদের আবশ্যক হইবেক তাহারা তাঁহার নিকট ইস্তক নয় ঘণ্টা বেলা নাগাদ দুই প্রহর এক ঘণ্টা বেলাপর্য্যন্ত পত্র পাঠাইলে জবাব পাইবেক। এবং ডাকের চিঠী ইস্তক দুই প্রহর তিন ঘণ্টা অবধি ছয় ঘণ্টাপর্য্যন্ত দিলে লওয়া যাইবেক। এবং কোন সমাচারের কাগজ ডাকে পাঠাইতে হইলে পাঁচ ঘণ্টা বেলার মধ্যে দিলে লওয়া যাইবেক ইহার পর লওয়া যাইবেক না।

জনরল ত্রেজুরি।

শ্রীযুত বারবেল সাহেব সকলকে জানাইতেছেন যে আগামী শুক্রবারে স্নানযাত্রা হইবেক সেকারণ সে দিবস ত্রেজুরি আপীস বন্দ হইবেক।

সমাচার দর্পণ।

বোম্বে।

মোকাম বোম্বেহইতে ১০ মে তারিখের পত্র আসিয়াছে তাহাতে [illegible] গেল যে শ্রীযুত সর জন মালকম [illegible] যখন পারসী দেশে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের [illegible] উকীল ছিলেন তখন শ্রীযুত যুক[illegible] সেখানে চিকিৎসক কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি পারসী ভাষাতে অতিবিজ্ঞ [illegible] প্রযুক্ত শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুর তাঁহাকে তদ্দেশের ওকালতি কর্ম্মের ভারও দিয়াছেন।

এবং রোমানী দেশের অধ্যক্ষ [illegible] সুলতান বেন্‌সগর পারসী দেশের [illegible] রাজ শহরের বাদশাহকে প[illegible] [illegible]ছেন যে ইংগ্লণ্ডীয়েরা বোম্বাইর [illegible] দমনার্থ মোকাম কিসিমিতে যে [illegible] সৈন্য স্থাপন করিয়াছেন তাহারদিগকে উঠাইয়া দেও তবে বোম্বাইয়াহইতে যে ভয় আছে তাহা আমি নাশ করি[illegible] আমি আরব রাজ্যের নিকটে থাক[illegible] তুমি কিঞ্চিৎ সৈন্য আমাকে দিয়া [illegible] করিবা। ইহাতে সীরাজের বাদশাহ সম্মত হইতে পারেন এমত বোধ হয় যেহেতুক তাঁহার ইচ্ছা যে [illegible] লোক কিম্বা অন্য লোক তাঁহার নিকটে কিন্তু ইংগ্লণ্ডীয়েরদের থাকাতে [illegible] ইচ্ছা নয় এবং যখন ইংগ্লণ্ডীয়েরদের [illegible] প্রসঙ্গ হয় তখন তিনি কহেন যে [illegible]য়েরা প্রথম অল্প স্থান লইয়া ক্রমে [illegible] সমুদয় আক্রমণ করে।

১৩ মে তারিখের মোকাম [illegible] পত্রে জানা গেল যে মোকাম [illegible]

জালশোটে ও করঞ্জে ওলাওঠা রোগের বৃদ্ধি হইয়াছে।

গত. মে মাসে বোম্বের কারাগারে তিরানব্বই জন লোক বদ্ধ ছিল তাহার মধ্যে আটচল্লিশ জন দেনার দায়ে কএদ তাহার মধ্যে এক জনমাত্র গোরা। আর অন্যং দোষে পঁয়তাল্লিশ জন কএদ তাহার মধ্যেও দুই জন গোরা লোক ইহাতে বোধ হয় যে বোম্বে স্থান উত্তম যেহেতুক সেখানে লোকসংখ্যা অনুমান দুই লক্ষ ইহাতে কেবল তিরানব্বই লোকমাত্র কারাগারে বদ্ধ আছে।

মুরশেদাবাদ।

মোং মুরশেদাবাদের ২৭ মে তারিখের চিটীতে জানা গেল যে ঐ মোকামে ২৬ তারিখে অতিশয় ঝড় বৃষ্টি ও বজ্রাঘাত হইয়াছে ইহাতে অনেকং ঘর ভাঙ্গিয়াছে। এই ঝড়ে বহরমপুরে অনেক ঘর ভাঙ্গিয়াছে ও বারিকার নিকটে রাস্তার উত্তর পার্শ্বস্থ প্রাচীনং বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে একটা বৃক্ষের তাবৎ ডাল ভাঙ্গিয়া কেবল গোড়া আছে।

শ্রীযুত কাপ্তান সুলতায় সাহেবের বাটীতে এক বৃক্ষ এক কালে সকল সমেত উড়িয়া গিয়াছে ও গোরা বাজারে বজ্রাঘাতে দুই জন লোক খুন হইয়াছে তাহার এক জন সিফাহী। খালাসী বাজারে এক জন ঐ বজ্রাঘাতে খুন হইয়াছে।

মুরশেদাবাদের ও তন্নিকটস্থ চতুর্দ্দিগের লোকেরা কহে যে ত্রিশ বৎসরের মধ্যে এমত ঝড় হয় নাই প্রায় কোন ঘর আস্ত নাই। শ্রীযুত রাজা উদ্মন্তসিংহ যে নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহাতে বজ্রাঘাত হইয়া এক লোক খুন হইয়াছে ও দুই জন দগ্ধ হইয়া জীবৎ আছে ও মন্দিরের উপরে দুইটা ছিদ্র হইয়াছে এবং ঐখানে থানায় এক নারিকেল বৃক্ষে বজ্রাঘাত হইয়া বৃক্ষ দগ্ধ হইয়াছে এবং শাহনগরের নিকটে ঐ বজ্রাঘাতে এক জন স্ত্রীলোক খুন হইয়াছে এবং শ্রীযুত নবাব সাহেবের চাবুক সওয়ারের ঘরে বজ্রাঘাত হইয়া ঘর দগ্ধ হইয়াছে এবং অন্যং অনেক ঘর দগ্ধ হইয়াছে।

খুন।

মোকাম ঋড়েগাতে এক জন তিলি জাতি ৩০ এপ্রিল তারিখে আপন স্ত্রী ও দুই পুত্রকে খুন করিয়া ঘরে অগ্নি দিয়া ও আপন গলা কাটিয়া মরিয়াছে। লোকেরা ইহার কারণ অনুমান করিল যে সে স্ত্রী ভ্রষ্টা ছিল সেই রাগে এমত করিল। এ মোকদ্দমার বিশেষ আমিন কিছুই নাই তৎপ্রযুক্ত সকলের সমান গতি হইল কিন্তু যদি এ মোকদ্দমা ইংগ্লণ্ডে হইত তবে মৃত কয় জনের দাহাদি হইত এবং খুনী ব্যক্তিকে চৌরাস্তাতে মাটী দিয়া তাহার বক্ষস্থলে এক গোঁজ মারিয়া রাখিত।

মূর্ত্তি।

মোকাম বোম্বেতে মূর্ত্তির তাবৎ টাকীট শ্রীযুত সটন মালকম কোম্পানী খরিদ করিয়াছেন।

জাহাজ ডুবি।

পিনাঙ্গহইতে পালাস নামে এক জাহাজ আসিয়াছে তাহাতে সমাচার জানা গেল যে করমণ্ডল নামে জাহাজ যাবা উপদ্বীপের নিকটে ডুবিয়াছে। এই জাহাজ শূর্পপুরের কারণ মোং বেঙ্কুলে লোহ বোঝাই হইয়া ও শহর বাতাপীতে যাইয়া তিন হাজার বোরা চাল ও নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা বোঝাই হইয়া যাইতেছিল তাহাতে ডুবি হইয়া তাবৎ জিনিস নষ্ট হইল কিন্তু প্রাণিহত্যা হয় নাই জাহাজস্থ তাবৎ লোক উঠিয়া মোকাম সায়রাঙ্ক ও সুরবায়াতে গমন করিল। আর এক জাহাজ সেই সমুদ্রে মারা পড়িয়াছে তাহাতে অনেক দ্রব্যাদি ছিল ও তিন শত লোক ছিল তাহারা সকলে নাশ পাইয়াছে কিন্তু এক জন ছুতার ও অন্য দুই তিন জন লোক সমুদ্রে ভাসিতেছিল এই সময়ে এই পালাস নামে জাহাজ সেইখানহইতে আসিতেছিল তাহারা এই জাহাজে উঠিয়া রক্ষা পাইল।

শূর্পপুরের বাণিজ্যের যে সমাচার আসিয়াছে তাহাতে অধিক ভরসা হইয়াছে সেখানে বাণিজ্য উত্তম রূপ হইতেছে।

দোআব অর্থাৎ গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্ত্তী দেশ।

দোআবহইতে যে চিঠী আসিয়াছে তাহাতে জানা গেল যে সেখানে অতিশয় ফশল জন্মিয়াছে ইহাতে প্রজা লোকেরা বড় ভাল আছে এবং অন্যং বৎসরে গ্রীষ্ম সময়ে যে রূপ গ্রীষ্ম হয় এ বৎসর সেরূপ হয় নাই এবং দুই তিন দিবস ঝড় বৃষ্টি ও বজ্রাঘাত হইয়াছে কিন্তু তাহাতে কিছু ক্ষতি হয় নাই।

মোকাম বিঠুরের এক জন ভাগ্যবান লোক শ্রীযুত মহারাজ বাজিরাও পেশোয়াকে পলায়ন করাইতে চেষ্টা করিয়াছিল তাহাতে ইংগ্লণ্ডীয়েরা ঐ ব্যক্তির প্রতি সন্দেহ করিয়া তাহাকে পাকড়া করিয়াছে তাহার দণ্ড হয় এমত সম্ভাবনা আছে কিন্তু

তাহাকে আলীগড়ে ও ফতেগড়ে রাখিতে সন্দেহযুক্ত তাহাকে পশ্চিম অঞ্চলে বুঝি আগরা পাঠাইবেন এমত অনুমান হয় এবং তাহার পায় বেড়ি দিয়া পেশোয়ার লোকের সম্মুখে চালাইতে হুকুম দিয়াছেন। এবং দেখা গেল যে ইহাতে শ্রীযুত মহারাজ বাজিরাও পেশোয়ার কিছু অনুমতি ছিল না। ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগের বিপক্ষেরদের উপকার চেষ্টা করিলে এই ফল লাভ হয়।

মৃত্যু।

সমাচার আসিয়াছে যে ঢাকার আপীল কোর্টের জজ পি দবলিও পিচিল সাহেব গত ২৫ মে তারিখে মরিয়াছেন।

মোং রামপুর বোয়ালিয়ার কুঠীর অধ্যক্ষ জান এডিমন সাহেব অতিপ্রাচীন তিনি বাঙ্গালাতে ৪৩ বৎসর কর্ম্ম করিয়াছেন সংপ্রতি তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

এবং মোং গণ্টূরে বি দেরাজ সাহেব ছিলেন তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

ঘোড়া চুরি।

শ্রীযুত মহারাজ বাজিরাও পেশোয়ার পারিষৎ এক ওমরার এক ঘুড়ী ও এক ঘোড়ার বাচ্চা চোরে চুরি করিয়া লখনৌয়ের বাদশাহের অধিকারে রাখিয়াছিল। তাহাতে ফতেগড়ের কোতোয়াল অনেক কৌশলে দুই ঘোড়া আনিয়া তাঁহাকে দিয়াছে। এইৎ রূপে রক্ষকের সম্মুখহইতে অনেক ঘোড়া চোরে চুরি করে।

স্কুল শোসইটী।

গত ২ জুন শনিবারে স্কুল শোসইটীর বাৎসরীয় বিবেচনা কারণ টৌনহালে অর্থাৎ সাধারণ ঘরে সম্প্রদায়েরা দ্বিতীয় বার বসিয়াছিলেন তাহাতে প্রধান জজ শ্রীযুত ইষ্ট্ সাহেব ছিলেন তাহাতে রিপোর্ট জানা গেল যে কলিকাতার মধ্যে বাজে স্কুল ২১১ দুই শত এগার আছে তাহার মধ্যে চারি হাজার নয় শত বালক। ইহাতে শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত উমানন্দ ঠাকুর ও শ্রীযুত রামচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুত দুর্গাচরণ দত্ত এহারা আপনৎ নিকটস্থ স্কুলের তদারক করিয়াছেন ইহা জানিয়া সাহেব লোকেরা তাহারদিগের প্রতি তুষ্ট হইয়াছেন।

এবং স্কুল শোসইটীর বাঙ্গালি কোমেটীর মধ্যে শ্রীযুত মিরজা মহম্মদ অস্কারি নিযুক্ত হইয়াছেন।

দেশভ্রমণ।

ফ্রান্স দেশের রাজধানী পারিশ নগর হইতে এক সাহেব আসিয়াছে তাহার দ্বারা শুনা গেল যে শ্রীযুত হাম্বোল্ট সাহেব অতিজ্ঞানবান্ তাবৎ ইওরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করিয়াছেন এখন পারিশ নগরে থাকিয়া উদ্যোগ করিতেছেন যে আরব ও তাতার দেশ ও হিমালয় পর্ব্বত হইয়া ভোট দেশ দেখিয়া এখানে আসিবেন।

বাবুর উপাখ্যান যাহা পূর্ব্ব ছাপান গিয়াছিল তাহার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ তিনি পুনর্ব্বার পাঠাইয়াছেন।

বাবুর উপাখ্যান দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বাবু লেখা পড়া কিছু শিখিলেন না অথচ সর্ব্বত্র মান্য এবং পণ্ডিতেরা কহেন আপনি সর্ব্ব শাস্ত্রে বিচার করিতে পারেন এবং সূক্ষ্ম বুঝিতে পারেন এই সকল কথার দ্বারা বাবু মহাভিমানী হইয়া মনে করেন আমার বাঙ্গালির ধারা ব্যবহার বিদ্যা নিয়ম ইত্যাদি সব[illegible] হইয়াছে এবং তদনুযায়ি কর্ম্মও সকল[illegible] হইয়াছে। এই ক্ষণে সাহেব লোকের [illegible] হইব এবং ধারা ব্যবহার পুরুষার্থ ধার্ম্মি[illegible] সৌজন্য বিচারবাক্য সেই প্রকার প্রকাশ কর[illegible] ইহাতে কেবল বাবুর ছাতারের নৃত্য [illegible] বিশেষ দেখ।

সাহেব লোকের ধারা একটা আছে [illegible] বিকালে গাড়ীতে কিম্বা ঘোটকে আরোহণ[illegible]য়া বেড়ান।

বাবু আপন চাকরকে হুকুম দিয়া রাখেন [illegible]পের পূর্ব্বে নিদ্রা ভাঙ্গাইয়া দিও প্রাতঃকালে ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া বেড়াইতে যাইব। [illegible] প্রায় সমস্ত রাত্রি বেশ্যালয়ে ছিলেন চা[illegible] রাত্রি থাকিতে বাটীতে আসিয়া শয়ন করিয়াছেন তাহার পরে চাকর নিদ্রা ভাঙ্গাইলেক সুতরাং উঠিতেই হইল সেই ঘুম চক্ষে ঘো[illegible] উপরে সওয়ার হইয়া যাইতেছিলেন দে[illegible] রৌদ্র হইয়াছে এই ক্ষণে যে পথে সাহেব লোক গিয়াছে সে পথে গেলে লজ্জা পাইব। তাহাতে অন্য কোন পথে যাইতেছিলেন [illegible] ঘোড়ায় সওয়ার ভাল চিনিতে পারে বাবুর অ[illegible] বিবেচনা করিয়া পিঠহইতে ভূমিতে ফেলি[illegible] দিলেক বাবু ছাইগাদায় পড়িয়া হাতে মু[illegible] ছাই মাখিয়া সহীসের কান্ধে হাত দিয়া বাটী আইলেন ঘোড়া দৌড়িয়া যাইতেছিল কো[illegible] সাহেব দেখিয়া আপন সহীসকে হুকুম দিয়া ঘোড়া ধরিয়া আড়গড়ায় পাঠাইয়া দিল।

সাহেব লোকের ব্যবহার এই যে যাহার সঙ্গে যে কথা কহেন তাহা অন্যথা হয় না অর্থ মিথ্যা কহেন না।

বাবুর নিকটে অনেক লোক গমনাগমন করে তাহাতে ব্যবহার প্রায় প্রকাশ আছে যদি কোন ভিক্ষুক বাবুর নিকটে যায় ও আপন পিতৃ মাতৃ বিয়োগাদি দুঃখ জানায় তাহাতে কহেন আমি কিছু দিব না যাও আর বিরক্ত করিও ন

সমাচার দর্পণ।

ইহা শুনিয়া বাবুর কাছে মান্য কোনং লোক সুপারিশ করে তাহাতে উত্তর করেন তোমরা কি আমাকে বাঙ্গালির মত করিতে কহ একবার বলিয়াছি দিব না পুনরায় দিলে আমার কথা মিথ্যা হইবেক আমার প্রাণ থাকিতেও ইহা হইবেক না মানুষের একই কথা।

সাহেব লোক যদি কাহারো সঙ্গে বিবাদ করেন তবে প্রায় যুদ্ধ করিয়া থাকেন ঘুসা কিম্বা পিস্তল ইত্যাদি মারিয়া থাকেন।

বাবুর অনুগত খুড়া কিম্বা অন্য প্রাচীন কুটুম্ব আর দাস দাসীর প্রতি যদি রাগ হয় তবে সেই প্রকার ইংরাজী ঘুসা মারেন এবং কহেন যে হামারা পিস্তল লেআও এই প্রকার ভয়ানক শব্দ করেন তাহাতে ঐ দীন দুঃখিরা পলায়ন করে। বাবু সেই সময়ে আপন মনেং পুরুষার্থ বিবেচনা করেন।

সাহেব লোক রবিবারং গির্জায় গিয়া থাকেন অন্য বারে বিষয় কর্ম্ম করেন।

বাবু এই বিবেচনা করিয়া সন্ধ্যা আহ্নিক পূজা দান তাবং পরিত্যাগ করিয়া রবিবারে বাগানে গিয়া কখন নেড়ার গান কখন শকের যাত্রা খেঁউড় গীত শুনিয়া থাকেন।

সাহেব লোক সৌজন্য প্রকাশ করেন যদি কোন লোক আপদ্গ্রস্ত হয় তবে তাহার বাটীতে গিয়া নানা প্রকারে তাহার আপদুদ্ধারের চেষ্টা করেন।

বাবুর নিকটে যদি কোন লোক আসিয়া কহে যে অমুক লোক এই প্রকার দায়গ্রস্ত। বাবু তৎক্ষণাং গাড়ী আরোহণ করিয়া তাহার বাটীতে গিয়া কহেন যে এ তোমার কোন দায় আমি সকল উদ্ধার করিব কিন্তু এইক্ষণে কিছু দিন অস্পষ্ট থাকহ আর বৈঠকখানায় যেন বসিয়াছ বাটীর ভিতর চল সেইখানেই পরামর্শ করিব। বাটীর ভিতর গিয়া মিথ্যা আশ্বাস বাক্যে আকাশের চন্দ্র হাতে দিয়া স্ত্রী লোক কোন দিকে থাকে তাহার অনুসন্ধান করেন ঐ চেষ্টাতে প্রত্যহ যাতায়াত করেন।

সাহেব লোকে অদালতহইতে শালিশী হুকুম দিয়া থাকেন।

বাবু শালিশ হইলেন প্রায় অদালত সকলি বুঝেন এবং ইংলিশ বুক দেখিয়া থাকেন শালিশ হইয়া চারি মাসেও একবার বৈঠক করেন না যদি অনেক উপাসনাতে দুই তিন বৎসরে বৈঠক হয় তবে যে পক্ষে বাবুর দয়া সেই পক্ষেই জয় হয় পরে রফানামা দেন।

সাহেব লোক হিন্দী কথা কহেন তাহাতে ত কার দ কার স্থানে ট কার ড কার উচ্চারণ করেন।

বাবুকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে তোমার নাম কি ডাটারেম গোষ অর্থাৎ দাতারাম ঘোষ। এই সকল ছাতারের নৃত্য কি না বিবেচনা করিবেন।

ইংগ্লণ্ডপ্রভৃতি দেশে অনেক সমাচারের কাগজ ছাপা যায় তাহাতে অনেক লোক কৌতুকার্থ অথবা স্বপ্রয়োজনার্থে ইচ্ছানুসারে সমাচার পাঠাইলে ছাপাওয়ালা তাহা ছাপাইয়া প্রকাশ করে কিন্তু যদি কেহ কোন ব্যক্তি বিশেষের গ্লানি কিম্বা অখ্যাতিকর সমাচার পাঠায় তাহা কদাচ ছাপা করে না কিন্তু যদি কেহ সর্ব্বসাধারণ দোষসূচক সমাচার পরিহাস চ্ছলে পাঠায় তাহা ছাপাকরণে কিছু ক্ষতি নাই বরং ইহাতে সেইং দোষের নিবারণ হইতে পারে। এই ধারানুসারে আমারদের চলন উপযুক্ত।

বাজার ভাও।

জিনিস	মোন	অবধি	পর্য্যন্ত
সুপারি	১	৩৬	৩৬৵
ডেরেণ্ডা তৈল	১	১৯	২০
গাছ মরিচ	১	২৷৷	৪৷৷
নারিকেল তৈল	১	১২	১৪
তুলা কাছোড়া	১	০	০
আদা রঙ্গপুর	১	২	২৷০
পাটনাই আদা	১	১৬	১৬৵
চালু পাটনাই	১	২৷	২৷৵
পাছড়ি উত্তম	১	২৶	২৬
পাছড়ি মধ্যম	১	২	২৵
বালাম	১	১৷৷৶	১৬
রাঢ়ী	১	১৷৷	১৷৷/
দুধা গোম	১	১৷/	১৷৵
পাটনাই বুট	১	১৵	১৷/
অড়হর ডাল	১	১৷৷৵	১৷৷৶
মটর		১	১৵
উত্তমগায়া ঘৃত	১	২২	২৩
মধ্যম ঘৃত	১	১৮	০
ভৈসা ঘৃত	১	০	০
মধ্যম ভৈসা	১	০	০
মোমবাতী	১	৫৭	৫৮
মিছরি উত্তম	১	১৬	১৭
মিছরি মধ্যম	১	১৩	১৪
সোরা উত্তম	১	৪৬	৫৷
মধ্যম	১	৪৷	৪৷৷
চিনী কাশীর	১	৮৷৷	৯
মধ্যম	১	৭	৭৷৷
খার চিনী		৩৷	৪
তেতুল		৷৶	৬
তামাকু	১	২৷৷	৫৷
চন্দন	১	১১	১৮

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহেং কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে এক টাকা যিনি গ্রাহক হইয়াছেন যদি তাহার নিকটে কাগজ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাহার নিকটে পাঠান যাইবে।

সমাচার

৪৩২ সংখ্যা। শনিবার। ২৩ জুন সন ১৮৩১। ১১ আষাঢ় সন ১২৩৮ ॥

দর্পণে মুখ দোষ ত্যজেব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে ॥

কোম্পানির কাগজ।

১৮৩১ ও ১৮৩২ সালের কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা চারি টাকা চারি আনা প্রিমিয়ম। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা চারি টাকা প্রিমিয়ম।

তাহার পর ১৮২৫ সনের ৫ সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে দশ টাকা প্রিমিয়ম বিক্রয় করিতে হইলে নয় টাকা বার আনা প্রিমিয়ম।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

২৩	জুন	শনিবার	১১	আষাঢ়
২৪	ঐ	রবিবার	১২	ঐ
২৫	ঐ	সোমবার	১৩	ঐ
২৬	ঐ	মঙ্গলবার	১৪	ঐ
২৭	ঐ	বুধবার	১৫	ঐ
২৮	ঐ	বৃহস্পতিবার	১৬	ঐ
২৯	ঐ	শুক্রবার	১৭	ঐ

সমাচার দর্পণ।

রাজকর্ম্ম নিয়োগ।

৩ মে সন ১৮৩১।

শ্রীযুত জে ই উলাস্টন সাহেব জিলা বান্দার কালেক্টর হইয়াছেন।

শ্রীযুত সি ডি রসল সাহেব বালায়মের হামিরপুরের দ্বিতীয় কালেক্টর হইয়াছেন।

সুপ্রীমকোর্ট।

গত ১৫ জুন শুক্রবারে সুপ্রীমকোর্টের অদালত খোলা গিয়াছে।

মান্দরাজের সুপ্রীমকোর্ট।

মান্দরাজে পারিআনা নামে এক গৃহস্থের বাটীর কূপেতে এক মৃত বালক ভাসিতেছিল তাহা দেখিয়া ঐ পারিআনা বালককে উঠাইয়া পুলিসে খবর দিল তাহাতে নাহিখাঁ জমাদার ও সুব্বনায়ক দারোগা ও বাবুনসাহানা ও নারায়ণ ও গুরুপা এই তিন বরকন্দাজ ইহারা একত্র হইয়া ঐ পারিআনাকে ও তাহার চাকর আরনাচেলমকে ধরিয়া ঐ খুন কবুল করাইবার নানাপ্রকার প্রকার করিল অর্থাৎ সাঁড়াসীদ্বারা তাহারদের চর্ম্ম টানিল ও হাত পায়ে বেড়ী লাগাইল ও মরিচের গুঁড়া নাকে মুখে ঢুকাইয়া দিল ও বিছা ও বোল্তার দ্বারা দংশন করাইল ও লট্কাইয়া বেত্রাঘাত করাইল তথাপি তাহারা কবুল করিল না। পরে যখন মোকদ্দমা অদালতে বিচার হইল তখন পারিআনা ও আরনাচেলমের উপরে কঠিন তহশীল সাবুদ হইয়া দারোগা ও জমাদারের এক বৎসর মেয়াদে কএদ হইল ও বরকন্দাজ তিন জনের ছয়২ মাস মেয়াদ হইল ও চাকুরিহইতে বরতরফ করিল।

মুরশেদাবাদ।

মোকাম মুরশেদাবাদহইতে ১৭ জুন তারিখের পত্র আসিয়াছে তাহাতে জানা গেল যে ৮ জুন তারিখে সেখানে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া ক্রমে তিন দিন মহাবৃষ্টি হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে যে তৃণ উদ্ভিদ বুনিয়াছিল তাহা অনাবৃষ্টিতে নষ্ট হইয়াছে এবং অতিশয় বৃষ্টি হওয়াতে কৃষিকর্ম্ম বন্দ হইয়াছিল কিন্তু তিন চারি দিবসের পরে কৃষি কর্ম্ম সুন্দররূপে চলিতেছে এবং সেখানে শস্যাদি যে দুর্ম্মূল্য হইয়াছিল তাহাও কিঞ্চিৎ সুলভ হইয়াছে।

কানপুর।

কানপুরের সমাচার জানা গেল যে সেখানকার পল্টনের সাহেবেরা ও অন্যান্য জজ কালেক্টর সাহেবেরা চেষ্টা করিয়া সেখানে পল্টনের সঙ্গে লোকেরদের দরিদ্র বালক প্রায় দুই শত আছে তাহারদের খোরাক পোশাক ও বিদ্যা শিক্ষার্থ এক চেরেটী স্কুল করিয়া তাহার খরচ পত্র দিতেছেন বালকেরা বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে। এ বিষয়ে ক শ্রীযুত জেনরল মার্টিন দেলকোর্ট তিনি নিজে পাঁচ শত টাকা দিয়াছেন এবং প্রতি মাসে ষোল টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছেন সর্ব্বসুদ্ধা প্রায় দুই হাজার টাকা কানপুরে সহী হইয়াছে।

চুরি।

গত দুই সপ্তাহের মধ্যে মোকাম

কলিকাতাতে অতিশয় চুরি হইতেছে শ্রীযুত চুবান সেক্রটারি সাহেবের ঘরে জন কএক চোর গিয়া এক বাক্স বাহির করিয়া টাকা ও নোট যে ছিল তাহা লইয়া গির্জাঘরের নিকটে বাক্স ফেলিয়া গিয়াছে। তাহাতে যে২ লোকের প্রতি সন্দেহ হয় তাহারদিগকে ধরিয়া তদারক করিতেছেন যদি নোটের নম্বর সাহেবের নিকটে থাকে তবে চোর ধরা যাইতে পারে। অন্য এক দিবস শ্রীযুত সুইনহো সাহেবের ঘরে জন কতক চোর গিয়া এক রূপার বাসন রূপার রেকাব সমেত লইয়াছে কিন্তু মোং জানবাজারে এক চোর ধরা পড়িল তাহার স্থানে সেই বাসনের রেকাব পাওয়া গেল তাহাতে তাহাকে জেলখানাতে রাখিয়াছে।

—

খুন।

মোকাম কলিকাতার আমড়াতলার গলিতে নম্মুনামে এক হিন্দুস্থানীয় স্ত্রী খুন হইয়াছে ১১ জুন সোমবার তাহার বিচার হইল তাহাতে জানা গেল ৮ তারিখে এক জন পারসী দেশীয় যুবা লোকের সহিত বিরোধ করিয়া বিষ ভক্ষণ করিয়াছিল। তাহা লোকেরা জানিয়া এক জন চিকিৎসককে আনাইল কিন্তু সে যে ঔষধি ভক্ষণ করাইল তাহাতে কোন ফল জন্মিল না যেহেতুক অনেক বিলম্ব হইয়াছিল পরে বেলা দুই প্রহর এক ঘণ্টার সময়ে তাহার মৃত্যু হইল।

—

মোং জলনা।

বিজাপুরের নিকটবর্ত্তি মোং জলনা হইতে ২০ মে তারিখের সমাচার আসিয়াছে তাহাতে জানা গেল যে ঐ মোকামে ওলাওঠা রোগ অতিশয় বর্দ্ধিষ্ণু হইয়াছে এবং সেখানকার ডাকঘরের অধ্যক্ষ কাপ্তান ওয়াকর সাহেবের ওলাওঠা রোগ হইয়া দশ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু হইয়াছে এবং দেড় শত সৈন্য মরিয়াছে। ইহাতে সেখানকার লোকেরা স্থির করিয়াছে যে যখন মেঘ হয় তখন রোগের বৃদ্ধি হয় এবং বৃষ্টি হইলে রোগ ন্যূন হয়।

সেখানে আর এক জনরব হইয়াছে যে এক জন সর্দ্দার তিন শত ঘোড়সুআর একত্র করিয়াছে অনুমান হয় যে তাহারা বিজাপুরের নিকটে ডাকাইতি করিবেক তাহারদের দল ক্রমে২ বৃদ্ধি হইতেছে।

—

ওলাওঠা।

মোকাম বোম্বেতে ওলাওঠা রোগ যে রূপ বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা নীচের হিসাবে জ্ঞাত হইবা।

তারিখ	পুরুষ	স্ত্রী	বালক	একুন
২৩ মে	১৮	৭	৩	২৮
২৪ রোজ	২৯	১১	৭	৪৬
২৫ রোজ	১৬	১১	৫	৩২
২৬ রোজ	২৬	১১	৩	৩৯
২৭ রোজ	২২	১৩	১	৩৬
২৮ রোজ	২৮	২৩	৩	৫৪
	১৩৫	৭৮	২২	২৩৫

ইহার মধ্যে ইতর লোক অধিক যাহারা রৌদ্রেতে অধিক থাকে ও অধিক কর্ম্ম করে।

যাবা উপদ্বীপের রাজধানী বাটেবিয়াতে এমত ওলাওঠা হইয়াছে যে প্রতিদিন দেড় শত অবধি দুই শত পর্য্যন্ত লোক মরিতেছে।

কানপুরহইতে ১০ জুনের সমাচার আসিয়াছে তাহাতে জানা গেল যে সেখানে ওলাওঠা পঁহুছিয়াছে ঘোড়সুআর গোরা পলটনের মধ্যে অনেক লোক মরিয়াছে পদাতিক গোরা পলটনের চারি জনের ঐ ১০ জুন তারিখে কবর হইয়াছে ও হাসপাতালে অনেক গোরা লোক পড়িয়া আছে।

—

ফতেগড়।

মোং ফতেগড়ের ২৮ মে তারিখের পত্রে জানা গেল যে লখনৌয়ের গত নবাব উজীর সাদৎআলী খাঁ বাহাদুরের প্রাচীন চাকর শ্রীযুত মীরজা মেহ্দিআলী খাঁ মোং ফতেগড়ে এক সাহেবের নিকটে এক বড় বাড়ী লইয়া বাস করিয়াছেন তথাকার সাহেবেরা তাঁহার যথোচিত সংভ্রম করেন এবং তাহার সহিত তাহারদের অধিক আত্মীয়তা হইয়াছে। এবং ঐ মীরজা সাহেব সেখানে থাকিয়া এক বিবাহ করিয়াছেন তাহার প্রথম পানপত্রের দিবস ২২ তারিখে তাবৎ সাহেব লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া উত্তম আহার দিয়াছেন তাহার পরে বাজী ও নাচ ও গান ও তাড়াম প্রভৃতি অনেক তামাসা আমোদ হইল এবং পাঁচ হাত উচ্চ তাম্বীর উপরে উঠিয়া এক লোক নানা কাবা করিল ইহাতে সাহেব লোকেরা অতি সন্তুষ্ট হইলেন। পরে ২৪ তারিখে বিবাহের দিবসেও তথাকার তাবৎ সাহেব ও বিবি লোকেরা আসিয়াছিলেন সে দিবসেও অতিবড় খানা হইল ও বিবি সাহেবেরা অনেকে নৃত্য করিলেন কিন্তু অতিশয় গ্রীষ্ম প্রযুক্ত অধিক কাল নৃত্য হইল না। পরে নানা প্রকার রোশনাই ও বাজী হইল ইহাতে লক্ষ লোক তামাসা দেখিতে জমা হইয়াছিল। মীরজা [illegible]

দের মত ইহাতে সাহেবেরা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত তুষ্ট হইয়াছেন।

মহিষ।

পশ্চিম অঞ্চলহইতে কোন ভাগ্যবান লোকের প্রতিপালিত অনেক মহিষ লইয়া রক্ষকেরা তৎপ্রদেশে জলাভাব প্রযুক্ত এতদ্দেশে চরাইবার কারণ আনিয়াছিল পরে গত বুধবার মোং রিসড়ার ঘাটে গঙ্গা পার করিয়া পূর্ব্ব অঞ্চলে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিয়াছিল তাহার মধ্যে এগার মহিষমাত্র পার হইয়াছিল মোং মাহেশে অনেক লোক একত্র হইয়া তাহার পাঁচ মহিষকে ঘেরিলে এক ভাগ্যবানের বাড়ীর দরওয়ানকে মারিয়া অত্যন্ত রাগান্ধ হইয়া পুনর্ব্বার গঙ্গা পার হইল। পরে মোং কোতরঙ গ্রামে এক স্ত্রী লোক আপন পুত্রের কারণ জলপানীয় লইয়া যাইতেছিল তৎকালে সে ঐ মহিষকে দৌড়িয়া আসিতে দেখিয়া চারি পাঁচ জন পুরুষ ও ঐ স্ত্রী এক ইঁটের পাজার উপরে উঠিল কিন্তু স্ত্রী উঠিতেং ঐ মহিষ দৌড়িয়া ঐ স্ত্রীকে শৃঙ্গদ্বারা ভূমিতে ফেলিয়া তাহাকে খণ্ডং করিল এবং তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া দক্ষিণ দিকে গিয়া মোং ভদ্রকালীতে এক মুদীর স্ত্রী জল আনিতেছিল তাহাকেও ঐ রূপ খণ্ডং করিয়া মোং বালির খাল পর্য্যন্ত দৌড়িয়া গিয়া আর যাইতে না পারিয়া বরোবর পশ্চিম মুখ মাঠের দিগে দৌড়িল। তাহার রক্ষকেরা তাহাকদিগকে ধরিবার অনেক চেষ্টা করিল কোন মতে ধরা গেল না।

পশ্চাৎ তাহার কারণ জানা গেল যে গঙ্গা পার করিবার কালে রক্ষকেরা সে মহিষ সকলের বাচ্চা পশ্চিম পারে রাখিয়াছিল এবং তাহারা পূর্ব্ব পারে গিয়া আপনারদের বাচ্চা না দেখিয়া ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়াছিল।

নূতন পথ।

মান্দরাজের পল্টনের কাপ্তান শ্রীযুত স্কট সাহেব এক ভয়ানক পথদ্বারা ইওরোপে যাইতে উদ্যোগ করিয়াছেন এবং অল্প দিন হইল এক নূতন পথ দিয়া অতি দুঃখে ইওরোপহইতে ভারত বর্ষে আসিয়াছেন সে পথ কেহ কখনও দেখেন নাই।

মান্দরাজ।

মোং মান্দরাজের ২ জুন তারিখের পত্রে জানা গেল যে মান্দরাজের সৈন্যাধ্যক্ষ শ্রীযুত সর তামস হিস্লপ সাহেব ৩০ মে বুধবার সকালে কর্ণাট দেশের শ্রীশ্রীযুত নবাব সাহেবের নিকটে আপনার ইংলণ্ডে গমনের কারণ অনেক প্রকার শিষ্টাচারপূর্ব্বক বিদায় লইলেন এবং পর দিবসে শ্রীশ্রীযুত নবাব সাহেবও তাহার নিকটে আসিয়া অনেক শিষ্টাচার করিয়া গেলেন। পরে ৩১ মে বৃহস্পতিবারে মান্দরাজের তাবৎ সাহেব লোক ও বিবি লোক অনুমান দুই শত লোককে আপন বাটীতে নিমন্ত্রণদ্বারা আনিয়া উত্তমরূপে খানা করিয়াছেন। পর দিবস ১ জুন ঐ সাহেবের জাহাজে চড়িবার পূর্ব্বে গড়ের তাবৎ সিপাহী শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেবের বাটী অবধি সমুদ্র তীরপর্য্যন্ত দোসারি দাঁড়াইল সাহেব তাহার মধ্য দিয়া গিয়া জাহাজে উঠিলেন এবং সেখানকার প্রধান সাহেবেরা তাঁহার সহিত সমুদ্র তীর পর্য্যন্ত গেলেন সে সময়ে গড়ে সতর তোপ হইল ও জাহাজে সতর তোপ হইল।

মান্দরাজের বড় সাহেব শ্রীশ্রীযুত সর তামস মনরো সাহেবের বিবী পীড়িত হইয়া মিষ্ট বায়ু সেবনার্থ মোকাম বঙ্গলুরে গিয়াছিলেন ইহা পূর্ব্বে ছাপান গিয়াছে এই ক্ষণে তাহার সমাচার পাওয়া গেল যে বিবী সাহেবের পীড়াশান্তি অনেক হইয়াছে. এবং ৩ জুন তারিখে মোকাম মান্দরাজে পঁহুছিবেন।

কদর্য্য।

স্বীদেন দেশের রাজধানী নগরে এক ইতর লোক থাকে সে বন্য পশু শৃগালাদির মস্তক কাটিয়া আনিয়া শহরে প্রধান লোকেরদিগকে দেখায় এবং তাহারা তাহা দেখিয়া কিছুং পয়সা দেয়। কিছু কাল পরে ঐ লোকের স্ত্রী মরিলে সে আপন স্ত্রীর শব কবরে দিবার কারণ সিন্দুক আনিল কিন্তু সে এমত কদর্য্য যে স্ত্রীর শব সিন্দুকে না পূরিয়া কেবল কাষ্ঠাদি পূরিয়া সিন্দুক আঁটিয়া কবরে দিল এবং আপন স্ত্রীর শব লইয়া জঙ্গলে রাখিল। সেই শব ভক্ষণ করিতে শৃগালাদি জন্তু আইলে সেইং জন্তুর মস্তক কাটিয়া আনিয়া শহরের অধ্যক্ষেরদিগকে দেখাইয়া পয়সা লয়। ইহা লোকেরা সন্ধান পাইয়া তাহাকে ধরিয়া আনিল তাহাতে সে লজ্জান্বিত না হইয়া শৃগালাদির মস্তক দেখানের পয়সার দাওয়া করিল।

মহাসন্তোষে মরণ।

ফ্রান্স দেশের পারিশ নগরে এক সাহেব আপনার সর্ব্বস্বান্ত করিয়া লাটারিতে আপন নামে টীকীট দিয়াছিল পরে ঈশ্বরেচ্ছাতে তাহার নামে প্রাইজ হইল তাহাতে সে যখন সেই ঘরে গেল ও প্রকাশ মধ্যে আপন নাম নম্বর দেখিয়া বাটীর মধ্যে গিয়া আপনার লাভের কথা নিশ্চয় স্ত্রী

য়া তাঁহার এমত আহ্লাদ হইল যে সেই আমোদে পড়িল ও তৎক্ষণেই মরিল।

শৌকীন বাবু।

নগরবাসি অনেক ভাগ্যবান লোক ও বাবু লোক অনেকে দর্শন সুখার্থে অল্প পারমার্থিক স্নানযাত্রা দেখিতে কেহবা দেখাইতে বৎসরং গিয়া থাকেন এবং এ বৎসরও গিয়াছিলেন যাঁহার যাহাতে মনোরঞ্জন হয় তিনি তাহার মত দ্রব্যাদি এবং লোক লইয়া যান কেহং গায়ক গুণী কেহবা বেশ্যা কেহবা ভাঁড় কেহবা বাই লইয়া বজরা অথবা পিনীস পিম্বা কয়াটর ভাউলে পানসী ডিঙ্গা এবং জেলে ডিঙ্গী প্রভৃতি যাহার যেমত শক্তি তাহাই ভাড়া করিয়া গিয়াছিলেন। ঐ সকল প্রতিবৎসর দেখিয়া শুনিয়া এ বৎসর এক জন নূতন শৌকীন বাবু শৌক করিয়া আপন স্ত্রীকে লইয়া এক হ্যাপ বজরা ভাড়া করিয়া স্নানযাত্রা দেখিতে প্রস্থান করিয়া যখন নৌকায় আরোহণ করেন তখন মাজিরা কহিলেক যে বাবুজী নৌকায় যাইতে বড় বাধা অতএব বিবি ঠাকুরাণীকে আমরা দুই জন মাজি লইয়া নৌকারোহণ করাই পরে আরং বিবিরদিগ্যেকে যে প্রকার করিয়া লইয়া যায় এ বিবিকেও সেই প্রকার না করিলে হইবেক কেন।

অনন্তর নৌকার উপরে গিয়া বাবু চতুর্দিক অবলোকন করিয়া দেখিলেন যে সকল বজরা প্রভৃতির উপরে আরং যত অপ্সরারা আছেন সকলি প্রায় নৃত্য করিতেছেন কেহবা গান কেহ বা পান কেহবা মান ইত্যাদি করিতেছেন। এ সুন্দরী তাহার কিছুই করেন না ইহাতে বাবু খেদান্বিত হইয়া কহিলেন তুমি এক কর্ম্ম কর কেবল শোজা খেঁউড় গীত গাও আমি খেমটা বাদ্য বাজাই আর সেই তালে নৃত্য কর। তিনি সাধ্বী স্ত্রী বাবুর শৌক অনুযায়ি তাবৎ কর্ম্ম সমস্ত রাত্রি করিলেন কোন প্রকারে বাবুর খেদ রাখিলেন না।

প্রভাতে মাহেশের ঘাটে যখন নৌকা লাগিল গুণনিধি বাবু স্নান দর্শনার্থে চলিলেন সেই সময়ে তাহার মনোরমা নৌকা হইতে নামিয়া পূর্ণিমার মধ্যে গঙ্গাস্নান করিতেছিলেন এমত সময়ে তাঁহার সতীত্ব রক্ষা করিতে ভগবান কোন রূপ হইয়া আইলেন পরে অনেক নৌকার ভিড় হওয়াতে বড় গোল হইল। গুণবতী আপন নৌকা চিনিতে না পারিয়া অন্য কোন পুণ্যবানের নৌকাতে পদার্পণ করিয়া পবিত্র করিলেন কিম্বা কাহারো সহিত গুরুতর বাঁধিছিল কিছু বুঝা গেল না কিন্তু পুনরায় গুণনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল না সেই স্নানযাত্রায় শুভযাত্রা করিয়াছেন মনে করি হতভাগার ভাগ্যে আর দেখা হয় কি না হয় কিন্তু বাবু সেই ঘাটেং মঙ্গল গাইয়া বেড়াইলেন এবং ঐ নগরের মধ্যে স্থানেং অন্বেষণ করিলেন সাক্ষাৎ হইল না।

অতএব নিবেদন [illegible] শৌকীন মহাশয়েরা এই মত শৌক [illegible] গাবেন [illegible] এমত কর্ম্ম আর কেহ না করেন।

অজ্ঞাত কুলশীল নামক এক ব্যক্তি পারাপ দেশার্থে এই কথা পাঠাইয়াছিলেন তন্নিমিত্ত ছাপান গেল।

এবং বাবুর উপাখ্যান উপলক্ষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরদের উপহাসসূচক কথা যে কোন ব্যক্তি পাঠাইয়াছেন তাহা বিবেচনা সিদ্ধ হইলে আগামিতে ছাপা যাইবেক।

বাজার ভাও।

জিনিস	মোন	অবধি	পর্য্যন্ত
সুপারি	১	৩৸	৩৵
ভেরেণ্ডা তৈল	১	১৯	২০
গোল মরিচ	১	৭॥	৪
নারিকেল তৈল	১	১২	[illegible]
তুলা পরিষ্কার	১	০	০
আদা মুঙ্গেরী	১	১৸	২
পাটনাই আদা	১	১॥৶	১৸
চাঁদপুর পাটনাই	১	২।	২।৵
পাহাড়ি উত্তম	১	২৶	২৸
পাহাড়ি মধ্যম	১	২	২৶
বালাম	১	১৸৵	১৸৵
রাঢ়ী	১	১॥	১॥৵
দুগ্ধ গোম	১	১৵	১৶
পাটনাই বুট	১	১৵	১৶
অড়হর ডালি	১	১৸	১৸৵
মটর	১	১	১৵
উত্তম গায়া ঘৃত	১	২৩	[illegible]
মধ্যম ঘৃত	১	১৮॥	[illegible]
কৈলা ঘৃত	১	২২	[illegible]
মধ্যম তৈসা	১	০	০
মোমবাতী	১	৫৭	[illegible]
মিছরি উত্তম	১	১৬	১৭
মিছরি মধ্যম	১	১৩	[illegible]
দোলো উত্তম	১	৬৸	[illegible]
মধ্যম	১	৬।	৬।
চিনি কাশীর	১	৮॥	[illegible]
মধ্যম	১	৭	[illegible]
শার চিনী	১	৩।	৪
তেতুল	১	৸	৸৵
তামাক	১	২॥	৫
চন্দন	১	১৫	১৮

এই সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুরে ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহেং কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে এক টাকা যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাঁহার নিকটে কাগজ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবে।

সমাচার দর্পণ

বিশেষতঃ

সর্ব্বহিতপ্রয়োজনক সর্ব্বদেশীয় সর্ব্ববিষয়সূচক সম্বাদ পত্র

১০৩ সংখ্যা।　　শনিবার　৬ এপ্রিল সন ১৮২২। ২৫ চৈত্র সন ১২২৮ ॥

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। 　বৃত্তান্তমহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে ॥

ইস্তাহার।

শ্রীযুত মেকিন্টস কোম্পানী সকলকে জানাইতেছেন যে শ্রীযুত জান উলি হমান্ ফুলটন্ সাহেব গত ১০ এপ্রিল তারিখে শ্রীযুত মেকিন্টস ফুলটন কোম্পানীহইতে নিরংশী হইলেন এখন শ্রীযুত মেকিন্টস কোম্পানী খ্যাত হইলেন।

কলিকাতা ॥ মোকাম কলিকাতাতে ১৭ চৈত্র শুক্রবারে সন্ধ্যা সময়ে অতিশয় ঝড় বৃষ্টি হইয়াছে কিন্তু কাহারো কোন ক্ষতি হইয়াছে এমত শুনা যায় নাই কিন্তু যেমত মেঘগর্জ্জন বারং হইয়াছিল তাহাতে ক্ষতি হওনের সম্ভাবনা বটে প্রথম বৃষ্টি ছাড়িয়া দ্বিতীয়বারে যে বৃষ্টি আরম্ভ হইল সে অতিশয় বৃষ্টি আট ঘণ্টা রাত্রি পর্য্যন্ত হইল ইহাতে নীল প্রভৃতির অংকুর সুন্দর হইবেক এবং শনিবারেও সেইরূপ বৃষ্টি হইয়াছে।

দিল্লী ॥ মোকাম দিল্লীতে শ্রীযুত কাপ্তান রটেল্লী সাহেবের বাটী দগ্ধ হইয়াছে গত সপ্তাহে ছাপান গিয়াছে এইক্ষণে বিশেষ জানা গেল যে তাঁহার দশ হাজার টাকার জিনিস দগ্ধ হইয়াছে কিন্তু বায়ু অল্প ছিল ইহাতে অনেক রক্ষা হইল নতুবা অনেক ঘর দগ্ধ হইত। এবং দিল্লীর ছাউনি দগ্ধ হইত। গত দিসেম্বর ও জানুআরি মাসে মধ্যেং মেঘারম্ভ হওয়াতে অনেক শস্যহানি বিশেষতো যব ও গোধুমের অনেক ক্ষতি এবং বুটপ্রভৃতি শস্যের অল্পহানি হইয়াছে তথাপি শস্য সুলভ আছে বুট টাকা মোন গোধুম টাকাতে ৩২ সের বিক্রয় হইতেছে।

চুনার গড় ॥ মোং চুনারের ২২ মার্চের সমাচার আসিয়াছে যে গত ৮ মার্চে সেখানে অতিশয় উষ্ণ বায়ু প্রকাশ হইয়াছিল কিন্তু তাহার পর শীতল বায়ু বহিতেছে। প্রাতঃকালে শীতানুভব হয় সাহেব লোকেরা খস খসের টাটি লাগাইয়াছেন কিন্তু অদ্যাপি জল দিতে হয় নাই। এবং শস্যাদি উত্তম জন্মিয়াছে সেখানে এক জন সাহেব পাঁচ সের আলু রোপণ করিয়াছিলেন তাহাতে পাঁচ মোন আলু পাইয়াছেন।

দেশ ভ্রমণ ॥ এক সাহেব অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়া এই ক্ষণে মৌ হইতে উজ্জয়নীর বিষয় এক পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে লিখিয়াছেন যে উজ্জয়নীর নদীর বিষয় আবদুল ফজল লিখিয়াছেন যে তাহার আমলে উজ্জয়নীর নিকটস্থ সিপিরা নদীতে কখনং দুগ্ধ বহিত। কিন্তু তখন দুগ্ধ দেখিয়া তিনি যেমত চমৎকৃত হইতেন এখনও তাঁহাকে যাহারা বিশ্বাস করে তাহারাও জল দেখিয়া সেইরূপ চমৎকৃত হয়।

এবং উজ্জয়নীহইতে ষোল ক্রোশ অন্তর ইণ্ডোর শহর সে হোলকারের রাজধানী স্থান সিন্ধিয়ার রাজধানী গড় গোয়ালিয়রের সহিত তুলনা করিলে হইলে ইণ্ডোর অতিক্ষুদ্র বোধ হয়। ইণ্ডোরের সাড়ে ছয় ক্রোশ [illegible] দেশের ছাউনি। ইণ্ডোর গ্রীষ্ম কালে বড় সুখদ বোধ হয় না লোকেরা কহে যে সে স্থান পীড়াজনক কিন্তু তাহার কারণ দেখি না যাহারা উত্তম গৃহে বাস করে তাহারা সুস্থ থাকে ও সেখানে খাদ্য বস্তু [illegible] বিস্তর আছে এবং সুলভ ও বটে সেখানে আটা টাকাতে ২৭ সের ও বুট এক টাকা মোন পাওয়া যায় কিন্তু সেখানে লোকেরদিগের বেতন অধিক।

মাকরিয়ার মেলা ॥ আসিয়া ও ইউরোপের মধ্যবর্ত্তী রুষিয়াধীন মাকরিপ নামে এক ক্ষুদ্র স্থান আছে সেখানে প্রতিবৎসর জুলাই মাসে এক মেলা হইয়া থাকে সে স্থানে অধিক লোক বসতি নাই তথাপি ঐ সময়ে সে স্থানে কাষ্ঠের দ্বারা নূতনং ঘর প্রস্তুত হয় ও সেইং ঘর নানাপ্রকারে দিয়া অতিসুন্দর করে এবং নৃত্যশালা ও গীতশালা ও যাত্রাশালা প্রভৃতি স্থানেং প্রস্তুত হয় এবং বাণিজ্য কারণ অনেক দেশীয় লোক সেখানে একত্র হয়। রুষিয়াধীন ও তাহার দেশীয় ও আরমাণীয় ও পারসীয় ও হিন্দুস্থানীয় ও পোলণ্ডীয় ও জর্ম্মণীয় ও ফ্রান্সীয় ও ইংল্লণ্ডীয় ও আমেরিকীয় প্রভৃতি নানা দেশীয় লোক নানাবিধ সামগ্রী লইয়া ক্রয় বিক্রয় করণার্থে সেখানে আইসে। এবং কাশ্মীর দেশহইতে শালবিক্রয়ার্থে অনেক মহাজন আসিয়া দোকান করে তাহার দালাল আরমাণীয় লোক তাহারা অনেকং দেশ ভাষা জানে। খরিদার ও মহাজন উভয়পক্ষীয় মূল্য তাহারদের দ্বারা স্থির হইলে খরিদারের হস্তে মহাজন হস্ত দিলেই সওদা [illegible] হয় এই রীতি আছে ঐ সময়ে ঐ দালালেরা উভয়ের হস্ত ধরিয়া [illegible] টানি এমত করে যে দুই তিন দিবস পর্য্যন্ত উভয়ের হস্তে বেদনা থাকে তাহাতে যাহার হস্তের বেদনা অধিক দিবস না থাকে সে মনে করে যে এই বিক্রয়ে আমার ক্ষতি হইয়াছে।

সমাচার দর্পণ ॥

[illegible]ম কৌসল ॥ শ্রীযুত হারিংতন সাহেব কলিকাতার সুপ্রীমকো[illegible] অধ্যক্ষ মধ্যে এক অধ্যক্ষ হইয়াছেন পূর্ব্বে ছাপান [illegible]য়াছে এইক্ষণে [illegible] যে গত ১৪ জানুআরিতে ইংগ্লণ্ড [illegible]নের কল্প ছিল যদি ছাড়ি[illegible]বেন ।তবে মে মাহাতে পঁহুছিতে পারেন ।

জাহাজ মারা ॥ শ্রীযুত কাপ্তান হে সাহেব মাদিরিনামক জাহাজ [illegible]বেম্বর মাসে কলিকাতা ছাড়িয়া পারসী দেশ প্রস্থান করিয়াছেন এই [illegible]ণে সমাচার জানা গেল যে সে জাহাজ বুশীরের নিকট মারা পড়িয়াছে [illegible] জিনিস তাবৎ নষ্ট হইয়াছে কিন্তু প্রাণ সকল রক্ষা হইয়াছে ।

[illegible]কার ॥ রাজসহী ও দিনাজপূরের মধ্য সীমা মহানন্দা নদীর তীরে [illegible] লোকেরা ব্যাঘ্র সহিত শূকর মৃগ প্রভৃতি সীকার করিতে গিয়াছিলেন [illegible]র ব্যাঘ্র ভিন্ন সীকার হইত । এক দিবস নিকটস্থ গ্রাম্য লোকেরা [illegible]ত হইয়া সাহেবেরদিগকে জানাইল যে গ্রামের মধ্যে এক গাণ্ডার আ[illegible]রি পাচটা ঘোড়া বধ করিয়াছে । ইহা শুনিয়া সাহেবেরা অন্বেষণ [illegible] জিলা দিনাজপুরের আনারপুরীর নিকটে ১৩ মার্চ তারিখে তাহাকে [illegible]মা মারিলেন । তাহার পরিমাণ এই নাসিকার অগ্রাবধি লাঙ্গূল পর্য্য[illegible] দশ হস্ত দীর্ঘ তাহার মধ্যে লাঙ্গূল তিন পোয়া উদরের বেড় পৌনে [illegible]। সে উচ্চ পাচ হস্ত তাহার কলিজা ওজনে চৌদ্দ সের দন্ত ত্রিশটা [illegible] সওয়া হস্ত প্রমাণ । তাহার মস্তকের ওজন আন্দাজ চারি মোন । [illegible]ান হয় যে সে মোরঙ্গপাহাড়হইতে আসিয়াছিল ।

[illegible]॥ বাড়াহইতে ৯ মার্চ তারিখে এক সাহেব পত্র লিখিয়াছেন [illegible] সাহেব যখন বাড়াতে গেলেন পথের মধ্যে চচারি গ্রামে এক স্ত্রী সহ[illegible] করিবে শুনিয়া তাহার নিকট গিয়া দেখিলেন যে এক বৃদ্ধা স্ত্রী [illegible]রোহণ করিয়া আপন স্বামীর চিতার নিকট আসিয়া রীত্যনুসারে চি[illegible]ণ করিলে অগ্নি দিলে অগ্নির উত্তাপ শরীরে স্পর্শমাত্রে সে স্ত্রী উঠিয়া [illegible] করিল থানার বরকন্দাজেরা তাহাকে রক্ষা করিল ইহা দেখিয়া সা[illegible]ষ্ট হইলেন যেহেতুক পরম্পরা শুনিলেন যে বরকন্দাজ না থাকিলে ঐ [illegible]রিয়া অগ্নিতে দাহ করিত ।

[illegible]রণ ॥ খড়াশ্যাম বাজারের ষাটি বৎসরবয়স্ক এক লোক মরিল [illegible] তাহার পঁয়ত্রিশ বৎসরবয়স্কা স্ত্রী সহগমনোদ্যতা হইলে মুরশাদ[illegible] [illegible]তন গঞ্জের নিকট গঙ্গার ঘাটে তাহারদিগকে আনিল পরে পুলি[illegible] [illegible]রোগা আসিয়া স্ত্রী লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তুমি কি কারণ [illegible]বশে উদ্যতা হইয়াছ কেহ তোমাকে দুঃখ দিয়াছে কি কেহ দুঃখ [illegible] ইহাতে সে উত্তর করিল যে আমাকে কেহ দুঃখ দেয় নাই ও [illegible]মত নহে । আমি এই প্রকার স্বামীর সহিত সতী হইয়া আসিতে [illegible]রে বাদ্যাদি তাবৎ আয়োজন পূর্ব্বক চিতারোহণ করিল পরে অগ্নি [illegible] ও অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে পর বাঁশ দিয়া চাপিলেক ।

[illegible]ইতি ॥ জিলা বর্দ্ধমানের মধ্যে কুম্ভীরপোতা গ্রামে এক সৎগোপের [illegible] গত ১৭ মার্চ রবিবারে রাত্রি ডাকাইত পড়িয়াছিল তাহাতে গৃহস্থে [illegible]য়ে পলায়ন করিল । ডাকাইতেরা তাবৎ ধনাদি লইয়া গেল । পর [illegible]রোগা আসিয়া বিস্তারিত জ্ঞাত হইয়া ডাকাইতেরদের অন্বেষণ করি[illegible] অদ্যাপি কিছু সন্ধান করিতে পারে নাই ।

বজ্রাঘাত ॥ গত ২৪ মার্চ [illegible]বারে [illegible] বর্দ্ধমানের মৌজে কেদেরাকু[illegible]ভায় দুই দণ্ড বেলা থাকিতে মেঘ [illegible] হইতে লাগিল ঐ গ্রামে এক গোয়ালার বাটীতে এক [illegible] তাহার নিকটে কাটা গরু ছিল ঐ গরু আনিতে গোয়ালা ঐ বৃক্ষের নিকটে গেল ঐ সময়ে অকস্মাৎ ঐ বৃক্ষেতে বজ্রাঘাত হইল তাহাতে সে বৃক্ষ দগ্ধ হইল ও সে গোয়ালা মরিল । ও নিকটস্থ দুইখান ঘর দগ্ধ হইল ।

ইংগ্লণ্ড ॥ ইংগ্লণ্ড দেশের প্রথম [illegible] রাজা তুরক দেশীয় মহম্মদ নামক অতিসুজন লোককে হেনোবর দেশহইতে আপন নিকটে আনিয়া রাখিয়াছিলেন সে লোকের প্রতিমূর্ত্তি অদ্যাপি কেনসিংটন নগরের রাজবাটীর [illegible] আছে সে লোক সন ১৭২৬ সালে মরিয়াছে তাহাকে মহারাজ প্রভৃতি তাবৎ লোকেই ভাল বাসিতেন এবং সে তিন বৎসরের মধ্যে কারাগারস্থ তিন শত ঋণী লোককে খালাস করিয়াছিল ।

[illegible]রের [illegible] কুকুরীর স্তনপান । ইংগ্লণ্ড দেশে এক সাহেবের বাটীতে এক কুকুরের তিন সন্তান হইয়া মরিল এবং সেই সময়ে এক শূকরী বার সন্তান প্রসব করিয়া মরিল পরে সাহেব ঐ শূকরের সন্তান চারিটা কুকুরের নিকটে দিলে সেই কুক্কুর অতিযত্নে তাহারদিগকে স্তন পান করাইল [illegible]বধি সে চারি শূকরকে পালন করিতেছে ।

দ্রুতগামী ॥ মান্দরাজহইতে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের কোন ত্বরিত সমাচার কলিকাতা পঁহুছনের আবশ্যক হইয়াছিল তাহাতে যে নিত্য ডাক আছে তদ্দ্বারা অতিশীঘ্র পঁহুছিতে পারে না মতে নূতন ডাক বসাইয়া পত্র প্রেরণ করিল সে পত্র ৫২০ ক্রোশ পথহইতে সাড়ে দশ দিবসে মোকাম কলিকাতা পঁহুছিয়াছে ।

আশ্চর্য্য বালক ॥ স্কটলণ্ড দেশের এক গ্রামে ১৭ মাসবয়স্ক এক বালক গত ২০ আগস্তে মরিয়াছে তাহার আশ্চর্য্য বালকরূপে খ্যাতি ছিল । যখন সে ১৩ মাসবয়স্ক ছিল তখন সে ওজনে পঁয়ত্রিশ সের । এবং তাহার গলার বেড় তিন পোয়া বক্ষের বেড় সাত পোয়া উরুর বেড় এক হাত তিন অঙ্গুলি বাহুর বেড় আদ হস্ত চারি অঙ্গুলি ছিল ।

জন্মতিথি ॥ শ্রীশ্রীযুত ইংগ্লণ্ডীয় মহারাজের জন্মতিথি আগামি ২৩ এপ্রিল মঙ্গলবার হইবেক শুনা গেল যে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের টাকার দায়ে যে সকল লোক কারাগারে বদ্ধ আছে মহারাজের মুকুট ধারণের পর প্রথম জন্ম তিথির সময়ে সেই দিবসে সেই সকল লোক মুক্ত হইবেক ।

নাশিকা ছেদ ॥ মোকাম কলিকাতার হাটখোলার নাথের বাগানে এক চাপড়াসী বাস করে কোন দিবস চাপড়াসী ঘরে ছিল না ঐ সময়ে থানার এক বরকন্দাজ তাহার ঘরে আসিয়া চাপড়াসীর স্ত্রীর সহিত কথোপকথন করিতেছিল এই সময়ে ঐ চাপড়াসী আপন ঘরে আইল দেখিয়া তাহার স্ত্রী অতিশীঘ্র তাহার নিকট আসিয়া কহিল যে এক অপরিচিত লোক ঘরে কিকারণ আসিয়াছে । ইহা শুনিয়া চাপড়াসী তাহার নিকট গিয়া অনেক কটু বাক্য কহিল ইহাতে পরস্পর অতিশয় বিরোধ হইল । পরে চাপড়াসী অতি ক্রোধে বরকন্দাজের চক্ষু মধ্যে অঙ্গুলি দিয়া চক্ষুর তিম্ব বাহির করিল

সমাচার দর্পণ ॥

ইহাতে সে অত্যন্ত কাতর হইল পরে তাহার নাসিকাও ছেদন করিলে বলা গেল উভয় হুজুর চালান হইয়াছে শেষ জানা যায় নাই।

স্ত্রী শিক্ষা ॥

এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাবিধায়ক এক গ্রন্থ পূর্ব্বং প্রমাণসহকারে মোকাম কলিকাতায় ছাপা হইয়াছে তাহার বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণেরা ইদানী বিদ্যাভ্যাস করেন না কিন্তু বিদ্যাভ্যাস করণে দোষ লেশও নাই। যদ্যপি শাস্ত্রীয় ও ব্যাবহারিক দোষ থাকিত তবে পূর্ব্বতন সাধ্বী স্ত্রীগণেরা বিদ্যাশিক্ষাতে অবশ্য পরাঙ্মুখ হইতেন। তথাচ

যাজ্ঞবল্ক্যপত্নী মৈত্রেয়ী অনসূয়া দ্রৌপদী রুক্মিণী চিত্রলেখা লীলাবতী কর্ণাটরাজস্ত্রী লক্ষ্মণসেনের স্ত্রী ও খনা ইত্যাদি পূর্ব্বতন স্ত্রী সকল অশেষ শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া তত্তৎ শাস্ত্রের পারদর্শিরূপে বিখ্যাত ছিলেন এবং ইদানীন্তন মহারাণী ভবানী হটী বিদ্যালঙ্কার শ্যামাসুন্দরী ব্রাহ্মণী এঁহারা লেখা পড়া ও নানা শাস্ত্র ও দর্শন বিদ্যাতে অতিতৎপরা হইয়া অতিসুখ্যাতি প্রাপ্তা হইয়াছেন। বিদ্যাশিক্ষাতে তাহারদিগের কোন অংশে মানত্রুটি কিম্বা অপযশ হয় নাই বরং যশোবৃদ্ধি হইয়াছে।

এবং বৃহদারণ্যকোপনিষদে স্পষ্ট লিখিয়াছেন অনেকের বোধের অগম্য যে ব্রহ্মজ্ঞান তাহা যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছিলেন তদ্দ্বারা মৈত্রেয়ী চরিতার্থা হইয়াছেন তাহাতে তাঁহার কীর্ত্তি অদ্যাপি আছে এবং ব্রহ্মার পুত্র অত্রি তাঁহার স্ত্রী অনসূয়া অশেষ শাস্ত্র পাঠ করিয়া বিদ্যাবতী হইয়া অন্যকে শাস্ত্রোপদেশ করিয়াছেন এবং দ্রুপদরাজকন্যা পাণ্ডব পত্নীর পাণ্ডিত্য লিপিবাহুল্য। এবং রুক্মিণী পত্র লিখিয়া সুনাম ব্রাহ্মণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ নিকটে প্রেরণ করিয়াছিলেন শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে স্পষ্ট লিখিয়াছেন। এবং চিত্রলেখার শাস্ত্রদৃষ্টি ও শিল্পবিদ্যা ঐ শ্রীমদ্ভাগবতে উষা হরণ প্রকরণে স্পষ্ট লিখিয়াছেন। এবং উদয়নাচার্য্যের কন্যা লীলাবতী এমত পণ্ডিতা ছিলেন যে তাঁহার স্বামির সহিত শঙ্করাচার্য্য যৎকালে বিচার করিলেন তখন ঐ লীলাবতী উভয়ের মধ্যস্থা ছিলেন এবং তাঁহার রচিত অনেকং গ্রন্থ প্রচলিত আছে। এবং সিদ্ধান্তশিরোমণি গ্রন্থকর্ত্তা ভাস্করাচার্য্যের কন্যা দ্বিতীয় লীলাবতী অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার তুল্য ছিল না। এবং কার্ণাট দেশের রাজরাণী এমত পণ্ডিতা ছিলেন যে কালিদাস প্রভৃতির কবিতা তুচ্ছ করিয়াছেন। এবং লক্ষ্মণ সেনের স্ত্রী যেং কবিতা করিয়াছেন পণ্ডিতেরা সে সকল প্রসঙ্গ করিয়া জ্ঞানীর নিকট প্রতিপন্ন হইতেছেন। এবং পদ্মপুরাণান্তর্গত ক্রিয়াযোগসারে লিখিত আছে যে তালধ্বজপুরীতে বিক্রম নামক রাজার পুত্র মাধব য সুলোচনাকে বিবাহ করিতে দীব্যন্তী নগরে গিয়া সুলোচনাকে পত্র লিখিয়াছিলেন তখন ঐ সুলোচনা পত্র পাঠ করিয়া সদুত্তর লিখিয়াছিলেন। এবং বীরসিংহ রাজার কন্যা বিদ্যা ব্যাকরণাদি নানাশাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ও রাজসাহীর রাজা মহারাজ রামকান্তরায়ের স্ত্রী মহারাণী ভবানী বিদ্যাভ্যাস দ্বারা চিরকাল রাজশাসন করিয়াছেন কাশীতে তাঁহার অন্নপূর্ণা খ্যাতি আছে অদ্যাপি প্রাতঃকালে উঠিয়া লোকেরা তাঁহার নামস্মরণ করে। এবং রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কন্যা হটী বিদ্যালঙ্কার নামে খ্যাতা হইয়া বৃদ্ধাবস্থাতে কাশীতে অধ্যাপনা করিয়াছেন এবং সে খানে তাঁহার সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণ হইত। এবং কোটালী পাড়াগ্রামে শ্যামাসুন্দরী নামে এক ব্রাহ্মণী ব্যাকরণাদি ন্যায়পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন।

ভূমিকম্প ॥ গত ৩ এপ্রিল বুধবারে রাত্রি দশ ঘণ্টা কুড়ি মিনিটের সময়ে অতিশয় ভূকম্প হইয়াছে এমন ভূকম্প দুই চারি বৎসরের মধ্যে প্রায় হয় নাই ভূকম্পের পরে বৃক্ষাদি অর্দ্ধদণ্ড পর্য্যন্ত অস্থির ছিল।

পরীক্ষা ॥ মোকাম শ্রীরামপুরের কালেজের পরীক্ষা হইয়াছে আগামি সপ্তাহে বিশেষ ছাপান যাইবেক।

মোং বৈদ্যনাথ ॥ শ্রীযুত বৈদ্যনাথ ঠাকুরের অধিকারির পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে সে অধিকারির জ্যেষ্ঠ পুত্র মহারোগগ্রস্ত তৎপ্রযুক্ত সেবাতে সে অধিকারী হয় নাই এবং তাহার যে পুত্র আছে সে প্রাপ্তবয়স্ক নহে তাহাতে মৃত অধিকারির কনিষ্ঠ পুত্র সেবাতে নিযুক্ত হইল তাহাতে অপ্রাপ্তবয়স্ক ঐ মৃত অধিকারির জ্যেষ্ঠপুত্রের পুত্র মোং শিউড়িতে শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেবের নিকটে আপন পৈতৃক সেবার দাবিতে নালিস করিলে সাহেব তদারক করিতে মফস্বলে গিয়া সকল বিষয় জ্ঞাত হইয়া আজ্ঞা করিলেন যে অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি যাবৎ বয়ঃপ্রাপ্ত না হয় তাবৎ তাহার প্রতিনিধিরূপে দখলিকার ব্যক্তি সেবা করিবেক কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক হইলে আপনি সেবা করিবেক। তাহাতে দখলিকার উত্তর করিল যে এ সেবাতে যে নিযুক্ত হয় সে সাংসারিক তাবৎহইতে বিরত হয় অতএব আমি তাবৎ পরিত্যাগ করিয়া সেবাতে নিযুক্ত আছি আমি কিরূপে ত্যাগ করিব। এবং মফস্বলে অপ্রাপ্তবয়স্ককে কহিল যে আমাকে অর্দ্ধেক হিস্যা দেহ তবে কোন বিরোধ হইবেক না। সে সম্মত হইল না। পরে সাহেব এই সকল বিষয় হুজুরে রিপোর্ট করিয়াছেন সেখানহইতে যে হুকুম আইসে। ইহার পরে সমাচার জানা যায় নাই।

এই বিষয় আমরা বিশেষ জ্ঞাত নহি অতএব যদি কেহ ইহার বিস্তারিত জ্ঞাত থাকেন তবে অনুগ্রহপূর্ব্বক শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে পাঠাইলে দর্পণে অর্পণ করা যাইবেক।

রাহাজানি ॥ খিদিরপুরের শ্রীলক্ষ্মণ মণ্ডল ৬ চৈত্র সোমবারে কলিকাতাহইতে হাজার টাকার হিন্দুস্থানী নোট ক্রয় করিয়া লইয়া রাত্রি চারি দণ্ড সময়ে গাড়িতে উঠিয়া আপন বাটী যাইতেছিল গড়ের মাঠে চৌরঙ্গীর পশ্চিমে জন কএক গোরা আসিয়া গাড়ি ধরিল। তখন মণ্ডল ব্যস্ত হইয়া নোট লইয়া গাড়ির কোনে গোপন করিয়া রাখিল। ঐ গোরা লোকেরা মণ্ডলের বস্ত্রাদি ও কিছু পয়সা লইয়া গেল পরে মণ্ডল নোট লইয়া গারোদে সমাচার দিল তাহারা গোরারদিগের অনেক অন্বেষণ করিল কিন্তু পাইল না।

প্রেরিত পত্র ॥

শ্রীযুত সমাচার দর্পণ প্রকাশক মহাশয়েষু এই পশ্চাদ্বর্ত্তি কএক পংক্তি ধর্ম্ম প্রশ্ন দর্পণে অর্পণ করিয়া মনের মালিন্য দূর করিয়া উপকৃত করিবেন।

ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষিসকল জন হিতৈষি ব্যক্তি প্রেরিত প্রশ্ন পত্রমিদং।

সংপ্রতি যুগধর্ম্মপ্রযুক্ত নানা প্রকার দুরাচার কুব্যবহার দেখিয়া ধর্ম্মহানি পাপবৃদ্ধি জানিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া প্রশ্ন চতুষ্টয় করিতেছি ইহাতে কোন ব্যক্তির নিন্দা কিম্বা দ্বেষ উদ্দেশ্য নহে কেবল বিশিষ্ট লোকের পাপ কর্ম্ম নিবারণ এবং তৎসংসর্গজ দোষ নিরাকরণ তাৎপর্য্য অতএব ইহা প্রকাশ করণে লোকহিত ব্যতিরেকে দোষ লেশও নাই।

সমাচার দর্পণ ॥

[illegible]ম প্রশ্নঃ। ইদানীন্তন ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানি পণ্ডিতাভিমানি ব্যক্তি বিশে[illegible] এবং তদনুরূপ অভিমানি তৎসংসর্গি গড্ডলিকা বলিকাবৎ গতানু[illegible] অনেক ধনি লোকেরা কি নিগূঢ় শাস্ত্রাবলোকন করিয়া স্বস্বজাতীয় ধর্ম্ম [illegible]রিত্যাগপূর্ব্বক বিজাতীয় ধর্ম্ম কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছেন এতাদৃশ সাধু [illegible] বিশিষ্ট সন্তান সকলের সহিত সংসর্গ যোগবাশিষ্ঠ বচনানুসারে [illegible]কের অবশ্য অকর্ত্তব্য কি না। যথা সংসারবিষয়াসক্তং ব্রহ্মজ্ঞো [illegible]িবাদিনং। কর্ম্মব্রহ্মোভয়ভ্রষ্টং তং ত্যজেদন্ত্যজং যথা॥

[illegible]তীয় প্রশ্নঃ। যাহারা বেদস্মৃতি পুরাণাদ্যুক্তস্বস্বজাতীয় সদাচার সদ্ভাব [illegible] বিরুদ্ধ কর্ম্ম করেন অথচ ভ্রমাত্মক বুদ্ধিতে আপনাকে আপনিই ব্রহ্মজ্ঞানি [illegible] মানেন তাহারদিগের তবে অনাদর পুরঃসর যজ্ঞসূত্র বহন কেবল [illegible] মার্জ্জার তপস্বির ন্যায় বিশ্বাসকারণ অতএব এতাদৃশাচারবন্ত ব্যক্তির [illegible] স্কান্দ ও মহাভারত বচনানুসারে কি বক্তব্য। যথা। সদাচারো হি [illegible] নাচারাদ্বিচ্যুতঃ পুনঃ॥ তস্মাদ্বিপ্রেণ সততং ভাব্যমাচারশীলিনা। [illegible]রতো লোকে গর্হণীয়ঃ পুমান্ ভবেৎ। তথাচ। সত্যং দানং ক্ষমা [illegible]নৃশংস্যং তপো ঘৃণা। দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥ [illegible] ভবেৎ সর্প তং শূদ্র ইতি নির্দ্দিশেৎ॥

[illegible]তীয় প্রশ্নঃ। ব্রাহ্মণসজ্জনের অবৈধহিংসাকরণ কোন ধর্ম্ম বিশেষতঃ [illegible]হিতে রত অহিংসক পরম কারুণিক আত্মতত্ত্বজ্ঞানিরদিগের আত্মোদর [illegible]র্থে পরমহর্ষে প্রত্যহ ছাগলাদিচ্ছেদন করণ কি আশ্চর্য্য এতাদৃশ সাধু [illegible]চার মহাশয় সকলের স্কন্দপুরাণবচনানুসারে ঐহিক পারত্রিক কি প্রকার [illegible] যথা। যো জন্তূনাত্মপুষ্ট্যর্থং হিনস্তি জ্ঞানদুর্ব্বলঃ। দুরাচারস্য তস্যেহ [illegible]াপি সুখং কুতঃ॥

[illegible]তুর্থ প্রশ্নঃ। অনেক বিশিষ্ট সন্তান যৌবন ধন প্রভুত্ব অবিবেকতা [illegible] কুসংসর্গযুক্ত হইয়া লোক লজ্জা ধর্ম্ম ভয় পরিত্যাগ করিয়া বৃথা কেশ [illegible]ন সুরাপান যবনাদি গমনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহার শাসন ব্যতিরেকে [illegible] সকল দুষ্কর্ম্ম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে তত্তৎ কর্ম্মানুষ্ঠাতৃ মহাশয়ের [illegible]র কালিকাপুরাণরহস্যপুরাণ মনুবচনানুসারে কি বক্তব্য। যথা গঙ্গায়াং [illegible] ক্ষেত্রে পিত্রোশ্চ মরণং বিনা। বৃথা ছিনত্তি যঃ কেশান্ তমাহুর্ব্রহ্মঘা[illegible]। তথাচ। যো ব্রাহ্মণোহদ্যপ্রভৃতীহ কশ্চিৎ মোহাৎ সুরাং পাস্যতি [illegible]বুদ্ধিঃ। অপেতব্রহ্মা ব্রহ্মহা চৈব স স্যাদস্মিন্ লোকে গর্হিতঃ স্যাৎ পরে চ। [illegible]চ যস্য কায়গতং ব্রহ্ম মদ্যেনাপ্লাব্যতে সকৃৎ। তস্য ব্যপৈতি ব্রাহ্মণ্যং [illegible]ত্বঞ্চ স গচ্ছতি। তথাচ॥ চাণ্ডালান্ত্যস্ত্রিয়ো গত্বা ভুক্ত্বা চ প্রতিগৃহ্য চ [illegible]ত্যজ্ঞানতো বিপ্রো জ্ঞানাৎ সাম্যন্তু গচ্ছতি। অন্ত্যা ম্লেচ্ছযবনাদয়ঃ। [illegible]তি কুল্লূকভট্টঃ॥

এই পত্র অনেক বিশিষ্ট লোকের অনুরোধে দর্পণে অর্পিত করিলাম কিন্তু আমরা পরস্পর বিরোধের সহকারী নহি এবং যদ্যপি কেহ ইহার উপযুক্ত শাস্ত্রীয় উত্তর পাঠান তাহাও আমরা দর্পণে স্থান দিব।

কলিকাতার আমদানি

ইং ২১ মার্চ লাং ২৭ মার্চ।

জাহাজী জিনিস।	মোন	দেশী জিনিস।	মোন
লৌহ	০	তুলা	[illegible]
শীষা	০	চিনী	[illegible]
তাঁবাপত্রা	০	সোরা	[illegible]
তাঁবাপেরেক	০	শুট	[illegible]
হররকম তাঁবা	২৭৩	রেশম	[illegible]
টীন	৭	সুপারি	[illegible]
দস্তা	০	মরিচ	[illegible]
মরীচ	০	বস্ত্র	[illegible]
লবঙ্গ	১৩৫		
জায়ফল	০		
সুপারি	০		

নীল ইং সেপ্তম্বর লাগাএদ ২৭ মার্চ পর্য্যন্ত [illegible] মোন

ক্রয়	কোম্পানির কাগজ।	বিক্রয়
১২৷৷	শতকরা ছয় টাকার নূতন সুদের কাগজ	[illegible]
২৩	ঐ যাহার সুদ ইংগ্লণ্ডে পাওয়া যায়	[illegible]

সপ্তাহের পঞ্জিকা॥

৬	এপ্রিল	শনিবার	২৫	চৈত্র	১০ এপ্রিল	বুধবার	[illegible]	চৈত্র
৭	ঐ	রবিবার	২৬	ঐ	১১ ঐ	বৃহস্পতিবার	৩০	ঐ
৮	ঐ	সোমবার	২৭	ঐ	১২ ঐ	শুক্রবার	১	বৈশাখ
৯	ঐ	মঙ্গলবার	২৮	ঐ				

বাজার ভাও॥

জিনিস	মোন	অবধি	পর্য্যন্ত	জিনিস	মোন	অবধি	পর্য্যন্ত
সুপারি	১	৩।	৩৸	মোম	১	৫০	[illegible]
ভেরেণ্ডা তৈল	১	১২	১৪	মিছরি উত্তম	১	১৫॥	[illegible]
গাছ মরিচ	১	৬	৭	মিছরি মধ্যম	১	১২	১২।
নারিকেল তৈল	১	১০	১২	সোরা উত্তম	১	৪৸	৫।
আদা রঙ্গপুর	১	২	২॥	মধ্যম	১	৩৸	[illegible]
পাটনাই আদা	১	০	০	চিনী কাশীর	১	৮।৶	৮।[illegible]
চালু পাটনাই	১	২	২৶	মধ্যম	১	৭॥	৮।
মুগী	১	১।৵	১॥	তেতুল	১	১	১।
পাছড়ি উত্তম	১	২।	২॥	তামাকু	১	৩	৫॥
পাছড়ি মধ্যম	১	১৸	১৸৶	চন্দন	১	১৬	১৮
বাদাম	১	১।/	১।৵	হরিদ্রা	১	৩	৩।
দুধা গোম	১	১/	১৶	মধ্যম	১	২॥	২[illegible]
পাটনাই বুট	১	৸	৸৵	উত্তম নীল	১	১৩৫	২৫[illegible]
অড়হর ডালি	১	১।/	১।৶	মঞ্জিষ্ঠা	১	৫	৬
উত্তমগায়া ঘৃত	১	২৪	২৫॥	ফাটকারি	১	৪৸	৫
তৈলা ঘৃত	১	২৩॥	২৪	কর্পূর	১	৪৭	৫[illegible]

এই সমাচারদর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতিসপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে২ কাগজ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার মূল্য মাসে এক টাকা যিনি স্বীকার করিয়াছেন যদি তাঁহার নিকটে কাগজ না পঁহুছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবে॥